Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Library
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
Bhadaini, Varanasi-1
No. 3/190
Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 N.P. daily shall have to be paid.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/190

LIBRARY
No. ....
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS. 3/190

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/190

সত্য দর্শন

কালিকানন্দ স্বামী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/190

সত্য দর্শন।

—০—

'আহার ও ধর্ম্ম' গ্রন্থ

প্রণেতা

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য

শ্রীমৎ কালিকানন্দ স্বামী

প্রণীত।

—০—

স্বয়ম্ভাতি পুস্তকালয়,

১০৫ নং সদানন্দ বাজার, বেনারস (৺কাশীধাম) হইতে

শ্রীগোপালচন্দ্র বেদান্তশাস্ত্রী কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

—০—

সন ১৩৫৪।

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।]

[মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/190

ভূমিকা।

মনীষা-সম্পন্ন মানবের মনে এইরূপ চিন্তা সময়ে সময়ে উদিত হয় যে, মনুষ্য-জীবনের লক্ষ্য কি? সৃষ্টিকর্ত্তা এই অনন্তকোটি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে অনন্তকোটি জীব কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন”? চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিবেন,—‘কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিষ্প্রয়োজনে কোন কাজ করে না; এমন ..., জ্ঞানস্বরূপ ব্যাপক আত্মা বিশ্বের সর্ব্বত্র অনুস্যূত থাকায় জড় জগতের প্রত্যেক কার্য্যেও উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হয়’। সূর্য্যের উত্তাপ বিকীর্ণ হয় বলিয়াই পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের জীব বাঁচিয়া আছে। ঐ সকল গ্রহও যদি প্রতিনিয়ত ঘুরিয়া দিন-রাত্রি সম্পাদন না করিত, যদি অবিরাম সূর্য্য-কিরণ ভোগ করিতে হইত, অথবা গ্রহের বিপরীত দিকে থাকায় একেবারেই সূর্য্যালোক না পাওয়া যাইত, তবেও জীবের জীবন অসহনীয় হইয়া উঠিত। সূর্য্যরশ্মি বায়ুকে হাল্‌কা করিয়া উপরে তুলিয়া লয় বলিয়াই বায়ু প্রবাহিত হইয়া জীবকে আনন্দ দান করে। যেমন সমুদ্রের জল বাষ্পরূপে উপরে উঠিয়া মেঘে পরিণত হয় এবং বায়ু-প্রবাহে স্থলভাগে আসিয়া বৃষ্টিরূপে পতিত হইয়া ধরিত্রীর উর্ব্বরতা সম্পাদন পূর্ব্বক নদী-নালার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া পুনরায় নিজ উৎপত্তিস্থান সমুদ্রে যাইয়া মিলিত হয়; জীবও সেইরূপ সচ্চিদানন্দ-সাগর হইতে উৎপন্ন হইয়া উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ প্রভৃতি যোনিতে বহু বার পরিভ্রমণ করিয়া দেহ-পরিবর্ত্তন করিতে করিতে ক্রমশঃ উন্নত হইয়া অবশেষে নিজ উৎপত্তিস্থান ঐ সচ্চিদানন্দ-সাগরে যাইয়া সম্মিলিত হয়। ইহাই জীবের সকল প্রকার শোক-দুঃখের বন্ধন হইতে মুক্তি, ইহাই জীবের জীবনের লক্ষ্য এবং ইহাই সৃষ্টির সার্থকতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবের মধ্যে সত্তা বা অস্তিত্ব, চিৎ (চৈতন্য) বা জ্ঞান এবং আনন্দ বিদ্যমান। কিন্তু যতটুকু সৎ, চিৎ ও আনন্দ তাহার ক্ষুদ্র অন্তঃকরণে রহিয়াছে তাহাতে তাহার তৃপ্তি হইতেছে না, সে উহা অপেক্ষা আরও বেশী অস্তিত্ব, বেশী জ্ঞান ও বেশী আনন্দ পাইতে চায়। এই জন্যই জীব চায় "আমি যেন কখনও না মরি, যেন অনন্ত কাল পর্য্যন্ত আমার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে, আমি যেন বিশ্বের সমস্ত জ্ঞান লাভ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ হই এবং অসীম ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ যেন আমি ভোগ করিতে পারি"। জীব অনন্ত সচ্চিদানন্দ-সাগর হইতে উৎপন্ন হওয়ায় তাহার অন্তঃকরণের অন্তস্থলে অনন্ত-সত্তা, অনন্ত-জ্ঞান ও অনন্ত-আনন্দের সূক্ষ্ম স্মৃতি রহিয়াছে; এই হেতু উহা পাইবার জন্যই সে সর্ব্বদা অত্যন্ত লালায়িত। জীব যত দিন পর্য্যন্ত নিজের উৎপত্তিস্থানে পৌছিয়া উহা প্রাপ্ত হইতে না পারিতেছে, তত দিন পর্য্যন্ত সে কিছুতেই শান্তি পাইতেছে না। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, পরমাত্মায় বা আপন সত্তায় লীন হইয়া মোক্ষ লাভ করাই জীবের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

জীবমাত্রের মধ্যেই এইরূপ স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে যে "আমার সর্ব্বদা সুখ-শান্তি হউক, দুঃখ-অশান্তি যেন কদাপি না হয়"। দুঃখ নিবৃত্তির উপায়ও সে নিজ বুদ্ধি অনুসারে বাহির করিয়া লয়। ক্ষুধার উদ্রেকে দুঃখ বোধ হইলে সে তাহা দূর করিবার জন্য কিছু খায়; এই ভাবে, পিপাসার দুঃখ মিটাইবার জন্য সে কিছু পান করে; ভয় হইলে সে হয় শত্রুকে আক্রমণ করে, নতুবা পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করে; ক্লান্তি হেতু কষ্ট বোধ হইলে সে বসিয়া বিশ্রাম করে, কিম্বা শুইয়া ঘুমায়। এই সকল স্বাভাবিক দুঃখনিবৃত্তির উপায় সম্বন্ধে স্বাভাবিক জ্ঞান মানুষ ও ইতর প্রাণীর মধ্যে সমান। কিন্তু নিকৃষ্ট প্রাণী অপেক্ষা বুদ্ধি অধিক হওয়ায় মানুষ ঐ সকল উপায় হইতেও শ্রেষ্ঠতর উপায় উদ্ভাবন করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লয়। যেমন, রোগ হইলে তাহা নিবারণের জন্য সে ঔষধ সেবন করে; হিংস্র জন্তু, চোর, ডাকাত অথবা শত্রু-সৈন্যের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য সে গৃহ, প্রাসাদ বা দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া লয়; মনে শোক উৎপন্ন হইলে তাহা দূর করার জন্য সে সৎ-সঙ্গ, সদালোচনা কিম্বা সদ্‌গ্রন্থের অনুশীলন করে। কিন্তু ঐ সকল লৌকিক উপায়ে সাময়িক রূপে দুঃখের নিবৃত্তি হইলেও ঐ সকল শোক ও দুঃখ পুনরায় উৎপন্ন হইয়া ক্লেশ দিয়া থাকে। আহার দ্বারা ক্ষুধার দুঃখ দূর হইলে কি হয়? কয়েক ঘণ্টা পরেই আবার সেইরূপ ক্ষুধা উৎপন্ন হইয়া দুঃখ দিতে থাকে; এক শত্রু নিপাত হইলে কি হইবে? আবার নূতন শত্রুর আক্রমণ-ভয় হইতে দুঃখ উৎপন্ন হয়; ঔষধ সেবনে এক বার রোগ আরোগ্য হইলেও পুনরায় ঐরূপ রোগ হইবার ভয় থাকে; প্রিয়-বিয়োগ-জনিত শোক কিছু কম হইতে না হইতেই আবার অপর কোন প্রিয় জনের মৃত্যুতে ঐরূপ অথবা উহা অপেক্ষাও অধিক শোকের কষ্ট সহ্য করিতে হয়। এই জন্যই ঋষিগণ আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিয়া আর্য্য-শাস্ত্রে উহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা জানিয়া মানুষ শোক-দুঃখের বন্ধন হইতে চিরতরে মুক্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু শাস্ত্র-গ্রন্থ সমূহ সংস্কৃতে লিখিত বলিয়া সেই শাস্ত্র-সাগর মন্থন করিয়া জ্ঞানামৃত পান করা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সহজসাধ্য নয় এবং তত্ত্বজ্ঞ গুরুও অনায়াসলব্ধ নন। এই জন্যই পরমহংস শ্রীমৎ কালিকানন্দ স্বামী মহারাজ জনকৃপায় উদ্‌বুদ্ধ হইয়া এই গ্রন্থ অতি সরল বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে যে ভাবে মনস্তত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব বিস্তৃতরূপে বিবৃত হইয়াছে, মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে ইহা হইতে শিক্ষিত ও বিচারশীল ব্যক্তিগণ অনায়াসে আত্মজ্ঞান লাভ করতঃ চিরতরে শোক-তাপের হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া নিজ নিজ জীবন শান্তিময় করিতে পারিবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্র পৃথক্ পৃথক্, একে অপরের ধর্ম্মমতে বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস করে না। পক্ষান্তরে বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র সত্য তত্ত্ব দর্শন করাইয়া দেয় বলিয়া 'দর্শনশাস্ত্র' রূপে কথিত হয়। জল পান করিলে যেমন জীবমাত্রেরই পিপাসার নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ সত্য সিদ্ধান্ত মনুষ্যমাত্রের পক্ষেই সত্য। এই গ্রন্থ অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণের বলে প্রকৃত সত্য দর্শন করাইয়া দেয় বলিয়াই ইহার নাম "সত্য দর্শন" রাখা হইয়াছে। যে শাস্ত্র যুক্তিযুক্ত অর্থাৎ অবাধে তত্ত্বনিশ্চায়ক সেই শাস্ত্রই গ্রাহ্য, কিন্তু যাহা যুক্তিযুক্ত নহে, তাহা 'বেদ' হইলেও অগ্রাহ্য।

আধুনিক রীতি অনুসারে অধিকাংশের অভিমতই মান্য। কিন্তু প্রাচীন প্রথা অনুসারে আধ্যাত্মিক বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের অভিমতের কোনই মূল্য নাই। এক জন ঋষি বা এক জন মহাপুরুষ সমস্ত জীবনের সাধনায় যে সত্য সিদ্ধান্ত লাভ করিয়া ব্যক্ত করেন, তাহাই গ্রাহ্য হইয়া থাকে। বায়ুকে সাধারণ লোকে মাত্র 'বায়ু' বলিয়াই জানে, কিন্তু এক জন বৈজ্ঞানিক উহাকে বিশ্লেষণ করিয়া, উহার মধ্য হইতে কয়েক প্রকারের গ্যাস বাহির করিয়া যেমন বায়ুর যথার্থ স্বরূপ দেখাইয়া দেন; সেইরূপ সর্ব্বসাধারণে যে শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন-বুদ্ধির সমষ্টিকে 'জীব' বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিয়াছে, তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ ত্রিবিধ শরীর ও পঞ্চকোষ বিশ্লেষণ করিয়া শুদ্ধ চিন্ময় আত্মার যথার্থ স্বরূপ দেখাইয়া দেন।

সংসারের আধি-ব্যাধি, শোক-তাপে তাপিত হইয়া যাহারা নিরবচ্ছিন্ন সুখ লাভের আশায় হরিনাম সংকীর্ত্তন, লক্ষ লক্ষ মালা জপ, কালী, কৃষ্ণ, দুর্গা প্রভৃতি দেব-দেবীর মূর্ত্তি পূজা, নিরামিষাহার, উপবাসাদি বহুবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান, বেদ-বেদান্তাদি অশেষ শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, প্রভৃতি বহু তীর্থ পর্য্যটনাদি বাহ্যিক ধর্ম্মানুষ্ঠান সুদীর্ঘকাল করিয়াছেন; অথবা যে সকল ধার্ম্মিক মুসলমান মক্কা-মদিনা প্রভৃতি তীর্থস্থানে বহু বার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিধিপূর্ব্বক নমাজ পড়িয়া, খোদা, গাজী, পীর, পয়গম্বর প্রভৃতি নামে সিন্নী দিয়া এবং কোরাণ, জেন্দ প্রভৃতি বহু শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ও বাহ্যিক অনেক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছেন ; অথচ সেই সকল অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহারা কোনই শান্তি লাভ করিতে না পারিয়া, সত্য তত্ত্ব নির্ণয় করিতে অক্ষম হইয়া জীবনে হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন ; 'প্রকৃত সত্য কি ? আমি কে, কোথা হইতে আসিলাম ? এই সংসারে একাকী উলঙ্গ অবস্থায় রিক্তহস্তে আসিয়া অসংখ্য আত্মীয়-স্বজনে পরিবৃত হইয়া, নানা প্রকার শোক-দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া, সমস্ত ধন-সম্পত্তি ও প্রিয় পরিজন পরিত্যাগ করিয়া আবার একাকী কোথায় চলিয়া যাইব ? পরমেশ্বর কি বস্তু এবং তিনি কোথায় কি ভাবে আছেন, তাঁহার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধই বা কি ? কোন্ পন্থা অবলম্বন করিলে সেই পরমেশ্বরকে জানিয়া পরম শান্তি লাভ করা যাইবে ?' এইরূপ প্রশ্নই যাহাদিগকে উতলা করিয়া তুলিয়াছে, একমাত্র সেই সত্য-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণই এই 'সত্য দর্শন' গ্রন্থের প্রকৃত অধিকারী। অল্পজ্ঞদিগের অজ্ঞান-নাশক এইরূপ গ্রন্থ আর নাই।

তীব্র আগ্রহের সহিত এই গ্রন্থ পাঠ করিতে থাকিলে মনের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার উদয় হইবে, সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি তিরোহিত হইবে, বংশ ও সমাজগত কুসংস্কাররাশি নিঃশেষিত হইয়া চিত্ত নির্ম্মল দর্পণবৎ স্বচ্ছতা ধারণ করিবে এবং সেই বিশুদ্ধ চিত্তে সচ্চিদানন্দময় আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া মানব পূর্ণানন্দে কাল যাপন করিতে সমর্থ হইবে।

শ্রীগোপালচন্দ্র বেদান্তশাস্ত্রী।

—:০:—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র।

বিষয়	পত্রাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক
আমি ও আমার	১	তীর্থ কাহাকে কহে ?	৩০৬
আমি বা আত্মার স্বরূপ	৯	নিষ্কাম কর্ম্ম কি ?	৩১৬
আত্মা বা 'আমি'কে দর্শন	২৭	মূর্ত্তির ব্যাখ্যা	৩৩০
আত্মজ্ঞ গুরু ও সৎ-সঙ্গের প্রয়োজন	৫৭	কালীর মূর্ত্তি	৩৩২
		জগদ্ধাত্রীর মূর্ত্তি	৩৩৯
গুরু বিচার	৬২	জগন্নাথের রথ	৩৪২
লোভী গুরু	৯২	কর্ম্ম ও মূর্ত্তি-পূজার শাস্ত্র-প্রমাণ	৩৪৫
শিষ্য বিচার	৯৯	ভারতের বাহিরে মূর্ত্তি-পূজা	৩৬৪
অনধিকারী শিষ্য	১০৭	আত্মজ্ঞান বিনা মুক্তি নাই	৩৬৭
গুরু ও মন্ত্র ত্যাগ	১১৩	কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান	৩৭৭
দীক্ষা ও মন্ত্রের ব্যাখ্যা	১২১	পাপ-পুণ্য ও নরক-স্বর্গ	৪০২
গুরু-শিষ্যের ঘনিষ্ঠতা	১২২	অদৃষ্ট কর্ম্মফল	৪০৮
গুরু-সেবা	১২৭	দেহ ও মনের উপাসনা	৪২৬
আত্মতত্ত্বের অধিকারী কে ?	১২৯	নাস্তিক ও আস্তিক	৪৩৬
সৎ-সঙ্গের অসীম শক্তি	১৩৪	যোগ	৪৩৯
দেহতত্ত্ব	১৪২	আহার বিচার	৪৯২
মনস্তত্ত্ব	১৪৪	সাধকের কতিপয় নিয়ম	৫০৯
জগতের মিথ্যাত্ব প্রমাণ	১৮৬	শান্তি কোথায় ?	৫১৮
মনকে ধরিবার কৌশল	২১২	মনের দোষ কি বিষয়ের দোষ	৫৩৮
বাহ্যিক ধর্ম্মোপাসনা	২৩৭	সংসার-মরুভূমি	৫৫২
চারি যুগ কি ?	২৯৪	ধর্ম্মালোচনার কাল	৫৮৫
কৃষ্ণ মূর্ত্তি	২৯৭	উপসংহার	৬১৫

—:০:—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

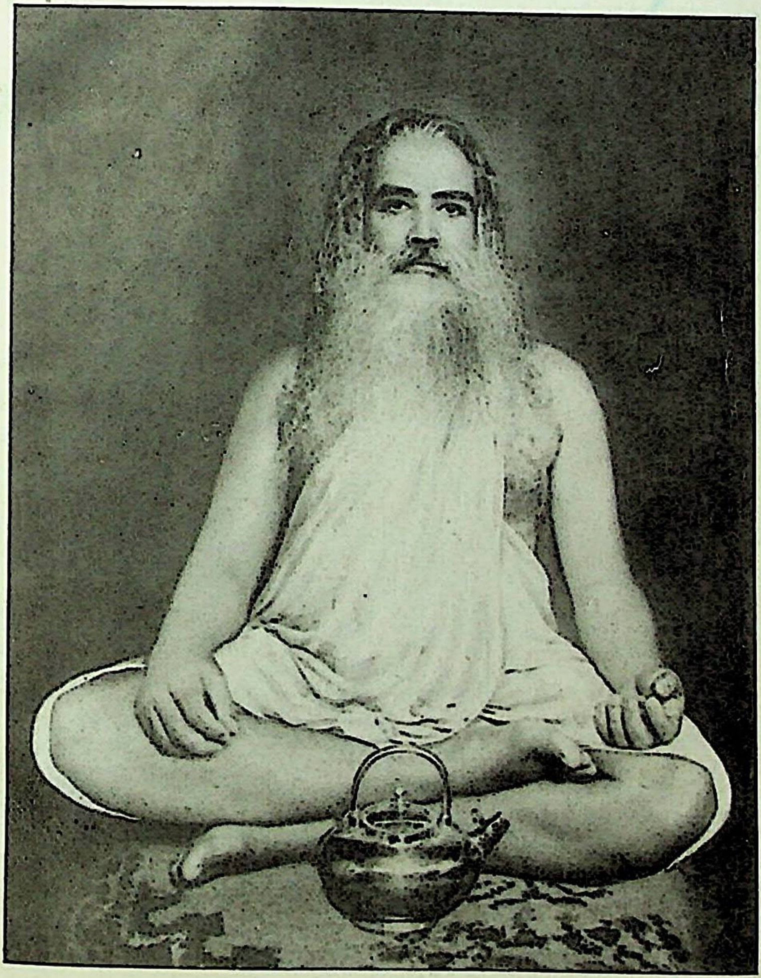

হিমালয়বাসী পরমহংস কালিকানন্দ স্বামী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

G. Bhattacharji

* ওঁ তৎ সৎ *

সত্য দর্শন।

অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং অবাঙ্মনসগোচরম্।
আত্মানমখিলাধারং আশ্রয়েঽভীষ্টসিদ্ধয়ে॥

আমি ও আমার।

একদা হিমালয়-শিখরে জনৈক আত্মজ্ঞ মহাপুরুষ নিজ আসনোপরি উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় একজন ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়া, পরমেশ্বর ও তাঁহার উপাসনাদি বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তদুত্তরে সেই তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিও সহাস্য বদনে সম্যক উত্তর দানে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া ক্রমে আত্মোপলব্ধির পথ প্রদশন করাইয়া দিয়াছিলেন। আত্মজ্ঞ ব্যক্তিকে সর্ব্বজ্ঞ বলা হয়। কারণ, আত্ম-বিষয়ে অর্থাৎ নিজের বিষয়ে জ্ঞান লাভ হইলেই সমস্ত জগতের যাবতীয় বিষয়েই জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্ব পদার্থ বিষয়ে জ্ঞাত আছেন বলিয়াই তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করা ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

ভক্ত কহিলেন—প্রভু! আজ আপনাকে দেখিয়া আমার মনে অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহ জন্মিয়াছে। আপনার নিকট হইতে কতকগুলি বিষয়ের অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য আমার মন অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। অতএব হে কৃপানিধি! যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার বাসনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ণ করেন, তবেই আমি কৃতার্থ হইব। এই বলিয়া তিনি সেই মহাপুরুষে নিকটে উপবেশন করিলেন।

মহাপুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন—বাবা! তোমার মনে কোন্ বিষয়ে প্রশ্ন উদয় হইতেছে?

ভক্ত—প্রভু! আমার গুরুদেবের আদেশানুযায়ী ফুল বিল্বপত্রাদি ও নানা প্রকার ভোগ নৈবেদ্যাদি দ্বারা আমি বহুদিন যাবৎ পরমেশ্বরের অর্চনা করিয়া আসিতেছি এবং অনেক প্রকারে মালাজপ, স্তব-স্তোত্রাদি পাঠ এবং উপাস্য দেবতার মূর্ত্তির ধ্যান-ধারণাদি করিতেছি, তথাপি সেই পরমেশ্বরের দর্শন পাইতেছি না কেন?

মহাপুরুষ—বৎস! সেই পরমেশ্বরের দর্শন পাইলে তোমার কি লাভ হইবে?

ভক্ত—শুনিতে পাই, পরমেশ্বরের দর্শন লাভ করিতে পারিলে প্রচুর ধনে জনে পরিপূর্ণ হইয়া পরম শান্তি লাভ হয়। তাই সেই আশায়ই আমরা পরমেশ্বরকে ডাকিয়া থাকি।

মহাঃ—আচ্ছা মনে কর, যদি সেই পরমেশ্বর আসিয়া তোমাকে শান্তি না দিয়া অশান্তি দেন, তবে সেই অশান্তিদাতা পরমেশ্বরকে তুমি লাভ করিতে চাও কি?

ভক্ত—এইরূপ অশান্তিদাতা পরমেশ্বরকে কেবল আমি কেন, এই ব্রহ্মাণ্ডে কেহই দর্শন করিতে বা লাভ করিতে চাহে না।

মহাঃ—তোমার কথা দ্বারা এখন ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, প্রকৃত পক্ষে তুমি সেই পরমেশ্বরের দর্শন চাও না, তুমি চাও মাত্র পরমেশ্বরের মারফতে প্রচুর ধন জন লাভ করিয়া সুখে শান্তিতে সেই সকল ভোগ করিতে। অতএব তোমার পরমেশ্বর উপলক্ষ্য মাত্র, তোমার প্রধান লক্ষ্য হইল, সুখ শান্তি ভোগ করা। আমার এই কথা সত্য নয় কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত—হাঁ বাবা, আপনার কথা অকাট্য সত্য। আমরা চাই কেবল ধন জন ভোগ করিয়া চির শান্তিতে থাকিতে।

মহাঃ—তুমি যে পরমেশ্বরকে দর্শন করিতে চাহিতেছ, তুমি কে?

ভক্ত (নিজ শরীরের দিকে আঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া)—এই যে আমি, আমি একজন দেহধারী জীব, মানুষ।

তখন মহাপুরুষ ভক্তের দেহ স্পর্শ করিয়া বলিলেন—বৎস! এটা তোমার দেহ, কিন্তু তুমি কোথায়? সুতরাং সর্ব্বাগ্রে তুমি তোমার নিজের সন্ধান কর, পরে পরমেশ্বরের সংবাদ লইও। আজকাল এমনই একটা বিপরীত সময় চলিয়াছে যে অনেকেই হয়ত নিজের পিতামহেরও নাম জানে না, অথচ নেপোলিয়ানের সমস্ত বংশাবলী তাহাদের মুখস্থ, তোমার দশাও ঠিক তদ্রূপ। তুমি নিজে কে, তাহার কোনই খোঁজ না করিয়া লোক দেখাদেখি পরমেশ্বরের নাম শুনিয়াই তাঁহাকে দর্শন করিতে চাও।

ভক্ত নিজ দেহকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—প্রভু! এই দেহই ত আমি, নূতন একটা আমি আর কোথা হইতে আসিবে?

মহাঃ—বৎস! আমার কথাগুলি, তোমার অন্তর্নিহিত স্বাধীন চিন্তায় তন্ময় হইয়া শ্রবণ পূর্ব্বক উত্তর দিও. নতুবা কেবল ব্যবহারিক বুদ্ধি বা বৈষয়িক চিন্তাশক্তি দ্বারা ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। 'আমি' ও 'আমার' মাত্র এই দুইটী শব্দের উপরেই এই জগৎ চলিতেছে। প্রথমেই 'আমি', পরে সেই 'আমি' শব্দ হইতে 'আমার' শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জগতের মনুষ্য হইতে কীটাণু পর্য্যন্ত জীবমাত্রের মধ্যেই 'আমি আছি' এই জ্ঞান সর্ব্বক্ষণ বিদ্যমান। অথচ 'আমি কে? বা কোথায় আছি?' কেহই তাহার খোঁজ করে না। চিন্তা করিয়া দেখ, 'আমি' বলিতে একমাত্র আমাকেই বুঝায়, দ্বিতীয় কোন বস্তু বা পদার্থকে বুঝায় না; সুতরাং আমি একক। আর 'আমার' শব্দ বলিতেই অসংখ্য বস্তু বা ব্যক্তিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝায় এবং সেই সকল বস্তু আমা হইতে পৃথক্। যেমন, আমার বাড়ী আমার ছাতা, আমার জুতা, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র ইত্যাদি, ইহারা সকলে আমা হইতে পৃথক্। অতএব এখানে এই কথাটীই মাত্র বিশেষরূপে স্মরণ রাখিও যে, যেখানে 'আমার' শব্দ প্রয়োগ হইবে, সেই স্থানেই বুঝিতে হইবে, সেই আমার বস্তুটী আমা হইতে ভিন্ন। কারণ, 'আমি' পৃথক্ ভাবে থাকিয়াই অন্য যে কোনও বস্তু বা ব্যক্তিকে আমার বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকি। এখন এই 'আমি' ও 'আমার' শব্দ দুইটী তোমার নিজ দেহের উপর যোজনা করিয়া লইয়া, পরে আমার সঙ্গে কথোপকথন করিতে থাক।

তুমি বলিতেছ, তোমার এই দেহই তুমি। আচ্ছা বাবা! তোমার দেহ যখন অসুস্থ হয়, তখন কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিল 'কেমন আছ?' তদুত্তরে তুমি 'আমি দেহ অসুস্থ' বলিবে, কি 'আমার দেহ অসুস্থ' বলিবে

ভক্ত—'আমার দেহ অসুস্থ' এই কথাই বলিব।

মহাঃ—এখন তুমি তোমার নিজের কথার দ্বারাই বেশ বুঝিতে পারিতেছ যে, কথা বলিবার সময় সকলেই 'আমার দেহ' বলে, 'আমি দেহ' কেহই বলে না। সুতরাং তোমার বাড়ী, তোমার স্ত্রী, তোমার পুত্র, যেমন তোমা হইতে পৃথক্, তোমার দেহটাও ঠিক সেইরূপ তোমা হইতে পৃথক্ এবং তুমিও দেহ নও, তাহা হইতে পৃথক্।

ভক্ত—প্রভু! আপনার কথায় বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, বাস্তবিকই আমি এই দেহ নহি,—দেহ হইতে পৃথক্, তবে আমি কে?

মহাঃ—তুমি কে, তাহা পরে বলিব; অগ্রে আমার কথা শুন। তোমার এই দেহের মধ্যে 'মন' বলিয়া যে একটী পদার্থ আছে, তাহা তুমি উপলব্ধি করিতে পারিতেছ ত? এখন তুমি তোমার এই স্থূল দেহ ছাড়িয়া, সেই সূক্ষ্ম মনের নিকটে যাও। মানুষের এই মনকে 'সূক্ষ্ম দেহ' বলা হয়। যে মন দ্বারা তোমার এই স্থূল দেহে 'আমি' বুদ্ধি জন্মিয়াছে, যাহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা তুমি মান, অপমান, সুখ, দুঃখ, ভাল, মন্দ ইত্যাদি রূপে সমস্ত জগতকে উপলব্ধি করিতেছ ; যেই মন তোমার জীবত্বের মূল ও বন্ধন-মুক্তির একমাত্র কারণ, সেই সূক্ষ্ম মনও তুমি নও, তাহাও তোমার। কারণ চিন্তা করিয়া দেখ, যখন তোমার মনে কোন অশান্তি বোধ হয়, যখন তুমি বিষণ্ণ বদনে বসিয়া থাক, তখন যদি কেহ আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, 'কি হে ভাই! তোমার কি হইয়াছে?' তদুত্তরে তুমি বল, 'আমার মনটা ভাল নয়।' সুতরাং এখানেও মনটা 'আমি' হইল না, 'আমি' হইতে মন পৃথক্—আমার বস্তু হইল।

ভক্ত—আপনার কথায় বুঝিতে পারিলাম যে আমার মনও আমি নয়। কিন্তু প্রভু, এই মনের বাহিরে ত আমি আর কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছি না; তবে আমি কে? এতদিন যে আমি, আমি রবে, আমি করি, আমি যাই ইত্যাদি ভাবে সর্ব্বদা গর্ব্ব করিয়া আসিতেছিলাম, সেই আমি বলিতে কি তবে কিছুই নাই? ইহাই এখন আমার প্রধান চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে!

মহাঃ—বাবা! অস্থির হইও না, তোমার 'আমি' নিশ্চয়ই আছে। তবে তুমি তোমার মনকে ছাড়িয়া এখন যে কোন দিকে যাইবে তাহাও তোমার মনই তোমাকে দেখাইয়া দিবে; আমি কেবল বাক্য দ্বারা তোমাকে বুঝাইয়া দিব মাত্র। পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে, আমি পৃথক ভাবে আছি বলিয়াই, আমার বস্তুকে আমি 'আমার' বলিয়া সম্বোধন করিতে পারি; সুতরাং এই যে তোমার মন তাহারও উপরে, মন হইতেও অতি সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম ভাবে, তোমার 'আমি' আত্মারূপে বিদ্যমান আছেন, আর 'আমি' সর্ব্বোপরি সেই স্থানে বিদ্যমান আছেন বলিয়াই এই মনকে 'আমার' মন বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। অতএব তুমি যে তোমার মন হইতেও অতিরিক্ত বা পৃথক অর্থাৎ মনাতীত, তাহা দৃঢ়রূপে নিশ্চয় কর। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনাতীত বস্তুরই নাম 'আমি' বা আত্মা, পরমেশ্বর, ব্রহ্ম, বিষ্ণু ইত্যাদি। তোমার এই মন সেই 'আমি'কে চিন্তা করিয়া ধরিতে বা তোমার নিজ আত্মরূপ দর্শন করিতে পারিতেছে না; তাই তোমার মন এত সংসার-দুঃখ ভোগ করিতে করিতে অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। এ বিষয়ে শ্রুতিও বলিয়াছেন, "**অবাঙ্মনসগোচরম্**" অর্থাৎ—"সেই আত্মা বাক্য ও মনের অগোচর।" তাৎপর্য্য এই, তুমি যে আমি আমি বলিতেছ, সেই পরমাত্মারূপী 'আমি' তোমার বাক্য ও মন দ্বারা গ্রহণীয় নয়। এই আত্মারূপী 'আমি' তোমার জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি সর্ব্বাবস্থায়ই একরূপে বিদ্যমান থাকেন; তাই আত্মাকে নিত্য বলা হয়। অতএব তুমিই সেই পরমাত্মা, পরমেশ্বর, ব্রহ্ম বা বিষ্ণু, ইহা দৃঢ়রূপে অবগত হও।

ভক্ত—প্রভু! গভীর নিদ্রা, সেই সুষুপ্তি অবস্থায় ত আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞান থাকি, সুতরাং সেই সময় কি প্রকারে 'আমি' থাকিবে? যেখানে কোন কিছুই নাই, সেখানে আমি-তুমির বোধ কি প্রকারে থাকিবে?

মহাঃ—বৎস! তোমার সুষুপ্তি কালে তোমার মন সমস্ত বিষয় ত্যাগ করিয়া, এমন কি তোমার দেহজ্ঞান পর্য্যন্ত ভুলিয়া ঘুমাইয়া পড়ে; তাই সেই সময় দেহের ইন্দ্রিয়সকলও নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। কিন্তু এই সমস্ত দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির অতীত, সর্ব্ব-সাক্ষী স্বরূপ 'আমি' কখনও নিদ্রিত বা অচেতন হন না। 'আমি' সর্ব্বদাই চেতন, তাই সুষুপ্তি অবস্থায়ও 'আমি' সচেতন থাকেন। তখন 'আমি' উপস্থিত না থাকিলে, 'সেই সুষুপ্তি অবস্থায় কোন কিছুই ছিল না'—এই সাক্ষ্য, নিদ্রা-ভঙ্গ হইলে কে দিতেছে? সুতরাং বুঝিবে যে, 'আমি' সুষুপ্তি কালেও সচেতন ছিলেন। এবিষয়ে বেদান্ত দর্শনও বলিয়াছেন:—"সুষুপ্তি কালে একমাত্র অজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান থাকে, দৃশ্যমান জগৎ-জ্ঞান থাকে না। আত্মা তখন নিজেই নিজের অজ্ঞানকে জানিতে থাকেন, অন্য কিছু জানেন না। না জানিবার কারণ এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে, যাহাদের দ্বারা প্রপঞ্চ জানিবেন, তাহারা (ইন্দ্রিয়াদি) তখন সুষুপ্ত অর্থাৎ নির্ব্ব্যাপার থাকে। ইহার দ্বারাই বুঝা যায়, মনই সুষুপ্ত হয়, অলুপ্তচৈতন্য আত্মা সুষুপ্ত হয়েন না। আত্মা নিত্য জাগ্রত। সেই নিত্য জাগ্রত আত্মা সুপ্তিকালে অজ্ঞানকে উজ্জ্বলিত, প্রকাশিত ও প্রব্যক্ত রাখেন, তাই সুপ্তিভঙ্গের পর প্রত্যেক জীব 'আমি অজ্ঞান হইয়া ছিলাম' এইরূপ ব্যক্ত করিয়া থাকে।" অতএব তুমি যে তোমার মনাতীত বস্তু তাহাই এখন দৃঢ়রূপে তোমার হৃদয়ে ধারণা কর।

ভক্ত—প্রভু! আপনার কৃপায় আমি এখন বুঝিতে পারিলাম যে, 'আমি' সত্য সত্যই মনাতীত বস্তু, কিন্তু আমি অতি ক্ষুদ্র একজন নগণ্য জীব, কি প্রকারে সেই পরমাত্মা, পরমেশ্বর বা ব্রহ্ম হইতে পারি? ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া আমার মনে হইতেছে।

মহাঃ—বৎস! এ বিষয়ে বেদের যুগের একটী সত্য ঘটনা শুন। একদা উদ্দালক মুনির পুত্র শ্বেতকেতু চারি বেদ অধ্যয়ন করিয়া গুরুগৃহের পাঠ সমাপনান্তে স্বগৃহে উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্বেতকেতু! তোমার পাঠ সমাপ্ত হইয়াছে কি? শ্বেতকেতু বলিলেন,—আজ্ঞে হাঁ, আমি চারি বেদই অধ্যয়ন শেষ করিয়া আসিয়াছি। পিতা বলিলেন,—এই চারি বেদ পাঠ করিয়া তুমি কি এমন বস্তু জানিতে পারিয়াছ যে এক বস্তুকে জানিলে সমস্ত জানা যায়?

শ্বেতকেতু—ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব, অযৌক্তিক ও অশাস্ত্রীয় কথা। কারণ এক বস্তু জানিলে কি প্রকারে সমস্ত বস্তু জানিতে পারা যাইবে? এক জানিয়া মাত্র একেরই জ্ঞান জন্মিবে এবং ইহাই স্বাভাবিক।

পিতা—বৎস! এক স্বর্ণের তত্ত্ব জানিলে, হার, তার, বলয়, মাকড়ি প্রভৃতি যত প্রকারের স্বর্ণালঙ্কারই থাকুক না কেন, দেখিবা মাত্রই তোমার যেমন মনে হইবে, এই সমস্ত যদিও নাম ও রূপে পৃথক হউক, কিন্তু ইহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক স্বর্ণ বই আর কিছুই নয়। এক মাটির তত্ত্ব জানিলে, মৃত্তিকা-নির্ম্মিত হাঁড়ি, কলসী, সরাব, মট্‌কা প্রভৃতি যত প্রকারের মৃণ্ময় জিনিষই তোমার নিকট আসিবে, তাহা দেখিবা মাত্রই যেমন তোমার মনে হইবে, এই সকল বস্তু নামরূপে পৃথক পৃথক হইলেও, এইগুলি সমস্তই মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছুই নয়; ঠিক সেই রূপ, এক ব্রহ্মতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব জানিতে পারিলেই এই দৃশ্যমান জগতের সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবে এবং তখন দেখিবে যে এই জগৎ ব্রহ্ম বা আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নয়।

শ্বেতকেতু—পিতা! সেই ব্রহ্ম বা আত্মা কি ভাবে কোথায় আছেন?

পিতা—'**তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো**'। অর্থাৎ হে শ্বেতকেতু! তুমিই সেই আত্মা বা ব্রহ্ম।

শ্বেতকেতু—আমি অত্যন্ত ক্ষুদ্র, নগণ্য দেহধারী একজন জীব, অতএব আমি কি করিয়া অসীম, অনন্ত, বিরাট সেই ব্রহ্ম বা আত্মা হইতে পারি?

তখন শ্বেতকেতুর পিতা সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত শ্বেতকেতুকে সেই আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন এবং তাহাতেই শ্বেতকেতু আত্মোপলব্ধি করিয়া চির শান্তি লাভ করেন। পুরাকালে সেই বেদের ঋষিগণ যে এই ভাবে ব্রহ্মজ্ঞের নিকট তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া, আত্মজ্ঞান লাভে চির শান্তি পাইতেন, এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। অতএব বৎস! তোমার অভ্যাস ও বৈরাগ্যাদি না থাকায় তোমার আকার ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, তাই এখনও তুমি আপনাকে ক্ষুদ্র ও অজ্ঞ জীব বলিয়া জানিতেছ। নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করিলেই ক্ষুদ্র। এই ক্ষুদ্রত্ব বর্জ্জন করিতেই হইবে এবং তাহা জোর পূর্ব্বকই করিতে হইবে। ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর আশ্রয় গ্রহণে বেদবাক্য পর্য্যালোচনা করতঃ তোমার ক্ষুদ্রত্ব ও জীবত্ব বর্জ্জন করিয়া, তুমিও সেই শ্বেতকেতুর ন্যায় আত্মোপলব্ধি করিয়া চির শান্তি লাভ কর। বৎস! এই আত্মতত্ত্ব কোন জাতিতে বা কোন ভাষায় নিবদ্ধ নয়। মানব মাত্রেরই আত্মতত্ত্ব লাভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবার ক্ষমতা ও অধিকার আছে। আত্মজ্ঞ গুরু যখন যে ভাষায় আত্মতত্ত্ব বলেন, তাহারই নামান্তর বেদ।

ভক্ত—প্রভু! আপনার কথায় সমস্তই বিশ্বাস করিয়া লইতেছি। কিন্তু আমার অর্থাৎ সেই আত্মার স্বরূপ কি, আমার আকার কিরূপ, কি প্রকার রূপ-গুণাদি আছে, তাহা জানিবার জন্য মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, সুতরাং এখন তাহাই বর্ণন করুন।

মহাঃ—বৎস! এখন সন্ধ্যাকাল উপস্থিত, তাই আগামী কল্য তোমার নিকট 'আমি'র স্বরূপ বর্ণন করিব।

— ——

আমি বা আত্মার স্বরূপ।

মহাঃ— বৎস! অদ্য তোমাকে 'আমি'র তত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব বলিব, ইহাকেই লোকে পরম তত্ত্ব বলে। এই 'আমি'র তত্ত্ব জানিতে পারিলে, দৃশ্যমান জগতের সমস্ত তত্ত্বই করায়ত্ত হয়, তাই আর কোন তত্ত্বই জানিবার প্রয়োজন হয় না। এই তত্ত্বই সমস্ত তত্ত্বের শেষ তত্ত্ব এবং এই জন্যই ইহার নাম পরম তত্ত্ব। সেই সর্ব্বব্যাপক ও মনাতীত বস্তুই 'আমি', তিনি নাম হীন। কারণ, তিনি এক, অদ্বিতীয় বস্তু, সুতরাং তাঁহার নাম কল্পনাকারী কেহ নাই। শ্রুতিও বলিয়াছেন, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। মাত্র শিষ্যকে বুঝাইবার জন্যই জ্ঞানী গুরুগণ তাঁহার নানা প্রকার নাম কল্পনা করিয়াছেন; তাই আত্মা বা 'আমি'র শাস্ত্রীয় নাম সর্ব্বজ্ঞ, মহেশ্বর, পরমেশ্বর, পরম পুরুষ, পরমাত্মা, ব্রহ্ম, বিষ্ণু, শিব, হরি ইত্যাদি। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার কোনই নাম নাই, তিনি অনাম। এ সকল শব্দের দ্বারা যে ভেদ প্রতীত হয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে ভেদ বাস্তব নহে, কাল্পনিক। তিনি সর্ব্বজ্ঞ,—যেহেতু তিনি সকলকে জানেন কিন্তু তাঁহাকে কেহই জানিতে পারে না। তিনি মহেশ্বর, যেহেতু তিনি সমস্ত জগতের ঈশ্বর। তিনি পরমেশ্বর, যেহেতু তিনি সকলেরই ঈশ্বর। তিনি পরম পুরুষ, কারণ, তাঁহার পরে আর কোন পুরুষই নাই, তিনিই সকলের আত্মা। তিনি পরমাত্মা, কারণ, তিনিই সর্ব্বোপরি, তাঁহার উপরে আর কোনই আত্মা নাই। তিনি ব্রহ্ম অর্থাৎ বৃহৎ, যেহেতু তিনি সর্ব্বাপেক্ষা মহান্, তাঁহার অপেক্ষা বৃহৎ, অসীম, বা অনন্ত দ্বিতীয় বস্তু আর নাই। তিনি বিষ্ণু অর্থাৎ ব্যাপক, কারণ তিনি সকলকে ব্যাপিয়া আছেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহই বেষ্টন করিতে পারে না। তিনি শিব, কারণ তিনি জ্ঞানস্বরূপ, একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই তিনি উপলভ্য, অন্য বহুবিধ কোটি কোটি কর্ম্মের দ্বারাও তাঁহাকে লাভ করিবার উপায় নাই। তিনি হরি (১), যেহেতু তাঁহাকে জানিতে পারিলেই তিনি জীবের জীবত্ব ও সমস্ত শোক তাপ হরণ করিয়া লন। আবার কোন কোন দেশবাসী এই আত্মাকে আল্লা, খোদা, গড, জিহোভা, জোভ ইত্যাদি অসংখ্য নামে সম্বোধন করিয়া থাকেন।

ভক্ত—আমরা ত মূর্ত্তিতে ও চিত্রে অনেক দেবদেবীর রূপ দেখিতে পাই, কিন্তু এই যে আত্মার বহু নাম বলিলেন ইহার স্বরূপ কি, কৃপা করিয়া তাহা বর্ণন করুন।

মহাঃ—বৎস! এই আত্মা বা ব্রহ্ম সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিন গুণের অতীত এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্রেরও অতীত বলিয়াই তাঁহাকে গুণাতীত ও রূপাতীত বলা হয়। তিনি পাপ, পুণ্য, সুখ, দুঃখ, ভাল, মন্দ, সুন্দর, কুৎসিত, দ্বৈতাদ্বৈত এই সকল দ্বন্দ্বের বাহিরে বলিয়াই

(১) 'হরি' শব্দে কৃষ্ণমূর্ত্তি নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাকে দ্বন্দ্বাতীত বলা হয়। তিনি অজ অর্থাৎ জন্মরহিত। তিনি অক্ষয় অর্থাৎ তাঁহার কখনও কোন ক্ষয় নাই। তিনি অব্যয় অর্থাৎ ব্যয়শূন্য। তিনি অসীম, অনন্ত অর্থাৎ তাঁহার কোন সীমা নাই, তাই আদি ও অন্তহীন। তিনি পরিপূর্ণ, সংকল্প বিকল্পাদি সংশয়শূন্য ও নির্ম্মল, আনন্দ, অখিলাধার। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন, "অখণ্ডং সচ্চিদানন্দম্ অবাঙ্মনস-গোচরম্ আত্মানমখিলাধারম্।" অর্থাৎ "সেই আত্মা অখণ্ড (আদ্যন্ত হীন), সচ্চিদানন্দরূপ পুরুষ (১), তিনি বাক্য ও মনের অগোচর, এই ব্রহ্মাণ্ডের আধার স্বরূপ।"

এই শান্ত ব্রহ্ম বাক্যের অগোচর, তাই তাঁহাকে বাক্যের দ্বারা বুঝান যায় না, পরন্তু যোগগম্য অর্থাৎ অনুভবের বিষয়। ইনিই সাংখ্যের পুরুষ, বেদান্তবাদীর ব্রহ্ম, বিজ্ঞানবাদীর বিশুদ্ধ বিজ্ঞান, শূন্যবাদীর শূন্য, সূর্য্য চন্দ্রাদি তেজোময় পদার্থের প্রকাশক এবং শরীরে অবস্থান করতঃ বক্তা, অনুমন্তা, ভোক্তা ও দ্রষ্টা। আত্মা যে স্বপ্রকাশ পদার্থ, পর-প্রকাশ্য নহেন, সে বিষয়ে একমাত্র নিজের অনুভূতিই প্রমাণ। তিনি বুদ্ধ্যাদি পদার্থেরও

(১) সৎ+চিৎ+আনন্দ, এই তিন শব্দ একত্রে সচ্চিদানন্দ শব্দ হইয়াছে। তাই বেদান্ত বলিয়াছেন:—"সদ্রূপত্বং নাম, কেনাপ্যবাধ্যমানত্বেন কাল-ত্রয়েঽপ্যেকরূপেণ বিদ্যমানত্বমুচ্যতে। চিদ্রূপত্বং নাম, সাধনান্তরনিরপেক্ষতয়া স্বয়ংপ্রকাশমানং স্বস্মিন্নারোপিত-সর্ব্বপদার্থাবভাসকবস্তুত্বং চিদ্রূপত্বমিত্যুচ্যতে। আনন্দস্বরূপত্বং নাম, পরমপ্রেমাস্পদত্বং নিত্যনিরতিশয়ত্বমানন্দস্বরূপত্বমিত্যু-চ্যতে।" অর্থাৎ "সৎস্বরূপ,—যিনি কিছু দ্বারাই বাধিত হয়েন না, যিনি তিন কালেই একরূপে বিদ্যমান থাকেন, তাঁহাকেই সৎ বলে। তিন কাল বলিতে, জন্মের পূর্ব্বে, জন্মের পরে এবং ধ্বংসের বা মৃত্যুর পরে—এই তিন কালে। জগতের সমস্ত বস্তু বা ব্যক্তিই জন্মের পূর্ব্বে থাকে না এবং মৃত্যুর পরেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তরে অবস্থান করতঃ বুদ্ধ্যাদিকে প্রকাশ করিতেছেন। তিনি সাক্ষাৎ অনুভূতি স্বরূপ। সে জন্য তাঁহারই দ্বারা অন্যান্য পদার্থ অনুভবগম্য হয়, অথচ তিনি নিজে অননুভবনীয়। বৎস! 'দৃশ্য কিছুই নাই এবং দৃশ্যের অভাব হেতু দ্রষ্টাও বিলীনবৎ হইয়াছে' মন এইরূপ হইলে তৎকালে যে বোধমাত্র বিদ্যমান থাকে, সেই বোধই পরমাত্মার রূপ। অর্থাৎ জগতের ভেদ যখন ঘুচিয়া যায়, বিশ্ব যখন ডুবিয়া যায়,—তখনও যিনি বিরাজমান থাকেন, সেই নিরালম্ব সত্য বস্তুই ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মই তুমি। তুমি হাড়, রক্ত, মাংসের তৈয়ারী জড় পুতুল নহ। নিজ দেহের আমিত্ব যখন মুছিয়া যায়, তখনই জীবত্বও খসিয়া যায়, তখন যে নিত্য ও সত্য বস্তু বিদ্যমান থাকেন, তিনিই ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মই তুমি। সুতরাং তোমার জন্ম-মৃত্যু কোথায়? 'ব্রহ্ম'ই হইবে তোমার 'আমি', তোমার 'আমি'ই হইবে 'ব্রহ্ম'। ব্রহ্ম আর তোমার আমিতে একটুকুও ভেদ থাকিবে না,—একেবারে মিলিয়া যাইতে হইবে। বৎস! গীতামুখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, "আমাকে জান, আমার

থাকে না, কেবল জন্মের পরে মৃত্যু পর্য্যন্তই সকলের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে। কিন্তু যিনি সৎ তিনি ঐ তিন কালেই সমভাবে বিদ্যমান থাকেন। চিৎরূপ,—যিনি অন্য কোন সাধনের অর্থাৎ কোন বস্তু বা কার্য্যের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং (নিজের শক্তিতেই নিজে) প্রকাশমান থাকেন এবং নিজেতে আরোপিত সমস্ত পদার্থের অবভাসক (প্রকাশক) হয়েন, তাঁহাকে চিৎরূপ বলে। ভাবার্থ এই, যিনি নিজে নিজেই প্রকাশ পায়েন এবং অন্য সমস্ত বস্তুকেও প্রকাশ করেন, তিনি চিৎ। যথা—সূর্য্য। সূর্য্য দর্শনে অন্য আলোর প্রয়োজন হয় না, তিনি নিজেই নিজের প্রকাশক এবং জগতের অন্য সমস্তকেও তিনিই প্রকাশ করেন। আনন্দস্বরূপ—যিনি নিত্য নিরতিশয় পরম প্রেমানন্দ, তাঁহাকেই আনন্দস্বরূপ বলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধ্যান কর, আমাতে তন্ময় হও, সমস্ত ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হও, আমিই সর্ব্বজীবের একমাত্র শান্তিদাতা” ইত্যাদি, সেই 'আমি' শব্দও অন্য কিছু নয় বা শ্রীকৃষ্ণের দেহও নয়; এখন যে 'আমি'র কথা আমি তোমাকে বলিতেছি, ঠিক এই আত্মারূপী 'আমি'র কথাই শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন। কিন্তু অল্পবুদ্ধি সাধারণ মানবগণ শ্রীকৃষ্ণের গীতোক্ত সেই 'আমি' শব্দকে আত্মা বা ব্রহ্ম বস্তু না বুঝিয়া, শ্রীকৃষ্ণের দেহ বলিয়াই বুঝিয়া থাকে। তেজোবিন্দুপনিষদ্ বলিতেছেন:—

পরং গুহ্যমিদং স্থানমব্যক্তঞ্চ নিরাশ্রয়ম্।
ব্যোমরূপং কলাসূক্ষ্মং বিষ্ণোস্তৎ পরমং পদম্॥
উপাধিরহিতং স্থানং বাঙ্মনোঽতীতগোচরম্।
স্বভাবভাবনাগ্রাহ্যং সঙ্ঘাতৈকপদোজ্ঝিতম্॥
সর্ব্বং তৎ পরমং শূন্যং ন পরং পরমাৎ পরম্।
অচিন্ত্যং প্রবুদ্ধং তত্ত্ব ন চ সত্যং ন সংবিদুঃ॥
মুনীনাং তত্ত্বযুক্তং তু ন দেবা ন পরং বিদুঃ॥

“যিনি এই হৃদয়রূপ গুহায় অবস্থিত থাকিয়াও সমুদয় জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন, যাঁহাকে জীবগণ স্ব স্ব হৃদয়ে অংশরূপে প্রাপ্ত হইয়াও পূর্ণরূপে অনুভব করে, যিনি বাক্যাতীত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, যিনি নিরাশ্রয় এবং আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত, সেই সূক্ষ্মরূপী বিষ্ণুর পরম স্থান অর্থাৎ বিশ্রাম ভূমিই পরব্রহ্ম। যিনি অশরীরী অথচ সকল পদার্থের আশ্রয়, যিনি বাক্য ও মনের অগোচর, সমুদয় বস্তুর জ্ঞাতা, যাঁহাকে মিথ্যা-সংস্কার-রহিত, স্বভাব-সিদ্ধ বিশুদ্ধ ভাবনা দ্বারা জানা যায়, সেই বাক্যাতীত ও গুণাতীত, শিবই একমাত্র ধ্যেয়। সেই ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মক এবং ভাবরূপ, তিনি শূন্যবৎ অদৃশ্য বলিয়া শূন্য, কিন্তু অভাব বশতঃ শূন্য নহেন। বিষয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়াদিও তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরূপ নহে। কেননা তিনি আকাশাদি হইতে শ্রেষ্ঠ এবং জাগ্রদাদি অবস্থাবিহীন। লোকে যে এই অচিন্ত্যনীয় সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিতে পারে না, তাহা নহে; অভ্যাস, বৈরাগ্য প্রভৃতি দ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারে। মুনিগণের তত্ত্বভাবের দ্বারা ব্রহ্ম আদরণীয়। তাঁহাদের ব্রহ্মতত্ত্ব-জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ব্রহ্ম তাঁহাদের প্রিয় বস্তু। কিন্তু দেবগণ যে জানিতে পারিবেন না, তাহাও নহে, তাঁহারাও তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে জানিতে পারিবেন।" কৈবল্যোপনিষদ বলিতেছেন—

অণোরণীয়ানহমেব তদ্বন্ মহানহং বিশ্বমহং বিচিত্রম্।
পুরাতনোহহং পুরুষোহহমীশো হিরণ্ময়োহহং শিবরূপমস্মি॥

অর্থাৎ "আমি আত্মা যেরূপ সূক্ষ্ম অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, সেইরূপ মহৎ অপেক্ষাও মহৎ। এই বিচিত্র জগৎ আমি (আত্মা), আমি নিত্য, পরিপূর্ণ-স্বভাব, সকলেরই নিয়ন্তা এবং জ্ঞান ও মঙ্গল স্বরূপ।"

অপাণিপাদোহহমচিন্ত্যশক্তিঃ পশ্যাম্যচক্ষুঃ স শৃণোম্যকর্ণঃ।
অহং বিজানামি বিবিক্তরূপো ন চাস্তি বেত্তা মম চিৎ সদাহহম্॥

অর্থাৎ "আমার হস্ত নাই, পদও নাই, কিন্তু আমি অত্যন্ত বেগগামী ও গ্রহণ সমর্থ, অতএব আমার শক্তি দুরধিগম্য। আমার চক্ষু নাই, তথাপি আমি সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। আমার কর্ণ নাই কিন্তু আমি সমস্তই শ্রবণ করিয়া থাকি। আমি বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে ভিন্ন হইলেও সমস্ত অবগত হই। আমাকে কেহই জানিতে পারে না, কিন্তু আমি নিরন্তর স্বয়ং প্রকাশ, সুতরাং আমার অজ্ঞেয় কিছুই নাই।" বৎস! আত্মা বিষয়ে বেদান্তে এইরূপ অসংখ্য প্রমাণ রহিয়াছে।

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মহাপুরুষ আপন ভাবে বিভোর হইয়া গাহিতে লাগিলেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(সকল দুয়ার হইতে ফিরিয়ে—সুর)

জগত-কারণ, কারণ-কারণ,
অন্তবিহীন আছ সর্ব্বময়।
ভিতরে বাহিরে, আছ সর্ব্ব পুরে,
তবু অজ্ঞ জনে দেখিতে না পায়॥
এই যে বিশ্ব, তোমারই দৃশ্য,
তোমাতেই স্থিতি, তোমাতে হয় লয়।
দেখিয়ে না দেখে, বুঝিয়ে না বুঝে,
বিচার - বিহীন মনের ধাঁধায়॥
'আমি আমি' করে, সব অজ্ঞ নরে,
কে আমি কোথায়, বুঝিতে না পারে।
আমি তোমাতে, তুমি আমাতে,
একেরই বিকাশ জানে জ্ঞানীচয়॥
অন্তরে সদাই, দেখিতে যে পাই,
তোমাতে আমাতে ভেদাভেদ নাই।
প্রণমি তোমায়, প্রণমি আমায়,
প্রণমি আমায়, প্রণমি তোমায়॥

ভক্ত—প্রভু! আপনি যে আত্মা বা ব্রহ্মকে এক অদ্বিতীয় বলিতেছেন, এই আত্মাকে কেহ বলে দ্বৈত, কেহ বলে অদ্বৈত, কেহ বলে সাকার, কেহ বলে নিরাকার। সুতরাং ইহাদের কাহার কথা নির্ভুল বুঝিব?

মহাঃ—বৎস! যাহার চিত্তের কল্পনা যেরূপ, সে আত্মাকে সেই রূপেই ধারণা করিয়া লইতেছে। প্রকৃত পক্ষে আত্মা দ্বৈত অদ্বৈত হইতে পৃথক,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাকার নিরাকার হইতে পৃথক, সগুণ নির্গুণ হইতেও পৃথক। তিনি এই সকল গণ্ডির বাহিরে। কেবল অজ্ঞানী শিষ্যকে বুঝাইবার সুবিধার জন্যই এই 'অদ্বৈত' শব্দ ব্যবহার করা হইয়া থাকে। তাই শ্রুতিও বলিয়াছেন,—

কেচিদিচ্ছন্তি চাদ্বৈতং দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।
সমং তত্ত্বং ন বিন্দন্তি দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতম্ ॥

অর্থাৎ—"এই আত্মাকে কেহ অদ্বৈত বলিয়া মনে করেন, অপর কেহ বা দ্বৈত মনে করিয়া দ্বৈতভাবেই উপাসনাদি করেন। কিন্তু উহারা কেহই প্রকৃত আত্মার তত্ত্ব অবগত নহেন, আত্মা বা ব্রহ্ম দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিত।" বৎস! তিনি বিদিত হইতে ভিন্ন, অবিদিত হইতেও উপরে বা পৃথক। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন,—"**যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।**" "বাক্য ও মন যাঁহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়। অর্থাৎ বাক্য যাঁহাকে বলিতে ও মন যাঁহাকে মনন করিতে পারে না, তিনিই ব্রহ্ম।" শ্রুতিতে একটী উপাখ্যান আছে: একদা বাস্কলী কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বাহ্ব মুনি নিরুত্তরতার দ্বারা আত্মতত্ত্ব বলিয়াছিলেন। অর্থাৎ—বাস্কলী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হে ভগবন! আমাকে ব্রহ্ম অধ্যয়ন করান।" এইরূপ প্রশ্ন করিলে, বাহ্ব মুনি নিরুত্তর থাকিলেন। এইভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার 'ব্রহ্ম বলুন' 'ব্রহ্ম বলুন' বলিলে পর, তিনি বলিলেন, "আমি নিশ্চয় বলিতেছি কিন্তু তুমি জানিতে পারিতেছ না যে, এই আত্মা বা ব্রহ্ম উপশান্ত, অর্থাৎ অখণ্ডৈকরস অদ্বৈত। অভিপ্রায় এই যে, নির্বিশেষ হেতু তাহা বাক্যপথের অতীত, তাই বলিবার অযোগ্য, সুতরাং নিরুত্তরতা তোমার প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর।"

ভক্ত—দয়াময়! শুনিতে পাই এই আত্মার বা ব্রহ্মের চারিটী পাদ। ব্রহ্ম এক ও অখণ্ড বস্তু সুতরাং তাঁহার চারি ভাগ হয় কি প্রকারে?

মহাঃ—জীবের জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়, এই চারিটী অবস্থাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মের চারি পাদ বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। জাগ্রতাবস্থায় ব্রহ্মা, স্বপ্নে বিষ্ণু, সুষুপ্তিতে রুদ্র এবং এই অবস্থাত্রয়ের অতীত তুরীয়াবস্থায় পরমাত্মা অধিষ্ঠিত থাকেন। জীবসকল দৈনিকই এই চারিটী অবস্থা ভোগ করিয়া থাকে—বলিয়াই, এই চারি অবস্থাকে ব্রহ্মের চারি পাদ কল্পনা করা হইয়াছে মাত্র; বস্তুত ব্রহ্মের কখনও ভাগ বা অংশ হইতে পারে না।

ভক্ত—প্রভু! আপনি আমাকে বলিয়াছেন যে, পরমাত্মারূপী 'আমি' এক,—'আমি' কখনও দুই বা বহু হইতে পারি না। অতএব লোকে যে 'জীবাত্মা' ও 'পরমাত্মা' বলিয়া দুইটী আত্মার কথা প্রকাশ করে, ইহার তাৎপর্য্য কি?

মহাঃ—একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। যেমন মহাকাশ ও গৃহাকাশ। শূন্য স্থান মাত্রেরই নাম 'আকাশ।' দেওয়াল দিয়া যে গৃহ প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহার মধ্যস্থিত শূন্য স্থানকে গৃহাকাশ, আর বাহিরে যে অসীম অনন্ত শূন্য রহিয়াছে, তাহাকে মহাকাশ বলা হয়। এখন গৃহের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া ফেলিলে, সেই গৃহাকাশের স্থানান্তরে যাইয়া মহাকাশ সহ মিলিবার প্রয়োজন হইবে না; গৃহাকাশ পূর্ব্বে যেখানে এবং যেভাবে থাকিয়া মহাকাশের সঙ্গে মিলিত হইয়া ছিল, এখন গৃহের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া ফেলার পরেও, ঠিক সেই ভাবেই সেই স্থানে থাকিয়া, সেই মহাকাশের সঙ্গে মিলিত হইয়া এই গৃহাকাশও এখন মহাকাশই হইয়া গিয়াছে। যত দিন দেওয়ালের সীমার মধ্যে ছিল, তত দিনই অন্য লোককে বুঝাইবার সুবিধার জন্য, তাহার গৃহাকাশ নাম দেওয়া হইয়াছিল মাত্র। ঠিক এইরূপ, আত্মা একই বস্তু, কিন্তু সেই আত্মার তত্ত্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞ মন নিজ অজ্ঞানতা বশতঃই আত্মাকে 'আমি জীব' এই কল্পনা করিয়া, মনের সংস্কারের দেওয়ালের মধ্যে যেন আত্মাকে সেই আকাশের ন্যায় বেষ্টন করিয়া রাখে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অজ্ঞ জীবের বা মনের এই অজ্ঞানতার বা সংকল্প-বিকল্পের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া গেলেই তখন দেখা যায়, সর্ব্বত্র ব্যাপী যে পরমাত্মা, তাঁহার সঙ্গে ঐ মনঃকল্পিত জীবাত্মা পূর্ব্বে যেরূপে যেখানে ছিলেন, মনের কল্পনা ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পরেও ঠিক সেই খানেই সেই ভাবে অচল অটল রহিয়াছেন; তিনি কোথাও যান নাই বা অন্য কোথাও হইতে আসেনও নাই। সুতরাং জীবাত্মা ও পরমাত্মা কখনও পৃথক নয়, কেবল অজ্ঞানী শিষ্যকে বুঝাইবার সুবিধার জন্যই, মন-উপাধি যুক্ত আত্মাকে 'জীবাত্মা' বলিয়া প্রয়োগ করা হয়। যেমন, দর্পণে মানুষের প্রতিবিম্ব দেখাইয়া; বা জলমধ্যে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব দেখাইয়া গুরু শিষ্যকে বলেন, "ঐ যে দর্পণে মানুষ দেখিতেছ, বা ঐ যে জলের মধ্যে চন্দ্র দেখিতেছ, উহা মিথ্যা।" ঠিক এইরূপ অজ্ঞানী শিষ্যকে উপদেশকালে গুরু বলেন, "এই যে জীবাত্মা দেখিতেছ, ইহা মিথ্যা।" এই 'জীবাত্মা' শব্দ অবলম্বন ব্যতীত, শিষ্যকে আত্মতত্ত্ব বুঝাইবার দ্বিতীয় কোন পন্থাই নাই। প্রকৃত পক্ষে জীবাত্মা বলিয়া পৃথক কোনও আত্মার অস্তিত্ব নাই। আত্মা চিরকালই এক অদ্বিতীয় বস্তু। শ্রুতি-প্রমাণেও জীব-ব্রহ্মে অভেদই প্রমাণিত হইয়াছে; তথাপি মূঢ়গণ এই বিষয়ে বৃথা বিতণ্ডা করিয়া থাকে। বেদান্তদর্শন বলিয়াছেন,—"যে তু নির্ব্বন্ধং কুর্ব্বন্তি তে বেদান্তার্থং বাধমানাঃ শ্রেয়োদ্বারং সম্যগ্দর্শনমেব বাধন্তে কৃতকমনিত্যঞ্চ মোক্ষং কল্পয়ন্তি ন্যায়েন চ ন সঙ্গচ্ছন্ত।" অর্থাৎ—"যাহারা জীবকে ভিন্ন বা পৃথক বলিবার জন্য ব্যগ্র, তাহারা বেদান্তার্থে বাধা প্রদান করে এবং মুক্তির দ্বার স্বরূপ সম্যক্ জ্ঞানকে নষ্ট করে। উহারা মোক্ষকে জন্য অর্থাৎ উৎপাদ্য বিবেচনা করে, সুতরাং অনিত্য বলে। তাহাদের এই মত যুক্তি-বিগর্হিত।"

বৎস! এক সমুদ্রই পৃথক পৃথক অংশ হইয়া যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবেশ করে, তখন যেরূপ সেই সমুদ্র নদীরূপেই দৃষ্ট হয়; ঠিক সেরূপ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই অজ্ঞানতা বশতঃ স্থূলদৃষ্টিতে জীব-জগতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে নানাভাবে দৃষ্ট হইতেছেন। ব্রহ্মই দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, এই সকল উপাধির দ্বারা কলুষত্ব প্রাপ্ত হইয়া জীব হইয়াছেন। জীব যখন ধ্যান-জ্ঞানাদি সাধন অনুষ্ঠানের দ্বারা স্বচ্ছ হন অর্থাৎ কলুষ-শূন্য হন, তখন তিনি উপাধি সমূহ হইতে উৎক্রান্ত, উত্থিত বা মুক্ত হন। অর্থাৎ তখন আর তাঁহার জীবভাব থাকে না। জীবভাবের অভাব হইলেই পরম ভাব হয়, সুতরাং তখন জীব ও পরমাত্মার ঐক্য সিদ্ধ হয়। এ বিষয়ে শ্রুতিও নদীর দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া বলিয়াছেন,—

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥

অর্থাৎ—"যেমন বহমানা নদী নাম রূপ ত্যাগ পূর্ব্বক সমুদ্রে লীন হয়, তদ্রূপ জীবও নামরূপ ত্যাগ করিয়া পরাৎপর পুরুষে লয় প্রাপ্ত হয়।" সমুদ্রপ্রাপ্ত নদী যেমন নিজের নামরূপ ত্যাগ করিয়া সমুদ্রতা প্রাপ্ত হয়, সমুদ্রই হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মপ্রাপ্ত জীবও নিজের নামরূপ ত্যাগ করিয়া পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পরমাত্মাই হয়। সুতরাং নাম ও রূপ জীবের—ব্রহ্মের নহে। জীব ও পরমাত্মার ভেদ ঔপাধিক অর্থাৎ অবিদ্যা-কল্পিত দেহাদি উপাধি নিমিত্তক। এই অর্থ সমস্ত বেদান্তবাদীর স্থির সিদ্ধান্ত। শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়েই ইহা স্বীকার করিতেছেন। শ্রুতি যথা—"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদ্ একমেবাদ্বিতীয়ম্। আত্মৈবেদং সর্ব্বম্। ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্। ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা। নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা, নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা।" অর্থাৎ—"এই সমস্তই আত্মা, এই সমুদায় ব্রহ্মই, এই যে আত্মা ইনিই এই সকল; ইঁহা হইতে পৃথক দ্রষ্টা নাই" ইত্যাদি। গীতামুখে শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন—**"বাসুদেবঃ সর্ব্বমিদম্,**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত! সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।" অর্থাৎ—"এই সমস্তই বাসুদেব, হে ভারত! আমাকেই তুমি সমুদায় ক্ষেত্রের (দেহের) ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে। আমিই পরমেশ্বর, আমিই যুগপৎ সমুদায় ভূতে বাস করিতেছি।" জীব ও আত্মার ভেদ দর্শনের নিন্দা করিয়া পুনরায় শ্রুতি বলিয়াছেন,—"অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি, ন স বেদ, যথা পশুঃ। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।" অর্থাৎ—"যে ব্যক্তি ব্রহ্ম এক বস্তু, আমি জীব অন্য বস্তু, এইরূপ জানে,—সে ব্রহ্ম জানে না, সে নরাকৃতি পশু। যে পুরুষ আপনাতে মিথ্যা ভেদ দর্শন করে এবং নানা বস্তুকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বোধ করে, সে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু রূপে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে।"

ভক্ত—প্রভু! আপনার পূর্ব্ববর্ণিত রূপে জীব পরমাত্মার অংশ হইলে তাহার জ্ঞানৈশ্বর্য্য লুপ্ত হইবার কারণ কি? যেমন প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডের অংশ কোন বিস্ফুলিঙ্গের দাহ ও প্রকাশক শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে, তেমনি জীবেরও পরমাত্মার ন্যায় জ্ঞানৈশ্বর্য্য অবিকৃত থাকা উচিত।

মহাঃ—বৎস! তাহা সত্য বটে, কিন্তু দেহ সম্বন্ধ থাকায়,—দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বিষয়ানুভব, এই সকল থাকায়, জীবের জ্ঞানৈশ্বর্য্য তিরোভূত আছে। যেমন, দাহশক্তি ও প্রকাশক শক্তি থাকিলেও কাষ্ঠান্তর্গত বহ্নি বা ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নিতে তাহা তিরোভূত থাকে, তদ্রূপ জীবেরও অবিদ্যা-জনিত নামরূপ কৃত দেহাদি সম্পর্কবশতঃ জ্ঞানৈশ্বর্য্য তিরোভূত (বিলুপ্ত) হয়।

ভক্ত—প্রভু! এই জগতে উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া কেহই কোন কর্ম্ম করে না। সুতরাং আমি আমাকে জানিতে পারিলে, অর্থাৎ এই সচ্চিদানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুষ আত্মা বা ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইলে কি ফল হইবে? তাঁহাকে জানিবার প্রয়োজন কি?

মহাঃ—বাবা! তোমরা সর্ব্বত্রই দেখিতেছ, প্রাপ্য বস্তুর শক্তি বা গুণাগুণের বোধ না হইলে, সেই বস্তু প্রাপ্তির ইচ্ছাও বলবতী হয় না,—ইহাই মনের স্বভাব। তাহার প্রমাণ দেখ—টাকা পয়সা দ্বারা যে লোকে আহার বিহারাদি সর্ব্বপ্রকারেই সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করিতে পারে, এই বিষয় (অর্থাৎ টাকার গুণাগুণ বিষয়) তুমি সম্যক্ প্রকারেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছ, তাই এখন অর্থোপার্জ্জনের জন্য কায়-মনো-বাক্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছ। কিন্তু তোমার এক বৎসর বয়সের সেই শিশুকালের কথা স্মরণ করিয়া দেখ, তখন তোমাকে কেহ একটী টাকা দান করিলেও সেই টাকার গুণাগুণ তখন তোমার বোধে না আসায় টাকাটীকে হাতে লইয়া খেলা করিতে করিতে কখনও বাম হাতেই মুখের মধ্যে দিয়াছ, আবার কখনও বা দূরেই নিক্ষেপ করিয়াছ। ঠিক সেইরূপ তোমাদের পরমাত্মার স্বরূপ ও শক্তির বোধ থাকিলে, তোমরা পরমাত্মাকে দর্শনের জন্য কায়-মনো-বাক্যে চেষ্টা করিতে; কিন্তু সেই বোধ না থাকাতেই ঐ শিশুর ন্যায়, আত্মতত্ত্ব শ্রবণ-মননের জন্য তোমাদের পিপাসাও জন্মিতেছে না।

তুমি এই সংসারে যে অবিচ্ছিন্ন সুখ-শান্তি বা পরমানন্দ খুঁজিয়া বেড়াইতেছ এবং যাগ, যজ্ঞ ও মূর্ত্ত্যাদি পূজা দ্বারা পরমেশ্বরের অনুসন্ধান করিতেছ, এই আত্মজ্ঞান লাভ হইলে সে সমস্তই প্রাপ্ত হইয়া চির শান্তি ভোগ করিতে পারিবে। এই আত্মতত্ত্ব জানিয়া লোক সর্ব্বজ্ঞ হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি সমস্ত দেব দেবীর তত্ত্ব এবং চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্রাদি, তরু, গুল্ম, লতা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি বিশ্বের যাবতীয় তত্ত্বই আত্মজ্ঞ ব্যক্তির করায়ত্ত হইয়া থাকে এবং এই কারণেই ব্রহ্মজ্ঞকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বজ্ঞ বলা হয়। আত্মা হইতে অপৃথক ব্রহ্ম-চৈতন্যে যে অজ্ঞানতা ঘটিয়াছে, যে অজ্ঞানজন্য মানব আপনার দুঃখশূন্যতা জানে না, নিজের ব্রহ্মভাব জানে না; নিজকে নিজে সুখদুঃখভোক্তা, জন্মমরণবান্ সাধারণ জীব বলিয়াই জানে; এই ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই সেই অজ্ঞানতা বিদূরিত হইয়া জীবের জীবন্মুক্তি ঘটে ও পরমানন্দ লাভ হয়। স্থূল কথা, যে বস্তু লাভ হইলে অপর কোন প্রকার বস্তু লাভের আর আকাঙ্ক্ষা থাকে না; যে সুখে সুখী হইলে আর কোন প্রকার সুখেই সুখ বলিয়া বোধ হয় না, যে জ্ঞান হইলে অপর কোন জ্ঞানেরই আর আবশ্যকতা থাকে না, তাহাকেই আত্মা বলিয়া জানিবে। কেননা, আত্মজ্ঞান হইলে অপর কোন প্রকারে লাভবান্ হইবার ইচ্ছা হয় না। উহা হইতে কোন প্রকার লাভই শ্রেষ্ঠ নহে; সুতরাং অন্য লাভে আর সাধকের প্রবৃত্তি জন্মে না। যাঁহাকে দর্শন করিলে সংসারে আর কোন বস্তুই দর্শন করিবার যোগ্য থাকে না; যাহা একবার হইলে পুনর্ব্বার আর কিছুই হইতে হয় না এবং যাঁহাকে জানিতে পারিলে জগতে অপর কোন কিছুই জানিবার আবশ্যকতা থাকে না, তাঁহাকেই তুমি আত্মা বা ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। বৎস! যদি কেহ প্রকৃতই দুঃখের একান্ত নাশ করিয়া অবিচ্ছিন্ন সুখ বা পরম শান্তি লাভ করিতে চাহে, তবে তাহা একমাত্র এই আত্মজ্ঞান দ্বারাই লাভ হইবে,—অন্য কোনই পন্থা নাই। এবিষয়ে গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥

অর্থাৎ—"সর্ব্বত্র জলপ্লাবন হইলে যেমন ক্ষুদ্র জলাশয়ে লোকের কোন প্রয়োজন থাকে না, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ বা আত্মজ্ঞ ব্যক্তির সমস্ত বেদেও কোন প্রয়োজন থাকে না। অর্থাৎ বেদোক্ত অগ্নিহোত্র, জ্যোতিষ্টোম, অশ্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মেধাদি কাম্য কর্ম্মের দ্বারা সকাম পুরুষের যে স্বর্গাদিফলরূপ আনন্দ লাভ হইয়া থাকে, ব্রহ্ম বা আত্ম-সাক্ষাৎকারবান্ পুরুষ সে সমস্ত আনন্দই লাভ করিয়া থাকেন। কারণ ব্রহ্মাণ্ডে যত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়-ভোগানন্দ আছে, সে সমস্তই এই ব্রহ্মানন্দ বা আত্মানন্দের অন্তর্গত। সুতরাং যে ব্যক্তি আত্মানন্দ ভোগ করেন, তাঁহার কখনও ভোগানন্দের অভাব থাকে না,— বরং তাঁহার পক্ষে উহা তুচ্ছাতিতুচ্ছ।" এবিষয়ে বেদান্তও বলিয়াছেন,—

প্রয়োজনন্তু, তদৈক্যপ্রমেয়গতাজ্ঞাননিবৃত্তিঃ, তৎস্বরূপানন্দাবাপ্তিশ্চ। তরতি শোকমাত্মবিৎ। ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।

অর্থাৎ—"সেই আত্মা-বিষয়ক অজ্ঞান-নিবৃত্তি এবং তদনন্তর আপনার আনন্দময়ত্ব অনুভব, এই দুই বিষয়ের জন্যই আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজন। আত্মজ্ঞ ব্যক্তিই অজ্ঞান-কল্পিত শোক হইতে উত্তীর্ণ হন, সেই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ব্রহ্মই হইয়া যান।"

স যো মাং বিজানীয়ান্নাস্য কেন চ কর্ম্মণা লোকো মীয়তে।
ন মাতৃবধেন, ন পিতৃবধেন, ন স্তেয়েন, ন ভ্রূণহত্যয়া,
নাস্য পাপং, ন চ ক্লশো মুখং নীলং বেতি।"

অর্থাৎ—"দেবতা অথবা মনুষ্যই হউক, যে আনন্দাত্মা স্বরূপ আমাকে (আত্মাকে) অবগত হয়, মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, চৌর্য্য এবং ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি কোনও পাপজনক কর্ম্মদ্বারা তাঁহার সুকৃত ফল বিনষ্ট হয় না। তাহার শরীর কৃশ বা মুখকান্তি ম্লান হয় না।" অন্যত্র শ্রুতি বলিয়াছেন—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

অর্থাৎ—"সেই পরাবর পুরুষ বা পরব্রহ্ম দৃষ্ট (আত্ম-অভেদে সাক্ষাৎকৃত)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলে হৃদয়গ্রন্থি থাকে না, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া (প্রাপ্য ও পাপ কর্ম্ম সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।" সুতরাং বুঝিবে যে, শাস্ত্রও একমা ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই জীব মুক্ত হইয়া থাকে বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, অ কিছুর দ্বারা নহে। তাই পুনরায় শ্রুতি বলিয়াছেন,—

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥

অর্থাৎ—"ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ব্বে সাধকের হৃদয়ে কামগ্রন্থি থাকে অর্থাৎ ম কামনায় পূর্ণ থাকে, জ্ঞান হইলে সেই গ্রন্থি ভাঙ্গিয়া যায়। তখন অমর্ত্ত্য হয়; অমৃত অর্থাৎ মুক্ত হয়। সুতরাং ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়।" এইজন্য শ্রুতি, বাক্য বর্জ্জন পূর্ব্বক ত্রিলোকাধারকে (ব্রহ্মকে) জানিতে বলিয়াছেন

অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেষ্ববস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥ (কঠোপনিষৎ)

অর্থাৎ—"সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ, অশরীরী, নশ্বর প্রাণিশরীরে শরীর নিমিত্ত বিকাররহিত হইয়া অবস্থিত, মহৎ ও বিভু আত্মাকে জানিয়া মুক্ত হইয়া থাকেন।" পীঠমালা তন্ত্র বলিতেছেন,—

যল্লাভান্নাপরো লাভো যৎসুখান্নাপরং সুখম্।
যজ্জ্ঞানান্নাপরং জ্ঞানং তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয়॥
যদ্দৃষ্ট্বা নাপরং দৃশ্যং যদ্‌ভূত্বা ন পুনর্ভবঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নাপরং জ্ঞেয়ং তদ্ ব্রহ্মেত্যবধারয়।

অর্থাৎ—"যাঁহাকে পাইলে সকল পাওয়া হয়, যাঁহাকে জানিলে সক জানা হয় এবং যিনি সকল সুখের চরম সীমা, তিনিই ব্রহ্ম, জানিবে যাঁহাকে দেখিলে আর কিছুই দেখিতে হয় না, অথবা যাঁহার স্বরূপ প্রাপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলে আর জন্মিতে হয় না, কিম্বা যাঁহাকে জানিলে আর কিছুই জানিতে হয় না, তিনিই ব্রহ্ম জানিবে।"

বৎস! নদী যেমন স্বকীয় তটে স্থিত বৃক্ষাদির মূল পর্য্যন্ত বিনষ্ট করে, সেইরূপ এই আত্মজ্ঞানও মানুষের হর্ষ, অমর্ষ, বিষাদের মূল (অজ্ঞান) বিনষ্ট করিয়া, আপন আধারকে (মনকে) কৃতকৃত্য করে। সুতরাং একমাত্র আত্মাই নমস্কার্য্য, তিনিই স্তুত্য, তিনিই পূজ্য ও তিনিই অন্যান্য দেবতার ঈশ্বর। ইহাকেই তুমি জ্ঞাতব্য পদার্থের চূড়ান্ত স্থান ও মহত্ত্বের শেষ সীমা বলিয়া জানিবে। এই পরমদেব পরমাত্মার দর্শনে জরা, শোক ও ভয় বিনষ্ট হইয়া যায়। যেমন ভাজা বীজে অঙ্কুর জন্মে না, সেইরূপ আত্মতত্ত্বজ্ঞ জীবের জীবত্ব থাকে না, অর্থাৎ তাঁহার জন্মমরণাদি রহিত হইয়া যায়। অতএব তুমিও সর্ব্বজীবে সেই আত্মাকে বিদিত হও এবং পরম পদ লাভ কর, বৃথা বাহ্য দৃষ্টিতে বিমুগ্ধ থাকিও না। আত্মজ্ঞানবিহীন মানব গর্দ্দভ তুল্য। গর্দ্দভ যেমন বৃথাই ভার বহন করিয়া থাকে, এই আত্মজ্ঞানহীন নরও বৃথাই দেহভার বহন করিয়া থাকে। এই আত্মতত্ত্ব অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকেই 'আত্মঘাতী' কহে। তাই ভাগবত স্পষ্টই বলিয়াছেন—

নৃদেহমিদং সুলভং সুদুর্ল্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

অর্থাৎ—"মনুষ্য দেহ সদুর্ল্লভ, ভব সমুদ্র পারের ইহা দুর্ল্লভ নৌকা স্বরূপ, এই দেহতরণীর কর্ণধার স্বয়ং শ্রীগুরুরূপী শ্রীভগবান্। আমি (আত্মা) স্মরণ মাত্রেই অনুকূল বায়ুরূপে ইহাকে চালাইয়া থাকি। যে পুরুষ এমন দেহ এবং এরূপ কর্ণধার পাইয়াও আত্মদর্শন দ্বারা সংসার সমুদ্রের পারে যাইতে চায় না, সে-ই আত্মঘাতী।" তন্ত্র শাস্ত্র বলিতেছেন—

চতুরশীতিলক্ষেষু শরীরেষু শরীরিণাম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন মানুষ্যং বিনান্যত্র তত্ত্বজ্ঞানং প্রজায়তে॥
অত্র জন্মসহস্রেষু সহস্রৈরপি পার্ব্বতি।
কদাচিল্লভতে জন্তুর্মানুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ॥
সোপানভূতং মোক্ষস্য মানুষ্যং প্রাপ্য দুর্ল্লভম্।
যস্তারয়তি নাত্মানং তস্মাৎ পাপতরোঽত্র কঃ॥
ততশ্চাপ্যুত্তমং জন্ম লব্ধ্বা চেন্দ্রিয়সৌষ্ঠবম্।
ন বেত্ত্যাত্মহিতং যস্তু স ভবেদাত্মঘাতকঃ॥ (কুলার্ণবতন্ত্র

অর্থাৎ—"দেহীর ৮৪ লক্ষ শরীরের মধ্যে, মানুষ দেহ ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞা জন্মে না। হে পার্ব্বতি! জন্তুদিগের সহস্র সহস্র বার দেহ ধারণের পরে কদাচিৎ পুণ্যসঞ্চয়ে মানুষ দেহ লাভ হয়। মোক্ষের সোপান মানুষ দেহ লাভ করিয়া যে জন আত্মার উদ্ধার সাধন করে না, তাহা অপেক্ষা পাপী আর কে আছে? এই উত্তম ইন্দ্রিয় লাভ করিয়াও যে আত্মহিত জানিল না, সেই ব্যক্তিই আত্মঘাতী বলিয়া কথিত।" বেদান্ত বলিয়াছেন,

লব্ধ্বা কথঞ্চিন্নরজন্ম দুর্ল্লভং, তত্রাপি পুংস্ত্বং শ্রুতিপারদর্শনম্।
যস্ত্বাত্মমুক্তৌ ন যতেত মূঢ়ধীঃ, স হ্যাত্মহা স্বং বিনিহন্ত্যসদ্গ্রহাৎ॥

অর্থাৎ—"পুণ্যবলে দুর্ল্লভ মানব জন্ম ধারণ করিয়া, তাহাতে পুরুষ দেহ ও বেদজ্ঞতা প্রাপ্ত হইয়াও যে ব্যক্তি ভব সঙ্কট হইতে আত্ম পরিত্রাণের যত্ন না করে, সেই মূর্খ অসদ্ বস্তু (ব্রহ্ম ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত বস্তু) গ্রহণ নিবন্ধন আত্মঘাতী বলিয়া পরিগণিত হয়।"

ভক্ত—এই 'আমি'কে বা আত্মাকে কি প্রকারে দেখিতে পাইব?

মহাঃ—বৎস! অদ্য রাত্রি অধিক হইয়াছে; আগামী কল্য আত্মদর্শন বিষয়ে তোমাকে কিছু বলিব।

তখন ভক্ত মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া নিজ স্থানে গমন করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মা বা 'আমি'কে দর্শন।

পর দিন প্রাতে ভক্ত বলিলেন—দয়াময়! আত্মদর্শন বিষয়ে আজ আমাকে উপদেশ প্রদান করুন।

মহাঃ—বৎস! পূর্ব্বে যে তোমার মনের কথা বলিয়াছি, সেই মনেরই অতি নিকটে, তোমার 'আমি' বা 'আত্মা' বিদ্যমান আছেন। এখন তুমি যে তোমার সেই 'আমি'কে দেখিতে চাহিতেছ, তাঁহাকে এই চর্ম্মচক্ষে দেখা যায় না। এক কথায় বলিতে গেলে, তোমার এই দশেন্দ্রিয়ের দ্বারা বা সূক্ষ্ম মনের দ্বারাও তিনি বোধগম্য হইবার বস্তু নহেন। তাই পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে, তিনি সকলের বাক্য ও মনের অগোচর। জগতের সমস্ত বিষয়ই বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় এবং সুখ দুঃখাদি সকল অবস্থাই মনের দ্বারা উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু সেই যে আত্মা বা আমি, তাঁহার কোন রূপ-গুণ বা আকার-প্রকার কিছুই নাই, সুতরাং বাক্য বা মনের দ্বারা কি করিয়া তাঁহার অবস্থা প্রকাশ করা যাইবে? এই কারণেই 'আমি' অতি দুর্ব্বোধ্য বস্তু। এই আত্মা যে সর্ব্বসাধারণের দুর্ব্বোধ্য তাহা শ্রুতিও বলিয়াছেন,—

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যন্ন বিদ্যুঃ। (কঠোপনিষদ্)

অর্থাৎ—"যিনি শ্রবণেও বহু লোকের লভ্য নহেন অর্থাৎ যাঁহার শ্রবণ নিতান্ত দুষ্কর ও সকলের সাধ্যায়ত্তও নহে, শুনিলেও যাঁহাকে বহু লোকে জানিতে পারে না, অর্থাৎ শ্রবণফল—আত্মজ্ঞান সকলের পক্ষে সুলভ নহে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত—প্রভু! আপনার কথা শুনিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। কারণ দেহ ও মনের দ্বারা যাঁহাকে জানিতে, বুঝিতে বা দেখিতে পা... যায় না, এবং লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যেও কেহ দেখিতে পায় কি না সন্দেহ, এমন কোন বস্তু জগতে থাকিতে পারে কি? সুতরাং যাহা নাই, অনুমানের উপরে সেই বস্তুর কল্পনা করিয়া লইতে যাই কেন?

মহাঃ—বৎস! দেহ-মনের দ্বারা 'আমির' উপলব্ধি হয় না ব... সেই আত্মাকে বা 'আমি'কে অগ্রহণীয় বলা হইয়াছে। যদি তুমি ... যে, "আমি নাই" তবে তোমার এই কথার দ্বারাই প্রমাণ হইল যে, ... তোমার নিজের অনস্তিত্ব স্বীকার করিতেছ। নিজেই নিজের অস্তি... স্বীকার করে না, এইরূপ কোন জীব দৃশ্যমান জগতে আছে কি? 'আমা... জিহ্বা নাই' ইহা বলা যেমন সম্পূর্ণ অসম্ভব ও মিথ্যা কথা, 'ব্রহ্ম বা আত্মা নাই' ইহাও ঠিক তদ্রূপ অসম্ভব ও মিথ্যা কথা। কারণ যদি জিহ্বা না থাকে, তবে সেই ব্যক্তি কি প্রকারে 'আমার জিহ্বা নাই' ... শব্দ উচ্চারণ করিবে? ঠিক সেইরূপ, আমি বিদ্যমান না থাকিলে, '... নাই' এই কথা কে বলে? 'আমি আছি' এই বোধ ব্রহ্মাণ্ডের জীব মাত্র ... সর্ব্বদার তরে রহিয়াছে ও থাকিবে। সুতরাং নিজের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করাটাই তোমার সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা, ইহারই নাম মায়ার ধাঁধা। '... বা 'ব্রহ্ম' নাই, অথবা আমি আমাকে জানি না,—চিনি না, ... সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অপ্রামাণ্য কথা বলিলে লোকের নিকট তুমি ... বলিয়া পরিচিত হইবে। এ বিষয়ে বেদান্তও বলিয়াছেন,—

অসন্নেব স ভবতি, অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ।

অর্থাৎ "ব্রহ্ম অসৎ অর্থাৎ অস্তিত্বহীন বা নাই, একথা কিছুতেই প্রমাণিত হইবে না। কারণ তাহা হইলে সে নিজেও অসৎ (অস্তিত্বহীন) হয়—যে ব্রহ্মকে অসৎ (অস্তিত্বহীন) বলিয়া জানে তাহার নি...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্ত্ব থাকে না।" সেই আত্মা তপস্যা এবং কর্ম্মের দ্বারাও বিজ্ঞাত না। আত্মা এরূপ নহেন, সেরূপও নহেন। যেহেতু আত্মা ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা গৃহীত হন না, সেই হেতু তিনি অগ্রাহ্য অর্থাৎ গ্রহণীয় হন। তাঁহা অদৃশ্য ও অগ্রহণীয়। মুণ্ডকোপনিষদে শ্রুতি বলিতেছেন,—

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দ্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥

অর্থাৎ—"ব্রহ্মকে চক্ষুর দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, কারণ তাঁহার নাই; বচনের দ্বারাও তিনি প্রকাশ্য নহেন। অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, তপস্যা কিম্বা কর্ম্মের দ্বারাও তাঁহাকে পাওয়া যায় না। জ্ঞানের প্রসন্নতা দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, তাহার পর একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিয়া সেই নিরবয়ব আত্মাকে দেখিতে পাওয়া যায়। কঠোপনিষদ বলিতেছেন,—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥

অর্থাৎ—"এই আত্মাকে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা লাভ করা না, ধারণা শক্তির দ্বারাও নহে এবং বহুল পরিমাণে শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারাও লাভ করা যায় না; যে বিদ্বান পুরুষ !পরমাত্মাকে পাইতে ইচ্ছা করেন, তিনি তাহার দ্বারাই অর্থাৎ প্রাপ্তির উৎকট ইচ্ছার দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন। কারণ আত্মা সর্ব্বগত বলিয়া নিত্য-প্রাপ্ত। কেবল অবিদ্যা দূরীভূত হইলেই স্বরূপ উপলব্ধি হয়। যাঁহার অন্য বস্তুতে আকাঙ্ক্ষা নাই, আত্মলাভে তীব্র বাসনা, আত্মা তাঁহারই নিকট নিজের রূপ প্রকাশ করেন।"

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বান্ তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম॥

(কঠোপনিষৎ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ—"এই আত্মাকে, শারীরিক ও মানসিক বলহীন ব্যক্তি নে
করিতে পারে না। যাহার চিত্ত পুত্র, পশু প্রভৃতি বিষয়ে আ
তাহার আত্মাতে একাগ্রতা আসে না; তাদৃশ প্রমত্ত ব্যক্তি আত্মাকে
সমর্থ হয় না। অথবা সন্ন্যাস-বিহীন জ্ঞানের দ্বারাও আত্মাকে লাভ
যায় না। যে বিদ্বান্ আত্মবল, অপ্রমাদ, সন্ন্যাস ও জ্ঞানরূপ উপায়ের
আত্মলাভে প্রযত্ন করেন, তাঁহারই আত্মা সকলের আশ্রয়ভূত ব্রহ্মে প্র
হন অর্থাৎ তিনিই ব্রহ্ম স্বরূপ লাভ করেন।" ক্সা

এই সকল যুক্তি-প্রমাণ দ্বারাও তুমি এখন বুঝিতে পারিতেছ যে 'ইহে
নাই' এই কথা তুমি কোন এক সময়ের জন্যও বলিতে পার না। আমি
যে দৃশ্যমান জগত দেখিতেছ, ইহা কিছুই নয়, এই সকল স্বাপ্নিক কিছু
ন্যায় মিথ্যা। জগতে সত্তা বলিতে একমাত্র সেই আমির বা আত্মার রে
আছে, তাই তিনি নিত্য ও সত্য। বৎস! এই জগৎ নামক মহা হো
সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, যাহাতে অবস্থিতি করতঃ প্রকাশ পাই তাহ
তাঁহাকে কি প্রকারে শূন্য বা মিথ্যা বলিতে পারা যায়? যেমন আত্ম
সলিলে তরঙ্গের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব উভয়ই আছে, তেমনি পরব্রহ্মে জ গ্রে
শূন্যতা ও অশূন্যতা উভয়ই বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি যে স্বপ্রকাশ প ই,
পরপ্রকাশ্য নহেন, সে বিষয়ে একমাত্র নিজের অনুভবই প্রমাণ। তর
আত্মা এত সূক্ষ্ম যে, তোমার মন তাঁহাকে ধারণ করিতে পারে না। য়।
আত্মা সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান। তাঁহার অস্তিত্বেই আম বে
সকলের অস্তিত্ব এবং তাঁহার প্রকাশেই আমাদের সকলের প্রকাশ। তী
যেমন আত্মপর বোধ না করিয়া সর্ব্বত্র সমভাবে কিরণ বিস্তার ক ন
থাকেন, আত্মাও সেইরূপ সর্ব্বত্র সমভাবেই বিদ্যমান থাকিয়া সকলকে প্র শা
করিতেছেন। কিন্তু মন হইতেও সূক্ষ্ম বলিয়াই তিনি মনের অবোধ্য আত্ম
নিজে নিজের বোধ্য। সেই 'আমি' সমস্ত জগতের এবং তোমার দে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নেরও পরে, অর্থাৎ সমস্ত বস্তুর পরে, তাঁহার পরে আর কেহই নাই। কারণেই তাঁহাকে পরমাত্মা বলা হয়। এই আত্মা আমাদের অতি দূর হইতেও দূরে, আবার অতি নিকট হইতেও নিকটে।

ভক্তঃ—আত্মা বহু দূরে, আবার অতি নিকটে কিরূপ ?

মহাঃ—যাঁহারা আত্মজ্ঞানের সাধনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে যাঁহাকে 'আমি' বলা হয়, তাহাই আত্মা ; সেই আত্মা বা আমিই ব্রহ্ম। কাজেই জ্ঞানীই জানেন যে, ব্রহ্ম বস্তু তাঁহার নিজ দেহ, মন হইতেও নিকটে ; তিনি আপনার হইতেও আপনার। ব্রহ্মই সাধকের 'আমি'। 'আমি'কে যেমন কিছুতেই বাদ দেওয়া যায় না, সেইরূপ ব্রহ্মকেও কিছুতেই বাদ রাখা যায় না। কিন্তু অজ্ঞানীর কাছে তিনি বহু দূর হইতেও দূরে রহিয়াছেন। মনে কর, এই পুস্তকখানা আমার জ্ঞাত, কিন্তু এই আত্মা তাহা হইতেও আমার অধিক জ্ঞাত। কারণ আত্মাকে অগ্রে জানিয়া পরে তাঁহারই ভিতর দিয়া আমাকে ঐ পুস্তকের জ্ঞান লাভ করিতে হয়। এই আত্মাই প্রকৃত 'আমি'। জগতে যাহা কিছু আমরা জানি, সে সমস্তই অগ্রে এই 'আমি'কে জানিয়া তাঁহারই ভিতর দিয়া জানিতে হয়। স্থূল কথাই, 'আমি'র ভিতর দিয়া ব্যতীত জগতে কিছুই জানিতে পারা যায় না, সুতরাং সমুদায়ই আমাদিগকে সেই আমি বা ব্রহ্মের ভিতর দিয়া জানিতে হয়। এই ব্রহ্মই তোমার আত্মস্বরূপ। কেহই এ জগতে এক মুহূর্ত্তও জীবন ধারণ করিতে বা শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে পারে না,—আমির অস্তিত্ব ব্যতীত। তাঁহারই অস্তিত্বে আমাদের ও জগতের অস্তিত্ব। কিন্তু তুমি মনে করিও না যে, তিনি স্থানান্তরে কোথাও বসিয়া আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য বা রক্ত সঞ্চালনের কার্য্য করিতেছেন ; তিনিই আমাদের আত্মার আত্মা, অন্তর্য্যামী।

ভক্ত—প্রভু ! আপনার কথায় আমি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। যদি সেই 'আমি'কে বা আত্মাকে শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা বা জপতপ ধর্ম্মকর্ম্মের দ্বারা, কিম্বা মনের দ্বারা অর্থাৎ কোন কিছুর দ্বারাই না পা যায়, তবে বুঝিতে হইবে যে, সেই আত্মা অপ্রাপ্য বস্তু এবং তাই কে তাঁহার দর্শন কখনও পায় নাই ও পাইবে না ;—'আত্মা' বলিতে এ শব্দ বা নাম আছে মাত্র।

মহাঃ—বৎস ! 'ভোজন করিলে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়', ইহা যেমন আ প্রত্যক্ষ করিতেছি ; সেইরূপ এই ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানই নানা আমাদের প্রত্যক্ষের উপর স্থাপিত। সুতরাং এই যে আত্মা বা ঈ ইহাও প্রত্যক্ষ করিবার বিষয়। এই জগতে অনেকেই ধর্ম্ম বলিয়া কি আছে কি না, আত্মা বা পরমেশ্বর বলিয়া কিছু আছে কি না, এই ল অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়া থাকে এবং তর্কে জয়ী হইতে পারিলেই নিজেকে নিজে ধার্ম্মিক বলিয়া মনে করে। কিন্তু ইহাকে ধর্ম্ম, পরমে আত্মা, ব্রহ্ম বা খোদা, গড প্রভৃতি যে নামই দেও না কেন, ইহা কে তর্ক দ্বারা প্রমাণিত হইবার নয়, ইহা প্রত্যক্ষোপলব্ধির বিষয়। কেহ য বলিবে, 'ঈশ্বর আছেন এবং তিনি আমাদের অন্তরেই আছেন।' তখ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে 'আপনি ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন কি এবং আমাকেও দেখাইতে পারেন কি ?' যিনি বলিতে পারেন, 'হাঁ, আ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, তোমাকেও দেখাইতে পারি' তিনিই প্র ধার্ম্মিক ; তাঁহার নিকট হইতেই আত্মতত্ত্ব বা ধর্ম্মতত্ত্ব জানিয়া লই নতুবা অন্য সাধারণের সঙ্গে তর্ক করায় পণ্ডশ্রম ও অনিষ্ট সাধন হইয়া থা অতএব ঈশ্বর, আত্মা বা ধর্ম্ম কেবল কথার বিষয় নয়, অথবা উহা কে মত-বিশেষকে সমর্থন করার বিষয়ও নয় ; উহা আমাদের প্রত্যক্ষ ক বিষয়। যখন তোমার ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ হইবে, তখনই তুমি ধার্ম্মিক হই সেই প্রত্যক্ষ, অন্তর্দৃষ্টি ব্যতীত বহির্দৃষ্টিতে কিছুতেই হইবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মাকে দর্শন করা, সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সহজসাধ্য নয় বলিয়াই তুমি ইহা ধারণায় আনিতে পারিতেছ না। এই পথ যে অতীব দুর্গম, তাহা কেবল আমি কেন, বেদের মহাপুরুষগণও পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন। পরমহংসোপনিষদে আছে,—শমদমাদি সাধন সম্পত্তি লাভ করিবার পর, মহর্ষি নারদ ভগবান্ হিরণ্যগর্ভকে জিজ্ঞাসা করিলেন- "ভগবন্! পরমহংস পথ, অর্থাৎ আত্মদর্শনের পথ কি ?" উত্তরে তিনি নারদকে বলিতে লাগিলেন,—

যোহয়ং পরমহংসমার্গো লোকে দুর্লভতরো নতু বাহুল্যো যদ্যেকো ভবতি স এব নিত্যপূতস্থঃ স এব বেদপুরুষ ইতি বিদুষো মন্যন্তে।

অর্থাৎ—"এই পরমহংস পথ (আত্মদর্শনের পথ) অত্যন্ত কষ্টে এবং বহু জন্মের বহু পুণ্যরাশি দ্বারা পাওয়া যায়, ইহা সহজপ্রাপ্য নহে। যদি সহজপ্রাপ্য হইত, তাহা হইলে মায়াভিভূত স্ত্রী-পুত্রাদি পরায়ণ সকল গৃহস্থই পাইত। যিনি ঐ পথ অবলম্বন করেন, তিনি ত্রিকালানবচ্ছিন্ন নিত্য পরম পবিত্র সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে অবস্থিত। সুতরাং সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহাকে সর্ব্ব বেদজ্ঞ পুরুষ মনে করেন; আর এই জন্য তিনি মহাপুরুষ বলিয়া জগতে অভিহিত হন।" শ্রুতি বলিতেছেন,—

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। (কঠোপনিষৎ)

অর্থাৎ—"জ্ঞানিগণ বলেন, সেই আত্মতত্ত্বরূপ পথ তীক্ষ্ণ ক্ষুরধারের ন্যায় অতীব দুর্গম ও দুরতিক্রমণীয়। তাই এই পথ অতি দুঃখে উত্তীর্ণ হওয়া যায়।" এই শ্রুতিবাক্য দ্বারাও স্পষ্টই বুঝিতেছ যে, এই পথ অতীব দুর্গম, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। আবার বেদান্ত ইহাও বলিয়াছেন যে, পথ দুর্গম বলিয়া নিরাশ হইও না।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত। (কঠোপনিষৎ)

৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ—"আলস্য পরিত্যাগ করিয়া উঠ, মোহনিদ্রা হইতে জাগ... আত্মজ্ঞের নিকট যাইয়া সত্য পথের অনুসরণ কর।" বৎস! এই সত্যস্ব... আত্মাকে কেবল যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা বুদ্ধি পূর্ব্বক জানিলে চলিবে না, ইহা... প্রত্যক্ষ করিতে, অর্থাৎ অপরোক্ষ করিতে হইবে। এই জগৎকে আ... যেরূপ স্পষ্টভাবে দেখিতেছি, তদপেক্ষাও স্পষ্টভাবে এই আত্মাকে উপ... করিতে হইবে। তখনই আমাদের সমস্ত দুঃখ অশান্তি চলিয়া যাইবে... আমরা মুক্ত হইব।

এই আত্মার তত্ত্ব শ্রবণ করাই সর্ব্বসাধারণের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে ন... কারণ এই তত্ত্বের বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই অতি দুর্লভ। যদিও পূর্ব্ব জন্মার্জি... বহু সুকৃতির বলে কেহ সেই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিতে পায়, তথাপি (... শ্রোতাদের সহস্রের মধ্যে এক জনেরও শ্রবণে রুচি জন্মে কি না সন্দে... আবার রুচি পূর্ব্বক যাঁহারা শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সহস্রাধিক সং... মধ্যে এক জনেরও সেই আত্মাকে উপলব্ধি করার রুচি জন্মে কি না সন্দে... সুতরাং সর্ব্বসাধারণের জন্য এই আত্মতত্ত্ব শ্রোতব্য ও বোধ্যব্য ... তাই বেদান্তও বলিয়াছেন,—

আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ। (কঠোপনিষদ্)

অর্থাৎ—"এই আত্মার বক্তা (উপদেষ্টা) অতি দুর্ল্লভ এবং তাঁহ... পায় বা লাভ করে, এরূপ লোকও আশ্চর্য্য (দুর্ল্লভ), অর্থাৎ বহ... লোকের মধ্যে কদাচিৎ কোন ব্যক্তি লাভ করেন। অধিক কি ব... তাঁহাকে (আত্মাকে) বুঝায়, এমন আচার্য্যও (গুরুও) আশ্চর্য্য (... দুর্ল্লভ), এবং তদ্বিষয়ক শাস্ত্রানুযায়ী অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করে, এ... শিষ্য বা শ্রোতাও আশ্চর্য্য অর্থাৎ অতি দুর্ল্লভ।" গীতামুখে শ্রী... অর্জ্জুনকে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥

অর্থাৎ—"সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যে কোন একজন পুরুষ এই আত্মজ্ঞানের জন্য যত্নবান্ হন। আবার ঐ যত্নশীল বহু সিদ্ধপুরুষদের মধ্যেও কোন এক ব্যক্তি আমার অর্থাৎ আত্মার যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে সক্ষম হন।" তুলসী দাসজী বলিতেন—

চলন্ চলন্ সব কোই কহে, পঁহুচে বিরলা কোই।
এক কনক অউর্ কামিনী, দুর্লভ ঘাটী দোই ॥

অর্থাৎ—"আত্মারামের সমীপে উপস্থিত হইতে সকলেরই বাসনা হয়, কিন্তু প্রথমতঃ কাঞ্চন ও দ্বিতীয়তঃ কামিনী উহার প্রতিবন্ধক। এই কামিনী কাঞ্চন রূপ ঘাঁটী (দ্বারস্থ দ্বারপাল) দুইটীকে অতিক্রম করিয়া অতি অল্প লোকেই আত্মারামের সমীপে উপস্থিত হইতে সমর্থ হন।" সুতরাং এখন বুঝিতে পারিলে যে, এই আত্মা লোকের অবোধ্য বা অপ্রাপ্য নয়, কিন্তু দুর্ব্বোধ্য ও দুষ্প্রাপ্য বটে ; তাহাতে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নাই। এই বলিয়া মহাপুরুষ আপন ভাবে বিভোর হইয়া গাহিতে লাগিলেন—(মাঝে মাঝে তব—সুর)—

সবে তোমায় দেখিবারে চায়
কেহ অন্তর দিকে নাহি তাকায়।
তুমি কে, কি ভাবে, আছ হে কোথায়,
না জেনে খোঁজে অন্ধের ন্যায় ॥
দুনিয়াতে অজ্ঞ, নর আছে যা'রা
নরাকৃতি পশু হয় সত্য তা'রা।
তা'দের ধনে জনে হৃদয় বাঁধিয়ে
দুঃখার্ণবে ভাসে সদাই ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্ত ক'রে বাঁধি কোমরেতে ভেলা
কেউ কভু নাহি পায় পুকুরেরই তলা।
সবে ধন জনের ভেলা হৃদয়ে বাঁধিয়ে
তোমাকে ধরিতে হাত বাড়ায়॥
ভোগের পিপাসা সদা থাকে মনে
তাই তোমার দেখা পায় না সাধারণে।
(সবের) আত্মারূপে তুমি আছ অন্তর যামী
তবু অজ্ঞ খুঁজে নাহি পায়॥

পুনরায় তিনি বলিতে লাগিলেন,—বৎস ! যেমন পাঠশালার বালক এম, এ, ক্লাসের বিজ্ঞান ও দর্শন বিষয়ে উপদেশ করিলে, তাহা তাহ নিকট অবোধ্য হয়, সুতরাং সেই শ্রোতা বালক ও উপদেষ্টা এই দুই জনে বৃথা সময় কর্ত্তন ও শ্রম পণ্ড হইয়া থাকে ; এই আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্ম বিষয়েও ঠিক তদ্রূপ। আধ্যাত্মিক জগতের অজ্ঞ শিশুদিগের নিকট তত্ত্ব কিছুতেই প্রকাশ করিতে নাই, করিলে তাহাতে পণ্ডশ্রম হইয়া থাকে এমন কি, এই আত্মতত্ত্ব অনধিকারীর নিকট প্রকাশ করিলে, অধিকা স্থলেই বিপরীত ফল হয়। এই তত্ত্ব সাধারণের দুর্ব্বোধ্য বলিয়াই সর্ব্বত্র প্রক করিতেও বেদের ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণ পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়া বলিয়াছেন,—

রাজ্যং দেয়ং ধনং দেয়ং যাচতঃ কামপূরণম্।
ইদমষ্টোত্তরশতং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।
নাস্তিকায় কৃতঘ্নায় দুরাচাররতায় বৈ।
মদ্‌ভক্তিবিমুখায়াপি শাস্ত্রগর্ত্তেষু মুহ্যতে।
গুরুভক্তিবিহীনায় দাতব্যং ন কদাচন॥ (মুক্তিকোপনিষ

অর্থাৎ—"যাচককে রাজ্য প্রদান করিবে, ধন দিবে এবং যাচ অভিলাষ পূর্ণ করিবে, কিন্তু এই ১০৮ খানা উপনিষৎ যাহাকে তাহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিবে না। নাস্তিক, কৃতঘ্ন, দুরাচারপরায়ণ, আমার প্রতি (নিজ আত্মার প্রতি) ভক্তিহীন, শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-জ্ঞানহীন এবং গুরুভক্তি বিহীন লোককে কখনও দিবে না। গুরুসেবাপরায়ণ, হিতকারী এবং স্বাস্থ্যবান্, আমার ভক্ত (আত্মার ভক্ত), সচ্চরিত্র, সৎকুলোৎপন্ন, বুদ্ধিমান শিষ্যকে সম্যক্‌রূপে পরীক্ষা করিয়া এই ১০৮ উপনিষৎ-বিদ্যা দান করিবে।" এই সকল সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের মন প্রধাবিত হয় না বলিয়াই জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন—

শঠানাং ধূর্ত্তানাং অশ্রদ্দধানানাং নাস্তিকানামুৎপথগামীনা-মেতাং বিদ্যাং ন প্রকাশয়েৎ। যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ, তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

(অজ্ঞানবোধিনী)

অর্থাৎ—"যাহারা শঠ, ধূর্ত্ত অশ্রদ্ধাপরায়ণ এবং উৎপথগামী, তাহাদিগের নিকট এই অধ্যাত্মবিদ্যা প্রকাশ করিবে না। যাহার দেবাদি বিষয়ে পরমা ভক্তি আছে এবং গুরুর প্রতি অবিচলিত ভক্তি আছে, মহাত্মা ব্যক্তিগণ তাহাদিগের নিকটেই এই আত্মবিদ্যা প্রকাশ করিবেন।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এই আত্মবিদ্যা সকলের নিকট প্রকাশ করিলেই যে তাহার শক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে তাহা নহে, উপরোক্ত দোষ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট এই সকল কঠিন বিষয় বর্ণন করিয়া অযথা মূল্যবান সময় নষ্ট করা কোনক্রমেই সঙ্গত নয়।

ভক্ত—প্রভু! আপনার কথায় বুঝিতেছি যে, জ্ঞানী মহাপুরুষগণ সকলকে আত্মতত্ত্বরূপ সদুপদেশ প্রদান করেন না। সাধুর ত পক্ষপাতিতা নাই, শত্রু-মিত্র নাই, ভাল-মন্দও নাই, তবে সকলকে সদুপদেশ দিয়া উদ্ধার করেন না কি জন্য ?

মহাঃ—বৎস! সূর্য্যের কিরণ সকল স্থানেই সমান ভাবে পড়ে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু কাঁচে যেমন প্রতিবিম্বিত হয় মৃত্তিকায় সেরূপ হয় না; সে সূর্য্যের দোষ, না মৃত্তিকার দোষ? অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ হইলেও লো মরুভূমিতে শস্য উৎপন্ন করিতে যায় না কেন?

ভক্ত—শত চেষ্টা করিলেও, শুধু বালুরাশিময় সেই মরুভূমিতে জন্মে না, তাই বৃথা চেষ্টা করিয়া লোকে পরিশ্রম ও বীজ নষ্ট করে না।

মহাঃ—অনধিকারী শিষ্যের মনও ঠিক সেই মরুভূমির ন্যায়, সহস্র চেষ্টা করিলেও সেই অনধিকারী শিষ্যের জ্ঞান উৎপত্তির সম্ভাবনা ন চুম্বক যেমন কেবল লৌহকেই আকর্ষণ করিতে পারে, কাঠ-পাথ পারে না, জ্ঞানী গুরুও তদ্রূপ অধিকারী শিষ্যকেই আকর্ষণ করিতে পা কাচপোকা তেলাপোকাকেই যেমন তাহার স্বরূপ করিতে পারে, পোকাকে পারে না, ব্রহ্মজ্ঞ গুরুও তদ্রূপ অধিকারী শিষ্যকে নিজের করিতে পারেন, অনধিকারীকে পারেন না। অতএব তুমি সাবহিত আমার উপদেশ শ্রবণ কর।

ভক্ত—প্রভু! তবে কি প্রকারে আমি সেই আত্মাকে করিতে পারিব?

মহাঃ—তোমার মনের অজ্ঞানতা বা মায়ার আবরণ বিদূরিত হ তুমি তোমার আত্মাকে দর্শন করিতে পারিবে। অজ্ঞানতা বা প্র পরদায় আবৃত থাকাতেই তুমি তোমার অন্তরস্থ আত্মাকে দর্শন ক পারিতেছ না। অর্থাৎ 'আমার' বলিতে জগতে যত বস্তু বা শব্দ তৎসমস্ত যখন তোমার মন হইতে সমূলে উৎপাটিত হইবে, তখনই তোমার 'আমি'কে বা 'আত্মা'কে দেখিতে পাইবে,—তৎপূর্ব্বে একদা রাজর্ষি জনক মহামুনি অষ্টাবক্রকে সম্বোধন করিয়া জি করিয়াছিলেন, "হে প্রভো! কি প্রকারে আমি আত্মজ্ঞান লাভ ক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুক্ত হইতে পারি কৃপা করিয়া তাহা বর্ণন করুন।" তদুত্তরে অষ্টাবক্র মুনি বলিলেন,—

যদি দেহং পৃথক্ কৃত্বা চিতি বিশ্রাম্য তিষ্ঠসি।
অধুনৈব সুখী শান্তো বন্ধমুক্তো ভবিষ্যসি॥ (অষ্টাবক্র সংহিতা)

অর্থাৎ—"যদি তুমি এই শরীর হইতে আত্মাকে ভিন্ন বোধ করিয়া সেই চৈতন্যস্বরূপে অবস্থান করিতে পার, তবে এখনই সুখী, শান্ত ও বন্ধনমুক্ত হইতে পারিবে।" বৎস! সত্যস্বরূপ পরমাত্মা যে কি বস্তু, বা সত্য কাহাকে বলে, তাহা তাহারা কখনই জানিতে পারে না,—যাহারা সর্ব্বদাই মায়াস্বপ্নে থাকিয়া পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র ও ধনসম্পদ ইত্যাদিকে অর্থাৎ এই দৃশ্যমান ব্যবহারিক জগৎকে সত্য জ্ঞান করিতেছে। কাম, ক্রোধ, লোভ আদির বশেই যাহাদের হৃদয় মত্ত, যাহাদের কামিনীতে স্ত্রীবুদ্ধি এবং যে কোনও দ্রব্যে মমত্ব (আমার) বুদ্ধি, তাহাদের এই মায়ার বন্ধন মোচন হয় না। এ বিষয়ে গীতামুখে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।

অর্থাৎ—"অজ্ঞানের (আবরণ বিক্ষেপাদি শক্তিযুক্ত অবিদ্যার) দ্বারা নিত্য প্রকাশস্বরূপ, জ্ঞানরূপী পরমাত্মা মেঘাচ্ছন্নবৎ আবৃত থাকায়, জীব নিজ পরমাত্মস্বরূপ দর্শনে অসমর্থ হইয়া মায়ার মোহে মুগ্ধ হইয়া থাকে।" ব্রহ্মজ্ঞ কবীরজী শিষ্যদিগকে উপদেশ কালে বলিতেন,—

যা কারণ জগ ঢুঁড়িয়া সো তো ঘটহি মাহি।
পরদা কিয়া ভ্রম কা তাতে সুঝে নাহি॥

অর্থাৎ—"জগতের জীবগণ যাঁহার (যে পরমেশ্বরের) অন্বেষণ করিতেছে, তিনি ত শরীর মধ্যেই বিদ্যমান রহিয়াছেন; তবে ভ্রমরূপ পরদা দ্বারা তিনি আবৃত হইয়া থাকা হেতু, মানবগণ তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে না।” বৎস! তুমি বলিতেছ, ‘আমি সেই ব্রহ্মকে কি করি
পাইব?’ আচ্ছা বল দেখি, আকাশকে কি করিয়া পাইবে?

ভক্ত—আকাশ ত সর্ব্বত্রই, আমার চারিদিক ব্যপিয়াও আছে।

মহাঃ—পরমাত্মা, পরমেশ্বর বা ব্রহ্ম কোথায় নাই?

ভক্ত—শুনিতে পাই তিনি সর্ব্বত্রই আছেন।

মহাঃ—তবে প্রাপ্য বস্তু আবার পাবে কি? একটা পাখী যে
বায়ুকে আশ্রয় করিয়া আকাশের মধ্যে উড়িয়া বেড়াইতেছিল, আ
বলিতেছিল, আকাশ কোথায়, আকাশ কোথায়? শুনিয়াছি, আব
সর্ব্বব্যাপী, কই, আকাশকে ত দেখিতে পাইতেছি না? তোমরা সাধা
অজ্ঞান মানবগণও ঠিক ঐ পাখীটির ন্যায় মায়াস্বপ্নে থাকিয়া, এই ব্রহ্মাক
মনরূপ বায়ুকে আশ্রয় করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছ, আর বলিতে
‘সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা পরমেশ্বর কোথায়, ব্রহ্ম কোথায়? কি করি
কোথায় গেলে তাঁহাকে পাইব? আমাদের মুক্তিই বা কোথায়?’
বলিতে বলিতে এখানে সেখানে, শাস্ত্রে, মন্দিরে, জলে, স্থলে, বহু তী
ও দেশ-দেশান্তরে সর্ব্বত্রই কেবল সেই আত্মা ও মুক্তি খুঁজিয়া বেড়াইতেছ
ইহারই নাম মায়া। সেই পাখীর ন্যায় তোমরা মায়ার ধাঁধায় পড়ি
অজ্ঞানতা-বশে, নিজেই যে নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব আত্মা, তাহা জানি
পারিতেছ না। বৎস! আত্মা বা মুক্তি অন্যত্র কোথায়ও নাই;
নিজের ভিতরেই সব। নিজের তৈয়ারী রজ্জু দ্বারা নিজেই নিজেকে ব
করিয়া, এখন বৃথা চীৎকার করিতেছ। এই বন্ধন এখন তোমাকেই মু
করিতে হইবে, অন্যত্র হইতে কেহ আসিয়া তোমার এই বন্ধন মুক্ত করি
না। কাহারও সেরূপ শক্তি নাই। এই বলিয়া মহাপুরুষ আপন ভা
বিভোর হইয়া গান ধরিলেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(এই বিশ্ব মাঝে—সুর)

সারা জগতেতে পরম ঈশ্বর, খুঁজিয়ে কোথাও পেলে না পেলে না।
তাঁহার ভিতরে ডুবে আছ তুমি তবু তোমার জ্ঞান হ'ল না হ'ল না॥
পাখী যেমন সদাই আকাশেতে উড়ে, নিজ ভ্রমে চাহে আকাশ দেখিবারে।
তেমনি তুমি আত্মাকাশে ঘুরিতেছ, মনের ধাঁধায় আত্মার দেখা যে হল না॥
সর্ব্বচিন্তাহীন হলে যাহা রয়, পরম ঈশ্বর তাঁহাকেই কয়।
তাই বলি তুমি মনের বাহিরে, না গেলে তাঁহাকে কোথাও পাবে না॥

ভক্ত—ভগবন্! মায়াবন্ধন কাহাকে কহে এবং ইহা কিরূপে জন্মে?

মহাঃ—বৎস! আত্মা বিষয়ে তোমার মনের যে অজ্ঞানতা, অর্থাৎ সেই পরমাত্মা পরমেশ্বর কি বস্তু এবং এই সাড়ে তিন হস্ত পরিমিত দেহধারী তুমিই বা কি বস্তু, এই বিষয়ে তোমার মনের যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা, ইহা হইতেই তোমার মন পরমাত্মাকে বিস্মৃত হইয়া গিয়া, তোমার এই স্থূল দেহের উপরে 'এই দেহই আমি' এইরূপ দেহে আত্মবুদ্ধি বা 'আমি' অভিমান স্থাপন করিয়াছে। এই দেহাভিমানকেই মায়াবন্ধন কহে। এ বিষয়ে শ্রুতিও বলিয়াছেন,—

ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি।

অর্থাৎ—"মানব যতক্ষণ সশরীর অর্থাৎ শরীরে 'আমিই শরীর' এইরূপ অভিমানবান থাকিবে, ততক্ষণ সে সুখ-দুঃখ হইতে অর্থাৎ মায়ার গণ্ডি হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না।

ভক্ত—এই মায়াবন্ধন কি উপায়ে ছিন্ন হইবে? এবং কেই বা ছিন্ন করিয়া দিবে?

মহাঃ—বৎস! তোমার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্রাদি যে কোনও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ই হউক না কেন, কেহই তোমার এই বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিবে না। এই বন্ধন তুমি নিজেই দিয়াছ, তাই তোমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজেকেই স্বহস্তে এই মায়াবন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে। এ বিষয়ে বেদান্ত বলিতেছেন,—

ঋণমোচনকর্ত্তারঃ পিতুঃ সন্তি সুতাদয়ঃ।
বন্ধমোচনকর্ত্তা তু স্বস্মাদন্যো ন কশ্চন॥

অর্থাৎ—"পুত্রগণ শ্রাদ্ধ ও তর্পণ দ্বারা পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হয় কিন্তু নিজের বন্ধন মোচনকারী নিজে ভিন্ন অন্য কেহই নাই। সুতরা নিজেকেই নিজের বন্ধন মোচন করিতে হইবে।"

মস্তকন্যস্তভারাদেদুঃখমন্যৈর্নিবার্য্যতে।
ক্ষুধাদিকৃতদুঃখন্তু বিনা স্বেন ন কেনচিৎ॥

অর্থাৎ—"মানবের মস্তকে ন্যস্ত ভারাদি জনিত দুঃখ, বা অ কোন প্রকারের শারীরিক দুঃখ হয় ত, অন্যের দ্বারাও প্রশান্ত হই পারে, কিন্তু ক্ষুধাতৃষ্ণাদি জনিত কষ্ট, প্রত্যেকেরই নিজের চে অনুষ্ঠিত ভোজন, পানাদি ভিন্ন, অন্য কোন উপায়েই অন্যের দ্বারা প্রশমি হয় না।" মায়াবন্ধন মোচন বিষয়েও ঠিক তদ্রূপ, নিজে আত্মজ্ঞা লাভ দ্বারা এই বন্ধন ছিন্ন করিতে হয়, নতুবা অন্য কোন উপায়ে বা অন্যে দ্বারা কিছুতেই সেই বন্ধন ছিন্ন হইবার নয়। অতএব নিজের পুরুষকা দ্বারা বিবেক ও বৈরাগ্য বলে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলেই, এ অজ্ঞানতা অর্থাৎ মায়াবন্ধন বিদূরিত হইয়া যায়।

ভক্ত—দয়াময়! আমি কোন পন্থা অবলম্বন করিলে সেই আত্মজ্ঞা লাভ করিতে পারিব, কৃপা পূর্ব্বক তাহাই এখন বর্ণন করুন।

মহাঃ—বৎস! মানব ভূমিষ্ঠ হইয়াই নিজ দেহ হইতে দৃশ্যমা জগতকে পৃথক দ্বৈতভাবে দেখে। ক্রমে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী, ঘ পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি যাহা কিছু দৃষ্টিগোচর হয়, তৎ সমস্তই নিজ দে হইতে পৃথক পৃথক ভাবেই দর্শন করিতে থাকে। এই ভাবে আহারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিহারে সর্ব্বক্ষণই মন বহির্জ্জগতে দ্বৈতভাবে ক্রিয়ায় মত্ত থাকে। সুতরাং অজ্ঞানাবস্থায় প্রথম জীবনেই, মানুষ কখনও অন্তর্জ্জগতের সেই অদ্বৈত আত্মজ্ঞানের চরমাবস্থা উপলব্ধি করিতে পারে না। অতএব আত্মজ্ঞান-পিপাসু ব্যক্তি, প্রথমেই শ্রোত্রীয় (বেদবেদান্তজ্ঞ) ও আত্মজ্ঞ গুরুর উপদেশ এবং বেদান্তাদি শাস্ত্রোপদেশ শিরোধার্য্য করতঃ তীব্র পুরুষকার অবলম্বন পূর্ব্বক ঐকান্তিকতার সহিত জ্ঞানপথে অগ্রসর হইবে আর সেই সঙ্গে নিজের স্বাধীন বুদ্ধি (অর্থাৎ ব্যবহারিক জগতের বৈষয়িক বুদ্ধি নয়, অন্তরস্থ বুদ্ধি) ও চিন্তা এবং বিচার শক্তির বিকাশ করিবে। ক্রমে এই ভাবেই চলিতে চলিতে সে দেখিতে পাইবে, যেন কিছু সত্য উপলব্ধি করিতে পারিতেছে। জ্ঞান-বিচারের যেরূপ শাস্ত্র-প্রদর্শিত প্রণালী রহিয়াছে, তাহা সেই গুরুর উপদেশানুসারে তাহাকে নত মস্তকে মানিয়া লইতে হইবে এবং কায়-মনো-বাক্যে ঐ গুরুদেবের সেবায় নিরত থাকিতে হইবে। কিন্তু তাহার অজ্ঞানাবস্থায়ই যদি সে কেবল যুক্তি চাহিতে থাকে ও নিজের বৈষয়িক বুদ্ধির উপরেই নির্ভর করিয়া চলিতে থাকে, তবে সেই শিষ্যের সত্যোপলব্ধি বা আত্মজ্ঞান লাভ সুদূরপরাহত হইবে। নিজের সেবা দ্বারা সেই গুরুকে সন্তুষ্ট করতঃ, ক্রমে তাঁহার নিকট হইতে দেহতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব জানিয়া লইবে। তখন বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে, মানুষের মনের পুরাতন সংস্কারগুলি নূতন সংস্কারকে কিছুতেই আসিতে দিতে চাহে না; কাজেই প্রথম গুরুমুখে এই তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ কালে, মনের পুরাতন সংস্কারের সঙ্গে নূতন সংস্কারগুলির সংগ্রাম চলিতে থাকে। সেই সংগ্রামে ঐ উভয়ের মধ্যে যুক্তিপ্রমাণে যে জয়ী হইতে পারে, সে-ই মনের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করে। সত্যেরই জয়,—ইহা সুনিশ্চিত। তাই তখন সে দেখিতে পাইবে, সৎসঙ্গে ও গুরুদেবের সঙ্গে থাকিয়া সৎ উপদেশ শ্রবণ করিতে করিতে মন যতই দিন দিন নূতন নূতন সৎ সংকল্প দ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিপুষ্ট হইবে, পুরাতন মিথ্যা কুসংস্কার রাশি ততই অন্তর্হিত হই যাইবে। সর্ব্বাগ্রে এই গুরুবাক্য শ্রবণ কার্য্যই প্রধান কর্ম্ম জানিবে কারণ সকলের যথাযথ শ্রবণ হয় না বলিয়াই, তাহাদের মনন কার্য্য সম্পন্ন হয় না; তাই তাহারা জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশও করিতে পারে না অতএব জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তির প্রথমেই আত্মজ্ঞের নিকট আত্মতত্ত্ব যথা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। ভগবান শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন,—

শ্রবণং মননং ধ্যানং জ্ঞানানাঞ্চৈব সাধনম্। (আত্মজ্ঞানকথন।

অর্থাৎ-- "শ্রবণ, মনন, ধ্যান এই সকলই আত্মজ্ঞানের সাধন।"

ভক্ত— প্রভু! আপনি যে পুনঃ পুনঃই বলিতেছেন, 'যথা শ্রবণ করা চাই; শ্রবণ কার্য্য সকলের হয় না' ইহার তাৎপর্য্য আমি কি বুঝিতে পারিলাম না। কারণ আমরা ত যে কোনও লোকে কথা বলিলে তাহা শুনিতে পাই, সুতরাং ইহার মধ্যে যথাযথ শ্রবণের অর্থ কি?

মহাঃ—বৎস! সাধারণ শ্রবণের নাম শ্রবণ নহে, কারণ তাহা উক্ত লোকের শ্রবণের ন্যায় কোনই কার্য্যকরী হয় না। সুতরাং কোন প্রক শব্দ কর্ণে গেলেই তাহাকে 'শ্রবণ' বলা যায় না। বাহিরের শব্দ কর্ণগা মনের সঙ্গে যুক্ত হইয়া বুদ্ধির নিকট পৌঁছে এবং বুদ্ধি তখন তন্ময় হই সেই শব্দার্থ বিষয়ে চিন্তা ও পুনঃ পুনঃ বিচার করিতে থাকে, ইহারই ন 'শ্রবণ'। আর যেখানে শব্দ মাত্র কর্ণে প্রবেশ করিল, কিন্তু মন ও বু তাহাতে লিপ্ত হইয়া সেই শব্দার্থের বিষয় কোন কিছুই চিন্তা বা বিচা করিল না, সেখানে শ্রবণ কার্য্য হয় নাই বলিয়াই জানিবে। মনে ক তুমি তোমার গ্রামের মধ্যে একজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। তু তোমার গ্রামবাসী এবং অন্যান্য কয়েকজন বন্ধু ও আত্মীয় সঙ্গে লই প্রায় ১০।১২ জন লোক একত্রে কোন একজন মহাপুরুষের নিকট বসি ধর্ম্মতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্বের কথা শ্রবণ করিতেছ। এমন সময় রহিম না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার জনৈক দীন দরিদ্র প্রজা, ৭ দিন পূর্ব্বে তোমার বাড়ীতে যে মজুরের কাজ করিয়াছিল তাহার মজুরী বাকি চারি আনা পয়সার জন্য তোমাকে আসিয়া বলিল, "বাবু! আমার পয়সা চারি আনা এখন দেন্।" এই কথা শুনিবা মাত্রই তুমি (অর্থাৎ তোমার মনটা) সেই রহিমের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিলে এবং অত্যন্ত বিরক্তির সহিত অনিচ্ছাতে বলিলে, "আরে যা—যা বেটা, কাল দিব।" আর তন্মুহূর্ত্তেই তুমি মনে মনে ভাবিলে, রহিম লোকটা কি রকম পাজি; এতগুলি ভদ্রলোকের মধ্যে মাত্র চারি আনা পয়সার জন্য আজ আমাকে তাগাদা দিয়া অপমানিত করিল। এদিকে তোমার উত্তর শুনিয়াই রহিম অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া বলিতে লাগিল, "বাবু! আজ সাত দিন যাবতই আপনি কেবল দেই, দিচ্ছি, আজ দিব, কাল দিব ইত্যাদি ভাবে টাল বাহানা করিতেছেন; অথচ আমি দরিদ্র, স্ত্রী-পুত্র লইয়া দুই দিন যাবৎ অনাহারে কষ্ট পাইতেছি। অতএব আমার পয়সা এখনই দিতে হইবে, আজ আমি পয়সা না লইয়া কিছুতেই এখান হইতে যাইব না।" রহিমের মুখে এই কথা শুনিবা মাত্রই তোমার মনে ক্রোধের আগুন আরও দ্বিগুণ মাত্রায় জ্বলিয়া উঠিল, তাই তুমি ক্রোধান্ধ হইয়া রহিমকে বলিলে, "রে বেটা পাজি! খাজানা ও খতের সুদে আসলে তোর নিকট আমার বহু টাকা পাওনা হইয়াছে, তাহার এক কপর্দ্দকও পাই না, আর এই চারি আনা পয়সার জন্য তুই এতগুলি ভদ্রলোকের মধ্যে আমাকে অপমানিত করিতেছিস্, আচ্ছা আমি তো'কে এক পয়সাও দিব না, দেখি তুই কি করিতে পারিস্।" এদিকে রহিম ত নিজ পেটের ক্ষুধার জ্বালায়ই অস্থির, তদুপরি তাহার মজুরীর পয়সাও পাইবে না শুনিয়া সে আরও চতুর্গুণ ক্রোধাগ্নিতে জ্ব'লয়া উঠিল, এবং রোষভরে তোমার দিকে কট্ মট্ করিয়া তাকাইয়া, তাহার তর্জ্জনী দেখাইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "কি—বেটা! তুই পাজি, না আমি পাজি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোর মত জঘন্য পিশাচ, যে দরিদ্রের দুঃখ বুঝে না, এইরূপ পশু ও
প্রকৃতির লোক, আমি আর কখনও দেখি নাই। তোর মত শয়তানে
নিকট হইতে আমি আমার পয়সা নিশ্চয়ই আদায় করিব, তখন বুঝিবি
আমি কেমন রহিম।” ইত্যাদিরূপে অনেক গালাগালী করিয়া সে নি
বাড়ীতে চলিয়া গেল। পরে তোমাদের সেই মহাপুরুষের স
কিছুক্ষণ ধর্ম্মালোচনার পর সভাভঙ্গ হইয়া গেল। রহিম চলিয়া যাও
পর হইতেই, তুমি (অর্থাৎ তোমার মন) খুব তন্ময় হইয়া ভাবিতে
যে, ‘আজ বড়ই কুপ্রভাত; প্রাতে ঘুম হইতে উঠিয়া না জানি কে
জঘন্য লোকের মুখ দর্শন করিয়াছিলাম, তাই সামান্য একটা মজুরের দ
এতগুলি বিশিষ্ট ভদ্রলোকের মধ্যে বসিয়া যৎপরোনাস্তি অপমানিত হইলা
আমার সমস্ত জীবনে যাহা না ঘটিয়াছে, আজ তাহাই হইল। এই স
কথা তুমি চিন্তা করিতেছ, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই রহিমের উগ্র দৃষ্টি, তর্জ্জ
সঞ্চালন প্রভৃতির ফটো তোমার মনরূপ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইতেছে
এইভাবে চিন্তা করিতে করিতে, তুমি তোমার বাড়ীতে গেলে। বা
যাইয়াও কেবল সেই রহিমের ঘটনার বিষয়ই তন্ময় হইয়া ভাবিতেছ
ভাবিতেছ, রহিম ত আমাকে অপমানিত করিল, এখন কি উপায়ে এ
অপমানের প্রতিশোধ লইতে পারি? কালই উহার নামে বাকি খাজান
নালিশ করিয়া দিব; পরে ডিক্রির টাকা হইতে উহার বাড়ী জমা স
নিলাম করাইয়া আনিব—ইত্যাদি। এখন বিচার করিয়া দেখ, উ
মহাপুরুষের নিকট বসিয়া, রহিমের ঘটনার পূর্ব্বে ও পরে তুমি অনে
ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছিলে বটে, কিন্তু সেই সমস্ত ধর্ম্ম বিষয়ের কোন ক
বা সেই মহাপুরুষের দিব্য চেহারা, তোমার মনে বারেকের জন্যও উদয়
না হইয়া, কেবল রহিমের কথা ও তাহার ফটোই তোমার মনোদর্প
প্রকাশ পাইতেছে কেন? সুতরাং স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছ যে, ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সভাস্থলে মহাপুরুষের নিকট বসিয়া, যত রকমের যত কথা হইয়াছিল, তন্মধ্যে মাত্র রহিমের কথাগুলিই তোমার মন বিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিয়াছিল; তাই সেই সকল কথাই তন্ময় হইয়া তোমার মন পুনঃ পুনঃ চিন্তা অর্থাৎ মনন করিতেছে। অপর দিকে, পদ্মপত্রে জলের ন্যায় সেই মহাপুরুষের বাক্যরূপ জল, তোমার মনরূপ পদ্মপত্রে কিছুতেই স্পর্শ করিতে পারে নাই; উহা তখনই গড়াইয়া পড়িয়া গিয়াছে। ঠিক এইরূপ মনের অনিচ্ছাতে বা মনের অজ্ঞাতসারে উদ্রিক্ত যে পুনঃ পুনঃ চিন্তা, তাহারই নাম 'মনন', সাধারণ চিন্তার নাম 'মনন' নয়। শাস্ত্রও বলিয়াছেন, "সেই শ্রবণ শ্রবণ নহে,—যাহাতে মনন না হয়।" অতএব স্থির হইল যে, সেই মহাপুরুষের নিকট তুমি গমন করিয়া থাকিলেও, তাঁহার কোন কথাই তোমার শ্রবণ হয় নাই, যেহেতু তাহা তোমার মনন হইতেছে না। আর রহিমের কথাই মাত্র তোমার শ্রবণ হইয়াছে, যেহেতু তাহা পুনঃ পুনঃ তোমার মনন হইতেছে। মুমুক্ষু ব্যক্তি ভিন্ন গুরু বাক্য ও বেদবাক্য সাধারণের ঐরূপ শ্রবণ হয় না, তাই মননও হয় না। গুরুবাক্য ও বেদবাক্য শ্রবণ করিয়া যখন ঠিক ঐ রহিমের কথার ন্যায় তোমার মন গ্রহণ করিবে তখনই সেই শ্রবণ মননে পরিণত হইয়া তোমার পক্ষে কার্য্যকরী হইবে। আর, এই যে মননের চিন্তাস্রোত, তাহাতেও সংসারের অন্য কোন অনিবার্য্য কারণে মাঝে মাঝে বাধা জন্মিতে পারে; কিন্তু ঐ চিন্তাস্রোত যখন তৈলের ধারার ন্যায় (১) অবিরাম গতিতে ও অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলিতে থাকিবে, মনের সেই অবস্থাকেই 'নিদিধ্যাসন' বলিয়া জানিবে এবং ইহাই উপাসনার

(১) অর্থাৎ কোন পাত্র হইতে জলের ধারা দিতে থাকিলে, তাহা মাঝে মাঝে ছিন্ন হইয়া যায়, কিন্তু সেইভাবে তৈলের ধারা দিতে থাকিলে তাহা কখনও ছিন্ন হয় না, অবিরাম গতিতে ও অবিচ্ছিন্ন ভাবেই যেমন বহিতে থাকে ঠিক সেইরূপ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শেষ সীমা। কারণ একমাত্র এই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা অধিকারী ব্যক্তি আত্মদর্শন বা আমাকে দর্শন লাভ করিয়া থাকেন।

ভক্ত—ভগবন্! যদি কোন জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তি গুরুসুশ্রূষা দ্বারা মনোযোগের সহিত তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করেন, তবে সেই উপদেশ শ্রবণ মাত্রেই তাঁহার আত্মদর্শন হইবে কি?

মহাঃ—মহামতে! পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে ব্যক্তি এই জ্ঞান রাজ্যে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, এইরূপ উত্তমাধিকারীদের একবার শুনিবা মাত্র জ্ঞানের স্ফুরণ বা আত্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে। কিন্তু সাধারণ লোকদিগের একবার মাত্র তত্ত্ব শ্রবণেই বহু জন্ম-জন্মান্তরীণ অজ্ঞান রাশি কিছু দূরীভূত হইবার নয়। তাহাদের সময় সাপেক্ষ।

ভক্ত—যেমন কাহারও গলায় সুবর্ণ হার থাকিলে, যাবৎ তাহার তদ্বিষয়ে অজ্ঞান থাকে, তাবৎ তাহার সুবর্ণ হার আছে বলিয়া প্রতীতি না বটে, কিন্তু পরে যখন শুনিতে পায় যে, কণ্ঠে সুবর্ণ হার আছে, তখনি সুবর্ণ হারের প্রতীতি হয়। সেইরূপ পরমাত্মা বিষয়ে যাবৎ অজ্ঞান থাকে, তাবৎ সেই আত্মা বিষয়ে উপলব্ধি না হইতে পারে, কিন্তু আত্মতত্ত্ব শ্রবণ মাত্রেই কি আত্মোপলব্ধি হইয়া মোক্ষলাভ হইতে পারে?

মহাঃ—বৎস! এই স্থূল নেত্র-দৃষ্ট বস্তু হার বিষয়ে বলা মাত্রই নেত্রের দ্বারা তাহা দৃষ্টি গোচর হইতে পারে বটে, কিন্তু তোমার আত্মা আর কোন মায়িক জগতের স্থূল পদার্থ নয় যে, আত্মতত্ত্ব শ্রবণ মাত্রেই এই জড় চর্ম্ম চক্ষের দ্বারা তাঁহাকে দৃষ্টিগোচর করিতে পারিবে? আত্মাকে যে জ্ঞান-নেত্রের দ্বারা দর্শন করিতে বা উপলব্ধি করিতে হয়, সর্ব্বসাধারণের সেই জ্ঞান-চক্ষেরই সম্পূর্ণ অভাব। সুতরাং সেই জ্ঞান-নেত্র প্রস্ফুটিত হইতেই সুদীর্ঘ সময়ের, এমন কি বহু বহু জন্মেরও প্রয়োজন হইয়া থাকে। অতএব শ্রবণ মাত্রেই যে সকলেরই মানস সাক্ষাৎকার হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমন কোন নিয়ম নাই। যাহারা উত্তমাধিকারী, তাহাদিগের শ্রবণ মাত্রই আত্মসাক্ষাৎকার হইতে পারে, কিন্তু মন্দাধিকারীদিগের তাহা কিছুতেই হয় না। যেহেতু তুমি তোমার মনের যে একাগ্রতা শক্তি বহির্জগতে চালনা করিয়া বাহিরের জ্ঞান লাভ করিতেছ, সেই একাগ্রতা শক্তিকেই তোমাকে বহির্মুখী হইতে ফিরাইয়া অন্তর্মুখী করিতে হইবে। ইহাতে বহুকাল অভ্যাসের আবশ্যক করে। কারণ বাল্যকাল হইতেই তোমরা কেবল বাহিরের বস্তুতে মনোনিবেশ করিতে শিক্ষিত হইয়াছ; অন্তর্জগতে মনোনিবেশ করিতে শিক্ষা পাও নাই। অথচ তোমরা চাও অতি সংক্ষেপে অল্প সময় মধ্যেই সিদ্ধি লাভ করিতে, ইহা দুরাশা মাত্র। পীঠমালা তন্ত্রও বলিতেছেন—

আত্মা দেহো মনো যত্র সাধিতং তচ্চ শিক্ষিতম্।

অর্থাৎ—"যে শিক্ষায় আত্মা, মন ও দেহ যুগপৎ এই তিনের উৎকর্ষ সাধিত হয়, তাহাই প্রকৃত শিক্ষা।" হে সুব্রত! জগতের যে কোন কার্য্যই হউক না কেন, কেহ কখনও দীর্ঘকাল সাধনা না করিয়া সিদ্ধি লাভ করিতে পরিয়াছে কি? অতএব একটী বিষয় লইয়া গুরুর আদেশানুসারে দীর্ঘকাল সাধনা করিলে তাহার ফল অবশ্যই লাভ হইবে। বৎস! কেবল শ্রবণই যে জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি দৃষ্ট কারণ এমত নহে, জ্ঞানের প্রতি অন্য কারণও আছে। মনন ও নিদিধ্যাসনাদির দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ যে সকল নিয়ম পালন করিতে হয়, তাহাও জ্ঞানের কারণ। মননাদির দৃঢ়তা সাধিত না হইলে কখনও জ্ঞান হইতে পারে না। তাই আসনাদিও জ্ঞানের সাধন। ঐ সকল ব্যক্তির তীব্র বিচার-বৈরাগ্যের এবং ধারণাশক্তি ও গুরুবাক্যের মর্ম্ম উপলব্ধি করিবার শক্তির অভাব, ঐ সকল শক্তি অর্জন করিবার জন্যই তাহাদের পুনঃ পুনঃ জন্মের প্রয়োজন। এ বিষয়ে সাংখ্যশাস্ত্র বলিতেছেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রবণমপি বহুজন্মকৃতপুণ্যেন ভবতি। তত্রাপি শ্রবণমাত্রান্ন বৈরাগ্যসিদ্ধিঃ কিন্তু সাক্ষাৎকারাৎ। সাক্ষাৎকারশ্চ ঝটিতি ন ভবতি। অনাদিমিথ্যাবাসনায়া বলবত্ত্বাৎ। কিন্তু যোগনিষ্ঠয়া। যোগে চ প্রতিবন্ধবাহুল্যমিত্যতো বহুজন্মভিরেব বৈরাগ্যং মোক্ষশ্চ কদাচিৎ কস্যচিদেব সিধ্য

অর্থাৎ—"বহু জন্মার্জ্জিত পুণ্যবলে কোন পুরুষের বিষয় ভোগ দুঃখাদি শ্রবণ হইয়া থাকে, তথাপি শ্রবণ মাত্র বৈরাগ্য সিদ্ধ হয় না। দুঃখাদির সাক্ষাৎকার হইলেই বৈরাগ্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ সাং দুঃখাদি শ্রবণ করিলে তাহাতে বিরক্তি না জন্মিতেও পারে, কিন্তু দুঃ ভোগ করিলে সেই বিষয়ে অনায়াসেই বিরাগ জন্মিতে পারে। এই দুঃ সাক্ষাৎকারও (উপলব্ধিও) শীঘ্র হয় না। যেহেতু অনাদি বাসনা উপ বলবতী রহিয়াছে; ঐ বাসনা দুঃখকে দুঃখ বলিয়া জ্ঞান করিতেইত না। দুঃখ ভোগ করিয়া লোকে একবার সংসারে বিরক্ত হইলেও, কিং পরেই ঐ বাসনা আবার তাহাকে সংসারে অনুরক্ত করে। কেবল যোগা নুষ্ঠান দ্বারাই দুঃখ সাক্ষাৎকার (অনুভূতি) হইয়া বৈরাগ্য জন্মিয়া থ পরন্তু সেই যোগানুষ্ঠানেও অনেক বিঘ্ন আছে। সেই সকল বিঘ্ন নিবা করিতেও অনেক জন্মের আবশ্যক। অতএব বহু বহু জন্মে কচিৎ কাহারও ভাগ্যে বৈরাগ্য ও মোক্ষ হইতে পারে।" সুতরাং একবার্যা হইলেই বৈরাগ্য হইতে পারে না। এই নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ জন্মের আবশ্য

বৎস! ধানের উপরস্থ অতি সাধারণ একটী আবরণ তুষকে নিষ্ক করিয়া তাহার ভিতরের তণ্ডুল বাহির করিতে কেহ এক অবঘাতে হয় না। তাই ধানকে ঢেঁকিতে ফেলিয়া পুনঃ পুনঃ বহু সংখ্যক আঘা সেই আবরণ তুষ ছাড়াইয়া চাউল বাহির করিতে হয়। সুতরাং মা বিচার করিয়া দেখ যে, তোমার মনরূপ ধান্যের, পূর্ব্ব বহু বহু জন্মবি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংস্কাররূপ অজ্ঞানতার রাশীকৃত আবরণ, একবার মাত্র তত্ত্ব শ্রবণরূপ অবঘাতেই দূরীভূত হইতে পারে কি ? তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অতএব মাত্র একবার আত্মতত্ত্ব শ্রবণেই আত্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে না। উপাসনা ও নিদিধ্যাসন এই দুই শব্দ, অন্তর্নিহিত আবৃত্তিগুণবিশিষ্ট মানসী ক্রিয়াতেই প্রয়োজিত হইতে দেখা যায়। কোন পদার্থের চিন্তা বা ধ্যান মনের ক্রিয়া ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। তাহা যদি পুনঃ পুনঃ মনে আবর্ত্তিত হয়, অর্থাৎ যত্ন পূর্ব্বক বার বার মনে উত্থাপিত করা হয়, তবে তাহাকেই 'আবৃত্তিগুণা মানসী ক্রিয়া' বলা হয়। এতাদৃশ মানসী ক্রিয়াকেই লোকে উপাসনা বলে, ধ্যান বলে, চিন্তাও বলে এবং শাস্ত্রকারেরাও আত্মবিষয়িণী তাদৃশী মানসী ক্রিয়াকে নিদিধ্যাসন বলেন ; যেমন 'শিষ্য গুরুর উপাসনা করিতেছে' 'প্রার্থী রাজার উপাসনা করিতেছে' 'বিরহিণী নারী পতিচিন্তা বা পতিধ্যান করিতেছে' ইত্যাদি স্থলে উপাসনা, ধ্যান ও চিন্তা প্রভৃতি শব্দই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। দৈবাৎ কখনও একবার স্মরণ করিলে, তাহাকে ধ্যান, চিন্তা, উপাসনা বা নিদিধ্যাসন কিছুই বলে না।

ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, শাস্ত্র যখন ধ্যান, উপাসনা ও নিদিধ্যাসন শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তখন তাহাতে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ চিন্তা আছেই। অতএব একবার মাত্র তত্ত্ব শ্রবণ বা একবার চিন্তাকরাকে ধ্যান বলে না, আর ধ্যান ব্যতীত সেই জ্ঞানও লাভ হইতে পারে না। যে পরিমাণে এবং যত দিনে মন হৃদয়ে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞান হয়, তত দিন পর্য্যন্ত এবং সেই পরিমাণে মনের নিরোধ করিতে হয়। এই মনোনিরোধই জ্ঞান, ইহাই ধ্যান এবং ইহাই অন্য প্রকার সাধন স্বরূপ। অতএব ইহার ন্যায় পুরুষার্থ আর কিছুই নাই। এই মনোনিরোধ ভিন্ন অন্য যাহা কিছু, তাহা কেবল বিবাদকারী অভিযোক্তাদিগের অভিযোগের বিষয় মাত্র, তাহার উচ্চারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেবল কণ্ঠশ্রম। শাস্ত্র গ্রন্থ মধ্যে উহা ভিন্ন অন্য যাহা কিছু আছে, ত কেবল শব্দরাশি মাত্র।

ভক্ত—প্রভু! তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের সঙ্গ করিয়া আত্মজ্ঞান হইলেই যদি বিষয়ের ভোগবাসনা নিবৃত্ত হইয়া পরম শান্তি লাভ হয়, ইহা জানিয়া বুঝিয়াও, মানবগণ মহাপুরুষের নিকট হইতে পরম শান্তি আত্মজ্ঞান লাভ করে না কেন?

মহাঃ—বৎস! জগতে যত মানব দেখিতেছ, ইহাদের মধ্যে মোটা দেখা যায়, উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন শ্রেণীর লোক আ উহাদের মধ্যে সর্ব্ব নিম্নস্তরের অধম ব্যক্তিগণ, কেবল নিজের দেহ, নিজ বাড়ী, ঘর, স্ত্রী, পুত্র ও ধন-রত্নাদি সর্ব্ব প্রকারের ভোগ্য গুলিকেই দেখিতে পায় এবং নিজ দেহ ও ভোগের উপকরণ ঐ ধনজনাদি বহাল থাকিয়া ভোগের সহায়ক হইলেই তাহারা নিজেকে কৃতার্থ মনে করে। তাই উহারা কল্পিত মূর্ত্তি সকল পূজা করিয়া, মূর্ত্তির নিকট ধনং দেহি, জনং দেহি, যশো দেহি, রবে ধনৈশ্বর্য্য প্রা করিতে থাকে। দেহ, মন, আত্মা বা দৃশ্যমান জগৎ, এই সকলের কোন সূক্ষ্ম তত্ত্ব আছে, বা তাহা তাহাদের জানা একান্ত কর্ত্তব্য, এই কোন কথাই তাহাদের মনোরাজ্যে স্থান পায় না। এইরূপ কোন ব্যক্তি যদি আত্মতত্ত্বের কথা শ্রবণ করান হয়, তবে তাহা তাহার কর্ণে অরুচিকর বলিয়াই বোধ হইবে। উহারা যদি কাহারও নিকট ঐরূপ তত্ত্বকথা শ্রবণও করে, তবে তখন তাহারা ভাবে, 'এই সকল দ্বারা আমাদের কোনই লাভালাভ নাই, কারণ ইহা দ্বারা ধন সম্পদ লা কোনই আশা নাই, সুতরাং বৃথাই সময় নষ্ট করা।' আবার কেহ ভাবে 'সংসারের সমস্ত কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া ঐ সকল কথা শ্রবণ কর আমার সময় কোথায়?' এইরূপ নানা ভাবেই সেই তত্ত্ব কথাকে প্রত্যাখ্যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া, তাহারা সমস্ত দিবারাত্রি কেবল শিশ্ন (জননেন্দ্রিয়) ও উদরের চিন্তায়ই তন্ময় হইয়া থাকে। এই সকল শিশ্নোদর-পরায়ণ লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়াই তুলসীদাসজী বলিতেন,—

তুলসী ইয়ে সংসার মেঁ, কাহাঁসে ভক্তি ভেট্।
তীন বাত্‌সে লট্‌পট্ হ্যায়, দাম্‌ড়ি চাম্‌ড়ি পেট॥

অর্থাৎ—"হায় হায়! সংসারে লোকে ধন, শিশ্ন ও উদর, কেবল এই তিনটীর কথাই ত ওতপ্রোত ভাবে ভাবিতে ভাবিতে অষ্টপ্রহর অতিবাহিত করিতেছে। সুতরাং হে তুলসী! এই ভবধামে থাকিয়া আর কতকালে কিরূপে ভক্তির দর্শন পাইবে?" বৎস! রোগী যেরূপ বহুদিনে রোগমুক্ত হইয়া উঠিয়া অন্ন পথ্য করিবার কালে উত্তম ভাত, ডাল, মাংসাদি মুখে দিয়াও 'তিক্ত তিক্ত' বলিয়া ফেলিয়া দেয়, কারণ এই সকল খাদ্য তাহার মুখে তখন অত্যন্ত বিস্বাদই লাগিয়া থাকে; ভবব্যাধিগ্রস্ত বিষয়ভোগাসক্ত ব্যক্তিগণও ঠিক তদ্রূপ। অর্থাৎ রোগীর যেরূপ পথ্যে অরুচি জন্মে, বিষয়ভোগীরও সেইরূপ আত্মতত্ত্বে অরুচি থাকে। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির যেরূপ বিষয়ভোগে বৈরাগ্য থাকে, ভোগপিপাসুরও সেইরূপ আত্মতত্ত্বে বৈরাগ্য থাকে। তাই এই সকল ভোগপিপাসুগণ তত্ত্বকথা স্বইচ্ছায় শ্রবণ করা দূরে থাকুক, তাহাদিগকে তত্ত্বকথা শ্রবণ করাণই অত্যন্ত কষ্ট-সাধ্য হয়।

ভক্ত—প্রভু! তবে ঐ সকল অধম ব্যক্তিগণ কি আর তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া কিছুতেই পরম শান্তি পাইবে না?

মহাঃ—পাইবে না কেন? বাবা! অন্নপথ্যে অরুচিগ্রস্ত রোগীকে কি আর সেই পথ্য সেবন করাইবার ব্যবস্থা করা হয় না? অরুচিগ্রস্ত রোগীকে যেমন অন্নে রুচি জন্মাইবার জন্য, একটু ভাজা, একটু ডাল, একটু সুক্তো, একটু মাছের ঝোল বা একটু আমসত্ত্বের অম্বল প্রভৃতি নানা প্রকারের খাদ্য দ্বারা ভাত খাওয়াইয়া, প্রথম দিনে ৫ গ্রাস, তৎপর দিন ৮ গ্রাস, তৎপরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরও একটু নূতন ধরণের সুস্বাদু তরকারী প্রস্তুত করিয়া ১৫ গ্রাস খাও হয়; তখন সেই রোগীরও ক্রমে ভাত খাইতে কিছু রুচি জন্মিতে আ করে। এই ভাবে সেই অরুচিগ্রস্ত ব্যক্তি যখন প্রায় একমাস পরে তা পূর্ব্বের মত স্বাভাবিক খাদ্যাদি খাইতে সমর্থ হয়, তখন ক্রমেই তাহার সুস্থ ও শক্তিশালী হইয়া সে মনে বেশ আনন্দ পাইতে থাকে। এই ভবব্যা গ্রস্ত রোগীগণেরও সেইরূপ ব্যবস্থাই করিতে হইবে। এই রোগীদি একমাত্র পথ্য ও শক্তিবর্দ্ধক টনিক ঔষধই হইল 'তত্ত্বামৃত।' এই তত্ত্ব পান করিলেই তাহাদের ঐ সর্ব্বপ্রকার ভবব্যাধি বিদূরিত হইয়া, অমরত্ব চিরশান্তি লাভ হইবে; ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। অথচ তত্ত্বামৃতেই তাহাদের সম্পূর্ণ অরুচি। জ্বরমুক্ত রোগী যেমন প্রথম দি ভাত খাইতে বসিলে তিক্ত স্বাদই তাহার মুখে অত্যন্ত উপাদেয় বলিয়া হয়; তাই সন্দেশ, ছানাবড়া প্রভৃতি অতি উপাদেয় খাদ্যও তখন তা না দিয়া, তাহার রুচি জন্মাইবার জন্য সেই তিক্ত স্বাদের খাদ্যই ব্যবস্থা হইয়া থাকে; সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষগণও মায়া-মোহগ্রস্ত, বিষয়- অত্যন্ত আসক্ত ভবরোগীর জন্য তাহার মনের রুচিকর বিষয়-সংক্রান্ত প্রকারের সুমধুর আখ্যায়িকা প্রস্তুত করিয়া, তাহার মধ্যে সেই তত্ত্ব মিশ্রিত করিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন। এই ভবরোগী, মহাপুরুষদের সঙ্গ থাকিয়া, তাঁহাদের ত্যাগের মহিমা দেখিতে দেখিতে এবং ভোগ ও প্র বিষয়ে উপদেশ সকল একটু একটু করিয়া শ্রবণ করিতে করিতে, ক্রমে তা মনে ভোগ ও ত্যাগের পার্থক্য বিষয়ে সামান্য জ্ঞান জন্মে এবং ঐ মহাপুরুষের নিকট ত্যাগের কথা শুনিতেও মনের অনেকটা রুচি এইভাবে সেই ভবরোগীর মনে যতই তত্ত্বামৃত পান করিবার রুচি বৃদ্ধি মহাত্মাগণও ঠিক সেই পরিমাণেই বাজে আখ্যায়িকার অংশ কমাইয়া ঐ তত্ত্বামৃতের ভাগই বেশী পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ শ্রবণ করান। বৎস! এই তত্ত্বজ্ঞানামৃতের নেশার শক্তি অত্যন্ত প্রবল। সৎসঙ্গের গুণে একবার যে ভব-রোগীর মনে জ্ঞানামৃতের নেশা ধরিয়াছে, সমস্ত জীবনেও আর তাহার সেই নেশা কিছুতেই ছুটিবার নয়। তাই তখন সে সেই ভব-ব্যাধি মুক্ত হইয়া চিরশান্তি লাভ করে। বেদান্তও বলিয়াছেন—

জ্ঞানামৃতরসো যেন সকৃদাস্বাদিতো ভবেৎ।
স সর্ব্বকার্য্যমুৎসৃজ্য তত্রৈব পরিধাবতি॥
(জাবাল দর্শনোপনিষদ্)

অর্থাৎ—"যে ব্যক্তি জ্ঞানামৃতরস একবারও আস্বাদ করিয়াছে, সে সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তাহার প্রতিই ধাবিত হয়।"

ভক্ত—মধ্যম শ্রেণীর ব্যক্তিগণের স্বরূপ কি প্রকার?

মহাঃ—মধ্যম স্তরের ব্যক্তিগণের মনে এইরূপ একটা ধারণা আছে যে, পরমেশ্বর বা পরমাত্মা আছেন এবং তাঁহারই সৃষ্ট এই দৃশ্যমান জগৎ। সুতরাং ইহারা জগৎ ও ভগবান বা পরমাত্মা উভয়কেই মনের কল্পনা বলে দেখিয়া থাকে এবং ঐ উভয়ের তত্ত্ব সংক্রান্ত কথাও মাঝে মাঝে শ্রবণ করিয়া থাকে। কারণ তাহাতে উহাদের কিছু রুচিও আছে। সর্ব্ব শেষ তৃতীয় সোপানের জ্ঞানীগণ একমাত্র পরমাত্মা বা ব্রহ্মকেই দেখেন,—জগৎ দেখেন না। অর্থাৎ তুমি দর্পণের নিকট দাঁড়াইলে, সেই দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের যেমন পৃথক কোন অস্তিত্ব দেখিতে পাও না, তোমার অস্তিত্বেই প্রতিবিম্বের অস্তিত্ব উপলব্ধি কর; সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞগণও এই দৃশ্যমান জগতের পৃথক কোন অস্তিত্ব দেখিতে পান না, একমাত্র পরমাত্মারই অস্তিত্ব দেখিয়া থাকেন। এই জ্ঞানীদের কথাই শ্রীরামচন্দ্রকে উপদেশ কালে বশিষ্ঠ মুনি বলিয়াছেন—"**জ্ঞানীর চোখে জগৎ কোথায়? কেবল অজ্ঞানীরাই জগৎ দেখিতে পায়।**" (যোগবাশিষ্ঠ)। এ বিষয়ে মহর্ষি অষ্টাবক্রও রাজর্ষি জনককে বলিয়াছিলেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেন বিশ্বমিদং দৃষ্টং স নাস্তীতি করোতু বৈ।
নির্ব্বাসনঃ কিং কুরুতে পশ্যন্নপি ন পশ্যতি॥
যেন দৃষ্টং পরং ব্রহ্ম সোঽহং ব্রহ্মেতি চিন্তয়েৎ।
কিং চিন্তয়তি নিশ্চিন্তো দ্বিতীয়ং যো ন পশ্যতি॥

(অষ্টাবক্র সংহিত

অর্থাৎ—"যে বিশ্ব দেখিয়াছে সে বিশ্ব নাই, এই কথা মনে করু কিন্তু বাসনাহীন ব্যক্তি বিশ্ব দেখিয়াও দেখেন না। কামনাহীন ব্যক্তি উক্ত প্রকার দেখিয়াও অস্বীকার করাকে দোষ বলা যায় না, যেহেতু তি নেত্রপাত করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু তাহাতে নির্লিপ্ত। যিনি পর দেখিয়াছেন, তিনি অহং-ব্রহ্মের চিন্তা করুন, কিন্তু যিনি একমাত্র ব্র বা আত্মা ব্যতীত অন্য কিছুই উপলব্ধি করেন না, এ প্রকার নিশ্চিন্ত ব্য আর কি ভাবনা করিবেন?" বৎস! আত্মাই ব্রহ্ম, এই বোধ যাঁ হইয়াছে, তাঁহার কিছুরই আবশ্যক নাই; শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনকে বলিয়াছি

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে॥ (গীতা

অর্থাৎ—"যোগের ত্রিবিধ অধিকারী। কেহ কেহ ধ্যান-যোগে বুদ্ধিতে আত্মাকে দর্শন করেন, ইঁহারা উত্তম অধিকারী। অন্য কেহ প্রকৃতি পুরুষের বিবেক রূপ সাংখ্য-যোগ দ্বারা আত্মদর্শন করেন, ইঁহারা মধ্যম অধিকারী। অপর সাধারণে কর্ম্মযোগে আত্মদর্শন করেন, ইঁহা মন্দ অধিকারী।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মজ্ঞ গুরু ও সৎসঙ্গের প্রয়োজন।

ভক্ত—প্রভু! আপনার কথায় বুঝিলাম যে, আমার সেই আমির বা আত্মার দর্শন পাওয়া অতি দুষ্কর। কিন্তু শুনিতে পাই, বেদের ঋষিগণ অনেকে আত্মদর্শন করিয়া আত্মজ্ঞ হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা কোন পন্থাবলম্বনে কি উপায়ে সেই আত্মাকে দর্শন করিয়াছিলেন এবং আপনিই বা কোন্ কার্য্যশক্তির বলে আত্মাকে দর্শন করিতেছেন, কৃপা পূর্ব্বক এখন তাহাই আমার নিকট বর্ণন করুন।

মহাঃ—বৎস! সদ্গুরুর কৃপা ব্যতীত কিছুতেই আত্মদর্শন হইবার নয়। যিনি বেদবেদান্তাদি অধ্যয়ন করিয়া তাহার সার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং আত্মোপলব্ধি করিয়াছেন, এই প্রকার আত্মজ্ঞ গুরুর কৃপা ব্যতীত কিছুতেই কাহারও আত্মদর্শন হয় নাই ও হইতে পারে না। জন্মাবধি হরিভক্ত মহামতি প্রহ্লাদকেও 'সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম' এই ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভের জন্য, পর্ব্বত ঋষির নিকট গমন পূর্ব্বক জ্ঞান-যোগ শুনিতে হইয়াছিল। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকেও সৈন্ধব মুনির নিকট বেদান্ত পাঠ করিয়া আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিতে হইয়াছিল। শ্রীরামচন্দ্রকে মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের নিকট এবং শুকদেবকে রাজর্ষি জনকের নিকট আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিতে হইয়াছিল। এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সুতরাং যিনি যত বড় ব্রহ্মজ্ঞ বা আত্মজ্ঞই হউন না কেন, শ্রীগুরুর কৃপা ব্যতীত, কেহই এই তত্ত্ব লাভ করিতে পারেন নাই ও পারিবেন না। বেদান্তও বলিয়াছেন,—

দুর্লভো বিষয়ত্যাগো দুর্লভং তত্ত্বদর্শনম্।
দুর্লভা সহজাবস্থা সদ্গুরোঃ করুণাং বিনা॥ (বরাহোপনিষদ্)

অর্থাৎ—"সদ্গুরুর কৃপা ব্যতীত শব্দাদি বিষয় সমূহের পরিত্যাগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুর্ল্লভ, তত্ত্বজ্ঞান দুর্ল্লভ এবং সহজাবস্থা অর্থাৎ আত্মস্বরূপে অবস্থানও দুর্ল্লভ। অতএব যাঁহারা সম্যক্‌রূপ জ্ঞান কামনা করেন, তাঁহাদিগের বহুকাল গুরুসেবা করা কর্ত্তব্য। তাই সাংখ্য দর্শন স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

প্রণতিব্রহ্মচর্য্যোপসর্পণানি কৃত্বা সিদ্ধির্ব্বহুকালাৎ তদ্বৎ।

অর্থাৎ—(যেমন ইন্দ্র গুরুসেবা ও গুরুর উপদিষ্ট বাক্যের তাৎপর্য্য নির্ণায়ক বিচার দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন) "সেইরূপ গুরুপ্রণতি, ব্রহ্মচর্য্য, বেদাধ্যয়ন ও গুরুসেবাদি বহুকাল করিলে সিদ্ধি অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হইতে পারে। গুরুসেবাদি না করিলে অন্য কোন উপায়ে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইতে পারে না।" বৎস! সদ্‌গুরুর কৃপাবলে যাহার মধ্যে যতটুকু গুরুত্ব অর্থাৎ জ্ঞান জন্মিয়াছে, সে মাত্র ততটুকু পরিমাণেই সেই গুরুর গুরুত্ব অর্থাৎ মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। সুতরাং তুমি নিজে গুরু না হইলে, অর্থাৎ তোমার মধ্যে গুরুত্ব না জন্মিলে, তুমি তোমার গুরুদেবের গুরুত্ব, (অর্থাৎ জন্মদাতা পিতা হইতেও গুরু শ্রেষ্ঠ পিতা কেন হইলেন, তাহা) কিছুতেই উপলব্ধি করিতে পারিবে না। আত্মজ্ঞান জগতে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ গুরুর স্থান অধিকার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীগুরুর অসীম শক্তি বিষয়ে কি বলিয়াছেন, মন দিয়া শুন। জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য বলিতেন,—

তথাপি শক্যতে নৈব শ্রীগুরোঃ করুণাং বিনা।
অপরোক্ষয়িতুং লোকে মূঢ়ৈঃ পণ্ডিতমানিভিঃ॥
অন্তঃকরণসংশুদ্ধৌ স্বয়ং জ্ঞানং প্রকাশতে।
বেদবাক্যৈরতঃ কিং স্যাদ্ গুরুণেতি ন সাম্প্রতম্॥
আচার্য্যবান্ পুরুষো হি বেদেত্যেবং শ্রুতির্জ্জগৌ।
অনাদাবিহ সংসারে বোধকো গুরুরেব হি ॥ (তত্ত্বোপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ—"যদিও জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান বিষয়ে নানা প্রকার শাস্ত্র ও বেদ প্রমাণাদি বর্ত্তমান থাকুক, তথাপি শ্রীগুরুর কৃপা ব্যতীত পণ্ডিতাভিমানী মূঢ়েরা কদাচ অপরোক্ষ ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। যদি বল, 'অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলেই পরব্রহ্মের তত্ত্ব পরিজ্ঞান হইতে পারে, সুতরাং তাহা হইলে আর বেদবাক্য ও শ্রীগুরুর কৃপার আবশ্যক কি?' ইহা সজ্জনদিগের অভিমত নহে। কেবল পণ্ডিতাভিমানী, তত্ত্বজ্ঞান বিহীন ব্যক্তিরাই বলিয়া থাকে যে, 'একমাত্র বেদ বাক্যার্থ পর্য্যালোচনা করিলেই পরব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশ পাইয়া থাকেন।' যাঁহারা ব্রহ্মবিজ্ঞান-পারদর্শী তাঁহারা কদাচ ইহা স্বীকার করেন না। শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে যে, এই অনিত্য সংসারে একমাত্র গুরুই জ্ঞানদাতা; গুরু ব্যতীত আর কেহ জ্ঞান দান করিতে পারেন না। আচার্য্যবান্ পুরুষই ব্রহ্মবিজ্ঞান প্রদান করিতে সক্ষম, তিনিই ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভের কারণ; যেহেতু, গুরুই বেদ বাক্যার্থের বোধক। বেদ বাক্যার্থের অর্থ বোধ না হইলে, কোনই ফল হয় না এবং গুরু ব্যতীতও তাহার প্রকৃত অর্থ বোধ হইতে পারে না। সুতরাং এই অনিত্য সংসারে শ্রীগুরুই ব্রহ্ম-বিজ্ঞান লাভের কারণ।" তুলসীদাসজী বলিতেন,—

সব্‌হি ঘট্‌মে হরি বসে, যেঁও গিরি সুত্‌মে জ্যোতি।
জ্ঞান গুরু চক্‌মক্ বিনা, ক্যায়সে প্রকট হোতি॥

অর্থাৎ—"যেমন পাষাণ মাত্রেই বহ্নি বিদ্যমান আছে, তদ্রূপ নিখিল জীব শরীরেই পরমেশ্বর হরি বিদ্যমান আছেন। কিন্তু চক্‌মকী পাথর ব্যতীত অন্য সাধারণ পাথরে সহজে যেরূপ অগ্নি প্রকাশ পায় না, সেইরূপ জ্ঞানী গুরু ব্যতীতও সাধারণ মানব মধ্যে পরমেশ্বর প্রকাশ পান না। সুতরাং আত্মজ্ঞ গুরুর উপদেশ বিনা, কিছুতেই আত্মদর্শন হয় না।" আত্মজ্ঞ কবীরজী বলিতেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্যা হিন্দু ক্যা মুসলমান ক্যা ইসাই জৈন।
গুরুভক্তি পুরণ বিনা না পাওয়ে চৈন॥ (কবীর)

অর্থাৎ—"কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, কি জৈন সমস্ত ধর্ম্মাবল ব্যক্তিই গুরুভক্তি ভিন্ন কদাচ আত্মানন্দ লাভ করিয়া ত্রাণ পায় না।"

গুরুভক্তি দৃঢ় করকে পিছে আউর উপায়।
বিন গুরুভক্তি মোহ-জগ কভি কাটা ন যায়॥ (কবী

অর্থাৎ—"অগ্রে গুরুভক্তি সুদৃঢ় কর, তৎপর অপর উপায় অবল করিও। যদি গুরুভক্তি দৃঢ় না হয়, তবে সংসারের মায়া-মোহ-পাশ ছে করিবার আর উপায় নাই।"

মোটে জব লগ যায় নেহি ঝিনে ক্যায়সে জায়।
তাতে সবকো চাহিয়ে নিত গুরুভক্তি কমায়॥ (কবীর)

অর্থাৎ—"যাবৎ স্থূল বন্ধন ছেদিত না হয়, তাবৎ সূক্ষ্ম বন্ধন কে প্রকারেই ছেদন করা যায় না। সুতরাং সতত গুরুভক্তি অভ্যাস ক স্থূল বন্ধন ছেদন করিতে যত্ন করা সকলেরই কর্ত্তব্য।"

সমদৃষ্টি সদ্‌গুরু কিয়া মেটা ভরম বিকার।
জহাঁ দেখুঁ তাহাঁ একহি সাহেব কা দীদার॥ (কবীর

অর্থাৎ—"সদ্‌গুরুর কৃপায় আমার ভ্রম বিকারাদি সমস্ত অপসা হইয়া সমদৃষ্টি জন্মিয়াছে। আমি যে দিকে নেত্রপাত করি, সেই দি তাঁহার কৃপার পরিচয় পাই।"

ভেদী লিয়া সাথকর দিনহি বস্তু লখায়।
কোটী জনমক পন্থ থা পল্‌মে পহুঁচা যায়॥ (কবীর

অর্থাৎ—"সদ্‌গুরু উপদেশ দ্বারা তত্ত্ব পদার্থ দেখাইয়া দিয়াছে গুরুর প্রসাদে, এখন কোটী জন্মের পথ এক পলক মধ্যে পৌছিতে পারি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কবীর গুরুভক্তি বিন্ রাজা গাধ্বা হোয়্।
মাটী লাদে কুম্হার কি ঘাস না দেবে কোয়্॥ (কবীর)

অর্থাৎ—"কবীর বলিতেন, গুরুভক্তি শূন্য নৃপতি গাধা স্বরূপ। গাধা যেরূপ কুম্ভকারের মাটী বহিয়া লইয়া যায়, কিন্তু কেহ তাহাকে ঘাসও দেয় না,—নিজেকেই মাঠে চড়িয়া খাইতে হয়, গুরুভক্তিহীন রাজাও সেইরূপই জানিবে।" আত্মজ্ঞ দাদু সাহেব গুরুর নিকট করজোড়ে প্রার্থনা করিতেন,—

তীরথ বরথ ম্যাঁয় ন করূঁ দেব ন পূজা।
মনসা বাচা কর্ম্মণা মেরে আউর ন দুজা॥ (দাদু সাহেব)

অর্থাৎ—"হে গুরু! দেবার্চ্চনা, অথবা তীর্থ ব্রতাদি অন্য কোন ধর্ম্ম কার্য্যে যেন আমার মতি না জন্মে। আমি যেন কায়মনোবাক্যে কেবল তোমারই সেবা ও অর্চ্চনা করিতে পারি।"

পতি কী ওর নিহারিয়ে আওরণসে ক্যা কাম।
সভি দেবতা ছোড় কর জপিয়ে গুরুকা নাম। (দাদু সাহেব)

অর্থাৎ—কেবল মাত্র পতির উপর অর্থাৎ গুরুর দিকে চাহিয়া থাক, অপর কাহারও আবশ্যক নাই। অপর সমস্ত দেবতা ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র গুরুদেবের নাম জপ ও সেবা কর।

ঘট সমুদ্র লখ না পড়ে, উঠেঁ লহর অপার।
দিল-দরিয়া সমরথ বিনা কৌন উতারে পার॥ (দাদু সাহেব)

অর্থাৎ—"শরীর অসীম সাগর তুল্য, অর্থাৎ অসংখ্য বার শরীর ধারণ করিতে হইতেছে, তাহার কুল কিনারা দৃষ্ট হয় না; তাহাতে আবার অপার তরঙ্গ অর্থাৎ মনে নানা প্রকার বাসনা কামনাদি ভাব সমুথিত হয়। এই মনরূপ সাগর সদ্গুরুরূপ সর্ব্বশক্তিশালী কর্ণধার ব্যতীত আর কে পার করিতে সমর্থ হইবে?" বৎস! ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর কৃপা লাভ করাও সকলের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, সদ্‌গুরু অতি দুর্ল্লভ। তাই বেদান্ত বলিয়াছেন,—

দুর্ল্লভং ত্রয়মেবৈতদ্দেবানুগ্রহহেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ ॥

অর্থাৎ—"জগতে মনুষ্যত্ব (জ্ঞান লাভ), মুমুক্ষুত্ব (জ্ঞান লাভে পিপাসা) ও মহাপুরুষের আশ্রয় লাভ, এই তিনটী দুষ্প্রাপ্য। পূর্ব্ব পূ জন্মের বহু সুকৃতি ব্যতীত উহা লাভ করা সুদুরূহ।"

বস্তুতঃ শাস্ত্রপ্রমাণ ও গুরূপদেশ ব্যতীত বিশ্বাস দৃঢ় হয় না। ব্যা পুত্র শুকদেবও শান্তিসুখ লাভ করিতে সমর্থ হন নাই,—যে পর্য্যন্ত গুরূপদেশ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। অতএব, যাবৎ না তোমার পরম জ্ঞান লাভে সমর্থ হয়, তাবৎ তুমি গুরু-শুশ্রূষা, সাধু-সঙ্গ ও সৎ শা এই তিনটীর অভ্যাসে তৎপর থাকিবে। এই অভ্যাসের তৎপর ফলেই মানব আত্মদর্শন লাভ করিয়া থাকে।

গুরু বিচার।

ভক্ত—প্রভু! আপনার উপদেশ শুনিয়া আমার বহুদিন পূ একটী প্রশ্ন মনে উদয় হইল। আমাদের হিন্দু সমাজে 'গুরুতা ব্য নামে একটী ব্যবসা চলিতেছে। অর্থাৎ একমাত্র শিষ্যগণের বিত্তা করিয়াই গুরুমহাশয়গণ নিজ নিজ পরিবার প্রতিপালন করিয়া থাকে আর কি প্রকারে, কোন্ কৌশলে, শিষ্যগণের নিকট হইতে কিছু আ করিতে পারিবেন সেই জন্যই সেই সকল গুরুগণ তন্ময় থাকে বিশেষতঃ এই ব্যবসাটী গুরু ও শিষ্যের মধ্যে সুদীর্ঘকাল যাবৎ ব পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে। এই গুরুতা ব্যবসাটী শাস্ত্রানুমোদিত যুক্তিযুক্ত কি না, এতৎ সম্বন্ধে আমি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাঃ—বৎস! গুরু-শিষ্য সম্বন্ধটী শাস্ত্রানুমোদিত বটে, কিন্তু বংশ-পরম্পরায় গুরু ও বংশপরম্পরায় শিষ্য হওয়ার প্রথা বহু দিন যাবৎ আমাদের হিন্দু সমাজে চলিয়া আসিতে থাকিলেও, উহা শাস্ত্র বিগর্হিত। বেদ-বেদান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া, কোন শাস্ত্রেই ঐরূপ বংশপরম্পরায় গুরু-শিষ্য হওয়ার কোন বিধান দৃষ্ট হয় না। এই অশাস্ত্রীয় ও অযৌক্তিক কুপ্রথাটী, আমাদের হিন্দু সমাজে এইরূপ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, যদি কেহ পৈতৃক গুরুকুলে উপযুক্ত দীক্ষাদাতা গুরু না পাইয়া, অন্য কোন তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষকে গুরুপদে বরণ করে, তবে সমাজের অন্যান্য অজ্ঞগণ তাহাকে ধিক্কার দিয়া বলিবে, 'গুরুত্যাগ মহাপাপ।' অর্থাৎ পৈতৃক গুরুবংশে যে কোনও মূর্খ বা চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত অথবা পশুতুল্য লোকই থাকুক না কেন, তাহাকেই গুরু বরণ করিতে হইবে;—এই হইল অজ্ঞানীদের ধারণা। কি ভাবে গুরু বিচার ও শিষ্য বিচার করিয়া, পরে গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্র বহু স্থলেই বিশেষরূপে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। তথাপি তোমরা একবারও চিন্তা করিয়া বা শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর না যে, গুরু ও শিষ্য এই সম্বন্ধটী স্থাপন করা হয় কেন? তাই তোমাদের সমাজে ঐ কুসংস্কারটী এত দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে তোমাদের অজ্ঞানান্ধ গৃহী ব্যবসায়ী গুরুগণও 'গুরুত্যাগ মহাপাপ' বোধক ২।৪টী শ্লোক তোতা পাখীর মত আওড়াইয়া, মূর্খ শিষ্যগণকে নানা প্রকারে প্রবোধ দিয়া নিজেদের গুরুতা ব্যবসাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আসিতেছে।

ভক্ত—প্রভু! কি রকম ব্যক্তি গুরু হইতে পারেন এবং কেনই বা আমরা গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ স্থাপন করি, তাহা আপনার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

মহাঃ—একমাত্র ত্যাগী ও বিরাগী ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষই গুরুপদ বাচ্য হইতে পারেন, অন্য কেহ নয়। সুতরাং সেই বিরাগী পুরুষের মনে ছলে, বলে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলে ও কৌশলে শিষ্যের বিত্তাপহরণরূপ ব্যবসায়ে কখনও স্পৃহা জন্মে না। কাজেই গুরুতা কখনও একটী ব্যবসা হইতে পারে না। ব্যবহারিক জগ যেরূপ স্কুল-কলেজের গুরুগণ (শিক্ষকগণ) বিদ্যাধ্যয়ন দ্বারা ছাত্রদিগে জ্ঞানোন্মেষ করাইয়া দেন, পারমার্থিক জগতেও সেইরূপ দীক্ষাদাতা গুরু শিষ্যদিগের বিবেক ও বিচারশক্তি জন্মাইয়া, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মত্ব বা রিক্ত লাভ করাইয়া দিয়া থাকেন। কাজেই একমাত্র ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া প শান্তি লাভ করিবার জন্যই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে এই গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ স্থা করার প্রয়োজন হয়। কিন্তু বর্ত্তমানকালের লোক তাহার সম্পূর্ণ বিপরী অবস্থা ধারণ করিয়াছে। বঙ্গবাসীগণ কোন ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষকে দেখি বলেন 'ইনি ব্রহ্মজ্ঞানী, সন্ধ্যা-পূজা, দেব-দেবীর আরাধনা কিছুই কর না, সুতরাং আমাদের বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী লোক' ইত্যাদি। এমন কি অ স্বচক্ষে দেখিয়াছি, অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালীও সেই ব্রহ্মজ্ঞানীকে নাস্তি মনে করিয়া, তাঁহার কোন উপদেশ শুনিবার জন্যও তাঁহার নিকটে যান না। এখন ভাবিয়া দেখ যে, বাংলা দেশে বেদ-বেদান্তের চর্চ্চা মোটেই না থাকা আজ বঙ্গবাসী কিরূপ অজ্ঞানান্ধ হইয়া পড়িয়াছে। একমাত্র এই বে বিজ্ঞানের অভাবেই বঙ্গবাসী প্রাণ-হীন মৃত-প্রায় অবস্থায় পরিণত হইয়াছে।

ভক্ত—গুরুর পুত্র অনুপযুক্ত হইলেও সে-ই গুরু হইবে এবং শি পুত্র অনধিকারী হইলেও সে-ই শিষ্য হইবে, এইরূপ অসঙ্গত বিধান না থাকিলে লোকে এইরূপ বংশপরম্পরায় গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ করে কেন?

মহাঃ—বৎস! ইহা সহজেই তোমরা বুঝিতে পার, অনুপযুক্ত হ যেমন মাষ্টারের পুত্র মাষ্টার, উকিলের পুত্র উকিল বা জজের পুত্র জজ হ পারে না; ঠিক সেইরূপ গুরুর পুত্রও বেদ বেদান্ত এবং ব্রহ্মবিদ্যা বি হইলে সে কখনও কিছুতেই গুরু পদের অধিকারী হইতে পারে না। অ স্থলে দেখা যায় যে, বহু যুগ পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি সিদ্ধ মহাপুরুষ ছি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই জন্য বহুকাল পরে এখনও তাঁহারই বংশধর সুচতুর ব্যবসায়ী গুরুগণ, নিজেরা অজ্ঞানান্ধ হইয়াও অজ্ঞান গৃহীগণের নিকট 'আমি অমুক সিদ্ধপুরুষের বংশধর' বলিয়া পরিচয় দিয়া, শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করতঃ নিজ গুরুতা ব্যবসায়ের পসার বৃদ্ধি করিতেছে; তাই তাহারা কেবল কর্ণে ফুঁ দিয়াই দীক্ষামন্ত্র দানে শিষ্য পরিত্রাণ করিতেছে। নারায়ণ বরাহ ও মীনাদি বহু রূপ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়াই কি এখনও সেই মীন ও বরাহাদির বংশধর(মৎস্য ও শূকর)গণকে কেহ পূজা করে? সুতরাং সিদ্ধ পুরুষের বংশে পশুতুল্য লোক জন্মিলেও যে তাহার নিকট হইতেই দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে, এইরূপ বিধি তোমরা কোথায় পাইলে? লোকে জমিদারী, তালুকদারী প্রভৃতি ভূসম্পত্তি যেরূপ পুত্র পৌত্রাদি উত্তরাধিকারী রূপে বংশপরম্পরায় ভোগ দখল করিয়া থাকে, শিষ্যবিত্তাপহারী লোভী গুরুগণও ঠিক সেইরূপই আইন করিয়া লইয়া, বংশপরম্পরায় শিষ্যরূপ বিত্তভোগ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আসিতেছে। এস্থলে কেবল মাত্র গুরুরই যে দোষ, তাহা নহে; শিষ্যই প্রধান দোষী। কারণ তোমরা শিষ্যগণ শাস্ত্রবাক্য অবমাননা করিয়া, পুরুষানুক্রমে কেবল গুরুর পুত্রকেই গুরুবরণ করিয়া আসিতেছ; কিন্তু যদি শাস্ত্রানুযায়ী বিচার করিয়া উপযুক্ত গুরুকেই তোমরা বরণ কর, তবে সেই লোভী, অজ্ঞ, গুরুগণও (গোঁসাই ঠাকুরগণও) তখন বুঝিবে যে, বাস্তব গুরুগিরি শিক্ষা করিয়া অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াই পরে গুরুগিরি করিতে হয়।

ভক্ত—ভগবান! গুরুবিচার কাহাকে বলে এবং কি ভাবেই বা গুরু নির্ব্বাচন করা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করুন।

মহাঃ—বৎস! যিনি শিষ্যকে স্বর্গসুখের প্রলোভন না দেখাইয়া, পূর্ণ মুক্তি বা নির্ব্বাণ মুক্তির জন্য আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিয়া শিষ্যের মনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অজ্ঞানান্ধকার নাশ করিতে সমর্থ এবং যাঁহার নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে জীবা পরমাত্মায় অভেদ বুদ্ধি জন্মিয়াছে; অর্থাৎ যিনি মনের গ বাহিরে গিয়া পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষোপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই সদ্গুরু। যিনি দৃষ্টির দ্বারা ও বাক্য রচনার দ্বারা শিষ্যদেহে শি সমাযোগ করিতে পারেন, তিনিই গুরুপদবাচ্য। অথচ আজকালের তিন বেলা সন্ধ্যা বন্দনাদি ও স্তব স্তুতি পাঠ করিলেই তিনি উচ্চস্তরের গুরুদেব বলিয়া তোমাদের সমাজে গণ্য হন। শাস্ত্র বলেন:

কর্ম্মী গুরুর্ন কর্ত্তব্যঃ কর্ত্তব্যং মহতাশ্রয়ম্।
পাষাণে ক্রিয়তে নৌকাঃ ন তরন্তি ন তারয়েৎ॥ (তন্ত্রস

অর্থাৎ—"যে ব্যক্তি সন্ধ্যা-বন্দনাদি বাহ্যিক কর্ম্মকাণ্ড নিয়া ব্য থাকে, তাহাকে কিছুতেই গুরুপদে বরণ করা সঙ্গত নয়। কারণ সে মাত্র কর্ম্মকাণ্ডের পথে চলিতেছে, শেষ সীমায় পৌঁছে নাই। তাই বাহ্যিক কর্ম্মাদি ত্যাগ করিয়া, জ্ঞানমার্গে পৌঁছিয়া আত্মজ্ঞান করিয়াছেন, সেইরূপ মহৎ ব্যক্তিরই আশ্রয় গ্রহণ করিবে। প্রস্তরে নৌকা যেমন জলে ভাসিতে অক্ষম হইয়া, অন্য কোন লোককে ন করা দূরে থাকুক নিজেই নিজের ভারে ডুবিয়া যায়, কর্ম্মীগুরুও শিষ্যকে পথ দেখাইয়া মায়াময় সংসারসাগর পার করিয়া মুক্ত করা থাকুক, সে নিজেই নিজের পথ চিনিতে না পারিয়া অজ্ঞানান্ধকারে কর্ম্মসাগরে ডুবিয়া আছে।"

ভক্ত—দয়াময়! কিরূপ দোষ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে গুরু করা পারে না, তৎ সম্বন্ধেও উপদেশ দানে আমার মনের অজ্ঞানান্ধকার দূর

মহাঃ—এতৎ সম্বন্ধেও শাস্ত্রেই বর্ণিত আছে,—

পঙ্গুং শঠঞ্চ ধূর্ত্তঞ্চ তস্করঞ্চ বিশেষতঃ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থী গুরুত্বে ন চ নার্চ্চয়েৎ। (নারদীয়পু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ—"ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ কামী ব্যক্তি জ্ঞানহীন মূর্খ, শঠ, ধূর্ত্ত এবং বিশেষ করিয়া চৌর্য্যবৃত্তি-অবলম্বী(চোর)কে গুরু বলিয়া কখনও পূজা করিবে না।"

শ্বিত্রী চৈব গলৎকুষ্ঠী নেত্ররোগী চ বামনঃ।
কুনখী শ্যাবদন্তশ্চ স্ত্রীজিতোঽপ্যধিকাঙ্গক ঃ॥
হীনাঙ্গঃ কপটী রোগী বহ্বাশী বহুজল্পকঃ।
এতৈর্দোষবিহীনো য সদ্‌গুরুঃ শিষ্যসম্পদঃ॥ (নারদীয়পুরাণ)

অর্থাৎ "শ্বেতকুষ্ঠী, গলৎকুষ্ঠী, চক্ষুরোগী, খর্ব্বাকৃতি (বামন), কুনখ রোগগ্রস্ত, কুকুরের ন্যায় দন্ত (ফাঁক্ ফাঁক্ ও সরু দন্তাগ্র) বিশিষ্ট, স্ত্রীর অধীন, একবিংশতি অঙ্গুলী প্রভৃতি অধিক অঙ্গ বিশিষ্ট, অঙ্গহীন, কপটী, রোগী (হাঁপানী, যক্ষ্মা প্রভৃতি স্থায়ী রোগগ্রস্ত) বহুভোজী, বহু বাক্যালাপী (বাচাল), এই সকল দোষবিহীন সদ্‌গুরুই শিষ্যের সম্পদ্ অর্থাৎ ঐ সকল দোষবিহীন গুরুই গ্রহণ করিতে হইবে।" রুদ্রযামলে লিখিত আছে,— ব্রহ্মানন্দ রহিত, রূপবর্জ্জিত (যাহার চেহারা সুশ্রী নয়, দেখিলে ভক্তি শ্রদ্ধা আসে না, শান্ত মূর্ত্তি নয়), নিন্দিত, রোগী (হাঁপানী, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগগ্রস্ত), ক্রুর ও মহাপাতকী গুরুকে বর্জ্জন করিবে। শ্বিত্রী (শ্বেতী), লোকহিংসক, সর্ব্বদা অর্থগ্রাহী, স্বর্ণ বিক্রয়ী, চোর, নির্ব্বুদ্ধি, অত্যন্ত খর্ব্ব, শ্যাবদন্ত (কুকুরের-ন্যায় দন্ত), শান্তিবর্জ্জিত, কলঙ্কবিশিষ্ট, নেত্ররোগী, পরদারগামী, অশুদ্ধভাষী, স্ত্রৈণ, অধিকাঙ্গী (একুশ অঙ্গুলী বিশিষ্ট), কপটাত্মা, বিনষ্ট (ধর্ম্মভ্রষ্ট), বহু জল্পক (যে সুখাশায় মনে মনে বহু জল্পনা কল্পনা করে), বহ্বাশী (যে বেশী আহার করে), কৃপণ, মিথ্যাবাদী, অশান্ত, ভক্তিহীন, বহুদোষযুক্ত ব্যক্তিকে কখনও কিছুতেই পূজা করিবে না, অর্থাৎ গুরু বরণ করিবে না।" হে সুমতে! বহু শাস্ত্রই এইরূপে গুরু বিচার করিয়া, পরে গুরু গ্রহণ করার জন্য পুনঃ পুনঃ আদেশ করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিষ্যের বিত্তাপহারক গুরু এই ভূমণ্ডলে অনেকই আছেন, কিন্তু শি হৃদয়ের তাপ অপহারক গুরুই অতীব দুর্লভ। জ্ঞানময় অঞ্জনশ দ্বারা অজ্ঞান তিমিরান্ধ জীবের চক্ষু যৎকর্ত্তৃক উন্মীলিত হইয়াছে, শ্রীগুরুকে প্রণাম। ইহাই মনে করিয়া, অর্থাৎ এই পর্য্যন্ত গুরুর অবগত হইয়া, সাধকেন্দ্র ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষকেই গুরুত্বে বরণ করি অতঃপর কেবল শিষ্যের ভক্তি প্রভাবেই নিশ্চয় সিদ্ধি হইবে।

ভক্ত—মহাত্মন্! তবে কিরূপ লক্ষণ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে গু যাইতে পারে?

মহাঃ—তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর! তন্ত্র বলেন,—

শান্তো দান্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান্।
শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচির্দক্ষঃ সুবুদ্ধিমান্॥
আশ্রমধ্যাননিষ্ঠশ্চ তন্ত্রমন্ত্রবিশারদঃ।
নিগ্রহানুগ্রহশক্তো গুরুরিত্যভিধীয়তে॥ (তন্ত্রসার)

অর্থাৎ—"স্থিরমনা, জিতেন্দ্রিয়, সদ্বংশীয়, বিনয়ী, পবিত্র বে শুদ্ধাচারী, খ্যাতনামা, তীক্ষ্ণ ও উত্তম বুদ্ধিমান, আশ্রমাচারসম্পন্ন বিষয়ক ধ্যান তৎপর, শাস্ত্রাদি ও মন্ত্রাদি অভিজ্ঞ, নিগ্রহ ও অনুগ্র জ্ঞানী ব্যক্তিই গুরু বলিয়া অভিহিত হন।" বেদান্ত বলেন—

অয়মধিকারী শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুমুপসৃত্য তমনুসরতি (বেদা

অর্থাৎ—"এইরূপ অধিকারী শিষ্য, বেদ বেদান্তাদি শা ব্রহ্মজ্ঞানী গুরুর নিকট যাইয়া তাঁহার অনুগত হইবে।"

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রি ব্রহ্মনিষ্ঠং। তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শমান্বিতায় যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্॥ (মুণ্ডকোপনিষদ্)

অর্থাৎ—"গুরুর উপযুক্ত উপঢৌকন হস্তে লইয়া, শিষ্য নিজের জ্ঞান বা আত্মজ্ঞান লাভের জন্য, বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্রজ্ঞ ও ব্রহ্মজ্ঞানী গুরুর নিকট উপস্থিত হইবে। সেই বিদ্বান গুরু, সমীপে উপস্থিত প্রশান্তচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় শিষ্যকে বিধিবৎ ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দিবেন, যাহা দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে সত্যরূপে জানা যায়।" গীতামুখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

অর্থাৎ—আত্মজ্ঞান সম্পন্ন আচার্য্যদিগের নিকট যাইয়া, প্রণাম করিয়া তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা করিবে এবং সংসার সম্বন্ধে বিবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদ দ্বারা সেই আত্মজ্ঞান জানিয়া লইবে। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমার সেবায় প্রীত হইয়া তোমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞান বিষয়ক উপদেশ দিবেন।" বেদান্ত বলিয়াছেন,—

উপসীদেৎ গুরুং প্রাজ্ঞং যস্মাদ্বন্ধবিমোক্ষণম্।
শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতো যো ব্রহ্মবিত্তমঃ॥

অর্থাৎ—"যিনি জ্ঞানবান্, বেদবেত্তা, নিষ্কলুষ, কামবর্জ্জিত, ব্রহ্মবিদ্গণের বরেণ্য ও সংসার বন্ধন হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ, শিষ্য তাদৃশ গুরু সকাশে উপনীত হইয়া তদারাধনা করতঃ তাঁহাকে প্রসন্ন করিবে।"

ব্রহ্মণ্যুপরতঃ শান্তো নিরিন্ধন ইবানলঃ।
অহেতুকদয়াসিন্ধুর্বন্ধুরানমতাং সতাম্॥
তমারাধ্য গুরুং ভক্ত্যা প্রাহ্বপ্রশ্রয়সেবনৈঃ।
প্রসন্নং তমনুপ্রাপ্য পৃচ্ছেৎ জ্ঞাতব্যমাত্মনঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ-- "পরে সেই পরব্রহ্মগতৈকপ্রাণ, শান্তিগুণশীল, কাষ্ঠহীন নি অগ্নি-সন্নিভ, অহেতুক কৃপানিধি, ভক্ত ও সাধুর মিত্র স্বরূপ গুরুদে ভক্তি সহকারে উপাসনা করিয়া নম্রতা, বিনয় ও শমাদি দ্বারা প্রসন্ন করি এবং তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া আপনার মনোগত বক্তব্য ও জ্ঞাতব্য আত্ম বিষয়ক প্রশ্ন করিবে।" এতৎ সম্বন্ধে ভক্তবীর তুলসীদাসও বলিয়াছেন:

সদ্‌গুরু পায়ে ভেদ বাতায়ে, জ্ঞান করে উপদেশ।
তব্ কোয়লাকো ময়লা ছুটে, জব আগ্ করে পরবেশ॥

অর্থাৎ—"অগ্নিতে পতিত হইলে যেমন কয়লার (অঙ্গারে যাবতীয় মলিনত্ব (কুৎসীৎ কাল রং) বিদূরিত হইয়া গিয়া, উহা তেজে (অগ্নি) রূপে পরিণত হয়, সেইরূপ সদ্‌গুরু এই ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় কা কার্য্যের ভেদ (গুণাগুণ) বলিয়া দিয়া, শিষ্যকে সুপাত্রে পরিণত ক জ্ঞান বিষয়ে সুষ্ঠ উপদেশ প্রদান করিলে, শিষ্যের হৃদয়স্থিত (কাম, ক্রো লোভ, মোহাদি) যাবতীয় ময়লা অপসারিত হইয়া গিয়া জ্ঞানাগ্নি প্র পায়।" গুরু নমস্কারের মন্ত্রই বলিতেছে,—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ (গুরুগী

অর্থাৎ—"অজ্ঞানরূপ তিমিরান্ধ ব্যক্তির জ্ঞানরূপ শলা দ্বারা চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেন (তিনিই গুরু) সেই গুরুকে নমস্কার করি।"

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ (গুরুগী

অর্থাৎ—"অখণ্ড মণ্ডলাকারে যিনি চরাচর সমস্ত বিশ্বকে ব্যা আছেন, সেই ব্রহ্মের অবস্থা (ব্রহ্মত্ব) প্রাপ্তির পথ যিনি প্রদর্শন ক দেন (তিনিই গুরু) সেই গুরুকে নমস্কার করি।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নমোঽস্তু গুরবে তস্মৈ ইষ্টদেবস্বরূপিণে।
যস্য বাক্যামৃতং হন্তি বিষং সংসার-সংজ্ঞকম্॥ (গুরুগীতা)

অর্থাৎ—"গুরুদেব ইষ্টদেবতা স্বরূপ; যাঁহার বাক্যরূপ অমৃতের শক্তিতে, সংসার-বিষ বিনষ্ট করে, তাঁহাকে প্রণাম করি।" অতএব হে সুমতে! এই সকল যুক্তি প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতেছ, ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তিই একমাত্র গুরু হইতে পারেন; মন্ত্রবিদ্ কখনও শিষ্যের কর্ণে ফুঁ দিয়াই গুরু হইতে পারে না। সুতরাং যে ব্যক্তি এখনও পরা বিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে নাই, তাহার দ্বারা কিরূপে তোমাদের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হওয়ার আশায়, গুরু শিষ্য সম্বন্ধ স্থাপন কর? সুতরাং যে ব্যক্তি সর্ব্বদা নিজ স্ত্রী পুত্রাদি ভোগ্য বিষয়ের চিন্তায়ই তন্ময় থাকে, সে কখনও গুরু বলিয়া পূজিত হইতে পারে না; কারণ এক ভোগী কি করিয়া অন্য ভোগীর গুরু হইবে? শিষ্য অপেক্ষা গুরুর অনেক গুরুত্ব থাকা দরকার, নতুবা কোন্ গুণে সে পূজিত হইবে? তাই শাস্ত্রও ভূয়ো ভূয়ো বলিয়াছেন, 'শিষ্য হবেন ভোগী, আর, গুরু হবেন ত্যাগী।' ভোগী শিষ্য বিষয়-ভোগে শান্তি না পাইয়া অবিচ্ছিন্ন শান্তির অন্বেষণে যাইবেন ত্যাগী গুরুর নিকট এবং তখন সেই গুরু শিষ্যের প্রতি কৃপা করিয়া নানা শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা উপদেশ করিবেন 'ত্যাগাৎ শান্তি, ভোগাৎ শান্তি কখনও নয়।' এইরূপে শাস্ত্রে বহু স্থানেই বহু রকমের আদেশ ও উপদেশ আছে, সেই সকল উদ্ধৃত করিয়া সময় নষ্ট করা নিষ্প্রয়োজন বোধ করি।

ভক্ত—প্রভু! আপনার বাক্য ও শাস্ত্রোপদেশ দ্বারা মনে মনে বিচার করিয়া দেখিলাম যে, বর্ত্তমান যুগে আমাদের গুরু পুরোহিতের বংশে পূর্ব্বোক্ত রূপ সদ্‌গুণ-সম্পন্ন গুরু পুরোহিত পাওয়া অতীব দুষ্কর; ইহার কারণ কি?

মহাঃ—বৎস! ইংরেজদিগের পাদরী সাহেব (গুরু) কে বড় বিদ্বান্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS.

হইতে হয়, নতুবা সে 'পাদরী সাহেব' হইতে পারে না। আমাদে
হিন্দুদিগেরও পুরাকালে সেইরূপ নিয়মই ছিল। সেকালে কোন মূর্খ
অজ্ঞ ব্যক্তি গুরু হইতে পারিত না। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে গুরু পুরোহিত
ঐ সকল শাস্ত্রাদেশের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধভাবে চলাতেই, দিন দিন দেশ অধঃপা
হইতেছে। আজকাল গুরু পুরোহিত ঠাকুরদের বংশে ছেলেদের ম
যে কয়টী খুব তেজোবীর্য্যশালী, মেধাবী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান, অ
অর্থোপার্জ্জনের আশায় তাহাদিগকে বি, এ, এম. এ, কি বিলাতে পাঠা
আই, সি, এস্, পাস করাইয়া মুন্‌সেফ্ বা ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে যো
হয়। বাকী যে কয়টী ছেলে সম্পূর্ণ মূর্খ এবং জ্ঞান, বুদ্ধি ও মেধা
হীন, অকর্ম্মণ্য, অব্যবহার্য্যরূপে থাকে, গুরু পুরোহিত মহাশ
তাহাদিগকেই শিষ্য ও যজমান মহাল চরাইবার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকে
কারণ গুরুবংশের যে কেহ জঘন্য, হীন প্রবৃত্তির, চণ্ডালত্বপ্রাপ্ত ও
বিষয়াসক্ত অজ্ঞান, মূর্খ হইলেও, শিষ্যের কর্ণে ফুঁ দিতে পারিলেই বাৰ্ষি
টাকা ও শিষ্যরূপ বিত্ত বহাল থাকিবে। আর তদপেক্ষা নিরে
ব্যক্তিও পুরোহিতের সাজে যজমানবাড়ী যাইয়া ফুল বিল্বপত্র দেওয়া
কোথা হইতে দেবতাগণ আসিয়া আবির্ভূত হন। কাজেই সেই পু
হিতেরও দক্ষিণা এবং চাউল-কলার নৈবেদ্যাদি মিলিবেই। এই শি
যজমান মহাল দুইটী তহশীল করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে যে কোনই
বুদ্ধির দরকার হয় না, তাহা সেই গুরু ও পুরোহিত মহাশয়দের বেশ
আছে। বিশেষতঃ এই পৃথিবীতে যে কোনও ব্যবসা করিতে কিছু না
মূলধনের এবং বুদ্ধি-বিবেচনার দরকার হয়,—তাহার লাভালাভও অ
থাকে; কিন্তু এই গুরুতা ও পৌরোহিত্য ব্যবসায় মূলধনের ত
প্রয়োজনই হয় না, বরং ইহার ন্যায় সহজ ও রিক্তহস্তে ব্যবসা পৃথি
আর দ্বিতীয় কিছুই নাই। ইহাতে লোকসান ত নাইই, যাহা কিছু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৎসমস্তই লাভ। তোমরা সর্ব্বদাই ইহা স্মরণ রাখিবে যে, যেদিন হইতে উক্ত দুই পন্থা দ্বারা আমাদের হিন্দুদের ধর্ম্ম-জগতে আর্থিক ব্যবসা চলিয়াছে, সেইদিন হইতেই আমরা ব্যবহারিক ও পারমার্থিক জগতের সত্য-পথ-ভ্রষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া, আজ সম্পূর্ণ মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণে শারীরিক ও মানসিক তেজোবীর্য্যহীন হইয়া, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট তুল্য হইয়া পড়িয়াছি। অতএব ঐ রূপ অকর্ম্মণ্য, মূর্খ গুরু পুরোহিতদের নিকট তোমরা তোমাদের আত্মোন্নতির কি আশা করিতে পার?

ভক্ত—প্রভু! আপনার কথায় এখন বেশ বুঝিতেছি যে, কেবল বাহ্যিক ফোঁটা, তিলক, মালা ইত্যাদি ধর্ম্মের ধ্বজা দেখিয়াই যাহাকে তাহাকে গুরুবরণ করা সঙ্গত নয়; বিশেষ পরীক্ষা করিয়া ও তাঁহার সঙ্গ করিয়া, পরে তাঁহাকে গুরু বরণ করিতে হইবে।

মহাঃ—বৎস! তোমরা নিজের মনে মনে একবার বিচার করিয়া দেখ, সাধারণ একটা মাটির হাঁড়ি ক্রয় করিবার সময়ও তোমরা উহাকে উত্তমরূপে দেখিয়া, বাজাইয়া, উহার দোষগুণ বিচার করিয়া লও, যেন উহা ফুটা বা ফাটা না হয় এবং উহাদ্বারা রীতিমত কাজ চলিতে পারে। আর, সকলের চেয়ে প্রধান যে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ, সেই গুরু গ্রহণ কালে, তাঁহার দ্বারা তোমার আত্মোন্নতি হইবে কি না, তৎসম্বন্ধে গুরুর গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া দেখার কোনই প্রয়োজন বোধ কর না। এই সাধারণ মেঘনা, পদ্মা বা গঙ্গা নদী পাড়ি দিয়া পরপারে যাওয়ার সময়ও, তোমরা নৌকার মাঝিকে পুনঃ পুনঃ উত্তমরূপে জিজ্ঞাসা দ্বারা পরীক্ষা করিয়া থাক, সে আর কখনও এই নদী পাড়ি দিয়া পরপারে গিয়াছে কি না এবং এখন তোমাকে লইয়া যাইতে পারিবে কি না? নদীতে ঢেউ বেশী দেখা যায়, অতএব কি প্রকারে পারে যাইবে? এইরূপ অনেক কিছু প্রশ্ন দ্বারা সে উপযুক্ত কর্ণধার কি না, তাহা জানিয়া লও। আর, এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসারনদী পাড়ি দেওয়ার জন্য যখন তোমরা গুরুরূপী কর্ণধার নিযুক্ত ক
তখন সেই ভবকর্ণধারকে কোন কিছুই জিজ্ঞাসা কর না। এমন কি,
ব্যক্তি সমস্ত জীবনে কোন দিন নৌকায় চড়া দূরে থাকুক্, কখনও নৌ
দর্শনও করে নাই (অর্থাৎ তাহার আত্মতত্ত্বালোচনা করা দূরের ক
সে কখনও আত্মজ্ঞ ব্যক্তির দর্শনও পায় নাই) তাহাকেই তোমরা
ভবনদী পাড়ি দেওয়ার জন্য কর্ণধার নিযুক্ত কর। অর্থাৎ কেবল অ
ন্যায় লোক দেখাদেখি, গুরু বংশের যে কেহ হইলেই তাহাকে গুরু
কর। এখন বুঝিয়া দেখ যে, তোমরা বিনা বিচারে বংশপরম্পরায় গু
শিষ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, এই অশাস্ত্রীয় ও অসঙ্গত কার্য্যদ্বারা কতদূর প
নিজের অনিষ্ট নিজে সাধন করিয়াছ ও করিতেছ।

ভক্ত—প্রভু! আপনার বাক্য সম্পূর্ণ সত্য। অনেক সময় আমা
মধ্যে কেহ কেহ গুরুদেবের নিকট আত্মতত্ত্ব বিষয়ে কিছু জানিবার
দুই একটী প্রশ্ন করিয়া থাকেন। তখন গুরুদেব তাহার উত্তর দিতে অ
হইয়া বলেন, 'এই সকল বিষয় সাধু সন্ন্যাসীদের নিকট হইতে জানিয়া ল
আমার মাত্র মন্ত্র দেওয়াই কর্ত্তব্য, তাই তোমার কর্ণে মন্ত্র দিয়া গেল
ইহা জপ করিলেই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইবে।'

মহাঃ—বৎস! এই জন্যই ভক্তবীর তুলসীদাসজী, গৃহীকে গুরু
করিতে নিষেধ করিয়া বলিয়াছেন,—

জিস্‌কা গুরু হোয় গৃহী, আউর চেলা গৃহী হোয়।
কীচ্ কীচ্ কো ধোয়ে, দাগ না ছুটে কোয়॥

অর্থাৎ—"যেখানে গুরু ও চেলা উভয়ই গৃহী, সেখানে কে কাহার
ময়লা ধুইবে? যেমন কাদা দিয়া কাদা ধুইলে দাগ যায় না, সেই
যেখানে উভয়েই অজ্ঞান সেখানে উহাদের কাহারই মন
ময়লার দাগ কখনও ছুটে না।" বাবা! বর্ত্তমানে তোমরা শি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরু গ্রহণ কালে ঐ সকল গুণাগুণ কিছুই বিচার না করিয়া গুরু বরণ করিয়া থাক, কাজেই তাহার ফলও ঠিক সেইরূপই পাইয়া আসিতেছ। পক্ষান্তরে সেই ব্যবসায়ী গুরুগণও বহু স্থানে ছলে, বলে, কলে, কৌশলে, শিষ্যদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও, যে কোন্ প্রকারেই হউক শিষ্যকে দীক্ষা দিয়া নিজের গুরুতা ব্যবসা বহাল রাখিতেই সতত চেষ্টিত থাকে। অনেক স্থলে এরূপও দেখা যায়, দীক্ষাদাতা গুরু ষ্টীমার, রেল, বা পোষ্ট অফিসে কিম্বা কোন জমিদার বা মহাজনের গদীতে, কেহ বা যাত্রা-গানের দলে চাকুরী করে। ঐ সকল গুরুগণ তাহাদের নিজ নিজ কার্য্যে সর্ব্বদাই তন্ময় থাকায়, তাহারা সেই সকল কার্য্য সম্বন্ধেই বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া থাকে। কারণ, যে ব্যক্তি যে বিষয়ে একাগ্রচিত্তে তন্ময় হয় সে মাত্র সেই বিষয়েই অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে, ইহাই জগতের স্বাভাবিক নিয়ম। সুতরাং সেই সকল গুরুগণ তোমাদের আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর দিবে কোথা হইতে? তাহারা কখনও আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তন্ময় হওয়া ত দূরের কথা,— ভ্রমেও একবার সেই পারমার্থিক তত্ত্ব-বিষয়ে চিন্তাও করে না। কাজেই দীক্ষা দেওয়া বিষয়ে তাহাদের একমাত্র পুস্তকে লিখিত হ্রীং ক্লীং আদি শব্দ (মন্ত্র) উচ্চারণ পূর্ব্বক শিষ্যের কর্ণে ফুঁ দিয়া শিষ্যরূপ সম্পত্তি বহাল রাখিয়া বার্ষিক অর্থোপার্জ্জন করা ব্যতীত, অন্য কি ক্ষমতা থাকিতে পারে? শাস্ত্রও বলেন —

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে।

অর্থাৎ—"মানুষ সর্ব্বদা যে বিষয়ের চিন্তা করে, সেই বিষয়ের প্রতি তাহার আসক্তি হয় ও সে সেই বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করে।"

যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধিস্তস্য চ তাদৃশী।

অর্থাৎ—"যে সর্ব্বদা যে বিষয়ের ভাবনা করে, তাহার সিদ্ধি লাভও সেই বিষয়ের অনুরূপই হইয়া থাকে।" সুতরাং দেখা যাইতেছে, ঐ সকল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাকুরীয়া গুরুগণ, কেহ বা ষ্টীমার ও রেল ষ্টেশনের ভাড়ার তালিকা, কেহ প্রজার নিকট হইতে খাজানাদি আদায় করা, কেহ বা যাত্রাগানের দলে সং দেওয়া ও পাঠ বলা ইত্যাদি নিজ নিজ কার্য্যবিষয়েই সিদ্ধ লাভ করি তাহাতেই তন্ময় থাকে। সুতরাং তাহারা শিষ্যদিগকে এতদতিরিক্ত আর কোন্ বিষয় শিক্ষা দিবে ? অথচ অজ্ঞ শিষ্যগণ ইহা জানিয়া, দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত অফিসের বাবুদের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার উদ্দেশ্যে গুরু বরণ করে। ইহাকেই বলে 'কামার বাড়ী দৈ ফর্‌মাস্ দেওয়া'। লোহার কর্ম্মকারের নিকট দধি তৈয়ার করিবার ফর্‌মাইস্ দেওয়া, অথবা কয়লা বিক্রেতার দোকানে রসগোল্লা ক্রয় করিতে যাওয়া, যেরূপ মূর্খতা, ইহাও ঠিক তদ্রূপ নয় কি ?

একটী ঘটনা মনে পড়িল,—কোন এক বৈষ্ণবের বাড়ীতে তাহার গুরুদেব (গোঁসাই) আসিয়াছেন। শিষ্য গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'প্রভু ! আমরা যে কৃষ্ণনাম জপ করি, সেই কৃষ্ণের স্বরূপ কি ? তাহা আমাদিগকে বিশদরূপে বুঝাইয়া বলুন'। তদুত্তরে গোঁসাই প্রভু বলিলেন 'এই যে শ্রীকৃষ্ণের মৃণ্ময় বা প্রস্তরময় মূর্ত্তি সকল দেখিতেছ, ইহাই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, অর্থাৎ ইহাই তাঁহার চিন্ময় দেহ বা তাঁহার সচ্চিদানন্দ রূপ। গোঁসাইর কথানুযায়ী অজ্ঞান শিষ্যও তাহাই বুঝিয়া লইল। এই গোঁসাই মহাশয় কোন জমিদার ষ্টেটের নায়েব ছিলেন। অনতিদূর হইতে ঐ গুরুদেবের উত্তরটুকু আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। তখন আমি মনে মনে হাসিলাম ও ভাবিলাম, হায় ! বর্ত্তমান সমাজে অজ্ঞ গুরুদের দ্বারা যে দেশের অজ্ঞানতার মাত্রা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ যে ব্যক্তি সচ্চিদানন্দ শব্দের অর্থটুকুও পর্য্যন্ত অবগত নয়, সেও ফোঁটা-তিলক কাটিয়া, তুলসীর মালা গলায় দিয়া, পরম বৈষ্ণবের সাজে গুরুগিরি করিতেছে। ঐ নায়েব (গুরু) মহাশয় কৃষ্ণের মৃণ্ময় বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রস্তরময় মূর্ত্তিই দেখিয়াছে মাত্র; তাই শিষ্যকেও তাহাই দেখাইয়া দিয়াছে। কৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি বা বিশ্বরূপ তাহার দেখা ত দূরের কথা সে কল্পনায়ও তাহা ধারণা করিতে পারে নাই, তাই শিষ্যকে কি করিয়া বুঝাইবে? ইহা ঠিক অন্ধের হস্তী দর্শনের ন্যায়ই হইয়াছে।

ভক্ত—প্রভু! অন্ধের হস্তীদর্শন কিরূপ? বুঝিতে পারিলাম না।

মহাঃ—কোন এক স্থানে তিনজন অন্ধ বসিয়া আছে। এমন সময় তাহারা অন্য ব্যক্তির মুখে শুনিতে পাইল যে, 'নিকটেই রাজবাড়ীর একটী মৃত হস্তী পড়িয়া আছে।' ইহা শুনিয়া ঐ তিনটী অন্ধেরই হস্তী দর্শনের ইচ্ছা হইল এবং ঐ ব্যক্তিকে বলিল—'মহাশয়! আপনি দয়া করিয়া যদি আমাদের এই তিন জনকে ঐ হস্তীর নিকট পৌছাইয়া দেন, তবে আমাদের হস্তী দর্শনের ইচ্ছা সফল হইতে পারে।' তখন সেই ব্যক্তি ঐ তিন অন্ধকেই মৃত হস্তীর নিকট পৌছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। ঐ তিন জন অন্ধই মৃত হস্তীর কোন এক এক অঙ্গে হস্ত দিয়া বলিতে লাগিল, 'এতদিনে আমাদের হস্তী দর্শনের সাধ মিটিল, পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম হস্তী না জানি কত বড় একটা কি জানোয়ার, এখন দেখিলাম যে, হস্তী একটা খেংড়ার মত।' অপর এক অন্ধ বলিল, 'ওরে তা নয়; হস্তী ঠিক কলাগাছের মত'। পরে অপর অন্ধ বলিয়া উঠিল, 'তোমরা ভুল বলিতেছ, হস্তী অবিকল কুলার মত'। অর্থাৎ ঐ অন্ধত্রয় মধ্যে, যাহার হস্তীর লেজে হাত পড়িয়াছিল, সে হস্তীকে খেংড়ার (ঝাঁটার) মত, আর যাহার হাত হস্তীর শুণ্ডে পড়িয়াছিল, সে হস্তীকে কলাগাছের মত এবং যাহার হাত হস্তীর কর্ণে পড়িয়াছিল, সে হস্তীকে মাত্র কুলার মতই বুঝিতে পারিয়াছিল। তাই তখন এই কথা লইয়া ঐ অন্ধ তিন জনের মধ্যে ঘোরতর বাদানুবাদ হইতে থাকে, কারণ উহারা সকলেই হস্তীর একদেশদর্শী, সর্ব্ব-দর্শী কেহই নয়। পরে অপর এক ব্যক্তি যাহার চক্ষু আছে, যিনি হস্তীর পূর্ণাবয়ব দেখিতে পান, তিনি আসিয়া উহাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ অমূলক বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দেন। হে সুমতে! ইদানিং গোঁসাই (গু মহাশয়গণও ঠিক তদ্রূপ অজ্ঞানান্ধ হওয়ায়, কৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ রূপ, অ তাঁহার আত্মরূপ দেখা ত দূরের কথা, বুঝিতে না পারিয়া কৃষ্ণের মূ প্রস্তরময় বা ধাতব মূর্ত্তিকেই সচ্চিদানন্দরূপ বলিয়া বুঝাইতেছে। অন্ধ যেরূপ হস্তীর সম্পূর্ণ অবয়ব বা স্বরূপ সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই ছিল না, বর্ত্ত বাজারের গোঁসাইগণও ঠিক তদ্রূপ, কৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ রূপ বা আত্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এই সকল হীনবীর্য্য, তমোগুণী ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান সম্বল মাত্র ত্রিগর্ত্তে ফুৎকার। ইহারা চুল্লিতে ফুৎকার দ্বারা পাচ কার্য্য, শঙ্খে ফুৎকার দ্বারা পূজারীর কার্য্য এবং শিষ্যের কর্ণে ফুৎকার দ্ব গুরুতা ব্যবসায়ের কার্য্য করিয়া, কোন প্রকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করি থাকে। এই অজ্ঞানান্ধ তত্ত্বজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণদিগকে সম্বোধন করি ভক্ত বীর তুলসীদাসজী বলিতেন,—

ব্রাহ্মণ ভয়া তো ক্যা ভয়া, গলে লপেটে সূত।
ভাও ভক্তি কা মরম না জানে, জ্যায়সে জঙ্গলী ভূত।

অর্থাৎ—"তুমি ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম লইয়াছ ত তাহাতে কি হইয়াছে গলায় মাত্র সূত্র ধারণ করিয়াছ। যদি তুমি আত্মাতে ভক্তিমান ও জ্ঞান না হও, বা তাঁহার বিষয়ে কোন মর্ম্মই অবগত না থাক, তবে তুমি এ জঙ্গলী ভূত।" বৎস! এমন বহু গুরুই আছে, যাহারা ধার্ম্মিকাখ্যা করিয়া, শিষ্যের বিত্তাপহরণ জন্য সতত চেষ্টিত; অথচ কাহার উপা করিতে হইবে, অর্থাৎ সেই উপাস্য জিনিষটী কিরূপ এবং কি ভা বা সেই উপাসনা করিতে হয়, ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট গন্তব্য স্থান বা সত্য কিছুই নিজে অবগত না হইয়াও শিষ্যকে উপদেশ করিয়া নানা পথ মিথ্যা পথ দেখাইতেছে। দীক্ষা মন্ত্র বা ঈশ্বর প্রাপ্তির উপদেশ দি বাজারে আজকাল অনেকে উপস্থিত; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ঈশ্বর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বস্তু তাহা তাহাদের মধ্যে অনেকেই জানে না। শিষ্য হয়ত ঈশ্বরের নামটী মাত্র শুনিয়াই ঈশ্বরকে পাইতে ইচ্ছা করে, আর, গুরুও ঈশ্বরের নাম মাত্রই জানে; অথচ প্রাপ্তির উপায় বলিতে প্রস্তুত। সাধনাই বা কাহার, প্রাপ্তিই বা কি হইবে, তাহা কেহই বুঝিতে চেষ্টা করিবে না, অথচ সিদ্ধির জন্য সকলেই ব্যস্ত। সুতরাং বৎস! উঠ, জাগ, নিজ পুরুষকার বলে এইরূপ অজ্ঞানী গৃহী গুরুর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া আত্মজ্ঞ গুরুর আশ্রয় গ্রহণে নিজের আত্মশক্তিকে জাগাইয়া তোল।

বৎস! এই মায়িক সংসার যে কিরূপে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব ধারণ করে তাহা তোমরা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবে। পুরাকালে একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণই গুরু বলিয়া পূজিত হইতেন, তাই তিনি অন্য অজ্ঞানীদিগকে তত্ত্বোপদেশ দানে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিতে সমর্থ হইতেন। আর এখন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। বঙ্গবাসীগণ এখন ব্রহ্মজ্ঞ কোন মহাপুরুষকে দেখিয়াও ভয় পায়। কারণ তাহাদের ধারণা, ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান বিষয়টী নাস্তিকতা বই আর কিছুই নয়। বেদ-বেদান্তাদি সর্ব্ব শাস্ত্র যেই আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্বকে অকাট্য যুক্তি প্রমাণ দ্বারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, বর্ত্তমান যুগে সমস্ত পৃথিবী যেই বেদান্ততত্ত্বকে সর্ব্বোচ্চে স্থান দিয়া আদর করিতেছে, বঙ্গদেশে সেই বেদান্ত চর্চ্চার লোপ হওয়াতেই আজ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণগণ এইরূপ অজ্ঞানান্ধ হইয়া পড়িয়াছে। তাই এই সকল অন্ধ ব্রাহ্মণ গুরু মহাশয়দের শিষ্যগণও চোখে দেখে না। এমন কি এই সকল দৃষ্টিশক্তিহীন শিষ্যগণের সঙ্গে আলোচনা করিয়াও দেখা গিয়াছে, অধিকাংশেরই ধারণা, 'গুরু করণ' কার্য্যটী একটী সামাজিক প্রথা মাত্র। গুরু করণ না করিলে সমাজের লোকে নিন্দা করিবে, তাই সামাজিক প্রথানুযায়ী, লোক দেখাদেখি গুরু বংশের কোন এক ব্যক্তির নিকট হইতে একটী মন্ত্র গ্রহণ করিতেই হইবে। শেষে সংসারের সমস্ত কাজ শেষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া, অবসর পাইলে সেই মন্ত্রটী তুলসী বা রুদ্রাক্ষ যে কোনও মালা
১০৮ বার জপ করিলেই গুরুর ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যাইবে। এরূ
ব্রাহ্মণগণের অধঃপতনেই আজ সমাজের এইরূপ দুর্দ্দশা। ব্রাহ্মণগণ
করে যে, ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম হইলেই তাহার ব্রাহ্মণত্ব জন্মিল। অথচ ব্রাহ্ম
যে প্রত্যেকের নিজে অর্জ্জন করিয়া লইতে হইবে, ইহা কখনও
জাতি নয় বা জন্মগত সংস্কার নয়, একথা সেই সকল অজ্ঞানী ব্রাহ্ম
একবারও ভাবিয়া দেখে না। সাধারণ লোকে এরূপ ভ্রম ধারণা করে
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিটী জাতি। তদপেক্ষা একটু
মতিগণ বলেন যে, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জাপানী, আমেরিকান প্র
জাতি। প্রকৃতপক্ষে এসকল অযৌক্তিক ধারণার কোনই সার্থকতা
জাতি বলিতে, মনুষ্য, পশু, পাখী, কীট, পতঙ্গ এ সকলকে জাতি বলা
কারণ এই পাঁচটী মায়াসৃষ্ট,—মানবসৃষ্ট নয়। তাই মানুষ ইহার
পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন করিতে পারে না। অর্থাৎ মানুষ ইচ্ছা করিলেই প
পাখী হইতে পারে না। আর, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, এ সকল মানু
তৈয়ারী পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়। তাই মানুষ ইচ্ছামাত্রই এক সম্প্রদায়
সম্প্রদায়ভুক্ত হইতেছে। তৎপর, জাপানী, আমেরিকান, জার্ম্মাণী, ভারত
এ সকলও পৃথক্ জাতি নয়, ইহারা পৃথক্ পৃথক্ দেশবাসী
অতএব পূর্ব্বোক্ত রূপে সমস্ত পৃথিবীতে মানুষ এক জাতি। সমস্ত
এক জাতি, ইহা শাস্ত্রও বলিয়াছেন। যোগদর্শনে মহর্ষি পতঞ্জলি বলিতেছে

সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগঃ॥

অর্থাৎ—"জীবের পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মসংস্কার অনুসারে মনুষ্য, পশু
প্রভৃতি জাতি, আয়ু ও ভোগ হইয়া থাকে।" এখানে 'জাতি'
ব্যাখ্যায় ভগবান বেদব্যাসও বলিয়াছেন,—"মানুষকশ্চেকা
অর্থাৎ—"সমস্ত মনুষ্য এক প্রকার বা এক জাতি।" এই মনুষ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যে ব্যক্তিগত গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে মানুষেরই পৃথক্ করা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চারিটী বর্ণ,—জাতি নয়। এ বিষয়ে গীতামুখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ। (গীতা ৪র্থ অঃ)

অর্থাৎ—"সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ও শম দমাদি গুণ এবং কর্ম্ম বিভাগানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণ চতুষ্টয়ের ধর্ম্মই কেবল আমি সৃষ্টি করিয়াছি।" সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণাদি চারিটী বর্ণ মানুষের ব্যক্তিগত দোষগুণ বিচার পূর্ব্বক, গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে মানুষেই পৃথক্ করিয়াছে, ঈশ্বর করেন নাই। তাই মানুষ নিজ মানসিক শক্তির বলে এই দেহেই নিম্ন বর্ণ উচ্চ বর্ণ লাভ করিতে পারে। পক্ষান্তরে মানসিক শক্তির অভাবে উচ্চ বর্ণও নিম্ন বর্ণ প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়ে শাস্ত্রও ভূয়ো ভূয়ো বলিয়াছেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র বলিতেছেন,—"সুবর্ণ-পরিপূর্ণ পৃথিবী দান করিলে যে ফল লাভ করিতে পারা যায়, কুলাচার নিরত অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ এক ব্যক্তির পূজা করিলে তাহার কোটিগুণ পুণ্য লাভ হয়। যদি চণ্ডালও কুলতত্ত্বজ্ঞানী অর্থাৎ আত্মজ্ঞানী হন, তবে তিনি ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ব্রাহ্মণ যদি আত্মজ্ঞান হীন হন, তাহা হইলে তিনি চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম।" (মহানির্ব্বাণ তন্ত্র—৪র্থ উঃ—৪১।৪২ শ্লোক)।

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাৎ তথৈব চ॥
তপোবীর্য্যপ্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ॥
জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে।
বেদাভ্যাসাৎ ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥ (মনু স্মৃতি)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ—"তপস্যা এবং বীর্য্য দ্বারা ইহ লোকেই যুগে যুগে, ব্রাহ্মণত্ব, ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্যত্ব ও বৈশ্য ক্ষত্রিয়ত্ব রূপে অন্যের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ লাভ করিয়া থাকে। মাতৃগর্ভ হইতে লোকে ভূ হইলেই সে 'শূদ্র'-পদ বাচ্য হয়। কিছুদিন পরে তাহার সংস্কার (উপন হইলেই তখন তাহাকে 'দ্বিজ' বলা হইয়া থাকে। তৎপর বেদ-বেদা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞান লাভ করিলে, তিনি বিপ্র বলিয়া কথিত হন সর্ব্বশেষে অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে, তিনি 'ব্রাহ্মণ' ব অভিহিত হইয়া থাকেন।"

ব্যক্তিভেদঃ কর্ম্মবিশেষাৎ। (সাংখ্য দর্শন)

অর্থাৎ—"কর্ম্ম বিশেষের পার্থক্য দ্বারা, শূদ্রাদি ব্যক্তিদিগকে বা চতুষ্টয়কে ভেদ করা (পৃথক্ করা) হইয়াছে।"

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥ (মনু সং

অর্থাৎ—"এই ভারতবর্ষের অগ্রজন্মা ব্রাহ্মণগণের নিকট পৃথিবীর দেশের সকল মনুষ্য চরিত্র বা সদাচার শিক্ষা করুক।" মনুর এই উক্তি স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, ব্রাহ্মণ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, ও গুণবান্ ছিলেন। আর এখন তোমরা সেই গুণের দিকে কোনই না করিয়া কেবল গলায় সূত্র ধারণ করিয়াই ব্রাহ্মণ বলিয়া বৃথা আ করিতেছ। (১)

(১) মহাভারতে ভৃগু-ভরদ্বাজ কথোপকথনে দেখা যায়—
ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্॥
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্ত্তমান যুগেও শাস্ত্রযুক্তি অনুসারে কোন কোন শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব ও ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেছে বটে, কিন্তু এখন 'কলিযুগ' অর্থাৎ অজ্ঞানতার বা

গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মং নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজাঃ বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥
জাতকর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যায়নসম্পন্নঃ ষট্সু কর্ম্মস্ববস্থিতঃ॥
শৌচাচারপরো নিত্যং বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ঃ।
নিত্যব্রতী সত্যরতঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥
সত্যং দানং দমোঽদ্রোহ আনৃশংস্যং কৃপা ঘৃণা।
তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥

অর্থাৎ—"সৃষ্টির প্রথমে সমগ্র জগত ব্রাহ্মণময় ছিল, কোন বর্ণভেদ ছিল না। পরে মনুষ্যগণ কর্ম্মদ্বারা বিভিন্ন বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহারা কামী, ভোগপ্রিয় এবং ক্রোধের বশীভূত, রক্তাঙ্গ অর্থাৎ যুদ্ধ বিগ্রহে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহারা স্বধর্ম্ম ত্যাগ হেতু ক্ষত্রিয়; যাহারা গোপালনে নিযুক্ত ও কৃষিকর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহারা বৈশ্য; যাহারা হিংসারত এবং অনৃতপ্রিয় ও শৌচভ্রষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন তাহারা শূদ্র হইলেন এবং যাহারা জাতকর্ম্মাদি সংস্কার দ্বারা শুচি, বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন, ষট্ কর্ম্মে অবস্থিত, শৌচাচার পরায়ণ, যজ্ঞশেষান্নভোক্তা, গুরুপ্রিয়, নিত্যব্রতী, সত্যরত, দানশীল, অদ্রোহী, কৃপাবান, তপোনিষ্ঠ, তাঁহারাই হইলেন ব্রাহ্মণ।"

জাতো ব্যাসস্তু কৈবর্ত্ত্যাৎ শ্বপাক্যাচ্চ পরাশরঃ।
শুক্যাৎ শুকঃ কণাদাখ্যঃ তথোলূক্যাৎ সুতোঽভবৎ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্ব্বরতার যুগ কি না! তাই সমাজপতিগণও দোষগুণের কোনই বি না করিয়া, দেবত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত শূদ্রকে ব্রাহ্মণ বলিতে কুণ্ঠিত হ

মৃগীজ ঋষ্যশৃঙ্গোঽপি বশিষ্ঠো গণিকাত্মজঃ।
মন্দপালো মুনিশ্রেষ্ঠো নাবিকাপত্যমুচ্যতে॥
মাণ্ডব্যো মুনিরাজস্তু মণ্ডুকীগর্ভসম্ভবঃ।
বহবোঽন্যেঽপি বিপ্রত্বং প্রাপ্তা যে শূদ্রবদ্দ্বিজাঃ॥ (ভবিষ্যপু

অর্থাৎ—"মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৈবর্ত্তকন্যার গর্ভস মহামুনি পরাশর চণ্ডালকন্যার, ভগবান শুকদেব শুকীর, মহর্ষি ক উলুকীর, ভগবান ঋষ্যশৃঙ্গ হরিণীর, মহর্ষি বশিষ্ঠ বেশ্যার, মুনি মন্দপাল নাবিককন্যার, মহামুনি মাণ্ডব্য মণ্ডুকী নাম্নী হীন বংশে নারীর গর্ভজাত। এইভাবে ইহারা সকলেই ঐরূপ নিকৃষ্ট বংশ হইয়াও আত্মজ্ঞানবলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন।" আবার পিতার পুত্রগণ যে গুণ ও কর্ম্মানুসারে পৃথক্ বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তা অসংখ্য দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

বেণুহোত্রসুতশ্চাপি ভর্গো নাম প্রজেশ্বরঃ।
বৎসস্য বৎসভূমিস্তু ভৃগুভূমিস্তু ভার্গবাৎ॥
এতে ত্বঙ্গিরসঃ পুত্রো জাতা বংশোঽথ ভার্গবে।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাস্তয়োঃ পুত্রাঃ সহস্রশঃ॥ (হরিবংশ)

অর্থাৎ—"বৎস হইতে বৎসভূমি, আর ভার্গব হইতে ভৃ জন্মে; ভার্গব বংশোদ্ভব অঙ্গিরসের পুত্র সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বিভক্ত হন।"

দিবোদাসস্য দায়াদো ব্রহ্মর্ষিশ্চিত্রযুর্নৃপঃ।
মৈত্রায়ণস্ততঃ সোমো মৈত্রেয়াস্তু ততঃ স্মৃতাঃ॥ (হরিবংশ)

অর্থাৎ—"ক্ষত্রিয় দিবোদাসের পুত্র চিত্রযু রাজা ব্রহ্মর্ষি হইয়াছি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ-তনয়কেও ব্রাহ্মণ বলিয়া উচ্চাসন দিয়া, নিজেদের অজ্ঞতা ও অবিচারিতার বিশেষ পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। অর্থাৎ এখন অজ্ঞান, পশুতুল্য হইলেও একমাত্র ব্রাহ্মণের পুত্রই 'ব্রাহ্মণ' পদবাচ্য হইয়া

তাঁহার পুত্র মৈত্রায়ণ এবং সোম, তদ্বংশে মৈত্রেয় ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হন।"

পুত্রো গৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ॥ (হরিবংশ)

অর্থাৎ—"রাজা গৃৎসমদেরপুত্র শুনক, এই শুনকের পুত্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছিল।" কান্তকুব্জাধিপতি ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্র তপস্যাবলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। এইরূপে কুরুবংশীয় রাজা আর্ষ্টিষেণের দুই পুত্র—দেবাপি ও শন্তনু। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবাপি তপস্যায় নিযুক্ত রহিলেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতা শন্তনু রাজা হইলেন। শন্তনুর রাজত্ব কালে দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপী তাঁহার রাজ্যে অনাবৃষ্টি হওয়ায়, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবাপি শন্তনুর জন্য যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং তিনি তপস্যা বলে ব্রহ্মণত্ব লাভ করায় দেবাপি স্বয়ং তাহাতে পুরোহিত হইয়াছিলেন।

নাভাগাদিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ। (হরিবংশ)

অর্থাৎ—"নাভাগাদিষ্টের দুই পুত্র বৈশ্য হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব পাইয়াছিলেন।" ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই বর্ণ চতুষ্টয়ের আপেক্ষিক উৎকর্ষাপকর্ষ হইতে যথাবৎ পরিণতি হয়। ব্রাহ্মণ নিকৃষ্ট কর্ম্মবশে শূদ্র ও শূদ্র উত্তম কর্ম্মবশে ব্রাহ্মণ হইতে পারেন, এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। পরাশর স্মৃতি বলিতেছেন—

শূদ্রোঽপি শীলসম্পন্নো গুণবান্ ব্রাহ্মণো ভবেৎ।
ব্রাহ্মণোঽপি ক্রিয়াহীনঃ শূদ্রাৎ প্রত্যবরো ভবেৎ॥

অর্থাৎ—"শূদ্র গুণবান্ ও শীলসম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণ হন, আবার ব্রাহ্মণ ক্রিয়াহীন হইলে শূদ্র হইতেও নিকৃষ্ট হইয়া থাকেন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে; অন্য কেহ দেবতুল্য হইলেও তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা চলে; সেই সকল শাস্ত্রাদেশ প্রত্যাখ্যান করিয়া, আত্মজ্ঞানহীন স্বা

শূদ্রে তু যদ্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ ॥
যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্ব্ববৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্র তন্ন ভবেৎ সর্ব্বং তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ ॥ (মহাভারত বন

অর্থাৎ—"শূদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিলেই শূদ্র হয় না, কিম্বা ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিলেই ব্রাহ্মণ হয় না। যে ব্যক্তিতে ব্রাহ্মণোচিত আচা লক্ষিত হয়, তিনিই ব্রাহ্মণ; আর যাহাতে তাহা দৃষ্ট হয় না, তাঁহাকে বলিয়া জানিবে।"

শূদ্রযোনৌ হি জাতস্য সদ্‌গুণানুপতিষ্ঠতঃ।
বৈশ্যত্বং লভতে ব্রহ্মন্ ক্ষত্রিয়ত্বং তথৈব চ ॥
আর্জবে বর্ত্তমানস্য ব্রাহ্মণ্যমভিজায়তে।
গুণাস্তে কীর্ত্তিতাঃ সর্ব্বে কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ (মহাভারত বন

অর্থাৎ - "শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া সদ্‌গুণসম্পন্ন হইলে বৈ ও ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ হয়, সারল্যে অর্থাৎ মনোবৃত্তি সকল সরল ভাবে অর্ করিলে ব্রাহ্মণ্য জন্মে।" কবয় ঐলুষ একজন শূদ্র ছিলেন। ঋগ্বেদের মণ্ডলের অনেকগুলি সূক্ত ইনি প্রণয়ন করেন। শূদ্র কবয় ঋষিপ ছিলেন। এইরূপ অনেক শূদ্র ঋষি বেদমন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। শাস্ত্র বলিতেছেন—

এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দেবি, ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ ॥
ব্রাহ্মণো বাপ্যসদ্‌বৃত্তঃ সর্ব্বসঙ্করভাজনঃ।
ব্রাহ্মণ্যং স সমুৎসৃজ্য শূদ্রো ভবতি তাদৃশঃ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণত্বকে ক্রমে বংশগত করিয়া লইয়াছে। অজ্ঞানান্ধ সূত্রধারী ব্রাহ্মণগণ এইভাবে অন্যকে ঠকাইতে যাইয়া নিজেরাই ঠকিয়াছে। তাই আজ ব্রাহ্মণ বর্ণ সকলের মুখাপেক্ষী এবং সকলের নিকটই ঘৃণার পাত্র হইয়াছে।

কর্ম্মভিঃ শুচিভির্দেবি শুদ্ধাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
শূদ্রোঽপি চ দ্বিজাৎ সেব্য ইতি ব্রহ্মানুশাসনম্॥
স্বভাবং কর্ম্ম চ শুভং যদি শূদ্রেঽপি তিষ্ঠতি।
বিশিষ্টঃ স দ্বিজাতের্বৈ বিজ্ঞেয় ইতি মে মতিঃ॥
ন যোনির্নাপি সংস্কারঃ ন শ্রুতো ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্॥
সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিশিষ্যতে।
বৃত্তস্থিতশ্চ শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বেন পূজ্যতে॥
ব্রহ্মস্বভাবঃ কল্যাণি, সমঃ সর্ব্বত্র মে মতিঃ।
নির্গুণং নির্ম্মলং ব্রহ্ম যত্র তিষ্ঠতি স দ্বিজঃ॥
এতত্তে গুহ্যমাখ্যাতং যথা শূদ্রো ভবেদ্দ্বিজঃ।
ব্রাহ্মণো বা চ্যুতো ধর্ম্মাৎ যথা শূদ্রত্বমাপ্নুতে॥

অর্থাৎ—“হে দেবি! এই সকল কর্ম্মফল দ্বারা হীন জাতি কুলোদ্ভব শূদ্রও আগমসম্পন্ন ও সংস্কারযুক্ত দ্বিজ হয়। আর অসৎবৃত্তি যুক্ত ব্রাহ্মণও সর্ব্বসঙ্করত্বের ভাজন হইয়া ব্রাহ্মণত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক শূদ্র হইয়া থাকে। হে দেবি! পবিত্র কর্ম্মদ্বারা বিশুদ্ধ চিত্ত জিতেন্দ্রিয় শূদ্রও দ্বিজের সেব্য হন, ইহা ব্রহ্মার অনুশাসন। শূদ্রেও যদি পবিত্র স্বভাব ও পবিত্র কর্ম্ম দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সে ব্রাহ্মণের অপেক্ষাও প্রশংসনীয়, ইহা আমার মত। জন্ম, সংস্কার, শাস্ত্রজ্ঞান, অথবা পংক্তি বা শ্রেণী কিছুই ব্রাহ্মণত্বের কারণ নহে, কেবল পবিত্র চরিত্রই কারণ। হে কল্যাণি! ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সমান, সেই নির্গুণ নির্ম্মল ব্রহ্ম যাহাতে (যাহার মনে) অধিষ্ঠিত হন, অর্থাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাজের ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয় মধ্যে যেমন ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণই সর্ব্ব
সেইরূপ মানবদেহের মধ্যেও মস্তকই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইংরেজেরাও ইহাকে H

যাহার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হন, তিনিই ব্রাহ্মণ, ইহা আমার মত। শূদ্র ব্রাহ্মণ হয় এবং ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ্য হইতে চ্যুত হইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত সেই গুহ্য কথা তোমাকে বলিলাম।" অন্যত্র পুনরায় বলিতেছেন—

ন জাতিঃ পূজ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ।
চণ্ডালমপি বৃত্তস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

অর্থাৎ—"জাতি অর্থাৎ বর্ণ পূজ্য নহে, কল্যাণকারক গুণই পূজ্য থাকে। চণ্ডালও চরিত্রবান্ হইলে বিদ্বানেরা তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানে বর্ণাশ্রমীদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ নি করিয়াছেন। 'বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ' অর্থাৎ বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রা গুরু এবং সর্ব্ববর্ণপরিচালক। এই ব্রাহ্মণ কে? 'ব্রহ্মজ্ঞ এব ব্রা যিনি ব্রহ্মকে জানেন, যিনি ব্রহ্মজ্ঞানে নির্ব্বিকল্প চৈতন্য, যিনি আত্ম চির সৎ, অসৎ প্রকৃতি-ধর্ম্মে উপেক্ষাকারী, সদসদ্বিচারে পরম বিবেকী, ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে বহু শাস্ত্র উদ্ধৃত করিয়া যাইতেছে—ব্রাহ্মণ কে বা কিরূপ? শাপগ্রস্ত রাজা নহুষ, ম যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! আমায় বল, ব্র কে? আর জগতে জানিবার বস্তু কি আছে?" তদুত্তরে যু বলিয়াছিলেন,—

সত্যং দানং ক্ষমা শীলমানৃশংস্যং তপো ঘৃণা।
দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥
বেদ্যং সর্ব্বং পরং ব্রহ্ম নির্দুঃখমসুখঞ্চ যৎ।
যত্র গত্বা ন শোচন্তি ভবতঃ কিং বিবক্ষিতম্॥ (মহাভারত বন

অর্থাৎ—"হে নাগরাজ! সত্য, দান, ক্ষমাশীলতা, নির্দ্দোষতা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(হেড্) বলে। Head অর্থাৎ শ্রেষ্ঠাংশ। আমাদের শাস্ত্রও নর-দেহকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। দেহের মধ্যে মস্তক ভাগ ব্রাহ্মণ, হস্তদ্বয় ক্ষত্রিয়, উদর হইতে কোমরের অংশ পর্য্যন্ত বৈশ্য এবং তন্নিম্নে পদদ্বয় শূদ্রবর্ণ। শরীরের মধ্যে মস্তক (ব্রাহ্মণ ভাগ) বিকৃত হইলে যেমন অন্যান্য অংশ

এবং পাপ কার্য্যে ঘৃণা যাঁহাতে দেখা যায় তিনিই ব্রাহ্মণ। জগতের সমস্ত বেদ্য পদার্থ ই দুঃখ-সুখবর্জ্জিত ব্রহ্ম, যে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইলে আর শোক করিতে হয় না।”

যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধিয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি॥
যথা ষণ্ডোঽফলঃ স্ত্রীষু যথা গৌর্গবি চাফলা।
যথা চাজ্ঞেঽফলং দানং তথা বিপ্রোঽনৃচোঽফলঃ॥ (মনুসংহিতা)

অর্থাৎ—“যেমন কাষ্ঠনির্ম্মিত হস্তী বা চর্ম্মনির্ম্মিত মৃগ, বেদহীন ব্রাহ্মণও তদ্রূপ। ইহারা সকলেই কেবল নাম মাত্র ধারণ করে। ক্লীবের স্ত্রীসহবাস যেমন নিষ্ফল, গাভীর গাভীতে সঙ্গম যেমন কোন ফলদায়ক নহে, অজ্ঞান শিশুকে দান যেমন কোন কার্য্যের নহে, তদ্রূপ বেদাধ্যয়হীন ব্রাহ্মণও কোন কর্ম্মের নহে।” বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া পরাশর মুনি বলিয়াছেন,—

চত্বারো বা ত্রয়ো বাপি যদ্ ব্রূয়ুর্ব্বেদপারগাঃ।
স ধর্ম্ম ইতি বিজ্ঞেয়ো নেতরৈস্তু সহস্রশঃ॥ (পরাশর সংহিতা)

অর্থাৎ—“চারিজন, কিংবা সুধু তিনজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যে ব্যবস্থা দিবেন, তাহাই ধর্ম্ম-সঙ্গত বলিয়া জানিবে; অন্য সহস্র লোকের কথাও ধর্ম্ম বলিয়া গ্রাহ্য করিবে না।” এতৎ সম্বন্ধে মনুও বলিয়াছেন—

সহস্রং হি সহস্রানামনৃচাং যত্র ভুঞ্জতে।
একস্তান্ মন্ত্রবিৎ প্রীতঃ সর্ব্বানর্হতি ধর্ম্মতঃ॥ (মনুসংহিতা)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হস্তপদাদির (অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি অংশের) শক্তি থাকি তদ্দ্বারা জগতে শৃঙ্খলা মত কোন কার্য্যই চলে না (ইহার প্রত্যক্ষ উন্মাদ ব্যক্তি), আমাদের হিন্দু সমাজেও তাহাই হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণবর্ণের মধ্যে বিচার-হীনতা ও অজ্ঞানতার দরুণ ব্রাহ্মণদের বেদ-বেদান্তাদির চর্চ্চা লোপ পাওয়াতেই তাহারা অঙ্গ হইয়া, উন্মাদের মস্তিষ্কের ন্যায় অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে। তাই সমাজের ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বর্ণত্রয় সমাজের কার্য্য করিতে ক্ষমবান থাকি ঐ বর্ণত্রয়ের মস্তিষ্করূপ চালক ব্রাহ্মণ বর্ণ বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হও উন্মাদের হস্ত পদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ন্যায় উহারা সকলেই অকর্ম্মণ্য পড়িয়াছে। বিচার করিলে দেখা যায়, মানুষের যেমন মস্তিষ্ক ঠিক থাকিলেই তাহার অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও রীতিমত কার্য্য করিতে সক্ষম ঠিক সেইরূপ আমাদের সমাজের মস্তক ব্রাহ্মণ বর্ণ ঠিক হইলেই অন্যান্য সকলও নিজ নিজ কার্য্যে রীতিমত মনোনিবেশ করিতে পারিবে। বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ গুরুমহাশয়গণের গুরুগিরি শিক্ষা করিয়া, পরে সেই গুরুত্ব করিতে যাওয়া উচিত। এম, এ বা বি, এ, পাশ না করিয়া যেমন হেড্ মাষ্টারের পদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেইরূপ বেদ-বেদান্তে অবগত হইয়া ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে না পারিলে, তিনি কখনই গুরু পূজিত হইতে পারেন না। এই যে কলির দূত গুরুকুল, ইহারা কোন শক্তির বলে? কাহার প্রসাদে? শিষ্যের কুলগুরু বলিয়া মৌরুসী পাট্টা দেখাইতে হইবে না। পূজ্যপাদ গুরুকুলের যে দুর্ম্মতি

অর্থাৎ—"বেদ বেদান্ত অনভিজ্ঞ দশ লক্ষ ব্রাহ্মণ যথায় ভোজন সেই শ্রাদ্ধে বেদবিৎ একজন ব্রাহ্মণও যদি ভোজনাদি দ্বারা প্রীত হন, হইলে ঐ দশ লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল, ধর্ম্মতঃ ঐ একটী ব্রাহ্মণে নিষ্পাদিত হইয়া থাকে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুর্গতির দিন আসিয়াছে, তাহাতে কুলগুরু দূরে থাক্, তাহাদিগকে গুরুকুল বলিতেও লজ্জাবোধ হয়। আজ, গুরুর কুলের সন্তান কিনা যাত্রার দলে সং সাজেন, নাটকে নায়িকা সাজেন! আবার তিনিই আসিয়া পরক্ষণে শিষ্যের মস্তকে পদ স্থাপন করিয়া তাহার নিকট হইতে মহাশক্তির মহামন্ত্রপূত সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করেন। এই সকল অজ্ঞানান্ধ গুরুগণই আবার শিষ্যকে গুরুনমস্কারের মন্ত্রে 'অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য' ইত্যাদি পাঠ করাইয়া শিক্ষা দেন। হে বৎস! গুরু শিষ্য বিচার বিষয়ে স্পষ্ট ইহাই জানিবে যে, যে মানব অতত্ত্বজ্ঞ ও বিফলভাষী পুরুষকে গুরু বরণ করিয়া প্রশ্ন করে, কোন কিছু জিজ্ঞাসা করে, সেই মানব নিতান্ত নিকৃষ্ট ও মূঢ়তম। প্রমাণবিৎ ও তত্ত্বজ্ঞানী গুরু জিজ্ঞাসিত হইয়া যত্নপূর্ব্বক যাহা বলেন, যে মানব তাহা না শুনে, সেই মানবও নিতান্ত অধম। আর, যে মানব পূর্ব্বে গুরুর অজ্ঞতা বিজ্ঞতা পরীক্ষা করে এবং করিয়া প্রশ্ন করে, সেই মানবই বুদ্ধিমান ও উত্তম। যে মূর্খ শিষ্য বক্তার (গুরুর) স্বভাবাদি পরিজ্ঞাত না হইয়া তত্ত্ব জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হয়, অর্থাৎ উপদেশ গ্রহণের ইচ্ছা করে, সেই মূর্খ যারপরনাই অধম এবং সে কোনও কালে পরমার্থ ভাজন হইতে পারে না। যে শিষ্য গুরুর বাক্যের পূর্ব্বাপর সমাধান করিতে সক্ষম, উক্ত, অনুক্ত সর্ব্বপ্রকার তত্ত্বই বিচার দ্বারা গ্রহণ ও ধারণ করিতে পটু, জ্ঞানী গুরু সেই শিষ্যেরই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর করেন; পশুতুল্য অজ্ঞ অধমকে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন না। আর, যে গুরু প্রশ্নকর্ত্তার বোধসামর্থ্য আছে কিনা তাহা না বুঝিয়া সহসা অপাত্রে বক্তব্য বলেন বা উপদেশ করেন, সেই গুরুও বিজ্ঞ সমাজে মূর্খ বলিয়া গণ্য হয়। অতএব, তোমরা বেদান্ত তত্ত্বহীন অজ্ঞান গুরু ও শিষ্যগণ, গুরু শিষ্য সম্বন্ধ স্থাপন কালে শাস্ত্রাদেশানুসারে যতদূর সম্ভব উভয়ে উভয়কে পরীক্ষান্তে এই সম্বন্ধ স্থাপন করিতে কখনও বিস্মৃত হইও না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোভী গুরু।

ভক্ত—প্রভু! আপনার উপদেশ ও শাস্ত্রবাক্যে দেখিতেছি আজকাল আমাদের গুরুগণ ঐ সকল শাস্ত্রাদেশের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণ আসিতেছেন, আর আমরাও তাহাই মাথা পাতিয়া লইতেছি। এই একটী ঘটনা মনে পড়িল, যাহা আমি নিজে অবলোকন করিয়াছি।

কোন ধনী ভদ্রলোক, তাঁহারা একান্নভুক্ত দুই ভ্রাতা। জ্যেষ্ঠ বাড়ী থাকিয়া নিজেদের বিষয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং কনিষ্ঠ বিদেশে মাসিক ৮০০৲ শত টাকা বেতনে কোন স্থানে ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকুরী করেন। দৈনিক ১১।১২ সের দুগ্ধ দেয় এইরূপ একটী গাভী ভ্রাতা ক্রয় করিয়া নিজ বাড়ীতেই অতি যত্নের সহিত পালন করিয়া বাড়ীর অন্যান্য স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা সকলেই ঐ গাভীটাকে ভালবাসে। এদিকে পূজার ছুটীতে কনিষ্ঠ ভ্রাতাও বাড়ী আসিয়া তিনি নিজে শয়ন করিবার জন্য প্রায় দেড়শত টাকা মূল্যের স্প্রিং আঁটা, নূতন একখানা খাট ক্রয় করিয়া আনিয়াছেন। এই পূজো বার্ষিকের টাকা আদায়ের জন্য তাঁহাদের গুরুদেব (গোঁসাই মহা বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। শিষ্যের সেই গাভীটী দেখিয়া তাহা জন্য গোঁসাই প্রভুর লোভ জন্মিল। তখন তিনি শিষ্যদের মধ্যে বড় ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ বাবা, তোমার মা-গোঁসাইর (অর্থাৎ গুরু স্ত্রীর) এবং আমার দুগ্ধাভাবে আহারাদির যারপরনাই অসুবিধা অর্থাভাব বশতঃ গরু ক্রয় করিতেও পারিতেছি না; তোমার এই দেখিতে বেশ সুশ্রী এবং দুগ্ধও প্রচুরই দেয়, সুতরাং এইটী আমাকে হইবে।" শুনিয়া গুরুভক্ত শিষ্য একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুদেবের আদেশ লঙ্ঘন করা কর্ত্তব্য নয়, সুতরাং এইরূপ একটী গাভী ক্রয় করিয়া গুরুদেবকে দিতে হইবে। এই স্থির করিয়া তিনি অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "প্রভু! ঠিক এই গাভীটীর ন্যায়ই আর একটী গাভী আপনাকে শীঘ্রই আমি ক্রয় করিয়া দিব।" এই কথা শুনিয়া গুরুদেব বলিলেন, "দিব বা করিব বলিলে আর তাহা দেওয়া বা করা হয় না। অতএব যদি দিতে হয়, তবে এই গাভীটীই আমাকে দাও।" শিষ্য বলিলেন, "গোঁসাই! আমি বড়ই সখ্ করিয়া এই গাভীটী ক্রয় করিয়াছি, কাজেই এইটি আমার অত্যন্ত আদরের জিনিষ। বিশেষতঃ আমার বাড়ীর আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই ইহাকে ভালবাসে ও আদর করিয়া থাকে; সুতরাং এইটি আপনাকে দিলে বাড়ীর সকলেরই মনে বিশেষ কষ্ট হইবে এবং সকলেই আমাকে তিরস্কার করিবে। মাত্র এক মাস কাল আমাকে সময় দিন আমি নিশ্চয়ই এই সময় মধ্যে এইরূপ বেশী দুগ্ধের একটী গাভী ক্রয় করিয়া আপনার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিব,—ইহাই আমার প্রার্থনা।" তখন লোভী গোঁসাই মহাশয় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "শাস্ত্র বলেন, 'শুভস্য শীঘ্রম্।' তোমার গুরুদেবকে গাভী দান করাও একটী শুভকার্য্য, সুতরাং ইহাতে কোন ক্রমেই কাল-বিলম্ব করা সঙ্গত নয়। যদি তোমার গাভী দেওয়ার ইচ্ছা থাকে তবে এই গাভীটীই আমাকে দিতে হইবে। আমি দেখিতেছি, তুমি দিব দিব বলিয়া টাল বাহানা করিয়া আমাকে প্রতারণা করিতে চাও। অতএব যদি তোমার গাভী দেওয়ার ইচ্ছা না থাকে, তবে তাহাও আমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দাও, আমি এখনই চলিয়া যাই।" গোঁসাই প্রভুর এইরূপ ক্রোধান্বিত কঠোর বাক্য শ্রবণে, সেই গুরুভক্ত শিষ্য অত্যন্ত দুঃখিত মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, গুরুদেব ত ইতিপূর্ব্বেও আমার বাড়ী হইতে অনেক উত্তম উত্তম জিনিষ লইয়া গিয়াছেন, তথাপি আমার কথায় বিশ্বাস করিতেছেন না। অতএব এখন আর এই সাধারণ একটা গাভীর জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার মনে দুঃখ দিব না। এই স্থির করিয়া তিনি গোঁসাইকে বলি "আচ্ছা প্রভু, আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক; এই গাভীই আ দেওয়া হইল।" এই কথা শুনিয়াই গোঁসাই প্রভু অত্যন্ত আহ্লাদি শিষ্যকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এইত হ'ল তোমা বুদ্ধিমান ও গুরুভক্ত শিষ্যের উপযুক্ত কর্ম্ম।" এইভাবে অনেক বলিতে বলিতে, শিষ্যের মনস্তুষ্টির জন্য ক্রমে তাহার চৌদ্দ পুরুষের স্ গাহিতে লাগিলেন।

তৎপর দিবস প্রাতে উক্ত শিষ্য ও গোঁসাই বসিয়া পরস্পর বা করিতেছেন। তখন গোঁসাই বলিলেন, "দেখ বাবা! আজ দুই রাত্রি আমি তোমাদের বাড়ীতে যে খাটে শয়ন করিতেছি, এই খাটখানা উত্তম। আমার বাড়ীতে শুইবার খাট নাই; অতএব এই খা আমাকে দাও, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করি শুনিয়া শিষ্য বলিলেন, "প্রভু! এই খাটখানার উপর আমার কোনই নাই, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সখ করিয়াই এই বৎসর এই নূতন খা ক্রয় করিয়া আনিয়াছে,—সেও তাহার নিজের ব্যবহারের জন্য। এই খাটের বিষয় যাহা কিছু বলিতে হয়, তাহাকেই বলিবেন।" গুরুদেবকে যে গাভী দেওয়া হইয়াছে, সেই সংবাদ বাটীস্থ সকলেই পারিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছে এবং এই কারণে লোভী গোঁসাই অনেকেরই অভক্তি আসিয়াছে। তৎপর আবার এই খাটের বাড়ীর মধ্যে সকলের কর্ণগোচর হইল। খাটখানার প্রতিও গোঁসাই লোভ হইয়াছে শুনিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভাবিলেন যে, কোনও উত্ত গোঁসাইর দৃষ্টিগোচর হইলেই আর আমরা তাহা বাড়ীতে রাখিতে পা কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! এইরূপ লোভীর নামই কি গোঁসাই! এইরূপে শিষ্যের মনে কষ্ট দেওয়ার নামই কি গুরুগিরি? আচ্ছ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাউক গুরুদেবের লোভের চরমসীমা কতদূর পর্য্যন্ত। কিছুক্ষণ পরেই গোঁসাই প্রভু কনিষ্ঠ শিষ্যকে খাটের জন্য ডাকাইলেন; শিষ্যও আসিয়া গোঁসাইর পায়ে দণ্ডবত প্রণাম করিয়া বসিলেন। গোঁসাই বলিলেন, "বাবা! আমার বাড়ীতে একখানিও ভাল খাট নাই, তাই শুইবার বড়ই অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকি। অতএব তোমার এই খাটখানা আমাকে দাও, আমি তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিব।" উত্তরে শিষ্য বলিলেন, "প্রভু! আমি সখ করিয়াই নিজের জন্য এই খাটখানা দেড়শত টাকা মূল্য দিয়া সবে মাত্র নূতন ক্রয় করিয়া আনিয়াছি, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত একদিনও ইহা ব্যবহার করি নাই। কারণ খাট আনিবার পরদিনই আপনি আমাদের বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াছেন। আপনার দর্শনে মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল। ভাবিলাম, নূতন খাটে প্রথম গুরুদেবের পদধূলি পড়িলেই আমার খাটখানা পবিত্র হইবে ও আমি ধন্য হইব; তাই এই নূতন খাটে প্রথমেই আপনার শয়নের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। যাহা হউক এখন আপনার কথার উপর আমি আর কি আপত্তি করিব? কারণ দীক্ষামন্ত্র গ্রহণের সময়ইত টাকা-পয়সা, বাড়ী-ঘর, ধনজনাদি 'আমার' বলিতে যাহা কিছু আছে, সেই সমস্তই আপনাতে অর্পণ করিয়াছি। এখন আমাদের 'আছে' বলিতে একমাত্র আপনার শ্রীচরণই সম্বল, অন্য কিছুই আমাদের নাই। অতএব খাটখানাও আপনারই হইল।" এই বলিয়া শিষ্য চলিয়া গেলেন।

এদিকে আহারাদির পরে গুরুদেব নৌকায় চড়িয়া দেশে যাইবেন, তাই গুরুদেবের সমস্ত চাউল, ডাল, তৈল, লবণ, নারিকেল, কচু ইত্যাদি শিষ্যের দেওয়া মালপত্র নৌকায় উঠান হইল। ক্রমে সেই গাভী এবং খাটটিও নৌকায় উঠিল। এখন গুরুদেবের নৌকায় উঠিবার সময় উপস্থিত, সেই বাড়ীর স্ত্রী, পুরুষ সকলেই একে একে গোঁসাই প্রভুকে বার্ষিকের টাকা দিয়া প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন। সর্ব্বশেষে বাকি আছেন মাত্র সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কনিষ্ঠ ভ্রাতা। গোঁসাই প্রভু তাহাকে সংবাদ দিলেন। কনিষ্ঠ চাকর রামদাসের হাতে একখানা কুঠার দিয়া বলিলেন, "রামা ! এই নিয়া আমার সঙ্গে চল।" অতঃপর তিনি কুঠার হস্তে রামদাস সহ গোঁ নিকট পৌছিয়াই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু! আপনিত যাইতেছেন, আমাদিগকে কি দিয়া গেলেন ? আমরা কি লইয়া থা এই বাড়ী-ঘর স্ত্রী-পুত্র, টাকা-পয়সা সমস্তই ত আপনার, তাই আজ এবং খাট ইত্যাদি যাহা কিছু আপনার মনোমত জিনিষ সকলই নিতে পারেন এবং তাহাতে আমরা কেহই কোন আপত্তিও করিব না। আমাদের একমাত্র জিনিষ আপনার শ্রীচরণ দুইখানি আপনি কি নিবেন ? এই চরণ দুই খানি আমাদের প্রাপ্য বস্তু। শ্রীগুরুর এ একমাত্র শিষ্যেরই অধিকার, সুতরাং আজ আপনার এই শ্রীচরণ দু কাটিয়া রাখিয়া দিব।"

এই বলিয়া শিষ্য গুরুর পা দুইখানা সজোরে চাপিয়া ধরিয়া, রামদাসকে বলিলেন, "রামা! শীঘ্র এই চরণ দুখানা কুঠার দ্বারা রাখিয়া দে।" ইহা শুনিয়াই গোঁসাই চমকিয়া উঠিলেন এবং রা হস্তে কুঠার দেখিয়া তাঁহার আত্মারাম প্রায় খাঁচা ছাড়া হই গোঁসাই ভয়ে 'মরিলাম, মরিলাম' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগি গোঁসাইর চীৎকার শুনিয়া বাড়ীর সমস্ত লোক এবং পার্শ্ববর্ত্তী ৪।৫টী ব বহুলোক সমবেত হইল। এদিকে সেই গুরুদেবের পা কাটিয়া জন্য শিষ্য পুনঃ পুনঃই রামদাসকে ধমকী দিয়া আদেশ করিতেছে নিজেও গুরুর পা দুইখানা জড়াইয়া ধরিয়া টানাটানি করিতেছেন। দিকে রামদাস ছোট কর্ত্তার ধমকী ও গুরুদেবের পা কাটিয়া নেওয়ার শুনিয়া কিং-কর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে দণ্ডায়মান। সকলে এই ঘটনা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং অনেকে উচ্চ হাস্য করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুদেব ভাবিলেন যে, কনিষ্ঠ শিষ্য যেরূপ দুর্দ্দান্ত, হয়ত এখনই সে আমার পা দুইখানা কাটিয়া ফেলিবে। এই ভাবিয়া, গোঁসাই পুনঃ পুনঃ চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "বাবা! তোমাদের গাভী ও খাট ইত্যাদি সমস্তই রাখিয়া আমাকে অব্যাহতি দাও, আমি খালি হাতেই দেশে চলিয়া যাইব, তবু আমার পা না কাটিয়া আমাকে ছাড়িয়া দাও!" কিন্তু শিষ্য পা কাটিয়া নিবে বলিয়াই দৃঢ়তার সহিত মনের ভাব প্রকাশ করিয়া ভাবভঙ্গি দেখাইতেছেন। এইভাবে বহুক্ষণ কাটিল। পরে, গুরুদেবের বহু কান্নাকাটি ও কাকুতি মিনতিতে শিষ্য পা ছাড়িয়া দিয়া গুরুদেবকে বলিলেন, "ঠাকুর! আজ তোমার বড়ই শুভ দিন, সকলের অনুরোধে তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম। যে সকল দ্রব্য নৌকায় উঠাইয়াছ, সেই সকল লইয়া এই মুহূর্ত্তেই দেশের দিকে চলিয়া যাও। সাবধান! ভবিষ্যতে আর কখনও কোন শিষ্য-বাড়ী যাইয়া, এইরূপ লোভী হইয়া নিকৃষ্ট অন্তঃকরণের পরিচয় দিও না।" তখন গুরুদেব 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাচি' বলে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। সেই সময়ই নৌকা লইয়া গোঁসাই প্রভু দেশের দিকে চম্পট দিলেন। এই গোঁসাই বাকি জীবনে আর কখনও এই শিষ্যের বাড়ীতে পদধূলি দিতে আসেন নাই, এবং অন্য শিষ্য-বাড়ী যাইয়াও আর এইরূপ কখনও জঘন্য বৃত্তির পরিচয় দেন নাই।

মহাঃ—বৎস! আজকালের দিনে এইরূপ ঘটনার অভাব নাই। তাই এই বিষয়ে তন্ত্রও বলিয়াছেন,—

গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্য-বিত্তাপহারকাঃ।

দুর্ল্লভস্তু গুরুর্দ্দেবি! শিষ্যতাপাপহারকঃ॥ (মায়াতন্ত্র)

অর্থাৎ—"হে দেবি! শিষ্যবিত্তাপহারক বহু গুরুই এই পৃথিবীতে আছে, কিন্তু শিষ্যের তাপ অপহরণকারী (অর্থাৎ আসক্তি, বাসনা ও কর্ম্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং অজ্ঞানাদিজনিত দুঃখ দূরকারী) গুরু জগতে অতীব দুর্লভ।" বলিয়াছেন—

কিং দুর্ল্লভং ? সদ্‌গুরুরস্তি লোকে সৎসঙ্গতিঃ ব্রহ্মবিচার

অর্থাৎ—"জগতে দুর্লভ কি ? সদ্‌গুরু, সাধুসঙ্গ ও ব্রহ্ম এই তিনটী জিনিষ অতীব দুর্লভ। সৌভাগ্যবান পুরুষ ব্যতীত সাধারণের ভাগ্যে তাহা ঘটে না।" বৎস ! তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষগণ, কেবল হইতে অর্থোপার্জ্জন দ্বারা নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্যই শিষ্য গ্রহণ করে অজ্ঞানী শিষ্যের প্রতি দয়াপরবশ হইয়াই, তাহাকে মায়াবন্ধন হইতে করিবার জন্য, আত্মজ্ঞ ব্যক্তি শিষ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন মাত্র। শাস্ত্রও বলিয়াছেন,—

শুশ্রূষা-লাভ-পূজার্থং যশোহর্থং বা পরিগ্রহঃ।
শিষ্যাণাং ন তু কারুণ্যাৎ স জ্ঞেয়ঃ শিষ্যসংগ্রহঃ॥

(মনুভাষ্যে মেধা

অর্থাৎ—"শুশ্রূষা লাভ, পূজা প্রাপ্তি বা যশের আকাঙ্ক্ষায়, অর্থ প্রাপ্তি প্রভৃতি লোভের বশবর্ত্তী হইয়া গুরুগণ শিষ্য সংগ্রহ করেন শিষ্যের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া যে শিষ্য করেন, তাহাকেই শিষ্য বলা হয়।" তোমরা বিচার বিহীন শিষ্যগণ ঘোর বিষয়-পিপাসু গৃহী গুরুগণের কথায়ই সমস্ত জীবন হাহাকার রবে বিপথে ভ্রমণ থাক। জগতে বেদাদি শাস্ত্রাভিজ্ঞ ও ব্রহ্মজ্ঞ গুরু অতীব দুর্লভ। সেরূপ মহাপুরুষ যদিও দৈবাৎ কাহারও ভাগ্যক্রমে মিলে, তবু গুণসম্পন্ন প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তি ব্যতীত, সর্ব্বসাধারণে তাঁহাকে চিনিতে তাঁহার শিষ্য হইতে সমর্থ হয় না।

—:০:—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিষ্য বিচার।

মহাঃ—মহামতে! এই দৃশ্যমান ব্যবহারিক জগতের বস্তু বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার পক্ষে যেমন স্কুলের মাষ্টার মহাশয়গণ গুরুপদবাচ্য; সেইরূপ অদৃশ্য পারমার্থিক জগতের পরমতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞানলাভ করার জন্য দীক্ষাদাতাগণই সমাজে 'গুরু' নামে অভিহিত হন। স্কুলের গুরুগণ অনুপযুক্ত থাকিলে যেমন তাঁহাদের ছাত্র-শিষ্যদের মেধাশক্তি থাকা সত্ত্বেও, উহারা উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে উন্নতি লাভ করিতে পারে না, আধ্যাত্মিক জগতের দীক্ষাদাতা গুরুগণও অনুপযুক্ত হইলে, মুমুক্ষু শিষ্য জ্ঞান-পিপাসায় ছটফট করিয়া দিন কাটায়। অর্থাৎ তীব্র ভোগ-পিপাসু ও বিষয়াসক্ত অনুপযুক্ত গুরুর হাতে পড়িলে, সেই মুমুক্ষু শিষ্যের মানসিক উন্নতি হওয়া ত দূরের কথা, বরং তাহার আরও দুর্গতির একশেষ হয়। পক্ষান্তরে উপযুক্ত গুরুর হাতে অনুপযুক্ত শিষ্য পড়িলেও সেই গুরুর ঘোরতর অশান্তির কারণ হইয়া পড়ে। সুতরাং শিষ্য উপযুক্ত, গুরু অনুপযুক্ত, আবার গুরু উপযুক্ত, শিষ্য অনুপযুক্ত, এই উভয় ক্ষেত্রেই আশানুরূপ ফল লাভের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। যে ক্ষেত্রে গুরু ও শিষ্য উভয়েই উপযুক্ত, সে ক্ষেত্রে দৈব ও পুরুষকারের মণিকাঞ্চন সংযোগের ন্যায় অপূর্ব্ব ফল পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মজ্ঞ সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণের শিষ্য কিরূপ হইবে, তদ্বিষয়েও শাস্ত্রবাক্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, তোমাদিগকে উপদেশ গ্রহণের উপযুক্ত শিষ্যের স্থান অধিকার করিতে হইবে। গুরুকে শিষ্য গ্রহণকালে, কি ভাবে শিষ্যের উপযুক্ততা-অনুপযুক্ততা পরীক্ষা করিয়া, পরে শিষ্য গ্রহণ করিতে হয়, এখন তাহাই তোমাদিগকে বলিব। কারণ তোমরা সর্ব্বদাই মনে ভাব যে, শিষ্য বলিতে হস্তপদাদি বিশিষ্ট যে কোনও রকমের একটা মানুষ হইলেই হয়; কেবল গুরুই উপযুক্ত হওয়া চাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত—প্রভু! শিষ্য বিচার কাহাকে কহে?

মহাঃ—বৎস! আজকাল সংবাদপত্রের সম্পাদকের সমা করিবার যেমন কেহই নাই, অথচ তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সমালোচক; ঠিক তোমাদের শিষ্য লক্ষণেরও সমালোচনা করিবার কেহ নাই, অথচ সকল গুরুর সমালোচক। সম্পাদকের শাণিত শতমুখী লেখনীর দাঁড়াইয়া তাহার সম্বন্ধে কাহারও যেমন কোন কথা বলিবার নাই, বর্ত্তমান যুগের বাক্যবীর শিষ্যদলের সম্মুখে দাঁড়াইয়াও গুরুকুলের কোন কথা বলিবার সাধ্য নাই; কেননা গুরু একমুখ শতমুখ। গুরু হয়ত উর্দ্ধসংখ্যা সংস্কৃত ভাষায় ২।১টী শ্লোকে ২।১টী কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন, শিষ্য হয়ত ইংরেজী ভাষায় করিয়াই তাঁহাকে উড়াইয়া দিবেন। শিষ্য গুরুকে শাস্ত্রের কষ্টি কসিয়া লইবেন, কিন্তু গুরুকে শিষ্যের গিল্টি দেখিয়াই হাঁ করিয়া হইবে। কারণ গুরুর সম্বল শুধু আত্মজ্ঞান, শিষ্যের বাহুবল— আজকাল তোমাদের শিষ্যমহলে এমন একটা হৈ হৈ রব উঠিয়া 'যথাশাস্ত্র উপযুক্ত গুরু আর কিছুতেই পাওয়া যায় না।' ইহা দ্বারা হয় যে, যথাশাস্ত্র শিষ্যের আর অভাব নাই। কিন্তু আমি বুঝিয়া পারি না, গুরু দুর্ল্লভ কি শিষ্য দুর্ল্লভ? একশত গুরুর মধ্যে সদ্‌গুরু আজও দুর্ল্লভ নহে? কিন্তু সহস্র শিষ্যের মধ্যে একটীও শিষ্য পাওয়া যায় কি? ফলতঃ উপযুক্ত গুরু হইলে যেমন যোগ্য অভাব নাই, সেইরূপ যোগ্য শিষ্য হইলেও উপযুক্ত গুরুর কোনই হয় না। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

দেবে তীর্থে দ্বিজে মন্ত্রে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ।
যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী॥

অর্থাৎ—"দেবতা, তীর্থ, দ্বিজ, মন্ত্র, দৈবজ্ঞ, ঔষধ ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহার যেমন ভাবনা, সিদ্ধিও তাদৃশই হইবে।" ইহার ভাবার্থ এই যে, এই কয়টী বিষয়ে যে যত তন্ময় হইয়া গভীর চিন্তা করিবে, তাহার ফলও সে সেই পরিমাণেই পাইবে। বৎস! আজকাল অনুপযুক্ত গুরু বলিয়া অনেকেই গুরুর প্রতি ঘৃণার কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে সুপটু, কিন্তু 'আমি শিষ্য হইবার কতদূর উপযুক্ত পাত্র,' ইহা বিবেচনা করিবার লোক কয় জন আছে? তোমাদের একবার চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, তুমি আমি যে পরিমাণে উপযুক্ত পাত্র, তাহাতে গুরুমাত্রকেই অনুপযুক্ত মনে করা নিতান্তই স্পর্দ্ধার বিষয় ও নিতান্ত অর্ব্বাচীনের কাজ। নব্য ইংরেজী শিক্ষিত যুবকযুবতীবৃন্দ 'গুরু' বলিতেই ইহাদের অন্তঃকরণে এইরূপ একটী অযৌক্তিক ও ভ্রান্ত সংস্কার হয় যে, "তুষারমণ্ডিত হিমাদ্রিশিখরে, বিজন গিরিগহ্বরে, বা লোকালয়ের অতীত কোন শ্বাপদাকীর্ণ গভীর মহারণ্যের পর্ণকুটীরে, বদ্ধপদ্মাসন, মুদ্রিতলোচন, যোগীরাজ বসিয়া আছেন।" স্বীকার করিলাম—তিনি সদ্‌গুরু, কিন্তু তাহাতে তোমার ফল কি? অগাধ গভীর সমুদ্রগর্ভে অনন্ত রত্ন সুসজ্জিত রহিয়াছে সত্য, কিন্তু যদি তাহা কুড়াইয়া লইবার ক্ষমতা না থাকে, তবে তাহাতে তোমার আমার লাভ কি?

ভক্ত—প্রভু! কিরূপ ব্যক্তি শিষ্য হইবার অধিকারী, কৃপা করিয়া তাহাই উপদেশ করুন।

মহাঃ—বৎস! যে ব্যক্তি গুরু ও ঈশ্বরে ভেদজ্ঞান না রাখিয়া, গুরুকেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর জ্ঞানে, অকপট হৃদয়ে, কায়মনোবাক্যে গুরুসেবায় তৎপর এবং শ্রীগুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সাধনে নিরত থাকেন, তিনিই প্রকৃত শিষ্য। যে প্রকৃত জিজ্ঞাসু, সেই শিষ্যই উপদেশ গ্রহণের অধিকারী। কারণ সর্ব্বশাস্ত্রেরই বিধান এই যে, জিজ্ঞাসু না হইলে তাহাকে উপদেশ দিতে নাই, দিলে উপদেশ ব্যর্থ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মবাসনয়া যুক্তো বুভুৎসুর্ব্যগ্রমানসঃ।
সংশ্রয়েৎ সদ্‌গুরুং প্রাজ্ঞং দম্ভাদিদোষবর্জ্জিতঃ॥
গুরুসেবারতো নিত্যং তোষয়েদ্ গুরুমীশ্বরম্।
তত্ত্বাতীতো ভবেত্তত্ত্বং লব্ধ্বা গুরুপ্রসাদতঃ॥ (শান্তি গী

অর্থাৎ—"আত্মতত্ত্ব জানিবার জন্য তীব্র বাসনা যুক্ত, সং বিষয়ে জিজ্ঞাসু, পূর্ব্বোক্ত তত্ত্ব সকল জানিবার জন্য উদ্বিগ্নমনা ও দ দোষ-বর্জ্জিত হইয়া শিষ্য প্রাজ্ঞ সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। শ্রদ্ধা গুরুসেবায় নিরত হইয়া ঈশ্বরবুদ্ধিতে নিয়ত গুরুকে তুষ্ট অনুগ্রহ এই প্রকার করিলে একমাত্র শ্রীগুরুর কৃপাতেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ স্বী তত্ত্বাতীত হওয়া যায়। (১) সুতরাং এইরূপ ব্যক্তিই সদ্‌গুরুর শিষ্য গুর একমাত্র অধিকারী এবং সদ্‌গুরুও মাত্র তাহারই নিকট আত্মপ্র করেন। তন্ত্রশাস্ত্রও বলেন,—

---

(১) আত্মবাসনয়া যুক্তঃ,—অর্থাৎ—আত্মজ্ঞান লাভের বা আ জানিবার ঐকান্তিক ইচ্ছাযুক্ত। তাৎপর্য্য এই,—মানব নিজের স্বরূপত্ব ভুলিয়া গিয়া প্রাকৃত মোহে মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। প্র যে 'আমি আমি' করিতেছে, সেই 'আমির' স্বরূপ জানিবার জন্য প্রাণ আকুলি-বিকুলি করে, তখনই সে হয় 'আত্মবাসনয়া যুক্ত' এবং হইল সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভের প্রথম সোপান। বুভুৎসুঃ—অর্থাৎ জি সংসারের ঘাত-প্রতিঘাত খাইতে খাইতে যাহার সংসারের তত্ত্ব জা জন্য এবং সংসার-মরুর পরপারে কোন চিরন্তন শান্তিনিবাস আছে তাহা জানিবার জন্য যাহার প্রাণ আকুল হইয়াছে, সে-ই হইল বু ব্যগ্রমানসঃ—অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব জানিবার জন্য মানসিক ব্যগ্রতা একমাত্র আত্মজ্ঞান ব্যতীত বিবিধ বাসনা জালে যাহার চিত্ত-সাগর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শান্তো বিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্ ধারণক্ষমঃ।
সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতো যতিঃ।
এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শিষ্যো ভবতি নান্যথা॥
পুণ্যবান্ ধার্ম্মিকঃ শুদ্ধো গুরোর্ভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
শিষ্যযোগ্যো ভবেৎ সো হি দানধ্যানপরায়ণঃ॥ (তন্ত্রসার)

অর্থাৎ—"যে ব্যক্তি শান্ত, বিনীত, শুদ্ধাত্মা, শ্রদ্ধাবান্, ধৈর্য্যপরায়ণ, কার্য্যদক্ষ, সৎকুলজাত, প্রাজ্ঞ, সচ্চরিত্র ও আচারবান্ তাহাকেই শিষ্যরূপে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যে এই সকল গুণবিশিষ্ট নহে, তাদৃশ ব্যক্তিকে শিষ্য স্বীকার করা কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি পুণ্যবান্, ধর্ম্মপরায়ণ, শুদ্ধচিত্ত, গুরুভক্ত, জিতেন্দ্রিয়, দাতা ও যাহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদা ধ্যাননিরত সেই ব্যক্তিই শিষ্য হইবার উপযুক্ত পাত্র।" নিষিদ্ধ শিষ্য লক্ষণ বিষয়েও তন্ত্রসার বলিতেছেন,—

পাপিনে ক্রূরচেষ্টায় শঠায় কৃপণায় চ।
দীনায়াচারশূন্যায় মন্ত্রদ্বেষপরায় চ॥
নিন্দকায় চ মূর্খায় তীর্থদ্বেষপরায় চ।
গুরুভক্তিবিহীনায় ন দেয়ো মলিনায় চ॥

অর্থাৎ—"যে ব্যক্তি পাপী, ক্রূরকর্ম্মপরায়ণ, শঠ, কৃপণ, অতি দীন,

---

হইয়া উঠে না, সেই ব্যক্তিই হইল ব্যগ্রমানস। দম্ভাদিদোষবর্জ্জিতঃ—অর্থাৎ আসুরিকভাব রহিত। দম্ভ—ধর্ম্মধ্বজিত্ব; অভিমান—আপনাতে অতি পূজ্যত্বের অভিমান; ক্রোধ—রোষ; পারুষ্য—নিষ্ঠুরতা; অজ্ঞান—অবিবেকাভাব। এই সমস্ত দোষ হইতে যিনি আপনাকে মুক্ত করিতে পারিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আচারবিহীন, মন্ত্রদ্বেষী, নিন্দুক, মূর্খ, তীর্থদ্বেষী, মলিনচিত্ত এবং যে গুরুভক্তিশূন্য তাহাকে কদাচ মন্ত্র দান করা কর্ত্তব্য নহে।"- এই কারণেই গুরু এবং শিষ্য পরস্পর পরস্পরকে উত্তমরূপে পরীক্ষান্তে, গুরু সম্বন্ধ স্থাপন করার জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

সদ্‌গুরুঃ স্বাশ্রিতং শিষ্যং বর্ষমেকং পরীক্ষয়েৎ ॥ (সার সংগ্র

অর্থাৎ—"গুরু বা শিষ্য গ্রহণ করিতে হইলে, প্রথমতঃ এক বৎসর কাল একত্র অবস্থিত থাকিয়া, পরস্পর পরস্পরের চ বিশেষভাবে পরীক্ষা করতঃ গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিবে।" কারণ জন্য গুরুকে গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। তাই কথিত আছে যে,—

রাজ্ঞি চামাত্যজো দোষঃ পত্নীপাপং স্বভর্ত্তরি।
তথা শিষ্যার্জ্জিতং পাপং গুরুঃ প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥ (সার স

অর্থাৎ—"অমাত্য পাপ করিলে সেই পাপ রাজাতে, স্ত্রী করিলে সেই পাপ পতিতে এবং শিষ্যকৃত পাপ গুরুতে সংক্রা থাকে।" এই জন্যই স্বভাবাদি পরীক্ষান্তে শিষ্য গ্রহণ করা ক এরূপ শাস্ত্র প্রমাণের অভাব নাই। (১)

---

(১) আগমসারে লিখিত আছে যে,—

অলসা মলিনাঃ ক্লিষ্টা দাম্ভিকাঃ কৃপণাস্তথা।
দরিদ্রা বিলাসী রুষ্টা রাগী চ ভোগলালসাঃ।
অসূয়ামৎসরগ্রস্তাঃ সদা পরুষবাদিনঃ।
অন্যায়োপার্জ্জিতধনাঃ পরদাররতাশ্চ যে।
বিদুষাং বৈরিণশ্চৈব ত্যাজ্যাঃ পণ্ডিতমানিনঃ।
ভ্রষ্টাচারাশ্চ যে কষ্টবৃত্তয়ঃ পিশুনাঃ খলাঃ ॥
বহ্বাশিনঃ ক্রূরচেষ্টা দুরাত্মানশ্চ নিন্দিতাঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত—প্রভু! আপনার বাক্য দ্বারা এখন স্পষ্টই বুঝিতেছি যে, যেমন আমরা শিষ্যগণ অন্ধ, আমাদের গৃহী ব্যবসায়ী গুরুগণও সেইরূপই চোখে দেখেন না। সুতরাং আমরা উভয়েই দৃষ্টিশক্তিহীন এখন আমাদের দশা যে কি হইবে, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না।

মহা—বৎস! গুরু ও শিষ্য উভয়েই যদি অজ্ঞানান্ধ হয়, তবে তাহাদের অবস্থা এইরূপই হইয়া থাকে। তাই ব্রহ্মজ্ঞ কবীরজী বলিতেন,—

জাকো গুরু হ্যায় আঁধারা, চেলা কহাঁ করায়।
অন্ধে অন্ধ চেলিয়া, দোউ কূপ পরায়॥

অর্থাৎ—"পথপ্রদর্শক গুরুই যাহাদের অন্ধ, তাহাদের শিষ্যেরা কি করিবে? অন্ধ অন্ধ কর্ত্তৃক চালিত হইয়া উভয়েই কূপে পড়িয়া মরে।" যেমন কোন এক স্থানে একজন অন্ধ আর একজন অন্ধের নিকট নিজে অন্ধ একথা গোপন করিয়া, পদ্মলোচন বলিয়া পরিচয় দিয়া, তাহাকে পথ দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। প্রথমে কিঞ্চিৎ কণ্টকে পড়িয়া কোন প্রকারে সারিয়া আসিতে পারিয়া, পদ্মলোচন অন্ধ অন্য অন্ধকে তিরস্কার

ইত্যেবমাদয়োঽন্যেঽপি পাপিষ্ঠাঃ পুরুষাধমাঃ।
এবম্ভূতাঃ পরিত্যাজ্যাঃ শিষ্যত্বেনোপকল্পিতাঃ॥

অর্থাৎ—"যে সকল ব্যক্তি আলস্যপরায়ণ, মলিনচিত্ত, সর্ব্বদা কাতর ভাবাপন্ন, দাম্ভিক, কৃপণ দরিদ্র, চিররোগী, সর্ব্বদা রুষ্ট, বিলাসী, রাগী, ভোগেচ্ছু, পরশ্রীকাতর, মাৎসর্য্যবান্ সর্ব্বদা কর্কশভাষী, অসদুপায়ে ধনোপার্জ্জনকারী, পরস্ত্রীগামী, পণ্ডিতদ্বেষী, পাণ্ডিত্যাভিমানী, সদাচারভ্রষ্ট, পৈশাচিকভাবাপন্ন, খল, বহুভোজী, ক্রূরকর্ম্মা, দুঃশীল, নিন্দিত এই প্রকার অন্যান্য পাপাচারী নরাধমকে কখনও 'শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া বলিল—"বেটা কিছুই দেখিতে পাস্ না, কাঁটার মধ্যে পড়িলি।" এই কথা বলিতে বলিতে সম্মুখের কুয়ার মধ্যে উভয়ে পতিত হইল, তখন সেই অন্য অন্ধ আর না বলিয়া থাকিতে পারিল; বলিল—"তুমিও যেমন পদ্মলোচন, আমিও তেমনই পদ্মলোচন।" এতক্ষণে বুঝিলাম যে, আমিও যেমন অন্ধ, তুমিও সেইরূপই চক্ষু এইরূপ আজকালের অজ্ঞান গৃহী গুরুকেও একদিন শিষ্য বলিবে 'তুমিও যেমন পদ্মলোচন, আমিও তেমন পদ্মলোচন।' অতএব যেমন অন্ধ ব্যক্তি অন্য অন্ধ ব্যক্তির কিছুতেই পথপ্রদর্শক হইতে পারে না, সেইরূপ ঘোর বিষয়াসক্ত গৃহস্থাশ্রমী দুই ব্যক্তি পরস্পর পরস্পরের গুরুশিষ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া মায়ানদী পার হইয়া যাইতে, অর্থাৎ আ লাভে পারমার্থিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলে, তাহারা জড়াজড়ি করিয়া সেই মায়নাদীতে ডুবিয়া মরে। ভক্ত কবি তুলসী বলিয়াছেন,—

গুরু লোভী শিখ্ লালচী দোনো খেলে দাঁও।
দোনো বপুয়া ডুব মরে চড়ি পাথরকা নাও॥

অর্থাৎ—"লোভী গুরু এবং ভবসুখে একান্ত পিপাসু শিষ্য, উ যদি একত্র পরামর্শ করিয়া সংসার সমুদ্র পার হওয়ার জন্য গমন করে, অজ্ঞানতা রূপ প্রস্তরের নৌকায় আরোহণ করিয়া, সেই সংসার সমুদ্র হইতে না পারিয়া উভয়েই ডুবিয়া মরে।" সুতরাং তোমরা সর্ব্বদাই রাখিবে যে, সদ্গুরু অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ ক হইলে, নিজেও উপযুক্ত হওয়া চাই।

—:০:—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনধিকারী শিষ্য।

ভক্ত—প্রভু! আজকাল আমাদের দেশে দেখাদেখি হুজুকে মাতিয়া অনেকেই সন্ন্যাসীর শিষ্য হইয়া পড়েন। তাহারা অনেকেই মনে করেন যে, কোন সন্ন্যাসী মহাপুরুষের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারিলেই, আমরা ধনে জনে পরিপূর্ণ থাকিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতে পারিব।

মহাঃ—বৎস! সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা বিলাসের বস্তু নহে, ক্ষণিক মনোবেগের কার্য্যও নহে; তাহা জীবনব্যাপী সাধনার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষার সুধাময় ফল। ক্ষণিক আবেগে বা লোকের দেখাদেখি, অর্থাৎ লোকে সদ্গুরুর শিষ্য বলিয়া সম্মান করিবে এই লোভে, নাম যশের আকাঙ্ক্ষায়, বহু অজ্ঞ লোক সদ্গুরুর শিষ্য হইয়া পরিণামে স্বকার্য্য দ্বারা সদ্গুরুর শিষ্যত্বের যে কি পরিমাণ অবমাননা করে, তাহা বর্ণনাতীত। আবার বহু সদ্গুরুও এবম্প্রকার শিষ্যের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হন। সদ্গুরুর আশ্রয় লইলেই তোমরা সাংসারিক সুখ-শান্তি ও খ্যাতি-প্রতিপত্তির সহিত ধনে-জনে পরিপূর্ণ থাকিয়া অবস্থিতি করিতে পারিবে, এই ভ্রান্ত ধারণা তোমাদের কিরূপে জন্মিল? বেদ-বেদান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া যে কোনও শাস্ত্রাদি দ্বারা এইরূপ কোন দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিবে কি? বরং ধার্ম্মিকেরাই পদে পদে দুঃখকষ্টে পিষ্ট হইয়াছেন। কি প্রকারে তোমাদিগকে ত্যাগের পবিত্র পথে অগ্রসর করাইব, তাহারই চিন্তায় আমাদিগকে আকুল হইতে হয়। তথাপি তোমরা ভোগ্য বস্তু পাওয়ার জন্য আমাদিগকে অতিষ্ঠ করিয়া তোল। যোগ্য অধিকার অর্জ্জন না করিয়া, হুজুগের বশে সদ্গুরুর শিষ্য হইয়া কত জন যে হা-হুতাস করিয়া মরিতেছে, তাহার সীমা সংখ্যা নাই। তাহাদের ধারণা, সদ্গুরুর শিষ্য হওয়া মাত্রই জীবন রূপান্তরিত হইয়া যাইবে। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নয়। বীজ যতই সতেজ ও সজীব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হউক না কেন, ভূমি যদি উষর থাকে এবং তাহাও যদি উত্তমরূপে কর্ষিত না হয়, তাহা হইলে তাহাতে সুফলের আশা করা যায় না। অনেকে নিজের অধিকারিত্ব বা সাধন-সম্পদের উপর লক্ষ্য না করিয়া, কেবল সদ্গুরুর নিকট এক মুহূর্ত্তে কেন সব হইয়া গেল না, এই জন্য সদ্গুরুর কৃপার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া থাকে। মনে কর একই ক্লাসে ৩০টী ছাত্র পড়ে, তন্মধ্যে একটী প্রথম বিভাগে পাশ করিল, অপর একটী দুই বৎসরেও সেই বিভাগ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিল না;—ইহা কি সেই স্কুলের গুরু (মাষ্টার) মহাশয়ের দোষ, না অনধিকারী ছাত্রের দোষ? স্কুলের গুরুমহাশয় সকল ছাত্রকেই সমান উপদেশ দান করিয়াছিলেন। ঠিক সেইরূপ সদ্গুরুর কৃপা অধিকারী শিষ্যের মন যেরূপ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে, অনধিকারী শিষ্য কিছুতেই সেরূপ ক্ষমবান্ হইবে না। ইহা কি গুরুর দোষ না শিষ্যের দোষ? সুতরাং অধিকার অর্জ্জন করিয়া, তবে সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আর, নিজে অনধিকারী হইলে, তজ্জন্য অনর্থক গুরুর উপর দোষারোপ না করিয়া, নিজ অনুপযুক্ততার প্রতিই সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হয়। কারণ যে পর্য্যন্ত নিজের দোষ নিজে নিরীক্ষণ করিতে না পারিবে, সে পর্য্যন্ত কিছুতেই তোমার উন্নতির আশা নাই।

ভক্ত—প্রভু! আমরা অনেকের নিকটেই শুনিতে পাই, আত্মজ্ঞ মহাপুরুষের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারিলে, পরে গুরুই শিষ্যকে মুক্ত করিয়া লইয়া যাইবেন। তখন একমাত্র গুরুর কৃপাতেই সব হইয়া যাইবে, এইজন্য শিষ্যকে আর ভাবিতে হইবে না। কিন্তু আপনার কথায় বুঝিতেছি, উপযুক্ত শিষ্যকে সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কায়মনোবাক্যে আত্মোন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে।

মহাঃ—বৎস! এই সকল অজ্ঞের উক্তি তোমরা কোথায় পাও? আত্মজ্ঞ গুরুর কৃপা ব্যতীত কেবল শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারাই আত্মজ্ঞান লাভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না।—একথা অতি সত্য; পরন্তু তৎপ্রাপ্তির জন্য নিজের দৃঢ় যত্ন করিতেই হইবে। তোমার ক্ষুধাজনিত কষ্ট উপশমের জন্য অন্যে ভোজন করিলে চলিবে কি? তোমার নিজের চেষ্টা দ্বারা নিজের ভোজন ভিন্ন অন্য কোন উপায়েই অন্যের দ্বারা যেমন ক্ষুধার শান্তি কিছুতেই হইতে পারে না; ঠিক তদ্রূপ পরম শান্তির জন্য নিজেই সদ্গুরুর সঙ্গ করিয়া নিজের মনদ্বারা বিচারশক্তি বলে আত্মজ্ঞান লাভ করতঃ, নিজেই নিজের মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া, নিজেই নিজেকে মুক্ত করিতে হইবে; ইহা ত পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি। গুরুদেব মুক্ত পুরুষ হইলেই যে আমিও মুক্ত পুরুষ হইলাম, তাহা কখনও নয়। বেদান্ত বলিয়াছেন,—

পথ্যমৌষধঃ সেবা চ ক্রিয়তে যেন রোগিণা।
আরোগ্যসিদ্ধির্দৃষ্টাস্য নান্যানুষ্ঠিতকর্ম্মণা॥

অর্থাৎ—"রোগী নিজে ঔষধ ও পথ্যাদি সেবন করিলেই আরোগ্য লাভ করিতে পারে, কিন্তু অন্যের অনুষ্ঠিত ঐরূপ কার্য্য দ্বারা আরোগ্য লাভ করিতে পারে না।" যেমন, কোন রোগীকে কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক আসিয়া স্পর্শ করিবা মাত্র তন্মুহূর্ত্তেই সেই রোগী রোগমুক্ত হয় না, সেই চিকিৎসকের আদেশানুযায়ী রোগীকে ঔষধপথ্যাদি সেবন করিয়া ক্রমে রোগমুক্ত হইতে হয়; এই ভবব্যাধিগ্রস্ত, মায়া-মোহে অভিভূত জীবও ঠিক তদ্রূপ, ভবব্যাধিচিকিৎসক আত্মজ্ঞ মহাপুরুষকে গুরুরূপে স্পর্শ করা মাত্রই তৎক্ষণাৎ সেই শিষ্যের আত্মজ্ঞান লাভ হইয়া মায়াবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায় না। শিষ্যকে গুরুর আদেশানুযায়ী, নিজে শ্রবণ মননাদি করিয়া, ভবব্যাধি হইতে মুক্ত হইতে হয়। শিবসংহিতা বলিয়াছেন,—

গুরুং সন্তোষ্য যত্নেন যো বৈ বিদ্যামুপাসতে।
অবিলম্বেন বিদ্যায়াস্তস্যাঃ ফলমবাপ্নুয়াৎ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ—"যিনি যত্নবান হইয়া গুরুকে প্রসন্ন করতঃ তাঁহার অনুসারে জ্ঞানানুশীলন করেন, তিনিই আশু সেই বিদ্যার ফল লাভে সমর্থ হন।" বেদান্তও বলিয়াছেন,—

অবিদ্যাকামকর্ম্মাদি-পাশবন্ধং বিমোচিতুম্।
কঃ শক্নুয়াদ্বিনাত্মানং কল্পকোটিশতৈরপি॥

অর্থাৎ—"আত্ম প্রযত্ন (নিজের ঐকান্তিক আগ্রহ) ভিন্ন শত কল্পেও কেহ অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মাদি রূপ পাশ-বন্ধন (মায়া বা অজ্ঞ বন্ধন) ছেদন করিতে সক্ষম হয় না।" অতএব সদ্‌গুরুর আদেশ আমি কার্য্য না করিলে, আমাকে মুক্ত করিতে মুক্তাত্মারও ক্ষমতা তাই বলিতেছি, যত দিন পর্য্যন্ত তুমি তোমার মনের দিকে লক্ষ্য বিচার দ্বারা তোমার মনের দোষের প্রতি দৃষ্টি করিতে না পারিবে, পর্য্যন্ত স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব আসিয়া তোমার উপদেষ্টা হইলে কিছুতেই সুখী হইতে পারিবে না। গুরু সেই অন্তর্জ্জগতের প্রদর্শক, তাই তিনি তোমাকে সেই পথ প্রদর্শন করাইয়া দিবেন। গুরু তোমাকে হাতে ধরিয়াও লইয়া যাইবেন; কিন্তু হাঁটিয়া যাও কেবল গুরুদেব অগ্রে হাঁটিলেই চলিবে না, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তো নিজ পায়ে হাঁটিতে হইবে। আর যদি তুমি হাঁটিতে অক্ষ তবে আর কি প্রকারে সেই পথের পরপারে যাইয়া মুক্ত হইবে? সকল লোকের বিচার ও বুদ্ধিশক্তি সমান নয় বলিয়াই বিচারহী আত্মতত্ত্ব উপদেশ গ্রহণে অক্ষম। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভগবান গৌরাঙ্গদেব ও যীশুখৃষ্টাদি অবতারগণও তাঁহাদের আশ্রিত জীবকে মুক্ত করিতে পারেন নাই। সাংখ্য শাস্ত্র বলেন,—

ন হ্যন্যথা নির্ধর্ম্মকমাত্মস্বরূপং বিশিষ্য ব্রহ্মণাপি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাক্ষাৎ প্রতিপাদয়িতুং শক্যতে। শব্দানাং সামান্যমাত্রগোচরত্বাৎ। আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তেষ্বাত্মন একরূপত্বে তু প্রতিপাদিতে তদুপপত্ত্যর্থং শিষ্যঃ স্বয়মেব তাবদ্বিবেচয়তি যাবন্নির্ব্বিশেষে শব্দগোচরে স্বরূপে পর্য্যবস্যতীতি। ততশ্চ নিঃশেষাভিমাননিবৃত্ত্যা কৃতকৃত্যো ভবতি।

অর্থাৎ—"স্বয়ং ব্রহ্মাও কেবল শব্দ দ্বারাই রূপাতীত ও গুণাতীত, র্ম্মাধর্ম্মবিরহিত সেই আত্মার স্বরূপ বিশেষ করিয়া প্রতিপাদন করিতে পারেন না; যেহেতু শব্দ সকল সামান্য মাত্রের বোধক। কীটাদি ব্রহ্মা র্য্যন্তের আত্মার একরূপত্ব প্রতিপাদিত হইলেও সেই একরূপতা পরিজ্ঞানার্থ শিষ্যকে স্বয়ংই বিবেচনা (মনন) করিতে হয়। মনন ব্যতীরেকে কেবল ব্দ শ্রবণে আত্মার একরূপত্বের বোধ হইতে পারে না। যাবৎ আত্মা একরূপ' ইত্যাদি উপদিষ্ট বাক্যের সহিত মনের ঐক্য না হয়, শিষ্য তাবৎকাল পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করিবেন। অনন্তর নিঃশেষরূপে দেহে আমি' অভিমান নিবৃত্ত হইলেই শিষ্য কৃতার্থ হইতে পারেন।"

বহুশাস্ত্রগুরূপাসনেঽপি সারাদানং ষট্পদবৎ ॥

অর্থাৎ—"বহুবিধ শাস্ত্র দর্শন পূর্ব্বক গুরুর উপাসনা দ্বারা যাহা সার- ত উপদেশ তাহাই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যেমন ষট্পদ্ (মধুমক্ষিকা) ুষ্পের কেশরাদি অসার ভাগ পরিত্যাগ করিয়া সারাংশ মধুই গ্রহণ করিয়া াকে, সেইরূপ উপদেশ বাক্যেরও অসারাংশ পরিত্যাগ করিয়া সারাংশ হণ করিতে হইবে।" সুতরাং কার্য্যদক্ষ মনুষ্য সূক্ষ্ম ও মহৎ সর্ব্বপ্রকার াস্ত্র হইতে সারভাগ গ্রহণ করিবেন। এবিষয়ে মার্কণ্ডেয় পুরাণেও আছে, য জ্ঞান পরমার্থ সাধন করিতে পারে এইরূপ সারভূত জ্ঞানের উপার্জ্জনে ৎপর হইবে, যেহেতু বহুবিধ জ্ঞান, সাধনার বিঘ্ন উৎপাদন করে।" বৎস!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেমন তত্ত্বজ্ঞান লাভে উপদেশ শ্রবণ আবশ্যক, সেইরূপ গুরু মীমাংসাও আবশ্যক। বিচার দ্বারা গুরুবাক্যের তত্ত্ব নির্ণয় না কেবল গুরুর উপদেশ শ্রবণ করিলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পা তাই উক্ত আছে,—

নোপদেশশ্রবণেঽপি কৃতকৃত্যতা পরামর্শাদৃতে বিরোচ

অর্থাৎ—"বিরোচন ও ইন্দ্র উভয়েই প্রজাপতির উপদেশ শ্রবণ ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে ইন্দ্র সেই উপদিষ্ট বাক্যের বিচার তাহার তাৎপর্য্য নির্ণয় পূর্ব্বক সেই উপদেশানুসারে সাধন করিয়া জ্ঞা করিয়াছিলেন। আর বিরোচন সেই প্রজাপতির উপদিষ্ট বাক্যের নিরূপণ না করিয়া সাধন করায়, তাহাতে বিরোচনের আত্মজ্ঞান নাই।" অতএব গুরূপদিষ্ট বাক্যেরও বিচার করিতে হইবে। কি অভিপ্রায়ে কোন্ উপদেশ দিলেন, তাহার তাৎপর্য্য স্থির করি সাধন করিবে। গুরুর বাক্যের ভাবার্থ না জানিতে পারিলে, হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় না; যেহেতু গুরূপদিষ্ট বাক্যেরও অর্থ হইতে পারে। এখনও "তত্ত্বমসি" এই এক উপদেশ বাক্যে প্রকার অর্থ করিতে দেখা যায়। অতএব গুরুবাক্যের তাৎপর্য্য করিয়া, কেবল উপদেশ শ্রবণে কেহ কৃতকৃত্য হইতে পারে না। সাধনা অর্থাৎ বিচার ও ধ্যান, ধারণা, সমাধি চাই, তবেই যথার্থ হয়, নতুবা সমস্তই পণ্ডশ্রম মাত্র।

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরু ও মন্ত্র ত্যাগ।

ভক্ত—প্রভু! পুনঃ পুনঃ গুরু পরিবর্ত্তন করায় পাপ হয় কি না?

মহাঃ—বৎস! আজকাল গুরুকুলের আত্মম্ভরিতা ও শিষ্যকুলের অজ্ঞানতাই ধর্ম্মোন্নতি না হইবার কারণ। মনে কর, চঞ্চল-প্রকৃতি ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞানহীন, কোন ব্যক্তি একজন গুরুদেবের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। ইহার দুই মাস পরেই, নূতন কোন একজন অলৌকিক যাদু প্রদর্শন কারী ব্যক্তির নিকট হইতে অন্যান্য অনেক লোকে দীক্ষা গ্রহণ করিতেছে দেখিয়া, সেই ব্যক্তি পূর্ব্ব গুরু ও মন্ত্র ত্যাগ করিয়া, পুনরায় নূতন গুরু ও মন্ত্র গ্রহণ করিল। এইরূপ ভাবে যদি কোন ব্যক্তি প্রকৃত জ্ঞান-পিপাসু না হইয়া, বিনা বিচারে কেবল লোক দেখাদেখি পুনঃ পুনঃ গুরু ও মন্ত্র ত্যাগ করিয়া এখানে ওখানে গুরু করিয়া বেড়ায়, তবে অবশ্যই তাহাকে পাপভাগী হইতে হইবে। গৃহীদের মধ্যে আমি এমন লোকও দেখিয়াছি যে, ১৭।১৮টী গুরু করিয়া সে এখনও অনুতাপ করিতেছে যে, 'কাহারও নিকট হইতে কিছুই পাইলাম না।' এখনও তাহার পুনরায় নূতন গুরু করার জন্য তীব্র বাসনা রহিয়াছে। অথচ কোন গুরুর দেওয়া মন্ত্রাদি দ্বারাই সে কোনও জপ-তপের কার্য্যাদি করে না। নিজে অজ্ঞ হইলে তাহার দশা এইরূপই হইয়া থাকে। কিন্তু যদি কোন জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তি নিজ বুদ্ধির ভ্রমে কোন অজ্ঞানী গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন, পরে বিচার দ্বারা তাহা বুঝিতে পারিলে, আর কালবিলম্ব না করিয়া তিনি ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। এইরূপ স্থলে গুরু ও মন্ত্র ত্যাগে শিষ্য কোনই পাপভাগী হইবেন না, বরং দিন দিন তাঁহার উন্নতিই হয়। এতৎ সম্বন্ধে পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণের সিদ্ধান্তও ঠিক এইরূপই।

ভক্ত—প্রভু! পৈতৃক অজ্ঞানী গুরু ত্যাগ করিয়া, কোন ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রয় গ্রহণ করিলেও লোকে বলে, 'গুরু ত্যাগ করা হইল।' তাৎপর্য্য কি ?

মহাঃ—অবিচারীগণই এইরূপ বলিয়া থাকে। যে কাহাকে বরণ করে নাই, তাহার গুরু ত্যাগ সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ যাহা হয় নাই, তাহার ত্যাগ কি করিয়া হইবে ? আর, 'পৈতৃক গুরুকুল করিবে না' ইহার অর্থ এই যে, পৈতৃক গুরুকুলে গুরু করিবার আত্মজ্ঞ ব্যক্তি বিদ্যমান থাকিলে, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য গুরু করিবে না। এতদ্ভিন্ন, পৈতৃক গুরুকুলে শিষ্যের এমন কোনও স্বত্ব সে তাহা ত্যাগ করিবে না। অর্থাৎ পৈতৃক গুরুবংশে গুরু যোগ্য, বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মজ্ঞ পাত্র না থাকিলেও তাহাদিগকেই গুরু হইবে, ইহা শাস্ত্রার্থ নহে। মোট কথা, গুরু কাহাকে কহে কাহাকে বলে, তাহার বিশদ ব্যাখ্যা না বুঝিলে এই কথার প্রকৃত অর্থ হইবে না। **বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে** তাহাই স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে "গুরুকুলে যদি কেহ ব্রহ্মজ্ঞ ও বেদজ্ঞ ব্যক্তি থাকেন, তবে তিনি বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও তাঁহাকেই গুরু বরণ করিবে। অর্থাৎ এইরূপ গুরুকুল অবিচার্য্য। তদ্ভিন্ন কেবল গুরুকুলের অনুরোধেই অযোগ্য আত্ম-সমর্পণ করা যে কতদূর অসঙ্গত কার্য্য, তাহা জ্ঞানী মাত্রেই পারেন। তোমরা কেবল বয়োবৃদ্ধকেই বৃদ্ধ বলিয়া থাক, কিন্তু পক্ষে বয়সে কনিষ্ঠ হইলেও জ্ঞানে জ্যেষ্ঠকেই জ্যেষ্ঠ বা বৃদ্ধ জ্ঞান-জ্যেষ্ঠতা লইয়াই জ্ঞান-রাজ্যে সাধনা এবং শাস্ত্রের বিচার। ব্যক্তি বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও জ্যেষ্ঠ এবং সেই জ্যেষ্ঠতা নিবন্ধনই দানের অধিকারী। অতএব তোমরা এখানে ইহা স্মরণ রাখিবে পাণ্ডিত্যের অনুরোধে তাঁহার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিতে পাণ্ডিত্য কোন পুঁথিগত বা উপাধিমূলক পাণ্ডিত্য নয়, বরং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপাধির সমূল নাশক। আজকাল যাহারা সংসার ক্ষেত্রে পণ্ডিতের আদর্শ, তত্ত্বজ্ঞান-রাজ্যে তাঁহাদের অধিকাংশই কাণ্ডজ্ঞানবিবর্জিত, ঘোর অনভিজ্ঞ। সুতরাং গুরুকুলে পণ্ডিত বলিলে বুঝিতে হইবে, যে বিদ্যা লইয়া গুরুর গুরুত্ব সেই বিদ্যায় পণ্ডিত হওয়া চাই। কেবল স্মৃতির ব্যবস্থা বা ন্যায়ের কুট বিচার লইয়া এই বিদ্যার পরিচয় নহে, কিম্বা অর্থের দাসত্বও ইহার উদ্দেশ্য নহে। তাই শিষ্যকে দেখিতে হইবে, লোকসমাজে তিনি পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইলেও জ্ঞানরাজ্যে পণ্ডিত কি না? ভারত সমাজের দুর্ভাগ্যক্রমে ব্যবসায়ী গুরুমহাশয়দের অত্যাচারে, উৎপীড়নে সমাজ উৎসন্ন-প্রায়। কারণ এইরূপ প্রচ্ছন্ন দস্যু গুরুদল মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত আমরা শিষ্যকুলের মৌরুশী পাট্টা পাইয়াছি, এখন আর কাহার সাধ্য আছে যে, আমাদের সেই স্বত্ব লোপ করে? আমরা স্বেচ্ছাচারী, অত্যাচারী যাহাই কেন হই না,—শিষ্যের তাহা বিচার করিবার অধিকার নাই। কেননা, 'অবিচার্য্যং গুরুকুলং।' আমি বলি, এই পাট্টা লিখিয়া দিল কে? শাস্ত্র পুনঃ পুনঃই বলিতেছেন,—

মধু-লুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞান-লুব্ধস্তথা শিষ্যঃ গুরোর্গুর্ব্বন্তরং ব্রজেৎ॥

(মনুভাষ্যে মেধাতিথি)

অর্থাৎ—"মধুলোভী ভ্রমর যেরূপ মধুপান করার জন্য এক ফুল হইতে অন্য ফুলে বিচরণ করে, জ্ঞান পিপাসিত শিষ্যও সেইরূপ, তত্ত্বোপদেশ গ্রহণ জন্য এক গুরুর নিকট হইতে অন্য গুরুর নিকট গমন করিবে। ইহাতে গুরু ত্যাগ জনিত কোন পাপই স্পর্শ করিতে পারে না।"

কামাখ্যা তন্ত্র বলিতেছেন, "জ্ঞানের দ্বারাই জীব মোক্ষ লাভ করে, জ্ঞানই পরাৎপর। অতএব সেই জ্ঞান দানে যিনি সমর্থ নহেন, তাদৃশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুকে ত্যাগ করিবে,—যেমন অন্নাকাঙ্ক্ষী ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি নিরন্ন বাড়ীতে যাইয়া অন্ন না পাওয়ায়, তৎক্ষণাৎ সেই গৃহস্থকে ত্যাগ কোনও ধনী ব্যক্তির গৃহে যাইয়া অন্ন ভোজনে ক্ষুধার শান্তি করে। জ্ঞান দেদীপ্যমান, সেই গুরু সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ, সুতরাং অজ্ঞানী পরিত্যাগ করিয়া তাদৃশ জ্ঞানী গুরুর শরণাপন্ন হইবে। জ্ঞান হইতে ধর্ম্ম, জ্ঞান হইতে অর্থ, জ্ঞান হইতে কাম এবং জ্ঞান হইতে মোক্ষ, নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ হয়। একমাত্র জ্ঞানই পরম বস্তু, জ্ঞান অপেক্ষা আর কিছুই নাই। জ্ঞানের নিমিত্তই জীব সকল দেবতার উপাস এবং জ্ঞানই তপস্যার চরম ফল। অতএব আত্মজ্ঞান বিশিষ্ট গুরুর দ করিলে, শিষ্য অক্ষম গুরুকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক, তৎক্ষণাৎ তাঁহার হইবে; এমন কি তাহাতে কাল বিচারেরও কোন অপেক্ষা নাই। শিষ্যের সম্পত্তি-গ্রাহী গুরু নিন্দনীয়।" এখন বুঝিয়া দেখ যে, যদি অবিচার্য্যই হইত, তবে এ সকল বিচার কিসের জন্য? সকল বলিতেছেন, 'এতাদৃশ দোষী গুরুকে বর্জ্জন করিবে।' সুতরাং ' ত্যাগ করিয়া, জ্ঞানী গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা যাইতে পারে না,' শি এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা, তাহাদের আত্মোন্নতির পক্ষে প্রধান বিঘ্নকর। একটু বিচার করিয়া দেখ,—তোমরা ছেলেবেলা যে গুরুর নিকট শিক্ষা করিয়াছিলে, কলেজে যাইয়া বি, এ, এম্, এ, পড়িবার সম সেই গুরুর নিকটই অধ্যয়ন করিয়াছিলে? না, ক্লাসে ক্লাসে পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল? তথায় যেমন স্কুল ছাড়িয়া, কলেজে মাষ্টার পরিবর্ত্তনে কোনই পাপ হয় নাই, এই আধ্যাত্মিক ঠিক তদ্রূপ, গৃহী ভোগী গুরু পরিবর্ত্তন করিয়া, ত্যাগী, ব্রহ্মজ্ঞ গুর কোনই পাপ না জন্মিয়া, বরং সহস্রগুণে পুণ্যই হইবে। সুতরাং বিষয়ে, শিষ্য শাস্ত্রের তত্ত্ব অবগত হইয়া নিজ কল্যাণ বিধানে সাবধান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত—প্রভু! অনেক লোকে এইরূপও বলে, যদি কুলগুরু অর্থাৎ বংশ পরম্পরায় গুরু-শিষ্য নির্ব্বাচিত না থাকে, তবে অন্য গুরু আসিয়া আমার বংশের মন্ত্রবীজ কি করিয়া ঠিক করিবেন ?

মহাঃ—বৎস! মন্ত্রবীজ কখনও বংশানুসারে নির্দ্দিষ্ট করা থাকে না, সুতরাং ইহা অজ্ঞের উক্তি মাত্র। পূর্ব্বেই বহুস্থানে বলা হইয়াছে যে, গুরু-শিষ্য বিচার ব্যতীত, কিছুতেই সেই সম্বন্ধ স্থাপন করা যাইতে পারে না। বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মজ্ঞ গুরু যিনি হইবেন, কেবল হিন্দু কেন, মুসলমান, খৃষ্টানাদি যে কোনও সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে তিনি ঐ সমস্ত লোকেরও মন্ত্রবীজ নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ হইবেন। একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলেই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, তাই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিকে সর্ব্বজ্ঞ বলা হয়। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের মনের অবস্থা বা মানসিক শক্তি যে কত অসীম, তাহা আধ্যাত্মিক জগতের অজ্ঞ শিশুগণের ধারণায় আসে না বলিয়াই এইরূপ প্রশ্ন করিয়া থাকে।

ভক্ত—দয়াময়! আবার কেহ বলে যে, আমার পূর্ব্ব পুরুষগণ সকলেই বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তাই তাঁহারা বৈষ্ণব মন্ত্রেই দীক্ষিত হইয়া আসিয়াছেন। এখন আমি সেই বৈষ্ণবের পুত্র হইয়াও, যদি একজন শাক্ত মতাবলম্বী মহাপুরুষকেই গুরুবরণ করি, তবে সেই শাক্ত মহাপুরুষ কি আমাকে বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিষ্ণু মন্ত্র দিতে সমর্থ হইবেন? আর যদি আমি বৈষ্ণব বংশের হইয়াও, শক্তি মন্ত্র গ্রহণ করি, তবে কি সেই শক্তি মন্ত্রে আমার কোন কার্য্য সিদ্ধ হইবে? 'আমার বংশের মন্ত্রবীজ ভিন্ন, অন্য বীজে সমস্ত সাধন ভজন পণ্ড হইয়া যাইবে না কি?

মহাঃ—বৎস! পূর্ব্বেও আমাদের দেশে বর্ত্তমান যুগের ন্যায় শৈব, শাক্ত, সৌর, বৈষ্ণব প্রভৃতি বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় ছিল সত্য, কিন্তু সেই সকল সম্প্রদায়ে আহার বিহারাদি বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে কোনও ছুঁৎমার্গ ছিল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। তাই সেকালে লোকের একতার বন্ধন দৃঢ় ছিল বলিয়াই ধ্
হইত। আর, এখন ঐ সকল শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের
আবার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা প্রশাখা বাহির হইয়াছে।
আহার-বিহারাদিও প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ ভাবের থাকায়, তদ্দ্বারা
বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়া, ধর্ম্মালোচনার শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।
ভজন করা কার্য্যটী কিছুতেই বংশগত হইতে পারে না। সুতরাং
মাতার রুচি অনুযায়ী পুত্রকে সাধন ভজন করিতে হইবে, ইহা যুক্তি
আজ পর্য্যন্ত কোন শাস্ত্রকারই এইরূপ অযৌক্তিক উক্তি করেন
মনে কর, পিতা হয়ত টক খাইতে ভালবাসেন এবং তাহাতেই
স্বাস্থ্য ভাল থাকে, কিন্তু সেই জন্য কি তাহার অম্লরোগগ্রস্ত পুত্রকে
অনিচ্ছাসত্ত্বে টক খাইতেই হইবে? পিতা ঘৃত খাইয়া আনন্দ পান,
পুত্র ঘৃতের গন্ধও সহ্য করিতে পারে না, খাইলেই শরীর অসুস্থ হয়,
কি সেই পুত্রকে ঘৃত খাইতেই হইবে? কোন শাস্ত্র বা ব্যক্তি
অসঙ্গত বিধি দিবেন কি? কিন্তু ঘৃত, টক বা আমিষ কি নিরা
যাহাই আহার করুক্ না কেন, সকল ব্যক্তিরই একমাত্র লক্ষ্য, স্বাস্থ্য
করিয়া শরীরকে সুস্থ রাখা। আরও দেখ, স্কুল কলেজে যে সকল
অধ্যয়ন করিয়া আসিতেছে, তাহাদের মধ্যে যে ছাত্র চিত্র-বিদ্যায়
যদি তাহার পিতার রুচি অনুযায়ী তাহাকে ঐ চিত্রবিদ্যা ছাড়াইয়া
পড়িতে দেওয়া হয় অথবা যে ছাত্রের মনে ব্যবসায়ী বুদ্ধি সর্ব্বদা
করিতেছে, তাহাকে যদি বেদ-বেদান্ত পড়িতে দেওয়া যায়, তবে সেই
দ্বারা কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইবে না। যেমন রুচির বিরুদ্ধে কেহ কোন
আহার করিলে তাহার স্বাস্থ্যোন্নতি না হইয়া বরং শরীর অসুস্থই হয়;
অরুচিতে কোন বিষয় অধ্যয়ন করিলেও ঠিক সেইরূপ, তাহার
উৎকর্ষতা লাভ না হইয়া বরং বৃথা অর্থব্যয়ই হইয়া থাকে। অথচ এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিদ্যার্থীগণ মধ্যে যে যাহাই অধ্যয়ন করুক না কেন, তাহাদের সকলেরই একমাত্র লক্ষ্য, অধ্যয়ন দ্বারা জ্ঞানার্জ্জন করিয়া তদ্দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করা। সুতরাং এই স্থূল জগতে স্বাস্থ্যোন্নতি বা জ্ঞানার্জ্জন যে কোন বিষয়ের সাধনাই যখন মনের রুচির বিরুদ্ধে কিছুতেই হইতেছে না, তখন সেই পারমার্থিক জগতের সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম বিষয়ের সাধনা, সাধকের নিজ মনের রুচির বিরুদ্ধে কি প্রকারে হইতে পারে ? যেখানে একমাত্র মনের সহায়তা ব্যতীত কিছুতেই অন্য কিছুর দ্বারা সাধন ভজন চলিতে পারে না, সেখানে নিজের মনের রুচিকে প্রত্যাখ্যান করিয়া কেবল মাতা পিতা বা পিতামহের রুচির উপর নির্ভর করিয়া অথবা তাঁহাদের অনুরোধে কখনও কোনও সাধন-ভজন চলিতে পারে কি ? তাহা কখনই নয়। শাস্ত্রও এরূপ কোন আদেশ করেন নাই। পূর্ব্বোক্ত ছাত্রগণের মধ্যে যে যাহাই অধ্যয়ন করুক না কেন, তাহাদের যেরূপ লক্ষ্য সকলেরই এক, সাধন ভজনের পথেও শাক্ত বা বৈষ্ণব যে যে ভাবেই আরাধনা করুক না কেন, সকলেরই একমাত্র লক্ষ্য আত্মজ্ঞান দ্বারা অবিচ্ছিন্ন শান্তি লাভ করা। অতএব, বৈষ্ণবের পুত্র বৈষ্ণবই থাকিবে বা শাক্তের পুত্র শাক্তই থাকিবে, শাস্ত্রে এমন কোন নির্দ্দিষ্ট ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই। প্রত্যেক জীবের নিজ নিজ মনের রুচি অনুযায়ী বৈষ্ণবের পুত্র শক্তি মন্ত্রে কিম্বা শাক্তের পুত্র বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে পারে এবং ইহাই প্রকৃত শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ।

ভক্ত—প্রভু ! যদি কোন জ্ঞানপিপাসু শিষ্য পূর্ব্বে কোন অজ্ঞানী গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং তাঁহার নিকট তত্ত্বজ্ঞান লাভের কোনই আশা নাই বুঝিতে পারিয়া তিনি যদি একজন ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তবে কি ঐ শিষ্য পূর্ব্ব গুরুদত্ত মন্ত্র ত্যাগ করিবেন ?

মহাঃ—বৎস ! তোমার পাঠ্যাবস্থায় যখন তুমি নিম্ন ক্লাস হইতে উত্তীর্ণ হইয়া উপরের ক্লাসে উঠিলে, তখন তুমি পূর্ব্বের সেই ক্লাসের বইগুলি কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছিলে? তাহা ত্যাগ করিয়া, নূতন পুস্তক নূতন মাষ্টারের তোমাকে পাঠ করিতে হইয়াছিল না কি? ইহাও ঠিক তদ্রূপ, অর্থাৎ মন্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া নূতন গুরুদেবের প্রদত্ত মন্ত্রাদি দ্বারা তাঁহারই উন্নত প্রণালীতে ধ্যান-ধারণা করিতে হইবে।

ভক্ত—লোকে বলে,'দীক্ষা গ্রহণের পরে শিক্ষা-গুরু শিক্ষা-মন্ত্র কর্ণে দেন।' এই 'শিক্ষামন্ত্র' শব্দের অর্থ কি?

মহাঃ—বাবা! শিক্ষা কখনও একটী শব্দ হইতে পারে না, তাই শিষ্যের কর্ণে দিয়া গুরু চলিয়া যাইবেন, আর শিষ্য হাতে মালা লইয়া জপ করিবে, ইহা সম্পূর্ণ অসঙ্গত উক্তি। যে প্রণালীতে কার্য্য হইবে, অর্থাৎ ধ্যান-ধারণাদির সময় যে ভাবে আসনাদি করিতে এবং সর্ব্বদা নিজ মনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া আহার-বিহারাদি বিচার করিয়া চলিতে হইবে, দৈনন্দিন তাহা একটু একটু করিয়া বুঝাইয়া দেওয়াকেই শিক্ষা বলা হয়। আজকাল সুচতুর ব্যবসায়ী যে 'শিক্ষা মন্ত্র' নামে শব্দ দ্বারা কর্ণে ফুঁ দিয়া, অজ্ঞানী শিষ্যগণ অর্থোপার্জ্জনের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে, ইহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও বিগর্হীত। একমাত্র নিস্পৃহ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিই যথার্থ গুরুপদবাচ্য এবং শিক্ষা-দীক্ষা বিষয়ে শিষ্যকে যথোপযুক্ত উপদেশ দানে কৃতার্থ করিতে

—0—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দীক্ষা ও মন্ত্রের ব্যাখ্যা।

ভক্ত—প্রভু! আমরা যে দীক্ষা গ্রহণ করি, এই দীক্ষা শব্দের অর্থ ? অর্থাৎ দীক্ষা কাহাকে কহে, তৎসম্বন্ধে উপদেশ করুন।

মহাঃ—গৌতমীয়তন্ত্র শাস্ত্র বলেন,—

দীয়তে জ্ঞানমত্যন্তং ক্ষীয়তে কর্ম্মবাসনা।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তন্ত্রবেদিভিঃ ॥

অর্থাৎ—"যদ্দ্বারা তত্ত্ব-জ্ঞানোদয় হইয়া আসক্তি, বাসনা, কর্ম্ম ও জ্ঞানাদি জনিত ক্লেশ দূর হয়, সেই জ্ঞানদানকেই শাস্ত্রজ্ঞ মুনি ঋষিগণ ক্ষা' বলিয়া থাকেন।" গুরুগীতায় বর্ণিত আছে,—'দীক্ষা' শব্দের অর্থ— 'ক্ষা' অর্থাৎ "দীয়তে পরমং জ্ঞানম্ ক্ষীয়তে পাপকর্ম্মাণি।" হা পরম জ্ঞান (আত্মজ্ঞান) দান করে ও পাপ সকল (অজ্ঞান রাশি) করে, তাহাকেই দীক্ষা বলে।" সুতরাং আত্মজ্ঞ গুরু হইতে দীক্ষা হণ করা যে মানুষ মাত্রেরই কর্ত্তব্য, তাহাতে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নাই। র পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র বাক্যাদি দ্বারাও ইহাই বুঝিতেছ যে, কেবল মন্ত্রোচ্চারণ বিক শিষ্যের কর্ণে ফুঁ দেওয়া কখনও দীক্ষা পদবাচ্য হইতে পারে না।

ভক্ত—প্রভু! মন্ত্র কাহাকে কহে ?

মহাঃ—বৎস! ছন্দোমঞ্জরী বলেন,—

মননং বিশ্ববিজ্ঞানং ত্রাণং সংসার-বন্ধনাৎ।
যতঃ করোতি সংসিদ্ধেঃ মন্ত্র ইত্যুচ্যতে ততঃ ॥

অর্থাৎ—"যদ্দ্বারা বিশ্বের সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান লাভ হয় এবং সংসার বন্ধন ক্ত হওয়া যায় একমাত্র তাহাকেই মন্ত্র বলা হয়।" অন্যত্রও আছে,—

মনঃ ত্রায়তে ইত্যর্থঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ—"যাহা দ্বারা মন ত্রাণ পায় অর্থাৎ মনের লয় হয়,
নাম মন্ত্র।" অতএব শিষ্যের মনকে সংসার-বন্ধন হইতে ত্রাণ করিবার
যে সকল বাক্যের আছে, একমাত্র তাহাকেই মন্ত্র বলা যায়। তদ্ভি
বোধহীন, কোন শব্দ পুনঃ পুনঃ মুখে উচ্চারণ করিলেই সেই শব্দ
বলা যায় না। সেই পুরাকালে শিষ্যদিগকে ত্রাণ করিবার
চারি বেদের ৪টী বৈদিক মহাবাক্য প্রচলিত ছিল, যথা—
"তত্ত্বমসি", যজুর্ব্বেদে "অহং ব্রহ্মাস্মি" ও ঋগ্বেদে "প্রজ্ঞানং আ
ব্রহ্ম" এবং অথর্ব্ব বেদে "অয়মাত্মা ব্রহ্ম।" কিন্তু এখন সেই
মহামন্ত্র সকল লোপ করিয়া দিয়া, মাত্র হ্রীং, ক্লীং প্রভৃতি নূতন নূতন
সৃষ্টি করিয়া, যে যাহাকে ছলনা করতঃ কর্ণে ফুঁ দিতে পারেন,
তাহার গুরু হইতেছেন। শিষ্যগণও ঐ সকল মন্ত্রের অর্থ না
সারা জীবন জপ করিয়াও কোন ফল পাইতেছেন না। শাস্ত্র বলেন

মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যো ন জানাতি সাধকঃ।
শতলক্ষপ্রজপ্তোঽপি তস্য মন্ত্রো ন সিদ্ধতি॥ (মহানির্ব্বাণ

অর্থাৎ—"যে সাধক মন্ত্রের অর্থ এবং মন্ত্রের শক্তি জানে না, কো
জপ করিলেও তাহার সেই মন্ত্র সিদ্ধ হয় না।"

—:০:—

গুরু-শিষ্যের ঘনিষ্ঠতা।

ভক্ত—করুণাময়! আপনার কথা ও যুক্তি দ্বারা ইহাই বুঝিতে
গুরু-শিষ্য সম্বন্ধই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

মহাঃ—বৎস! কেবল আমিই যে এই কথা বলিতেছি, তাহা
বিষয়ে শাস্ত্রও কি বলিতেছেন, মন দিয়া শ্রবণ কর। শিবসংহিতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুঃ পিতা গুরুর্ম্মাতা গুরুর্দ্দেবো ন সংশয়ঃ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তস্মাৎ শিষ্যৈঃ প্রসেব্যতে॥
গুরু-প্রসাদতঃ সর্ব্বং লভ্যতে শুভমাত্মনঃ।
তস্মাৎ সেব্যো গুরুর্নিত্যমন্যথা ন শুভং ভবেৎ॥

অর্থাৎ—"গুরুই পিতা, গুরুই মাতা এবং গুরুই দেবতা স্বরূপ, এই জন্যই সাধকগণ কায়-মনো-বাক্যে সর্ব্বতোভাবে গুরু-শুশ্রূষা করিয়া থাকেন। গুরু যদি তুষ্ট হন, তাহা হইলেই নিখিল শুভফল প্রাপ্ত হইতে পারা যায়; সুতরাং সর্ব্বদাই গুরুসেবা করা বিধেয়। গুরুসেবা ব্যতীত কদাচ শুভ ফল প্রত্যশা করা যায় না।" জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র বলেন,—

ন চ বিদ্যা গুরোস্তুল্যং ন তীর্থং ন চ দেবতা।
গুরোস্তুল্যং ন বৈ কোঽপি যদ্দৃষ্টং পরমং পদম্॥
ন মিত্রং ন চ পুত্রাশ্চ ন পিতা ন চ বান্ধবাঃ।
ন স্বামী চ গুরোস্তুল্যং যদ্দৃষ্টং পরমং পদম্॥
একমেবাক্ষরং যস্তু গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েৎ।
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্ দ্রব্যং যদ্দত্বা চানৃণী ভবেৎ॥

অর্থাৎ—"যে গুরু শিষ্যকে পরম পদ দর্শন করাইয়াছেন, কি বিদ্যা, কি তীর্থ, কি দেবতা, কিছুই সেই গুরুর তুল্য নহে। সেই গুরুর তুল্য মিত্র কেহই নাই; পুত্র, পিতা, বান্ধব, স্বামী প্রভৃতি কেহই তাঁহার তুল্য হইতে পারে না। যে গুরু শিষ্যকে এক ও অক্ষর (ক্ষয় রহিত) জ্ঞান (ব্রহ্ম জ্ঞান) প্রদান করেন, পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা তাঁহাকে দান করিলে, তাঁহার ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।" বেদান্ত বলিতেছেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থে ব্যাকরণাদ্ বুদ্ধে সাক্ষাৎকারোঽবশিষ্যতে।
স্যাৎ কৃতার্থত্বধীর্যাবৎ তাবদ্ গুরুমুপাসয়েঃ॥ (পঞ্চ

অর্থাৎ—"যদি শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া ব্যাকরণাদি দ্বারা অর্থ থাক, তবে সেই ব্রহ্ম বা আত্মার সাক্ষাৎকার (প্রত্যক্ষ উপল আবশ্যক। অতএব সেই পরব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার দ্বারা যে পর্য্য হইলাম' বলিয়া তোমার জ্ঞান না হয়, সে পর্য্যন্ত গুরুর উপাস বৈষ্ণবশাস্ত্রও বলিয়া থাকেন,—

গুরু ত্যজি গোবিন্দ ভজে, সেই পাপী নরকে মজে

বৎস! গুরুর এতাদৃশ পূজ্য ভাব কেন হইল? যে গুরুর কৃপায় পরম পদ দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকার লা যিনি অজ্ঞান-তিমিরাবৃত চক্ষু, জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দ্বারা উন্মীলি দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন, সংসারের ত্রিতাপরূপ বিষের বিনাশ সা তাঁহার অপেক্ষা জগতে আর কে গরীয়ান্, মহীয়ান্ ও আত্মীয় তাই বলি বাবা! এখন আমার কথাগুলি তুমি বিশেষ মনোযোগে চিন্তা করিয়া দেখ যে, গুরুদেবের সঙ্গে শিষ্যের কিরূপ ঘনিষ্ঠ গুরুই বা শিষ্যের কি উপকার করিতে পারেন।

ভক্ত—প্রভু! আপনি যে বলিলেন, 'এই ব্রহ্মাণ্ডে এমন বস্তু নাই, যাহা দান করিয়া গুরুদেবের ঋণ হইতে শিষ্য মুক্ত হইতে ইহার তাৎপর্য্য আমি বুঝিতে পারিলাম না।

মহাঃ—বৎস! অধিকারী শিষ্যকে গুরুদেব ব্রহ্মত্ব বা বিষ্ণু করাইয়া দিয়া থাকেন। এই ব্রহ্মত্ব লাভ হইলে লোকের কি উপ জান কি? এই ব্রহ্মত্ব লাভ হইলে, ব্রহ্মাণ্ডে ধন-জনাদি কোন ব তাহা হইতে অধিক বোধ হয় না। এমন কি সংসারের ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকারের গুরুতর শোক তাপেও তাঁহাকে আর বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। তাই শ্রুতিও বলিয়াছেন,—

তরতি শোকম্ আত্মবিৎ। ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ॥

অর্থাৎ—"আত্মজ্ঞ ব্যক্তি শোক সাগর উত্তীর্ণ হন। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মই হইয়া যান।" সুতরাং আত্মজ্ঞান লাভ দ্বারা যে পরমানন্দ ভোগ হয়, এই পৃথিবীর যাবতীয় ধন রত্নাদি ভোগ করিলেও তাহার কোটী ভাগের এক ভাগও পূরণ হয় না। এ কারণেই বেদান্ত শাস্ত্রও ভূয়ো ভূয়ো বলিয়াছেন, 'তত্ত্বজ্ঞান-দাতা গুরুকে সেই জ্ঞান-দানের বিনিময়ে এই পৃথিবী দান করিলেও, তাঁহার ঋণ পরিশোধ করা যায় না।"

ভক্ত—প্রভু! আপনার কথায় বুঝিলাম যে, পূর্ব্বোক্তরূপ উপযুক্ত ব্রহ্মজ্ঞ গুরু পাওয়া অতীব দুষ্কর। কাজেই শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মজ্ঞ গুরু মিলিবে না বলিয়াই কি সমস্ত জীবনেও কোন ব্যক্তিকে গুরু বরণ করিব না?

মহাঃ—বৎস! প্রচলিত একটী কথা আছে যে,—"মূর্খ বৈদ্য যম স্বরূপ।" যেহেতু, সেই মূর্খ চিকিৎসক রোগীর ব্যাধি ও ঔষধের শক্তি নির্ব্বাচন করিতে অক্ষম, তাই সে যা তা ঔষধ খাওয়াইয়া রোগীকে যমালয়ে প্রেরণ করে। সুতরাং উপযুক্ত চিকিৎসক না পাইলে, রোগীকে নিজ বিদ্যাবুদ্ধির বলে যতদূর সম্ভব সেবাশুশ্রূষা দ্বারা শান্তিতে রাখিবার ব্যবস্থা করিবে; তথাপিও কিছুতেই মূর্খ চিকিৎসকের হস্তে দিবে না। এই গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ স্থলেও ঠিক তদ্রূপ। মায়া-মোহে আচ্ছন্ন ভবব্যাধিগ্রস্ত শিষ্য উপযুক্ত শ্রোত্রিয় (বেদ বেদান্তজ্ঞ) ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুরূপী চিকিৎসক না পাইলেও, অচিকিৎসক গৃহস্থাশ্রমী, ঘোর বিষয়াসক্ত, অজ্ঞানান্ধ লোককে গুরু করিয়া তাহার কথায় অনর্থক বিপথে ঘুরিয়া জীবন নষ্ট করিবে না। যতদিন পর্য্যন্ত সদ্গুরু না মিলিবে, ততদিন পর্য্যন্ত সৎসঙ্গে থাকিয়া সৎগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিবে এবং নিজ বিদ্যাবুদ্ধির বলে গ্রন্থে লিখিত উপদেশ অনুসারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আহার-বিহারাদিতে যতদূর সম্ভব সংযমের চেষ্টা করিবে; আর গুরুর জন্য কায়-মনো-বাক্যে ব্যাকুল চিত্তে প্রার্থনা করিতে থাকিবে; নিশ্চয়ই যথাসময়ে উপযুক্ত গুরু মিলিবে। ইহাও দৃঢ়রূপে জানি প্রকৃত মুমুক্ষু (পিপাসু) ব্যক্তির এই জগতে গুরুর অভাব হয় না। এ একটী সত্য ঘটনা বলিতেছি, শ্রবণ কর। কোন একজন ব্রাহ্ম সামাজিক সংস্কারবশে গৃহী গুরুর নিকটেই দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নির্জ্জন স্থানে যাইয়া সাধন করিতে থাকেন। সাধন করিবার কতকগুলি বিষয়ে মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আকুল তুলিল। তিনি নিজে সেই বিষয়গুলির সমাধান করিতে না কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া নিতান্ত অস্থির চিত্তে কাল কাটাইতে লা কিছুদিন এইভাবে অতিবাহিত হইল, পরে ক্রমান্বয়ে তিন রাত্রি কোন মহাত্মার নিকট হইতে সেই সকল সাধন-রহস্যের উপদেশ প্রাপ্ত তিনি ধন্য হইলেন, তাঁহার সকল সন্দেহ মিটিয়া গেল। তৎপ অতি দ্রুত সাধন মার্গে উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মহাপুরুষ আপন ভাবে গাহিতে লাগিলে

(ঠাকুরদাদা—সুর)

গুরু ভব কর্ণধার।
গুরু বিনা ত্রিজগতে আপন নাহি আর॥
ধন জন যত দেখ, সকলই প্রতিবন্ধক।
ভব-দুঃখ নিবারিতে, গুরু জে'ন সার॥
পিতা মাতা গুরুজন, সব হ'তে গুরু প্রধান।
গুরু কি ধন সে-ই জানে, জ্ঞান হয়েছে যা'র॥
পণ্ডিত হ'য়েও ঘু'রে মরে, পথ নাহি পায় শাস্ত্র প'ড়ে
জ্ঞানী গুরু নাহি যা'র তা'র, পথ অন্ধকার॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাটি পাথর দিয়ে ছেড়ে, গুরু পূজলে ভক্তি ভরে।
সর্ব্ব শক্তি মিলে তা'তে, আনন্দ অপার॥
মুমুক্ষু বিরাগীগণে, থাকে সদা গুরুর ধ্যানে।
(তাঁদের) গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু, গুরু মহেশ্বর ॥

—:০:—

গুরু-সেবা।

ভক্ত—ভগবান! আমরা ত স্কুল-কলেজের মাষ্টার মহাশয়দিগকে মাসিক কিছু কিছু বেতন দিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে জ্ঞানার্জ্জন করিয়া থাকি। কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের ত্যাগী গুরু ইষ্ট দেবতাকে কি ভাবে বেতনাদি দিতে হইবে? আর, গুরু সেবা কাহাকে কহে, কি প্রকারেই বা গুরুর সেবা করিতে হয়, এখন তাহাই আমাকে উপদেশ করুন।

মহাঃ—বৎস! গুরুর নিকট স্বাধীন বুদ্ধি বিসর্জ্জন করিয়া, অন্ধের ন্যায় পূর্ণরূপে আত্ম-বলি প্রদান করিতে হইবে। অন্যান্যের সহিত সমুদয় স্বাধীন সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া, সর্ব্বতোভাবে গুরুর অধীন হইতে হইবে। তাঁহার প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা ও অকপট ভক্তির সহিত কায়-মনো-বাক্যে তাঁহার সেবা করিতে হইবে। এই ব্রহ্মজ্ঞ গুরুকে কেবল সাধারণ টাকা পয়সা দিয়া তাহার নিকট হইতে কিছুই লাভ করা যায় না, তাঁহাকে তোমাদের অনেক কিছু দিতে হইবে। দেবতাজ্ঞানে তাঁহাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতে হইবে। এই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ তোমাদের নিকট কিছুই চাহিবেন না, কিন্তু তাঁহার দেহ রক্ষণোপযোগী আহার, বিহার, পোষাক-পরিচ্ছদাদি বিষয়ের অভাব অভিযোগের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তোমাদিগকে চলিতে হইবে। অর্থাৎ তিনি না চাহিতেই তোমাদিগকে তাঁহার অভাব পূরণ করিয়া দিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইভাবে একাগ্রচিত্তে সেই ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর সেবা করিতে করিতে যদি গু মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শিষ্যের স্থান অধিকার করিতে পার, তবে তাঁহার নিকট হইতে অমূল্য নিধি জ্ঞানরত্ন লাভ করিতে পারিবে। তখন সেই শ্রীগুরুর কৃপায় পরমেশ্বরকে লাভ করিতে বেশী বিলম্ব হইবে গুণসমন্বিত উপযুক্ত অধিকারী শিষ্য সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক গুরু নিরত হইয়া ঈশ্বরবুদ্ধিতে গুরুকে তুষ্ট করিবেন। জগতে যত প্রকার আছে, গুরুবাক্য লঙ্ঘনের অপেক্ষা অধিক পাপ আর কিছুই নাই। সেবা' অর্থে গুরুর প্রীতিজনক কর্ম্ম সম্পাদন। যাহা করিলে গুরু সন্তু তাহাই গুরু-সেবা। গুরুর মনের অভিপ্রায়ের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, আত্মবুদ্ধি ও বিবেচনানুযায়ী গুরুদেবের প্রীতি উৎপাদন কল্পে যে অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা গুরু-সেবা নহে,—আত্ম-সেবা। প্রকৃত গুরু-সেবা করিতে হইলে গুরুর প্রাণে আত্মপ্রাণ মিশ্রণ করিতে শিষ্যের নিজ মন দিয়া গুরুর মন বুঝিতে হয়, নতুবা প্রকৃত গুরুসেবা হয় শ্রীগুরু মুখ ফুটিয়া কোন কিছু প্রকাশ না করিতে যে শিষ্য তাঁহার ভাব বুঝিয়া তদনুকূল কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সে-ই উত্তম শিষ্য এবং তাহাই গুরুসেবা। আর, এইরূপ উত্তম শিষ্যের উপরেই শ্রীগুরুর অমিয় কৃ অজস্রধারে বর্ষিত হইয়া থাকে। 'স্বয়ং ঈশ্বর নরাকার ধারণ আমার উদ্ধার কল্পে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন' গুরুদেবে এই ধারণা শিষ্যের মনে রাখিতে হইবে।

অতএব গুরুকে সাধারণ মানুষের পর্য্যায়ে না ফেলিয়া, তাঁহাতে আরোপ করিয়া, 'তিনিই ঈশ্বর' এই বোধে হৃদয় পূর্ণ করিয়া করিতে পারিলে, সে-ই গুরুর কৃপায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া নিরঞ্জনে লাভ করতঃ তত্ত্বাতীত হইয়া যাইবে, ইহা ধ্রুব সত্য

—:০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মতত্ত্বের অধিকারী কে?

ভক্ত—প্রভু! আত্মজ্ঞ গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া আত্মতত্ত্ব লাভের জন্য প্রার্থনা জানাইলেই কি তিনি আমাকে সেই তত্ত্বোপদেশ করিবেন?

মহাঃ—বৎস! তত্ত্বগ্রহণের অনধিকারী ব্যক্তিকে তিনি উপদেশ করিবেন না। কাজেই উপযুক্ত অধিকারী হইলে, তখন সেই আত্মজ্ঞ গুরু শিষ্যকে যথাযথ উপদেশ দিবেন।

ভক্ত—কি রকম ব্যক্তি এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণের অধিকারী হইবেন?

মহাঃ—যিনি বেদ-বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া তাহার মর্ম্ম বুঝিয়াছেন, যিনি ইহজন্মে কিম্বা পূর্ব্বজন্মে, কাম্য কর্ম্ম ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্ত ও নির্ম্মলচিত্ত হইয়া, তত্ত্বজ্ঞানের সহায়ক সাধন-চতুষ্টয়ের কার্য্য অভ্যাস করিয়াছেন, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত অধিকারী। যে রুগ্ন, গুরুভোজী (অর্থাৎ আকণ্ঠ পুরিয়া ভোজন করে) এবং বৃদ্ধ এই তিন শ্রেণীর লোক আত্মতত্ত্বের সম্পূর্ণ অনধিকারী। আর, বিচারশক্তিহীন লোক সর্ব্ব কর্ম্মেই অনধিকারী।

ভক্ত—ভগবন্! কাম্য কর্ম্ম ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম কাহাকে কহে?

মহাঃ—স্বর্গ সুখের কামনায় যে সকল কর্ম্ম করিতে শাস্ত্রে উপদেশ আছে, সেই সকল কর্ম্মই কাম্য কর্ম্ম। যেমন জ্যোতিষ্টোম যাগ, সোম যাগ, রাজসূয় যজ্ঞ প্রভৃতি। আর, নরক-ভোগ কিম্বা অন্য কোনও অনিষ্টের হেতু বলিয়া যাহা করিতে নিষেধ আছে, তাহাই নিষিদ্ধ কর্ম্ম বলিয়া গণ্য। যেমন ব্রহ্ম-হত্যা, অনর্থক পর-পীড়ন ইত্যাদি।

ভক্ত—প্রভু! চারি প্রকার সাধন কি কি?

মহাঃ—১। কোন্ বস্তু নিত্য অর্থাৎ সত্য এবং কোন্ বস্তু অনিত্য অর্থাৎ মিথ্যা তাহার বিবেচনা। ২। ঐহিক (ইহ জন্মে) ও পারলৌকিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(পর জন্মে) পুণ্য কর্ম্মফল সুখভোগে বৈরাগ্য। ৩। নিত্য শ
দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা এই ছয়টী গুণের উদ্রে
৪। মুমুক্ষুত্ব অর্থাৎ মুক্ত হইবার তীব্র ইচ্ছা। এই চারি প্রকার
ব্যাপারের নাম সাধন। ইহা আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের সহায়ক। সুতরা
চারি প্রকার সাধন না থাকিলে, অধিকারিত্ব পূর্ণ হয় না।

ভক্ত—নিত্যানিত্য বস্তু বিচার কিরূপ?

মহাঃ—হে মহামতে! এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই নিত্য (সত্য),
সমস্তই অনিত্য, এইরূপ বিবেচনাকে নিত্যানিত্যবস্তুবিচার বলে। এই
দৃঢ়তর হইলে, স্বতঃই ইহলোকে ও পরলোকে সুখভোগের প্রতি
জন্মে। ধনজনাদি ভোগ্য বিষয় যেমন যত্নসাধ্য বলিয়া অনিত্য (
সেইরূপ স্বর্গাদি পারলৌকিক ভোগ্য বিষয়ও যত্নসাধ্য বলিয়া
বিষয়ের নশ্বরত্ব এবং আনন্দময় ব্রহ্মের নিত্যত্ব ও পূর্ণত্ব জানিতে
মানুষের মনে স্বাভাবিকই ঐ নশ্বর সুখের প্রতি বৈরাগ্য উপস্থি

ভক্ত—ভগবান্! শম-দমাদি ছয়টী গুণ কাহাকে কহে?

মহাঃ—মহামতে! অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহকে শম কহে।
অন্তরিন্দ্রিয় বলে। এই মনকে আত্মতত্ত্ব শ্রবণাদি ব্যতিরিক্ত অন্য
চিন্তা হইতে নিগৃহীত (নিরুদ্ধ) করার নাম শম। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়
জ্ঞানেন্দ্রিয়কে বাহ্য ইন্দ্রিয় বলে। আত্মতত্ত্ব শ্রবণাদি ব্যতিরিক্ত
বিষয় হইতে এই দশ ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহকে দম বলে। মনের বিষয়
প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হইলেও, পূর্ব্বসংস্কার বশে মাঝে মাঝে প্রবৃত্তি জন্মিতে
সুতরাং যাহাতে পুনরায় মনে সেই বিষয়-প্রবৃত্তি না জন্মে, বিষয়ে
দর্শন করতঃ এইরূপ করার নাম উপরতি। ক্রমে এই ভাবে
করিতে করিতে মনের বিষয়বাসনা যখন সম্যক্‌রূপে বিনষ্ট হইয়া যায়,
মন সন্ন্যাস অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করতঃ সন্ন্যাসী হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহ বিনাশ না হয়, এই ভাবে শীতোষ্ণাদি সহ্য করিয়া এবং মান, অপমান, হর্ষ, শোক, প্রভৃতি দ্বন্দ্ব সহ্য করিয়া ঐ সকল বিষয়ে উদ্বিগ্ন না হওয়ার নাম তিতিক্ষা। আত্মাতে মনের একতানতা উৎপাদন করা, অর্থাৎ সর্ব্বদা বিমল আত্মায় মতি থাকার নাম সমাধান। কিন্তু মন চঞ্চল হইলে তাহা সমাধান নহে। গুরু ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাস থাকার নাম শ্রদ্ধা। পূর্ব্বোক্তরূপ অধিকারীকেই ব্রহ্মজ্ঞ গুরু ব্রহ্মতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব অবশ্য উপদেশ করিবেন। সুতরাং যাহাদিগের চিত্ত বিষয়ানুরাগাদি দোষে দুষিত, তাহাদিগের উপদেশ গ্রহণেও অধিকার নাই। সাংখ্য দর্শনও বলেন,—

ন মলিনচেতস্যুপদেশবীজপ্ররোহোঽজবৎ ॥

অর্থাৎ—"যাহাদিগের চিত্ত ধন, জন, পশু, বিত্তপ্রভৃতি বিষয়ে অনুরাগাদি দোষে অত্যন্ত মলিন, সেই চিত্তভূমিতে উপদেশরূপ জ্ঞানবৃক্ষের বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে না। যেমন 'অজ' নামক কোন রাজার প্রিয় পত্নী ইন্দুমতীর মরণের পর, অজরাজ প্রিয়া-বিরহ শোকে অধীর হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার গুরুদেব বশিষ্ঠ ঋষি, অজরাজের শোকাপনয়নের নিমিত্ত, অনেক প্রকার উপদেশ প্রদান করেন, কিন্তু অজরাজ এতদূর শোকে অভিভূত হইয়াছিলেন যে, বশিষ্ঠের উপদেশে সেই শোকের শান্তি হইল না। সেইরূপ যাহাদিগের চিত্তে বিষয়ানুরাগ বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহাদিগের শত শত উপদেশেও জ্ঞানোৎপত্তি হইবার আশা নাই।" বেদান্ত বলেন,—

বিবেকিনো বিরক্তস্য শমাদিগুণশালিনঃ।
মুমুক্ষোরেব হি ব্রহ্মজিজ্ঞাসাযোগ্যতা মতা ॥

অর্থাৎ—"যে ব্যক্তি বিবেকবান্, বৈরাগ্য সম্পন্ন ও শমদমাদি গুণ যুক্ত তাদৃশ মুমুক্ষু জনই ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইবার উপযুক্ত পাত্র।" যোগবর ঘেরণ্ড মুনিও ঘেরণ্ড-সংহিতায় বলিয়াছেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিদ্যাপ্রতীতিঃ স্বগুরুপ্রতীতিরাত্মপ্রতীতির্মনসঃ প্রবো
দিনে দিনে যস্য ভবেৎ স যোগী সুশোভনাভ্যাসমুপৈতি

অর্থাৎ—"দিনে দিনে বিদ্যা, গুরু এবং আত্মার প্রতি যাঁহার জন্মে ও দিনে দিনে যাঁহার মনের প্রবোধ হইতে থাকে, সমাধি যোগ সেই যোগী পুরুষই প্রকৃত অধিকারী।"

ভক্ত—প্রভু! অনেক লোকে বলে, বিবাহিত পুরুষ ও আত্মতত্ত্ব লাভের সম্পূর্ণ অনধিকারী; ইহা কি সত্য?

মহাঃ—হে মহামতে! এ সকল অজ্ঞের কল্পনা মাত্র। সেই কোন কোন মহাপুরুষ তত্ত্বজ্ঞান লাভে কৃতকৃত্য হইয়া বন আশ্রয় ক এবং কোন কোন আত্মজ্ঞ ব্যক্তি রাজত্বও করিয়াছেন। ভৃগু, বিশ্বামিত্র, দিলীপ, মনু, শুকদেব প্রভৃতি ব্রহ্মনিষ্ঠ ঋষিগণ বন জনক, শর্য্যাতি, মান্ধাতা, সগর প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞগণ ছিলেন। পাতালবাসিগণও আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। বলি, সুহোত্র, অন্ধক ও প্রহ্লাদ প্রভৃতি তাহার নিদর্শন। আমরা নিকৃষ্ট লোকের মধ্যেও জ্ঞানী আছেন এবং দেবযোনিতেও মোহা অতএব যে কোনও শ্রেণীর মানব মাত্রেরই আত্মতত্ত্ব লাভের অধিক ক্ষমতা আছে। অধিকাংশ মুনিঋষিগণই বিবাহিত অবস্থায় পরিবেষ্টিত সংসারে থাকিয়াই, আত্মজ্ঞ বা ব্রহ্মজ্ঞ হইয়াছিলেন। যুগেও বহু ব্যক্তি বিবাহিত জীবনেই ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করি যাঁহাদের স্বামী-স্ত্রীর বাক্যালাপ বেদান্তশাস্ত্রে থাকিয়া সকলকে দিতেছে, সেই যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের গার্গী ও মৈত্রেয়ী নামে দুইটি যিনি শ্রীরামচন্দ্রকে আত্মতত্ত্বোপদেশ দিয়াছিলেন, অর্থাৎ 'যে রামায়ণ' গ্রন্থ যাঁহার মুখের বাণী, সেই বশিষ্ঠ মুনির একশত পু এইরূপ, বিবাহিত, অবস্থায় ব্রহ্মতেজে দীপ্তিমান্ অসংখ্য মুনিদে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছে। আরও দেখ বুদ্ধদেব রাজপুত্র ছিলেন এবং তাঁহার স্ত্রী গোপার গর্ভে সন্তানও জন্মিয়াছিল, পরে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব (গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু) ক্রমে দুইটী বিবাহ করিয়াছিলেন, পরে সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন। ভক্তবীর তুলসীদাস অত্যন্ত স্ত্রৈণ ছিলেন, তাঁহার একটী সন্তানও জন্মিয়াছিল; পরে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন। পরমহংস রামকৃষ্ণদেবও চব্বিশ বৎসর বয়সে, নিজে দেখিয়া শুনিয়াই মনোমত শ্রী সারদামনি দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ মহাত্মাগণের দৃষ্টান্তের অভাব নাই। স্ত্রীজাতির মধ্যেও লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা, গার্গী মৈত্রেয়ী, দেবহুতী, সুলভা, আত্রেয়ী, সরস্বতী প্রভৃতি বহু বিদুষীগণ ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণ ইহজন্মেই ভোগ করিয়া পরে ত্যাগের শক্তি অর্জ্জন করিয়া পরমতত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা আজ জগতে সকলের নমস্য বলিয়া গণ্য। সুতরাং বিবাহ করিলেই যে সমস্ত জীবন কেবল স্ত্রীর মোহে মত্ত থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্যহীন হইয়া পশুত্ব প্রাপ্ত হইতে হইবে, এমন কোনও বিধি আছে কি? বিবাহিতেরও ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করার বিধান রহিয়াছে। সুতরাং বিবাহিত ব্যক্তি মাত্রেই আত্মতত্ত্বে অনধিকারী হইবেন, এমন কোনও যুক্তি নাই; ইহা সাধারণের মনের কুসংস্কার মাত্র। বরং স্ত্রীপুত্রাদি পরিবেষ্টিত গৃহস্থকেও আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিবার জন্যই আদেশ দিয়া বেদান্ত বলিয়াছেন,—

সাধনচতুষ্টয়সম্পত্ত্যভাবেঽপি গৃহস্থানামাত্মানাত্ম-বিবেক-বিচারে ক্রিয়মাণে সতি তেন প্রত্যবায়ো নাস্তি,কিন্তু তীব শ্রেয়ো ভবতি।

অর্থাৎ—"যাহারা গৃহস্থ, তাহারা সাধন চতুষ্টয় রহিত হইয়াও যদি সঙ্গে থাকিয়া আত্মানাত্ম বিচার করে, তবে তাহাতে তাহাদের প্রত্যবায় হইবে না, বরং অতীব মঙ্গলই সাধিত হইবে।" মহর্ষি বশিষ্ঠ মুনিও রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন,—"হে রামচন্দ্র! মানব যদি অল্প বিচারও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে এবং তদ্দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ চিত্ত (মন) নিগ্রহও হয়, তাহা হইলেও জন্ম সফল। কারণ হৃদয়ে যদি বিচারের বীজ রোপিত হয়, তাহা কালে অভ্যাসের দ্বারা তাহা শত শাখায় বিস্তীর্ণ হইতে পারে। বৈরাগ্য পূর্ব্বক বিচার করে, অশেষ সদ্‌গুণ তাহাকে আশ্রয় (যোগবাশিষ্ঠ, উপশম প্রকরণ ৯৩ সর্গ ১-৩ শ্লোক)। সুতরাং মাত্রেই বিচারবলে যাহার মনে যখন বৈরাগ্যোদয় হইবে, তিনি আত্মদর্শন লাভ করিয়া পরমানন্দ ভোগ করিবেন।

—০—

সৎসঙ্গের অসীম শক্তি।

ভক্ত—দয়াময়! কি উপায়ে এই বিষয়ানুরাগ ও ভোগপিপাসা হইতে বিদূরিত করিয়া মন-ভূমিকে পরিষ্কার করা যায়? কৃপা পূর্ব্বক দাসকে তাহা উপদেশ করুন।

মহাঃ—বৎস! আত্ম-পিপাসাই সর্ব্বপ্রকার ভোগপিপাসার যাঁহাদের ভোগের পিপাসা নিবৃত্ত হইয়া বিষয়ানুরাগ মন হইতে তিরোহিত হইয়াছে, ঐকান্তিক আগ্রহের সহিত তাঁহাদের সঙ্গ করিলেই সেই ভোগপিপাসা নিবৃত্ত হইয়া, আত্মপিপাসা জন্মে। নূতন ঘৃতকে দীর্ঘ কালের পুরাতন ঘৃতে পরিণত করিতে তবে সেই ঘৃত কোন পাত্রে রাখিয়া দিলে ২০ বৎসর পরে পুরাতনত্ব শক্তি জন্মিবে। কিন্তু যদি প্রথমেই ঐ ঘৃতের সঙ্গে বহু পুরাতন ঘৃত মিশ্রিত করিয়া রাখিয়া দেয়, তবে সে দেখিতে মাত্র ৩।৪ বৎসর পরেই তাহাতে সেই ২০ বৎসরের পুরাতনত্ব শক্তি জন্মিয়াছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানে, পুরাতন ঘৃতের সঙ্গ করিয়া যেরূপ নূতন ঘৃত অতি শীঘ্রই পুরাতনত্ব শক্তি লাভ করিতে পারিয়াছে; ঠিক সেইরূপ ভোগপিপাসাহীন, বৈরাগ্যবান্ মহাপুরুষের সঙ্গ করিয়াই তাঁহার শক্তিবলে ঘোর বিষয়াসক্ত ব্যক্তিও অবিলম্বেই নিজ মনে বিচার শক্তির উদ্রেক করিয়া, মনের ভোগ পিপাসার নিবৃত্তি করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। মহাপুরুষগণ সত্ত্বগুণের একমাত্র আস্পদ। তাই সাধুসঙ্গই মোক্ষ বা নিত্য-ধাম প্রাপ্তির সোপান। বৎস! সদ্গুরুর কৃপায়, সৎসঙ্গে থাকিয়া সেই মহাপুরুষদের মুখে বেদবাক্য ও যুক্তিবিচার দ্বারা দেহতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব এবং বিষয়ের দোষগুণাদি শ্রবণ করিতে করিতে, বিষয়-ভোগ-বাসনাসমূহ মন হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়া মন পবিত্র হয় এবং ক্রমে শ্রবণে রুচি জন্মিয়া মন পূর্ণাধিকারিত্ব প্রাপ্ত হয়। এই সৎসঙ্গের মহিমা তোমাকে আর কি বলিব, ইহার শক্তি অসীম। সৎসঙ্গ সর্ব্বসঙ্গ নিবর্ত্তক। সৎসঙ্গগুণে যাঁহারা মহত্ত্ব লাভ করিয়াছেন, একমাত্র তাঁহারাই ইহার শক্তি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। সেই মহৎ ব্যক্তিগণ কি বলিয়া গিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। সৎসঙ্গ বা সাধুসঙ্গই সাধন-ভজনের বা পরমেশ্বর-প্রাপ্তির একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। তাই শাস্ত্রও বলিয়াছেন,—'সাধুসঙ্গে বসিয়া সদুপদেশ শ্রবণ করিতে করিতে তোমার নিত্যকার সন্ধ্যাবন্দনাদির সময় উপস্থিত হইলেও, তুমি সেই সঙ্গ ত্যাগ করিয়া নিত্য কর্ম্ম করিতে গেলে, মহাপাপ ভাগী হইবে।' মুসলমানদের শাস্ত্রেও ঠিক ঐরূপই উপদেশ আছে যে, 'পাঁচজন আলেম (আত্মজ্ঞ মহাপুরুষ) যে স্থানে বসিয়া মারফতি (আত্মতত্ত্ব বিষয়ক) কথার আলোচনা করিতেছেন, তাহা শ্রবণ করিতে করিতে তোমার নমাজের সময় উপস্থিত হইলেও, সেই স্থান ত্যাগ করিয়া কিছুতেই নমাজ পড়িতে যাইবে না; গেলে তোমার গুণা (পাপ) হইবে।' ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—তোমরা সন্ধ্যা করিতে বা নমাজ পড়িতে গেলে, তখন তোমাদের মন কোথায় থাকে, তাহা একবার স্মরণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া দেখ। মন্ত্র মুখস্থ থাকায় তোমাদের পূর্ব্ব সংস্কার বশে যে সন্ধ্যা বা নমাজের মন্ত্রগুলি তোমরা পাঠ কর বটে, কিন্তু তোমাদের কখনও বাজারে যাইয়া মৎস্য ক্রয় করিতেছে, কখনও বা স্কুলে গিয়া পড়াইতেছে। কাজেই যতক্ষণ তোমরা সন্ধ্যা বা নমাজ কর, প্রায় ততক্ষণ তোমাদের ঐ সকল কার্য্য কিছুই হয় না ; কাহারও বা মৎস্য করা,—আর কাহারও বা ছাত্র পড়ানর কার্য্যই হইয়া থাকে মাত্র। এখানে দেখা যাইতেছে যে, তোমাদের ঐ সকল সন্ধ্যাবন্দনাদি নমাজের মন্ত্রের এমন কোনও শক্তি নাই, যাহাতে তোমাদের মনকে যাইয়া কেনাবেচার কার্য্য অথবা অন্য কোনও প্রকারের চিন্তা হইতে রাখিয়া, একমাত্র সেই সন্ধ্যাবন্দনাদির কার্য্যেই ধ্যানস্থ রাখিতে পক্ষান্তরে একবার চিন্তা করিয়া দেখ, তোমরা কি হিন্দু, কি মুস যতক্ষণ সাধুপুরুষদের সঙ্গে তত্ত্বালোচনা করিতে থাকিবে, তাঁহাদের এতদূর আকর্ষণী শক্তি আছে যে, ততক্ষণ তাঁহারা তোমাদের মনকে ঘর, স্ত্রীপুত্রাদি ধন জনের কথা বিস্মৃত করাইয়া দিয়া, একমাত্র মহাপু সেই সকল সদুপদেশ শ্রবণের কার্য্যেই নিযুক্ত রাখিয়া দিবেন। সহজেই বুঝিতে পারিতেছ যে, শাস্ত্রেই বা কেন এইরূপ সাধুসঙ্গ পুনঃ পুনঃ আদেশ করিয়াছেন এবং সেই সাধুসঙ্গের শক্তি কত

হে বৎস! একমাত্র সাধুসঙ্গই মানবের সংসার-জলধি উত্তরণে সহায়। মহাপুরুষের সংসর্গে শূন্যস্থান জনাকীর্ণ হয়, মৃত্যু উৎসবময় হয় আপদ সম্পদ সদৃশ হয়। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সাধুসঙ্গরূপ নির্ম্মল জলে স্নান করে, তাহার আর তীর্থ দর্শন, তপস্যা ও যজ্ঞানুষ্ঠানের প্র কি? এই সৎসঙ্গ ঔষধে দারিদ্র্য, দুঃখ, মরণ, প্রভৃতি সান্নিপাতিক সমূহ সমূলে বিনষ্ট হয়। অতএব তুমি ভবিষ্যত ও অতীত বিষয়ে না করিয়া, নিজ পুরুষকার বলে প্রফুল্ল ভাবে বর্ত্তমান কার্য্য স

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুষ্ঠান করিয়া চলিতে থাক। চিত্তরূপ মহাব্যাধির চিকিৎসার্থ নিজের পুরুষকারই একমাত্র সুস্বাদু মহৌষধ। যতদিন না সিদ্ধান্ত লাভ কর, অর্থাৎ বিবেক বিচারের চরম প্রান্ত দেখিতে না পাও, ততদিন বিচার করিবে। সৎসঙ্গের মহিমায়ই এই বিচার শক্তি জন্মিয়া থাকে। বিচার-নির্ম্মল-হৃদয় মহাপুরুষদিগের সংসর্গে যাহা লাভ করিতে পারা যায়, বহু শাস্ত্রালোচনা ও পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান প্রভৃতির দ্বারাও তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব বিচার যে সৎসঙ্গদায়িনী বুদ্ধি উদ্ভাবন করে, সে বিষয়ে আর সংশয় নাই। এই বিচার দ্বারা যে পদ পাওয়া যায়, সে পদ কোন প্রকার পুণ্য কার্য্যেই পাওয়া যায় না। কোন প্রকার ক্রিয়া বা পুণ্যকার্য্য সে ফল প্রদান করিতে সমর্থ নয়। অতএব তুমি দৃঢ় উদ্যম সহকারে চিত্তকে বলপূর্ব্বক গুরূপদেশশ্রবণে, শাস্ত্রে ও সাধুসঙ্গে যোজিত করিবে। তুমি অভিমান পরিহার পূর্ব্বক শাশ্বত কৈবল্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, আপনার মোক্ষ-যোগ্য জন্মাদি লাভের উদ্দেশ্যে সজ্জনসেবায় নিয়ত রত থাকিবে। যদি সজ্জনসেবা না কর, তাহা হইলে কি তপস্যা, কি তীর্থ, কি দান, কি ব্রত নিয়মাদি, কি শাস্ত্র, কোন কিছুর দ্বারাই সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। যাঁহার সেবা করিলে লোভ, মোহ ও ক্রোধ দিনে দিনে ক্ষীণ হইতে থাকে এবং শাস্ত্রানুসারে আহার বিহারাদি স্বকর্ম্মে রত থাকা যায়, তাঁহাকেই তুমি সজ্জন বলিয়া স্থির করিবে। পরে সেই সকল আত্মবিদ্‌গণের সংসর্গে এই দৃশ্য জগতের অত্যন্তাভাব ক্রমেই জ্ঞানারূঢ় হইতে থাকিবে। হে বৎস! যাঁহারা মহানুভব (আত্মজ্ঞ) তাঁহাদেরই সংসর্গে নাবিক হইতে নৌকা প্রাপ্তির ন্যায় সংসার-সমুদ্র লঙ্ঘনের যুক্তি (যোগ ও উপায়) পাওয়া যায়। যে দেশে আত্মতত্ত্বজ্ঞ লোক নাই, ফলবান্ ও সৎছায়াযুক্ত সজ্জন-রূপ বৃক্ষ নাই, সেই দেশই মরুভূমি বলিয়া জানিবে; বুদ্ধিমান্ লোক সেই দেশে বাস করিবেন না। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষণমপি সজ্জনসঙ্গতিরেকা. ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা

অর্থাৎ—"ক্ষণকালের জন্যও সাধুসঙ্গ করাই ভবসিন্ধু পার একমাত্র নৌকা স্বরূপ।" এই সাধুসঙ্গগুণেই রত্নাকর দস্যু বাল্মীকি হইয়াছিলেন, দস্যু জগাই মাধাই মুক্তি পাইয়াছিলেন। এইরূপ অভাব নাই। বৈষ্ণবদিগের চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থও বলিতেছেন—

সৎ সঙ্গ সৎ সঙ্গ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
লাভ মাত্র সৎ সঙ্গ সর্ব্ব সিদ্ধি হয়॥

অর্থাৎ—"সাধু সঙ্গ করার জন্য সর্ব্ব শাস্ত্রই আদেশ করিয়া কারণ সৎসঙ্গের এত অসীম শক্তি যে. সেই সঙ্গ লাভ করা মাত্রই সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হয়।" তুলসীদাসজী শিষ্যদিগকে উপদেশকালে বলি

সঙ্গত করিয়ে সাধুকী, অন্ত করে নিবাহ।
শঠকে সঙ্গ ন কীজিয়ে, অন্ত হোয় বিনাহ॥

অর্থাৎ—"সর্ব্বদা সাধু-সংসর্গ করা কর্ত্তব্য। কারণ সাধু ফলেই চিত্ত সংযমিত হইয়া, স্থির ভাবে অধিষ্ঠান করতঃ নির্ব্বাণ প্রা পাষণ্ডের সঙ্গ কিছুতেই করিবে না, কারণ তাহাতে মন ক্রমশঃ প্রবল বেগে আকুল হয় এবং পরিশেষে পরম সুখের নিধন সাধন করে।"

সঙ্গত কীজিয়ে সাধুকী হরে আউর কি ব্যাধ।
সঙ্গত কীজিয়ে নীচকী, আটো পহর উবাস্॥

অর্থাৎ—"সাধু সঙ্গ অন্যের ভবব্যাধি দূর করিতে পারে, আর সংসর্গে অষ্ট প্রহর (সমস্ত জীবন) উপবাসী (শান্তির অভাবে অশা থাকিতে হয়। সুতরাং সাধুসঙ্গ আশ্রয় করা সর্ব্বথা বিধেয়।"

এক ঘড়ি আধী ঘড়ী, আধীহুমে আধ।
তুলসী, সঙ্গত সন্ত কী হরে কোটি অপরাধ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

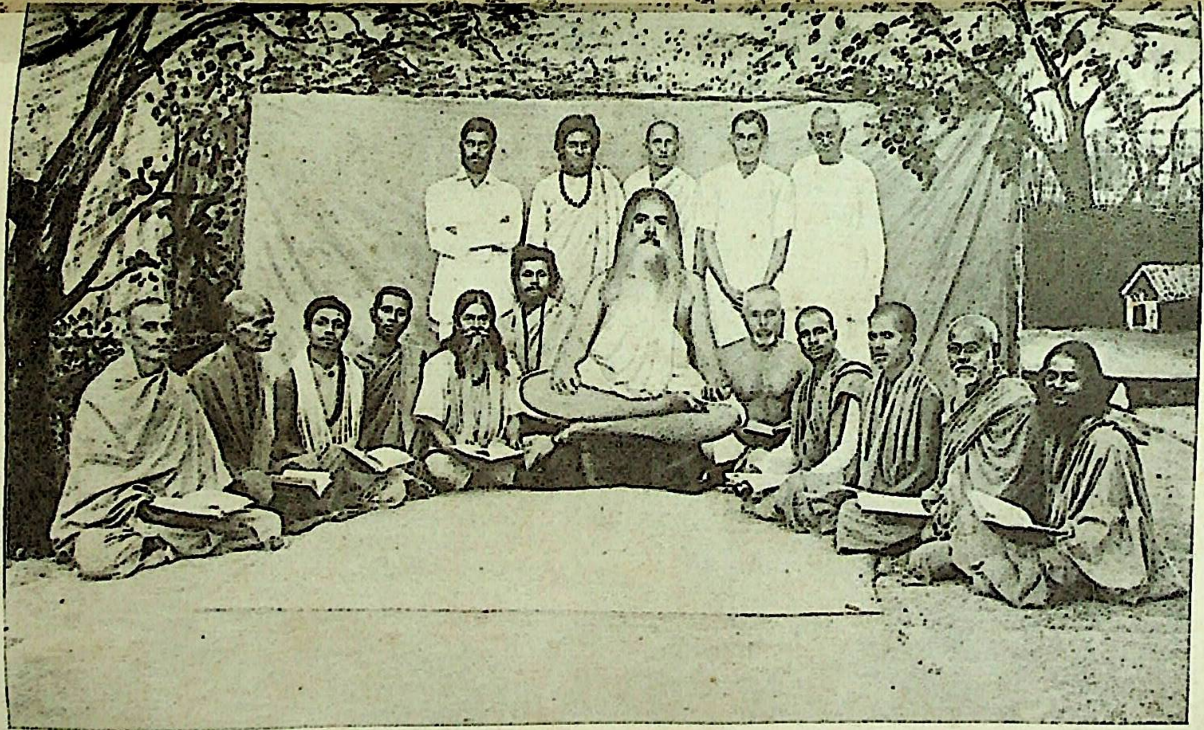

৺কাশীধামস্থ সন্ন্যাসী ও গৃহী ভদ্রমহোদয়গণ পরমহংস কালিকানন্দ স্বামী মহারাজের নিকট যাইয়া বেদান্ত শাস্ত্র দ্বারা আত্মতত্ত্ব বুঝিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ—"হে তুলসী! এক ঘণ্টা, কি অর্দ্ধ ঘণ্টা, কি অন্ততঃ এক চতুর্থ ঘণ্টা কালও যদি সাধুসঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলেও সেই সাধুসঙ্গ অসংখ্য অপরাধ (অজ্ঞানরূপ পাপ) হরণে সক্ষম হয়।" সৎসঙ্গ দ্বিবিধ। কোন ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের সঙ্গই সৎসঙ্গ, ইহাকেই প্রধান সৎসঙ্গ বলা হয়। বর্ত্তমান যুগে এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের সঙ্গ পাওয়া সকলের পক্ষে সর্ব্বদা সুলভ নয়; তাই তদভাবে সদ্‌গ্রন্থের সঙ্গ (গ্রন্থ অধ্যয়ন) করাকেও সৎসঙ্গ বলা যায়। ইহাই শাস্ত্রের আদেশ।

বৎস! জগতে দুই শ্রেণীর বৃদ্ধ আছেন, দেহে বৃদ্ধ আর জ্ঞানে বৃদ্ধ। যাঁহারা চুল, দাঁড়ি পাকিয়া দেহে বৃদ্ধ, তাঁহারা মাত্র বায়ু দ্বারাই বৃদ্ধ হইয়াছেন। আর যাঁহারা জ্ঞানে বৃদ্ধ, তাঁহাদিগকেই প্রকৃত বৃদ্ধ বলা যায়। শিশুদেহ বৃদ্ধদেহের সঙ্গ করিলে তখনই বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইতে পারে না। মনে কর, তোমার ৫ বৎসর বয়সের সময় যদি তুমি তোমার ৬০ বৎসর বয়স্ক জেঠামহাশয়ের গালের সঙ্গে তোমার গাল ঘসিয়া, জেঠা মহাশয়ের দাঁড়ির ন্যায় তোমার গালেও দাঁড়ি প্রস্তুত করিয়া জেঠা মহাশয়ের মত বৃদ্ধ হইতে চাও, তবে তাহা কিছুতেই হইবে না, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু তোমার অজ্ঞান শিশুমন যদি কোন জ্ঞানবৃদ্ধ মনের (জ্ঞানী মহাপুরুষের) সঙ্গ করে, তবে অচিরেই তোমার মনও জ্ঞানবৃদ্ধ হইয়া যাইবে।' তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। সুতরাং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত রাশিকৃত সুকৃতি বলে, যাঁহাদের বিচারশীল বৈরাগ্যবান মন, গুরুবাক্য শ্রবণ দ্বারা মাত্র বিচার বলেই বিষয় ভোগ হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকে, তাঁহারাই প্রথম শ্রেণীর লোক। এই শ্রেণীর লোক লক্ষের মধ্যে একটী মিলিবে কিনা সন্দেহ। আর, বিচার-বৈরাগ্যবান্ গুরুর সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করতঃ ভোগ-কালে বিচারের সহিত যে বিষয়ভোগ করা হয়, তদ্দ্বারাও ভোগ-পিপাসার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু বিচার ভিন্ন কথনও ভোগের নিবৃত্তি হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত—প্রভু! ভোগের দ্বারাই যদি ভোগবাসনার নিবৃত্তি হ
তবে আমরা ত ইহ জন্মেই অনেক কিছু ভোগ করিলাম, কিন্তু
বাসনার নিবৃত্তি হইল কই? আগুন নির্ব্বাণ করার মানসে, আগুনে
ঢালিয়া দিলে যেমন অগ্নি নির্ব্বাপিত না হইয়া বরং আরও দাউ দাউ ক
জ্বলিয়া উঠে, ঠিক সেইরূপ আমাদের এই বাসনা-অনলে বিষয়রূপ ঘৃত ঢা
দেওয়াতে, সেই বাসনা-অনল নির্ব্বাপিত না হইয়া বরং দিনে দিনে
বিষয়ভোগের বাসনা বৃদ্ধিই পাইয়া আসিতেছে, ইহার কারণ কি?

মহাঃ—হে মহামতে! তোমরা সাধারণে যে ধনজনাদি বিষয়
ভোগ কর, ইহার নাম 'উপভোগ।' এই উপভোগে, ভোগপি
কখনও নিবৃত্ত হইতে পারে না; সুতরাং ইহা কখনও ভোগ-শব্দ-বাচ্য
ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর বাক্য ও বেদবাক্য শ্রবণ দ্বারা মনে যে বিচারশক্তি
ঐ সকল বিষয় ভোগের সময় মনের মধ্যে সেই বিচারশক্তির উদ্রেক ক
হইবে। এই ভাবে বিচারের সহিত যখন মন বিষয় সকল ভোগ ক
থাকে, তখনই সেই বিচারের দ্বারা ভোগ্য বিষয়ের ক্ষণিকত্ব ও নশ্বরত্ব
দর্শন করিতে পারিয়া, মন আপনা হইতেই বিষয় ভোগে নিবৃত্ত হয়,
মনে বিষয় বৈরাগ্য জন্মে। তাই বেদান্তও বলিতেছেন,—

> ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
> হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥
> পরিজ্ঞায়োপভুক্তো হি ভোগো ভবতি তুষ্টয়ে।
> বিজ্ঞায় সেবিতশ্চোরো মৈত্রীমেতি ন চৌরতাম্॥ (পঞ্চ

অর্থাৎ—"কাম্য বস্তুর উপভোগে কখনও বাসনার নিবৃত্তি হ
ঘৃতাহুতি দ্বারা অগ্নিবৃদ্ধির ন্যায়, উহাতে বরং বাসনা বর্দ্ধিতই হইতে
আর বিচার দ্বারা ভোগ্য বস্তুর অনিত্যত্ব জানিয়া ভোগ করিলে
তুষ্টির কারণ হয়; যেমন স্বভাব জানিয়া সেবা করিলে চোর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার পক্ষে চোর না হইয়া মিত্র হয়।" যে ভোগে বিচারের লেশমাত্রও থাকে না, তাহাই উপভোগ; আর জ্ঞানীগণ যে বিচারের সহিত বিষয় ভোগ করেন, তাহাই ভোগশব্দ বাচ্য। তাই তাঁহাদের সেই ভোগে ভোগ-পিপাসা বর্দ্ধিত না হইয়া বরং তাহাতে প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্তই হইয়া থাকে। এজন্যই অজ্ঞানীর যৌবন, জীবন, ধনৈশ্বর্য্য প্রচুর থাকিলেও বিচার ও জ্ঞান না থাকায়ই ঐ সকল ভোগ করিয়া সে কেবল দুঃখই অনুভব করে; আর, জ্ঞানী সেই সকল সম্পদই জ্ঞান সহকারে ভোগ করেন বলিয়া তাহাতে তিনি প্রচুর আনন্দ পান। বৎস। জ্ঞানীর সঙ্গ ভিন্ন কিছুতেই বিচার শক্তি জন্মে না, তাই মনোনিবৃত্তিও হয় না। আর মনোনিবৃত্তি না হইলে আত্মজ্ঞান লাভ হইয়া মানব পরম শান্তিও প্রাপ্ত হয় না। তাই জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্যও বলিতেন,—

মনোনিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ।

অর্থাৎ—"বিষয় হইতে মনের সর্ব্বপ্রকার বাসনা নিবৃত্ত হইলেই পরমশান্তি লাভ হয়।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মহাপুরুষ নির্ব্বাক হইয়া আত্মস্থ হইলেন। ওদিকে পশ্চিম গগনে দিনমণিও অস্তাচলে গমন করিয়াছেন দেখিয়া, ভক্ত যথাশক্তি স্বর্ণমুদ্রা, বস্ত্র ও ফল-মূলাদিসহ মহাপুরুষকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

—:০:—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহতত্ত্ব।

ভক্ত—প্রভু! আপনিইত ব্রহ্মজ্ঞ ও সর্ব্বজ্ঞ, সুতরাং আপনার নি আমি দেহতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের কথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। অতএ করিয়া আমার মনোবাসনা পূর্ণ করুন।

মহাঃ—বাবা! দেহতত্ত্ব বর্ণন করিতেছি, মন দিয়া শ্রবণ কর। দৃশ্যমান জগতে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি অসংখ্য জীবের দেহ ও মন রহিয়াছে, তন্মধ্যে তুমিও একজন। সুতরাং সেই স দিকে না যাইয়া, তোমার নিজ দেহ ও মনের উপর আসিয়া বিচার ক সেই অসংখ্যের তত্ত্ব বুঝাও তোমার অতি সহজ হইবে। মনে কর, বাড়ীতে যে প্রকাণ্ড দীঘি আছে, তাহার জল দূষিত হইয়াছে কিনা পরীক্ষা করিয়া জানিতে হইলে, সেই দীঘির সমস্ত জলে ঔষধ দিয়া প প্রয়োজন হয় না। ডাক্তার বাবু উহা হইতে আধপোয়া পরিম আনিয়া, তাহা পরীক্ষা করিয়াই ঐ দীঘির সমস্ত জলের দোষগুণ বুঝি সেইরূপ মায়া-সাগরের অসংখ্য দেহধারী জীবের একটীর সংবাদ জ পারিলেই সমস্ত জীবের সংবাদ জানা জাইবে। সুতরাং যতক্ষণ মানুষ নিজ দেহ ও মনের দিকে কোনই লক্ষ্য না করিয়া, বা নিজ দেহ উপরে বিচারশক্তি চালনা না করিয়া, ভ্রম বশতঃ কেবল নিজ দেহ বাহিরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই বহির্জগৎ বিচার দ্বারা সত্য-মিথ্যা নি এবং এই সকল তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা জানিতে বা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। কারণ মনের অন্তর্দৃষ্টি ও শক্তি না জন্মিলে, মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব জন্মে না। অথচ মানুষ এইরূপ বহির্বিচার করিয়া বেড়াইবার স্বভাব রহিয়াছে। অতএ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখন তোমার নিজ দেহ মনের উপর দৃষ্টি রাখিয়াই, অন্তর্দৃষ্টিতে আমার কথা শ্রবণ ও বিচার করিতে থাক।

এই যে হাড় রক্ত-মাংসে গঠিত এবং দুর্গন্ধযুক্ত মল মুত্রের আধার তোমার এই স্থূল দেহ, ইহা যে পরিবর্ত্তনশীল ও ধ্বংসশীল তাহা ত তুমি অহরহই স্বচক্ষে দেখিতেছ ও উপলব্ধি করিতেছ। তোমার জন্মগ্রহণের পর হইতেই যে এই দেহ শৈশব, বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্য প্রভৃতি অবস্থা দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহা তুমি উপলব্ধি করিতেছ। আবার, জন্মের পর যে কোনও সময়ে এই দেহ ধ্বংস হইয়া যায় (মৃত্যু ঘটে), ইহাও অন্যান্য মানুষের দেহের দ্বারা প্রত্যহই তোমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে। বিশেষতঃ তোমার এই দেহ জড় (অচেতন), উহার নিজের কোনও কার্য্য করিবার শক্তি অর্থাৎ চেতনাশক্তি নাই। যদি থাকিত, তবে নিদ্রিত ও মূর্চ্ছিত অবস্থায় এবং মৃত ব্যক্তির দেহ-ইন্দ্রিয়ও সচেতন থাকিয়া কাজ করিত। সুতরাং দেহমধ্যস্থ মনের চেতনায়ই দেহের চেতনা। এই দেহ পঞ্চভূতাত্মক, অর্থাৎ মাটি, জল, আগুন, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত হইতে ইহা সৃষ্ট এবং অনেক দোষযুক্ত। এই দেহ ধ্বংস হইলেও (মৃত্যু হইলেও) তোমার মনের ধ্বংস হইবে না। দেহ ধ্বংসে মন অন্য নূতন দেহ প্রস্তুত করিয়া লয়।

ভক্ত—প্রভু! ইহার নাম 'শরীর' হইল কেন ?

মহাঃ—ইহাতে ছয়টী ভাবের বিকাশ হয়; যথা—জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে ও বিনশ্যতি। অর্থাৎ এই শরীর প্রথমতঃ জন্মে, বিদ্যমান থাকে, দিনে দিনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, বিপরিণাম প্রাপ্ত হয় (পরিবর্ত্তিত হয়), অপক্ষয় হয়, সর্ব্বশেষে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই ছয়টী ভাবের দ্বারা শীর্ণ হয় বলিয়াই, ইহাকে 'শরীর' বলা হয়। আর, বাল্য, কৌমার, যৌবন, বার্দ্ধক্যাদি বয়সের দ্বারা ইহা ক্রমে শীর্ণ হইয়া যায়, এই জন্যও ইহার নাম 'শরীর' হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহতত্ত্ব।

ভক্ত—প্রভু! আপনিইত ব্রহ্মজ্ঞ ও সর্ব্বজ্ঞ, সুতরাং আপনার নিকট আমি দেহতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের কথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। অতএব কৃপা করিয়া আমার মনোবাসনা পূর্ণ করুন।

মহাঃ—বাবা! দেহতত্ত্ব বর্ণন করিতেছি, মন দিয়া শ্রবণ কর। এই দৃশ্যমান জগতে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি অসংখ্য জীবের অসংখ্য দেহ ও মন রহিয়াছে, তন্মধ্যে তুমিও একজন। সুতরাং সেই অসংখ্যের দিকে না যাইয়া, তোমার নিজ দেহ ও মনের উপর আসিয়া বিচার করিলে সেই অসংখ্যের তত্ত্ব বুঝাও তোমার অতি সহজ হইবে। মনে কর, যেমন বাড়ীতে যে প্রকাণ্ড দীঘি আছে, তাহার জল দূষিত হইয়াছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিয়া জানিতে হইলে, সেই দীঘির সমস্ত জলে ঔষধ দিয়া পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না। ডাক্তার বাবু উহা হইতে আধপোয়া পরিমাণ জল আনিয়া, তাহা পরীক্ষা করিয়াই ঐ দীঘির সমস্ত জলের দোষগুণ বুঝিয়া লন। সেইরূপ মায়া-সাগরের অসংখ্য দেহধারী জীবের একটীর সংবাদ জানিতে পারিলেই সমস্ত জীবের সংবাদ জানা যাইবে। সুতরাং যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ নিজ দেহ ও মনের দিকে কোনই লক্ষ্য না করিয়া, বা নিজ দেহ ও মনের উপরে বিচারশক্তি চালনা না করিয়া, ভ্রম বশতঃ কেবল নিজ দেহ ও মনের বাহিরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই বহির্জগৎ বিচার দ্বারা সত্য-মিথ্যা নির্ণয় এবং এই সকল তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা কিছুই জানিতে বা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। কারণ মনের অন্তর্দৃষ্টি ও বিচারশক্তি না জন্মিলে, মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব জন্মে না। অথচ মানুষ মাত্রেরই এইরূপ বহির্বিচার করিয়া বেড়াইবার স্বভাব রহিয়াছে। অতএব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখন তোমার নিজ দেহ মনের উপর দৃষ্টি রাখিয়াই, অন্তর্দৃষ্টিতে আমার কথা শ্রবণ ও বিচার করিতে থাক।

এই যে হাড় রক্ত-মাংসে গঠিত এবং দুর্গন্ধযুক্ত মল মুত্রের আধার তোমার এই স্থূল দেহ, ইহা যে পরিবর্ত্তনশীল ও ধ্বংসশীল তাহা ত তুমি অহরহই স্বচক্ষে দেখিতেছ ও উপলব্ধি করিতেছ। তোমার জন্মগ্রহণের পর হইতেই যে এই দেহ শৈশব, বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্য প্রভৃতি অবস্থা দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহা তুমি উপলব্ধি করিতেছ। আবার, জন্মের পর যে কোনও সময়ে এই দেহ ধ্বংস হইয়া যায় (মৃত্যু ঘটে), ইহাও অন্যান্য মানুষের দেহের দ্বারা প্রত্যহই তোমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে। বিশেষতঃ তোমার এই দেহ জড় (অচেতন), উহার নিজের কোনও কার্য্য করিবার শক্তি অর্থাৎ চেতনাশক্তি নাই। যদি থাকিত, তবে নিদ্রিত ও মূর্চ্ছিত অবস্থায় এবং মৃত ব্যক্তির দেহ-ইন্দ্রিয়ও সচেতন থাকিয়া কাজ করিত। সুতরাং দেহমধ্যস্থ মনের চেতনায়ই দেহের চেতনা। এই দেহ পঞ্চভূতাত্মক, অর্থাৎ মাটি, জল, আগুন, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত হইতে ইহা সৃষ্ট এবং অনেক দোষযুক্ত। এই দেহ ধ্বংস হইলেও (মৃত্যু হইলেও) তোমার মনের ধ্বংস হইবে না। দেহ ধ্বংসে মন অন্য নূতন দেহ প্রস্তুত করিয়া লয়।

ভক্ত—প্রভু। ইহার নাম 'শরীর' হইল কেন ?

মহাঃ—ইহাতে ছয়টী ভাবের বিকাশ হয়; যথা—জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে ও বিনশ্যতি। অর্থাৎ এই শরীর প্রথমতঃ জন্মে, বিদ্যমান থাকে, দিনে দিনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, বিপরিণাম প্রাপ্ত হয় (পরিবর্ত্তিত হয়), অপক্ষয় হয়, সর্ব্বশেষে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই ছয়টী ভাবের দ্বারা শীর্ণ হয় বলিয়াই, ইহাকে 'শরীর' বলা হয়। আর, বাল্য, কৌমার, যৌবন, বার্দ্ধক্যাদি বয়সের দ্বারা ইহা ক্রমে শীর্ণ হইয়া যায়, এই জন্যও ইহার নাম 'শরীর' হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত—ইহাকে দেহ বলা হয় কেন ?

মহাঃ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, (১) এই তা-রূপ অগ্নি দ্বারা এই দেহ সর্ব্বদাই দগ্ধ হইতেছে, সুতরাং ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে। বৎস! অদ্য রাত্রি হইয়াছে, আগামী কল্য তো-মনস্তত্ত্ব বিষয়ে বিস্তারিত বলিব।

মহাপুরুষের এই বাক্য শ্রবণে ভক্ত তাঁহাকে প্রণাম ক-যথাস্থানে চলিয়া গেলেন।

—:০:—

মনস্তত্ত্ব।

প্রাতঃকাল উপস্থিত। বসন্তের মলয় পবন ধীরে ধীরে বহি-হিমাদ্রি শিখরে সেই ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ নিজ আসনে উপবিষ্ট আছেন। সময় সেই ভক্ত আসিয়া বলিতে লাগিলেন,—প্রভু! আপনি অদ্য ব্যাখ্যা করিবেন বলিয়াছিলেন। অতএব, কৃপা করিয়া তাহ-করুন।

---

(১)—যে তাপ বা দুঃখ দেহকে অধিকার করিয়া বর্ত্তমান তাহাকে আধ্যাত্মিক তাপ বলে। যেমন শিরোরোগাদি। কোন প্রাণী সমুদ্ভূত দুঃখকে আধিভৌতিক দুঃখ কহে। যথা—ব্যাঘ্র, চোর প্রভৃতি জাত দুঃখ। দৈব হইতে যে দুঃখ হয়, তাহাকে আধিদৈবিক দুঃখ যথা—বজ্রপতনাদি জন্য দুঃখ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাঃ—বৎস ! এখন তোমার এই দেহের প্রতি দৃষ্টি করিয়া, তুমি অন্তর্দৃষ্টিতে ইহাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে, তোমার এই দেহের মধ্যে দেহাতিরিক্ত 'মন' বলিয়া একটী সূক্ষ্ম পদার্থ আছে,—যাহা দ্বারা তুমি সর্ব্বদাই সুখ, দুঃখ, ভাল, মন্দ, মান, অপমান, শোক, তাপ ইত্যাদি অনুভব করিয়া থাক। এই মনই তোমার দেহের মালিক ও চালক। তাই এই মনের চেতনায়ই দেহের চেতনা। তোমার দেহে যে, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক নামে পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ নামে পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় আছে, এই দশটী তোমার দেহরূপ গৃহের জানালা স্বরূপ। মনরূপী মালিক তোমার এই দেহ-গৃহের মধ্যে বসিয়া, এই দশটী গবাক্ষ দ্বারা কার্য্য করিয়া থাকেন। তোমরা যে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এই পঞ্চেন্দ্রিয় যোগে জগতকে প্রত্যক্ষ কর, বাস্তব পক্ষে কিন্তু কেবল শরীরের এই বহিস্থ পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারাই তোমাদের বহির্জগত প্রত্যক্ষ করার কার্য্য শেষ হয় না। এই বাহিরের পঞ্চেন্দ্রিয় ইন্দ্রিয় নহে, উহা কেবল বাহিরের বিষয়কে ভিতরে লইয়া যাইবার যন্ত্রবিশেষ মাত্র; প্রকৃত ইন্দ্রিয় মস্তিষ্কস্থ স্নায়ুকেন্দ্রেই বিদ্যমান। মনে কর, আমি একটী শব্দ শুনিতেছি; এখানে বাহিরের কর্ণ শব্দটীকে গ্রহণ করিয়া মস্তিষ্কস্থ ইন্দ্রিয়ে পৌঁছাইল, তৎপর এই ইন্দ্রিয় উহা বহন করিয়া মনের নিকট পৌঁছাইল। এই মনও কেবল বাহক মাত্র, মন ঐ শব্দকে আরও ভিতরে বহন করিয়া লইয়া গিয়া বুদ্ধির নিকট পৌঁছাইল। তখন বুদ্ধি উহার সম্বন্ধে নিশ্চয় করে যে, উহা কিসের শব্দ এবং উহা ভাল কি মন্দ। এই বুদ্ধি আবার আরও ভিতরে লইয়া গিয়া সর্ব্বসাক্ষীস্বরূপ, সকলের প্রভু আত্মার নিকট উহাকে সমর্পণ করিল। তখন পুনরায় যে যে ক্রমে উহা ভিতরে গিয়াছিল, সেই সেই ক্রমে আবার বহির্যন্ত্রে আসিল,—প্রথমে বুদ্ধিতে, তারপর মনে, তারপর মস্তিষ্ক-কেন্দ্রে, তৎপর বহির্যন্ত্র কর্ণে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখনই সেই শব্দবিষয়ক জ্ঞান সম্পূর্ণ হইল বলা যায়। কিন্তু কোন ব্য শ্রবণক্ষম কর্ণদ্বয় থাকিলেও, যদি তাহার মস্তিষ্ক-কেন্দ্রস্থ ইন্দ্রিয় নষ্ট যায়, তবে সে কিছুতেই শুনিতে পাইবে না। আবার মস্তিষ্কে যোগ না থাকিলেও, শ্রবণ কার্য্য হইবে না। মনে কর, তুমি মনোযোগের সহিত কোন সংবাদপত্র পাঠ করিতেছ, এমন সময় নিকটেই ঘড়িতে টং টং শব্দে দশটা বাজিল, কিন্তু তুমি তাহা পাইলে না। কারণ কি? তোমার মন ঐ মস্তিষ্ক ইন্দ্রিয়ে যুক্ত ছিল ঠিক এই ভাবেই পূর্ব্ববর্ণিতরূপে, আমাদের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এই কার্য্যগুলি এত দ্রুত নিষ্পন্ন হয় যে, পলকের শত ভাগের একভাগও সময় লাগে কিনা সন্দেহ; তাই সাধারণ ইহা বোধাতীত।

আমাদের বাহিরের যন্ত্রগুলি ও মস্তিষ্ক-কেন্দ্রস্থ ইন্দ্রিয়গুলি এই দেহে অবস্থিত, কিন্তু মন ও বুদ্ধি এই স্থূল দেহ হইতে পৃথক। হইতে পৃথক বলিয়াই, ইহাদের নাম 'সূক্ষ্ম শরীর'। কোন কোন ইহাকে 'আধ্যাত্মিক শরীর' বলেন। বৎস! এই জগতে ব্রহ্মা হইতে পর্য্যন্ত সমুদায় দেহধারীই ঐ দ্বিশরীরী। এক শরীর মনোময়, অপর মাংসময়। মনোময় শরীর অতি চঞ্চল এবং অতি ক্ষিপ্রকারী (অতি কার্য্য সাধক), মাংসময় শরীর স্থূল এবং নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর (যাহা করে না, এইরূপ অতি তুচ্ছ)। মাংসময় দেহের চেষ্টা সফল কিন্তু মনোময় দেহের সমুদায় চেষ্টা সফল হইয়া থাকে। আর, তোমার 'আমি' বা 'আত্মা' তিনি এই সকলের অতীত। এই স্থূল দেহ যদিও পৃথক দুইটী বস্তু, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে এই দুইটীকে সাধারণে মাত্র একটী বলিয়াই ধারণা করে। দুধ আর জল এই দুইটী বস্তু কিন্তু মিশ্রিত করিলে, উহারা নিজের কোন রকম পৃথক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাখিয়া ওতপ্রোত ভাবে যেমন মিশিয়া যায়; তোমার মনও ঠিক তদ্রূপ এই দেহ ধারণ করিয়া, দেহের সঙ্গে কোনই পৃথকত্ব ভাব না রাখিয়া দেহময় হইয়া মাখামাখি ভাবে আছে। তাই কথিত আছে, 'দেহ ও মন নীরক্ষীরবৎ অবস্থান করে।' তোমার মন অজ্ঞানতা বশতঃ নিজের পৃথকত্ব ভুলিয়া গিয়া, এই জড় দেহের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে মিশ্রিত হইয়া থাকিয়া, 'এই দেহই আমি' এই বোধে সর্ব্বক্ষণ দেহকে ব্যবহার করিতেছে। পূর্ব্বে যে তোমাকে 'আমি' বা আত্মার স্বরূপ বলিয়াছি, সেই আত্মার শক্তিতেই মন শক্তিশালী। বিষয় ত্যাগ করিয়া আত্মাভিমুখী হইলে, মন নিজেই আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। তোমার মন এই কথাটী সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া, যে জড় দেহ তোমার মনেরই শক্তিতে চালিত হইয়া থাকে, যে দেহ মনের আদেশ ব্যতীত এক পাও চলিতে পারে না, সেই জড় দেহই যেন তাহার শক্তিদাতা, সেই দেহের শক্তিতেই যেন মন নিজে শক্তিশালী হইয়াছে, এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা করিয়া লইয়াছে। ইহারই নাম 'আত্মবিস্মৃতি' অর্থাৎ নিজেকে নিজে ভুলিয়া যাওয়া। এই আত্মবিস্মৃতি হইতেই ইহ সংসারে মনের জীবত্ব জন্মিয়াছে এবং শোক, তাপ ও দুঃখভোগের একমাত্র কারণ ঘটিয়াছে। ভাবিয়া দেখ, তোমার মন সর্ব্বদাই মনে করে, এই সার্দ্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত দেহই আমি, এই দেহ যাহা করে, তাহাই আমি করি, যে কার্য্য করিতে দেহ অক্ষম, আমি তাহা কিছুতেই করিতে পারি না। অর্থাৎ দেহাতিরিক্ত তোমার মনের নিজের পৃথক কোন শক্তি আছে বা থাকিতে পারে, তাহা সে কখনও ধারণায়ই আনিতে পারিতেছে না। অথচ বিদ্যুৎ শক্তি বা যে কোনও সূক্ষ্ম প্রবল শক্তির কথাই তুমি বল না কেন, এই মনের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম ও প্রবল শক্তি সম্পন্ন দ্রুত বেগশীল কোন বস্তুই আজ পর্য্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। সুতরাং তোমার মনের নিজ বিচার বলে এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust-Funding by MoE-IKS

আত্মবিস্মৃতি দূর হইলেই মনের জীবত্ব নষ্ট হইয়া গিয়া শিবত্ব প্র
এবিষয়ে পীঠমালা তন্ত্রও বলিয়াছেন,—

ভ্রান্তিবদ্ধো ভবেজ্জীবো ভ্রান্তিমুক্তঃ সদাশিবঃ।

অর্থাৎ—"ভ্রান্তি দ্বারা বদ্ধ হইলেই জীব হয়, আবার ভ্রান্তি মুক্ত হ সেই জীব শিব হয়।" তোমাদের সাধারণ লোকের মন শরীরের অধীন, তাই তোমাদের মনঃশক্তি অতি অল্প পরিমাণেই প্রস্ফুটিত হয়। অধিকাংশ লোকই পশুভাবাপন্ন মন লইয়া কাল কাটাইতেছে; প অপেক্ষা তাহাদের সংযমের ক্ষমতা কোন অংশেই অধিক দৃষ্ট হয়না। উপর এই সংযমের ক্ষমতা লাভ করিতে না পারিলে তোমরা এ বিষয় কিছুই বুঝিতে পারিবে না।

ভক্ত—মহাত্মন্! আপনার উপদেশ শ্রবণে আমার অত্যন্ত বোধ হইতেছে। কি রকম শক্তিশালী ব্যক্তি এই স্থূল দেহ হইতে পৃথক করিয়া, সেই মনের শক্তি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন, কৃপা তাহা উপদেশ করুন।

মহাঃ—দুগ্ধ ও জল মিশ্রিত হইলে, হংসের নিকট নেওয়া তাহার জল ভাগকে ত্যাগ করিয়া, দুগ্ধই পান করিয়া থাকে। মিশ্রি ও জল হইতে জলের ভাগ ত্যাগ করিয়া, দুধের ভাগ গ্রহণ করিতে একমাত্র হংসই সক্ষম, অন্য কোন জীবেরই সেই ক্ষমতা নাই সেইরূপ পূর্ব্ববর্ণিত মিশ্রিত দেহ ও মন হইতে, মনকে পৃথক করিয়া সেই মনের শক্তি অনুভব করা সর্ব্বসাধারণ মানবের কর্ম্ম নয়। পুরুষকার বলে দেহতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া যিনি লব্ধি করিয়াছেন, সেই পরমহংস ব্যক্তিই দেহরূপ জল ও মনের পৃথক করতঃ, মনের শক্তি উপলব্ধি করিয়া পরমানন্দ ভোগ করিতে অন্য কেহ নয়। এই কার্য্যটী সকলের পক্ষে দুঃসাধ্য, কিন্তু অসা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত—প্রভু! এই যে আপনি মনের কথা বলিতেছেন, এই মনটী কি বস্তু এবং ইহার কোন্ কোন্ বিষয়ে কি কি শক্তি আছে, এখন তাহাই আমাকে বিস্তারিত রূপে বুঝাইয়া দিন।

মহাঃ—হে সুবুদ্ধে! অতি জটিল মনস্তত্ত্ব বুঝিতে হইলে, কেবল তোমার ব্যবহারিক বুদ্ধি দ্বারা চলিবে না। তোমার নিজ মনের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিয়া, স্বাধীন চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া, অনুভব শক্তি বলে তোমাকে এই মনের তত্ত্ব শ্রবণ করিতে হইবে। এই মনকেই শক্তি, মায়া, প্রকৃতি, জগজ্জননী, অজ্ঞান, অবিদ্যা, হৃদয় ইত্যাদি বলা হয়। যে শক্তিতে নাই বস্তুকে আছে বলিয়া দেখায়, তাহারই নাম 'মন'। ম্যাজিক বা ভোজ-বাজির এমন আশ্চর্য্য শক্তি, যে বস্তুর কোনই অস্তিত্ব নাই, যুক্তি তর্কে কিছুতেই তাহার কোন অস্তিত্ব পাওয়া যাইতেছে না, অথচ সেই বস্তু যেন সত্য সত্যই আছে বলিয়া প্রত্যক্ষ হইতেছে। এই মনঃশক্তিও ঠিক তদ্রূপ। এখন ভাবিয়া দেখ যে, ইহা কিরূপ অদ্ভুত শক্তি। এই মনঃশক্তিরই সমষ্টির নাম 'মায়া'। এই মন আর মায়া একই বস্তু, ক্ষুদ্র ও ব্যাপক এই মাত্র প্রভেদ। ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত মনের সমষ্টিকেই মায়া বলা হয়। যেমন কলাগাছ আর কলাবাগান। কলাগাছ বলিলে পৃথক্ পৃথক্ এক একটী গাছকে ব্যষ্টিরূপে বুঝায়, আর কলাবাগান বলিলে সমস্ত গাছগুলিকে সমষ্টিরূপে বুঝায়। সুতরাং বুঝিয়া লও যে, মনের বাগানের নাম মায়া। এই মন ও মায়ার কার্য্যকলাপ ঠিক একই রকম। 'নাই' বস্তুকে 'আছে' বলিয়া দেখান, বা মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রতীত করান, অর্থাৎ ভ্রম প্রদর্শন করানই মনের স্বভাব বা শক্তি। এইরূপ মনের সমস্ত কার্য্যই যে আশ্চর্য্যকর, তাহা পরে আরও বুঝিতে পারিবে। এখন তোমার নিজ মনের দিকে তুমি দৃষ্টি কর। তোমার একটী মন আছে ত?

ভক্ত—আজ্ঞে হাঁ, আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাঃ—তোমার সেই মনটী কতটুকু লম্বা ? দুই হাত, দ...
কি দশ মাইল ? এবং উহা গোলাকার, কি চতুষ্কোণ, কি চেপ্টা ...
মানুষের আকার, কি পশুপাখীর আকার, কি বৃক্ষের আকার, না ঘর ...
আকার ? এই ভাবে ইহার কোন আকার প্রকার বলিতে পার কি ...

ভক্ত—মনের এইরূপ কোন আকার প্রকার নাই, তাই ...
পারি না।

মহাঃ—তোমার মনটী স্ত্রীজাতি কি পুরুষজাতি—তাহা ...
পার কি ?

ভক্ত—তাহাও বলিতে পারি না।

মহাঃ—তোমার মনটী কাল, কি সাদা, কি লাল অথবা ...
কি নীল ইত্যাদি কোন্ রং বিশিষ্ট, বলিতে পার কি ?

ভক্ত—মনের কোন রং নাই ; যখন যেই রংএর নিকট যা...
যেন সেই রংই ধারণ করে ;—যেন বহুরূপী !

মহাঃ—তোমার মন কোন্ বস্তু পাইলে সুখী হয়, আর কো...
পাইলেই বা দুঃখী হয়, তাহা বলিতে পার কি ?

ভক্ত—তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। বিচার করিয়া দে...
যে বস্তু পাইয়া মন আজ অত্যন্ত আনন্দিত হইল, কালই সেই বস্তু ...
সে অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হইল। লুচি, লাড্ডু, সন্দেশ, ইত্যাদি উ...
খাদ্য ক্রমান্বয়ে তিন দিন খাইলেই, চতুর্থ দিবস তাহাতে আর রু...
না। কারণ প্রথমতঃ মন উহা ভোগ করিয়া কিছু আনন্দ অনুভব ক...
ছিল, পরে ক্রমেই যত দিন যাইতে লাগিল, ততই একটু একটু কমি...
উত্তম পুষ্টিকর, সুমিষ্ট খাদ্য হইতেও মনের অশান্তি ও অশ্রদ্ধা ...
উঠিল। ঠিক এইরূপ সকল বিষয়েই দেখিতেছি, মনের সুখ-দুঃখ...
শান্তি-অশান্তিরও কোন নির্দ্দিষ্ট দ্রব্য নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাঃ—বৎস ! তুমি বলিতেছ, তোমার মনের কোন আকার প্রকার নাই, তবে কি মন নিরাকার ? নিরাকার হইলে দেহের মধ্যে থাকে কি প্রকারে ? তোমার এই স্থূলদেহ যখন সাকার, তখন তাহার মধ্যে স্থিত মন কি করিয়া নিরাকার হইতে পারে ? বিচারে দেখা যায়, মন সাকার, অথচ তাহার কোন আকারই খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না ; ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যকর নয় কি ? তৎপর তোমার মন আছে, অথচ সে স্ত্রীজাতি কি পুরুষ জাতি তাহাও কিছুই ঠিক নাই, ইহাও একটী আশ্চর্য্য ব্যাপারই বটে। আবার তুমি বলিলে, তোমার মন বহুরূপী, উহার লাল বা কাল ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট কোন রূপই নাই, মন রূপহীন। অথচ রূপহীন কোন বস্তুই জগতে নাই। সুতরাং ইহাও আশ্চর্য্যকর নয় কি ? তৎপর তুমি বলিলে, মনের সুখ-দুঃখেরও কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তু নাই। 'তা'হলে সেই মনের কোন স্থিরতাই নাই। সে অস্থির। জগতে সকল বস্তুরই কম বেশী একটু না একটু স্থিরতা নিশ্চয়ই থাকে। অথচ দেখা যাইতেছে যে, মন বলিয়া একটী বস্তু আছে, কিন্তু তাহার কোন স্থিরতাই নাই,—ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয় নয় কি ? যাহার আকার নাই, জাতি নাই, রূপ নাই, অর্থাৎ কিছুই নাই, এমন যে মন, তাহা তোমার আছে বলিয়া আমি কি প্রকারে বিশ্বাস করি ?

ভক্ত—না প্রভু ! আমার মন নিশ্চয়ই আছে। আমার এই মনের দ্বারা আমি সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, হিত-অহিত সমস্ত বুঝিতে পারি ; এই মন দ্বারা দৃশ্যমান সমস্ত জগতকে দেখি (উপলব্ধি করি)। সুতরাং আমার মনের রূপ, গুণ, আকার প্রকারাদি মুখে বর্ণন করিতে না পারিলেও, 'মন আছে' এই ভাবে সর্ব্বদাই মনকে উপলব্ধি করিতেছি। অতএব, 'আমার মন নাই' এই কথা আমি কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না।

মহাঃ—বৎস ! তোমরা নিজের চক্ষুদ্বারা এই জগত দেখ, কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজের চক্ষুকে দেখিতে পাও না, ইহাও ঠিক তদ্রূপ অবস্থা। মন এই ব্রহ্মাণ্ড দেখিতে পাও, কিন্তু সেই মনকে দেখিতে পাও না; সম্বন্ধে তুমি কিছু বলিতেও পার না,—ইহাও একটী আশ্চর্য্য ব্যা যে দিন তোমার এই মনকে তুমি দেখিতে পাইবে, অর্থাৎ মনের হস্ত চক্ষু কর্ণাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্ত উপলব্ধি দ্বারা তুমি প্রত্যক্ষ করিতে পা সেই দিনই তোমার মন তোমাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া, পরমাত্মার পৌঁছাইয়া তাঁহার সঙ্গে একাকার করিয়া দিবে। তাই বলি, এক্ষ তোমার মনকে ধরিবার জন্য কায়-মনো-বাক্যে চেষ্টা কর। বৎস! এ পরমাত্মারই অস্তিত্ব আছে, অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই। মন বলিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব না থাকিলেও, তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বে ইহা এরূপ ভা প্রতীত হয় যে, তাহা বর্ণনাতীত।

ভক্ত—প্রভু! এই মায়া বা মনের উৎপত্তি কোথা হইতে হয়, আমাকে বুঝাইয়া বলুন।

মহাঃ—হে সুবুদ্ধে! এই যে আমরা কেবল মায়া বা মন শব্দ থাকি, সেই মায়ার উৎপত্তি কোথা হইতে হয়, সে বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে বিচারে প্রবৃত্ত না হইলে, কেবল কুতর্কের দ্বারা উহার উৎপত্তির অনুসন্ধান করিতে পারিবে না। অনেকেই এই মনের তত্ত্ব বুঝিতে গিয়া নিজ মনের প্রতি কোনই লক্ষ্য না করিয়া, কেবল কুতর্কেরই সৃষ্টি করিয়া থাকে; তাই তাহারা কিছুই বুঝিতে পারে না। বাবা! এই সকল মনের উপলব্ধির বিষয়।

যাহার উৎপত্তি আছে তাহারই বিনাশ আছে; আর যাহার উৎপত্তি নাই তাহার বিনাশও নাই,—ইহাই সিদ্ধান্ত। মনে কর, এই আকাশের মিথ্যা নীলবর্ণ সকলেরই দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ইহার উৎপত্তি বা বিনাশ কিছুই দৃষ্ট হয় না। এই মিথ্যা নীলিমা অনাদি অনন্ত কাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৃষ্ট হইয়া আসিতেছে ও হইবে। ইহার অস্তিত্ব নাই, তবুও আছে বলিয়া প্রকাশ পাইয়া আসিতেছে। ঠিক এইরূপ, জাগতিক জীবের মায়া, অর্থাৎ মনের উৎপত্তি ও বিনাশ নাই; উহাও অনাদিকাল হইতে আছে এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত থাকিবে। এই মায়া আকাশের নীলিমাবৎ মূলে মিথ্যা, কিন্তু সত্যবৎ ভ্রান্তি জন্মাইতে সক্ষম। যেমন আকাশ স্বচ্ছ হইয়াও অস্তিত্বহীন নীল বর্ণের দ্বারা আবৃত হইয়া রহিয়াছে এবং অনাদিকাল হইতেই আকাশ লোকচক্ষের অন্তরালে থাকিয়াও নীলবর্ণ দৃষ্ট হইতেছে; ঠিক সেইরূপ, নির্দ্দোষ আত্মাও অনাদিকাল হইতে মিথ্যা মনরূপ মায়াদ্বারা আবৃত হইয়া, অনন্তকাল জগতের জীবের দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া রহিয়াছেন। আবার দেখ, আকাশ নীলবর্ণ দৃষ্ট হইলেও, তাহা যেমন কখনও নীলিমা প্রাপ্ত বা লিপ্ত হইতে পারে না; যতই ঊর্দ্ধে উঠিবে, ততই তাহার স্বচ্ছতা প্রকাশ পাইবে। সেইরূপ নির্দ্দোষ ব্রহ্ম সর্ব্বদা লোকচক্ষে মায়া বা জগতরূপে প্রকাশ পাইলেও, তিনি কখনও জগত দ্বারা আবৃত বা লিপ্ত হইতে পারেন না। যতই বিচার করিবে, ততই তোমার মন ব্রহ্মাকাশে উত্থিত হইবে এবং দেখিবে, নির্দ্দোষ ব্রহ্মে মায়া বা জগত নাই। আরও দেখ, তুমি ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করতঃ যেখানে আকাশকে নীলবর্ণ দেখিতেছ, এখন সেই নীলবর্ণের নিকটে গিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে, সত্য সত্যই তথায় নীলবর্ণ কোন বস্তুই নাই, উহা তোমার দৃষ্টির ভ্রম মাত্র; তথায় স্বচ্ছ আকাশ রহিয়াছে। সুতরাং তখন সেই পূর্ব্ব-দৃষ্ট নীল বর্ণ তোমার নিকট ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল না কি? এই মায়া বা মায়াসৃষ্ট জগতও ঠিক তদ্রূপ। এখন তোমার অজ্ঞানাবস্থায়, এই মায়া বা জগত সত্য সত্যই আছে বলিয়া প্রতীত হইতেছে; পরে ক্রমে ব্রহ্ম-বিচারণাদ্বারা তুমি যতই ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকিয়া মায়ার তত্ত্ব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে, ততই তোমার জ্ঞান জন্মিবে এবং দেখিবে, মায়া বা জগত বলিয়া পৃথক্ কোনই বস্তুর অস্তিত্ব নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুতরাং তখন তোমার মায়া তোমার নিকট ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। এই জ্ঞা বা অজ্ঞানতাকে অবিনাশী বলা যায় না। ইহা জ্ঞান-নাশ্য, জ্ঞানে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় ;—ঠিক যেরূপ আলোদ্বারা অন্ধকার ধ্বংস-প্রাপ্ত

বৎস ! মায়া বা মনের (অজ্ঞানের) বাস্তব কোন রূপ নাই। বরফ রৌদ্রের উত্তাপে বিগলিত হয়, সেইরূপ মায়াভিভূত কোন 'মায়া বা মন কি ? বিচার করিয়া দেখি'—এই প্রকার দেখিতে তাহার সেই মায়াও থাকে না, বিগলিত হইয়া যায়। যেমন স্বপ্ন স্থিত কোন মানব, 'স্বপ্ন কি ? বিচার করিয়া দেখি' এই প্রকার করিলে স্বপ্ন তাহার নিকট হইতে পলায়ন করে, সেইরূপ এই মায়া বা স্ব বিচার পরায়ণ মনুষ্যকে পরিত্যাগ করে। অতএব, মায়া বা অজ্ঞান মায়ার স্বরূপই বা কি ? মায়া বস্তু, কি অবস্তু ? এইরূপ বিচার মায়া ক্ষয় প্রাপ্তই হইয়া থাকে। অন্ধকারের রূপ কি ? অথবা অন্ধকা প্রকার ? দেখিব, ইহা ভাবিয়া যদি কেহ দীপ প্রজ্বালিত করে, হইলে সে অন্ধকার দেখিতে পায় না। কেন না দীপের প্রভাবে অ বিনষ্ট হইয়া যায়, কাজেই অন্ধকার কিরূপ তাহা দেখিতে পায় না। যেমন দীপের দ্বারা অন্ধকারের ধ্বংসই সাধিত হয়, তাহার রূপ নির্ণী না, তেমনি বিচারের দ্বারা মায়ার ধ্বংসই সাধিত হয়, তাহার স্বরূপ না। বিচার পূর্ব্বক মায়া দেখিতে গেলে, মায়া পলায়ন করে। মন বা মায়া অবস্তু।

ভক্ত—প্রভু ! আপনি প্রথম যুক্তি দেখাইয়াছেন যে, 'যাহার উ নাই, তাহার ধ্বংসও নাই।' এখন আপনার কথায় বুঝিতেছি যে, উৎপত্তি নাই, কিন্তু ধ্বংস আছে ; ইহা কিরূপ আশ্চর্য্যকর ও অসম্ভব

মহাঃ—বৎস ! আমার কথা সকলই সত্য, কিছুই মিথ্যা নয়। ত তোমাকে বলিয়া আসিয়াছি যে, মায়ার খেলা সমস্তই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিবে। এই বিষয়টী অত্যন্ত জটিল, তাই তুমি সহজে ধারণা করিতে পারিতেছ না। ইহা প্রত্যেকের নিজ মনের উপলব্ধির বিষয়। ভাষায় ইহা প্রকাশ করা যায় না, তাই ইহাকে বলা হয় 'অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া।' মহর্ষি অষ্টাবক্র মুনির নিকট আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিতে করিতে যখন রাজর্ষি জনকের মায়া-মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়াছিল, তখন তিনিও মায়ার অদ্ভুত কার্য্যে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চম্‌কিয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন,—

অহো নিরঞ্জনঃ শান্তো বোধোঽহং প্রকৃতেঃ পরঃ।

এতাবন্তমহং কালং মোহেনৈব বিড়ম্বিতঃ॥ (অষ্টাবক্র সংহিতা)

অর্থাৎ—"অহো! আমি নিরঞ্জন শান্ত, নিত্য বোধস্বরূপ ও প্রকৃতি (মন) হইতে অতীত। আমি এতদিন এই মিথ্যা মায়া-মোহবশে বিড়ম্বিত হইয়াছিলাম।" এই মায়ার বহুরূপিত্ব বা আশ্চর্য্যতা প্রকাশ করিতে যাইয়াই বেদান্তও বলিয়াছেন—

তুচ্ছানির্ব্বচনীয়া চ বাস্তবী চেত্যসৌ ত্রিধা।

জ্ঞেয়া মায়া ত্রিভির্ব্বোধৈঃ শ্রৌতযৌক্তিকলৌকিকৈঃ॥ (পঞ্চদশী)

অর্থাৎ—(এই অনুভব যুক্ত মায়াকে অসৎও বলা চলে না, আবার জ্ঞানের দ্বারা মায়া ধ্বংস হইয়া যায় বলিয়া মায়াকে সৎও বলা যাইতে পারে না, জ্ঞানদৃষ্টিতে নিত্যই মায়া নাশ প্রাপ্ত হয় বলিয়া তাহাকে 'তুচ্ছ' মাত্র বলা যায়)। "তাই উক্ত মায়াকে তিন প্রকারে ব্যক্ত করা যায়, যথা,—শ্রুতি বিচার দৃষ্টে 'তুচ্ছ', যুক্তি দৃষ্টিতে 'অনির্ব্বচনীয়' এবং লৌকিক স্থূল অজ্ঞান দৃষ্টিতে 'বাস্তবিক' ভাবে প্রকাশ পায়।" এখানে পুনরায় আরও একটী সহজ দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর, তবেই বুঝিতে পারিবে। যখন তোমার রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়, তখন সত্য সত্যই তথায় সর্প আছে বলিয়া তোমার অকাট্য বিশ্বাস জন্মে এবং প্রত্যক্ষই সত্য সর্প দেখিতে পাও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুক্ষণ পরে যখন তোমার রজ্জুজ্ঞান জন্মিল, তখন তোমার সেই সর্প ধ্বংস প্রাপ্ত হইল না কি? তোমার এই রজ্জুজ্ঞানের তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি, এই যে তুমি সর্প দেখিতেছিলে, কোথা হইতে কি ভাবে সৃষ্ট হইয়াছিল? আর এখনই বা কি ধ্বংস হইল? তখন তুমি নিশ্চয়ই বলিবে যে, 'এখানে সর্প সৃষ্টই হয় সুতরাং তাহার আবার ধ্বংস কি করিয়া হইবে? ইহা আমার ভ্রমকল্পিত সর্প ছিল মাত্র।' অর্থাৎ যতক্ষণ অজ্ঞানতা ততক্ষণ অস্তি, জ্ঞান হইলেই সর্প নাস্তি;—শুধু কল্পনা মাত্র। সুতরাং স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছ যে, সত্য রজ্জুতে তোমার যেরূপ মিথ্যা হইয়াছিল, সত্য ব্রহ্মেও সেইরূপ মিথ্যা মায়া বা জগত ভ্রম হই বেদান্ত ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং আমিও ইহাই প্রত্যক্ষ করিতেছি। মায়া বা মনের স্থূলাবস্থাই জগত বা বিষয়; আবার সূক্ষ্মাবস্থাই মন। অর্থাৎ এই সমস্ত বহির্জগত সূক্ষ্ম মনোরাজ্যের স্থূল মাত্র; তাই সর্ব্বত্রই সূক্ষ্মকে কারণ এবং স্থূলকে কার্য্য বলিয়া বুঝিবে। জন্যই মনেতে বিষয়, বিষয়েতে মন সর্ব্বক্ষণ অবস্থিত থাকে। মন দ্বারপাল, কারণ সে আমাকে ত্রিজগতের সংবাদ দেয়। মনই অর্থাৎ সংকল্পের দ্বারা বিশ্বরূপ হয়। মন যখন যে কল্পনা করে, তাহা দৃষ্ট হয়। মনই কীট, পতঙ্গ, স্থাবর, জঙ্গম, বায়ু প্রভৃতি ও কল্পনা করিতেছে। মনই জীব, চিত্ত, অহঙ্কারাদি নাম ধারণ করি এইরূপ মনস্তত্ত্বেই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়। মন আপনি ভাবনার দ্বারা সেই সেই আকারে প্রকটিত হয়। সুতরাং এই সংকল্প ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। স্বপ্ন যেরূপ, জগদ্দর্শনও অথবা মনোরাজ্য যেরূপ; এই জগতও সেইরূপ। ইহাকে আমরা মনোরাজ্য বলিয়া জানি। এসকল যদি পরমার্থ-দৃষ্টিতে দৃষ্ট হ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলে এসকল কিছুই নহে বলিয়া স্থির হয়, আর অবিচার-চক্ষে দেখিলে শত শাখায় বিস্তৃত হয়। বেদ, বেদার্থ, সৃষ্টি ক্রম, প্রলয়ের নিয়ম, ক্রিয়াকলাপ, উপাসনা, তদধিকারী জীবসংঘ, তাহাদের কাম, কর্ম্ম, বাসনা ও জন্ম, মরণ, জীবন এ সমস্তই এই মনরূপ অবিদ্যা হইতে প্রবৃত্ত। অধিক কি বলিব, অবিদ্যা বা মায়ার কার্য্যের সংখ্যা নির্ণয় ও বর্ণনা করিতে আমরাও অক্ষম। কারণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ইহাদেরও শরীর অবিদ্যামূলক; সেই হেতু বলা যায়, চিৎস্বরূপ আত্মা ব্রহ্মাদিরও পিতা। জগতে যত নাম আছে, সে সমস্তই আত্মার নাম, যত জ্ঞান আছে, সে সমস্তেরই কর্ত্তা তিনি, সুতরাং তিনিই সব। তিনিই বন্দনীয়, তিনিই পূজনীয়, যে ব্যক্তি তাঁহাকে জানেন সে ব্যক্তির নিকট তিনি নিত্য প্রত্যক্ষ।

বৎস! নিজের জীবত্ব কল্পনা যে ভ্রান্তিমাত্র, তাহা বুঝিতে পারিলেই জগত-ভ্রান্তি বুঝিতে পারিবে, অন্যথায় সম্ভব নয়। এই জীবভাব হইতেই জরামরণাদি ভয় আবির্ভূত হয়। জীব আপনাকে জানে না বলিয়াই দুঃখভাজন হয়। কেবল জাগতিক বস্তু আলোচনায় জগত-ভ্রান্তি বুঝা যায় না। সুতরাং মনই একমাত্র বিচার্য্য। যিনি নিজের মনকে নিজে বিচারপূর্ব্বক ধরিতে পারিয়াছেন, তিনিই এই ভ্রান্তি বুঝিতে পারিয়াছেন, তাই জগতের অন্যান্য সকল জীবের মন তাঁহার নিকট জড়বৎ প্রতীয়মান হইতেছে। নিজের মন স্থির না হইলে, অন্যের মনের চঞ্চলতা দেখা যায় না। পরমাত্মাতে অজ্ঞান শক্তি বলে নাম ও রূপের সং সাজিয়াই এই জগত-সংসার প্রকাশ পাইতেছে, বাস্তবিক ইহা আত্মা হইতে পৃথক নয়। তাই আত্মা এই অজ্ঞানে ভাসমান। যেমন আলো ব্যতীত ছায়া দৃষ্ট হয় না, ছায়া নাশ প্রাপ্তও হয় না, সেইরূপ আত্মজ্ঞান ব্যতীত অজ্ঞানকে দেখা যায় না, অজ্ঞান নষ্টও হয় না। অতএব এই মায়া বা মন (অজ্ঞান) কোথা হইতে উৎপন্ন হইল, তোমার এইরূপ বিচারে অনুসন্ধান করিবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবশ্যক নাই ; আমি মায়াকে (অজ্ঞানকে) কিরূপে বিনষ্ট করিতে পা-মাত্র এই বিচার কর। কারণ এই মায়া বা অবিদ্যারূপ ব্যাধি যে স্থান হইতে যে প্রকারে আগত হউক বা না হউক, উপদেশ ও বিচারে তাহা হইয়া যায়।

ভক্ত—হে ব্রহ্মবিৎশ্রেষ্ঠ ! আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন, 'এক ভিন্ন দ্বিতীয় কোন বস্তুই নাই।' সুতরাং এই মায়া বা অজ্ঞান কাহার?

মহাঃ—বৎস ! অজ্ঞানটা কি ? ভ্রমজ্ঞান মাত্র। এই মিথ্যা একপ্রকার রোগ, বিচার তাহার শান্তিমন্ত্র। রজ্জুতে সর্প বোধ, স্থা (শুষ্ক বৃক্ষে) পুরুষ বোধ, ইহা যেমন ভ্রম, আত্মাকে দেহরূপে ব্রহ্মকে জগতরূপে দেখা, ইহাও তেমনি ভ্রম বা অজ্ঞানতা। অথচ কখনও সর্প হয় নাই,—রজ্জু রজ্জুই আছে ; স্থাণু স্থাণুই থাকে ; আত্মাই থাকেন ; ব্রহ্ম ব্রহ্মই থাকেন ; মধ্য হইতে দ্রষ্টার আত্মস্বরূপের বি ঘটে মাত্র। ঠিক এইভাবে অজ্ঞানই জগতরূপে ভাসে। যেমন, উচ্চ হইতে পড়িয়া কাহারও পা ভাঙ্গিয়া গেলে, সে কত হাত উচ্চ পড়িয়াছে, সেই স্থানটী কোথায়, তখন বেলা কতক্ষণ ছিল, কি জন্য তথায় গিয়াছিল, ইত্যাদি প্রশ্ন করা নিরর্থক। কারণ তা কখনও সেই ভাঙ্গা পা আরোগ্য হইবে না। বরং তখন চিকিৎসক ডা তাহার পা আরোগ্য করার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য। অজ্ঞান বিষয়েও সেইরূপ, ইহা কোথা হইতে কি প্রকারে উঠিল ই প্রশ্ন করা নিরর্থক। কারণ 'আমার ভ্রম হইয়াছে' এই বোধ আসি আর তাহার সেই ভুল থাকে না। যেমন তোমার স্বপ্নাবস্থায় দেখিতেছি' এই বোধ হইলে স্বপ্ন ছুটীয়া যায়, ঠিক সেইরূপ এ অজ্ঞানকে দেখিতে পারিলে, আর কিছুতেই অজ্ঞান থাকে না। বলিতেছি, 'অজ্ঞান কাহার ?' এই প্রশ্ন নিরর্থক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত—ভগবান্! যাহা হইতে এই অশেষ দোষাকর বিশ্ব বিস্তৃত হইয়াছে, সেই প্রবল প্ররাক্রমশালী মনের স্বরূপ কি? তাহার আকার প্রকারাদি সমস্ত বিষয় আমাকে বিস্তারিতরূপে বুঝাইয়া বলুন।

মহাঃ—হে মহামতে! মনের কোনও প্রকার রূপ দৃষ্ট হয় না, কেবল তাহার নামই শুনা যায় এবং তজ্জনিত এক প্রকার জ্ঞানও হইয়া থাকে। আকাশের ন্যায় মনের কোনও আকার বা রূপ নাই, ভ্রমজ্ঞানই তাহার আকার। অর্থাৎ যাহা অন্তরে ও বাহিরে বস্তুর আকারে প্রকাশ পায়, তাহাই মন। এতদ্ভিন্ন মনের অন্য আকার নাই। অথবা সংকল্পই মন। যেমন দ্রবত্ব হইতে জল ভিন্ন নহে, সেইরূপ মনও সংকল্প হইতে ভিন্ন নহে। সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, পদার্থাকারে প্রকাশ হওয়াই মন এবং এই মনই লোকপিতামহ বা 'ব্রহ্মা'। আতিবাহিক (কল্পনাময়) দেহরূপী লোকপিতামহ ব্রহ্মা শাস্ত্রে 'মন' নামে উক্ত হইয়াছেন এবং ইনিই স্থূল দেহের জ্ঞান বিধান করেন। অর্থাৎ মনের চেতনায়ই দেহের চেতনা বা দৃশ্য জগতের প্রকাশ। এতদ্ব্যতীত বাস্তবপক্ষে দৃশ্য বা জগত বলিয়া কিছু উৎপন্ন হয় নাই। বাবা! মনটী কি? মন ভাবময়। যাহা পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের বিকল্পনা বা বিভাবনা, মন তদতিরিক্ত নহে। আত্মা সদা চিদ্রূপ। তথাপি সর্ব্বদা ভাসমানতা সত্ত্বেও 'আমি জানি না' এইরূপ প্রত্যয় যাহার দ্বারা উপস্থিত হয় এবং কর্ত্তা না হইলেও 'অহং কর্ত্তা' ইত্যাকার প্রতীতি যাহার দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহাকেই তুমি 'মন' বলিয়া জানিবে। যেমন গুণী গুণহীন হয় না, তেমনি মনও কল্পনাত্মিকা কর্ম্মশক্তি বিরহিত হয় না। যেমন অগ্নি ও উষ্ণতা অভিন্ন, তেমনি কর্ম্ম ও মন এবং মন ও জীব অভিন্ন। সেই চিত্তরূপী মন ফলজনক কর্ম্মদ্বারা আপনার সংকল্পশরীরকে নানারূপে বিস্তৃত করিয়া মায়াময় বিশ্বকে অনেকাকারে প্রসারিত করিতেছে। বলিতে কি,—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, কর্ম্ম, কল্পনা, স্মৃতি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাসনা, বিদ্যা, প্রযত্ন, ইন্দ্রিয়, প্রকৃতি, মায়া, এসকল সেই মনেরই ব্যতীত বস্তুত অন্য কিছু নহে। ফলত একই মন ঐসকল ভাবে হইয়াছে। একই ব্যক্তি যেমন কর্ম্মবশতঃ পাচক, পাঠক প্রভৃ নাম ধারণ করে, তেমনি মনও কর্ম্মভেদে নানা উপাধি ধারণ এক কথায় বলিতে গেলে. মনই ব্রহ্মোদ্ভূত জগতের স্থাপয়িতা। মনই সুর রূপে, নর রূপে, দৈত্য রূপে, যক্ষ রূপে, গন্ধর্ব্ব ও কি অবস্থিত হয়। আমরা মানস প্রত্যক্ষে দেখিতে পাই, মনই ধনসম্পত্তি ও ভূসম্পত্তি এবং বন্ধু বান্ধবাদি বিচিত্র সংস্থানে বিরাজ এবং তৃণ, কাষ্ঠ ও লতা প্রভৃতি শরীরীর আকারে অবস্থিত সুতরাং এসকল তৃণ, কাষ্ঠ, লতাদি বিচার্য্য নহে, কেবল এক বিচার্য্য। মনই জগত বিস্তৃত করিয়াছে, সুতরাং মনের অভাবে পরমাত্মা অবশিষ্ট থাকেন। আত্মা সর্ব্বাতীত, অথচ সর্ব্বগ ও তাঁহারই প্রভাবে মন বিশ্বাকারে ধাবিত হইতেছে। মনই কর্ম্ম সমুদায়ের কারণ এবং মনই জাত ও মৃত হয়। পীঠমালাতন্ত্রও বলিয়া

মনঃ করোতি কর্ম্মাণি মনো লিপ্যতে পাতকৈঃ।
মনশ্চ তন্মনা ভূত্বা ন পুণ্যৈঃ ন চ পাতকৈঃ॥

অর্থাৎ—"মনই কর্ম্ম করে ও মনই পাতকে লিপ্ত হয়। পরমাত্মাতে সমাহিত হইলে, পাপ বা পুণ্য তাহাকে স্পর্শ করে না।

হে বৎস! জীবের জীবত্বের একমাত্র মূল কারণই এই মন। এই স্থূল শরীরের যেরূপ হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইয়া একটী দেহ সৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ কাম, ক্রোধ, লোভ মদ, মাৎসর্য্য, হিংসা, দ্বেষ ও দম্ভাদি একত্রিত হইয়াই এই মন গঠিত হইয়া থাকে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাদ দিলে যেরূপ মানব শরীরের অস্তিত্বই থাকে না, সেইরূপ এই সকল রিপু বাদ দিলেও মনের অস্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পায়। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয় হইতেই মনের বা ঐ রিপু সকলের সৃষ্টি হইয়া থাকে, এই জন্য মনকে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিও বলা হয়। মনের সত্ত্বগুণ সুখের, রজোগুণ কর্ম্মের এবং তমোগুণ বিপদের সৃষ্টি করিয়া, জীবকে আবদ্ধ করে। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

ত্রিগুণাচেতনত্বাদি দ্বয়োঃ। (সাংখ্য দর্শন)

ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্ম্মী ব্যক্তং।
তথা প্রধানং, তদ্বিপরীতস্তথা চ পুমান্॥ (সাংখ্য কারিকা)

অর্থাৎ—"এই মন প্রভৃতি ব্যক্ত পদার্থ এবং ঐ সকলের মূল প্রধান প্রকৃতি) ত্রিগুণময়, জ্ঞান-রহিত, বিষয়, সাধারণ, অচেতন এবং প্রসবধর্ম্মী (১) কিন্তু পুরুষ (আত্মা) এই সকল হইতে বিপরীত অর্থাৎ পৃথক ও নির্লিপ্ত।" হে সত্যকাম! তুমি এই দেহ, মন ও আত্মার চিত্রটী বিশেষভাবে অবলোকন কর, তবেই সকল বিষয় স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে। বৎস! আমাদের এই স্থূল দেহ স্বপ্রকাশ নহে, মনের প্রকাশেই দেহের প্রকাশ। যতক্ষণ মন থাকে, ততক্ষণ দেহের প্রকাশ, মন চলিয়া গেলে দেহের প্রকাশ আর থাকে না। কারণ মন যখন মস্তিষ্কস্থ স্নায়ু-ইন্দ্রিয়ে যুক্ত না থাকে, তখন দর্শন শ্রবণাদি কোন ইন্দ্রিয়ের কার্য্যই হয় না। যদি দেহ স্বপ্রকাশই হইত, তবে নিদ্রিত এবং মৃত ব্যক্তির দেহও ক্রিয়াশীল হইত। সুতরাং মনের প্রকাশেই দেহের প্রকাশ। আবার এই মনও স্বপ্রকাশ নহে, উহা জড়। কারণ সামান্য কারণেই ক্ষণে ক্ষণে উহার পরিবর্ত্তন ঘটে। পরিবর্ত্তন, জড় বস্তুরই স্বধর্ম্ম। আত্মার প্রকাশেই মনের প্রকাশ। মনের উপর আত্মার প্রতিবিম্ব পড়িয়া, ইহার জড়ত্ব হ্রাস করিয়া, ইহাকে চেতনের ন্যায় বোধ করাইয়া থাকে। হ্যারিকেন লণ্ঠনের ভিতরস্থ আগুনের আলো যে ভাবে

(১) নিত্য নূতন নূতন বিষয়-বাসনা প্রসব (সৃষ্টি) করাই যাহার স্বভাব, তাহাকে 'প্রসবধর্ম্মী' বলে।

১১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিমনির ভিতর দিয়া বাহিরে আসিয়া অন্ধকার গৃহকে আলোকি আমাদের অন্তরস্থ আত্ম-চৈতন্তের চেতনাশক্তিও সেইরূপ মন ভিতর দিয়া অচেতন এই দেহ-গৃহকে চেতনবৎ করিয়া থাকে। সূর্য্যের আলো চন্দ্রের যোগে আমাদের উপর পতিত হইলে, আমরা সূর্য্যের আলো না বলিয়া, চন্দ্রের আলোই বলিয়া থাকি। পরমাত্মার চেতনা মনের যোগে দেহের উপর পতিত হ বুঝিতে না পারিয়া আমরা তাহাকে 'মনের চেতনা'ই বলিয়া এই জন্যই মন কখনও সবল, আবার কখনও দুর্ব্বল, বা উহার অপ্রকাশও দেখা যায়। স্বপ্রকাশ বস্তুর প্রকাশ নষ্ট হয় না। প্রমাণ দেখ, যেমন—চন্দ্র নিজে স্বপ্রকাশ নয়, নিকট হইতে আলো ধার করিয়া আমাদিগকে আলো দেয়, তাই চন্দ্রে হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। কিন্তু সূর্য্য স্বপ্রকাশ, তাই তাঁহার প্রকাশের কখনও বৃদ্ধি হয় না। এইরূপ আনন্দস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অস্তিত্বস্বরূপ আত্মাই স্বপ্রকাশ, তাই তাঁহার কখনও হ্রাস-বৃদ্ধি বা পরিবর্ত্তন এই আত্মার প্রকাশেই মনের প্রকাশ। আমরা মনের ভিতর যে প্রকাশক চৈতন্তের আলোক পাইতেছি, উহা মনের নিজের সেই স্বপ্রকাশ আত্মারই আলোক।

বিশ্বসংসারে মানবের বা জীবের অস্তিত্ব এই মনঃশক্তি দ্বারাই হইতেছে; যেমন ষ্টীমের শক্তিতেই ষ্টীমার ও রেলগাড়ী চলি থাকে। তোমার মনের শক্তিতেই তোমার এই সাড়ে তি পরিমাণ দেহের উপরে 'এই দেহই আমি' এইরূপ অহং বুদ্ধি স্থাপন লইয়া, মন নিজে ভিতরে বসিয়া ষ্টীমের ন্যায় ক্রিয়া করিতে 'আমি মানুষ' এই সংস্কারেই তোমার মন পশুর সঙ্গে না মিশি মানুষের দলে মিশে। 'আমি পাপী ও অসৎ' এই সংস্কার বশেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহ, মন ও আত্মা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্ম বা সৎ কর্ম্ম করিতে যায়। এইরূপ ভাবে সর্ব্বদাই মন ঐ দেহের উপরে 'আমি আছি' এই অস্তিত্ব বোধে, দেহের দ্বারা জগতের সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকে। আর এই মনঃশক্তি সর্ব্বব্যাপী রূপে সর্ব্বত্রই ক্রিয়া করিতেছে। কারণ ব্রহ্মাণ্ডের এমন এক তিল পরিমাণ স্থানও নাই, যেখানে কোন জীবের অস্তিত্ব নাই। ঐ প্রত্যেক জীবেরই একটী করিয়া 'মন' অবশ্যই আছে, তাই মনোবৃত্তিও রহিয়াছে। সুতরাং এই মন যে সর্ব্বব্যাপী হইয়াও অহং বুদ্ধিতে ক্রিয়া করিতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

ভক্ত—ভগবান্! আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন, 'সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয় দ্বারাই মন সৃষ্ট' তবে কি মানুষের মন মাত্রেই ঐ তিনটী গুণ বিদ্যমান?

মহাঃ--হাঁ বৎস, মানবের মন মাত্রেই ঐ গুণত্রয় বিদ্যমান। তোমরা যেমন চাউল, ডাল ও জল এই তিন বস্তু একত্রে পাক করিয়াই খিচুড়ী প্রস্তুত করিয়া থাক, অথচ উহার যে কোনও একটী বস্তু বাদ দিলে যেমন আর কিছুতেই খিচুড়ী প্রস্তুত হইতে পারে না; ঠিক তদ্রূপ, ঐ গুণত্রয়ের দ্বারাই মন সৃষ্ট। উহার একটী বাদ দিলেও মনের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। গুণ অর্থাৎ সূক্ষ্ম রজ্জু। নৌকার গুণ দেখিয়াছ ত? তাহা সরু হইলেও অত্যন্ত শক্ত। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ মনের এই তিনটী গুণ, অর্থাৎ তিনটী সূক্ষ্ম রজ্জু। এই রজ্জু দ্বারাই তোমরা সংসারে অষ্টপাশে বদ্ধ হইয়া আছ। বিচার অসি দ্বারা এই গুণের বন্ধন ছেদন করিয়া, গুণাতীত অর্থাৎ মনের অতীত হওয়ারই নাম 'ব্রহ্মভাব' বা 'মোক্ষ'।

ভক্ত—প্রভু! আমরা ত বুঝি যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, বুদ্ধদেব বা অন্যান্য অবতারগণ এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষগণ সকলেই সত্ত্বগুণী; তাঁহাদের মনের মধ্যে রজঃ বা তমঃ গুণের লেশমাত্রও ছিল না।

মহাঃ—বৎস! স্বয়ং ভগবান্ই বল, বা জ্ঞানী, অজ্ঞানী যাহাই বল না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেন, ঐ তিনটী গুণ সকলের মনের মধ্যেই বিদ্যমান থাকে। তবে যাহার মনে যে গুণের আধিক্য দেখা যায়, লোকে তাহাকেই সেই বলিয়া অভিহিত করে,—ইহাই স্বভাবসিদ্ধ। একটী দৃষ্টান্ত দেখ; শাস্ত্র বলেন, "সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী।" অর্থাৎ "সরস্বতীর সবই শুক্ল"; অথচ সেই সরস্বতীর মস্তকের চুল কৃষ্ণবর্ণ; চোখের ভ্রূযুগল ও চক্ষুর তারকা দুইটীও কৃষ্ণবর্ণ। সুতরাং সেই সরস্বতীকে শুক্লবর্ণা বলা হয় কেন? সরস্বতীর শরীর মধ্যে অধিকাংশ স্থানই শুক্লবর্ণ, তাই অন্য বর্ণের সামান্য কিছু থাকিলেও, তাঁহাকে শুক্লবর্ণই বলা হইয়াছে। সুতরাং এখানে ইহাই প্রমাণিত হইল যে, শুক্ল বর্ণের ভাগ বেশী থাকায় তাঁহাকে শুক্লবর্ণ বলা হইয়াছে। মনে কর, 'ব্রাহ্মণ গাঁও' নামক গ্রামে কি শূদ্র বাস করে না? সেই গ্রামে হয়ত ৫০ ঘর লোকের মধ্যে ৪ ঘর শূদ্র, বাকি ৪৬ ঘরই ব্রাহ্মণ। সুতরাং ব্রাহ্মণের আধিক্য বলিয়াই, সামান্য ৪ ঘর শূদ্র থাকা সত্ত্বেও, সেই গ্রামের 'ব্রাহ্মণ গাঁও' নাম দেওয়া হইয়াছে। এই মনের গুণত্রয় সম্বন্ধেও ঠিক তদ্রূপ। যাঁহাদের মনে সত্ত্বগুণের ভাগ বেশী পরিলক্ষিত হয়, তাঁহারা 'সত্ত্বগুণী'; রজোগুণের আধিক্য থাকিলে সে 'রজোগুণী' ও তমোগুণের আধিক্যে 'তমোগুণী' বলিয়া কথিত হয়। অতএব তুমি যে সকল মহাত্মাদের নাম করিতেছ, তাঁহাদের মনে তমোগুণের মাত্রা এত অল্প ছিল যে, তাহা সাধারণ লোকের বোধাতীত। যেমন এক মণ জলের মধ্যে এক তোলা লবণ মিশ্রিত করিয়া সেই জলের স্বাদ লইলে, তাহাতে লবণ আছে বলিয়া কেহই উপলব্ধি করিতে পারে না, অথচ সেই জল পরীক্ষায় লবণ বাহির হয়; ইহাও ঠিক তদ্রূপ। এই এক মনই মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার রূপে চারিটি অবস্থায় চারি প্রকার ক্রিয়া করিয়া থাকে। তাই শ্রুতিও বলিয়াছেন—"কামাত্মা নানাবিধা বৃত্তিরনুক্রম্যাহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বং মন এব।" অর্থাৎ—"কামাদি নানাবিধ বৃত্তি ও চিত্ত, বুদ্ধ্যাদি এ সমস্তই মন, অন্য কিছুই নহে।"

ভক্ত—ভগবান্! মন চারি অবস্থায় কি ভাবে ক্রিয়া করে? ইহা বুঝিতে পারিলাম না।

মহাঃ—যখন তোমার মন কোন বস্তু বা দৃশ্য দেখিয়া সংকল্প-বিকল্প বা সংশয়-সন্দেহ করিতে থাকে, মনের সেই অবস্থার নাম 'মন'। মনে কর তুমি একটী ব্যাঘ্র দেখিতে পাইলে। এই বাঘ দেখিবা মাত্রই তোমার মন সংশয় বা সন্দেহ করিতেছে যে, 'ইহা কি, বাঘ কি শৃগাল?' এই যে মনের সন্দেহজনক অবস্থা, ইহারই নাম 'মন'। ঠিক পরক্ষণেই এই মন বুদ্ধিরূপে আসিয়া বিচার দ্বারা নিশ্চয় করিল যে, 'এটা বাঘ'। এই যে মনের বিচারশক্তি বা নিশ্চয়াত্মক অবস্থা, ইহারই নাম 'বুদ্ধি'। এই বুদ্ধি বাঘ বলিয়া নিশ্চয় করিতে করিতেই, সেই মন 'চিত্ত' রূপে আসিয়া চিন্তা-করতঃ পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া দিয়া তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিল, 'বাঘে মানুষ খায়।' এই যে মনের ধারণাশক্তি, ইহারই নাম 'চিত্ত'। তৎপর তোমার মন অহঙ্কার রূপে আসিয়া, পূর্ব্বের বদ্ধ সংস্কার বশে বলিয়া উঠিল, 'শুনিয়াছি বাঘে মানুষ খায়, আমি মানুষ, অতএব আমাকে বাঘে খাইবে।' এই বলিয়া ভয়ে দৌড়াইয়া তুমি (মন) পলায়ন করিলে। 'আমি মানুষ'—এই বলিয়া মনের যে দেহাভিমান, ইহারই নাম 'অহঙ্কার'। মনের এই চারিটী অবস্থার ক্রিয়া এত দ্রুত নিষ্পন্ন হয় যে, সাধারণ মানব তাহা ধারণা করিতে অসমর্থ। ঠিক এই ভাবে তোমার মনের যে মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কাররূপে চারিটী অবস্থা আছে, এই চারি বৃত্তিকে একত্রে 'অন্তঃকরণ' বলা হইয়া থাকে। এই মনেরই নামান্তর 'জীব'।

ভক্ত—দয়াময়! আপনি বলিয়াছেন, 'দেহ ও মন নীরক্ষীরবৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত হইয়া আছে।' সুতরাং দেহ ধ্বংস হইলে ধ্বংস হইবে না কি?

মহাঃ—বৎস! হাড়-রক্ত-মাংসে তৈয়ারী এই যে তোমার স্থূল দেখিতেছ, ইহার ধ্বংস (মৃত্যু) হইলেও, ঐ জীবরূপী সূক্ষ্মদেহ মনের বা ধ্বংস হয় না; মনোগত ভোগবাসনাদিরও ধ্বংস অথবা কোন পরি হয় না। মানবের দেহ ধ্বংস কালে যে সকল বিষয়ভোগের তীব্র বাসনা থাকে, সেই সকল সংস্কার সহই মন দেহান্তে পুনরায় অন্য নূতন দেহ করিয়া লয়। মনে কর, কোন এক ব্যক্তি নিজেই বেহালা বা গান করিতেছিল। এমন সময় হঠাৎ তাহার বেহালার তার ছিঁড়ি বেহালাটী নষ্ট হইয়া গেল। সেজন্য কি সঙ্গে সঙ্গে তাহার গান শক্তিও নষ্ট হইয়া যাইবে? তাহা কখনও নয়। বেহালা যন্ত্রটী চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেলেও, সেই গায়কের গান করিবার শক্তি অক্ষত বিদ্যমান থাকিবে এবং প্রয়োজন বোধে গায়ক নূতন আর একটী যন্ত্র করিয়া লইবে। ঠিক সেইরূপ, তোমার মন-গায়কের দেহ-যন্ত্র গেলেও, মনের শক্তি অক্ষুণ্ণ ভাবেই বিদ্যমান থাকে এবং পরে নূতন দেহ ধারণ করে। হে সুবুদ্ধে, মন দেহ হইতে পৃথক। যেমন কদ খণ্ড খণ্ড করিলে তাহাতে বল্কল ব্যতীত অন্য কিছুই পাওয়া যায় না, স্থূল দেহকে শত খণ্ড করিলেও রক্তমাংসাদি ব্যতীত আর কিছুই পা না। সুতরাং তুমি মনকেই জীব বলিয়া জানিবে। এই মনরূপী পুরুষ অর্থাৎ কর্ম্মকর্ত্তা। তদ্দ্বারা যাহা কৃত হয়, তাহাই প্রকৃ এই আমার স্থান; ঐই আমি আছি, এই আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, এই মস্তক, এ সমস্ত মনই বিধান ও অভিধান (প্রস্তুত ও উল্লেখ) থাকে। একমাত্র মনই জীব হইতে জীবান্তর নাম প্রাপ্ত হইয়া, সেই অনুগামী হয়। পরে অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া অভিমান প্রযুক্ত স্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাপ্ত হয়। বৎস! এই স্থূল শরীর শরীর নহে, মনই প্রকৃত শরীর, একথা যথার্থ। যদ্রূপ কুম্ভকার মানস কল্পনার পর ঘট নির্ম্মাণ করে, তদ্রূপ মনও সঙ্কল্প মাত্রের দ্বারা দেহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। মনই সমস্ত জীবের সুখ-দুঃখ ভোগী শরীর। এই যে মাংসময় দেহ, ইহা সুখ-দুঃখাদি ভোগের আধার নহে। মনই সুখ-দুঃখ ভোগের আধার ও বাসনা-কামনার আধার। সেই জন্যই বলিতেছি, এই মাংসময় স্থূল দেহকে তুমি মনের কল্পনা বলিয়া নিশ্চয় করিবে। লোকের মৃত্যু দেখিয়া ব্রহ্মজ্ঞ কবীরজী বলিতেন,—

মন মরে না মায়া মরে, মর্ যায় শরীর।
আশা তৃষ্ণা নাহি মরে, কহে দাস কবীর॥

ইহার ভাবার্থ এই যে,—"মানুষের মৃত্যুতে তাহাদের মন বা মনোগত বিষয়ভোগের পিপাসা ও আশা কিছুই মরে না, মাত্র মায়িক এই স্থূল শরীরটাই মরিয়া যায়। কবীর এই কথাই বলিয়াছেন।" হে মহামতে! মৃত্যুটা কি? তুমি যেমন তোমার পুরাতন অব্যবহার্য্য কাপড় পরিত্যাগ করিয়া নূতন কাপড় পর, তদ্রূপ মনও এই পুরাতন বা অব্যবহার্য্য দেহ-বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া আবার নূতন দেহ-বস্ত্র পরিধান করে। পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধানে যেমন তোমার এই স্থূল দেহের বর্ণ পরিবর্ত্তন বা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদির কোনও হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না, অবিকল পূর্ব্ববৎই থাকে; ঠিক তদ্রূপ, পুরাতন দেহ-বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহরূপ বস্ত্র ধারণে মনেরও কাম, ক্রোধ, হিংসা দ্বেষাদির বা অজ্ঞানতা ও সংস্কারাদির কোন কিছুরই হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না, অবিকল পূর্ব্ববৎই থাকিয়া যায়। ব্রহ্মসূত্র বলিতেছেন—

সূক্ষ্মং প্রমাণতশ্চ তথোপলব্ধেঃ।

অর্থাৎ—"জীব এই শরীর ত্যাগ করিয়া পরলোক গমন কালে তেজ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ লিঙ্গ দেহ আশ্রয় করে। সূক্ষ্ম ভূত সহকৃত সেই লিঙ্গ শরীর ও প্রমাণে উভয় প্রকারেই সূক্ষ্ম। জীব নাড়ীপথে নিষ্ক্রান্ত হয় বলিয়া অতিশয় সূক্ষ্ম। যেহেতু প্রমাণে সূক্ষ্ম সেই হেতু তাহার সঞ্চার; যেহেতু স্বরূপতঃ সূক্ষ্ম অর্থাৎ অত্যন্ত স্বচ্ছ, সেই হেতু তাহার অপ্রতিঘাত অদর্শন উভয়ই সম্ভব হয়। এই মর-জগতের কোনও স্থূল বস্তু গতির সাধক বা বাধক, কিছুই হইতে পারে না এবং যখন এই স্থূল দেহ হইতে নির্গত হয়, তখন তাহাকে কেহ দেখিতে পায়

নোপমর্দ্দেনাতঃ। (ব্রহ্মসূত্র)

অর্থাৎ—"সেই মন অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া, তাহা স্থূল শরীরের উপমর্দ্দিত হয় না।" তাৎপর্য্য এই যে, স্থূল শরীর ছিন্নভিন্ন হয়, দগ্ধ হয়, তাহাতে সূক্ষ্ম শরীর মনের অল্পমাত্রও ক্ষতি হয় না।

অস্যৈব চোপপত্তেরেষ উষ্মা। (ব্রহ্মসূত্র)

অর্থাৎ—"সজীব শরীর স্পর্শ করিলে যে উষ্মা (উষ্ণতা) অনুভূত হয়, তাহা সেই সূক্ষ্ম শরীরেরই উষ্ণতা।" মনে করিয়া দেখ, মৃত শরীর থাকে, তাহাতে রূপাদিও থাকে, কেবল উষ্ণতা থাকে না। উষ্ণতা জীবিত শরীরেই থাকে, মৃত শরীরে থাকে না। তাহাতে বুঝিতে পারিতেছ যে, এই সর্ব্ববিদিত স্থূল শরীরের অতিরিক্ত শরীর আছে এবং সেই সূক্ষ্ম শরীরেই উষ্মার অবস্থিতি। বৎস! মৃত সূক্ষ্মশরীর থাকে না, উহা স্থূল শরীর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, কারণে মৃত শরীর তাপশূন্য হয়। একথা শ্রুতিও বলিয়াছেন,—

উষ্ণ এব জীবিষ্যঞ্ছীতো মরিষ্যন্।

অর্থাৎ—"উষ্মা আছে, সে জন্য এ বাঁচিয়া আছে। শীতল তাপশূন্য হইয়াছে, সুতরাং এ মরিয়াছে।" আর লোকব্যবহারও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাহারও মৃত্যু হইলে লোকে বলে, লোকটা দেহত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু কেহই বলে না যে, 'লোকটা মন ত্যাগ করিয়াছে।' সত্যসত্যই মনরূপী জীব এই দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় বলিয়াই, লোকে এইরূপ 'দেহত্যাগ' শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে। সুতরাং দেহ ও প্রাণবায়ু ত্যাগ করিয়া মৃত্যুর পরেও মন জীবিত থাকে,—ইহাই সিদ্ধান্ত। এই সকল ব্যাপার অতি সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম ভাবে বিচার করিলে জ্ঞাননেত্রের দ্বারা দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু অবিচারীদের অজ্ঞান নেত্রের দ্বারা কিছুতেই তাহা দেখা যায় না।

ভক্ত—হে ভগবান! আমাদের এই দুঃখ অশান্তি কোথা হইতে কে সৃষ্টি করিতেছে?

মহাঃ—বৎস! এই মনই তোমাদের সুখ-দুঃখের একমাত্র মূল কারণ। তোমাদের অনিষ্টকারী শত্রু বলিতে জগতে যদি কেহ থাকে, তবে তাহা তোমাদের মন। মন নিজেই সুখ, দুঃখ, শান্তি, অশান্তির সৃষ্টি করিয়া, আবার নিজেই তাহা ভোগ করিতেছে। মন সর্ব্বদাই ভ্রান্তিময় ও মোহময়। তাই ভ্রমে পড়িয়া তোমরা মনোরাজ্যের জীবগণ, জগতের চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিতেছ। তোমরা কোন্‌দিকে যাইবে, কোন্‌দিকে গেলে অভ্রান্তপথে চলিয়া গন্তব্যস্থানে পৌছিয়া শান্তি পাইবে, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছ না; বরং ক্রমে আরও অবসন্ন হইয়াই পড়িতেছ ও 'হা হতোঽস্মি' বলিয়া চীৎকার করিতেছ। আর, কেন যে এই ভ্রম হইল, তাহার মূল কারণও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছ না। উন্মাদ ব্যক্তি যেমন তাহার নিজের এতদূর অস্থিরতা ও অশান্তির কারণ কোথা হইতে উৎপন্ন হইতেছে, তাহা কিছুতেই নির্ণয় করিতে পারে না, তোমরাও ঠিক তদ্রূপ। উন্মাদ যেমন বুঝিতে পারে না যে, তাহার নিজ মস্তিষ্ক হইতেই এই ব্যাধি উৎপন্ন, সেইরূপ তোমরা মনোরাজ্যের ভবব্যাধিগ্রস্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবসকলও বুঝিতে পার না যে, 'একমাত্র নিজের মন হইতেই তো এই ভবব্যাধির, অর্থাৎ ভ্রান্তি ও মোহের সৃষ্টি হওয়ায় তোমরা ছট্‌ফট্ করিয়া কাল কাটাইতেছ। পাগল ব্যক্তি যেমন ছুটাছুটি কাহারও উপর তুষ্ট হইয়া হাসিতেছে, আবার কাহারও সঙ্গে রুষ্ট করিয়া প্রহারেও উদ্যত হইতেছে; কতজনকে এ কথা ও কথা, কত কথাও বলিতেছে; তোমরা মনোরাজ্যের দিগ্‌ভ্রান্ত জীবসকলও ঠিক লোকের সঙ্গে ব্যবহার কালে প্রয়োজন বোধে কাহাকেও তুষ্ট, কা রুষ্ট ভাবে গ্রহণ করিতেছ। 'নিজ মস্তিষ্ক হইতেই এই ব্যাধি হইয়াছে' পাগল ইহা বুঝিতে পারিলে সে চিকিৎসক দ্বারা নীরোগ করিবার চেষ্টা করিত। ঠিক সেইরূপ, 'নিজের মনই এই একমাত্র মূল কারণ,' যদি তোমরা তাহা বুঝিতে পারিতে, তবে সৎসঙ্গে থাকিয়া, আত্মতত্ত্বামৃত রূপ ঔষধ পানেই এই ব্যাধি আরোগ্য লাভ করিবার চেষ্টা করিতে।

একদিন একটী খেলা দেখিয়া আমার মনে আনন্দ হইল। ন্যায় সূক্ষ্ম এক গাছি তার টানান আছে; সেই তারেরই প্রায় নীচে দুইটী গাটাপার্চারের পুতুল মুখামুখীভাবে থাকিয়া নৃত্য করি স্থূল দৃষ্টিতে ঐ পুতুলের সঙ্গে তারের কোন সংশ্রব আছে বলিয়া না;—ইহাই তাহার আশ্চর্য্যতা। ঐ পুতুল দুইটী জীবন্ত মানুষের ন্যায় মুখামুখীভাবে উভয়ে বাহুযুদ্ধ করিতেছে, আবার কখনও বা নৃত্য করি কিন্তু ঐ সূক্ষ্ম তারের সীমা ছাড়াইয়া এদিকে ওদিকে বাইয়া পড়িতেছে না। কারণ ঐ তারের আকর্ষণেই তাহারা করিতেছে। এই দৃশ্য দেখিবা মাত্রই মনোরাজ্যের অজ্ঞান জীবের কথা আমার মনে জাগিয়া উঠিল। অর্থাৎ জগতের জীব সকল এইরূপ ভাবেই মনরূপ অতি সূক্ষ্ম তারের নীচে থাকিয়া, সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আকর্ষণেই হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়া এই সংসারে নানাপ্রকার নৃত্য করিতেছে। কিন্তু কিছুতেই ঐ মন-তারের বা মায়া-গণ্ডির বাহিরে যাইতে পারিতেছে না। পূর্ব্বোক্ত পুতুল দুইটী যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই সূক্ষ্ম তারের সীমার মধ্যে থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত দেখিবে, ঠিক জীবিত মানুষেরই ন্যায়, উহাদের উভয়ের সঙ্গে উভয়ের মারামারি, ধ্বস্তাধ্বস্তী হইতেছে, কিছুতেই তাহার বিরাম হইতেছে না। কিন্তু যদি কেহ ঐ পুতুল দুইটী ধরিয়া সেই তারের সীমার বাহিরে নিয়া রাখিয়া দেয়, তবে তখন দেখিবে যে, উহারা একেবারে নির্ব্বিকার অবস্থায় পড়িয়া আছে; তখন আর উহাদের সেই মারামারির কোন চিহ্নও থাকিবে না। তোমরা মনোরাজ্যের জীব সকলও ঠিক সেইরূপ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তোমরা সূক্ষ্ম মন-তারের সীমার (অর্থাৎ মায়া বা অজ্ঞান রাজ্যের) মধ্যে থাকিবে, ততক্ষণই দেখিবে, তোমরা একে অন্যের সঙ্গে হিংসা, দ্বেষ ও কাম ক্রোধাদি রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া মারামারি, ধ্বস্তাধ্বস্তী করিতেছ, কিছুতেই ক্ষান্ত হইতেছ না। কিন্তু যদি কোন আত্মজ্ঞ পুরুষ তোমাদের মধ্যে কোন জীববিশেষকে জ্ঞানবলে ধরিয়া ঐ মনোরাজ্যের বা মন-তারের সীমার বাহিরে লইয়া যাইতে পারেন, তবে তখন দেখিবে যে, সেই জীবও বিচার বৈরাগ্য বলে ঐ পুতুলের ন্যায়ই নির্ব্বিকার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। তোমরা ভূতে পাওয়া মানুষ দেখিয়াছ কি? ভূতে পাওয়া মানুষ নিজেকে নিজে ভুলিয়া যায়, অর্থাৎ ভূত তাহার শরীরে প্রবেশ করিয়া, তাহার পূর্ব্ব স্মৃতি সকল ভুলাইয়া দিয়া, সেই ভূতেরই নাম ধাম বলিতে থাকে। তখন সে মনে করে, আমি অমুক, এমন কি সে নিজের বাড়ীঘর ও ছেলেমেয়েদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলে, 'আমি তোদের ঘাড় ভাঙ্গিব, এই ঘর দরজাগুলি এক হাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিব' ইত্যাদি। জগতের জীব সকলও সেইরূপ। মনরূপ ভূতে বা চিত্তভূতে পাওয়ায় ইহারা আত্মবিস্মৃত হইয়া, নিজেকে নিজে ভুলিয়া গিয়া, জগতের অন্য জীবেরও ক্ষতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে উদ্যত হয়। দর্প, গর্ব্ব, অহঙ্কারাদিই চিত্তভূতের ধর্ম্ম। পাওয়া লোকের শরীরে যেমন ২৫টা লোকের জোর আছে বলিয়া ২।১ জনে কিছুতেই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, ঠিক যেন ন্যায়; সেইরূপ সাধারণ মানবগণও যখন পরস্পর দম্ভ ও অভিমানে অভিভূত হইয়া আস্ফালন করিতে থাকে, সেই অবস্থাটী বিচার দেখিলে, তাহারা যে বাস্তবিকই ভূতাবিষ্ট বা উন্মাদ, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। ঠিক যেন সেই মানুষগুলিকে ভূতেই তাহারা নিজ নিজ চিত্তভূতের শক্তিতেই সংসার ক্ষেত্রে এইরূপ তাণ্ডব করিয়া অযথা বিতণ্ডা করিতেছে। তোমরা সাধারণ মানবও ভাবাপন্ন মনকে লইয়াই সংসারে বিচরণ করিতেছ; তাই তোমরা অশেষ শোক দুঃখ ভোগ করিতেছ, আর 'হা হতোঽস্মি' বলিয়া করিতেছে। এই ভাবে যে সকল জীব মনোরাজ্যে বা মায়ারাজ্যে ঘু তাহারা মনের দুর্দ্দান্ত প্রভাবে কখনও আত্মার স্থিরতা করিতে পারে না। পৃথিবীস্থ মানবগণ যেমন আপনাদিগকে ঘূর্ণায় করে না এবং পৃথিবীকেও স্থিরই দেখে; সেইরূপ মনোরাজ্যে ভ্রান্ত আপনাদিগকে মনের দ্বারা প্রবঞ্চিত মনে করে না। উহারা মনের সম্যক্ প্রবঞ্চিত হইয়াও নিজেকে নিজে সম্যক্ অভ্রান্ত বলিয়াই মনে যেমন নিরেট অজ্ঞ ব্যক্তিও নিজেকে নিজে সুবুদ্ধিমান্ মনে করি গর্ব্বিত হয়। মায়া, মন, বা সয়তান ইহারা একই বস্তু এবং তোমরা মানবসকল সেই সয়তানের রাজ্যেই বাস করিতেছ, তাই তোমরা রাজ্যেরই মানুষ। প্রজাগণ যখন যে রাজার অধীনে থাকে, রাজারই আইন কানুন তাহাদিগকে মানিয়া লইতে হয়। এই সয়তানের রাজ্যে তোমরা যে সকল অবিচারীগণ বাস করিতেছ, তাহা সেই শয়তানের আইন কানুনে যত প্রকারের শঠামী, ধূর্ত্তামী, হিংসা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে তৎসমস্তই মানিয়া লইতে হইতেছে। এখন তোমরা সেই সয়তানী বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়াই জগতে পরম শান্তি লাভ করিতে চাও। যদিও তোমরা বলিয়া থাক, 'আমরা পরমেশ্বরের রাজ্যে বাস করি' কিন্তু বাস্তবিক ইহা পরমেশ্বরের রাজ্য নয়, তোমরা অবিচারী মন-সয়তানেরই রাজ্যে বাস কর। পরমেশ্বরের রাজ্য হইল জ্ঞানরাজ্য। সেই রাজ্যে চিত্তের সমতা, সরলতা, অকপটতা সর্ব্বক্ষণই বিদ্যমান। তাই সেই স্থান সর্ব্বদা জ্ঞানালোকে আলোকিত থাকে। পরমেশ্বরের রাজ্যে কখনও শঠ, ধূর্ত্ত, হিংসুক প্রভৃতি সয়তানগণ প্রবেশ করিতে পারে না। বিবেক অসি হস্তে লইয়া জ্ঞানরূপ প্রহরী সর্ব্বক্ষণ সেখানে দণ্ডায়মান অবস্থায় পাহারার কার্য্য করিতেছে। বৎস! বাস্তবিক পক্ষে তোমাকে নিজে নিজের প্রভু হইয়া এই জগতের বাহিরে, অর্থাৎ মনোরাজ্যের বাহিরে যাইতে হইবে। অতএব উঠ, আপনাকে মুক্ত কর, এই সকল প্রকৃতির নিয়মের রাজ্যের (মনোরাজ্যের) বাহিরে যাও; তবেই তুমি সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, শান্তি-অশান্তি, আনন্দ-নিরানন্দ প্রভৃতি দ্বন্দ্বের অতীত হইয়া, দ্বন্দ্বাতীত নিজেকে (আত্মাকে) প্রত্যক্ষোপলব্ধি করিতে পারিবে।

দেহে "অহং=আমি" জ্ঞান এবং দেহাতিরিক্ত অন্য ভোগ্য বস্তুতে 'আমার' এতদ্রূপ অভিমান বা জ্ঞান থাকার নাম 'অবিদ্যা' বা 'অজ্ঞানতা'। জীব সকল এই অবিদ্যারই পূজা বা সেবা করাতে, ক্রমে ইহা হইতে তাহাদের অনুরাগ বা দ্বেষ জন্মে। অর্থাৎ উক্তরূপ অজ্ঞান হইতে অনুকূল বিষয়ে আসক্তিরূপ অনুরাগের এবং প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষের উৎপত্তি হয়। আবার ঐ সকলের উচ্ছেদ সম্ভাবনায়, ভয়ের ও মোহের জন্ম হয়। এইরূপ অসংখ্য অনর্থময় অবিদ্যা-প্রভেদ আমাদের সকলেরই প্রত্যক্ষ বা অনুভবসিদ্ধ, অর্থাৎ আমরা সকলেই অবিদ্যা বন্ধনে বদ্ধ বা আবৃত আছি।

ভক্ত—প্রভু! আপনি বলিয়াছেন যে, 'সেই পরমাত্মা পরমেশ্বর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাক্য ও মনের অগোচর'। তিনি বাক্য-মনের অগোচর হইলে, ইন্দ্রিয় ও মনের বাহিরে কি প্রকারে যাইবে ?

মহাঃ—বৎস ! মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর। বাক্য-মনের পরমাত্মার তত্ত্ব, ইন্দ্রিয়ের অতীত দেশে যাইয়াই আমাদিগকে অনুভব হইবে। মন সসীম ও দেশ, কাল, নিমিত্তের অধীন ; সুতরাং মন সীমার যাইতে পারে না বটে, কিন্তু জ্ঞান, বিচার, বুদ্ধির সাহায্যে মনের প্রদেশে যাইবার শক্তি প্রত্যেক মানবেরই রহিয়াছে ; কেবল যোগ দ্বারাই ঐ শক্তি জাগরিত হয়। তোমরা কেহ লম্ফ দিয়া সেই মনাতীত অর্থাৎ মনের বাহিরে যাইতে পার কি ? কেহই পার না ; কারণ কাহাকে কহে তাহাও জানিতে পার না বা আত্মোপলব্ধি করিতেও ধর্ম্ম বক্তৃতার বা কেবল মুখের কথার জিনিষ নয়,—ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ বিষয় এবং তাহা মনের সীমার বাহিরে যাইয়াই উপলব্ধি করিতে হয়।

ভক্ত—প্রভু। আমি কি প্রকারে সয়তান মনের সয়তানী বুদ্ধি সয়তানকে পরাস্ত করিয়া, জ্ঞানরাজ্যে বা পরমেশ্বরের রাজ্যে পারিব, দয়া করিয়া তাহাই উপদেশ করুন।

মহাঃ—বৎস ! তোমরা পৃথিবীতে থাকিয়া কেহই পৃথিবীর দেখিতে পাও না ; কেবল সূর্য্য ও চন্দ্র ঘুরিতেছে, পৃথিবী স্থির আছে দেখিতেছ। কিন্তু যদি পৃথিবীর ঘূর্ণন দেখিতে চাও, তবে পৃথিবীর সেই চন্দ্র মণ্ডলে যাইতে হইবে। তখন দেখিতে পাইবে যে, পৃথিবী কিরূপ দ্রুতবেগে ঘুরিতেছে এবং চন্দ্র এই পৃথিবীর আছে। সেইরূপ মায়ারাজ্য বা মনরূপ সয়তানের রাজ্য তাহার বাহিরে আত্মরাজ্যে, অর্থাৎ জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করিতে না কেহই সেই মনের চঞ্চলতা, শঠতা ও ঘূর্ণন এবং আত্মার স্থিরতা, কারতা ও শান্তভাব বুঝিতে পারে না। আরও দেখ, পৃথিবীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তত্র যাইয়া মহাকাশে ভীমবেগে পৃথিবীর ঘূর্ণন দেখিয়াও সাধারণ মানবের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত ও স্তম্ভিত হইয়া যাইবে, কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিবে না। ঠিক সেইরূপ, এই মায়ারাজ্য হইতে বহির্গত হইয়া আত্মসূর্য্যের তেজ দর্শন করিয়া স্থির থাকাও সাধারণ মস্তিষ্কের ও সাধারণ মনের শক্তির কর্ম্ম নয়। তাই বেদান্ত বলিয়াছেন, **"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"** অর্থাৎ—"বলহীন (মনঃশক্তি হীন) ব্যক্তি কখনও আত্মজ্ঞান লাভ করিতে বা আত্মদর্শন করিতে পারে না।" এই জন্যই বৌদ্ধশাস্ত্রও সেই আত্মজ্ঞ বা ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে 'মহাবল' বলিয়া সম্বোধন করেন, আর বেদান্ত তাঁহাদিগকে 'মহাত্মা' বলিয়া থাকেন। সুতরাং বিবেক ও বিচার বলেই তুমি মনের সয়তানী বুঝিতে পারিবে এবং তখন অসীম শক্তিশালী তোমার এই মনকে স্ববশে রাখিয়া তুমি যোগাভ্যাসে রত থাকিলেই তোমার আত্ম-দর্শনাদি সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্য বলিতেন—**"জিতং জগৎ কেন? মনো হি যেন।"** অর্থাৎ—"কে জগত জয় করিয়াছে? যে মনকে জয় করিয়াছে।" ভক্তবীর তুলসীদাসজী বলিতেন,—

রাজা করে রাজ্য বশ, যোদ্ধা করে রণ জই।
আপ্‌না মনকো বশ করে যো, সবকো সেরা ওই॥

অর্থাৎ—"যিনি রাজ্যের প্রজাদিগকে বিচার ও শাসন বলে বশে রাখিতে পারেন, তিনিই রাজা এবং যিনি নিজ পরাক্রম বলে যুদ্ধে জয় লাভ করিতে পারেন, তিনিই যোদ্ধা। কিন্তু যিনি দুর্জ্জয় মনকে বশীভূত করিতে পারেন, তিনিই জগতে ঐ সকলের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।"

ভক্ত—প্রভু! এই যে আপনি শক্তি বা বলের কথা বলিলেন, ইহা কাহার বল? দেহের বল, কি মনের বল?

মহাঃ—মনের বল। মনের তেজ বিক্রম শূন্য ব্যক্তি কেবল আত্মজ্ঞান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেন ব্যবহারিক বা পারমার্থিক, কোন জ্ঞানই লাভ করিতে পার বৎস! এই মন বা মায়া আকর্ষণ করে কাহাকে, জান কি? শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা খুব বেশী, তাহাকেই মন অভিভূত ফেলে। লোকে সাধারণ কথায়ও বলে, "জোর যা'র রাজ্য অর্থাৎ—"যাহার শক্তি বেশী, রাজ্যের সকলেই ভয়ে তাহার থাকে।" অন্তর্জগতের সাধন ভজন পথেও ঠিক সেইরূপই এই পথে চলিতে, 'করি সম বাহু বল, সিংহোপম শৌর্য্য বল' চাই। এই অন্তর্জগতে প্রবেশ করিতে, হাতীর ন্যায় শরীরের শক্তি (উন্নত এবং সিংহের মত মানসিক তেজ বিক্রম (পুরুষকার বলে বিচার শক্তি) থাকা একান্ত প্রয়োজন। কাজেই সর্ব্বসাধারণে যাইতে সক্ষম হয় না। যাহাদের মন খুব বেশী দুর্ব্বল ও ভীত, শরীরেই ভূত চাপিয়া বসে। আর যাহারা ভূত আছে বলিয়া স্বীকার করে না, মনের শক্তি যাহাদের অত্যন্ত প্রবল, ভূত তাহাদের চাপিয়া বসা ত দূরের কথা, তাহাদিগকে দেখিলেই ভূত দূরে করে। এই মায়া বা মন-ভূতও ঠিক সেইরূপ ব্রহ্মচর্য্য ও বৈরাগ্য হীন দুর্ব্বল ব্যক্তির দুর্ব্বলতা দেখিয়াই তাহাকে করিয়া, নিজের আধিপত্য স্থাপন করিয়া লয়। ভূতে পাওয়া পূর্ব্বের ন্যায় আর স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে না; সে নিজের ভুলিয়া গিয়া, নূতন আগত ভূতের আদেশ অনুসারে অস্বাভাবিক চলাফেরা, আহার বিহারাদি করে। এই মনাভিভূত জীবও ঠিক সে নিজের স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া অজ্ঞানতাবশতঃ মনের আদেশে নিজেই মায়িক বস্তুর সঙ্গে মমতার শৃঙ্খলে ('আমার' এইরূপ বুদ্ধি ভাবে বন্ধন করিয়া, সেই বন্ধন-যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে থাকে। কাজ করিবার সময় তোমরা যেরূপ মনোযোগের সহিত তার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিয়া থাক, যদি তাহার এক-চতুর্থাংশ পুরুষকার যোগে মনোনিবেশ পূর্ব্বক অন্তর্জগতের দিকে দৃষ্টি করিতে, তবেই তোমাদের সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হইত। স্মরণ রাখিও যে, বহির্জগত অপেক্ষা অন্তর্জগত আরও প্রবল যুদ্ধক্ষেত্র। সেখানে তীব্র পুরুষকারের সহিত যুদ্ধ না করিলে কেহই সেই যুদ্ধে জয়ী হইতে পারে না। এ কারণেই শ্রুতি বারম্বার বলিয়াছেন, 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'। বৎস! আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, অজ্ঞান বশতই আমরা এত দুর্ব্বল এবং এই দুর্ব্বলতাই ভ্রমে পতিত হওয়ার একমাত্র কারণ। সত্যই ধর্ম্ম। সেই সত্যকে বহাল রাখিতে হইলে, বহির্জগতই বল, আর অন্তর্জগতই বল, সকল স্থানেই যুদ্ধের প্রয়োজন। মনে কর, তোমার বাড়ীর সীমার মধ্যে পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীর অপর লোক আসিয়া অন্যায় ভাবে বলপূর্ব্বক কয়েক হাত স্থান দখল করিয়া লইল। এখন তোমাকে নিজের সেই সত্য সীমা বহাল রাখিতে হইলে, তোমাকে সেই বিরুদ্ধ ব্যক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে না কি? অন্তর্জগতেও ঠিক সেইরূপই জানিবে। সত্যস্বরূপ আত্মাই তোমার একমাত্র আশ্রয়-স্থল এবং তাহাই শান্তিধাম। কিন্তু তোমার মন-প্রকৃতি সেই আত্মাকে ত্যাগ করিয়া, বাহ্যিক ইন্দ্রিয়যোগে তোমাকে বহির্ম্মুখী রাখিয়া, অশেষ শোক-দুঃখ ভোগ করাইতেছে। সুতরাং তোমার শান্তি-অপহারক পরম শত্রু মনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াই, মনকে পরাস্ত করতঃ (বশ করতঃ) তোমাকে তোমার নিজ আত্মস্বরূপে বা শান্তিধামে পৌঁছিতে হইবে। তাই বেদান্ত বলিয়াছেন,—

রসস্য মনসশ্চৈব চঞ্চলত্বং স্বভাবতঃ।
রসো বদ্ধো মনো বদ্ধং কিং ন সিদ্ধ্যতি ভূতলে॥
মূর্চ্ছিতো হরতি ব্যাধিং মৃতো জীবয়তি স্বয়ম্।
বদ্ধঃ খেচরতাং ধত্তে ব্রহ্মত্বং রসচেতসি॥ (বরাহোপনিষদ্)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ—"রস (পারদ) এবং মনের চঞ্চলতা স্বাভাবিক। মন যদি বশীভূত হয়, তবে জগতে কিছুই অসিদ্ধ থাকে না। মূর্চ্ছিত হইলে রোগ দূর করে, মৃত হইলে অপরের প্রাণ দান কর হইলে তাহার সেবা দ্বারা লোক আকাশে গমন করে। সেইরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞানরূপ পারদ সেবন করিয়া নীরোগ হইয়াছেন এবং নির্ম্মলতা সম্পাদন করিয়াছেন, তাঁহারই চিত্তে ব্রহ্মভাব প্রকাশি বৎস! অয়ুর্ব্বেদোক্ত ক্রিয়া দ্বারা যেমন পারদ মূর্চ্ছিত, মৃত ও ব থাকে, সেইরূপ বেদান্তোক্ত গুরুবাক্য, সৎসঙ্গ ও ব্রহ্মবিচার দ্বা বশীভূত হইয়া থাকে। এই মনই ইন্দ্রিয়গণের প্রভু। সুতরাং মন হইলেই ইন্দ্রিয়গণও বশ হয়।

ভক্ত—দয়াময়! আপনি বলিয়াছেন যে, 'দেহে অহংবুদ্ধি পর্য্যন্ত কিছুতেই আত্মজ্ঞান লাভ হইবে না।' সুতরাং এখন কি প্রকারে বলিতেছেন যে, 'অহংবুদ্ধি না থাকিলে অর্থাৎ পুরুষ থাকিলে কোন কাজই সিদ্ধ হইতে পারে না'। 'আমি করিব' অহং-বুদ্ধিতে পুরুষকার আশ্রয় করিয়া আত্মতত্ত্বালোচনা করি ক্ষতি হয় না কি? এইরূপ অহং-বুদ্ধি থাকিলে, তবে আর ভগবানে রহিল কোথায়? আর দেহের অহঙ্কারই বা নষ্ট হইবে কি আমার অদৃষ্টে থাকিলে এবং ভগবান করিলেই আমার আত্মতত্ত্ব বা জ্ঞানলাভ হইবে, নতুবা আমি পুরুষকার দ্বারা কি করিতে ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

মহাঃ—বৎস! যেমন বিষে বিষ নষ্ট হয়, পায়ে কণ্টক বি অপর কণ্টক দ্বারাই সেই কণ্টক তুলিতে হয়; ঠিক সেইরূপ বিশুদ্ধ দ্বারাই মলিন অহং-ভাব নষ্ট করিতে হয়। হে সুবুদ্ধে! অহঙ্কার তন্মধ্যে দুই প্রকার উপাদেয় ও এক প্রকার হেয় অর্থাৎ পরি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই তিন প্রকার অহঙ্কারের বিষয় বর্ণন করিতেছি, স্থির চিত্তে শ্রবণ কর। 'আমিই এই সমস্ত বিশ্ব, আমিই অচ্যুত পরমাত্মা, আমাছাড়া কিছুই নাই,' এই উৎকৃষ্ট ভাবকে প্রথমা অহঙ্কৃতি কহে। এই অহঙ্কার বন্ধকারণ নহে, প্রত্যুত মোক্ষকারণ। ইহা জীবন্মুক্ত পুরুষেই বিদ্যমান থাকে, অন্যত্র নহে। 'আমি এ সমুদায় হইতে পৃথক্, স্বতন্ত্র ও পরম সূক্ষ্ম,' এই ভাবের যে জ্ঞান, তাহাকে দ্বিতীয়া অহঙ্কৃতি বলা যায়। ইহাও বন্ধনকর নহে বরং মোক্ষকর। ইহাও জীবন্মুক্ত পুরুষেই বিদ্যমান। আর, 'আমি হস্ত পদাদিমান দেহী, আমি মনুষ্য' এবম্বিধ নিশ্চয়, মিথ্যাভিমান ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এই মিথ্যাভিমানাত্মক কল্পিত অহঙ্কার তৃতীয়। ইহা অত্যন্ত তুচ্ছ এবং অশাস্ত্রবিৎ অজ্ঞ মনুষ্যেই ইহা বিরাজ করে। এই অহঙ্কারই পরম শত্রু ও সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। এই দুরহঙ্কারের দ্বারাই লোকে নিপীড়িতচিত্ত হইয়া বিবিধ সঙ্কটে নিপতিত হয়। অতএব এখন তুমি তোমার নিজ মনের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখ দেখি, তোমার দেহের উপরে সর্ব্বদাই 'অহং' (আমি) বুদ্ধি রাখিয়া তুমি পুরুষকারের সহিত সংসারের সমস্ত কর্ম্ম করিয়া থাক কি না? 'অহং' (আমি) জ্ঞান নাই, এমন কোন জীবই জগতে নাই। তন্মধ্যে অজ্ঞেরা স্থূল দেহের উপরই অহং-বুদ্ধি যোগে, পুরুষকারের বলে, বহির্জগতে কাজ করে; আর, মুমুক্ষু বিচারপরায়ণ ব্যক্তিগণ নিজ মনের উপর অহং-বুদ্ধি যোগে, পুরুষকারের বলে, অন্তর্জগতে কাজ করিয়া থাকেন। দেহকে পৃথক্ বোধে নিজ মনঃশক্তির উপরে যে অহং-বুদ্ধি দ্বারা পুরুষকার স্থাপন করিয়া লোকে কার্য্য করে, তাহারই নাম 'আত্মনির্ভরতা'। অর্থাৎ নিজের শক্তির উপরে নিজের যে নির্ভরতা, তাহারই নাম 'আত্মনির্ভরতা'। এই আত্মশক্তির উপরে নির্ভর না করিয়া, জগতে কেহই উন্নত হইতে পারে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাপুরুষগণও এই আত্মশক্তিতে অহং-জ্ঞানেই,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজ দেহস্থ অহংকে ধ্বংস করিয়া আত্মদর্শন লাভ করিয়াছেন। অন্তর্জগতে যে আত্মশক্তিতে অহং-জ্ঞানে পুরুষকার, তাহাই মোক্ষের হেতু। তোমাদের সেই আত্মশক্তির উপলব্ধি নাই। মনে তমোগুণ আসিয়া মানসিক দুর্ব্বলতা সৃষ্টি করিয়াছে; তাই ভীরু কাপুরুষের ন্যায় 'ভগবান করিলে হইবে' মুখে এই শব্দ আরাম বোধ কর। মনে ভাবিয়া দেখ ত, তুমি অর্থোপার্জ্জনে কোন কার্য্যে যাওয়ার সময়, কিম্বা বাজারে যাওয়ার সময় বা করিবার সময়, এই সকল কার্য্য 'ভগবান করিলে হইবে' এই বলিয়া করিয়া বসিয়া থাক কি? প্রত্যুত তীব্র পুরুষকারের সহিত কাজে প্রবৃত্ত। কেবল আত্মতত্ত্ব আলোচনার সময়ই 'যা করেন ভগবান' এই বলিয়া ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাক। এরূপ করিলে ভাবের ঘরে চুরী করা হয়।

ভক্ত—প্রভু! 'আমরা নগণ্য জীব, নরাধম ও মহাপাপী; আমাদের কিছুই করিবার শক্তি নাই; যদি ভগবান করেন, তবেই সকল কার্য্য হ' এইরূপেই ত আমাদের গুরু মহাশয়গণ আমাদিগকে উপদেশ দিয়া থাকে।

মহাঃ—বৎস! তোমাদের ভগবান্ কোথা হইতে আসিয়া তো কাজ করিয়া দিবেন? তিনি মথুরা, বৃন্দাবন হইতে আসিবে। তিনি যে অন্তর্য্যামী ভগবান, আত্মারূপে তোমাদের প্রত্যেকেরই থাকিয়া কাজ করিতেছেন, বা তোমাদের দ্বারা করাইতেছেন, তোমাদের আদৌ বিশ্বাস নাই। তাই তোমাদের যে ভগবানে নির্ভরতা, তাহা কেবল মুখের শব্দ মাত্রেই পর্য্যবসিত হয়। অজ্ঞানীরাই উপদেশ করিয়া থাকে যে, 'তোমরা মহাপাপী, তোমাদের কিছুই করিবার শক্তি নাই, এইজন্য তোমরা সারা হা হুতাশ কর।' এই শ্রেণীর উপদেশ-দাতাগণের এইরূপ উপদেশ অজ্ঞানতা ও শঠামিই প্রকাশ পায়। বৎস! আপনাকে অথবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কখনও দুর্ব্বল করিও না। যদি পার, লোকের ভাল কর, অন্যের মনে সাহস দিয়া জগতের হিত কর; জগতের অনিষ্ট করিও না। নিজেকে নিজে কখনও দুর্ব্বল মনে করিও না। যদি পাপ বলিয়া জগতে কিছু থাকে, তবে ঐরূপ বলাই একমাত্র পাপ যে,—'আমি ক্ষুদ্র জীব, মহাপাপী ও দুর্ব্বল এবং অন্য সকলেও সেইরূপ ক্ষুদ্র জীব, মহাপাপী ও দুর্ব্বল।' এই ভাবে মানুষকে কেবল দুর্ব্বলতা স্মরণ করাইয়া দিলে তাহাদের কোন উপকার হয় না। দুর্ব্বলতা দূর করিয়া মনে শক্তি সঞ্চারের জন্য ঔষধ দাও। মনে কর, তুমি রোগগ্রস্ত হইয়াছ, এখন যদি আমি তোমাকে বলি যে, তুমি সর্ব্বদাই—'আমি রোগী, আমি দুর্ব্বল হইয়াছি, আমার আর বাঁচিবার আশা নাই'—এইরূপ ভাবিতে থাক; তবে তাহাতে তুমি সেই ব্যাধি হইতে মুক্ত হইবে কি? তাহা কখনই নয়। বরং তাহার বিপরীত ভাবে, 'আমি নীরোগী' এইরূপ ভাবনাই রোগমুক্তির হেতু এবং ইহাই যুক্তি ও শাস্ত্রসঙ্গত। তাই বলি বৎস, শাস্ত্রীয় পুরুষকার, উত্তমা প্রজ্ঞা ও সদ্‌যুক্তি অবলম্বন করিয়া সংসারচক্রের নাভিস্বরূপ চিত্তকে নিরুদ্ধ করিবে। যথাবৎ ও যথাযোগ্য পুরুষকারের অলভ্য কিছুই নাই। সুতরাং দৈবপরায়ণ না হইয়া, পৌরুষপরায়ণ হওয়া বিধেয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণ যাহা করিতে পারেন, আমিও সে সকল সম্পন্ন করিতে পারি, এই প্রকার দৃঢ় ভাবনা করিবে। এই দৃঢ় ভাবনার বলেই তোমার সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

হে সুবুদ্ধে! তপস্যা বল, আর দেবতাই বল, কেহ কিছুই নয়। অন্যত্র কোথায়ও কোন দেবতা নাই যে, তুমি চীৎকার করিলে, তাহার বলে অন্যত্র হইতে কোন দেবতা আসিয়া তোমাকে কিছু শক্তি বা ধন-জনাদি দান করিবে। ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, আপনার প্রযত্নরূপ প্রদীপ্ত চৈতন্য-শক্তিই সেই সেই তপস্যা ও দেবতা হইয়া ফল প্রদান করিয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজ বিচার-জ্ঞানের প্রযত্ন ব্যতীত অন্য কেহই ফলদাতা নাই; জানিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার। অর্থাৎ যে ফল ইচ্ছা ক পূর্ব্ব হইতেই তদনুরূপ কার্য্য করিবে, করিলে অবশ্যই সেই ফল প্র করিবে। যে নিয়তি পুরুষকারে পরিণত হয়, সেই নিয়তিরই ফল প কালে দৃষ্ট হয়। অতএব যাঁহারা বুদ্ধিমান, তাঁহারা 'নিয়তি যাহা ক তাহাই হইবে' এইরূপ ভাবিয়া পুরুষকার পরিত্যাগ করেন না। যু যুদ্ধের সময় অর্জ্জুনেরও এইরূপ প্রবল তমোগুণের উদ্রেক হইয়া ম দুর্ব্বলতা ও কাপুরুষতা আসিয়াছিল। তাই অর্জ্জুনকে তাঁহার আত্মশক্তি জাগ্রত করিয়া, সেই আত্মশক্তিতে নির্ভর করতঃ যুদ্ধ ক জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বহুবিধ উপদেশ করিয়াছিলেন। তাহাতে য আত্মশক্তির বোধ হইয়াছিল বলিয়াই তিনি বলিয়াছিলেন,—

ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করো

অর্থাৎ—"হে ভগবান্! তুমি অন্তর্য্যামী, আমার হৃদয়ে থাকিয়া করাইতেছ আমি তাহাই করিতেছি।" এই বলিয়াই অর্জ্জুন আত্ম নির্ভর করিয়া, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মুক্তিকোপনিষদ্ বলি "অশুভ মার্গে সমাবিষ্ট চিত্তকে শুভ ভাবে নিয়োজিত করিবে। ভাব হইতে চালিত চিত্ত শুভ ভাবকে প্রাপ্ত হয় এবং শুভ ভাব চালিত চিত্ত অশুভ ভাবকে প্রাপ্ত হয়। পুরুষকার রূপ দ্বারা চিত্তরূপ বালককে পালন করিবে। হে সত্যকাম, মনের ম চিকিৎসার্থ নিজের পুরুষকারই একমাত্র সুস্বাদু মহৌষধ। তোমার মনের দুর্ব্বলতা ও দুর্ব্বুদ্ধি ত্যাগ কর। উঠ, জাগ, নিজে মুক্ত কর। তুমি মনে অহং-বুদ্ধি যোগে পুরুষকার দ্বারা থাকিয়া আত্মতত্ত্ব আলোচনা করিলেই, তদ্দ্বারা চিত্ত-মল ধৌত হ আত্মা প্রকাশ পাইবেন। শ্রুতিও বলিয়াছেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।

অর্থাৎ—"উঠ, জাগ, জ্ঞানীর নিকট যাইয়া প্রবুদ্ধ হও।"

ভক্ত—প্রভু! জাগতিক বিষয় সকল ভোগের যে তীব্র বাসনা বা ক্ষুধা, তাহা ত মন হইতে কিছুতেই বিদুরিত হইতেছে না।

মহাঃ—ভোগবাসনা তিরোহিত না হইলে, মনে শান্তি প্রাপ্ত না হইলে এবং শুভাশুভ কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত না হইলে, আত্মপদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তোমার যে ভোগের বাসনা বা সংস্কারসমষ্টি, তাহারই নাম 'মন'। তাই মহর্ষি বশিষ্ঠ মুনিও শ্রীরামচন্দ্রকে উপদেশ কালে বলিয়াছেন, "মনঃ বাসনা-সমষ্টিঃ।" অর্থাৎ "বাসনা বা কামনা সমষ্টিই মন, তদ্ভিন্ন মন বলিয়া অন্য কোন বস্তুই নাই।" একবার বিচার করিয়া দেখ, তোমার মন বর্ত্তমান জন্মে সমস্ত জীবন ভরিয়া নানা প্রকারের চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় সেবন এবং ধন-জনাদি নানা প্রকার ভোগ্য বস্তু ভোগ করিয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেও, কোথায়ও ধনীর ঘরে, কোথায়ও বা দরিদ্রের ঘরে জন্ম লইয়া, সে কামিনী কাঞ্চনাদি অসংখ্য ভোগ্য দ্রব্য ভোগ করিয়া আসিয়াছে। এই ভাবে বহু জন্ম জন্মান্তর পর্য্যন্ত বিষয় ভোগ করিয়াও কিছুতেই কোন জন্মেও তাহার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি না হওয়ায়, দেহত্যাগের সময় তোমার মন সেই অতৃপ্ত ভোগবাসনারূপ ক্ষুধা লইয়াই আবার দেহান্তরে গমন করিবে। মনের ক্ষুধার তুলনায় লোকের দেহের (পেটের) ক্ষুধা অতি সামান্য। কারণ, এক সের, কি দেড় সের খাদ্য দিলেই পেটের তৃপ্তি হয়, কিন্তু এই মনের ক্ষুধা এত প্রবল যে, তোমার মন মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি অসংখ্য দেহে বহু জন্ম পর্য্যন্ত সংখ্যাতীত বিষয় ভোগ করিয়াও, কিছুতেই কোন জন্মেও মনের সেই বাসনারূপ ক্ষুধার নিবৃত্তি হইতেছে না। তাই ভক্তবীর তুলসীদাসজী বলিতেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তনকী ভূক্ তনিক হ্যায়, তীন পাও কি সের্!
মনকী ভূক্ অনেক্ হ্যায়, নিগলত মেরু সুমের্॥

অর্থাৎ—"দেহের ক্ষুধা অত্যন্ত অল্প, তিন পোয়া বা একসের বস্তুতেই নিবৃত্তি পায়; কিন্তু মনের ক্ষুধা এত অধিক যে, সুমেরু তুল্য ভূরি ভূরি বস্তুতেও নিবৃত্তি পায় না।"

একটী গল্প মনে পড়িল। এক রাজার সন্তানের মধ্যে মাত্র একটী ছিল। রাজা সখ করিয়া একটী ছাগল পুষিতেন। তিনি প্রত্যহই চাউল, ঘাসাদি নানা প্রকারের প্রচুর খাদ্য ছাগলকে খাওয়াইতেন, কিছুতেই ছাগলের পরিতোষ জন্মিত না; এক ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা পর আবার ছাগল খাইতে থাকিত। যখন বহু চেষ্টা করিয়াও মহারাজ ছাগলের কিছুতেই পরিতোষ জন্মাইতে পারিলেন না, তখন তিনি ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, 'যে ব্যক্তি আমার এই ছাগলকে এরূপ পরিতোষ করিয়া পেট ভরাইয়া, তাহার ক্ষুধার নিবৃত্তি দিতে পারিবে যে, ছাগল যেন আর খাইতে না চাহে, সেই সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিব।' পরমা সুন্দরী রাজকন্যা করা যাইবে এবং রাজার পুত্রসন্তান নাই, সুতরাং রাজত্বও যাইবে; এই লোভে পড়িয়া, অনেকেই সেই ছাগল নিয়া খাওয়াইবার প্রার্থী হইল। ক্রমে এক এক জন করিয়া ছাগলকে নিয়া ২।৪ দিন খাওয়াইতে লাগিল। ছাগলের প্রচুর পেট ভরাইয়া যখন কেহ মহারাজের নিয়া উপস্থিত হয়, তখনই মহারাজ উত্তম কোন্ খাদ্য আনিয়া ছাগলের দেন এবং ছাগলও তাহা খাইতে থাকে। ইহা দেখিয়াই তখন বলিতেন, "কই! ছাগলের পেট ত এখনও ভরে নাই, এখনও খাই সুতরাং তোমার দ্বারা হইল না।" এই ভাবে অনেক লোকে চেষ্টা কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। পরে কোনও একজন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যক্তি সেই ছাগলটীকে নিয়া ৬।৭ দিন পর্য্যন্ত অন্য কোন খাদ্য না দিয়া, কেবল প্রচুর বিল্বপত্র খাওয়াইতে আরম্ভ করিল। কারণ সে জানিত যে, বিল্বপত্রে ক্ষুধা নষ্ট করিয়া, অরুচি জন্মাইয়া থাকে। ৮ দিন পরে সে দেখিল, সেই ছাগলের এত অরুচি জন্মিয়াছে যে, ছাগল আর কিছুই খাইতে চাহে না। তখন সে ছাগলটিকে লইয়া সেই রাজার নিকট গেল। মহারাজও পূর্ব্ববৎ ছাগলের নিকট খাদ্য দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, সত্য সত্যই ছাগল আর কিছুতেই খাইতে চাহে না। রাজা তখন সেই ব্যক্তির সহিত রাজকন্যার বিবাহ দিলেন। সেই ব্যক্তি সুন্দরী রাজকন্যা ও প্রচুর ধনৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া তদবধি আনন্দে জীবন কাটাইতে লাগিল।

বৎস! তোমাদের মন-ছাগলেরও ঠিক এইরূপ, বহু ভোগ করিয়াও কিছুতেই ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতেছে না। কিন্তু যে সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তি জানেন যে, তত্ত্বামৃতরূপ বিল্বপত্র খাইলেই মনের ক্ষুধার নিবৃত্তি হইয়া, বিষয় ভোগে অরুচি জন্মে; একমাত্র তিনিই সৎ-সঙ্গে থাকিয়া, মনকে তত্ত্বামৃত পান করাইয়া, মনের বিষয় ভোগে অরুচি জন্মাইতে পারেন। তাহার ফলে তখন তাঁহার জ্ঞানৈশ্বর্য্য লাভ হইয়া পরম শান্তি ভোগ হইয়া থাকে। হে বৎস! একমাত্র সৎসঙ্গের গুণেই মনে বিচার বৈরাগ্য জন্মে এবং বৈরাগ্যের দ্বারাই মন পূর্ণতা (তৃপ্তি) প্রাপ্ত হয়,—আশার দ্বারা নহে। আশা মনকে রিক্তই করে,—পূর্ণ করে না। আশাত্যাগেরই নামান্তর পরমানন্দ বা মোক্ষ। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।" অর্থাৎ—"আশাই পরম দুঃখ দেয় এবং মনে আশার অভাব হইলেই পরম সুখ (ব্রহ্মানন্দ) অনুভব হয়।"

এমন সময় সন্ধ্যাকাল উপস্থিত দেখিয়া মহাপুরুষ মৌনাবলম্বন করিলেন এবং ভক্ত ও তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া নিজ কার্য্যে চলিয়া গেলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগতের মিথ্যাত্ব প্রমাণ।

পরদিন প্রভাতকালে পুনরায় সেই ভক্ত শ্রবণ-উন্মুখ আসিয়া মহাপুরুষের নিকট উপবেশন করিলেন এবং বলিলেন, এই প্রত্যক্ষ সত্য জগতের ভোগ্য বিষয় সকল দেখিয়া কি প্রকারে আশাহীন নিষ্কাম হইবে? ইহা ত সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে।

মহাঃ—বৎস! জগতের মিথ্যাত্ব বোধ দৃঢ় না হইলে, আশার বিরাম হয় না, কাজেই অদ্য তোমাকে মন ও জগত বিষয়ে বলিব। তোমার এই সুচতুর মন তীব্র ভোগবাসনার বলে, জগতকে কি প্রকারে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান করাইয়া, তোমাকে দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত করিয়াছে ও করিতেছে, তাহাই একবার করিয়া দেখ। সমস্ত দিবারাত্রি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তোমার মন জাগ্রত ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থায় থাকিয়া, তোমার সঙ্গে তিন রকমে খেলিয়া থাকে। এই যে এখন আমি তোমার সঙ্গে কথা করিতেছি এবং তোমার মন এই সকল বাড়ী, ঘর, পাহাড়, জগত দেখিতেছে, আর তোমার এই সাড়ে তিন হস্ত পরিমিত উপর মনের 'এই দেহই আমি' এইরূপ বোধ আছে, এই অবস্থার নাম 'জাগ্রত অবস্থা'। এই অবস্থায় থাকিয়া মন এই স্থূল দেহে জাগতিক বস্তু উপভোগ করিয়া থাকে। এই স্থূল দেহ মনের কাজ করিতে করিতে যখন শ্রান্ত হইয়া পড়ে, তখন মন বিশ্রামের জন্য একটু আরামপ্রদ স্থানে (বিছানায়) ফেলিয়া দেহের মধ্যে থাকিয়া, নিজেই নিজের পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্মৃতি বলে ঘোড়া, বাঘ, ভাল্লুক, রাজ প্রাসাদ, পর্ণ কুটীর ইত্যাদি অনেক কিছু সৃষ্টি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলে সৃষ্টি করিয়া থাকে। তখন মন নিজেই সেই সকল দৃশ্য দেখিয়া কখনও প্রাণের ভয়ে চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া পলাইতে থাকে, কখনও বা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া হাসিতে থাকে। মনের এই অবস্থার নাম 'স্বপ্নাবস্থা'। এই ভাবে স্বপ্নাবস্থায় নিজ কল্পিত সৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে খেলা করিতে করিতে যখন মন নিজেও শ্রান্ত হইয়া পড়ে, তখনই সে নিদ্রাভিভূত হয়। অর্থাৎ যে অজ্ঞানতা হইতে তাহার উৎপত্তি হইয়াছে, সেই অজ্ঞানেই লীন হয়। তাই কথিত আছে, 'সুষুপ্তিতে মন স্বকারণে বিলীন হয়'। মনের এই অবস্থারই নাম 'সুষুপ্তি' বা 'গভীর নিদ্রা'। এই অবস্থায় মন সর্ব্বপ্রকার সঙ্কল্প বিকল্প ত্যাগ করিয়া স্বকারণে লীন হওয়ায়, মনের সঙ্গে জাগতিক কোন বস্তুরও যোগ থাকে না। কিন্তু জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় মনের সঙ্গে যে কোনও একটা বস্তুর যোগ থাকিবেই থাকিবে। এখন তোমার মনের জাগ্রতাবস্থা ও সুষুপ্তি অবস্থা, এই দুইটী অবস্থার প্রতি তুমি বিশেষ লক্ষ্য করিতে থাক। জাগ্রতাবস্থায় তোমার মনকে জিজ্ঞাসা কর, 'এই যে দৃশ্যমান বিশ্ব দেখিতেছ, ইহা আছে কি নাই?' অর্থাৎ 'ইহা সত্য কি মিথ্যা?' তখন তোমার মন উত্তর করিবে, 'সত্য সত্যই ইহা আছে।' পুনরায় সুষুপ্তি অবস্থায় তোমার মনকে জিজ্ঞাসা কর, 'কি দেখিতেছ, জগত দেখা যায় কি? সৃষ্টি বলিয়া কিছু আছে কি?' তখন তোমার মন উত্তর করিবে, 'জগত বা সৃষ্টি বলিয়া কিছুই নাই'? এখন তোমার মনের কোন্ অবস্থার কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে? জাগ্রতাবস্থায় তোমার মন বলিতেছে, 'সৃষ্টি আছে' আবার সুষুপ্তি অবস্থায় মন বলিতেছে 'সৃষ্টি নাই'। এই একই মন, দুই অবস্থায় দুই কথা বলিতেছে। অতএব ইহার কোন্‌টী সত্য, কোন্‌টী মিথ্যা বলিয়া গ্রহণ করিবে?

ভক্ত—প্রভু গভীর নিদ্রা সুষুপ্তি অবস্থায় ত মনের কোন ভাল-মন্দ বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুখ-দুঃখ জ্ঞান থাকে না ; সুতরাং সেই অজ্ঞানাবস্থায় কি প্রমাণ মিথ্যা প্রমাণিত হইবে? জাগ্রতাবস্থায় সকল বিষয়েরই জ্ঞান স্বচক্ষে সমস্তই দেখা যায় কাজেই সেই জাগ্রতাবস্থার কথাকেই সত্য গ্রহণ করিব।

মহাঃ—বাবা! তোমার কথা শুনিয়া আমার হাসি পাইল। তুমি বলিলে, সুষুপ্তি অবস্থায় তোমার কোন জ্ঞান থাকে চিন্তা করিয়া দেখ, তুমি গভীর নিদ্রা, অর্থাৎ সুষুপ্তি হইতে উঠিয়া থাক যে, 'আমি অত্যন্ত সুখে নিদ্রিত ছিলাম, তখন জগত বলিয়া ছিল না এবং আমার দেহ গেহ কিছুরই বোধ ছিল না।' ইহাতেই বুঝিতেছ, সুষুপ্তিকালীন সুখ উপলব্ধি করিবার জ্ঞান সুষুপ্তাবস্থায় নিশ্চয়ই তোমার ছিল ; নতুবা "আমি সুখে নিদ্রিত সেখানে অন্য কেহই ছিল না।" এই বলিয়া তুমি সাক্ষ্য দিতে পার এমন কি, যদি কেহ তোমার এই কথা অস্বীকার করিয়া বলে দুঃখে নিদ্রিত ছিলে' তবে তখনই তুমি তাহার বিরুদ্ধে তীব্র করিয়া বলিতে থাকিবে, "আমিই নিদ্রিত ছিলাম, সুতরাং ছিলাম, কি দুঃখে ছিলাম তাহা তুমি জানিবে কি প্রকারে?" এখন বুঝিতে পারিতেছ যে, সেই সুপ্ত্যবস্থায়ও তোমার জ্ঞান এই জ্ঞান অনাদি অনন্ত, ইহা কোন অবস্থায় কিছুতেই বিলুপ্ত এ বিষয়ে পূর্ব্বেও তোমাকে শাস্ত্র প্রমাণাদি দ্বারা বিশেষ ভাবে বলিয়া

ভক্ত—প্রভু! আপনার অকাট্য যুক্তিতে স্পষ্টই বুঝি সুষুপ্তাবস্থায় সত্য সত্যই আমার জ্ঞান ছিল। কিন্তু তথাপি বুঝিতে পারিতেছি না যে আমার মনের জাগ্রতের কথা সুষুপ্তির কথা সত্য।

মহাঃ—বৎস! তোমার সুষুপ্তি অবস্থার কথা, অর্থাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই কথাই সত্য। কারণ জাগ্রতের দৃশ্য সকল সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, একই ভাবে কিছুই স্থায়ী থাকে না। মনে কর, আজ যেখানে নদীর ধারে পাকা বাড়ী দেখিতেছ, কল্য হয়ত দেখিবে সেই বাড়ী নদীগর্ভে মিলিয়াছে। আজ যাহাকে যৌবনগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া স্ফীত বক্ষে চলিতে দেখিতেছ, এক মাস পরেই হয়ত দেখিবে যে, সেই ব্যক্তি দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অতি কষ্টে যষ্টি ভরে চলিতেছে। এই ভাবে দৃশ্যমান জগতের যে দিকেই নিরীক্ষণ করিয়া বিচার কর না কেন, দেখিতে পাইবে, জাগতিক সমস্ত বস্তুই পরিবর্ত্তনশীল। আর, যাহা পরিবর্ত্তনশীল তাহাই ধ্বংসশীল ও মিথ্যা। বিজ্ঞান এবং দর্শনের যুক্তিতেও ইহাই প্রমাণিত হয়। অপর দিকে চিন্তা করিয়া দেখ, তোমার সুষুপ্তি অবস্থার দৃশ্য, তাহা কি? সেখানে কিছুই নাই এবং শান্তি অনুভূত হইয়াছে। আবহমান কাল হইতে যোগী, ভোগী, রোগী, শোকী, প্রভৃতি লোক মাত্রেই, সেই সুষুপ্তি হইতে উত্থিত হইয়া বলিয়া আসিতেছে 'সেখানে (সুষুপ্তিতে) কিছুই ছিল না, আমি পরম শান্তিতে ছিলাম।' সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি মাত্রেরই মুখে এই একই কথা। অনাদি কাল হইতে এই কথার কোনই পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন নাই। কিন্তু জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থার দৃশ্য এবং কথা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। অতএব অনাদি কাল হইতে মানবের সুপ্ত্যবস্থার প্রত্যক্ষোপলব্ধিকৃত, অপরিবর্ত্তনীয় সাক্ষ্যই সত্য। সুতরাং ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হইল যে, এই দৃশ্যমান জগত যাহা জাগ্রতাবস্থায় সত্য সত্যই আছে বলিয়া তোমার মন তোমাকে দেখাইতেছে এবং দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইতেছে, প্রকৃত পক্ষে সত্য সত্যই উহা নাই,— মিথ্যা। অপরিবর্ত্তনীয় একমাত্র ব্রহ্মই সত্য এবং তিনিই বিদ্যমান আছেন। বৎস! যেমন সুস্থির সাগর হইতে অস্থির তরঙ্গের উৎপত্তি হয়, তেমনি নির্ব্বিকার পরমাত্মা হইতে প্রথমে সবিকার মন উৎপন্ন হয়। সেই মন তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বেচ্ছানুসারে প্রতিনিয়ত নানা প্রকার কল্পনা করে এবং তাহা এই জগদ্রূপ ইন্দ্রজাল বিস্তৃত হইয়া থাকে। যেমন সোনার বালা হইতে ভিন্ন নহে, কিন্তু স্বর্ণ, বালা হইতে ভিন্ন; তেমনি এ পরমাত্মা হইতে ভিন্ন না হইলেও পরমাত্মা জগত হইতে ভিন্ন। জগত পরমাত্মায় অবস্থিত। পরমাত্মা নিজ সত্তায় অবস্থিত, জগত অধীন। অর্থাৎ জগতের পৃথক্ সত্তা নাই। জগতে যে সত্তা (উহা আছে, তাহা ব্রহ্ম-সত্তার অনতিরিক্ত। যেমন মরু-মরীচিকায় নীর ভ্রম, রজ্জুতে সর্প ভ্রম, তেমনি পরমাত্মাতেই এই ইন্দ্রজালময় জগতের

ভক্ত—হে ভগবান্! যুক্তি প্রমাণ দ্বারা জগত মিথ্যা হইলেও, 'সত্য সত্যই জগত মিথ্যা' এই কথা কিছুতেই বিশ্বাস পারিতেছি না। কারণ সর্ব্বদাই এই জগতে স্ত্রী-পুত্র, ধন-জন, বিহারাদি সকল বিষয়ই সত্য বলিয়া মনে হইতেছে এবং সত্য ব্যবহার করিয়া সুখও উপলব্ধি করিতেছি। গত কল্য যে সকল পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতাদি আমার দৃষ্টি-গোচর হইয়াছিল, আজও সেই বস্তু দেখিতেছি। সুতরাং এইরূপ প্রত্যক্ষ সত্যরূপে দৃষ্ট জগত করিয়া মিথ্যা বলি?

মহাঃ—বৎস! রজ্জুতে সর্প ভ্রম স্থলে, তুমি রজ্জুকে সর্প সে যেমন রজ্জু রজ্জুই থাকে, কোনও কালে সেই রজ্জু সর্প হয় না; তেমনি আত্মাতে জগত ভ্রম স্থলে, তুমি জগত দেখি পরমাত্মা কোনও কালে জগদ্রূপে পরিণত হন না; তিনি সর্ব একাত্ম ব্রহ্মরূপে বিদ্যমান আছেন। বৎস! প্রত্যক্ষদৃষ্ট বস্তু মাত্র তুমি নির্ব্বিচারে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে চাও, তবে দর্পণে প্র প্রত্যক্ষদৃষ্ট মানুষকে, ছায়াচিত্রে (সিনেমায়) প্রত্যক্ষদৃষ্ট ব্যক্তি সকলকে এবং যাদুবিদ্যায় প্রত্যক্ষদৃষ্ট বস্তুগুলিকে, সত্য সত্যই আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি মানিয়া লও না কেন? প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে, পৃথিবী সত্য সত্যই অচল অটল অবস্থায় স্থির আছে এবং সূর্য্য, চন্দ্রই পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে, ; ইহাও সত্য বলিয়া তুমি মানিয়া লও না কেন?

ভক্ত—ঐ সকল বিষয়গুলির পূর্ব্বাপর বিচার করিয়া দেখিয়াছি যে, উহা প্রত্যক্ষদৃষ্টে সত্যবৎ প্রতীত হইলেও, বাস্তবিক উহা মিথ্যা, উহার কোনই অস্তিত্ব নাই এবং পৃথিবী যে ঘুরিতেছে, তাহাও অকাট্য যুক্তি দ্বারাই প্রমাণিত হইয়া রহিয়াছে।

মহাঃ—হে সুবুদ্ধে! তুমি যুক্তি ও প্রমাণ বলে বিচার করিয়াই যেমন পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বিষয় সকলের মিথ্যাত্ব বুঝিতে পারিয়াছ, ঠিক ঐরূপ বিচার দ্বারাই এই দৃশ্যমান জগতেরও মিথ্যাত্ব সুস্পষ্ট রূপেই উপলব্ধি করিতে পারিবে। যেমন, ভূমির যে স্থান খুঁড়িবে সেই স্থানেই আকাশ দৃষ্ট হইবে; ঠিক সেইরূপ যে যে দৃশ্যকে বিচারারূঢ় করিবে, সেই সেই দৃশ্যই একে একে চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম পর্য্যবসিত হইবে, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই দৃষ্ট হইবে না। লোকের বিচার ও দৃষ্টি দ্বিবিধ। আসক্তির সহিত বিচার ও দৃষ্টি এবং বৈরাগ্যের সহিত বিচার ও দৃষ্টি। এই জগত আসক্তির বিচারে ও দৃষ্টিতে যেমন সত্য বলিয়া বোধ হয়, বৈরাগ্যযুক্ত দৃষ্টি ও বিচারে তেমনি মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয়। যাহার বিষয়-পিপাসু মন বহির্মুখী, সেই ব্যক্তিই মনের আসক্তির সহিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি ও বিচার করে; আর যিনি বৈরাগ্যবান্ ত্যাগী পুরুষ, তিনিই নির্ব্বিকার ভাবে বৈরাগ্য যুক্ত হইয়া বিষয়সকল দেখেন ও বিচার করেন। এই বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তির বিচারই প্রকৃত নির্ভুল। বৎস! একটী সত্য ঘটনা বলিতেছি, মন দিয়া শ্রবণ কর। পল্লিগ্রামের একজন প্রৌঢ়া ব্রাহ্মণ-কন্যা তাহার ভগ্নীর শ্বশুর বাড়ী কলিকাতায় গিয়াছিল। একদিন তাহার ভগ্নীপতি ও ভগ্নী তাহাকে সিনেমা দেখাইতে লইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেল। ঐ পল্লীবাসিনী স্ত্রীলোকটী জীবনে আর কখনও সবাক ছা(টকী সিনেমা) দেখে নাই, তাই উহা দেখিয়া তাহার মনে দৃঢ় জন্মিল যে, নাটকের মত জীবন্ত মানুষেই এই অভিনয় করি তাহার এই মিথ্যা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তাহার ভগ্নীপতি প্রভৃতি সিনেমার স্বরূপ জানে, তাহারা তাহাকে বুঝাইয়া বলিতে "ইহা জীবন্ত মানুষ নয়, অঙ্কিত ছবিই এই ভাবে প্রকাশ পা কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকটী মনে করিল যে, নিশ্চয়ই ভগ্নীপতি তাহা করিতেছে। তখন স্ত্রীলোকটী বলিল, "আমি দেখিলাম জীবন্ত নৃত্য-গীত করিতেছে, সুতরাং কি প্রকারে ইহা ছবি হইবে?" তখ অনেক লোকেই তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সে কি তাহা ছবি বলিয়া ধারণা করিতে পারিল না; বরং সে সকলে প্রতিবাদ করিয়া পুনঃ পুনঃই বলিতে লাগিল যে, "আমি নিজে দেখিলাম, সেই মানুষটা ঝাপাইয়া জলে পড়িল, আর অমনি ছিট্‌কাইয়া উপরের দিকে উঠিল, সৈন্যগুলি ঘোড়ায় চড়িয়া গেল, তখন সেই ঘোড়াগুলির পায়ের শব্দ পর্য্যন্ত আমি পাইলাম। সুতরাং এইরূপ প্রত্যক্ষদৃষ্ট জীবন্ত মানুষগুলিকে কি তোমরা ছবি বলিতেছ? ছবি কি কখনও এরূপ দৌড়াইতে বলিতে পারে? আমি ত কচি খুকি নই যে, তোমাদের দেশে বলিয়াই এই প্রত্যক্ষদৃষ্ট সত্য মানুষকে তোমরা ছবি বলিয়া ধাঁধা লাগাইবে।" এই ভাবে সে কিছুতেই তাহাকে ছবি বলিয়া করিতে পারিল না। তাই বলিতেছি বৎস! তোমাদের অজ্ঞানতা তোমরাও ঠিক সেই স্ত্রীলোকটীর মতই এই জগচ্চিত্র দেখিয়া যে, প্রত্যক্ষদৃষ্ট জগত সত্য ও নির্ভুল। বিচার করিয়া দেখ দৃষ্টি কি সর্ব্বত্রই নির্ভুল? তোমরা প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে দেখিতেছ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নীলবর্ণ। ঐ আকাশের নীলিমা দেখিয়াই, বড় বড় বিদ্বান্, বুদ্ধিমান কবিগণও পর্য্যন্ত বলিয়া ও লিখিয়া থাকেন, 'নীল আকাশে কিরণ হাসে' ইত্যাদি। প্রকৃত পক্ষে কোন বৈজ্ঞানীক কি দার্শনিকের যুক্তি প্রমাণে, আকাশের বর্ণ নীল বলিয়া নির্ব্বাচিত হয় নাই। ঐ নীলবর্ণ আকাশকে নিকটে দেখিবার জন্য বা ধরিবার জন্য যদি তুমি ঊর্দ্ধে উঠিতে থাক, তবে যতই উপরে উঠিবে, দেখিবে কেবলই শূন্য ও স্বচ্ছ, নীলবর্ণের লেশমাত্রও তথায় নাই। শ্রুতিও বলিয়াছেন: "অবকাশ-স্বভাববান্" অর্থাৎ—"আকাশের স্বরূপই অবকাশ অর্থাৎ শূন্য।" অথচ অনাদিকাল হইতেই তোমরা পুরুষানুক্রমে এই স্বচ্ছ বর্ণহীন আকাশকে নীলবর্ণই দেখিয়া, লিখিয়া ও বলিয়া আসিতেছ। দেখ ত এখানে তোমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে কত বড় ভ্রম হইতেছে। এইরূপ, পৃথিবী যে ঘুরিতেছে, তাহা তোমরা দেখিতে পাও কি? সূর্য্যই ঘুরিতেছে, অর্থাৎ উদয়াস্ত হইতেছে; প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে মাত্র তাহাই কেবল দেখিয়া থাক। অতএব এই সকল তোমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্টির ভ্রম কি? তোমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারাই এই জগতের সমস্ত বস্তুকে তোমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাক। কিন্তু এই প্রত্যক্ষে অষ্টবিধ বাধা আছে; তাই প্রত্যক্ষ দৃষ্টি ভ্রমপূর্ণ। ১। বস্তুর দূরত্ব, ২। বস্তুর সামীপ্য, ৩। অভিভব, ৪। ইন্দ্রিয়ের বাঁধ ৫। সমানাভিহার, ৬। সূক্ষ্মত্ব, ৭। অন্য বস্তুর ব্যবধান, ৮। মনের অনবস্থা, এই আট প্রকারের বাধা আছে বলিয়া প্রত্যক্ষ নির্ভুল হয় না। ১। সূর্য্য পৃথিবী হইতেও অতি ক্ষুদ্র একখানা থালার মত এবং তারাগুলি এক একটী বিন্দুর ন্যায়, তোমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ঐ সকল বস্তুগুলি বহুদূরে থাকাতেই সেই দূরত্বের দোষে ঐরূপ দৃষ্টিভ্রম হইতেছে, তাই 'বস্তুর দূরত্ব' ২। চোখের, অতি নিকটে বলিয়াই নিজের চোখের

১৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাজল ও চোখের পাতা কেহই দেখিতে পায় না ; ইহাই 'বস্তুর সা... ৩। দিনে আকাশে তারা থাকা সত্ত্বেও, উহাদের স্বল্প প্রকাশ... তীব্র প্রকাশের দ্বারা অভিভূত হয়। এই জন্যই দিনে আকাশে... দর্শন হয় না ; ইহাকেই 'অভিভব' বলে। ৪। অন্ধ বা বধির... শক্তির বাঁধ বা লোপ হওয়ায় চক্ষু-কর্ণ থাকিতেও দেখিতে বা... পায় না ; ইহাই 'ইন্দ্রিয়ের বাঁধ'। ৫। এক স্তূপ সরিষার মধ্যে যদি... হইতে এক মুষ্টি সরিষা আনিয়া নিক্ষেপ কর, তবে তখন সেই... সরিষা পুণরায় পৃথক্ ভাবে বাহির করা যায় না। সরিষার '... ভিহার' হেতু, সেই নিক্ষিপ্ত সরিষা চেনা অসাধ্য। ৬। অতি... সূক্ষ্ম বলিয়া পরমাণু চোখে দেখা যায় না, ইহাই 'বস্তুর সূক্ষ্মত্ব'।... কর, তোমার নিকট হইতে পাঁচ মাইল ব্যবধানে বসিয়া কেহ... গান করিতেছে, কিন্তু তাহা তোমার ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়, ইহাই... ব্যবধান'। ৮। মন অন্য কোনও গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিলে, সম্মুখস্থ বিষয়ও গ্রহণ করে না, ইহাই 'মনের অনবস্থা'। সুতরাং... আট প্রকারে সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ দৃষ্টির ভ্রম হইয়া থাকে এবং এই... ভ্রম স্বাভাবিক। সূক্ষ্ম বিচার দ্বারাই পুনরায় এই সকল ভ্রম... হইয়া যায়। অতএব মিথ্যাবস্তু চিরকালই মিথ্যা থাকিবে এবং যুক্তি... প্রমাণে তাহা মিথ্যা বলিয়াই অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হইবে। অজ্ঞানবশতঃ সেই মিথ্যাবস্তুও সত্য বলিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে... তাহার স্বরূপ ভাসিয়া উঠিলে, তাহা মিথ্যা রূপেই প্রমাণিত হয়। মিথ্যা কখনও সত্য হইতে পারে না ; পক্ষান্তরে সত্যবস্তুও কখ... হইতে পারে না। বৎস! অসৎ বস্তু যে সৎ বলিয়া প্রতীয়... তাহার দৃষ্টান্ত স্বপ্ন। যেমন স্বপ্নে ব্যাঘ্র দর্শনে ভয়, কম্প ও... হয়, তেমনি ব্যবহার ও প্রয়োজন নিষ্পত্তি দৃষ্টে অসত্য পদার্থেও...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতে পারে। প্রতিভাস মাত্র আকৃতি মন হইতে প্রতিভাস রূপী এই সৃষ্টিও সত্যবৎ প্রয়োজন সম্পন্ন করিতেছে। তোমার মনই ব্রহ্ম, সেইজন্য তাঁহাতে পৃথ্যাদি ভূতের অবস্থান নাই; পরন্তু তাঁহারই দ্বারা এই সকল পৃথ্যাদি ভূত কল্পিত হইয়াছে। মন ও দৃশ্য, দ্রষ্টা একই বস্তু,—ভিন্ন বস্তু নহে। অতএব, যেমন বালকের চিত্ত-কল্পনা-সমুখ পিশাচ (ভূত) বালককে বিভীষিকা দেখায়, তেমনি তোমারই মনঃকল্পিত দৃশ্য তোমাকে বিভীষিকা দেখাইতেছে। যেমন অতি ক্ষুদ্র বট বীজের অন্তরস্থ অঙ্কুর দেশ, কাল প্রাপ্তে বৃহদাকার ধারণ করিয়া প্রকাশ পায়, তেমনি প্রত্যেক মানবের স্বীয় অন্তরস্থ দৃশ্যবোধই দেশ কাল প্রাপ্তে স্থূল হইয়া বাহিরে প্রকাশ পায়। দৃশ্য থাকে থাকুক, তাহাতে তত ক্ষতি নাই, পরন্তু তাহার অস্তি-জ্ঞানের উপশমই আদরণীয়। কেননা, দৃশ্য-জ্ঞানের উপশম (বা দৃশ্যের অদর্শন) হওয়াই মোক্ষ। হে মহামতে! তোমরা কথা বলিবার সময় যে সকল শব্দ প্রয়োগ কর, তাহার প্রকৃত অর্থ না জানাতেই তোমরা ভ্রমে পতিত হও। কাজেই 'সত্য' ও 'মিথ্যা' শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, প্রথমতঃ তাহাই বিশেষরূপে জানিয়া লও, তবেই অতি সহজে সমস্ত বুঝিতে পারিবে।

ভক্ত—প্রভু! আমরা ত বুঝি, যে বস্তু নাই, তাহাই মিথ্যা; আর যাহা দেখিতেছি আছে, তাহাই সত্য।

মহাঃ—যাহা নাই, তাহার কি করিয়া সত্য মিথ্যা নির্ব্বাচিত হইবে? মনে কর, যেখানে রজ্জুতে সর্প ভ্রম হইয়াছে, সেখানে সেই সর্প সত্য কি না, ইহাই বিচার্য্য; স্থানুতে যাহার পুরুষভ্রম হইয়াছে, এই পুরুষ সত্য কি না, ইহাই বিচার্য্য। কিন্তু যেখানে কোন কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না; সেখানে সত্য-মিথ্যার বিচার কি আশ্রয় করিয়া হইবে? কোনও বস্তুর আশ্রয় ব্যতীত, অর্থাৎ নিরধিষ্ঠান ভ্রম কখন কাহারও হইতে পারে কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত—ভগবান্! তবে মিথ্যা কাহাকে বলে?

মহাঃ—যে বস্তু পূর্ব্বে ছিল না, বর্ত্তমানে আছে এবং পরে থা না, অর্থাৎ অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন কালে (১), একই যাহা বিদ্যমান থাকে না; অথবা সূত্রে বস্ত্রের ন্যায় কিম্বা স্বর্ণে কুণ্ডলা নিজ অস্তিত্ব না থাকিয়াও যে বস্তু আছে বলিয়া প্রকাশ পায়, ত নাম 'মিথ্যা' বা 'মায়া'। মনে কর, তুমি গরীবের ছেলে। গ রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিয়াছিলে যে, তুমি রাজা হইয়াছ এবং সুন্দর অট্টা স্বর্ণ পালঙ্কে শুইয়া আছ। কত দাস-দাসী তোমার সেবা করি কত হাতি, ঘোড়া, ধন-রত্নাদি তোমার ভোগের জন্য প্রস্তুত র কিন্তু যখন তোমার সেই সপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, তখন তুমি বুঝিতে পা রাত্রিতে যে তোমার সেবা করিবার জন্য, দাস-দাসী ও ধন-রত্না হইয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল মিথ্যা, উহা কিছুই তোমার থা তোমার স্বপ্নাবস্থার পূর্ব্বে জাগ্রতাবস্থায় ঐ সকল রাজসম্পদ ছিল না স্বপ্নাবস্থার পরে এখনও ঐ সকল রাজ-সম্পদ নাই; মাত্র স্ব সামান্য কালের জন্যই ঐ সকল ধনৈশ্বর্য্য 'আছে' বলিয়া তোমার প্রকাশ পাইয়াছিল। স্বপ্নের সেই হাতী, ঘোড়ার কোন অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও, স্বপ্নকালে ঐ সকল বস্তু, তোমার নিকট 'সত্যসত্যই' বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল, তাই অজ্ঞানতা বশতঃ তোমার মন সেই বস্তুকে সেই স্বপ্নাবস্থায় সত্যজ্ঞানে ব্যবহারও করিয়াছিল। এ ইহার নাম 'মিথ্যা' বা 'মায়া'। ঠিক এইরূপ, রজ্জুতে সর্প নাই, ক যেন সত্যই আছে বলিয়া দেখা যাইতেছে; তাই এই সর্প মিথ্যা,

(১) সৃষ্টির বা জন্মের পূর্ব্বে, জন্মের পরে এবং মৃত্যু বা ধ্বংসের এই তিনকালে অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থায় যে বস্তু বিদ্যমান থাকে তাহাই 'মিথ্যা'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্য। মরুভূমিতে জল ভ্রম স্থলে, তথায় জল নাই, একথা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না; তাই পিপাসিত পথিক ভ্রমে 'সেখানে সত্যই জল আছে' এই বিশ্বাসে ছুটিয়া যায়। এই প্রত্যক্ষ দৃষ্ট জল 'মিথ্যা' মরুই 'সত্য'। এইরূপ নাই বস্তু আছে বলিয়া যে প্রতিয়মান হয়, তাহারই নাম 'মিথ্যা'।

বৎস! সর্পহীন রজ্জুতে যেমন সর্প দেখা যায়, রূপহীন আকাশে যেমন নীল, পীতাদি রং দেখা যায়, অবিকল সেইরূপ, চিন্ময় ব্রহ্মে এই জগত দেখা যাইতেছে। এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞানের উদয় হইলেই ব্রহ্মের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। দৃশ্য মাত্রেই মিথ্যা, অর্থাৎ ভ্রম দৃষ্ট, এ বোধ দৃঢ় ও অসন্দিগ্ধ না হইলে, অন্য কিছুর দ্বারা ব্রহ্মের উক্ত প্রকার মহান্ রূপ জানা যায় না। তাঁহাকে জানিবার জন্য ভাবা উচিত যে, মনের প্রলয় কালে একমাত্র ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন ও ছিলেন; এই দৃশ্য সকল কিছুই থাকে না ও ছিল না। সেই সময়ে যিনি থাকেন বা ছিলেন, তিনি বোধস্বরূপ। পরে সেই বোধ হইতে এই দৃশ্য সকল মায়িক রূপে উৎপন্ন হইয়াছে। হে বৎস! যদি তুমি কিছুদিন অবিক্ষিপ্ত চিত্তে সাধু সঙ্গ ও সৎশাস্ত্রের আলোচনায় তৎপর থাকিতে পার, তাহা হইলে আমি একদিনেই তোমার চিত্তস্থ দৃশ্য ভ্রান্তি পরিমার্জ্জিত করিতে পারি। তখন বুঝিবে, সমুদায় দৃশ্যই দর্পনস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় মিথ্যা। 'দেখা যাইতেছে ও দেখিতেছি' এই বোধ পলায়ন করিলে, কেবল বোধ অর্থাৎ কেবলমাত্র চৈতন্য অবশিষ্ট থাকিবেন, অন্য কিছু থাকিবে না। 'দেখা যাইতেছে' এ বোধ থাকিলেই 'দেখিতেছি' এ বোধ থাকিবে। 'দেখিতেছি' বোধ থাকিলেও 'দেখা যাইতেছে' এ বোধ থাকিবে। অর্থাৎ দর্শক দৃশ্যেরই অন্তর্গত। বৎস! এই ভাবে মিথ্যা বস্তুকে ভ্রমে সত্যবৎ ধারণা করিয়া লইয়া, অহরহই লোক সকল ছুটাছুটি করিয়া যে কত দুঃখ কষ্টই পাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই মিথ্যাই মহাপাপ ও অনর্থ এবং নরকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারস্বরূপ। মিথ্যা হইতেই মানবের মহা দুশ্ছেদ্য ও দুষ্পরিহার্য্য বন্ধ থাকে। সুতরাং সেই মহান্ধকার স্বরূপ মিথ্যাকে দূরে বিসর্জ্জন নির্ব্বাণ-সুখ-স্বরূপ সত্যের শরণ গ্রহণ করাই মানুষের কর্ত্তব্য।

ভক্ত—প্রভু! শাস্ত্রও কি এই প্রত্যক্ষ দৃষ্ট সৃষ্টিকে মিথ্যা বলি

মহাঃ—হে বৎস! আমার নিজের উপলব্ধির কথা তোমার বিশ্বাস হইতেছে না, তাই এখন শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারাও দেখাইতেছি। বেদান্ত বলিতেছেন,—

ভাতীতি চেদ্ভাতু নাম ভূষণং মায়িকস্যতৎ।
যদসদ্ভাসমানন্তন্মিথ্যা স্বপ্নগজাদিবৎ॥ (পঞ্চদশী)

অর্থাৎ—(এই যে জগত প্রকাশ পাইতেছে দেখিতেছি, তবে কি প্রকারে মায়িক বা মিথ্যা বলিব? তদুত্তরে বলিতেছেন, প্রকাশ পাউক তাহাতে ক্ষতি কি? কারণ অসৎ বস্তুকে 'আছে' দেখানইত মায়ার ভূষণ। স্বপ্নের হস্তী যেমন অস্তিত্ব বিহীন দেখা যায়, সেইরূপ যাহা অসৎ হইয়াও দেখা যায়, তাহাই

বিভূতিং প্রসবন্ত্বন্যে মন্যন্তে সৃষ্টিচিন্তকাঃ।
স্বপ্নমায়াস্বরূপেতি সৃষ্টিরন্যৈর্বিকল্পিতা॥ (মাণ্ডুক্যোপনিষ

অর্থাৎ—"অল্পবুদ্ধি সৃষ্টি চিন্তকগণ সৃষ্টিকে ঈশ্বরের বিভূতি বিস্তার বলিয়া মনে করেন, বস্তুতঃ পরমার্থ চিন্তা পরায়নগণের সৃ আদর বা আগ্রহ নাই। মুমুক্ষু আচার্য্যগণের সেই পরমার্থতত্ত্বে বিশেষ আদর (আগ্রহ) হইয়া থাকে। সৃষ্টি-চিন্তায় তাঁহাদের না হওয়ার কারণ, উহা স্বপ্নবৎ মায়া-কল্পিত, তাই উহার চিন্তা নিরর্থ

প্রপঞ্চো যদি বিদ্যেত নিবর্ত্তেত ন সংশয়ঃ।
মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ॥ (মাণ্ডুক্যো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ—"এই দৃশ্যমান জগত প্রপঞ্চ যদি বিদ্যমান থাকিত, অর্থাৎ সৎ হইত, তাহা হইলে অবশ্যই নিবৃত্ত হইত; ইহাতে সংশয় নাই। প্রকৃত পক্ষে এই দ্বৈত জগত নাই, কেবলই মায়ার ধাঁধা, অসত্য; অদ্বৈত ব্রহ্মই একমাত্র পরমার্থ সত্য।" ইহার ভাবার্থ এই, রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলেও সেখানে যেমন সর্প কখনও ছিল না; কিম্বা ঐন্দ্রজালিক দৃশ্যসকল যেমন সেখানে কিছুই ছিল না: এই সর্পাদি সকল দৃশ্যই যেমন সম্পূর্ণ মিথ্যা মায়াময়, এই জগতও ঠিক তদ্রূপই, দৃষ্ট হইলেও ইহা মিথ্যা মায়াময়।

আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তৎ তথা।
বিতর্থৈঃ সদৃশাঃ সন্তোঽবিতথা ইব লক্ষিতাঃ॥ (মাণ্ডুক্যোপনিষদ্)

অর্থাৎ—"আদিতে ও অবসানে (অন্তে) যাহা নাই, অসৎ, বর্ত্তমানেও তাহা সেইরূপ অসৎ। জাগতিক পদার্থ সমূহ অসত্য হইয়াও সত্যের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে মাত্র।" (ইহারই নাম মায়া।) তাৎপর্য্য এই,—স্বাপ্নিক জগত, সূত্রে বস্ত্র, সুবর্ণে কুণ্ডল প্রভৃতির ন্যায় যে সকল বস্তু আদিতে ও অন্তে নাই, মধ্যেও (বর্ত্তমান কালেও) সে সকল নাই—অসৎ; ইহাই জগতে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত। সেইরূপ এই সমুদায় জাগ্রত দৃশ্য পদার্থ আদি ও অন্তে অসত্তা নিবন্ধন মিথ্যা; সুতরাং নিশ্চিতই অসত্য। তথাপি মূঢ় অজ্ঞানীগণ যেন অবিতথের ন্যায় অর্থাৎ যথার্থ সত্য জ্ঞানেই জগত দর্শন করিয়া থাকে।

বৎস! এখন ভাবিয়া দেখ, এই দৃশ্যমান জগতে এমন কোন পদার্থ আছে কি, যাহা আদি-অন্ত-হীন? এই জাগতিক সমস্ত পদার্থেরই জন্মের পূর্ব্বে কোন অস্তিত্ব থাকে না এবং মৃত্যুর বা ধ্বংসের পরেও কোন অস্তিত্ব থাকে না। মাত্র বর্ত্তমান কালে, অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর নিজ নিজ জন্ম বা সৃষ্টি হইতে মৃত্যু বা ধ্বংসকাল পর্য্যন্ত, উহা 'আছে' বলিয়া প্রতীত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে কর, তোমার এই স্থূল দেহটী মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পৃথিবীতে ছিল না এবং ইহা ধ্বংস (মৃত্যু) হইয়া গেলেও আর না, তোমার জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত, এই নির্দ্দিষ্ট উপস্থিত কালের উহা 'আছে' বলিয়া প্রকাশ পাইতেছে মাত্র। সুতরাং তোমা জীবিত কালেও তোমার দেহ নাই, উহা মিথ্যা। যাহা দেখিতেছ মাত্র মায়ারই ভেল্কী বাজী, তাই উহা যেন 'সত্যই আছে' বলিয়া অজ্ঞান মন প্রকাশ করিতেছে। এই ভাবে এই জগতের যাবতী বা বস্তুই 'যেন আছে' বলিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে।

স্বপ্ন-মায়ে যথাদৃষ্টে গন্ধর্ব্ব নগরং যথা।

তথা বিশ্বমিদং দৃষ্টং বেদান্তেষু বিচক্ষণৈঃ॥ (মাণ্ডুক্যো

অর্থাৎ—"স্বপ্ন ও ইন্দ্রজাল নির্ম্মিত গন্ধর্ব্ব নগর মিথ্যা অবিবেকিগণ কর্ত্তৃক যেন সত্য বস্তু বলিয়াই লক্ষিত হইয়া থাকে। দোকান, বাজার, গৃহ, প্রাসাদ, স্ত্রী-পুরুষ ও গ্রামাদি ব্যবহার-যোগ পরিপূর্ণবৎ প্রতীয়মান সেই গন্ধর্ব্ব নগর যেন দেখিতে দেখিতেই প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়। স্বপ্ন যেমন অসৎ স্বরূপ হইলেও দৃষ্ট হইয় তেমনি এই সমস্ত দ্বৈত জগত, খুব নিপুণতা সহকারে দর্শনকারী অর্থাৎ বেদান্তজ্ঞ ও ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির নিকট অসৎ বলিয়া দৃষ্ট হইয়া

যথা স্বপ্নময়ো জীবো জায়তে ম্রিয়তেঽপি চ। ॥

তথা জীবা অমী সর্ব্বে ভবন্তি ন ভবন্তি চ॥ (মাণ্ডুক্যো

অর্থাৎ—"স্বপ্ন দৃষ্ট জীবসকল যেরূপ স্বপ্নাবস্থাতেই জন্মে এই জাগ্রতকালীন জীবসকলও ঠিক তদ্রূপ কেবল জাগ্রত জন্মিতেছে ও বিনষ্ট হইতেছে। অর্থাৎ জাগ্রত ও স্বপ্ন এই মধ্যে এই অংশে কিছুমাত্রও পার্থক্য নাই।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথা মায়াময়ো জীবো জায়তে ম্রিয়তেঽপি চ।
তথা জীবা অমী সর্ব্বে ভবন্তি ন ভবন্তি চ॥ (মাণ্ডুক্যোপনিষদ্)

অর্থাৎ—"ঐন্দ্রজালিক দর্শিত মায়াময় জীব যেরূপ জন্মে ও বিনষ্ট হয়, জাগ্রতকালীন এই জীবগণও তদ্রূপ জন্মে ও বিনষ্ট হয়।"

যথা নির্ম্মিতকো জীবো জায়তে ম্রিয়তেঽপি চ।
তথা জীবা অমী সর্ব্বে ভবন্তি ন ভবন্তি চ॥ (মাণ্ডুক্যোপনিষদ্)

অর্থাৎ—"কৃত্রিম উপায়ে নির্ম্মিত জীবসকল যেরূপ জন্মে ও মরে, এই জাগ্রতকালীন জীব সকলও তদ্রূপ উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া থাকে।" ভাবার্থ এই যে, এই সংসারে জীব সমূহের জন্ম-মরণাদি ব্যবহার, স্বপ্নাদি দৃষ্ট জীবেরই ন্যায়। কোন জীবই প্রকৃত পক্ষে জন্মে না বা মরে না,—ইহাই পারমার্থিক সত্য।

সঙ্কল্পমাত্রকলনেন জগৎ সমগ্রং
সঙ্কল্পমাত্রকলনেহি জগদ্বিলাসঃ।
সঙ্কল্পমাত্রমিদমুৎসৃজ নির্ব্বিকল্প-
মাশ্রিত্য মামকপদং হৃদি ভাবয়স্ব॥
(বরাহোপনিষদ্)

অর্থাৎ—"জগত বলিয়া বাস্তবিক কোন পদার্থই নাই, কেবল মাত্র সঙ্কল্পের দ্বারা এই জগত প্রতীত হইতেছে। সঙ্কল্প থাকাতেই জগতের স্ফূর্ত্তি হইতেছে। সঙ্কল্পের দ্বারা নির্ম্মিত এই জগতকে পরিত্যাগ কর, অর্থাৎ ইহার প্রতি সত্যবুদ্ধি ত্যাগ কর, অনন্তর কল্পনারহিত আমাকে (আত্মাকে) আশ্রয় করিয়া, তাহা হৃদয়ে চিন্তা কর।" ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসারঃ স্বপ্নতুল্যোহি রাগদ্বেষাদিসঙ্কুলঃ।

স্বকালে সত্যবদ্ভাতি প্রবোধেঽসত্যবদ্ ভবেৎ॥ (আ

অর্থাৎ—"রাগ, দ্বেষাদি অসত্য প্রবৃত্তি সঙ্কুল এই সংসা স্থায় অলীক। কেননা, স্বপ্নাবস্থার ঘটনাগুলি যেমন কেবল স্ব সত্য বলিয়া মনে হয় এবং জাগ্রত হইলেই তাহা অসত্য বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে, অর্থাৎ তাহার কাল্পনিক ভাব বুঝি যায়; ঠিক সেই প্রকার, যে অবস্থায় (জাগ্রতাবস্থায়) এই বলিয়া উপলব্ধি হয়, প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে তাহা অসত্য বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে।" এই মিথ্যা সৃষ্টি বিষয়ে ব্রহ্মজ্ঞ বলিতেন,—

নহি মে সব্ হুয়া ফিন্ নহি হোয় যায়।

নহি হোয়ে রহ দাদু সাহেব সে লওয়ায়॥

অর্থাৎ—" 'নাই' হইতে সমস্ত হইয়াছে এবং পুনর্ব্বার নাই হইয়া যাইবে। সুতরাং হে দাদু সাহেব! তুমি নাই হই সর্ব্বদা সেই পরমাত্মায় মনস্থির রাখ।" যোগবাশিষ্ঠে বলিয়াছেন,—"জ্ঞানীর নিকট জগত কোথায়? নিকটেই মাত্র এই জগত আছে।" বস্তুতঃ চিত্ত দীর্ঘ সৎ বলিয়া ভাবনা করে, তাহা সৎ হউক বা অসৎ হউক, দৃঢ়তায় সৎ স্বরূপেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বৎস! যে ব্যক্তি প্রবুদ্ধ হয় নাই, যাহার মন পরম পদে করে নাই, এই অসৎ (অস্তিত্বহীন) জগত তাহারই নিকট দুর্ভেদ্য এবং সদ্রূপে প্রতিভাত হয়। যেমন বাল্য সংস্কারে ভূতের ভয় মরণ পর্য্যন্ত দুঃখপ্রদ হয় (অর্থাৎ স্থানুতে ভূতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোক মরিয়াও যায়), তেমনি এই অসদাকার জগত আকার সম্পন্ন হইয়া অবোধদিগকে দুঃখপ্রদান করিয়া থাকে। যেমন মরুভূমিস্থ সূর্য্য-কিরণ জল না হইয়াও অজ্ঞদিগের জলভ্রম জন্মায়, সেইরূপ এই জগত সত্য না হইলেও অতত্ত্বজ্ঞদিগের সত্য বলিয়া ভ্রান্তি জন্মায়। রজ্জুকে সর্পজ্ঞানে রজ্জুর তত্ত্ব অনভিজ্ঞ ব্যক্তির যেমন ভয় ও আতঙ্কে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, ঠিক তদ্রূপ, ব্রহ্মকে জগতজ্ঞানে ব্রহ্মতত্ত্ব অনভিজ্ঞ লোকদেরই মন অর্থনাশ ও স্বজনবিয়োগাদির ভয় ও আতঙ্কে এবং শোক-তাপে ছট্‌ফট্ করে। যেমন জীবদিগের স্বপ্নদৃষ্ট স্বীয় মরণ অসত্য হইলেও সত্য বলিয়া প্রতীত হয় ও অর্থক্রিয়াকারী (অর্থক্রিয়া—সে মরে নাই, অথচ মরণ স্থির করিয়া শোক ও রোদন করে) হয়, সেইরূপ এই অসৎ জগত অপ্রবুদ্ধ জনগণের নিকট সত্য বলিয়া প্রতিভাত ও বৃথা অর্থ-ক্রিয়াকর হইয়া থাকে। বৎস! অহং ভাবাদি বিশিষ্ট এই বিশ্বমণ্ডল একটী সুদীর্ঘ স্বপ্ন বই আর কিছুই নয়। এই দৃশ্য জগত বিষয়ে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাইবে, ইহা সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে, কিন্তু অনির্ব্বাচ্য; যেমন রজ্জুসর্প। যাহা ভ্রান্তিদৃষ্ট, তাহা সত্য নহে, আর যাহা পরীক্ষাদৃষ্ট তাহা অসত্যও নহে। এই দ্বিবিধ যুক্তির সাহায্যে জানা যায়, জগত অনির্ব্বাচ্য। অর্থাৎ পরমাত্মার ন্যায় সত্য নহে এবং রজ্জুসর্পের ন্যায় মিথ্যাও নহে। রজ্জুসর্পও অনির্ব্বাচ্য, অর্থাৎ সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে। রজ্জুসর্প সত্য হইলে, সেই সর্পের অভাব হইত না এবং সর্প মিথ্যা হইলে দৃষ্ট হইত না। বৎস! মানব চিরকাল আপনার জীবভাব অনুভব করায়, ক্রমে তাহার সংস্কার দৃঢ় হইয়া যায়। সেই কারণে জগতে আপনার সত্যতা অধ্যস্ত হইয়া যাওয়ায়, 'জগত সত্য' এতদ্রূপ প্রতীত হইয়া থাকে। মায়ার এতই কুশলতা ও এতই চমৎকারিতা যে, যাহা নাই তাহাই উঠাইয়া লয় ও দেখায়। যেমন জাগরিত হইলে স্বাপ্নশরীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(স্বপ্নের দৃশ্য) কোথায় যায় তাহা জানা যায় না, তেমনি ...
উদিত হইলে এই পাঞ্চভৌতিক দৃশ্য জগত বা নিজ দেহের অস্তিত্ব
কোথায় পলায়ন করে, তাহা স্থির করা যায় না। যেমন রজ্জুজ্ঞানের
পর সর্প কোথায় গেল, তাহা স্থির করা যায় না ; ইহাও ঠিক তদ্রূপ।

অতএব হে মহামতে! সাধারণ লোকে সংসার-বৃক্ষকে সত্য বলিয়া
মনে করে। 'জগতটা সত্য' ইহাই সাধারণ লোকের ধারণা।
অনেক বুদ্ধিমান লোকের ভোগে আসক্তি থাকাতে তাঁহারা ...
লোচনা করিলেও (পাণ্ডিত্যাভিমানী উপাধিধারী পণ্ডিতগণ) জগত
যে মিথ্যা, ইহা ধারণা করিতে পারেন না। সাধনার অভাব ...
তারতম্য অনুসারে, কেহ বলিবে জগত সত্য, কেহ বলিবে জগত অনির্ব্বচনীয়,
আর কেহ বলিবে জগত মিথ্যা। জ্ঞানীর কাছে জগত মিথ্যা,
অল্পজ্ঞের নিকট জগত অনির্ব্বচনীয়, আর অজ্ঞ বিষয়াসক্ত সংসারীর নিকট
জগত সত্য। এই দৃশ্যমান্ জগত যে মিথ্যা, ইহার কোনই অস্তিত্ব নাই,
এ সম্বন্ধে দর্শনশাস্ত্রে দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

ভক্ত—প্রভু! আপনি সমস্তই পরিজ্ঞাত আছেন, তাই ...
জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই সৃষ্টির অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব বিষয়ে আমাদের ...
বাহিরে বিদেশবাসীরা কি বলেন ?

মহাঃ—বৎস! কেবল যে ভারতের হিন্দুগণই এই সৃষ্টিকে
মিথ্যা উপলব্ধি করিয়া, অলীক বলিতেছেন, তাহা নয়। প্রা...
হাজার বৎসর পূর্ব্বে, চীন দেশীয় প্রাচীন দার্শনিকগণও বলিয়া ...
'এই দৃশ্যমান্ বিশ্ব মিথ্যা, অর্থাৎ মায়িক বা মনঃকল্পিত'। ...
বাসী দার্শনিকগণও প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে, 'এই সৃষ্টির
অস্তিত্ব নাই, তাই ইহার আদি অন্তও নাই, সুতরাং ইহা মিথ্যা' ...
এই ভাবে যে কোনও দেশের পরমাত্মচিন্তকগণ সৃষ্টির অস্তিত্ব ...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে গিয়া, বহুতর যুক্তি প্রমাণেও ইহার কোনই পারমার্থিক সত্তা নির্ব্বাচন করিতে পারেন নাই। এই সৃষ্টি মিথ্যা; মরুভূমে মরিচিকার ন্যায় বা স্বপ্নদৃশ্য বস্তুর ন্যায় 'যেন আছে' বলিয়া বোধ হইতেছে মাত্র। যতক্ষণ স্বপ্নের অজ্ঞানতা থাকে, ততক্ষণই স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্ব আছে এবং উহা সত্য বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। সেইরূপ এই জাগতিক জীবেরও যতক্ষণ পর্য্যন্ত অজ্ঞানতার মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া ব্রহ্মজ্ঞান না জন্মিবে, ততক্ষণ এই দৃশ্যমান জগত 'সত্যই আছে' বলিয়া বোধ হইবে। বৎস! সর্ব্বত্রই শুনিতে পাইবে, 'এই জগতের অস্তিত্ব নাই, জগত মিথ্যা'। এই কথার অর্থ কি? এই জগতের নিরপেক্ষ অস্তিত্ব নাই, কিন্তু আপেক্ষিক অস্তিত্ব আছে, ইহাই উহার অর্থ। অর্থাৎ সকলের মনের সম্বন্ধেই যে ইহার আপেক্ষিক অস্তিত্ব আছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অনন্ত, অচল ও অপরিবর্ত্তনীয় সত্তা ইহার নাই; তাই ইহাকে 'মিথ্যা' বলা হইয়াছে। এই জগতকে সৎ ও অসতের মিশ্রণ মাত্র বলা যাইতে পারে। স্বাপ্নিক বস্তুর ন্যায়, যতক্ষণ এই জগতকে ব্যবহার করা যায়, ততক্ষণই উহার ব্যবহারিক সত্তা থাকে মাত্র। একারণে জাগতিক বস্তু সকলের ব্যবহারিক সত্তা আছে বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে। এই বলিয়া মহাপুরুষ তখন নিজের ভাবে বিভোর হইয়া গান ধরিলেন,—

নাহি সূর্য্য, নাহি জ্যোতি, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর;
ভাসে ব্যোম ছায়া সম, ছবি বিশ্ব চরাচর।
অস্ফুট মন-আকাশে, জগত সংসার ভাসে;
উঠে, ভাসে, ডুবে পুন, অহং স্রোতে নিরন্তর॥

ভক্ত—হে ভগবন্! এই দৃশ্যমান্ জগত যদি মিথ্যাই হইল, তবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর পাপ-পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, এই সকল কর্ম্মের বিচারের প্রয়োজন স্বেচ্ছাচারি হইয়া লোকে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে ?

মহাঃ—হে সুমতে ! 'জগত মিথ্যা' একথা কেবল মুখে বলিলে চলিবে না। জগতের মিথ্যাত্ব জ্ঞান হৃদয়ে দৃঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই লোকের মনে পাপ-পুণ্য বা ধর্ম্মাধর্ম্ম সর্ব্বকর্ম্মে বৈরাগ্য হইয়া থাকে। সুতরাং সেই বৈরাগ্যবান ব্যক্তি কখনও স্বেচ্ছাচারিতা, অত্যাচার অবিচার দ্বারা অন্যের অশান্তির সৃষ্টি করিতে পারেন না। বৃদ্ধাবস্থায় ছেলেদের সঙ্গে পুতুল খেলা করিলে সেই পুতুলের প্রতি বৃদ্ধের মনের ভাব যেরূপ থাকে, পূর্ব্বোক্ত বিরাগী ব্যক্তিরও এই জগতের উপর মনের ভাব অবিকল তদ্রূপই থাকে। আরও একটি স্মরণ করিয়া দেখ,—কাহারও ভ্রমে রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হইলে, বিনা চেষ্টায় স্বাভাবিক ভাবেই ভয়, আতঙ্ক মনের মধ্যে উদয় হইয়া থাকে। ভয়, আতঙ্কের প্রয়োজন মনে করিয়া কেহ কখনও তাহা মনে উদয় করিয়া লয় না বা নিস্প্রয়োজন বোধে তাহা ত্যাগও করিতে পারে না। পরে ক্রমে যখন যতটুকু পরিমাণে মিথ্যা সর্পজ্ঞান নষ্ট হইয়া রজ্জুজ্ঞান জন্মিতে থাকে, তখন ঠিক সেই পরিমাণেই সর্পভয় আতঙ্ক তাহার মন হইতে বিদূরিত হইতে থাকে। পরে সম্পূর্ণ জ্ঞান হইলে, তখন তাহার সেই ভয়, আতঙ্ক সম্পূর্ণ রূপেই লোপ পায়। ঠিক সেইরূপ, আত্মাতে জগতভ্রম হওয়াতে, স্বাভাবিক ভাবেই পাপ-পুণ্য বা ধর্ম্মাধর্ম্মে রুচি জন্মিয়া থাকে। পরে, ক্রমে যত পরিমাণে মিথ্যা জগত জ্ঞান নষ্ট হইয়া সত্যস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিতে থাকে, তখন ঠিক সেই পরিমাণেই বৈরাগ্য জন্মিয়া জাগতিক ভয়, আতঙ্ক, শোক, তাপ এবং পাপ-পুণ্যাদি কর্ম্ম হ্রাস পাইতে থাকে। পরে, সম্পূর্ণ রূপে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান হইলে, তখন তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শোক-তাপ এবং পাপ-পুণ্য ও ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম এ সমস্ত কিছুই থাকে না, সম্পূর্ণ রূপেই লোপ পায়। এইজন্যই আত্মজ্ঞ মহাপুরুষের মনে পাপ-পুণ্য বা ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই থাকিতে পারে না, তিনি এসকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

ভক্ত—ভগবন্! এই মায়াবন্ধন বা মিথ্যা ভ্রম বিদূরিত করিয়া কি প্রকারে মুক্ত হইব?

মহাঃ—বৎস! দর্শন কর্ত্তার দৃশ্য পদার্থের সহিত যে সম্বন্ধ, তাহাই তাহার বন্ধন। দ্রষ্টাই দৃশ্যের দ্বারা বদ্ধ এবং দৃশ্যের অভাবে মুক্ত। 'তুমি, আমি' এবম্বিধ মিথ্যা বিজ্ঞানই জগত ও দৃশ্য নামে অভিহিত হয়। যাবৎ ঐরূপ জগত বা মিথ্যাজ্ঞান (ভ্রম) বিদ্যমান থাকিবে, তাবৎ মুক্তি লাভের আশা করা যায় না। কেবল মুখে প্রলাপ বাক্যের ন্যায় ইহা নাই, তাহা নাই, এসকল মিথ্যা" এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিলে দৃশ্যবোধরূপ ব্যাধির শান্তি হয় না; অধিকন্তু তাহা বৃদ্ধিই পায়। বিচারকগণও (ব্রহ্মজ্ঞগণও) বলিয়াছেন, তর্কের কৌশলে, নানাতীর্থ পর্য্যটনে এবং নানা প্রকার ব্রত নিয়মাদির অনুষ্ঠানে বা বহু মূর্ত্ত্যাদি পূজনেও দৃশ্য-দর্শন-ব্যাধির শান্তি হয় না। কারণ চিন্ময় আত্মা জ্ঞেয় বা দৃশ্যপদার্থ নহেন, তাই তিনি অসার বাহ্যিক তপস্যাদির অপরিজ্ঞেয়। যেমন, 'সুরা ভক্ষণে তৃপ্তি নাই' এতদ্রূপ দৃঢ়জ্ঞান ব্যতীত কিছুতেই সুরাপান পরিত্যক্ত হয় না; তেমনি "দৃশ্য জগত মিথ্যা" এইরূপ দৃঢ় বোধ ব্যতীত, কেবল তপস্যায়, কেবল দানে, কেবল ধ্যানে ও কেবল জপে, জগত-দর্শন মন হইতে বিলুপ্ত হইবে না। একমাত্র বিষয়ের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শনই মিথ্যা ভ্রম দূরীভূত হইয়া মনোজয়ের বা মুক্তি লাভের উৎকৃষ্ট যুক্তি। এই যুক্তি অবলম্বন করিলে, মনোরূপ উন্মত্ত মাতঙ্গ কটিতি অবনত হয়, কিন্তু পুনঃ পুনঃ অভ্যাস ব্যতিরেকে কদাচ মনেতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনবস্থা প্রবর্ত্তীত হয় না; স্থিতি লাভও করে না। এই অভ্যাসে পুরুষকার প্রয়োজন। 'ভগবান করিলে হইবে, যদি আমার অদৃষ্টে থাকে তবেই হইবে' এইরূপ ভাবাপন্ন তমোপ্রধান মনের দ্বারা কিছুই হয় না। হে বৎস! তীব্র পূরুষকার অর্থাৎ দৃঢ়তর শাস্ত্রোক্ত প্রযত্ন (ক) ব্যতীত শুভ লাভের সম্ভাবনা নাই। বৎস! তুমি যে বন্ধন মুক্তি বলিতেছ; বন্ধন কাহার? সর্ব্বাগ্রে তাহাই নির্ণয় কর। পুরুষ চির মুক্ত, সুতরাং তাঁহার কখনও বন্ধন থাকিতে পারে না। মন গঠিত এই স্থূল দেহও মনেরই অধীন। সুতরাং সর্ব্বশেষ দেখা যায় তোমার মনেরই বন্ধন। কারণ অবোধ মনই ভ্রমে পড়িয়া এই স্থূল দেহকে কেবল 'আমি' ও অন্য বস্তুকে 'আমার' বুদ্ধিতে গ্রহণ করে। এই বন্ধন, স্থূল দেহ ও অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে মনের কোথায়, কখন, কি ভাবে ও কিসের দ্বারা সৃষ্টি হইল, তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে গেলেই সেই বন্ধন আর থাকে না, বন্ধন নাশপ্রাপ্ত হয়। যেমন আলোর দ্বারা অন্ধকার দেখিতে গেলে, অন্ধকার নাশপ্রাপ্ত হয়, ঠিক তদ্রূপ। সুতরাং এই বন্ধনের আশ্চর্য্যতা এই যে, এইরূপ অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধন খুলিয়া গিয়া, মন (জীব) বন্ধন মুক্ত হয়। শাস্ত্র বাক্য ও গুরুবাক্য যোগে, বিচারশক্তি বলে, বিশেষদর্শন না করিলে কিছুতেই মনের এই ভ্রম বিদূরিত হইবার নয়।

ভক্ত—প্রভু! বিশেষদর্শন কিরূপে করিতে হয়?

মহাঃ—মহামতে! দর্পণে প্রতিবিম্বিত প্রত্যক্ষদৃষ্ট মানুষের এবং চিত্রের ও ম্যাজিকের দৃশ্য সকলের পূর্ব্বাপর বিচার করিয়া, যেভাবে ঐসকলের বাস্তবিক মিথ্যাত্ব বুঝিতে পারিয়াছ, ঠিক সেইরূপ ভাবে বিচারপূর্ব্বক দর্শন করাকেই 'বিশেষদর্শন' বলে। যে সময়ে রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, সেই সময় সেই দর্শক যদি বিশেষরূপে অনুসন্ধান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা হইলে তাহার সেই সর্পভ্রম কদাচ থাকিতে পারে না। সেই প্রকার, যিনি জাগতিক বৃক্ষ-লতাদি দৃশ্যবস্তু সকল প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন, তিনি যদি একটু যুক্তি প্রমাণাদি সহকারে বিশেষদৃষ্টি দ্বারা অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে সেই ভ্রম-জ্ঞান কদাচ স্থায়ী হইতে পারে না। ঐকান্তিক আগ্রহের সহিত, অন্তর্নিহিত চিন্তাযুক্ত হইয়া, বিচার পূর্ব্বক দৃশ্য-পদার্থকে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখার নামই 'বিশেষদর্শন'। সুতরাং এইরূপ বিশেষদর্শন ভিন্ন, কেবল সাধারণ বাহ্যিক যুক্তি দ্বারা কখনও এই ভ্রম বিনষ্ট হইতে পারে না। এই বিশেষদৃষ্টিই প্রত্যক্ষ-কর্ত্তার (দ্রষ্টার), ভ্রান্তি দূর করিয়া থাকে। অতএব যাবৎ কাল এই প্রকার ভ্রম-জ্ঞান থাকে যে, 'এই জগত সত্য, ইহা ভ্রমমূলক নহে' তাবৎ বিশেষদৃষ্টি করিবার প্রবৃত্তিই হয় না; তাই ভ্রমও বিনষ্ট হইতে পারে না। যখন রজ্জুতে ভুজঙ্গ-ভ্রম হয়, তখন দর্শকের যদি এইরূপ ধারণা থাকে যে, 'ইহা যথার্থই সর্প' তাহা হইলে সেই দর্শকের বিশেষভাবে দৃষ্টি করিবার প্রবৃত্তিই জন্মে না; সুতরাং ভুজঙ্গ-ভ্রমও বিনষ্ট হইতে পারে না। এই মায়িক-জগত বিষয়েও ঠিক তদ্রূপ, যদি তোমার ধারণা থাকে যে, 'সত্য সত্যই জগত আছে,' তবে আর তোমার বিশেষ-দৃষ্টির প্রবৃত্তি হইবে কেন? তাই শিব-সংহিতাও বলিয়াছেন,—

মিথ্যাজ্ঞাননিবৃত্তিস্তু বিশেষদর্শনাদ্ভবেৎ।

অন্যথা ন নিবৃত্তিঃ স্যাদ্দৃশ্যতে রজতভ্রমঃ॥

অর্থাৎ—"কেবল বিশেষদর্শন দ্বারাই মিথ্যা-জ্ঞান বা ভ্রম বিনষ্ট হয়, এই বিশেষদর্শন ভিন্ন কোন রূপেই সেই মিথ্যা-জ্ঞান বিনষ্ট হইতে পারে না। যেখানে ঝিনুকে রৌপ্য-ভ্রান্তি হয়, সেস্থলে বিশেষরূপ দর্শন দ্বারা ঝিনুক-জ্ঞান ভিন্ন কি কখনও রৌপ্য-ভ্রম বিদুরিত হইতে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে ?” কাজেই যে পর্য্যন্ত আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা সত্যজ্ঞানে না হয়, তাবৎ কাল ভ্রমবশতঃ জাগতিক্ বহুবিধ পদার্থ দৃশ্যমান্ হে বৎস! এই দৃশ্যমান্ জগত যে কেবল মনেরই কল্পনা-প্রবাহ তাহা আমরা প্রত্যক্ষোপলব্ধি করিতেছি। দর্পণ দ্বারা যেমন দেখা যায়, সেইরূপ মনোদর্পণের দ্বারাই তুমি এই জগত প্রত্যক্ষ দে মনের সাহায্য ব্যতীত কিছুতেই তুমি এই জগত বা নিজ দেহ ঘর, স্ত্রী, পুত্রাদি দেখিতে পাও না। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সুষুপ্তি কালে মনের কোন ক্রিয়া না থাকাতে জগত দৃষ্ট হ সুতরাং মনের ক্রিয়া না থাকিলে আর পৃথক জগত (নিজ দে বাড়ী-ঘর ইত্যাদি) দৃষ্ট হইবে কি প্রকারে? আর, ঐ সকল দৃ না পাইলে, সুখ-দুঃখই বা আসিবে কোথা হইতে? অতএব, সর্ব্বদাই রাখিও যে, যেমন দর্পণের মধ্যেই প্রতিবিম্ব,—দর্পণের বাহিরে ঠিক তদ্রূপ, মনোদর্পণের মধ্যেই এই জগত-প্রতিবিম্ব,—মনের নয়। রজ্জুতে সর্প-ভ্রম স্থলে যেমন বাহিরে ‘সর্প’ বলিয়া কোন কিছুই নাই, প্রকৃত পক্ষে উহা নিজ মনের ভিতরে কল্পনায় তৈয়ারী বাহিরে দৃষ্ট হইতেছে; ঠিক তদ্রূপ, ‘জগত’ বলিয়াও বাহিরে কিছু যাহা দৃষ্ট হইতেছে, উহা প্রকৃত পক্ষে নিজ মনের ভিতরে তৈয়ারী জগতই নিজ দেহ এবং বাড়ী, ঘর, স্ত্রী, পুত্রাদি রূপে দৃষ্ট হইতেছে মাত্র। সুতরাং এখন একবার চিন্তা করিয়া তোমার সুচতুর ধূর্ত্ত মন, কি প্রকারে মিথ্যাকে সত্য জ্ঞান তোমাকে অশেষ দুঃখ-কষ্টে ফেলিয়া নরক-যন্ত্রণা ভোগ করাই এক মনোজয়ই সর্ব্ব দুঃখ নিবারণের উপায়। অতএব হে মনুষ্যের চিত্তই (মনই) প্রধান ব্যাধি, তজ্জন্য তাহার চিকিৎসা অত্য নচেৎ অভাব জনিত বহু প্রকার যাতনা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজের তীব্র পুরুষকার এবং ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর উপদেশ, এই দুই বস্তুর দ্বারাই মন চিকিৎসিত হইয়া থাকে। এই বলিয়া মহাপুরুষ গান ধরিলেন,—

(এ দুনিয়াতে কে তোমারে—সুর)

মন তোর ভাবনা কি তাই বল, ও তোর ভাবনা কি তাই বল ?
(তুই) ভেবে ভেবে হ'লি সারা, গেল বহু জন্ম বিফল ॥
ধন-সম্পদ স্বজনগণে, ভাব'চ তুমি মনে মনে।
শত্রু-মিত্র কখন কেউ হয়, তোর ভ্রান্তি এ সকল ॥
(এই) জগত দেখে ভয় ভাবনা, দিন-রাতি তোর যম-যাতনা।
তুই বিচারহীন তাই'তে রে তোর, এমনি হ'ল ফল ॥
এ জগতে দুঃখ যত, সকলই তোর নিজ কৃত।
তুই বিচারে না তাড়ালে, (দুঃখ) কে তাড়াবে বল ?
দড়ি সর্প দেখায় ভ্রমে, ব্রহ্মে জগত সেই রকমে।
জ্ঞান-চোখে দেখ্ জগত কোথায় ? আত্মাময় সকল ॥

ভক্ত—প্রভু ! সত্য কাহাকে কহে ?

মহাঃ—পূর্ব্বোক্ত মিথ্যার সম্পূর্ণ বিপরিতকেই 'সত্য' কহে। অর্থাৎ যিনি বা যে বস্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে ও বর্ত্তমানে এবং ধ্বংসের পরে, এই তিন কালেই এক অবস্থায় সমভাবে বিদ্যমান থাকেন, তিনিই মাত্র সৎ অর্থাৎ সত্য (১)। অতএব দেখা যাইতেছে যে, তোমার দৃষ্টিগোচর এই সৌরজগতের মধ্যে সমস্ত বস্তু বা ব্যক্তিই, সৃষ্টির পূর্ব্বে ও ধ্বংসের পরে থাকে না, তাই উহারা অসৎ। বৎস ! মনোগ্রাহ্য বস্তুর নামই 'জগত'। কাজেই স্থূল দৃষ্টির বা দৃশ্যমান্ জগতের অতীত যাহা, তাহাই মনাতীত ; এই মনাতীত বস্তুই সৎ বা সত্য। এই সত্যই পরম ধর্ম্ম, সত্যই পরম তপস্যা, সত্যই পরম পুণ্য, সত্যই পরম বন্ধু, সত্যই প্রত্যক্ষ

(১) 'সচ্চিদানন্দ' ব্যাখ্যা ১১ পৃষ্ঠার পাদটীকায় দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্ম এবং জগতের মূল সারতত্ত্ব। সত্যপথে, সত্যধর্ম্মে, স্থ
অবস্থিত থাকিলে মানবকে কখনও ভবঘোরে ভ্রামিত হইতে
এবং আত্মানন্দ লাভে বঞ্চিত হইতে হয় না।

—:০:—

মনকে ধরিবার কৌশল।

ভক্ত—প্রভু! যে দুর্দ্দান্ত মন মিথ্যা জগৎকে এইরূপ
বিশ্বাস করাইয়া, বহু জন্মজন্মান্তর পর্য্যন্ত আমাকে নরক-যন্ত্র
করাইতেছে, আমার সেই মন ত আমার দেহের মধ্যেই আছে;
উহাকে ধরিতে পারি না কেন? কি করিলে মনকে ধরিতে পারি

মহাঃ—বৎস! সাপুরিয়াদের সঙ্গ করিয়াই সাপ ধরার সঙ্কেত
শুনিয়া সর্প ধরা শিক্ষা করিতে হয়। কেবল পুস্তকে লিখিত নিয়
পাঠ করিয়াই, সর্পের গর্ত্তের নিকট যাইয়া, সেই গর্ত্তের মধ্যে হা
করাইয়া সাপের লেজ ধরিয়া টানিয়া বাহির করিবার সাহস কাহার
জন্মে না। সেই প্রকার, মনরূপ সর্পকে ধরিতে হইলেও, কেবল শা
অধ্যয়ন দ্বারা কখনও হইতে পারে না। যাঁহারা এই মন-সর্পকে ধ
একমাত্র তাঁহারাই সেই মনকে ধরিবার সঙ্কেত অবগত আছেন।
তাঁহাদের সঙ্গে চলিয়া, মন-সর্প কোন্ গর্ত্তে, কি ভাবে লুক্কায়ি
এবং কি কৌশলেই বা তাহাকে ধরিয়া বাহির করিতে হই
সম্যক্ রূপে অবগত হইয়া, সাহসে ভর করিয়া সেই মনকে ধরিতে
প্রত্যেক মানুষেরই নিজ মনের দিকে দৃষ্টি করিয়া মনস্তত্ত্ব
করিবার শক্তি আছে এবং অধিকারও আছে। এই মনস্তত্ত্বে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'ঈশ্বর-তত্ত্ব'। মনস্তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলে তাহার এমন ক্ষমতা জন্মে যে, সে নিজের মনের ভিতর হইতেই জগতের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাইতে পারে। তুমি মনস্তত্ত্ব বা অন্তর্জগতের জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে তখন দেখিবে যে, বহির্জগতের সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান অতি সহজেই তোমার লাভ হইয়াছে; কারণ তখন বাহ্য-প্রকৃতি আপনা হইতেই বশীভূত হইয়া যায়। বৎস! অতি প্রাচীন কাল হইতে সমস্ত দেশের লোকেই এই অন্তর্জগত বা মনোরাজ্যকে জানিতে ও জয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তন্মধ্যে একমাত্র ভারতবাসীই এই বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছেন।

ভক্ত—হে দয়াময়! আমার একান্ত বিশ্বাস যে, আপনার সঙ্গ করিয়াই আমি নিজের মনকে ধরিতে পারিব। অতএব আপনিই কৃপাপূর্ব্বক আমাকে সেই মন ধরিবার কৌশল উপদেশ করুন।

মহাঃ—হে সত্যকাম! 'মনকে ধরিব' বলিয়া যদি আহার-বিহারে সর্ব্বক্ষণ তুমি নিজের মনের প্রতি লক্ষ্য রাখ, তবেই তোমার মন সহজে তোমার নিকট ধরা পড়িয়া যাইবে। সৎসঙ্গে থাকিয়া তত্ত্ব শ্রবণ করিতে করিতে ক্রমে তোমার মনে বিচার করিবার ক্ষমতা জন্মিবে। সেই বিচারশক্তি বলেই তখন তুমি একটু একটু করিয়া তোমার মনের দোষ দেখিতে পাইবে। এই ভাবে ক্রমে যতই তুমি বিচারপূর্ব্বক নিজের মনের দিকে দৃষ্টি করিয়া দোষ দেখিতে থাকিবে, ততই তোমার মনও তোমার নিকট সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে। তখন সে তোমার উপরে আর পূর্ব্বের ন্যায় অত্যাচার, অবিচার করিয়া প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারিবে না। তুমি তোমার মনের কৃত কার্য্যাদির উপরে কোন ন্যায়-অন্যায়ের বিচার কর না, বা মনের কোন দোষই দেখ না। তাই তোমার মনও বহু জন্ম হইতেই তোমার উপরে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া আসিতেছে। অতএব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যতদিন পর্য্যন্ত তুমি ঐরূপ বিচারশক্তিশালী না হইবে, ত পর্য্যন্ত তোমার সুচতুর, ধূর্ত্ত মন তোমাকে নানা প্রকারে দুঃখ-কষ্টে নি করিয়াই রাখিবে; ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। বৎস! অগ্রে মন, প মোক্ষ জ্ঞান, পশ্চাৎ এই দৃশ্য জগত-প্রপঞ্চের রচনা কল্পনায় নিষ্পন্ন হইয়াছে। মনেরই সংকল্পবিশেষ এই জগত-সংসার। মনই আপনি আপনাকে আশ্রয় করিয়া জগত রূপে প্রস্ফুরিত হই যেমন জল নিজেই নিজেকে আশ্রয় করিয়া আবর্ত্ত হইতেছে, তে জগত-সংসার। দেশ, কাল, ক্রিয়া, দ্রব্য, দিন ও রাত্রি প্রভৃতি ত্রিজগত মনোব্রহ্মেই প্রতিভাত হইতেছে। এই ভাবে যে ব্যক্তি না জানে, মন তাহারই নিকট দুঃখদায়ক এই দৃশ্যমান্ বিশ্ব বিস্তার

মনে কর, কোন কুষ্টিনী বেশ্যা, যাহার যোনিতে কুষ্ঠ রোগ যে পুরুষ তাহার এই সংক্রামক ব্যাধির সংবাদ জানে না, মাত্র তাহাকেই স্বীয় ভাব-ভঙ্গি দ্বারা মোহিত করিয়া ব্যাধিগ্র দুঃখার্ণবে ফেলিতে পারে। কিন্তু যে পুরুষ বেশ্যার ঐ দুরারোগ কথা জানিতে পারিয়াছে, তাহাকে সেই বেশ্যা স্বীয় মোহিনী ভূষাতে আর কিছুতেই মোহিত করিতে পারে না। সেই মোহিত করিবার জন্য সে কোন চেষ্টা না করিয়া, বরং নিজে বলিয়া তাহার নিকট লজ্জিতা ও সঙ্কুচিতা হইয়া থাকে। ঠিক এই মনের যাদুগিরী, ভেল্কীবাজী ও চাতুরী, শঠামী প্রভৃতি জানিতে পারিয়াছেন, মন বা মায়াশক্তি তাঁহার উপর এই প্রভাব কিছুতেই বিস্তার করিতে পারে না। কারণ সেই ব্যক্তি তখন আত্মস্বরূপাবস্থা লাভ করিয়া, মনের বহুরূপীত্ব দর্শন করেন এবং মনের অবিচার, অত্যাচারের হাত হইতে পান। একজন পারস্যবাসী, তাঁহার স্ত্রীর দুর্দ্দান্ত প্রভাব,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চরিত্রহীনতা ও দাম্ভিকতা দ্বারা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন বলিয়া সেই স্ত্রীকে ত্যাগ করেন। ত্যাগ করার পর, সেই পরিত্যক্তা স্ত্রী যেমন আর সেই স্বামীর উপর অত্যাচার, আবদার, উৎপীড়ন কিছুই করিতে পারে না এবং স্বামীও সেই স্ত্রীর নানাবিধ অত্যাচার হইতে মুক্ত হন; সেইরূপ, বিচারশীল ব্যক্তি যখনই অজ্ঞান-কল্পিত মনরূপী স্ত্রীকে অত্যাচারী, অবিচারী, প্রবঞ্চনামূলক, চাতুর্য্যপূর্ণ ও অযথা আব্‌দারশীল, সর্ব্ববিষয়ে দুঃখ এবং অশান্তিদায়িনী বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিবেন, তখনই তিনি ঐ বহুরূপী ও ছলনাপ্রিয় মনের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবেন। যে পুরুষ মনরূপী প্রকৃতির স্বরূপ জানে না, তাহার পক্ষেই মন-প্রকৃতি নানা প্রকার দুঃখাদি সৃষ্টি করে। আর, যে পুরুষ সেই মন-প্রকৃতির স্বরূপ জানিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে প্রকৃতি ঐ সকল সৃষ্টি ব্যাপারে নিবৃত্ত থাকে। সুতরাং প্রকৃতির স্বরূপের পরিজ্ঞান ও অজ্ঞানই সৃষ্টির বা সুখ-দুঃখাদির নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তির নিয়ামক। যেমন নর্ত্তকী সভাস্থ সমাগত ব্যক্তিদিগকে নৃত্য প্রদর্শনার্থ নৃত্য-কার্য্যে প্রবৃত্তা হয়, পরে দর্শকগণের নৃত্য-দর্শন-লালসা সফল হইলেই নর্ত্তকীও সেই নৃত্য-কার্য্যে নিবৃত্তা হইয়া থাকে; ঠিক সেইরূপ, এই মন-প্রকৃতি পুরুষার্থ-সাধনে প্রবৃত্ত হয় এবং সেই পুরুষার্থ সিদ্ধ হইলেই সেই মন-প্রকৃতি নিবৃত্ত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে সাংখ্যদর্শনও বলিয়াছেন,—"**দোষবোধেঽপি নোপসর্পনং প্রধানস্য কুলবধূবৎ।**" অর্থাৎ "যখন পুরুষের নিকট প্রকৃতির সম্পূর্ণ স্বভাব প্রকাশ পায়, তখন সেই পুরুষ প্রকৃতির পরিণামিত্ব, ও দুঃখাত্মকত্বাদি দোষ দর্শন করেন। তাহাতেই প্রকৃতি লজ্জিতা হইয়া থাকে; পুনর্ব্বার পুরুষের অন্তরে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারে না। যেমন কুলবধূ স্বামীর নিকট চরিত্রহীনা, ভ্রষ্টা বলিয়া অবধারিত হইলে, সেই বধূ লজ্জিতা হইয়া আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামীর নিকট গমন করে না বা স্বামীর নিকট কোন আব্দারও করে না ; সেইরূপ, মন-প্রকৃতিও পরিণামিত্বাদি দোষে দোষী বলিয়া পুরুষের নিকট গমন করে না, অর্থাৎ পুরুষার্থ সাধনে (প্রভুত্ব বিস্তারে) প্রবৃত্ত হয় না।” অতএব, বৎস ! বিচারশীল পুরুষের নিকট মন-প্রকৃতি কোনরূপ সৃষ্টি ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয় না। কিন্তু তুমি সেই মন-প্রকৃতির দ্বারা লালিত-পালিত হইয়া, মনকেই তোমার নিজের স্বরূপ বলিয়া স্থির করিয়াছ ; ইহাই তোমার ভ্রম। এখন মন তোমাকে অজ্ঞানতা দ্বারা ঠিক এইরূপ ভাবে প্রস্তুত করিয়াছে যে, সে তোমাকে যাহা ভাল বলিয়া বুঝায়, তুমিও তাহাই ভাল বোধ কর, আর যাহা মন্দ বলিয়া বুঝায়, তাহা মন্দই বোধ কর। ‘মন দেহের দ্বারা যাহা করে তাহাই আমি করি, অর্থাৎ এই স্থূল দেহই আমি’ তোমার মন তোমাকে এইরূপ ভাবে বুঝাইয়া বুঝাইতে তোমার নিজ ব্রহ্মস্বরূপত্ব বা আত্মস্বরূপত্ব ভুলাইয়া দিয়াছে। এ[illegible] কি তোমার সেই আত্মস্বরূপ বুঝিবার জন্য যে পুরুষকার বলে বিচারশক্তির প্রয়োজন, তোমার সেই শক্তিও লোপ করিয়া ফেলিয়াছে। অতএব সর্ব্বদা মনের বিকারজনিত দোষসকল বিচারপূর্ব্বক যতই দেখিতে থাকিবে ; অর্থাৎ ‘শোক-তাপ, সুখ-দুঃখ, কাম-ক্রোধাদি এই সমস্তই [illegible] মনরূপ নদী হইতে তরঙ্গ রূপে উঠিতেছে এবং ঐগুলি মনেরই সর্ব্ব[illegible] কারক’ ; এই ভাবটী যতই তোমার আয়ত্ত হইবে, ততই তোমার [illegible] মন-প্রকৃতি প্রশান্ত ভাব ধারণ করিবে ; আর তথনই তুমি [illegible] পাইবে। বেদান্তও বলিয়াছেন,—

মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্তৈঃ নির্বিষয়ং স্মৃতম্ ॥ (ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ [illegible]

অর্থাৎ—“মনই মানবগণের বন্ধন ও মুক্তির কারণ। বিষয়-চিন্তা করিলে মানব-চিত্ত যেমন বিষয়াসক্ত হইয়া বন্ধনের ([illegible]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা সুখ-দুঃখের) কারণ হইয়া থাকে ; সেইরূপ বিষয়ের বিষময় দোষ অনুসন্ধান করিতে করিতে, মানবের চিত্ত বিষয়-নির্লিপ্ত হইয়া, মুক্তির (জন্ম-মৃত্যু বা সুখ-দুঃখ নিবৃত্তির) কারণ হইয়া থাকে।” এইজন্যই বিষয় ও বাসনা বিবর্জ্জিত অন্তঃকরণেরই মুক্তি হয়। অতএব যাহাতে মন সর্ব্বদা বিষয়-বাসনা বিরহিত হয়, তোমার ন্যায় পিপাসু ব্যক্তির তাহাই নিত্য করণীয়। মন যখন বিষয়-বাসনা ত্যাগ করিয়া হৃদকমল মধ্যে ধ্যেয় বস্তুতে নিরুদ্ধ হয়, তখনই সঙ্কল্প-পরিশূন্য হইয়া থাকে। এই সঙ্কল্প-বিকল্প হীন অবস্থায় মন কূটস্থ চৈতন্যে নিরুদ্ধ হয় বলিয়াই মুক্তিরূপ পরমপদ লাভে সমর্থ হয়।

ভক্ত—ভগবান্! আপনি যে, মনের বৃত্তি সকল নিরুদ্ধ করিয়া দিয়া, আত্মজ্ঞান লাভের কথা বলিতেছেন, আমার নিকট ইহা যেন সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে। এইরূপ মনোবৃত্তি নাশ করিতে মানুষের ক্ষমতা আছে কি? সমুদ্র শোষণ করাও সহজসাধ্য, তথাপি মনোবাসনা নাশ করা সম্পূর্ণ অসাধ্য।

মহাঃ—বৎস! প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই চিত্তবৃত্তি নাশ করিবার ক্ষমতা আছে এবং অধিকারও আছে। যাঁহারা চিত্ত (মন) পদার্থের স্বরূপ অবগত আছেন, তাঁহারা চিত্তকে অহঙ্কার বলিয়া জানেন। জীবের মনে যে অহং-ভাবের উদয় হয়, তাহাই ‘চিত্ত’। এই চিত্ত-ত্যাগ (অহং-ভাব ত্যাগ) ব্যতীরেকে সর্ব্বত্যাগ সম্ভব নহে। যাঁহারা সর্ব্ব পদার্থের মর্ম্মগ্রাহী, তাঁহারা চিত্ত-ত্যাগকেই ‘সর্ব্বত্যাগ’ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বৎস! কুসুমদলাদি মর্দ্দন ও নয়ন-নিমীলন অপেক্ষাও অহঙ্কার পরিত্যাগ করা সহজ। আমার বিশ্বাস, ইহা পরিত্যাগে কোন ক্লেশ নাই। কারণ মিথ্যা ভ্রম যে প্রকার, বস্তুতঃ ইহাও তাহাই। ‘অহঙ্কার’ বলিয়া কোন পদার্থই নাই,—একটা মিথ্যা কল্পনা মাত্র। সুতরাং, ইহা ত্যাগ করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর অক্ষমতার কি আছে? যাহা অবাস্তব, মিথ্যা, যাহা কোন কালে নাই, তাহার পরিত্যাগে পরিশ্রম কি? যেমন, অশ্বডিম্ব নাই, বন্ধ্যাপুত্র নাই, রজ্জুতে সর্প নাই, মরুভূমিতে জলপ্রবাহ নাই, দর্পণে প্রতিবিম্বিত বস্তু দর্পণে নাই, আকাশে বৃক্ষ নাই, তেমনি ব্রহ্মে বা আত্মাতে অহং ও তদ্বিলাস জগত নাই। বৎস! শীতকালে যাহারা শীতকে বিনাশ করিতে চাহে, তাহারা যেরূপ সূর্য্যের উদয় প্রার্থনা করে; সেইরূপ যাঁহারা মনোবিনাশ প্রার্থী, তাঁহারা বিচারের উদয় কামনা করুন। কে সংকল্পের দ্বারাও মনোনাশ সিদ্ধ হইতে পারে। সুতরাং তজ্জন্য তপস্যাদি (ব্রতনিয়মাদি বা মালাজপাদি) ক্লেশ করিতে হয় না। ম বাসনার উচ্ছেদ হইলেই মনের ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া যায়। চিত্ত মহাব্যাধির চিকিৎসার্থ নিজের পুরুষকারই একমাত্র সুস্বাদু মহৌষধ বাহ্যবস্তু পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মজ্ঞান রূপ পুরুষকার দ্বারা চিত্ত-ভূমি জয় করা যায়। যেমন বালকদিগকে সহজেই নানাবিধ ক্রিড়ায় সংযোজিত করা যায়, সেইরূপ চিত্তকেও অল্পযত্নে আত্মবস্তুতে যোজিত করা যায় মনকে পৌরুষ দ্বারা ভাবী শুভকালের উদয়কারী সৎকর্ম্মে (তত্ত্বজ্ঞান ও সমাধি অভ্যাসে) নিযুক্ত করিবে। পৌরুষ-প্রযত্ন উদ্দীপিত করিয়া চিত্তরূপ শিশুকে শীঘ্র জয় করা যায় এবং চিত্ত উহার পর অচিত্ত হইয়া ব্রহ্মত্ব লাভ করা যায়। প্রত্যেক ব্যক্তিরই চিত্ত আপনার নিজের সুতরাং তাহাকে বশীভূত করা সুসাধ্য বই দুঃসাধ্য নহে। স্বভাবের পরিবর্ত্তন করিতে আবার কষ্ট কি? যাহারা আপনার চিত্ত বশ করিতে না পারে; বিষয়াভিলাষ পরিত্যাগ রূপ স্বাধীন বৈরাগ্য বৃত্তি অবলম্বনকে যাহারা দুষ্কর জ্ঞান করে; তাহারা পুরুষ-কীট, তাহাদের মনুষ্যতাকে এবং তাহাদিগকে শত ধিক্। নিজকেই নিজের দ্বারা বাহ্য বস্তু ত্যাগ করিতে হয় এবং তাহা নিজেরই প্রযত্ন-সাধ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি পুরুষকার দ্বারা অল্পে অল্পে মনকে প্রশমিত কর। মন যদি প্রশমিত না হয়, তাহা হইলে গুরূপদেশ, শাস্ত্রার্থ বোধ ও মন্ত্রজপাদির সাধন সমুদায়ই বৃথা। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ যেমন শিশু পুত্রকে উদার ভাবে নিয়োজিত করেন, তুমিও সেইরূপ নিজ মনকে আত্মতত্ত্বালোচনায় নিয়োজিত কর।

হে মহামতে! যেমন আলোক স্বপ্রকাশ ও অস্তিত্বশীল বস্তু, আর অন্ধকার প্রকাশহীন ও অস্তিত্বহীন অবস্তু। অর্থাৎ অন্ধকার অভাবাত্মক অস্তিত্বশীল; আলোকের মত উহার কোন স্বাধীন অস্তিত্ব নাই। আলোক দেখিতে অন্য আলোকের প্রয়োজন হয় না, আলোক নিজে নিজেই প্রকাশ পায়। কিন্তু অন্ধকারকে দেখিতে হইলে, চক্ষু আলোকের অপেক্ষা করে। ইথারের আলোক-তরঙ্গ দ্বারাই অন্ধকার দৃষ্ট হয়, ইথার না থাকিলে অন্ধকার দৃষ্ট হইত না। আবার এই অন্ধকার আবরণী ও বিক্ষেপ শক্তি যুক্ত। অর্থাৎ অন্ধকার দূরে থাকিয়া আলোকে আবরণ করে, কিন্তু আলোকের নিকট আসিতে পারে না, বা আলোক নাশও করিতে পারে না। যেমন বিরাট বিশ্বব্যাপী অন্ধকার, অতি ক্ষুদ্র একটী আলোকের নিকট আসিতে পারে না, বা উহাকে নষ্টও করিতে পারে না। কিন্তু এই বিশ্বব্যাপী অন্ধকার দূরে থাকিয়া, যাবতীয় তেজবান্ সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ, উপগ্রহকেও আবরণ করতঃ অনন্ত আকাশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। অন্ধকার নিজে অস্তিত্বহীন, অথচ অস্তিত্ববৎ প্রতীয়মান হইতেছে। এজন্য উহার অনস্তিত্বে অস্তিত্বপ্রদর্শন রূপ মিথ্যা ব্যাপার সৃষ্টি করিবার শক্তি আছে; অর্থাৎ মায়ার মত অঘটন ঘটানের শক্তি আছে। যেমন অন্ধকারে স্থানু (বৃক্ষ) দেখিয়া, ভূত ভ্রমে ভয় পাইয়া অনেকের মৃত্যুও হয়, কিন্তু ক্ষুদ্র একটী আলো যাহার সঙ্গে থাকে, তাহার ভূত দর্শন, ভূতাতঙ্ক বা সেই হেতু মৃত্যু কিছুই হয় না। আবার আলো হস্তে থাকিলে পথিকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্ধকার কিছুদূরে সরিয়া যায়, কিন্তু সেজন্য সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্ধকার তিরোহিত হয় না। উহা অনন্তকাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে, তবু উহা আলোর সম্মুখে নাশপ্রাপ্ত হইবে। তেমনি, মন বা মায়ারূপ অজ্ঞানান্ধকার আত্মা বা ব্রহ্মের মত অনাদি অনন্তকাল যাবৎ বিদ্যমান থাকে এবং জ্ঞান বিচাররূপ আলোকের দ্বারা তাহা শান্ত ও নাশপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং এই মনোনাশ করা কার্য্যটীকে তুমি কষ্টসাধ্য বলিতে পার বটে, কিন্তু ইহা অসাধ্য নয়। মনোনাশ, অর্থাৎ মনের বৃত্তি সকল জ্ঞানের দ্বারা নষ্ট না হইলে, কিছুতেই বিষ্ণু বা আত্মার পরমস্থান লাভ করা যায় না। অতএব বৎস! তুমি ভীত হইও না, উঠ, জাগ, জ্ঞানীর নিকট যাইয়া প্রবুদ্ধ হও। তখন দেখিবে, তুমি বিচার ও জ্ঞান বলে তোমার মনোনাশ করিতে সমর্থ হইয়াছ। বেদান্তও বলিয়াছেন,—

তৈশ্চেন্দ্রিয়াদিভিরসংযতৈঃ সংসারমধিগচ্ছতি।
সংযতৈস্ত্বধ্বনঃ পারং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমাপ্নোতি।

অর্থাৎ—"ঐ সকল ইন্দ্রিয়াদি যদি অসংযত থাকে, দমিত না হয়, হইলে জীব সংসারে (সুখ-দুঃখে, শোকে-মোহে) নিপতিত হয়। সংযত হইলে সংসার-যাত্রা-পথের পারে, বিষ্ণুর বা আত্মার পরম প্রাপ্ত হয়।"

ভক্ত—প্রভু! এতক্ষণ আপনার কথা শুনিয়া আসিতেছি কিন্তু যতই শুনিতেছি, ততই আমার মনের মধ্যে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন জাগিতেছে। তাহার উত্তর না জানিলে, আর আপনার কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব না। প্রশ্নটী এই—আপনি যে আমার ধরিবার জন্য এবং মনের দোষ দেখিবার জন্য আমাকে পুনঃ বলিতেছেন, মনকে কে ধরিবে? কেই বা তাহার দোষ দেখিবে? ত মনের বহিরে কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছি না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাঃ—বৎস! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। এখন বুছিলাম যে, সত্যই তুমি মনোযোগের সহিত আমার কথা শ্রবণ করিতেছ। আমিও যথাযথ রূপেই সমস্ত বিষয় তোমাকে বলিব। বাবা! তোমার মন দিয়াই তোমার মনকে ধরিতে হইবে, পরে সেই মনই তোমার মনের দোষ দর্শন করিবে। এখন এই মনের বিষয়ই তোমাকে আরও অনেক কিছু বলিবার আছে।

ভক্ত—প্রভু! মন দ্বারা কি করিয়া মনকে ধরা যাইবে? ইহা ত অত্যন্ত আশ্চর্য্যের কথা।

মহাঃ—বৎস! আমি ত বহু পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে, মনের ব্যাপার সমস্তই আশ্চর্য্য, মনের কোন কার্য্যকলাপই অনাশ্চর্য্য নয়। ইহার পরে মনের আরও কতরকমের কি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে পাইবে। হে মহামতে! বহির্জগত দেখিবার জন্য শত শত প্রকার যন্ত্র —নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু অন্তর্জগত অর্থাৎ মনোরাজ্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার জন্য, কোন যন্ত্রই নাই। একমাত্র মনই এই মনোরাজ্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার যন্ত্র। ব্রহ্মজ্ঞ গুরুই ব্রহ্মবিদ্যা সহায়ে প্রথমতঃ মানুষকে তাহার নিজের অন্তর্জগত (মনোরাজ্য) পর্য্যবেক্ষণ করিবার উপায় দেখাইয়া দিয়া থাকেন। তখন মানুষের মনের একাগ্রতা শক্তি সেই অন্তর্জগতে প্রধাবিত হয় এবং উহা মনের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশ্লেষণ ও মনস্তত্ত্ব আলোকিত করিয়া দেয়। সুতরাং যেমন তীক্ষ্ণ লৌহ দ্বারাই লৌহ কর্ত্তিত হয়, সেইরূপ গুরু-বাক্য-শ্রবণ ও শাস্ত্রানুশীলন জনিত বিচার যোগে তীক্ষ্ণীভূত মনের দ্বারাই মনোবাসনা বিদূরিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ অজ্ঞানাবস্থায় স্থিত তোমার মন, বিচারশক্তি লাভ করিয়া সেই বিচারশক্তি বলে মন নিজের দোষ নিজে দর্শন করতঃ, নিজেই নিজেকে সংশোধিত করিবে। কারণ মনের নিগ্রহ করিতে একমাত্র মনই সমর্থ,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্য কেহ নহে। অতএব সবিদ্যা মনের দ্বারা অবিদ্যারূপ মনকে নিগ্র
করিতে হইবে। ইহারই নাম 'মন দ্বারা মনকে ধরা'। অতএব স
চিন্তায় নিমগ্ন মনকে যদি তুমি শাস্ত্রীয় উপায়ে বলপূর্ব্বক উদ্ধার না ক
তাহা হইলে তদুদ্ধারের আর অন্য উপায় নাই। মনের দ্বারাই মনে
বন্ধন-রজ্জু ছেদন করিয়া, আত্মাকে বিমুক্ত করিতে হইবে। এ বি
ব্রহ্মবিন্দূপনিষদ্‌ও বলিয়াছেন,—

মনোহি দ্বিবিধং প্রোক্তং শুদ্ধং চাশুদ্ধমেবচ।
অশুদ্ধং কামসংকল্পং শুদ্ধং কামবিবর্জ্জিতম্॥

অর্থাৎ—"মন দ্বিবিধ; এক শুদ্ধ ও অপর অশুদ্ধ। 'কামনা
মনকে 'অশুদ্ধ' এবং কামনা শূন্য মনকে 'শুদ্ধ' কহে। অর্থাৎ বিষয়াস
যুক্ত মন অশুদ্ধ এবং বিষয়াভিলাষ শূন্য মন শুদ্ধ।" মহর্ষি বশিষ্
শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন,—

মন এব সমর্থ স্যাদ্ মনসো দৃঢ় নিগ্রহে। (যোগবাশিষ্ঠ)

অর্থাৎ—"একমাত্র মনই মনকে নিগ্রহ করিতে (দমন করিতে
সমর্থ,—অন্য কেহই নয়।"

ভক্ত—দয়াময়! আপনি পূর্ব্বে একবার বলিয়াছেন, 'মানবের হ
পদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট দেহ হইতে ঐ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাদ দি
যেমন 'দেহ' বলিতে আর কোন কিছুই থাকে না; সেইরূপ কাম-ক্রো
ষড়রিপু বাদ দিলেও 'মন' বলিতে আর কোন কিছুই থাকে না'।
প্রভু! আমরা অনেক গ্রন্থে এইরূপ উপদেশ-বাণীও দেখিতে পাই
"কাম-ক্রোধাদি রিপু ছয়টী পরম শত্রু, অতএব ইহাদিগকে একে
সমূলে উচ্ছেদ করিতে হইবে; কারণ এই রিপুগণ দ্বারাই বিষয়ে অনু
জন্মিয়া, মানব শোকে, দুঃখে নিমজ্জিত হয়।" সুতরাং ষড়রিপুর মূলো
করিলে মন থাকিবে কি প্রকারে?'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাঃ—বৎস! তোমরা ঐ সংক্ষেপ লেখার অর্থ বুঝিতে পার নাই। ঐ যে ছয়টী রিপু আছে, উহারা বহির্জগতে বিচরণ করিলেই মানবের দুঃখ-অশান্তির কারণ হয়। পক্ষান্তরে যদি উহারা অন্তর্জগতে অর্থাৎ মনোরাজ্যে বিচরণ করে, তবেই মানবের বিষয়-বন্ধন মুক্ত হইয়া পরম শান্তি ঘটে। ঐ রিপুগুলি সর্ব্বদাই বহির্মুখী হইয়া বাহিরের বিষয়েই লিপ্ত থাকে। সুতরাং উহাদিগকে বাহিরের দিক্ হইতে ফিরাইয়া, অন্তর্মুখী করিয়া দিতে হইবে। অন্তর্মুখী হইয়া এই রিপুগুলি যখন সাধকের মনোরাজ্যে ক্রিয়ায় মত্ত থাকে, তখন সাধারণ লোকে বাহির হইতে রিপু সকলের বাহ্যিক কোন ক্রিয়া দেখিতে না পাইয়া বলে, 'অমুকের মনোবৃত্তি বা রিপু নাশপ্রাপ্ত হইয়াছে'। অতএব জানিবে যে, এই রিপু ছয়টী অন্তর্জগতে আমাদের পরম মিত্র এবং অন্তর্জগতে এই ষড়রিপুর প্রভাব যতই বৃদ্ধি পাইবে, সাধক সাধন পথে ততই দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিবে। হে সাধো! বিবেকিগণের মনই তাঁহাদের অভিমত কার্য্য করে বলিয়া ভৃত্য, সৎকার্য্য সাধক বলিয়া মন্ত্রী, ইন্দ্রিয় রূপ রিপুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করে বলিয়া সামন্ত এবং লালন কারী বলিয়া জননী, পালনকারী হেতু পিতা, উত্তম বিশ্বাসভাজন বলিয়া সুহৃৎ। মনের প্রত্যেকটী রিপুই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন ভাবে মানুষের ইচ্ছানুসারে ক্রিয়া করিয়া থাকে।

ভক্ত—প্রভু! কাম-ক্রোধাদি রিপুসকল কিভাবে সত্ত্ব গুণের ক্রিয়া করিতে পারে? ইহা ত কিছুতেই আমার ধারণায় আসিতেছে না।

মহাঃ—হে মহামতে! সূক্ষ্ম ভাবে বিচার করিয়া দেখ, কাম অর্থাৎ কামনা। মানবের মুক্তির কামনা, সত্ত্ব গুণের; ভোগ্যবস্তু সঞ্চয়ের কামনা, রজোগুণের; আর বিষয় ভোগের কামনা, তমোগুণের লক্ষণ। ঠিক তদ্রূপ, ক্রোধ;—যোগী মহাপুরুষের নিজ মনের উপর যে ক্রোধ হয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা সত্ত্বগুণ ; কোন দুর্ব্বল নিরীহ ব্যক্তিকে অন্যে অনর্থক পীড়ন করিতে দেখিয়া, সেই পীড়ন কারীর প্রতি মনে যে ক্রোধ হয়, তাহা রজোগুণ; স্ব নিজের বিষয় ভোগে কেহ বিঘ্নজ ন্মাইলে, সেই বিঘ্নকারীর প্রতি যে ক্রোধ হ তাহা নিকৃষ্ট তমোগুণ। বৈরাগ্য ;—বিষয় ভোগে বৈরাগ্য, সত্ত্বগুণ ; সাধ ভজনে বৈরাগ্য, রজোগুণ ; আর উক্ত সত্ত্ব ও রজোগুণের কার্য্যে যে বৈরা তাহাই নিকৃষ্ট তমোগুণ। এইভাবে মনোবৃত্তিগুলি বহির্মুখী থাকিলে রজঃ ও তমঃ গুণের কার্য্য দ্বারা, মানবকে শোকে-দুঃখে নিমগ্ন কর আর অন্তর্মুখী হইলেই সত্ত্বগুণের ক্রিয়া দ্বারা, পরম শান্তি প্রদান কর এই মন-প্রকৃতি বহির্মুখী থাকে বলিয়াই আত্মদর্শনের পথে প্র বিঘ্নকারীই তোমার মন। তোমার মন যদি তোমার সঙ্গে বে বিরুদ্ধাচরণ না করে, তবে ব্রহ্মাণ্ডে আর কাহারও এমন ক্ষমতা নাই যে, তোমার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারে। অতএব বিশেষ রূ জানিয়ালও যে, তোমার মনই তোমার পরম শত্রু ; সেই মনের চাতুরী, শঠামী, ধূর্ত্তামী ও প্রতারণাতেই তোমার আত্মদর্শনের প প্রায় বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং এই পরমশত্রুকে পরাস্ত করিয়া হইতে না পারিলে, কিছুতেই আর এই-পথে অগ্রসর হইতে পারিবে না।

ভক্ত—প্রভু! আপনার কথার ত আমি কোনই সামঞ্জস্য খুঁ পাইতেছি না। কারণ পূর্ব্বে আপনি বলিয়াছেন যে, 'তোমার ছাড়িয়া কোথায়, কোন দিকে যাইতে হইবে, তোমার মনই সেই পথ প্রদর্শন করাইয়া দিবে'। কিন্তু এখন আবার তাহার বিপরীত ভাবে আমাকে বিশেষ করিয়া বলিতেছেন, 'সেই পথে মনই তোমার পরম শত্রু হইয়া পথ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে'। সুতরাং আমার পথ প্রদর্শক, সে-ই আবার কি করিয়া আমার শত্রুভাবে কার্য্য করিতে পারে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাঃ—হে সুব্রত ! আমার কথা কোন অংশেই মিথ্যা নয়। তোমার মনই তোমার পরম শত্রু। তুমি যখন তোমার এই শত্রুরূপী মনকে বিচারশক্তি বলে তোমার নিজ বশে আনিতে পারিবে, তখন এই মনই আবার তোমার পরম মিত্র হইবে। মনই তোমাকে মায়ার মোহে, মমতার শৃঙ্খলে, সংসারে বন্ধন করিয়াছে। এই মনই বিবেক-বৈরাগ্য বলে, বিচার-অসি দ্বারা আবার তোমার সেই মমতার শৃঙ্খল ছেদন করিয়া তোমাকে বন্ধন মুক্ত করতঃ, তোমার নিজ পরমাত্মরূপ বা ব্রহ্মরূপ দর্শন করাইয়া দিবে। অর্থাৎ তুমি চিরশান্তি লাভের আশায়, পরমাত্মাকে বা ব্রহ্মকে দর্শন করিবার জন্য যে অনুসন্ধান করিতেছ, সেই পরমাত্মা বা ব্রহ্মই যে তুমি, তাহা তোমার এই মনই তোমাকে জানাইয়া, বুঝাইয়া ও প্রত্যক্ষোপলব্ধি করাইয়া দিবে। মনই মানবের একমাত্র শত্রু, তাহার সঙ্কল্পই সম্পত্তি ; সেই সম্পত্তি ত্যাগ করিলেই তাহাকে জয় করা যাইতে পারে এবং উহাকে জয় করিতে পারিলেই সুখী হওয়া যায়। মন অতীব চঞ্চল। কোন ব্যক্তিতেই অচঞ্চল মন কদাচ দৃষ্ট হয় না। এই সংসার ভয়ঙ্কর সমুদ্র ; বিষয়-তৃষ্ণাই ইহাতে কুম্ভীর, পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুই ইহাতে জলাবর্ত্ত। আবার ইহাও সত্য যে, এই সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত মনই একমাত্র কর্ণধারস্বরূপ। তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন,—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥ (ভগবদ্গীতা)

অর্থাৎ—"বিবেক-শক্তি বিশিষ্ট হইয়া জীবাত্মা (মন) নিজের দ্বারাই নিজেকে উদ্ধার করিবে। অবিবেকী হইয়া কখনও নিজেকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবসন্ন অর্থাৎ নিমগ্ন বা অধঃপতিত করিবে না। অর্থাৎ বিষয়াদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ক্রমে আপনার দ্বারাই আপনাকে যোগারূঢ় করিয়া দুঃখময় সংসার-সমুদ্রে ডুবাইবে না। কারণ একমাত্র আত্মাই (মনই) আত্মার (মনের) বন্ধু (সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ করার হেতু) আবার আত্মাই (মনই) আত্মার শত্রু (সংসার-দুঃখে ডুবাইবার হেতু)। যিনি আপনার বিবেক দ্বারা আপনাকে (নিজের মনকে) বশীভূত করিতে পারিয়াছেন, তিনিই নিজের বন্ধু ; আর যিনি অনাত্মা, অযুক্ত ব্যক্তি, অর্থাৎ যাহার আত্মা (মন) বিবেক-বলের দ্বারা বশীভূত হয় নাই, সে নিজেই নিজের শত্রুত্বে পরিণত হয় ; অবিবেক-জনিত কু বুদ্ধি দ্বারা, সে নিজেকেই নিজে বিনষ্ট করে।” বেদান্তও বলিয়াছেন,—

“মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়ো।” (ব্রহ্মবিন্দূপনিষদ্)

অর্থাৎ—“মনই মানুষের বন্ধন ও মুক্তির একমাত্র কারণ।” অতএব তোমার মনই যে তোমার পরম শত্রু, তাহা সর্ব্বদাই দৃঢ় নিশ্চয় স্মরণ রাখিও। যেহেতু, এই সংসার-মরুভূমি অতি দুর্গম স্থান, মনই ইহার মূল কারণ। হে বৎস! তোমার মনই কল্পনাদ্বারা আপনাকে স্থূল দেহস্থ মনে করিতেছে ও জগত দেখিতেছে। স্বপ্নদ্রষ্টা যদ্রূপ অকৃত ও অনুৎপন্ন গ্রাম, নগর এবং সিংহ-ব্যাঘ্রাদি দর্শন করে, মনও তদ্রূপ মনের আবেশে জগদ্দর্শন করিতেছে। এই ত্রিজগত মনের মনন, কল্পনার দ্বারা নির্ম্মিত। ইহা পরিত্যাগ করিতে পারিলে, শান্তাত্মা হইয়া আপনি আপনাতেই থাকিবে। যেমন জলাশয়ের জল বিচিত্র আবর্ত্তাকারে প্রস্ফুরিত হয়, তেমনি একমাত্র জগত-শক্তি মনই দৃশ্য জগদ্রূপে প্রস্ফুরিত হইতেছে। এই দৃশ্য জগত বিস্তৃত হইলেও সত্য, পরন্তু এ সমস্তই মন বা মনের বিলাস ব্যতীত অন্য কিছু নয়। বৎস! যিনি ব্রহ্মা, তিনিই মন। ‘আমিই সেই পদ্মাসন-সমারূঢ়, পরম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্পন্ন ব্রহ্মা; আমিই চিত্ত দ্বারা সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকি।' তোমাদের অন্তরে এইরূপ জ্ঞান বদ্ধমূল হউক। মনই জগতের কর্ত্তা এবং মনই পরমপুরুষ। যাহা কিছু কৃত হয়, সমস্তই মনের দ্বারা, শরীর দ্বারা নহে। মনের দ্বারা দেহ-ভাব ভাবনা করিলে, দেহ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং দেহ ভাবনা না করিলে, দেহধর্ম্ম (জন্ম-মরণাদি) হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যাহারা বাহ্যদর্শী, তাহারা নিয়ত সুখ-দুঃখ অনুভব করে; আর যাহারা বাহ্যদৃষ্টি বিহীন, অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন যোগী, তাঁহারা দেহে প্রিয় অপ্রিয় কিছুই অনুভব করেন না। অতএব, বৎস, মনই এই ভ্রমময় জগতের মূল কারণ। লোকে যে 'আমি আমি' বলে, সেই আমি কি? 'আমি' মনোমাত্র। মনই জগতের প্রথম অঙ্কুর। এই মনোরূপ অঙ্কুর হইতে ফল-পল্লবাদিশালী দেহ-তরু বিস্তৃত হইয়া থাকে। এই মনই পুরুষ, অর্থাৎ জীব। এই দেহ মনেরই কাল্পনিক প্রতিচ্ছায়া ব্যতীত অন্য কিছু নহে। কেহ শরীরের উপর বহু দণ্ড প্রয়োগ করিলেও শরীররূপ মনকে কেহই অল্পমাত্রও ভেদ করিতে সমর্থ হইবে না। অর্থাৎ জগতে এমন কোনও প্রবল শক্তি নাই, যদ্দ্বারা মনকে দমিত করিতে পারা যাইবে।

বৎস! বালকেরা ভূতের ভয়ে বিহ্বল হয়, অনেকে ভয় পাইয়া মরিয়াও যায়। পরন্তু ভূত সেই বালকেরই অমার্জ্জিত বুদ্ধির কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। বালক যেমন নিজ কল্পিত ভূত দেখিয়া মরণ পর্য্যন্ত দুরবস্থা প্রাপ্ত হয়; তেমনি তোমাদের অজ্ঞ মনও স্বীয় কল্পিত দৃশ্য জগত দেখিয়া অভিভূত হয় এবং জন্মাদিযুক্ত 'সংসার' নামক শোক-তাপে জর্জরিত হইয়া দুরবস্থা গ্রস্ত হয়। বালক যেমন ভূতের কল্পনা করিয়া ভীত হয়, আবার সেই কল্পনা পরিত্যাগ করিলেই নির্ভয় হয়; তেমনি 'এই আমার দেহ' ইত্যাকার কল্পনা করিলেই সংসার-ভয়; আর, ঐ কল্পনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিহার করিলেই নির্ভয় হইতে পারা যায়। যেমন সমুদ্র সমুত্থিত ঢেউ, তেমনি পরব্রহ্ম সমুত্থিত মন। চিত্ত বা মন নিজ স্বভাবে তরঙ্গমালার ন্যায় বিস্তৃতি প্রাপ্ত হয়। এই মন হ্রস্বকে দীর্ঘ এবং দীর্ঘকে হ্রস্ব করে। কথন বা আপনাকে পর ও পরকে আপনার করে। অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ বস্তুকে ভাবনার দ্বারা পর্ব্বতের ন্যায় দর্শন করে। কি, এই মন বৎসরকে পল ও পলকে বৎসর করিতে পারে। কাল, ক্রিয়া, ক্রম সমস্তই মনের অধীন। এই বহু বস্তু পূর্ণ স্থাবর জঙ্গমাত্মক দৃশ্যমান জগত, সেই মন হইতেই সমাগত হইয়াছে। মনই সৎকে অসৎ ও অসৎকে সৎ করিতেছে। মন- যাহাতে অনুরক্ত হয়, তাহা স্বাদহীন উচ্ছিষ্ট হইলেও তাহাতে অমৃত তুল্য বোধ করে এবং মন যাহাতে অনুরক্ত না হয়, তাহা অমৃত হইলেও বিষ বলিয়া অবধারণ করায়। অতএব মনই ব্যবহার্য্য বস্তুতে আপনার অভিমত আকার সৃষ্টি করে এবং তদনুরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ করে। যেমন চক্ষু ইন্দ্রিয় থাকিলেও, অন্ধকারে আলোক ব্যতীত দর্শন হয় না; সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণ থাকিলেও, মন ব্যতীত বস্তু দর্শন হয় না। ইহার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, ইন্দ্রিয়গণও মনে কল্পিত। এই ভাবে মন যখন যাহা করিতেছে, সে সমস্তই ভাবের দ্বারা করিতেছে। যেমন শিশু কাদামাটি লইয়া বহুবিধ খেলনা নির্ম্মাণ করে; তেমনি মনও অন্তঃস্থ ভাব মাত্র লইয়া এই বিচিত্র জগত নির্ম্মাণ করে। স্বকল্পিত পদার্থ রূপ পঙ্ক দ্বারা জগত, বা নরদেহাদিরূপ খেলনা করিয়াছে।

বৎস! এই সংসার-মরুভূমিতে যাহা 'করিব না' বলিয়া ছাড়া যায়, অর্থাৎ মনকে নিষেধ করা যায়, তাহাই যেন মন অগ্রে থাকে। এ বিষয়ে একটী গল্প মনে পড়িল। একজন ফকির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি মন্ত্রশক্তি বলে, অনেক মুমূর্ষু লোককেও দুরারোগ্য ব্যাধির হাত হইতে মুক্ত করিয়া জীবনদান দিতেন বলিয়া প্রবাদ ছিল। ফকিরের এই অলৌকিক মন্ত্রশক্তির মহিমায় মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার একটী চেলা তাঁহাকে বলিল, "ফকিরসাহেব! যদি আপনি কৃপা করিয়া আপনার এই মন্ত্র আমাকে শিখাইয়া দেন, তবে আপনার অভাবেও এই মন্ত্র দ্বারা আমি বহু লোকের উপকার সাধন করিতে পারিব।" তদুত্তরে ফকির সাহেব বলিলেন, "বাবা! এই মন্ত্র শিক্ষা করিলে কি হইবে, ইহার নিয়ম পালন করা বড়ই কঠিন, তাহা তুমি পারিবে না।" চেলা বলিল "কি কঠিন নিয়ম পালন করিতে হইবে?" ফকির বলিলেন, "এই মন্ত্র প্রয়োগের সময়, কাল বিড়ালের কথা স্মরণ হইলেই মন্ত্রশক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে; কাজেই কিছুতেই তখন কাল বিড়ালের কথা স্মরণ করিতে নাই।" শুনিয়া চেলা বলিল, "ইহা ত অতি সহজ কথা, ইহা আমি অনায়াসেই পারিব।" তখন ফকিরসাহেব চেলাকে সেই মন্ত্র শিখাইয়া দিলেন। চেলাও ঐ মন্ত্র পরীক্ষা করিবার জন্য, অনেকটী রোগীর উপর মন্ত্র প্রয়োগ করিল। রোগীর উপর মন্ত্র প্রয়োগের কিছু পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ত্র পাঠ শেষ করা পর্য্যন্ত, চেলা মনে মনে চিন্তা করিতে থাকিত যে, 'কাল বিড়ালের কথা কিছুতেই স্মরণ করিব না।' এই ভাবে সেই চেলা অনেক রোগীর উপর মন্ত্র প্রয়োগ করিয়া, কোনই ফল না পাইয়া; পরে সেই ফকিরসাহেবকে বলিল, "কই! আপনার দেওয়া মন্ত্রে ত কোনই ফল পাইতেছি না?" ফকির জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি তখন কাল বিড়ালের কথা মনে করিয়াছিলে?" চেলা বলিল, "না, কাল বিড়ালের কথা স্মরণ করি নাই। আমি মন্ত্র পাঠের কিছু পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ত্র পাঠ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত কেবল মনে মনে চিন্তা করিতাম, কাল বিড়ালের কথা কিছুতেই স্মরণ করিব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না।" তখন ফকিরসাহেব ঐ কথা শুনিয়া, হাসিতে হাসিতে সেই চেলাকে বলিতে লাগিলেন, "তুমি হয় ত সমস্ত দিনের মধ্যে ভ্রমেও একবার কাল বিড়ালের কথা স্মরণ কর না; কিন্তু মন্ত্র প্রয়োগের সময় তোমাকে যে কাল বিড়ালের কথা স্মরণ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, তোমার মন আরও মনোযোগের সহিত সেই কাল বিড়ালেরই চিন্তা করিয়া, 'করিব না' 'করিব' শব্দটি মনে রাখিয়াছে মাত্র। অর্থাৎ তোমাকে যাহা করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল, তোমার মন সর্ব্বাগ্রেই তাহা আরও বিশেষ মনোযোগের সহিত সম্পন্ন করিতেছিল। সুতরাং তুমি কি প্রকারে মন্ত্র প্রয়োগে ফল পাইবে?

বৎস! তোমাদের সাধারণ মানবের মনও ঠিক ঐ চেলার মনের মত। তুমি হয় ত ধ্যান-ধারণা করিবার জন্য আসনে বসিয়া মনে ভাবিলে 'কোন বিষয়-চিন্তা করিব না,' তখনই তোমার মন, তোমার জীবনের অতীত ইতিহাস এবং ভবিষ্য-জীবনের অনাগত সুখ-দুঃখের অনেক কল্পিত-কাহিনী আনিয়া তোমার নিকট হাজির করিয়া, তীব্র মনোযোগের সহিত তাহার চিন্তা করিতে লাগিল। তখন ধ্যান-ধারণা ত্যাগ করিয়া, তোমার মন ঐ বিষয়-চিন্তাকেই ধ্যান-ধারণায় পরিণত করিয়া লইল। সুতরাং এই মনের শঠতা, চাতুরী ও মোহিনীশক্তি বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। এই জন্যই সেই আত্ম-দর্শন করার পথও অতীব দুর্গম। কিন্তু দুর্গম বলিয়া ভয়ের কোনই কারণ নাই। যমরাজও নচিকেতাকে বলিয়াছিলেন,—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধতঃ।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া;
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। (কঠোপনিষদ্)

অর্থাৎ—"উঠো, জাগো, জ্ঞানীর নিকট যাইয়া প্রবুদ্ধ হও। এই কাননের পথ অতি দুর্গম, ইহা ক্ষুরের তীক্ষ্ণ ধারের মত, তাই এই পথ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুঃখে উত্তীর্ণ হওয়া যায়; কবিগণ অর্থাৎ জ্ঞানিগণ এইরূপ বলিয়াছেন।" বেদান্তের এই সকল জাগরিত হওয়ার মন্ত্র-ধ্বনি সাধারণের কর্ণে প্রবেশ করে না। কিন্তু যদি সহস্রের মধ্যে এক ব্যক্তির কর্ণেও প্রবেশ করিয়া থাকে, তবে সে পরম-সৌভাগ্যবান্ বলিয়া বুঝিবে এবং সেই ব্যক্তিই মাত্র অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া, এই ভব-সাগরের পরপারে যাওয়ার যোগ্য বলিয়া জানিবে। আর, যাহাদের কর্ণ বধির, অর্থাৎ বিষয়ের আবরণে যাহাদের কর্ণ পূর্ণ আবৃত রহিয়াছে, তাহাদের কর্ণে এই ধ্বনি কিছুতেই প্রবেশ করিতেছে না। তাই তাহারা এই সামান্য মনরূপ নদীর উত্তাল তরঙ্গ-মালায় সর্বদা বিঘূর্ণিত হইয়াও, সেই মনেরই ইঙ্গিতে বৃথা গর্ব্বিত হইয়া আস্ফালন করিতেছে মাত্র। এই মনই যে তাহাদের পরম শত্রু এবং মনের চাতুরীতে মোহিত হইয়াই যে তাহারা দিনে দিনে অধঃপতিত হইতেছে, তাহাদের বিচারশক্তির অভাবে, তাহারা ইহা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। এমন যে প্রবল শত্রু মন এবং এই মনই মানুষের উত্থান-পতনের একমাত্র কারণ, সেই শত্রুকে ইহারা কিছুতেই 'শত্রু' বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। এই জন্যই সাধক গাহিয়াছেন;—

বাহিরে যে আছে শত্রু বৃথা চিন্তা তা'র।
রয়েছে বিষম রিপু হৃদয় মাঝার॥

ভক্ত—প্রভু! আপনার কথা শুনিয়া আমি অনেক চিন্তা করিয়া দেখিলাম; কিন্তু আমার মন যে আমার শত্রু, তাহা আমি দেখিতে পাইতেছি না; এমন কি এই কথা আমি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে, বা ধারণায়ও আনিতে পারিতেছি না।

মহাঃ—বাবা! তোমার যে দুইটী চক্ষু আছে, উহা মায়া-কল্পিত অজ্ঞান-চক্ষু। এই অজ্ঞান-নেত্রের দ্বারা, মায়া-কল্পিত অজ্ঞান-রাজ্য অর্থাৎ মিথ্যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহির্জগতই মাত্র তুমি দেখিতে পাও। কিন্তু তদতিরিক্ত অন্তর্জগত বা জ্ঞান রাজ্য দেখিতে হইলেই, বিচারশক্তির বলে যে জ্ঞান-চক্ষু জন্মে, সেই চোখ দরকার। তোমার মনে বিচারশক্তির অভাব, তাই জ্ঞান-নেত্রের দ্বারা মনের দোষ দেখিতে পাও না। এই ভাবে যত দিন ভুল দেখিবে, তত দিন কষ্ট পাইবে। তোমার জ্ঞান-নেত্রটী বিকশিত করিয়া লও, তবেই ঠিক দেখিতে পাইবে এবং তখন তুমি প্রকৃত সুখী হইবে। বৎস! মৃত্যু জয়ের প্রধান উপায় বাসনা বিনাশ, অর্থাৎ মনোনাশ। শরীর রূপ গর্ত্তে অবস্থিত মন রূপ (কাম, ক্রোধ, লোভাদি রূপ) সর্প যাহাকে দংশন না করে, মৃত্যু তাহাকে বিনাশ করে না। কিন্তু তোমার মন যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া, অতি সূক্ষ্মভাবে তোমাকে শোষণ করিতেছে, পোষণ কিছুতেই করিতেছে না; মন যে তোমাকে কেবল দুঃখ হইতে দিনে দিনে আরও অধিকতর দুঃখেই ফেলিতেছে, সুখের লেশমাত্রও দিতেছে না; মন যে তোমার কেবল অধোগতিই করিতেছে, ঊর্দ্ধগতি কিছুই করিতেছে না; তাহা তুমি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছ না। এখন তোমার এই মনের বিরুদ্ধে চলিয়া মনকে তুমি যতই তোমার বিচারাধীনে রাখিবে, তোমার মন ততই তোমাকে সুখে রাখিবে। তুমি মনের প্রতি যতই কঠোর ব্যবহার করিয়া তাহাকে শাসনে রাখিবে, মনও ততই তোমার অনুগত থাকিয়া, তোমার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিবে; ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই সকল বিষয় যুক্তি দ্বারা আমি তোমাকে প্রত্যক্ষ করাইতেছি, তখন তুমি সহজেই মনের চাতুরী ধরিয়া লইতে পারিবে। তোমার মনের প্রধান দুইটী শক্তি আছে, একটী 'আবরণ শক্তি' অপরটী 'বিক্ষেপক শক্তি'। রজ্জুকে সর্প জানার মত, যখন দেহকে 'আমি' (আত্মা) বলিয়া জানা হয়, তখনই অজ্ঞান। সর্পের সঙ্গে রজ্জুর, দেহের সঙ্গে 'আমির' (আত্মার) অথবা দ্রষ্টার সহিত দৃশ্যের যে ভেদ, এই ভেদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভুলাইয়া, যে শক্তিতে এক বস্তুকে অন্য রকম দেখায়, তাহাই মনের 'আবরণ শক্তি'। ভেদকে আবৃত করে বলিয়াই তাহাকে 'আবরণ শক্তি' বলে। অর্থাৎ তোমার এই অসৎ মন, তোমা হইতে (আত্মা হইতে) উৎপন্ন হইয়া, আবার তোমাকেই যেন আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। তাই এখন তুমি তোমার নিজের আত্মস্বরূপ সহজে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, স্থূল দেহকেই 'আমি' অর্থাৎ 'আত্মা' বলিয়া বোধ করিতেছ। ইহারই নাম 'আবরণ শক্তি'। আর, তোমার মন, বহির্জগতের বিষয় সকলের নাম ও রূপের মোহে মোহিত হইয়া, সেই বিষয় সকলের সঙ্গে যে মমত্ব (-আমার) বন্ধন স্থাপন করিয়া লয়, ইহাই তোমার পক্ষে ঘোর অশান্তির কারণ এবং ইহারই নাম 'বিক্ষেপক শক্তি'। এই বলিয়া মহাপুরুষ নিজের ভাবে গাহিতে লাগিলেন—

মন কেন বাহিরেতে যাও ? কিছু নাই রে হেথায়।
শান্তি-সুখ খুঁজে মর, যেথা-সেথায়॥
যে বিষয়কে আপন জেনে, চিন্তে মর নিশী-দিনে।
সে কি তোমার হবে সাথী ? একবার খুঁজলে না তোমায়॥
খুঁজে দেখ না অন্তঃপুরে, সবই আছে তোমার ঘরে।
ঘরেতে মাণিক্য রে'খে, অন্ধ ভিক্ষা মেগে খায়॥

ভক্ত—প্রভু ! আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন, 'আমি পরমাত্মা রূপী সৎ পদার্থ'; সুতরাং সেই সৎ পদার্থ হইতে কি প্রকারে অসৎ মনের (মায়ার) সৃষ্টি হইয়া, আমাকে অজ্ঞানতা দ্বারা আবৃত করিল ?

মহাঃ—বৎস ! যেমন অগ্নি হইতে ভস্ম উৎপন্ন হইয়া, সেই অগ্নিকেই আবৃত ও মলিন ভাবাপন্ন করে ; যেমন সূর্য্য হইতে মেঘ উঠিয়া, সেই সূর্য্যকেই আবৃত ও মলিন ভাবাপন্ন করে ; ঠিক সেইরূপ, আত্মা হইতেই মন সৃষ্ট হইয়া, আত্মাকে আবৃত করিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে সূর্য্য যেমন মেঘ দ্বারা আবৃত হয় না, অথচ সূর্য্যের শক্তিতেই মেঘ উৎপন্ন হইয়া, তাঁহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানবের দৃষ্টির অন্তরালে রাখিয়া দেয় ; সেইরূপ এই দৃশ্যমান জগত আত্মা-রবি হইতে উৎপন্ন হইয়া ইন্দ্রজালবৎ প্রতিভাত হইতেছে ; আর সে আত্মাকে তোমার এই মায়িক চক্ষুর অন্তরালে রাখিয়া দিয়াছে। মেঘাবৃত দিনে সূর্য্যের দর্শন না পাইলেও, তাঁহার স্বপ্রকাশত্ব স্বতঃসিদ্ধ রূপে বুদ্ধিমান ব্যক্তি কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। সেইরূপ এই পরিদৃশ্যমান জগতও মায়িক দৃষ্টির আত্মসত্তাকে সূর্য্যের স্থায় আবৃত ও মলিন করিয়া, জগজ্জীবের দৃষ্টির অন্তরালে রাখিয়া দিলেও, জ্ঞানিগণ সর্ব্বদাই জ্ঞান-চক্ষুতে স্বয়ংপ্রকাশ আত্মসত্তার দর্শন লাভ করিয়া থাকেন। তাই বেদান্ত বলিয়াছেন,—

ঘনচ্ছন্নদৃষ্টির্ঘনচ্ছন্নমর্কং যথা নিষ্প্রভম্মন্যতে চাতিমূঢ়ঃ।
তথা বদ্ধবদ্ভাতি যো মূঢ়দৃষ্টেঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা।

অর্থাৎ—"অজ্ঞান মনুষ্যের চক্ষু মেঘাবৃত হওয়ায় সে যেমন সূর্য্যকে মেঘাচ্ছন্ন ও প্রভা শূন্য মনে করে ; সেইরূপ অবিবেকী পুরুষ স্বীয় অন্তরের জ্ঞান-দৃষ্টি আচ্ছন্ন হওয়ায়, আপনাকে বদ্ধ দেখে। যিনি মূঢ়-বুদ্ধির দৃষ্টিতে বদ্ধের স্থায় দৃষ্ট হন, সেই সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাই 'আমি'।"

ভক্ত—হে মহাত্মন্! 'আমি' বা 'আত্মা' এক অদ্বিতীয় বস্তু, সুতরাং সেখানে পুনরায় দ্বিতীয় 'মন' বা 'মায়া' কোথা হইতে কি প্রকারে আসিল?

মহাঃ—বৎস! এই মন বা মায়া অন্য কোথাও হইতে আসে নাই, উহা অনাদিকাল হইতেই অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আত্মার সঙ্গে বিদ্যমান আছে। নিজ অজ্ঞানতা বশতঃ যেখানে তোমার রজ্জুতে সর্পভ্রম হইয়াছিল, সেই বিষয়টী এখানে স্মরণ করিয়া দেখ। সেখানে 'সর্প কি রজ্জু' এই সংশয় থাকায়, তোমার সত্য রজ্জু-জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত, তোমার দৃষ্টিতে সর্প ও রজ্জু এই দুই বস্তুই মিশ্রিত আছে বলিতে হইবে। পরে বিচার জ্ঞান বলে যখন তোমার মনের রজ্জু বিষয়ক অজ্ঞানতা নাশ হইল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর তোমার নিকট সেখানে মিশ্রিত ভাবে সর্প ও রজ্জু দুই বস্তু রহিল কি? সেই সময় একমাত্র সত্য রজ্জুই তোমার প্রত্যক্ষ হইতে লাগিল। অবিকল তদ্রূপ, রজ্জু রূপী আত্মা ও মন বা জগত রূপী সর্প এই দুই বস্তু অনাদি কাল হইতে অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে মিশ্রিতই আছে বলিতে হইবে। পরে বিচার ও জ্ঞান বলে যখন যাহার মনের আত্ম-বিষয়ক অজ্ঞানতা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তখন আর তাহার নিকট পূর্ব্বের ন্যায় মিশ্রিত ভাবে মন ও আত্মা দুই বস্তু থাকে না, একমাত্র অমিশ্রিত, সত্য ও বিশুদ্ধ আত্মাই তাহার প্রত্যক্ষ হইতে থাকে। পূর্ব্ব বর্ণিত সর্প-ভ্রম স্থলে যেরূপ রজ্জু হইতে সর্প পৃথক নয়, এখানেও ঠিক তদ্রূপ, মন বা জগত-ভ্রম স্থলে, আত্মা হইতে মন বা জগত পৃথক নয়,—একই বস্তু। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—"একমেবাদ্বিতীয়ম্" অর্থাৎ—"আত্মা এক অদ্বিতীয় বস্তু।" অতএব পরমার্থ-দৃষ্টিতে ইহাই স্থির হয় যে, শুদ্ধ, সর্ব্বগত, আনন্দময়, অদ্বিতীয় ব্রহ্মই নিজ অজ্ঞানতা বশতঃ, অশুদ্ধ, অসৎ (অস্তিত্ব হীন), অনেক ও সীমাবদ্ধ রূপে বিবেচিত হইতেছেন। যেমন একই ব্যক্তিতে পরস্পর বিরুদ্ধ শত্রুতা ও মিত্রতা অসম্ভব হয় না,—সম্বন্ধ ভেদে সম্ভবই হয়; তেমনি আত্মাতেও ঐরূপ ভেদাভেদ শক্তির অবস্থান সম্ভব হয়। যেমন সুবর্ণে বলয় ভাবনা করিবা মাত্র, সুবর্ণ ও বলয় ভিন্ন ভাবে খ্যাত হয়; সেইরূপ, পরমাত্মা-পরমেশ্বরও আত্মা, অনাত্মা বা পৃথক, অপৃথক রূপে প্রস্ফুরিত হন। পরমাত্মা-পরমেশ্বর যেমন আত্মবিস্মৃতি বশতঃ জীব-কল্পনার দ্বারা আশু জীব-ভাব প্রাপ্ত হন; তেমনি জীবও শ্রবণ, মননাদি দ্বারা আত্ম-ভাব প্রাপ্ত হয়।

ভক্ত—প্রভু! আপনি বলিলেন, 'আত্মার নিজ অজ্ঞানতা বশতঃই তিনি অশুদ্ধ, অসৎ ও সীমাবদ্ধ রূপে প্রকাশ পাইতেছেন'। জ্ঞানস্বরূপ, অদ্বিতীয় পরমাত্মার আবার অজ্ঞানতা কি প্রকারে, কোথা হইতে আসিবে? জ্ঞান বা পরমাত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় 'অজ্ঞান' বা 'অনাত্মা' বলিয়া যেখানে কোন বস্তুই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই, সেখানে আবার সেই পরমাত্মাতে 'অজ্ঞান' নামক বস্তু কোথা হইতে আসিল ? দয়াময় ! আমার মনের এই সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিন।

মহাঃ—বৎস ! তুমি উত্তম প্রশ্নই করিয়াছ। পূর্ব্বেও একবার এ বিষয়ে তোমাকে উত্তর দিয়াছি। বস্তুতঃ পরমাত্মার কখনও কোন ভ্রম বা পরিবর্ত্তন হয় না, দ্রষ্টারই ভ্রম হয়। কাহারও কোন ভ্রম হইলে, সেখানে দৃশ্য-বস্তুর কোনই ভ্রম বা পরিবর্ত্তন হয় না, দৃশ্য-বস্তু স্বাভাবিক ভাবে থাকে, কেবল দ্রষ্টারই ভ্রম বা মনের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে ;—ইহাই স্বয়ং সিদ্ধ। যেমন, বৃক্ষে মানুষ-ভ্রম, রজ্জুতে সর্প-ভ্রম, ঝিনুকে রৌপ্য-ভ্রম এই সকল ভ্রম স্থলে, বৃক্ষ, রজ্জু, ঝিনুক, এই দৃশ্য-বস্তু তিনটার কোন ভ্রম বা পরিবর্ত্তন হয় না, তাহারা ঠিক স্বাভাবিক ভাবেই থাকে। কিন্তু ঐ দ্রষ্টা, তাহারই ভ্রম (অজ্ঞানতা) জন্মে। ঠিক তদ্রূপ, পরমাত্মাতে মায়া বা জগত-ভ্রম স্থলেও পরমাত্মার কোনই ভ্রম বা পরিবর্ত্তন হয় না, আত্মা জ্ঞানস্বরূপ, অপরিবর্ত্তিত, অদ্বিতীয় আত্মাই থাকেন। কিন্তু তুমি নিজেকে আত্মা হইতে পৃথক বিবেচনা করিয়া, মায়া বা জগত দেখিতেছ। এখানে তুমি দ্রষ্টা, তাই তোমারই ভ্রম হইতেছে। তোমার নিজ অজ্ঞানতায় তোমার মনেরই পরিবর্ত্তন হইতেছে,—আত্মার কোন কিছুই হইতেছে না। বৎস ! যে পর্য্যন্ত তোমার মন নিজ শক্তিতে আত্মাকে অপরোক্ষ-অনুভব করিতে না পারিবে, সেই পর্য্যন্ত তোমার এ প্রশ্নের উত্তর তুমি পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়াও কিছুতেই কিছু বুঝিতে পারিবে না। আর, যখন তোমার আত্মা অপরোক্ষ হইবে, তখন এইরূপ প্রশ্ন তোমার মনে কিছুতেই উদয় হইবে না। ইহা নিশ্চয় করিয়া, আত্মাকে অপরোক্ষ করিতে যত্নবান হও ; তবেই জগতের সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা হইবে।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাহ্যিক ধর্ম্মোপাসনা।

ভক্ত—প্রভু! কি কার্য্য দ্বারা মনের এই অজ্ঞান রূপ আবরণ ও বিক্ষেপক শক্তি নষ্ট হইয়া 'আমি' বা আত্ম-সূর্য্য প্রকাশ পাইবে? এই অজ্ঞান নাশ করিবার জন্যই বোধ হয় লোকে কালী, দুর্গা, শিব ও রাধা-কৃষ্ণ প্রভৃতি দেব-দেবীর মূর্ত্তি পূজা এবং মালা জপ, হরিনাম কীর্ত্তন, গঙ্গাস্নান, সন্ধ্যা-বন্দনা ও স্তব-স্তোত্রাদি পাঠ করিয়া থাকে।

মহাঃ—বৎস! এই সকল মূর্ত্তিপূজাদি কর্ম্মের দ্বারা, কখনও কাহারও অজ্ঞান নষ্ট হয় নাই ও হইবে না। কারণ বাহ্যিক কর্ম্মের দ্বারা কখনও জ্ঞান জাত হয় না। জ্ঞান না জন্মিলে অজ্ঞান নষ্ট হইবে কি প্রকারে?

ভক্ত—ভগবান! "কর্ম্মের দ্বারা কখনও জ্ঞান লাভ হইতে পারে না" আপনার এই কথা শুনিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। কারণ কোন কর্ম্ম না করিয়া, হাত পা গুটাইয়া মাত্র বসিয়া থাকিলেই কি আমি আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিব? কর্ম্ম করিলে সেই কর্ম্মেরই ত ফল হইবে? কোনই কর্ম্ম না করিয়া, কে কবে জ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছে? সর্ব্বদা মানুষ কর্ম্ম করিয়াই তাহার শুভাশুভ ফল প্রাপ্ত হইতেছে। সত্য যুগেও সমস্ত ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণ যজ্ঞ, বলিদানাদি বহুবিধ কর্ম্ম করিতেন বলিয়া শুনিতে পাই। অতএব কর্ম্ম ভিন্ন যে কিছুই হইতে পারে না, ইহাই ত আমরা গীতা, ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থে এবং মহাপুরুষদের মুখে শুনিয়া আসিতেছি।

মহাঃ—বৎস! পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালের 'ঋষি' আখ্য সকলেই যে মাতৃগর্ভ হইতেই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইতেন, বা জন্মের পরেও গুরুগৃহে অধ্যয়নাদি দ্বারা সকলেই আত্মজ্ঞান লাভ করিতেন, এমন মনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিও না। সেকালে ও একালে, বরাবরই অজ্ঞের সংখ্যা বেশী ও বিজ্ঞের সংখ্যা কম ছিল ও আছে। অজ্ঞানিগণ নানা প্রকার কর্ম করিয়া থাকে এবং বিবেকী ও বিচারশীল বিজ্ঞগণ, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন বলে, আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। পৌরাণিক যুগের কবি লিখিত পুরাণ শাস্ত্রোক্ত অযৌক্তিক আখ্যায়িকা সকল পাঠ করিলে স্পষ্টই মনে হয়, তাঁহারা আমাদের অজ্ঞানতার মাত্রা দিনে দিনে বৃদ্ধি করার জন্যই যেন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। পুরাণে লিখিত আছে 'শুকদেব মাতৃগর্ভেই বেদোচ্চারণ করিয়াছিলেন এবং ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।' এই বিষয়টী এক বার বিচার করিলে, যদি ইহা সত্যই হইবে, তবে শুকদেবের পিতা ব্যাসদেব, যিনি জ্ঞানী ও বেদবিভাগ করিয়াছিলেন, তিনি নিজ পুত্রকে আত্মজ্ঞান লাভ জন্য কেন রাজর্ষি জনকের নিকট পাঠাইয়াছিলেন? শুকদেব যে জন্ম হইতে ব্রহ্মজ্ঞ, তাহা কি তাঁহার জ্ঞানী পিতাও জানিতেন না? যে বিষয় পিতা জানিতেন না, তাহা পুরাণ লেখক কি প্রকারে জানিলেন? আরও দেখ, শুকদেব রাজর্ষি জনকের বাড়ী গেলেন পরে, রাজর্ষি জনক শুকদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করিয়া, তাঁহাকে সাত দিন সাত রাত্রি পর্য্যন্ত বহির্দ্বারে বসাইয়া রাখিয়াছিলেন। তৎপর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া আরও সাত দিন পরে শুকদেব জনকের দর্শন পাইলেন। এক্ষণে বিচার কর; যিনি জন্ম হইতেই ব্রহ্মজ্ঞ, তিনি আর ততোধিক কি জ্ঞান লাভের আশায় জনক রাজার সমীপে গিয়াছিলেন এবং ঐ চৌদ্দ দিন অতিকষ্টে সেই রাজার দর্শনার্থে অবস্থান করিয়াছিলেন! ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছ যে, শুকদেব পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান পিতার নিকট লাভ করিতে না পারাতেই, পিতা তাঁহাকে জনক রাজার নিকট পাঠাইয়াছিলেন এবং শুকদেবও সেই আত্মজ্ঞান লাভের জন্যই এত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বীকার করিয়া জনক রাজার নিকট হইতে সেই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। পুরাণে এইরূপ অযৌক্তিক আখ্যায়িকার অভাব নাই। যথা—'সত্য যুগে ২১ হাত, ত্রেতা যুগে ১৪ হাত, দ্বাপরে ৭ হাত লম্বা মানুষ ছিল; এখন কলি যুগে ৩॥ হাত লম্বা মানুষ আছে।' বিচার করিয়া দেখ, সত্য যুগে যে ২১ হাত লম্বা মানুষ ছিল, তাহারা কাহার হাতের মাপে ২১ হাত? যদি বল, 'তাহাদের নিজ নিজ হাতেরই মাপে ২১ হাত ছিল।' আচ্ছা মনে কর, তোমাকে এখন তোমার এই বর্ত্তমান হাতের মাপে ২১ হাত লম্বা করিতে হইলে, প্রথম তোমার এই হাত দুই-খানাকে কাটিয়া পৃথক করিয়া রাখিয়া, তোমার দেহটীকে ঐ হাতের ২১ গুণ লম্বা করিয়া, তোমার সেই হাত দুইখানা পুনরায় পূর্ব্বের মত যথাস্থানে সংযোগ করিয়া দিলাম; তখন তুমি তোমার হাতের ২১ হাত লম্বা হইলে। কিন্তু তখন তোমার এই ক্ষুদ্র হাত দুইখানা স্কন্ধ হইতে মাত্র বক্ষের স্তন পর্য্যন্ত আসিয়া স্পর্শ করিবে, বর্ত্তমানের ন্যায় জানু স্পর্শ করিবে না। সুতরাং তখন তোমার এই চেহারাটী দেখিতে স্বাভাবিক মানুষের মত দেখা যাইবে কি? তখন তোমাকে দেখিয়া বোধ হইবে, ঠিক যেন লম্বা একটী বাঁশের মাথায় দুইখানা চামচে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। সুতরাং এমত বীভৎস চেহারা দেখিয়া তখন সকলেই উচ্চ হাস্য করিবে। এইরূপ কুৎসিত চেহারাবিশিষ্ট মানুষ পূর্ব্বে ছিল বলিয়া রামায়ণ, মহাভারতাদি কোন পৌরাণিক, ঐতিহাসিক গ্রন্থে, কবিদের লেখায়, প্রকাশ পায় কি? বা ঐরূপ মানুষের কোনও ফটো দেখিয়াছ কি? ঐ সকল গ্রন্থে কবিদের লেখায় ইহাই পাওয়া যায় যে, মানুষ 'আজানুলম্বিত বাহু' কিন্তু 'আবক্ষঃ-লম্বিত বাহু' এইরূপ কোথায়ও কোন লেখা দৃষ্ট হয় না। যদি তুমি বল, "এই কলি যুগের মানুষের হাতের পরিমাপেই, সত্য যুগের মানুষ ২১ হাত ছিল।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আচ্ছা বল দেখি, হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে সেই সত্য যুগে এ
কলি যুগের মানুষের হাতের মাপ তাহারা কোথায় পাইয়াছিল?
এই কলি যুগেও ত সকল মানুষের হাত সমান নয়; সুতরাং
হাতের মাপে তাহারা ২১ হাত ছিল? বর্ত্তমানে যে ৩৷৷ হাত
মানুষ, তাহা একে অন্তের হাতের ৩৷৷ হাত নয়; বা ১৮ ইঞ্চি হাতে
৩৷৷ হাত নয়; প্রত্যেকে নিজ নিজ হাতেরই ৩৷৷ হাত পরিমিত
মোটামুটি বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি
চারি যুগে, অর্থাৎ আবহমান কাল হইতেই, মানুষ ঐরূপ নিজ
হাতের ৩৷৷ হস্ত পরিমিতই ছিল ও থাকিবে। তবে বিশেষের
এই যে, সেই পুরাকালের লোকসকল, বর্ত্তমান যুগের লোক
অনেক হৃষ্ট-পুষ্ট ও বলিষ্ঠ ছিল, পরে ক্রমেই তাহারা ক্ষীণজীবী
আসিয়াছে। কবিরা এই বলিষ্ঠতার ভাব প্রকাশ করিতে
মানুষকে কখনও ২১ হাত, কখনও ১৪ হাত, আবার কখনও
লম্বা কল্পনা করিয়াছেন; আর, অবিচারিগণ তাহাই যথার্থ বলিয়া
লইতেছে। সর্ব্ব সাধারণের পক্ষে ঐ কল্পনা-কুহক ভাঙ্গিয়া উঠা দুষ্কর।

আজকাল তর্কস্থলে অনেকে বলিয়া থাকে, "পূর্ব্বের সেই
ঋষিগণ যজ্ঞশেষে যজ্ঞে নিহত পশুর জীবন দান দিয়া পুনরায়
দিতেন।" অথচ শাস্ত্রে আছে, "যজ্ঞে নিহত পশুগণ, দেহত্যাগের পর
চলিয়া যায়।" কাজেই, যে জীব স্বর্গে গিয়া জীবিত আছে, মর্ত্ত্যে
পুনরায় তাহার জীবনদান হইতে পারে না। কারণ যজ্ঞে নিহত
দ্বিগুণ হইয়া, একটী স্বর্গলোকে ও একটী মর্ত্ত্যলোকে অবস্থান
এইরূপ কোন যুক্তি নাই। আরও দেখ, যে ব্যক্তি যজ্ঞে পশু বধ করি
মাংসাদি ভক্ষণ করিয়াছে, মৃত পশুর জীবনদান দিতে যদি সে সক্ষম
তবে আর বৃথা যজ্ঞ করিয়া পরমেশ্বরের নিকট নিজের এবং পুত্র পৌ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শতাধিক বর্ষ দীর্ঘায়ু ও স্বাস্থ্য কামনা করিবে কেন? স্ত্রীপুরুষ-যোগেই জীব ভ্রূণজাত হইয়া পরে জন্ম গ্রহণ করে, ইহাই প্রকৃতির বিধান। কাজেই কেবল যজ্ঞকর্ত্তার কথানুযায়ী, বলা মাত্রই নূতন একটী জীব সৃষ্ট হইবে, যেন ভোজবাজী। এইরূপ অপ্রাকৃত কথা অযৌক্তিক বলিয়াই অগ্রাহ্য হয়।

'শরৎকালে রামচন্দ্র দেবী ভগবতীর পূজা করিয়াছিলেন।' কীর্ত্তিবাস রামায়ণে ও কালিকা উপপুরাণে ইহা বর্ণিত আছে; কিন্তু মূল বাল্মীকির রামায়ণে এই ঘটনা লিপিবদ্ধ হয় নাই কেন? রামচন্দ্রের এই দুর্গোৎসবের ঘটনা সত্য হইলে, বাল্মীকিমুনি কি তাহা জানিতেন না? রামচন্দ্রের যে ঘটনা বাল্মীকি মুনি না জানেন, বহু সহস্র বৎসর পরে কবি কীর্ত্তিবাস তাহা কি প্রকারে জানিলেন? কালিকা উপপুরাণেই বা এই মিথ্যা কথা কে লিখিল? বহুশত বৎসর যাবত তোমরা বঙ্গবাসিগণই বা কোন যুক্তিতে ইহা বিশ্বাস করিয়া আসিতেছ? ভারতের অন্যত্র রামভক্তগণও এই মিথ্যা শারদীয় দুর্গাপূজা করেন না। এই ভাবের অনেক অযৌক্তিক আখ্যায়িকাই পুরাণাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় এবং অবিচারিগণও সেই আখ্যায়িকাকেই যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইতেছে। প্রথমে জৈন সম্প্রদায় এবং পরে বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বিগণ স্বীয় অভিমতানুযায়ী, শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রে অনেক প্রক্ষিপ্ত বাক্যসকল যোজনা করিয়া দিয়া, নানাস্থানে বিরুদ্ধার্থ করিয়া সত্যের অপলাপ করতঃ দেশের ও সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন। ইহা দেখিয়াই ভক্তবীর তুলসীদাসজী বলিতেন,—

হরতি ভূমি তৃণসঙ্কুল, সমুঝ পরে নহি পন্থ।
জিমি পাষণ্ড বিবাদতে, লুপ্ত ভয়ে সদ্‌গ্রন্থ॥

অর্থাৎ—"বর্ষাকালে যেমন নব তৃণাদি দ্বারা ভূমি পরিব্যাপ্ত হওয়ায় পথ অদৃশ্যপ্রায় হইয়া উঠে, তদ্রূপ পাষণ্ডগণের বিবাদ দ্বারা, পুরাতন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS.

সত্য গ্রন্থ কিংবা সৎশাস্ত্রসকল লয় প্রাপ্ত হইয়াছে।" ইহার তাৎপর্য্য যে, মূল শাস্ত্র গ্রন্থে বহু প্রক্ষিপ্ত শ্লোক প্রবিষ্ট হওয়ায় শাস্ত্রাভ্যন্তরস্থ সত্য পথ খুঁজিয়া বাহির করা সাধারণের পক্ষে অসাধ্য হইয়াছে।

ভক্ত—মহাত্মন্! ভাগবত ও পুরাণাদি শাস্ত্রবাক্য কি তবে মিথ্যা বলিয়া আপনি বলিতেছেন?

মহাঃ—হে সুবুদ্ধে! সাগর মাত্রেই রত্নাকর নয়। তাই সকল সমুদ্রে যেরূপ মুক্তাদি রত্ন থাকে না, শাস্ত্র-সাগরেও এমন বহু গ্রন্থ আছে, যাহাতে আত্মতত্ত্বরূপ রত্ন নাই। মুক্তা আহরণকারিগণ যেরূপ সাগর জলে ডুবিয়া ডু:বই ঝিনুক পায় না, অনেক মুমুক্ষু ব্যক্তিও সেইরূপ শাস্ত্র-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া রিক্ত হস্তেই উত্থিত হয়। যদিও বহু কষ্টে কেহ অনেক শুক্তি (ঝিনুক) সংগ্রহ করিল, কিন্তু সেই সমস্ত শুক্তিতেই মুক্তা না পাইয়া মনক্ষুণ্ণ হয়; সেইরূপ কোন কোন আত্মতত্ত্ব-পিপাসুও শাস্ত্র-সাগর হইতে বহু মন্ত্র-শুক্তি উদ্‌ঘাটন করিয়া, তাহাতে সেই তত্ত্ব-রত্ন রূপ মুক্তা না পাইয়া অত্যন্ত ক্ষুণ্ণমনা হয়। পক্ষান্তরে সেই মুক্তাদি রত্নসংগ্রহকারিগণও সকলে এক সমান শক্তিশালী ডুবারু নয়; কেহ বা সাগরের তলদেশ পর্য্যন্ত যাইতে অক্ষম হইয়া, কিছুদূর গিয়াই ভাসিয়া উঠে। ঠিক সেইরূপ, বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও কেহ বা তত্ত্বজ্ঞ না হইয়া কেবল বোধচঞ্চু (যাহাদের জ্ঞান হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয় না, কেবল পরমত খণ্ডনের নিমিত্ত মুখেই অবস্থান করে, তাহারাই বোধচঞ্চু বা মুখপণ্ডিত) বা বাক্যপরায়ণই হইয়া থাকে। সেইজন্যই ... ব্যক্তি বেদ, বেদান্ত, তন্ত্র, পুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থসকল, বিবেক ও বিরাগী আত্মজ্ঞ ব্যক্তির নিকট অধ্যয়ন না করিলে, সর্ব্বসাধারণে ঐসকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া তাহার রূপকাদি মিথ্যা গল্লাংশ বাদ দিয়া, সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে কিছুতেই সক্ষম হইতে পারে না। সাধারণে ঐসকল গ্রন্থের রূপকভাবে বর্ণিত সেই অলৌকিক গল্প সকলের মোহে মুগ্ধ হইয়া, সমস্ত জীবন ...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই গল্পেরই কীর্ত্তন করিয়া দুঃখে জীবন কর্ত্তন করে। গাধা যেরূপ পিঠে চন্দনের বোঝা লইয়াও তাহার সুঘ্রাণ, অথবা চিনির বোঝা লইয়া তাহার মিষ্টতার আস্বাদন করিতে পারে না; ঠিক সেইরূপ বিবেক বিচারহীন বিদ্যাভিমানিগণ বেদ-বেদান্তাদি বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও তাহার তত্ত্বামৃত পান করিতে পারে না।

হে বৎস! পূর্ব্বের সেই সকল ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিদের নিরপেক্ষ শাস্ত্রবাক্য তোমাদের সমাজে এখন পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়াই, বর্ত্তমানে তোমাদের আত্মতত্ত্বের অভাবে এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। সেই সকল শাস্ত্রকারগণ গুণেরই আদর করিতেন। তাই তখন আত্মশক্তির বলে অধম বংশ জাত লোক উত্তম স্থান লাভ করিত; আর সেই শক্তির অভাবে উত্তম বংশ জাতও অধম হইয়া যাইত। সর্ব্বত্রই লোকে গুণের আদর করিয়া থাকে, কিন্তু তোমরা কুসংস্কারের দোষে যেন এই সৃষ্টির বাহিরে যাইয়া পড়িয়াছ। তাই স্বাভাবিক ভাবে গুণের আদর না করিয়া নির্ব্বিচারে কেবল জন্মগত বংশেরই সম্মান করিয়া থাক। মহাভারতে আছে, শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, কবষও ঋষি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। চণ্ডাল কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও মাতঙ্গ বেদান্তাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন ও আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া ঋষি হইয়াছিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, অজ্ঞাত কুল সন্তান জবালা নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পুত্র জাবাল গৌতম মুনির নিকট দীক্ষিত হইয়া, আত্মতত্ত্বোপদেশ শ্রবণ দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করতঃ 'ব্রাহ্মণ' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহারা কেহই মূর্ত্ত্যাদি পূজা করিয়া এইরূপ আত্মোন্নতি করেন নাই। এইরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে যে, আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ শ্রবণ দ্বারা নিম্ন শ্রেণীও উন্নত হইয়া জ্ঞানবলে ব্রাহ্মণ হইতেন। পুরাকালে ইহাই আমাদের সনাতন ধর্ম্মের রীতি ছিল।

ভক্ত—প্রভু! তবে আমাদের কি করা কর্ত্তব্য?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাঃ—বৎস! ব্রহ্মজ্ঞ বা আত্মজ্ঞ মহাপুরুষগণ শ্রুতি-মূলক যুক্তি দ্বারা যাহা নির্ণয় ও নিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই এক্ষণে 'শাস্ত্র' নামে অভিহিত। সেই সাধুদিগের আচার ও শাস্ত্র এই দুইটী 'ধর্ম্মব্রহ্ম' দেখিবার চক্ষু বলিয়া জানিবে। যাহারা অবোধ, কার্য্য সংসাধনের নিমিত্ত তাহাদের ঐ চক্ষুর (সদাচার ও শাস্ত্রের) অনুগামী হইয়া প্রত্যেক বিষয়েই বিচার করিয়া সত্য নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। তাই বলিতেছি, কর্ম্ম আর জ্ঞানে যে কত পার্থক্য, তাহা তোমার বোধাতীত। কর্ম্ম আর জ্ঞানে, দিবা এবং রাত্রির ন্যায়, আলো এবং অন্ধকারের ন্যায় বিপরীত ভাব। আলো আর অন্ধকার যেরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া একস্থানে কিছুতেই থাকিতে পারে না, কর্ম্ম আর জ্ঞানও ঠিক সেইরূপ সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বলিয়া, একই ব্যক্তির মনে এককালে স্থান পাইতে পারে না। তুমি বাহ্যিক যত প্রকারেরই পূজা বন্দনাদি বা জপ-তপাদি কর না কেন, তদ্দ্বারা তোমার মনের কাম, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ ও সঙ্কল্প-বিকল্পাদি ময়লা সকল কিছুতেই দূরীভূত হইবে না। একমাত্র জ্ঞানরূপ বারি দ্বারাই তোমার ঐ সকল চিত্তমল ধৌত হইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। মনে কর, কোন অন্ধকার গৃহ হইতে অন্ধকারকে বিতাড়িত করিবার জন্য, যদি তুমি কতকগুলি বীর যোদ্ধা পুরুষকে আনিয়া তাহাদের তরবারির দ্বারা সেই অন্ধকারকে খণ্ড খণ্ড করিয়া, অথবা কামানের গোলা বর্ষণ দ্বারা সেই অন্ধকারকে বিদূরিত করিতে চাও, বা হস্তীদ্বারা শৃঙ্খলে টানিয়া সেই অন্ধকারকে গৃহ মধ্য হইতে বাহির করিয়া দিতে চেষ্টা কর, তবে তুমি কিছুতেই সফলকাম হইবে না। কিন্তু সাধারণ একটী দিয়াশলাই দ্বারা আলো জ্বালিবা মাত্রই তৎক্ষণাৎ সেই গৃহের অন্ধকার দূরীভূত হইয়া যাইবে। তোমার মনের অজ্ঞানান্ধকারও ঠিক তদ্রূপ। তুমি যত কিছু মূর্ত্ত্যাদি পূজা বা জপ, তপ, কীর্ত্তনাদির বাহ্যাড়ম্বর যাহা কর না কেন, কিছুতেই তোমার মনের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নয়। অথচ একটুখানি জ্ঞানালোকেই মনের সেই অন্ধকার বিদূরিত হইয়া যাইবে।

ভক্ত—প্রভু! যজ্ঞ ও সন্ধ্যা-বন্দনাদি কর্ম্ম করারজন্য শাস্ত্রকারগণ যে পুনঃ পুনঃ আদেশ করিয়া গিয়াছেন এবং ঐ সকল কর্ম্ম না করিলে শারীরিক অনেক ক্ষতির কারণও দর্শাইয়া গিয়াছেন, ইহার তাৎপর্য্য কি?

মহাঃ—ঐ সকল বাহ্যিক কর্ম্মের মধ্যে এমন কতকগুলি কর্ম্ম আছে, যদ্দ্বারা প্রথম ব্রহ্মচর্য্যজীবনে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিয়া শরীরের অনেক উপকার হইতে পারে। কিন্তু ঐ কর্ম্মের দ্বারা মনের বিশেষ কোনই উন্নতি হয় না। বিচার শক্তিদ্বারা মনের উন্নতি করিতে হইলে, গুরূপদেশ শ্রবণ করিতেই হইবে। হে সুমতে! জন্ম মাত্রই মানবের বুদ্ধি বিকসিত হয় না। ক্রমে সংসর্গ দ্বারা তাহাদের বুদ্ধি সৎ বা অসৎ ভাবে বিকসিত হইতে থাকে। এই জন্য মানবের প্রথম জীবনেই সৎ-সঙ্গের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। অধ্যাত্ম-শাস্ত্র ও সৎ-সংসর্গ, এই দুই ভিন্ন অন্য কোন উপায়েই মহা প্রবলবেগ-শালিনী অজ্ঞান-নদী সমুত্তীর্ণ হওয়া যায় না। শাস্ত্রের ও সৎ-সঙ্গের প্রভাবে বিচার-বুদ্ধি জন্মে। তৎপর সেই মানব হেয় ও উপাদেয় বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। তখন সে জ্ঞান-ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। অনন্তর বিচার দ্বারা সম্যক জ্ঞান লাভ করিয়া বাসনাহীন হইতে থাকে। সেই পুরাকালে বালকদের ৮।৯ বৎসর বয়সে উপনয়ন হওয়ার পরে, ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর আশ্রমে যাইয়া, তথায় অবস্থান করতঃ সেই গুরুর নিকট বেদ-বেদান্তাদি অধ্যয়ন করিবার এবং গুরুর নির্দ্দেশ অনুসারে সন্ধ্যা-বন্দনাদি বাহ্যিক ক্রিয়া করিবার প্রথা ছিল। ইহাকেই 'ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম' বলা হইত। গুরুদেব সেই বালককে কর্ম্ম-বন্ধনের গণ্ডি বা বেড়ার মধ্যে রাখিয়া, ক্রমে সন্ধ্যা-বন্দনাদি ও যজ্ঞাদির মন্ত্রার্থগুলি উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতেন, এবং যতদিন পর্য্যন্ত সেই বালকের বিবেক ও বিচার শক্তি প্রবল না হইত, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাকে ব্রহ্মচর্য্য পালন করাইয়া,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই কর্ম্ম-জালের বন্ধনেই রাখিতেন। ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অধ্যয়ন করার সঙ্গে সঙ্গে বালকের বিচারশক্তি যতই প্রখর হইয়া আসিত, তাহার সেই কর্ম্ম-বন্ধনও শিথিল হইয়া যাইত। পরে যখন সে পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিত, তখন তাহার সমস্ত কর্ম্ম-বন্ধন সেই জ্ঞানে ছিন্ন হইয়া গিয়া, সে মুক্ত হইত। আর, গুরুগৃহে অধ্যয়নাদি যাহার মনের ভোগ-পিপাসার নিবৃত্তি না হইত, সে পুনরায় গৃহে যাইয়া সেই আশ্রমোচিত কার্য্যাদি করিত।

মনে কর, তুমি একটী আম গাছের চারা রোপণ করিয়াছ। গাছটী প্রথম রোপণ করিয়াই তাহাতে বাঁশের, অথবা লোহার তারের বেড়া দিয়াছ, যেন ঐ শিশু গাছটীকে কোন পশু আসিয়া খাইয়া ভাঙ্গিয়া নষ্ট করিয়া না ফেলে। যতদিন পর্য্যন্ত ঐ শিশু আমগাছ বড় হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তোমাকে তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া, ভাল বেড়া দিয়া, উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেই হইবে। পরে যখন দেখ যে, এখন সেই গাছ রীতিমত বড় হইয়াছে এবং এখন আর গরু ছাগলে খাইয়া নষ্ট করিবার কোনই আশঙ্কা নাই, তখন তুমি সেই বেড়া খুলিয়া ফেলিলে। কারণ এখন ঐ গাছের শক্তি এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, সে গাছকে গরু ছাগলে নষ্ট করা দূরে থাকুক, বরং প্রয়োজন হইলে সেই গাছের সঙ্গে ২।৪ টি গরু, ছাগল বাঁধিয়াও রাখা যাইতে পারে। মানুষের প্রথম জীবনটাও ঠিক সেই চারা গাছের ন্যায়। প্রথম জীবনে মানুষকে ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর তত্ত্বাবধানে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম-জালের বেড়ার মধ্যে রাখিয়া জ্ঞানলাভের উপযুক্ত করিয়া লইতে হয়। পরে ক্রমে বয়োবৃদ্ধি ও জ্ঞান হইলে, তখন গুরুগৃহের কর্ম্ম-বন্ধন ছাড়িয়াও জীবন-পথে চলিতে আর কোনও ভয় থাকে না। বড় আম্র বৃক্ষের সঙ্গে গরু, ছাগল বাঁধিলে যেমন সেই বৃক্ষ নষ্ট হইবার ভয় থাকে না, মানুষও সেইরূপ জ্ঞান-বৃক্ষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন তাঁহাকে কোন অজ্ঞানীর নিকট রাখিলেও তাঁহার আর কিছুতেই বিপথগামী হইবার সম্ভাবনা থাকে না; বরং সে তখন সেই অজ্ঞানীকে জ্ঞানদান করিতেই সমর্থ হয়। আরও দেখ, মানুষের মনটা প্রথম জীবনে, অর্থাৎ বাল্যকালে কাদামাটীর মত নরম থাকে। কাদামাটী যেরূপ ছাঁচের উপর ফেলা যায়, অবিকল সেইরূপ ছাঁচেই গঠিত হয়। বাল্যের কোমল মনকেও সৎ কি অসৎ যেরূপ সঙ্গে রাখিবে, তাহার মন ঠিক সেই ভাবেই আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন ও কাম-ক্রোধাদি সর্ব্ব বিষয়ে সংযমী বা অসংযমী রূপে গঠিত হইবে। বর্ত্তমান যুগে তোমাদের গুরুগৃহে (স্কুল কলেজে) ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বিবেক-বিচারশীল, সংযতেন্দ্রিয়, আত্মজ্ঞ গুরুর ব্যবস্থা না থাকায়, সমাজের এইরূপ অধঃপতন ঘটিয়াছে। আজ আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মজ্ঞানের কথা শুনিলে তোমাদের শরীর শিহরিয়া উঠে। তাই সেই আত্মতত্ত্ব তোমাদের বোধাতীত হইয়া পড়িয়াছে। বৃক্ষের মূল মাটীর সঙ্গে উত্তমরূপে দৃঢ় হইয়া না থাকিলে যেমন তাহা দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না, মনুষ্য সমাজের মূল মানুষের নৈতিক চরিত্র; সেই নৈতিক চরিত্র ঠিকভাবে গঠিত না হইলে সেই সমাজও দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। হিন্দু সমাজের চারিটি আশ্রমের মূলই 'ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম'। কিন্তু কালের প্রবাহে সেই মূল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নষ্ট হইয়া যাওয়াতে, তৎপরবর্ত্তী 'গার্হস্থ্য' 'বানপ্রস্থ' 'সন্ন্যাস' এই আশ্রমত্রয়ও যথেচ্ছাচারিতা ও অবিচারিতার ফলে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। একমাত্র মূল ব্রহ্মচর্য্যের অভাবেই উক্ত আশ্রম চতুষ্টয় নষ্ট হইয়া গিয়া, সমাজ অধঃপতিত হইয়াছে। দেব-দেবীর মূর্ত্ত্যাদি পূজা, ত্রিসন্ধ্যা, গায়ত্রী জপ ও যজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বারা লোকের কি লাভালাভ বা মানসিক উন্নতি, অবনতি হইয়া থাকে এবং এই সকল বাহ্যিক কর্ম্মত্যাগ করিয়া, বিচার ও বৈরাগ্য-বলে যে আরও কতদূর পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে আরোহণ করতঃ আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে, এসকল বিষয় ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমেই ব্রহ্মজ্ঞ গুরুদেব শিষ্যকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুচারুরূপে বুঝাইয়া দিতেন। আজ সেই ব্রহ্মজ্ঞ গুরু ও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অভাবেই ৯।১০ বৎসর বয়স্ক বালকের করণীয় ত্রিসন্ধ্যা ও গায়ত্রী জপ করিয়া ৮০ বৎসরের বৃদ্ধও "আমি উচ্চস্তরের নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ" এই বলিয়া গর্ব্বিত হন। অতএব ঐসকল কর্ম্মাদি নিম্নস্তরের অধমাধিকারীদের করা সঙ্গত, উহা দ্বারা তাহাদের মন অসৎ কর্ম্মে নিবৃত্ত থাকিয়া, ঐ সকল শাস্ত্রাদিষ্ট কর্ম্মে লিপ্ত থাকাতে, দেশের ও দশের শান্তি হয়। কিন্তু যদি কোন জ্ঞান পিপাসু মুমুক্ষু ব্যক্তি ঐ সকল বিষয়ের নিগূঢ় সত্য তত্ত্ব জানিবার জন্য তোমার ন্যায় আসিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, তবে তাহাকে প্রকৃত তত্ত্ব না বলিয়া, স্বর্গ-সুখ ভোগের লোভ দেখাইয়া কেবল কর্ম্ম-সাগরেই ডুবাইয়া রাখা সঙ্গত হয় কি? তাই বেদান্তের অকাট্য সত্য তত্ত্ব তোমাকে বলিতেছি, যাহা জ্ঞাত হইলে তুমি মায়া-বন্ধন মুক্ত হইয়া চিরশান্তি লাভ করিবে।

ভক্ত—প্রভু! এই যে ভারতের কোটি কোটি লোক ফুল-বিল্বপত্র দ্বারা মূর্ত্তি পূজা করিয়া আসিতেছে, ইহা দ্বারা কোনই ফল হইবে না কি?

মহাঃ—বৎস! তোমরা মনে ভাব যে, এই বাহ্যিক কর্ম্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকিলেই তদ্দ্বারা তোমরা বহু ধনে-জনে পরিপূর্ণ হইয়া আমরণ সুখে থাকিতে পারিবে এবং তোমাদের কাম-ক্রোধাদি চিত্তমল ধৌত হইয়া আত্মদর্শন বা ভগবদ্দর্শনে মুক্তি লাভ হইবে; কিন্তু তাহা কখনও হইবার নয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্রহ্মজ্ঞ মুনি ঋষিগণ কোথাও কোন গ্রন্থে মুক্তির জন্য এইরূপ কেবল কাল্পনিক মূর্ত্তি পূজিবার উপদেশ করিয়া গিয়াছেন কি? সেই পুরাকালে ব্রহ্মজ্ঞ মুনিগণ নিজ শিষ্য ও অন্যান্যকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ কালে কি বলিয়া উপদেশ করিতেন, তাহা অতি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া দেখিও, তবেই এই সকল মূর্ত্তি পূজা বিষয়ক ভ্রম বিদূরিত হইয়া প্রকৃত সত্য তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবে। উদ্দালক মুনি নিজ পুত্র শ্বেতকেতুকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মতত্ত্ব উপদেশ দিয়াছিলেন এবং অষ্টাবক্রমুনি রাজর্ষি জনককে উপদেশ করিয়াছিলেন। এইভাবে রাজর্ষি জনক শুকদেবকে ও সুলভাকে; যমরাজ নচিকেতাকে এবং ব্রহ্মা ঋগ্‌বেদাচার্য্য মহর্ষি আশ্বলায়নকে; যোগী যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে; সাংখ্যাচার্য্য কপিলমুনি তাঁহার মাতা দেবহূতিকে; দেবরাজ ইন্দ্র দিবোদাসপুত্র প্রতর্দ্দনকে; মহর্ষি বশিষ্ঠমুনি শ্রীরামচন্দ্রকে; সৈন্ধবমুনি শ্রীকৃষ্ণকে এবং শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে; পর্ব্বত ঋষি প্রহ্লাদকে; গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সনাতনকে; তোতাপুরী রামকৃষ্ণ পরমহংসকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন। এই ভাবের অসংখ্য দৃষ্টান্তই রহিয়াছে। উপনিষদ্, অষ্টাবক্রসংহিতা, অবধূত গীতা, যোগবাশিষ্ঠ, ভাগবত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, মহাভারতাদি গ্রন্থে ঐ সকল উপদেশাবলী পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, কোন মূর্ত্তিপূজা করিবার জন্য কেহই কাহাকেও উপদেশ করেন নাই। অথচ ঐসকল উপদেশ শ্রবণ করিয়াই তাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভে জীবন্মুক্ত হইয়াছিলেন। এইভাবে জগতে যে ব্যক্তি যত বড়ই উচ্চ স্তরের হউন না কেন, কোনও একজন আত্মজ্ঞের নিকট আত্মতত্ত্ব শ্রবণেই তাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভে মায়া-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরম শান্তি লাভ করিতে পারিয়াছেন। অতএব, বেদ-বেদান্তের যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত, সহস্র সহস্র মুনি ঋষিগণ মধ্যে কেহই কখনও বাহ্যিক কর্ম্মকাণ্ডের দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হইতে পারেন নাই, বা কেহ কখনও পারিয়াছে বা পারিবে বলিয়াও কোন উক্তি করিয়া যান নাই। তথাপি তোমরা যে কেবল কাল্পনিক মূর্ত্ত্যাদির পূজার্চ্চনারূপ সাধারণ বাহ্যিক কর্ম্মের দ্বারাই, আত্মজ্ঞান লাভে মুক্ত হইতে চাও, ইহাই তোমাদের পূর্ণ অজ্ঞানতা।

ভক্ত—ভগবন্! আপনার কথায় বুঝিলাম, এই কালী, দুর্গা প্রভৃতি দেব-দেবীর মূর্ত্তিসকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাপুরুষদের কল্পিত মূর্ত্তি। তবে কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাদের কল্পনার পূর্ব্বে, আমাদের এই ভারতের হিন্দুগণ কোন দেব-দেবী মূর্ত্তি পূজিতেন না?

মহাঃ—বৎস! সে আজ বহু সহস্র বৎসরের কথা। সেই পুরাকালে বেদ-বেদান্তের যুগে, এই ভারতের আর্য্যগণ কোন দেব-দেবীর মূর্ত্তি পূজিতেন না। সেই আর্য্য ঋষিদের মধ্যে যাঁহারা উচ্চ স্তরের ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন, তাঁহারা বিচারদ্বারা তত্ত্বজ্ঞানবলে, এই জগতের নশ্বরত্ব প্রত্যক্ষ অবলোকন করিয়া সর্ব্বদাই ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। আর, যাঁহারা মধ্যমাবস্থায় ছিলেন তাঁহারা ঐ উচ্চ স্তরের ব্রহ্মজ্ঞদের সঙ্গে সর্ব্বদা তত্ত্বালোচনায় জ্ঞানলাভে চেষ্টা করিতেন। অপর নিম্ন স্তরের মুনিগণ আগুন জ্বালিয়া যজ্ঞ করিতেন এবং তাহাতে নানাপ্রকার দেবতার কল্পনা করিয়া স্তবস্তুতি পাঠ করতঃ ধন জন ও দীর্ঘায়ু কামনা করিতেন। আর, গরু, ঘোড়া, মহিষ, ... প্রভৃতি নানাপ্রকারের অসংখ্য পশু বধ করতঃ, মন্ত্রোচ্চারণে ঐসকল পশু মাংস সেই যজ্ঞে আহুতি দিয়া, ঐ পোড়ামাংস ভোজনে উদর পূর্ত্তি করিতেন। পরে সমাজনেতা ব্রহ্মজ্ঞগণ যখন দেখিলেন যে, কেবল ... হোম করিয়াই ভোগপিপাসু নিম্নাধিকারীগণ তৃপ্ত হইতেছে না, ... তাঁহারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কালী, দুর্গা প্রভৃতি দেবতাগণের মূর্ত্তি কল্পনা বলে মানুষেরই আকারে প্রস্তুত করিয়া, ফুল-বিল্বপত্র ও ভোগ নৈবেদ্য এবং বহু রকম পশ্বাদি বলিদ্বারা তাঁহাদের অর্চ্চনা করিবার প্রথা সমাজে প্রচলিত করিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই আদর্শ লইয়াই আজ তোমরা সেই সকল দেব-দেবীগণের মূর্ত্তি পূজিতেছ এবং প্রচুর পরিমাণে ভোগ নৈবেদ্য ও ... মেষ, মহিষাদি বলি দিয়া, কেবল "ধনং দেহি, জনং দেহি" ইত্যাদি ... ধন-জন বৃদ্ধির প্রার্থনা করিতেছ। আর মনে মনে ভাবিতেছ, ... ভগবানকে যথেষ্ট ভক্তি করিতেছি; এই সকল দেবতাগণের পূজা করিয়াই আমরা সেই পরমাত্মা পরমপুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া ...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাইব। কিন্তু তাহা কখনও নয়। তিন বৎসর বয়স্ক অজ্ঞান শিশু যদি মনে ভাবে যে, এই পুতুল খেলিতে খেলিতেই আমি দাদার মত বড় বিদ্বান্ হইয়া প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিব; তবে শিশুর সেই ভ্রান্ত কল্পনা কখনও সিদ্ধ হয় কি ? এই সকল যজ্ঞ ও পূজার্চ্চনাদি কর্ম্মকাণ্ড, সর্ব্ব নিম্ন স্তরের অজ্ঞ ভোগ-পিপাসুগণের মনস্তুষ্টি ও সান্ত্বনার জন্য প্রচার করা হইয়াছিল মাত্র।

ভক্ত—প্রভু! আপনার কথায় বুঝিতেছি, হিন্দু সমাজে সেই বেদ-বেদান্তের যুগ হইতেই, মূর্ত্তিপূজা না থাকিলেও বাহ্যিক যজ্ঞাদি এবং জপ-তপ করার প্রথা ছিল,—যেমন এখন আমরা পূজা ও মালাজপাদি করিয়া থাকি। সুতরাং এই সকল কর্ম্মকাণ্ডের দ্বারা লোকে যদি কেহই কোন ফল না পাইবে, তবে এই সকল করে কেন ?

মহাঃ—বৎস! আমার কথাগুলি খুব মনোযোগের সহিত, ধৈর্য্য সহকারে তোমাকে শ্রবণ করিতে হইবে, নতুবা কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। জগত দুইটী। এই দৃশ্যমান জগত যাহা তোমাদের স্থূলনেত্রে দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ইহারই নাম 'বহির্জগত' বা 'ব্যবহারিক জগত'। আর, তোমাদের দেহের মধ্যে যে মন আছে, সেই মনোরাজ্যকেই 'অন্তর্জগত' বলে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, হিংসা-দ্বেষাদি এবং বিবেক, বৈরাগ্য, বিচার ও জ্ঞানাদি বৃত্তিসকল লইয়াই এই মনোরাজ্যে নানাপ্রকার খেলা হইয়া থাকে; তাই ইহাকে ধর্ম্মরাজ্যও বলে। ব্যবহারিক জগতের অশান্ত শিশুগণ ভালমন্দ হিতাহিত বিচারহীন। তাই, যাহাতে ঘরের মূল্যবান জিনিষপত্রাদি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া না ফেলে; অথবা আগুনের সুন্দর রং দেখিয়া তাহাতে হাত দিয়া হাত পোড়াইয়া অভিভাবকদিগকে অস্থির করিয়া না তোলে এবং সংসারের অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা না জন্মায়, তজ্জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী অভিভাবকগণ সেই শিশুদিগকে শান্তভাবে রাখিবার উদ্দেশ্যে সুন্দর সুন্দর পুতুল, বল ইত্যাদি নানাপ্রকার খেলনা দিয়া শিশুদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন সেই খেলনায় নিবিষ্ট রাখে। ধর্ম্ম-জগতের বা আধ্যাত্মিক-রাজ্যে অশান্ত, বিচারশক্তিহীন, তত্ত্বজ্ঞানশূন্য শিশুগণের জন্যও ঠিক সেইরূপ জগত-পিতা আত্মজ্ঞগণ নানাপ্রকার কর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। সমাজের দুষ্ট, ধূর্ত্ত, কামুক, ক্রোধী ও লোভী বিচারহীন ব্যক্তিগণ, চুরি, ডাকাতি, পরস্ত্রীহরণ ইত্যাদি নানাপ্রকার কুৎসিত করিয়া যাহাতে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি না জন্মায়, তজ্জন্যই জগৎ পিতৃতুল্য আত্মজ্ঞ মহাপুরুষগণ ঐসকল যজ্ঞ ও মূর্ত্তিপূজা প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ব্যবহারিক জগতের শিশু ক্ষুধা পাইলে খেলনা ফেলিয়া জঠরাগ্নির যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া থাকে এবং পুনরায় খেলিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিলেও পুতুলকে অত্যন্ত ক্রোধের সহিত সজোরে দূরে নিক্ষেপ করিয়া, খেলিব বলিয়া নাকী সুরে 'ন্যা' 'ন্যা' শব্দে মনের ভাব প্রকাশ করে; আধ্যাত্মিক রাজ্যের তত্ত্বজ্ঞানহীন শিশুগণও অবিকল সেইরূপ, অর্থনাশ বা বিয়োগ হইলে সেই শোকে অভিভূত হইয়া দেবদেবীর পূজার্চ্চনাও করিয়া থাকে। তখন আর তাহাদের সেই পূজার্চ্চনাতে রুচি থাকে এ বিষয়ে সত্য একটী ঘটনা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্ববঙ্গে বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তিকে কলেরা রোগে আক্রমণ করে। তখন মাতা-পিতা ও বাড়ীর অন্যান্য সকলে তাহার আরোগ্য কামনা করিয়া 'ভগবতী মা! এবার পূজায় তোমাকে জোড়া মহিষ ও জোড়া পাঁঠা এই রোগীকে আরোগ্য করিয়া দাও' ইত্যাদি বলিয়া কত কি মানস ভগবতীর নিকট প্রার্থনা করিল। কিন্তু সেই রোগী কিছুতেই বাঁচিল তাই সেই বৎসরই সেই বাড়ীতে ভগবতী মায়ের বার্ষিক পূজা বন্ধ হইয়া সেই পুত্রশোকার্ত্ত মাতা-পিতা বলিতে লাগিল, "মা দুর্গা যখন পুত্রকেই মারিয়া ফেলিলেন, তখন আর তাঁহার পূজা কেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই পুত্রের মৃত্যুতেই যে তাহাদের দুর্গাপূজা করার উপযুক্ত লোক ও অর্থের অভাব হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাও নয়। গ্রামবাসী কেহ তখন তাহাদিগকে দুর্গাপূজা করার জন্য অনুরোধ করিলে, তাহারা রুক্ষ ভাষায় বলিয়া উঠিত, "দুর্গা আমাদের পুত্রের জীবন শেষ করিয়াছেন, এত পাঁঠা, মহিষ, সন্দেশের ভোগ তাঁহাকে মানস করিলাম, তথাপি দুর্গা কিছুতেই আমাদের পুত্রের জীবনদান দিলেন না, সুতরাং আমরা কিছুতেই আর এইরূপ দুর্গার পূজা করিব না।" এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বৎস! একমাত্র চিত্তশুদ্ধির জন্যই কর্ম্মের প্রয়োজন হইয়া থাকে। তাই বেদান্ত বলিয়াছেন,—

চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কর্ম্ম ন তু বস্তূপলব্ধয়ে।
বস্তুসিদ্ধির্ব্বিচারেণ ন কিঞ্চিৎ কর্ম্মকোটিভিঃ॥

অর্থাৎ—"কর্ম্মানুষ্ঠান চিত্তশুদ্ধির কারণ মাত্র। চিত্তের শুদ্ধি সম্পাদনার্থই কর্ম্মানুষ্ঠান আবশ্যক। ফলতঃ কর্ম্মদ্বারা সেই বস্তূপলব্ধি অর্থাৎ ব্রহ্মোপলব্ধি হয় না। কেননা, সুবিচার দ্বারাই ব্রহ্মপদার্থ স্থিরীকৃত হইয়া থাকে, পরন্তু কোটি কোটি কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাও ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান সাধিত হয় না।"

ভক্ত—প্রভু! ইহাতে বুঝিতেছি যে, এই সকল মূর্ত্ত্যাদি পূজা করিতে করিতে, ক্রমে সেই কর্ম্মের দ্বারাই চিত্তশুদ্ধি হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ হইবে। কিন্তু এখন আপনার কথায় তাহার অনেক অসামঞ্জস্য দেখিতেছি কেন?

মহাঃ—বৎস! এখানে 'চিত্তশুদ্ধি' অর্থে তুমি কি বুঝিয়াছ? মনের মধ্যে আত্মতত্ত্ব শ্রবণের রুচি জন্মাইবার চেষ্টা করার নাম 'চিত্তশুদ্ধি'। একটি দৃষ্টান্ত দেখ; অজ্ঞান শিশুকে 'অতি প্রথমে ক, খ, পড়িতে শিক্ষা দেওয়ার সময় স্লেটে শুধু ক, খ, লিখিয়া যদি তাহাকে তাহা পাঠ করিতে বল, তবে তখন সেই শিশু খেলা ছাড়িয়া কিছুতেই তোমার নিকট যাইয়া তাহা পাঠ করিবে না। কারণ, সে জানে, এই খেলার আনন্দ ছাড়িয়া তোমার নিকট গেলেই সেখানে বদ্ধাবস্থায় বসিয়া কেবল ক, খ, পড়িতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে ; তাহাতে কোনই আনন্দ নাই। তখন তুমি কি করিয়া থাক যে পুস্তকে 'ক'এর নিকট একটী কুকুর, 'খ'এর নিকট একটী খরগোস 'গ'এর নিকট একটি গাধা, এইভাবে প্রতি বর্ণের সঙ্গে সঙ্গেই এ করিয়া ছবি অঙ্কিত আছে, এমত 'হাসিরাশি' বা 'খোকার দপ্তর' নামে একখানা বই আনিয়া সেই শিশুকে বল, "এই পুস্তকে সুন্দর সুন্দর ছবি আছে, দেখ্‌বে ত আমার নিকট এস।" তখন তোমার কথা শুনিয়া ছবি দেখিবার প্রলোভনে শিশু দৌড়িয়া তোমার নিকট আসে। সেই সুযোগে তুমিও 'ক-য় কুকুর, খ-য় খরগোস, গ-য় গাধা' ইত্যাদি শিশুকে পড়াইতে থাক। এই কুকুর, খরগোসের ছবি দেখিতে দেখিতে ঐ শিশুর 'চিত্তশুদ্ধি' হইয়া ক্রমে ক, খ, পড়াতে রুচি জন্মিয়া থাকে। শিশুর মন যেরূপ খেলার মত্ততা ছাড়িয়া কিছুতেই লেখাপড়ায় যাইতে চাহে না, সেইরূপ অধ্যাত্ম-জগতের শিশুদের শিশ্ন ও উদর মন সর্ব্বদাই এই জাগতিক ধন-জনাদি উপভোগের খেলায় এত হইয়া থাকে যে, ঐ সকল বিষয়-চিন্তা ছাড়িয়া ক্ষণেকের তরেও আত্মচিন্তায় যাইতে চাহে না। ছবি দেখাইয়া যেরূপ শিশুর মনে রুচি জন্মাইবার চেষ্টা করা হইয়া থাকে, অধ্যাত্ম-জগতের শিশুদের সেইরূপ হরিনাম কীর্ত্তনাদি দ্বারা গান-বাজনার তালে তালে এবং সন্ধ্যা-বন্দনা, পূজাদি দ্বারা স্বর্গ-সুখের প্রলোভন দেখাইয়া, যে কোনও প্রকারেই হউক, মনকে স্বেচ্ছাচারিতা ও অবিচারিতা হইতে রক্ষা করতঃ ব্রহ্মচর্য্য পালন দ্বারা আত্মতত্ত্ব শ্রবণের রুচি জন্য চেষ্টা করা হইয়া থাকে। মনে কিছু বিচারশক্তি জন্মাইলেই পূজা এবং সন্ধ্যা-বন্দনাদি যে সেই কুকুর, খরগোসের ছবির স্থায় সূচক, তাহা বুঝিতে পারিয়াই সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ঐসকল করিয়া আত্মতত্ত্বে মনোনিবেশ করেন। এই বিষয়ে মহর্ষি বশিষ্ঠ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরামচন্দ্রকে উপদেশকালে বলিয়াছিলেন, "হে রাম! 'যদ্যপি বিচারই জ্ঞানলাভের কারণ হয়, তবে শাস্ত্রে বিষ্ণুভক্তির বিধান কেন?' তুমি এইরূপ চিন্তা করিও না। মূঢ়েরা বিষয়াসক্তির প্রাবল্যে অধ্যাত্ম শাস্ত্রের চর্চ্চা, ইন্দ্রিয়জয় ও আত্মানাত্ম বিচার, এই তিনটী শুভ বিষয়ে অবস্থান করিতে পারে না। তাদৃশ মূঢ়দিগকে উক্ত শুভপথে আকৃষ্ট করাইবার জন্যই শাস্ত্রে বিষ্ণুভক্তির উপদেশ। নচেৎ বিষ্ণুভক্তি যে জ্ঞান-লাভের সাক্ষাৎ উপায়,—তাহা নহে। যদি উপযুক্ত নিয়মে ইন্দ্রিয়জয়ী হওয়া যায়, তাহা হইলে হরি পূজার প্রয়োজন কি? আর, যদি পূজা করিয়াও ইন্দ্রিয়জয়ী না হওয়া যায়, তাহা হইলেই বা হরিপূজার ফল কি? বিচার ও বিষয়ানুরাগাদি উপশম ব্যতীত হরিকে পাওয়া যায় না। কিন্তু যাহারা বিচার ও উপশম দ্বারা মুক্ত হইয়াছেন, হরি তাহাদিগকে অতঃপর আর কি প্রদান করিবেন?" (যোগবাশিষ্ঠ, উঃ প্রঃ—৪৩ সর্গ ২০।২২।২৩ শ্লোক) মনে কর, যদি কোন শিশু বিদ্বান্ ব্যক্তির নিকট ক, খ, না পড়িয়া, সমস্ত জীবন নিজেরই মত অন্য এক শিশুর নিকট ক, খ, সংলগ্ন কুকুর খরগোসের ছবিই দেখিতে থাকে, তবে সেই শিশু কি কখনও বিদ্যার্জ্জন করিতে পারিবে? বা কেহ এইরূপ পারিয়াছে কি? তাহা কখনই নয়। শিশুর পড়ার দিকে মনাকর্ষণের জন্যই যে শুধু ক, খ, বর্ণমালার সঙ্গে ছবি অঙ্কিত করা হইয়াছে, এই তত্ত্ব বিজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন, এক শিশু অন্য শিশুকে কি প্রকারে বুঝাইবে? বর্ত্তমান যুগে তোমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্মও ঠিক এই ভাবে, এক শিশু অন্য শিশুর নিকট ক, খ, পাঠ করার ন্যায়ই চলিতেছে। অর্থাৎ আত্মজ্ঞানহীন শিশু ফোঁটা, তিলক, মালা-ঝোলায় গুরু সাজিয়া, অন্য অজ্ঞান শিশুকে উপদেশ করিতেছে। তাই তোমাদের আত্মতত্ত্ব বিষয়ে অজ্ঞানতা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে ও পাইতেছে। ঐ সকল গুরুরূপী শিশুদিগকে দেখিয়াই তুলসীদাসজী বলিতেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পানি মিলে ন আপ্‌কো আওরন বখ্‌শত ক্ষীর।
আপন মন নিশ্চয় নহি, আওরন বাঁধাওত ধীর॥

অর্থাৎ—"নিজে পান করিবার জলটুকু পর্য্যন্ত নিজের ঘরে ন অথচ অপরকে দুগ্ধ পান করাইতে চাহে। এইরূপ নিজের মন চঞ্চ কিন্তু অপরকে ধীর হইতে বলে। অধিকাংশ লোকেরই এইরূপ স্ব দৃষ্ট হয়।"

ভক্ত—দয়াময়! আপনার কথায় বুঝিতেছি, শিশুদের পুতুল খে দ্বারা যেমন কোনই ফল হয় না, এই বেদোক্ত যজ্ঞ অথবা পৌরাণিক দে দেব-দেবীর মূর্ত্তি পূজাদি করিয়াও লোকের মনের কোনই উন্নতি হয় তবে বেদে ও পুরাণাদি গ্রন্থে 'এই যজ্ঞ করিলে এই ফল হইবে, দেবতার পূজায় এই ফল হইবে, লক্ষবার মালা জপ করিলে এই ফল ইত্যাদি রূপে ঐ সমস্ত কর্ম্মের উত্তম উত্তম ফলশ্রুতি লিখিত আছে কে "যজ্ঞ ও জপ-তপাদি কর্ম্মের দ্বারা ব্রহ্মলোকে গমন হয় এবং তথায় ঐশ্বর্য্য ভোগ দ্বারাই পুরুষার্থ (অভীষ্ট) সিদ্ধ হয়," এইরূপ শাস্ত্রে উক্ত অতএব মোক্ষের নিমিত্ত বহু আয়াস-সাধ্য জ্ঞানোৎপাদনের প্রয়োজন কি?

মহাঃ—বৎস! ঐশ্বর্য্য দ্বারা মানুষ কখনও কৃতার্থ হইতে পারে যেহেতু ঐশ্বর্য্যের ক্ষয় হইলেই পুনর্ব্বার দুঃখ হইয়া থাকে। তুমি যাঁহাদি উপাসনা দ্বারা ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া সুখী হইতে চাও, তাঁহাদিগেরও ভোগ আছে বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। অতএব ব্রহ্মাদি দেব উপাসনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিলেও মানুষকে কৃতার্থ বলা যায় না। ব্রহ্মাদিরও যোগনিদ্রারূপ যোগাভ্যাস শ্রুত আছে। সুতরাং জানা যে, ব্রহ্মাদিরাও যদি যোগাভ্যাস করিলেন, তবে তাঁহাদিগের উ দ্বারা ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি হইলেও কৃতার্থ হইতে পারা যায় না। দেবগণও যেমন মোক্ষসিদ্ধির নিমিত্ত, জ্ঞানলাভের মানসে যোগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছেন, সেইরূপ সকলেরই মোক্ষের কারণীভূত জ্ঞানলাভের উপায় স্বরূপ যোগাভ্যাসে যত্ন করিতে হয়। আর, তুমি যে কর্ম্মকাণ্ডের উত্তম উত্তম ফলশ্রুতির কথা বলিতেছ ; মনুষ্য সমাজ মাত্রেই পাপের ভয় ও পুণ্যের প্রলোভন দ্বারা সমাজপতিগণ সমাজস্থ অজ্ঞ দস্যুদলের হাত হইতে সমাজকে রক্ষা করিয়া, সমাজে শান্তিস্থাপন করিয়া আসিতেছেন। অবহমান কাল হইতেই সর্ব্বত্র সকল সমাজে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। স্বর্গ-সুখ ভোগের লালসায়ই সাধারণ লোকে সংসারে সমস্ত সৎকর্ম্ম বা পুণ্য কর্ম্ম করিয়া থাকে ; আর নরকের দুঃখ ভোগের ভয়ে, অসৎ কর্ম্ম করিতে বিরত হয়। সুতরাং সেই সকল অজ্ঞানীদের মন ঐ সকল কর্ম্মকাণ্ডে লিপ্ত রাখার উদ্দেশ্যেই, সমাজপতিগণ কর্ম্মকাণ্ডে ঐ সকল কর্ম্মের উত্তম উত্তম ফল লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সর্ব্বশেষ 'গীতামাহাত্ম্যে' 'গীতার ফলশ্রুতি'। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের আদেশ রহিয়াছে, 'ফলাকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়া অর্থাৎ তোমার নিজকৃত কর্ম্মে কোনরূপ ফলাফল কামনা না করিয়া, তুমি বাসনাশূন্য হইয়া নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিয়া যাইবে।' সেই কৃষ্ণই গীতামাহাত্ম্যে আবার বলিতেছেন 'এই গীতা পাঠ করিলে লোকে ধন-জনে পরিবেষ্টিত হইয়া এবং সর্ব্বরোগাদি মুক্ত হইয়া সুখী হইবে।' অতএব, 'গীতা পাঠ করিলে আমি ধনে-জনে সুখী হইব' এইরূপ কামনা সেই গীতা পাঠকারীর পাঠ করার পূর্ব্বেই মনে উদিত হয় না কি ? শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ব্যক্তির একই মুখে এইরূপ দুইটী অযৌক্তিক ও অসঙ্গত বিরুদ্ধ কথা বলার তাৎপর্য্য কি ? শুধু অল্পবুদ্ধি অবিবেকীদিগকে গীতা পাঠ করাইয়া আত্মতত্ত্বে রুচি জন্মাইবার জন্যই এইরূপ প্রলোভন-সূচক রোচক বাক্য সকল গীতাপ্রণেতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। স্মরণ রাখিও যে, বেদ, বেদান্ত প্রভৃতি সকল প্রকার ধর্ম্মগ্রন্থের কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যেই বিশ্বপিতা আপ্তজ্ঞ ব্যক্তিদের আদেশ-বাক্য, নিষেধ-বাক্য, রোচক-বাক্য ও শাসন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাক্য রহিয়াছে। সর্ব্ব নিম্নস্তরের অজ্ঞানীদিগকে আত্মজ্ঞগণ সৎ কর্ম্ম করিতে আদেশ করিয়াছেন; আবার অসৎকর্ম্ম করিতেও নিষেধ করিয়াছেন। সেই আদিষ্ট সৎকর্ম্মে রুচি জন্মাইবার জন্য, অনেক প্রকারের রোচক বাক্য এবং অসৎকর্ম্মে অরুচি জন্মাইবার জন্য, বহু রকমের শাসন-বাক্যও বলিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল বাক্যের সার মর্ম্মাংশ হৃদয়ঙ্গম করা উচিত।

তত্ত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তিদের মন, ধন-জনাদি বিষয়ে লিপ্ত থাকিয়া, ভোগ কামনায় সর্ব্বদাই ছট্‌ফট্ করিতেছে। তাহাদের হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণের জন্য বাসনানল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। সুতরাং এই সকল ভোগলিপ্সু ব্যক্তিগণ যজ্ঞ ও পূজার্চ্চনাদি কর্ম্মের উত্তম উত্তম ফলের কথা শুনিয়া, ঐ সকল উত্তম ফল ভোগের আশায়ই লোভের বশবর্ত্তী হইয়া সেই সকল শাস্ত্রাদিষ্ট কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অতএব অধম হইতেও অধম বিচারশক্তিহীন ভোগসুখে লালায়িত ব্যক্তিগণের পক্ষে ঐ সকল কর্ম্মকাণ্ড নিয়া ব্যাপৃত থাকা অসঙ্গত নয়। সাধারণ লোকের অসৎ কর্ম্ম এবং অবিচার, অত্যাচারের দ্বারা সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি করা অপেক্ষা, শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মকাণ্ড লইয়া ব্যাপৃত থাকাই মঙ্গল। ইহাতে সমাজবাসিগণের পক্ষে উপস্থিত শান্তির ব্যবস্থাই হইয়া থাকে। শ্রুতি প্রথমে কর্ম্মবিস্তার উপদেশ করিয়া, পশ্চাৎ তাহার নিন্দা করিয়াছেন। কর্ম্মের নিন্দাতে জ্ঞানের প্রশংসা করা হয়। যেমন শ্রুতিতে লিখিত আছে, "এই সকল যজ্ঞাদি কর্ম্মফল প্লব অর্থাৎ নশ্বর, অদৃঢ় অর্থাৎ ফল প্রদানে অক্ষম। যে মূঢ় এই সকল যজ্ঞাদি কর্ম্মকে শ্রেয়স্কর মনে করিয়া কেবল উহাতেই সন্তুষ্ট হয়, সে বারংবার জরামরণ প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি। শ্রুতি এইরূপে কর্ম্মের নিন্দা করিয়া, পশ্চাৎ বৈরাগ্যবান পুরুষের পরমাধিকার দেখাইয়াছেন। যথা—"ব্রাহ্মণ কর্ম্মোপার্জিত লোক পরীক্ষা করিয়া, অনিত্য জানিয়া, নির্ব্বিণ্ন হইবেন, অর্থাৎ কর্ম্মে ...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিত্যাগ করিবেন। কর্ম্মের দ্বারা মোক্ষ হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে, উপায়ন (উপঢৌকন) হস্তে বেদপারগ ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট যাইবেন” ইত্যাদি।

ভক্ত—প্রভু! আপনি বলিলেন, ‘বেদের ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণ এই সকল বাহ্যিক কর্ম্ম করিতে প্রথম আদেশ দিয়া, পরে তাহার নিন্দা করিয়া আত্মজ্ঞানেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।’ মহাপুরুষের একই মুখে আদেশ ও নিষেধ এইরূপ দুইটী বিরুদ্ধ কথা বলার তাৎপর্য্য কি?

মহাঃ—বৎস! তুমি যেরূপ তোমার শিশুদিগকে পুতুল খেলায় মত্ত রাখিয়া শান্তির ব্যবস্থা করিয়া লও; জগতপিতা ব্রহ্মজ্ঞগণও সেইরূপ অন্তর্জগতের বিচারহীন ভোগপিপাসু শিশুদিগকে কর্ম্ম করিতে আদেশ দিয়া, সেই কর্ম্মকাণ্ডেই মত্ত রাখিয়া দেশ ও সমাজের শান্তির ব্যবস্থা করিতেন। তোমার শিশুগণ ক্রমে বালকত্ব প্রাপ্ত হইলে, তুমি যেরূপ তাহাদের সেই পুতুলখেলার নিন্দা করিয়া তাহাতে নানাপ্রকার দোষ প্রদর্শন করতঃ, বালকদিগের মন লেখাপড়ায় আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা কর; আর, তখন বালকগণও তোমার যুক্তিপূর্ণ কথা দ্বারা ক্রমে ঐ পুতুলখেলার নিকৃষ্টত্ব বুঝিতে পারিয়া, পড়ার দিকেই মনোনিবেশ করে; আধ্যাত্মিক জগতের শিশুগণও সেইরূপ সৎসঙ্গে থাকিয়া তত্ত্বকথা শ্রবণ করিতে করিতে ক্রমে যখন তাহাদের মনে সামান্য বিচার শক্তি জন্মিত, তখন আত্মজ্ঞ মহাপুরুষগণ তাহাদিগকে এই সকল বাহ্যিক পূজাদি কর্ম্মকাণ্ডের নিষ্প্রয়োজনীয়তা যুক্তি দ্বারা একটু একটু করিয়া বুঝাইতেন এবং ক্রমে নিজ মনের ও ভোগ্য বিষয় সকলের দোষ প্রদর্শন করাইয়া আত্মতত্ত্বোপদেশ করিতেন। সেই শ্রোতাগণও তখন নিজ বিচারশক্তি বলে ঐ সকল কর্ম্মের নিষ্ফলতা বুঝিতে পারিয়া ক্রমে সেই জ্ঞানরাজ্যের দিকেই আকৃষ্ট হইতেন। মহাত্মা যিশুখৃষ্টও বলিয়াছিলেন, “আমি, ও আমার পিতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক", আবার তিনি সাধারণের উন্নতির জন্য দ্বৈতবাদের কথাও ব
ছিলেন। গীতামুখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশকা
ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তির জন্য আত্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব এবং নি
ধিকারী অল্পজ্ঞের জন্য কর্ম্ম-যোগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপা
করিয়াছেন। কর্ম্ম ও জ্ঞান এই দুইটীর মধ্যে অর্জ্জুনের পক্ষে কে
শ্রেয়স্কর, অর্জ্জুন তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ:কে বলিয়াছি
"কখন কর্ম্মের, কখন বা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়া তুমি বি
বচন পরম্পরায় আমার বুদ্ধিকে যেন মোহবিভ্রান্ত করিতেছ। অতএ
দুইটীর মধ্যে যাহাদ্বারা আমার শ্রেয়ঃ বা মুক্তি লাভ হয়, তুমি নিশ্চয়
তাহারই উপদেশ কর।" ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—"
ইহলোকে দুই প্রকার নিষ্ঠা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। অর্থাৎ
জ্ঞানাধিকারীদের নিমিত্ত জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মীদিগের জন্য কর্ম
তোমার ন্যায় অল্পজ্ঞের পক্ষে কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। অতএব তুমি নিত্য-নৈ
ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কর; কেন না, তোমার কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম
কর্ত্তব্য। কর্ম্ম না করিলে তোমার শরীর-যাত্রাই নির্ব্বাহিত হইবে
মনুষ্যগণ পরমেশ্বরের আরাধনার্থ কর্ম্ম না করিয়া অন্য প্রকার কর্ম
করায়, বন্ধনদশাগ্রস্ত হয়। তুমি সেই জন্য ফল-কামনা রহিত
ভগবদুদ্দেশ্যে কর্ম্মানুষ্ঠান কর।" (গীতা ৩য় অঃ ২।৩।৮।৯ শ্লোক)। আ
কাল হইতেই অধিকারী-ভেদে উপদেশের তারতম্য হইয়া আ
ও হইবে। স্কুল কলেজে যেরূপ শিক্ষকগণ ক্লাসের উচ্চ-নীচতা
পাঠ্যপুস্তক ও উপদেশের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন; বেদের ব্রহ্মজ্ঞ
ঠিক সেইরূপ অধিকারীভেদে ধর্ম্মতত্ত্ব উপদেশ করিতেন। নি
ছাত্রের নিকট এম্, এ ক্লাসের বিজ্ঞানের বিষয় বক্তৃতা করিলে সে
কিছুই বুঝিতে পারে না; সেইরূপ বিষয়ভোগে লালায়ি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেবল কামিনী-কাঞ্চন আহরণেই যাহারা ব্যতিব্যস্ত, এইরূপ অনধিকারী অধ্যাত্মরাজ্যের শিশুগণের নিকট আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করিলেও তাহারা কিছুই বুঝিতে পারে না। সুতরাং অধিকারী-ভেদে কর্ম্মের আদেশ ও নিষেধ উভয়ই প্রয়োজন। এই কথাটী বিশেষ ভাবে মনে রাখিও যে, বেদ-বেদান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া যে কোনও শাস্ত্র বা মহাপুরুষের বাণীই থাকুক না কেন, তাহার মধ্যে উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন শ্রেণীর লোকের জন্যই উপদেশ বাক্য সকল নিহিত আছে এবং যাহার যাহার উপযুক্ততা অনুসারেই ব্রহ্মজ্ঞ গুরুদেব ঐ সকল উপদেশ বা শাস্ত্রবাক্য শিষ্যদিগকে বুঝাইয়া দিবেন। ইহাই শাস্ত্রের আদেশ এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে এই প্রথা অনুসারেই আমাদের ভারতসমাজ চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে অব্রহ্মজ্ঞ ব্যবসায়ী গুরু গোসাইগণের হাতে পড়িয়া, সেই আত্মজ্ঞান আজ নিষ্প্রয়োজন ও নাস্তিকাখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

ভক্ত—প্রভু! অনেকে এই সকল যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিয়া, কেহ বা দেবদেবীর আরাধনা ও জপ-তপাদি করিয়া সেই দেবতার সাক্ষাৎ দর্শন পাইয়াছেন। আবার কেহ বা দৈববাণীও পাইয়াছেন। এই ভাবে আমরা দেব-দেবীর আরাধনা করিয়া অনেকেই অনেক রকম আশ্চর্য্য ফল লাভ করিয়া আসিতেছি, ইহা কি প্রকারে হইতে পারে?

মহাঃ—বৎস! ঐ সকল শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি সাম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ যে নিদ্রিতাবস্থায় দেবতাগণের দর্শন পায়, উহাদের মধ্যে শাক্ত কখনও কৃষ্ণ মূর্ত্তির এবং বৈষ্ণব কখনও কালী বা শিব মূর্ত্তির দর্শন পাইয়াছে কি? উহাদের একজনের উপাস্য দেবতার অন্যে কিছুতেই দর্শন পায় না। খৃষ্টানধর্ম্মাবলম্বী কখনও কালী বা কৃষ্ণ মূর্ত্তির দর্শন পায় না; সে মাত্র তাহার যীশু খৃষ্টকে ও মা মেরীকে দর্শন করিতে পায়। এইরূপ শাক্ত কালী মূর্ত্তি, বৈষ্ণব কৃষ্ণমূর্ত্তি, আর শৈব শিবমূর্ত্তিই মাত্র দর্শন করিতে পারে;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহার তাৎপর্য্য কি? এখন চিন্তা করিয়া দেখ যে, দেবতাদের মধ্যে পরস্পরে এমন কোন কলহ নাই যে, কালীমাতা কখনও বৈষ্ণবকে বা কৃষ্ণ কখনও শাক্তকে দর্শন দিবেন না! তবে এইরূপ গণ্ডিবদ্ধ কেন? ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছ যে, ইহা প্রত্যেকের নিজ মনের কল্পনার উপরই নির্ভর করে মাত্র। একটি সত্য ঘটনা একজন কৃষ্ণভক্ত বৃদ্ধা স্ত্রীলোক অতি গোপনে একদিন আমাকে বলে "বাবা! আমার একান্ত বিশ্বাস হইতেছে যে, আপনার দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ দর্শন লাভ হইবে, অতএব আমি আর কিছুই আপনার নিকট প্রার্থনা করি না, আপনি মাত্র আমাকে সেই মোহন বংশীধারীর দর্শন করাইয়া দিন।" স্ত্রীলোকটী ক্রমান্বয়ে তিন দিন পর্য্যন্ত আমাকে এই জন্য ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। প্রথমতঃ দুই দিন বিশেষ রুক্ষ বাক্যে তাহাকে বিদায় করিয়াছিলাম। কারণ আমি জানি যে, ইহা দ্বারা আত্ম উন্নতির কোনই আশা নাই। কিন্তু তৃতীয় দিবসে সে আমাকে কিছুতেই ছাড়িল না। বিশেষতঃ তখন আমিও বুঝিলাম যে, তাহার বৃদ্ধ বয়সে বিচার বলে মনের পূর্ব্বসংস্কার কাটাইবার শক্তি নাই। তখন বলিলাম, "যাও, দুই মাসের মধ্যেই তুমি শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাইবে। আমি যে ভাবে বলিব ঠিক সেই ভাবেই তোমাকে কৃষ্ণমূর্ত্তি ধ্যান করিতে হইবে।" বৃদ্ধা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া চলিয়া গেল, পরে আমার কথা মত আসন করিয়া কৃষ্ণমূর্ত্তি ধ্যান করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকটীর অধ্যবসায় ও একাগ্রতার ফলে, ১৮ কি ২০ দিন পরে সে আসিয়া আমাকে বলিল, "বাবা! আমি এখন মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যে সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাই, কিন্তু বেশীক্ষণ তিনি অপেক্ষা করেন না" ইত্যাদি। এখন বুঝিয়া দেখ যে, এই সকল মূর্ত্তি দর্শন বা ধ্যানাদি প্রত্যেকের নিজ মনের সংস্কার ও রুচি অনুযায়ী কল্পনা বই আর কিছুই নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে সুব্রতে! মনে কর, কেহ বলিতেছে, 'মাথাধরা ব্যাধি যে কি কষ্ট-দায়ক, তাহা আমি নিজেই দেখিয়াছি'; অপর কেহ বলিতেছে, 'পুত্র-শোকের যে কি জ্বালা, তাহা আমার বড় ছেলের মৃত্যুতেই দেখিয়াছি।' এই মাথাধরা বা পুত্রশোক, চোখে দেখা যায় কি? এই মাথা বেদনা ও পুত্রশোক হইতে তাহারা অপৃথক থাকিয়াই নিজ মনের মধ্যে ঐ সকল শোকাদি প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছে, আর সেই প্রত্যক্ষ অনুভবকেই 'দেখিয়াছি' বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে। ঈশ্বর, কালী, কৃষ্ণ বা আত্মার শক্তি দর্শন করিতে হইলেও ঠিক ঐরূপভাবেই দর্শন করিতে হয় জানিবে। আমি আমার শরীরের বাহিরে তোমাকে যেরূপ দ্বৈতভাবে পৃথক দেখিতেছি, আত্মা বা পরমেশ্বরকে সেইরূপ দ্বৈতভাবে পৃথক দেখা যায় না। পৃথক দ্বৈতভাবে দেখা অপেক্ষা প্রত্যক্ষানুভব দ্বারা যে দেখা, তাহাই প্রকৃত নির্ভুল দেখা। অতএব 'দেখা' শব্দ বলিতেই কেবল এই বাহ্যিক চোখে দেখা বুঝিও না; পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারাই দেখা যায়। আর ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত মন নিজেও দেখিতে পায় এবং তাহাই প্রকৃত দেখা। এইরূপ নিজে দেখারই নাম 'প্রত্যক্ষানুভূতি' বা 'অপরোক্ষ জ্ঞান'।

ভক্ত—প্রভু! তবে আমরা যে শাস্ত্রাদেশ অনুসারে এই সকল দেব-দেবীর পূজার্চ্চনাদি দ্বারা ভগবানের আরাধনা করিয়া আসিতেছি, ইহা দ্বারা মনের অজ্ঞানতা নষ্ট হইয়া আত্মতত্ত্ব লাভের সহায়তা হইবে না কি? অথবা ইহাতে আমাদের কোন সুখ-শান্তির ব্যবস্থাও হইবে না কি?

মহাঃ—বৎস! তুমি যে ভগবানের আরাধনা করিতেছ, তোমার সেই ভগবান কিরূপ বস্তু? তিনি লাল কি কাল; গোল কি চেপ্টা; মানুষের মত কি পশুর মত; না বৃক্ষের ন্যায়? তিনি কোথায়, কি ভাবে ও কতদূরে থাকেন? তুমিই বা কে? আর, তাঁহার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধই বা কি? এই সকল তত্ত্ব তুমি অবগত আছ কি?,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত—ভগবন্ ! ঐ সকল বিষয় আমি কিছুই জানি না বটে, কিন্তু এ মাত্র জানি যে, নিজের উপাস্য দেবতার মূর্ত্তিকে ফুল-বিল্বপত্র ও নৈবেদ্য দ্বারা অর্চ্চনা করিলেই ভগবান সন্তুষ্ট হইয়া সেই ভাবেই দেখা দিয়া থাকেন।

মহাঃ—বৎস ! সেই পরমেশ্বরের সংখ্যা ত আর বহু নয় যে, পৃথক পৃথক উপাসকের জন্য পৃথক পৃথক পরমেশ্বর নিযুক্ত রহিয়াছেন, আর ফুল বিল্বপত্র ও নৈবেদ্য দেওয়া মাত্রই, লোভে পড়িয়া তাঁহারা ছুটিয়া আসিবেন।

ভক্ত—প্রভু ! তবে আমরা যে শাক্ত কালীমূর্ত্তি, শৈব শিবমূর্ত্তি, বৈষ্ণব কৃষ্ণমূর্ত্তি ইত্যাদি রূপে পৃথক পৃথক সম্প্রদায় পৃথক পৃথক মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া পরমেশ্বরের অর্চ্চনা করিতেছি, ইহার কারণ কি ? এই পূর্ব্বাপর ব্যাপার হইতেই আমাদের একান্ত বিশ্বাস হয় যে, ইহার দ্বারাই সেই ভগবানকে লাভ করিয়া আমরা ধনে-জনে সুখে থাকিতে পারিব।

মহাঃ—বৎস ! তুমি ত ব্রাহ্মণকুলে জন্ম লইয়াছ। আচ্ছা বল দেখি, তুমি কালী, দুর্গা বা যে কোনও মূর্ত্তিপূজা করিতে বসিয়া, সর্ব্বাগ্রে কি কাজ করিয়া থাক ?

ভক্ত—প্রভু ! আমি যে কোনও মূর্ত্তি পূজায় বসিয়াই, অগ্রে করন্যাস, পরে অঙ্গন্যাস করিয়া, তৎপর বহির্মাতৃকান্যাস, অন্তর্মাতৃকান্যাস ও সংহার মাতৃকান্যাস করি এবং পরে 'সোঽহং' ভাবে থাকিয়া 'ওঁ পরমাত্মনে নমঃ' এই মন্ত্র পাঠ করতঃ নিজের মস্তকে ফুল দিয়া 'আত্মপূজা' করি।

মহাঃ—তুমি এই যে করন্যাস প্রভৃতি পাঁচটী ন্যাসের কথা বলিলে, ইহার অর্থ কি এবং কি প্রকারে করিতে হয় ?

ভক্ত—প্রভু ! অর্থ আমি জানি না, মন্ত্র-শব্দ উচ্চারণ করিয়া ঐ সকল কাজ করিয়া থাকি মাত্র।

মহাঃ—তুমি ঐ সকল মন্ত্রের অর্থ না জানিলে, সেই মন্ত্রের দ্বারা কি প্রকারে পূজার কার্য্য সিদ্ধ হইবে ? আর মন্ত্রের অর্থ না জানিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্ত্র-চৈতন্যই বা কি প্রকারে করিবে? মহানির্ব্বাণ তন্ত্র স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যো ন জানাতি সাধকঃ।
শতলক্ষপ্রজপ্তোঽপি তস্য মন্ত্রো ন সিদ্ধ্যতি।

অর্থাৎ—"যে সাধক মন্ত্রের অর্থ ও মন্ত্রের চৈতন্য না জানে, সে শত লক্ষ বার সেই মন্ত্র জপ করিলেও, তাহার সেই মন্ত্রপাঠ দ্বারা কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইবে না।" বৎস! বর্ত্তমান যুগের পূজকগণ এই সকল মন্ত্রার্থ ও মন্ত্রচৈতন্য জানে না বলিয়াই কেবল বাহ্যিক ধর্ম্মের ধ্বজা দেখাইয়া, অর্থোপার্জ্জনের পথ করিয়া লয়। কিন্তু যদি তাহারা উহার মর্ম্মার্থ বুঝিত, তবে তাহাদের এই বাহ্যিক পূজায় রুচি কমিয়া গিয়া, ভিতরের আত্মপূজায়ই রুচি জন্মিত। আচ্ছা, তুমি যে আত্মপূজার কথা বলিলে; আত্মপূজা, অর্থাৎ নিজের পূজা। বল দেখি, কালী, কৃষ্ণ, বিষ্ণু প্রভৃতি যে কোন দেবতার মূর্ত্তিই যদি তোমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে, তবে পূজায় বসিয়া সর্ব্বাগ্রে সেই মূর্ত্তির পূজা না করিয়া, তুমি প্রথমেই নিজের মাথায় ফুল দিয়া নিজের পূজা কর কেন?

ভক্ত—গুরুদেব বলিয়া দিয়াছেন, তাই এই ভাবেই অগ্রে নিজের পূজা করিয়া থাকি। কিন্তু আজ আপনার কথা শুনিয়া মনে প্রশ্নোদয় হইতেছে। প্রথমেই নিজের পূজা কেন করি, তাহা বলিতে পারি না। প্রভু! সোঽহং ভাবে থাকিয়া যে আমি নিজের মস্তকে ফুল দেই, এই 'সোঽহং' শব্দের অর্থ কি?

মহাঃ—এইবার তুমি আশ্চর্য্য প্রশ্ন করিয়াছ। এই 'সোঽহং' শব্দের অর্থ না জানিয়া তুমি সেই সোঽহং ভাব অবলম্বন কর কি প্রকারে? শব্দার্থ ও তাহার ভাবার্থ না বুঝিলে, কি প্রকারে তোমার মন সোঽহং ভাবাপন্ন হইবে? এখন স্পষ্টই বুঝিলে যে, তোমার পূজা সিদ্ধ হয় নাই। 'সোঽহং'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শব্দের অর্থ 'সে—ই আমি'। অর্থাৎ আমি যাঁহাকে পূজা করিতেছি সে পরমাত্মাই আমি। এই জ্ঞান দৃঢ়ভাবে রাখিয়াই নিজের মস্তকে ফুল দি হয়। এই জন্যই শাস্ত্রের আদেশও রহিয়াছে,—"দেবো ভূত্বা যজেদে নাবিষ্ণুঃ পূজয়েৎ বিষ্ণুং, নাশিবঃ পূজয়েচ্ছিবম্।" অর্থাৎ "নি দেবতা হইয়া দেবতার পূজা করিবে, বিষ্ণু না হইয়া বিষ্ণু পূজা করিবে না শিব না হইয়া শিবপূজা করিবে না।" সুতরাং তোমার নিজের মন দে প্রাপ্ত না হইলে, কি প্রকারে তুমি ঐ সকল দেবতার পূজা করিয় বৎস, দুই ব্যক্তি এক স্থানে উপস্থিত হইলে, তাহাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ তি প্রথমে বসিবার আসন ও পূজা পাইয়া থাকেন, অপরে তাঁহার পরে পা ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। মনে কর, তোমার পিতা ও তুমি কোন ভদ্রলোকের বাড়ী গিয়াছ। সেখানে তোমার পিতা তোমাপেক্ষা বয় ও মাননায় বলিয়া, তাঁহারা বসিবার আসন অগ্রে তোমার পিতা দিবেন। আর, জল খাওয়ার অভ্যর্থনা করিলেও তোমার পিতা অগ্রে করিবেন, পরে তোমার ব্যবস্থা হইবে। এখন বিচার করিয়া দে তুমি কোন মূর্ত্তির পূজা করিতে যাইয়া অগ্রে নিজে বসিবার আসনখা মন্ত্রদ্বারা শুদ্ধ করিয়া (আসন শুদ্ধি করিয়া) সেই আসনে উপবেশন করি অনন্তর ফুল হস্তে লইয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক প্রথম নিজের মস্তকে দিয়া নি পূজা করিয়া বলিলে 'সোঽহং' অর্থাৎ 'যাঁহার পূজা করিব সে-ই আ অথচ তুমি পূজক, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার সম্মুখস্থ দেবমূর্ত্তির প্রা (প্রাণ-প্রতিষ্ঠা) ও চক্ষুদান না করিবে, সে পর্য্যন্ত সেই, মূর্ত্তি প্রা চক্ষুহীন মৃতই থাকিবে। তুমি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সেই মৃত দেবমূর্ত্তির প্রা প্রতিষ্ঠা ও চক্ষুদান করিয়া দিলে পর, তোমার প্রদত্ত প্রাণ ও চক্ষু পাইয়া সেই মূর্ত্তি জীবিত হইবেন এবং তখনই তাঁহার মধ্যে দেবত্ব জন্মিবে,—তৎ নয়। ইহার পর তুমি সেই মূর্ত্তিকে যখন বলিবে, 'এখানে বস, ইহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর' সেই দেবমূর্ত্তিও তখন তোমার নির্দ্দেশিত স্থানেই উপবেশন এবং ভোগ নৈবেদ্যাদি গ্রহণ করিবেন। সেই স্থানে আরও পাঁচ খানা উত্তম আসন বা দশ খানা উপাদেয় নৈবেদ্য অতিরিক্ত থাকিলেও, তোমার নির্দ্দেশিত আসন ও ভোগ-নৈবেদ্য বাদে, ঐ দেবতা স্বইচ্ছায় অন্য কোন আসন বা নৈবেদ্যাদি কিছুই গ্রহণ করিতে পারিবেন না। অতঃপর তুমি সেই মূর্ত্তির নিকট 'ধনং দেহি, জনং দেহি' রবে নানাপ্রকার প্রার্থনা ও ক্রন্দনাদি করিলে। পরে তুমি সেই দেবতাকে বলিলে 'এখন তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও' (অর্থাৎ দেবতাকে বিসর্জ্জন করিলে)। তোমার এই আদেশ শুনিবা-মাত্রই সেই দেবতাও তৎক্ষণাৎ সেই মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। কারণ ঐ মূর্ত্তিতে থাকিয়া আরও কিছুদিন ভোগ-নৈবেদ্য খাওয়ার জন্য সেই দেবতার ইচ্ছা থাকিলেও, তোমার আদেশের বিরুদ্ধে স্বইচ্ছায় তিনি এক পলকও সেই মূর্ত্তির মধ্যে অবস্থান করিতে পারিবেন না, তাহা সেই দেবতার বিশেষ রকমই জানা আছে; তাই তৎক্ষণাৎ তিনি চলিয়া গেলেন। সেই মূর্ত্তি তখন প্রাণপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, শবাবস্থায় (মড়ার মত) পড়িয়া রহিল। মনে কর, তুমি কোন একটী মৃত ব্যক্তিকে পাইয়া তোমার নিজ শক্তি বলে, তাহাকে জীবিত করিয়া দিলে। এখন যে মৃত ব্যক্তি সজীব হইয়া উঠিল, তাহার শক্তি অধিক বলিব, কি তোমারই শক্তি অধিক বলিব?

ভক্ত—দয়াময়! আমার শক্তি বলে আমি যখন মৃতের জীবনদান করিতে পারিয়াছি, তখন আমারই যে শক্তি অধিক, তাহা সকলেই একবাক্যে বলিবে।

মহাঃ—হে সুমতে! পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি এখন তুমি একবার নিজে মনে স্বাধীন চিন্তাদ্বারা বিচার করিয়া দেখ যে, তুমি আর তোমার মনঃকল্পিত দেবতা এই উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, কে নিকৃষ্ট। প্রথমতঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবমূর্ত্তি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাঁহার কোনই অভ্যর্থনা না করিয়া, অগ্রে তুমি পবিত্রাসনে বসিয়া নিজে নিজেরই পূজা করিলে। ঐ ভাবে, তুমি নিজে সুস্থির হইয়া পরে মৃত সেই মূর্ত্তিকে প্রাণদান, চক্ষুদানাদি দ্বারা জীবিত করিলে এবং তুমি তাঁহাকে যে স্থানে বসিতে ও যাহা খাইতে আদেশ করিলে, সেই দেবতাও তোমার অনুগত ভৃত্যের ন্যায় তোমার আদেশানুযায়ী ঠিক যথাস্থানে উপবেশন ও ভোজন করিলেন এবং পুনরায় তোমার আদেশ পাওয়া মাত্রই তৎক্ষণাৎ তিনি চলিয়া গেলেন। সুতরাং দেবতাকে ফেলিয়া অগ্রে তোমার নিজের পূজা হইল, এখানেও তোমারই শ্রেষ্ঠত্ব। দেবতার জন্ম-মৃত্যুর ক্ষমতা, অর্থাৎ আবাহন ও বিসর্জ্জনাদি ক্ষমতাও তোমারই হাতে ন্যস্ত। দেবতার উপবেশন ও ভোজনাদি তোমার ইচ্ছা বা আদেশের বিরুদ্ধে হইতে পারে না। কাজেই দে[illegible] যাইতেছে, এই দেবতার জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত, আসন, বসন, আহার বিহারাদি সর্ব্ব বিষয়ই তোমার হাতে ন্যস্ত এবং সে তোমার বেতনভোগী ভৃত্যাপেক্ষাও অধিক আজ্ঞাবহ। সুতরাং একমাত্র তোমার মনের [illegible] কল্পনার উপরেই যাহার অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব নির্ভর করে, সে কি প্রকারে তোমাকে ধন-জনাদি বা দীর্ঘায়ু দান করিয়া সুখী করিবে? আর তুমিই বা কোন্ বুদ্ধিতে, ঐ সকল সুখ-শান্তি পাওয়ার আশায় তাহার নিকট প্রার্থনা করিতেছ? অতএব এই সকল মূর্ত্তিপূজা দ্বারা তোমাদের ধন, জন বৃদ্ধির যে দুরাশা, তাহা তোমাদের মনের সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা বই আর কিছুই [illegible] বৎস! অজ্ঞানী পুরোহিত ও যজমান জানে না যে, যে কালী ও হরির মৃণ্ময় বা প্রস্তরময় মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া বাহিরে পূজিতেছে, সেই কালীই বা হরিই মনরূপে তাহাদের প্রত্যেকের দেহে থাকিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতেছেন, আবার তুমুল যুদ্ধও করিতেছেন। তোমরা যে নারায়ণকে প্রস্তরের মধ্যে পূজিতেছ, তিনি চৈতন্যরূপে তোমাদের প্রত্যেক [illegible]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হৃদয়ে বিরাজ করিয়া সকলকে চেতনা দিতেছেন। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই, মহাপুরুষ সুর ধরিয়া গাহিতে লাগিলেন,—(মিশ্র—সুর)

মন একি ভ্রান্তি তোমার, মন একি ভ্রান্তি তোমার?
আবাহন বিসর্জ্জন বলরে কর কা'র?
যে বিভু সর্ব্বত্র থাকে, ইহ তিষ্ঠ বল তাঁকে।
তুমি কে বা আন কা'কে একি চমৎকার?
অনন্ত জগদাধারে, আসন প্রদান ক'রে,
ইহাগচ্ছ বল তাঁ'রে একি অবিচার?
একি দেখি অসম্ভব, বিবিধ নৈবেদ্য সব;
তাঁরে দিয়ে কর স্তব, এ বিশ্ব যাঁহার॥

ভক্ত—প্রভু! যদি এই সকল মূর্ত্তিপূজাদি আমরা না করি, তবে আমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম বলিতে আর কিছুই থাকিবে না।

মহাঃ—বৎস! সৎসঙ্গে তত্ত্বালোচনা করাই একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'ধর্ম্ম-কর্ম্ম'। আচ্ছা বল দেখি, তোমরা যে এই সকল ধাবত, প্রস্তর-নির্ম্মিত বা মৃণ্ময়, শিবলিঙ্গ এবং কালী, দুর্গা ও কৃষ্ণ ইত্যাদির মূর্ত্তি পূজা করিয়া থাক এবং তোমাদের ঘরের স্ত্রীলোকগণও মঙ্গলচণ্ডী, বিপদতারিণী ও শীতলা-অষ্টমী প্রভৃতি অসংখ্য ব্রত করিয়া থাকে, তাহাতে তোমাদের কি লাভ হইতেছে? বোধ হয় সেই মঙ্গলচণ্ডীই তোমাদিগকে সর্ব্বদা মঙ্গলে রাখেন? আর, যাহারা ঐ সকল ব্রত-নিয়মাদি খুব বেশী পরিমাণে করিয়া থাকে, বোধ হয় তাহাদের কোন বিপদই হয় না?

ভক্ত—না প্রভু; আমি ত দেখিতেছি, ঐ সকল ব্রত নিয়মাদি লোকে করুক, বা না-ই করুক, কিন্তু বিপদ আপদ যখন যাহা হওয়ার, তাহা বিধির বিধানমতে সকলেরই হইয়া থাকে। তথাপি পুরোহিত ঠাকুরদের কথায় বিশ্বাস করিয়াই লোকে এই সকল ব্রতাদি করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাঃ—হে বৎস! যখন কোন যজমানের বাড়ীতে কোনও বি[...] উপস্থিত হয়, তখন সেই বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগকে পুরোহিত ঠাকুর বি[...] তারিণীর ব্রত. করিতে উপদেশ করেন। আর, যখন যজমানের বা[...] নানারূপ মামলা-মোকদ্দমা ও ভাই ভাই কলহ, অথবা মৃত্যুতে শোক[...] ইত্যাদি নানাপ্রকারের অশান্তি হইতে থাকে, তখন পুরোহিত ঠা[...] যজমানকে গৃহ-শান্তির জন্য, শিবপূজা, হাজার হাজার মূলমন্ত্র জ[...] চণ্ডীপাঠ করিতে উপদেশ করিয়া থাকেন। তাই যজমানগণও সকল বি[...] ঐ সকল কার্য্য করিয়া পুরোহিত ঠাকুরের কিছু প্রাপ্তির বন্দোবস্ত ক[...] দিয়া, তাহার পৌরোহিত্য ব্যবসাটীকে বহাল রাখে। কিন্তু সে[...] পুরোহিতের নিজ বাড়ীতে যখন যজমান বাড়ীর ন্যায়ই আপদ-বিপদ[...] ব্যাধিতে লোকক্ষয়াদি নানা প্রকার-অশান্তির সৃষ্টি হয়, তখন সেই পুরো[...] ঠাকুর তাহার নিজ বাড়ীর গৃহশান্তির জন্য যজমানদের ন্যায় ঐ সকল ব্র[...] এবং মন্ত্রজপ, চণ্ডীপাঠাদি কার্য্য করেন না কেন?

ভক্ত– তাহা আমি বলিতে পারি না।

মহাঃ—একটু মনোনিবেশ করিয়া বিচার করিলেই বেশ বু[...] পারিবে। যজমানদের বাড়ীতে ২।৪ টা পূজা বা ব্রতাদি হইলে তা[...] দক্ষিণার পয়সা এবং নৈবেদ্য, ভোজ্যাদি যাহা কিছু আয় হইয়া [...] তাহাতে পুরোহিতের জমা ছাড়া খরচ মোটেই নাই। কিন্তু [...] পুরোহিতের নিজ বাড়ীতে ঐ সকল পূজাদি হইলে, তাহাতে পুরো[...] কপর্দ্দকও জমা না হইয়া, কেবল খরচই হইবে। আর, যদি সত্য [...] ঐ সকল কার্য্যের দ্বারা শান্তি অনিবার্য্য বলিয়াই অবধারিত থাকিত[...] সেই পুরোহিত ঠাকুরও নিজ বাড়ীতে ব্যারামের সময় ভাল ডাক্তা[...] মোকদ্দমার সময় ভাল উকিল ডাকিয়া বহু অর্থ ব্যয় না করিয়া, অতি[...] সামান্য ব্যয়ে ঐ সকল পূজা ও ব্রতাদি করিয়াই বিপদ হইতে রক্ষা পা[...]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চেষ্টা করিতেন। ঐ সকল ব্রতাদি বা চণ্ডীপাঠাদি দ্বারা যে কোন কিছুই সুফল হইবে না, তাহা ব্যবসায়ী সুচতুর পুরোহিত ঠাকুর বিশেষ রকমই অবগত আছেন। তাই তিনি নিজে ঐ সকল কার্য্য করিতে জানিয়াও নিজের বাড়ীতে ঐ সকল করিবার ব্যবস্থা করেন না। মাত্র ব্যবসা দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের জন্যই পুরোহিতগণ যজমানদিগকে ঐ সকল ব্রতাদি করিতে উপদেশ করিয়া থাকেন।

ভক্ত—প্রভু! তবে আপনি কি বলিতেছেন, এসকল ব্রত-নিয়মাদি দ্বারা মনের কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া, মানুষ ধর্ম্মপথে অগ্রসর হয় না? আমাদের পিতা-পিতামহ হইতে আরম্ভ করিয়া, অনাদিকাল যাবৎ ঐ সকল ব্রতাদি সকলে করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু আজ আপনি বলিতেছেন 'ঐ সকল পুরোহিত ঠাকুরদের ব্যবসা মাত্র'। ইতিপূর্ব্বে আর এরূপ কথা কাহারও মুখে শুনি নাই।

মহাঃ—বৎস! তোমাদের মনে বিচারশক্তি মোটেই নাই, তাই পূর্ব্বাপর সমাজের পাঁচজনে যাহা করিয়া যাইতেছে, দেখাদেখি তোমরাও তাহাই নির্ব্বিচারে করিয়া যাইতেছ। কিন্তু এই কার্য্যের দ্বারা তোমাদের লাভালাভ কি হইতেছে, যদি তাহা একবারও চিন্তা করিয়া দেখ, তবে আমি কেন, তুমিও বলিবে যে 'ইহা পুরোহিতের ব্যবসা বই আর কিছুই নয়'। আর তুমি যে বলিতেছ, অনাদিকাল হইতেই ইহা আমাদের সমাজে চলিয়া আসিতেছে, তাহাও সত্য নয়। প্রায় ছয় সাত শত বৎসর পূর্ব্বেও পুরোহিত ঠাকুরগণ সুবচনী, মঙ্গলচণ্ডী, ইয়াতল, জরাজরি প্রভৃতি বিবিধ ব্রতাদির নামগন্ধও জানিতেন না। তাই তখন স্ত্রীলোকদিগকে এইরূপ ধাঁধা লাগাইয়া চাউল, কলা আদায় করিবার কোন ব্যবসারও সুবিধা পাইতেন না। ক্রমে স্ত্রীলোকদের অজ্ঞানতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, সুচতুর ব্যবসায়ী পুরোহিতগণ এই সকল ব্যবসা বিস্তারের সুযোগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাইয়াছেন। অনেক স্থলেই দেখিও যে, পুরোহিত ঠাকুর হয় ত অল্প যুবক, নিরেট অজ্ঞ একজন বাচাল বা নেশাখোর, চরিত্রহীন, চঞ্চল প্রকৃতি লোক। অথচ যজমানের সম্পূর্ণ ধারণা যে, পুরোহিত যত রকম দোষী হউক না কেন, পুরোহিতবংশের যে কেহ একজন হইলেই সে পুরোহিত হইল। যজমান একবারও ভাবিয়া দেখে না যে, যে নিজেরই মনের স্থিরতা নাই, মনে জোর নাই; অর্থাৎ যে নিজের চিত্ত সংযম করিয়া নিজ মনেরই প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই, সেই ব্যক্তি কি প্রকারে একটী মাটির বা প্রস্তরের মূর্ত্তির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ জীবন করিতে সমর্থ হইবে? কেবল পুস্তকে লিখিত মন্ত্রপাঠ করিয়াই পুরোহিতগণ জীবনদান করিতে পারেন, তবে সেই সকল পুরোহিতগণ নিজের ও যজমানগণের মৃত আত্মীয়গণের জীবনদান করিয়া তাহাদিগকে ঐ মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করেন না কেন? মাটির বা প্রস্তরের পুতুলের জীবনদান করা অপেক্ষা মৃত মানুষের জীবনদান করা অনেক সহজ সাধ্য। কারণ মৃত ব্যক্তির হাড়, রক্ত, মাংসে একটী দেহ ত প্রস্তুতই আছে, মন্ত্র দ্বারা এখন মাত্র জীবনদানটুকু দিলেই মৃত ব্যক্তি জীবিত হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু মৃণ্ময় বা প্রস্তরময় প্রথমতঃ মন্ত্রবলে রক্ত-মাংসে গঠিত করিয়া পরে তাহার জীবনদান হইবে। আর, পুরোহিত ঠাকুরদের প্রকৃতই জীবনদান দেওয়ার থাকিলে, কেবল আমাদের এই ভারতে কেন, এশিয়া, ইউরোপ, আ প্রভৃতি পৃথিবীর সর্ব্বত্রই তাহাদের সর্ব্বোচ্চ আসন মিলিত। বাহিক মূর্ত্তিপূজা বা ব্রতাদির যে সকল মন্ত্র আছে, উহা কেবল দেবতার খোসামোদ ও কামনায় পূর্ণ। উহাতে শুধু মূর্ত্তির করতঃ তাঁহার খোসামোদ করিয়া সেই মূর্ত্তির নিকট কেবলই 'দেহি' রবে চীৎকার করা ভিন্ন আর কিছুই নাই। সুতরাং এসকল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি প্রকারে আত্মোন্নতির আশা করিতেছ? এই সকল মূর্ত্তি পূজা করিতে করিতে তোমাদের অধিকাংশ হিন্দুরই মনের মধ্যে এইরূপ একটা বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে যে, মূর্ত্তিপূজা ব্যতীত মানুষ আর কিছুতেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্তি পাইতে পারে না এবং এই পূজার অতিরিক্ত তোমাদের জানিবার বা বুঝিবার আর কিছুই নাই ও থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ তোমাদের ব্যবসায়ী গুরু-পুরোহিতগণও মূর্ত্তিপূজাই জীবের মুক্তির চরম সীমা বলিয়া জানেন; তদতিরিক্ত যে 'আত্মতত্ত্ব' বলিয়া কোন কিছু জানিবার বিষয় আছে, তাহা তাহাদের বোধাতীত। উহাদের মধ্যে যদিও কোন গুরু বা পুরোহিত ঠাকুর সেই আত্মতত্ত্ব অবগত থাকেন, তবে তিনিও নিজেদের গুরুতা ও পৌরোহিত্য ব্যবসার ক্ষতি হইবে দেখিয়া স্বার্থহানি ভয়ে, সেই তত্ত্ব প্রকাশ করেন না। কাজেই তোমরা শিষ্য বা যজমানগণ কোথা হইতে সে সকল গুহ্যাদপিগুহ্য তত্ত্ব অবগত হইবে? আত্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ যে সকল আধ্যাত্মিক রাজ্যের শিশুগণ তোমাদের গুরুগিরি বা পৌরোহিত্য করিতে আসেন, তাঁহাদের নিকট তোমরা তোমাদের আত্মোন্নতির কি আশা করিতে পার? লোকে কথায় বলে, 'দাদা অন্ধ, আমিও চোখে দেখি না, সুতরাং কে কাহাকে পথ দেখাইবে?' তোমাদেরও ঠিক তাহাই হইয়াছে?

ভক্ত—প্রভু! তবে আমরা যে শালগ্রামে, শিবলিঙ্গে বা অন্যান্য ধাতব ও মৃণ্ময় মূর্ত্তিতে ভগবানের কল্পনা করিয়া থাকি, তাহা কি মিথ্যা? সেই সকল মূর্ত্তির মধ্যে কি ভগবান নাই?

মহাঃ—বৎস! যাহা কল্পনা, তাহা কোন বস্তু নহে; ইহা প্রবুদ্ধ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। 'কল্পনা' শব্দের অর্থই মিথ্যা। যেখানে যে বস্তু সত্য-সত্যই আছে, সেখানে আর তোমার কোন কল্পনারই দরকার হয় না। আর, যেখানে যাহা নাই, সেখানে তোমার মন নিজের ইচ্ছামত তাহা কল্পনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া লয়। তুমি যে দেবতাগণের মূর্ত্তি ধ্যান কর, তাহা তোমার ম
কল্পিত মূর্ত্তি। চৈতন্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে তোমার জড় মনের কল্পনা দ্বারা মূ
জড় মূর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ জড়ে পরিণত করিয়া লও। মানুষের ম
অজ্ঞাতসারে কোন ভ্রম জন্মিলে, বস্তুর সত্য-মিথ্যা বিচার দ্বারাই সেই
দূরীভূত হয়। এইরূপ ভ্রমকেই 'অধ্যারোপ' (১) বলা হয়। কি
কাহারও ইচ্ছাকৃত স্বকল্পিত ভ্রম কখনও দূর হইবার নয়। তোমা
এই মূর্ত্ত্যাদি পূজাতে ঠিক সেই ইচ্ছাকৃত স্বকল্পিত ভ্রমই হইয়া থা
কারণ প্রস্তরময়, ধাতব বা মৃণ্ময় যে সকল মূর্ত্তিতে তোমরা সর্ব্বব্যাপক বি
বা জ্ঞানরূপী চিন্ময় শিবের কল্পনা করিয়া থাক, যদি সত্যই ঐ সকল মূ
ঐ সকল দেবতা সীমাবদ্ধভাবে বিদ্যমান থাকেন, তবে আর তোমা
কল্পনা করার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে? মনে কর, আমি নি
এখানে বিদ্যমান আছি; এখন আমাকে কিছু ভোজন করাইতে হই
তোমার মনে মনে আমার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া পুনরায় আমার জীব
করার প্রয়োজন হয় কি? অতএব দেখা যায় যে, তোমরা স্বইচ্ছায়
মিথ্যা কল্পনা-জালে আবদ্ধ হইতেছ। গুটিপোকা যেরূপ নিজে বাসা
করিতে করিতে, শেষে নিজের তৈয়ারী বাসায় নিজেই বদ্ধ হইয়া
তোমরাও সেইরূপ তোমাদের স্বেচ্ছাকৃত কল্পনা-জালে বদ্ধ হইয়া, আ
সেই মিথ্যা কল্পনার উপরেই তোমাদের উপাসনাদি কার্য্য করিয়া
সুতরাং এই ইচ্ছাকৃত ভ্রম, তোমরা বিচার বলে স্বইচ্ছায় দূর না ক
কিছুতেই তাহা দূর হইবার নয়। অন্ধ ব্যক্তি যেমন সমস্ত জীবনে

(১) অসর্পভূতে রজ্জৌ সর্পারোপবৎ, বস্তুন্যবস্ত্বারোপঃ অধ্যারো
(বেদান্তসার) অর্থাৎ সর্পের সহিত কোনই সম্পর্ক নাই, এইরূ
রজ্জুতে যেমন সর্প ভ্রম হয়, সেইরূপ এক বস্তুতে অন্য বস্তুর আরো
অধ্যারোপ' বলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শব্দ জপ করিলেও চক্ষুর অভাবে তাহার সূর্য্যদর্শন হয় না, তোমাদেরও সেইরূপ, সমস্ত জীবন কল্পিত মূর্ত্তিপূজা করিয়াও আত্মজ্ঞানাভাবে আত্মদর্শন লাভ হইতেছে না। বৎস! আমি দেখিতেছি, তোমরা স্বইচ্ছায় নিজের চোখে হাত চাপিয়া বলিতেছ 'অন্ধকার'; এখন হাত সরাইয়া লও, তবেই আলো দেখিতে পাইবে।

ভক্ত—প্রভু! সাধক রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতি অনেক মহাত্মাই মূর্ত্ত্যাদি পূজাদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া আত্মোন্নতি করিয়াছিলেন কি প্রকারে?

মহাঃ—বৎস! সেই সকল মহাত্মা প্রথম জীবনে অজ্ঞানাবস্থায় মূর্ত্তিপূজা করিতেন বটে, কিন্তু পরে ব্রহ্মজ্ঞ গুরু কৃপা করিয়া যখন তাঁহাদের মনের ভ্রম ধরাইয়া দিয়াছিলেন, তদবধিই তাঁহাদের বাহ্যিক দৃষ্টি অন্তর্মুখী হইয়া গিয়াছিল। তাই তখন তাঁহারা সময় সময় লোক-দেখানভাবে বাহ্যিক পূজা করিতেন মাত্র। আত্মজ্ঞান লাভের পর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কালীমূর্ত্তির পায়ে ফুল-বিল্বপত্র না দিয়া নিজের মাথায় দিতেন; তিনি চাউল-কলার নৈবেদ্য কালীকে নিবেদন না করিয়া, সেই চাউল-কলা একত্র মাখিয়া নিজেই খাইতেন। তখন হয় ত কেহ জিজ্ঞাসা করিত, "ঠাকুর! একি করিতেছেন?" উত্তরে তিনি বলিতেন, "কালীমায়ের পূজা করিতেছি।" এই ভাবে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আরও এমন অনেক কার্য্য করিতেন, যাহাতে তাঁহার বাহ্যিক পূজা ছাড়িয়া, ভিতরে আত্মপূজার পরিচয় পাওয়া যাইত। তাঁহার উপদেশাবলীতেও স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, তিনি একজন শ্রেষ্ঠ আত্মজ্ঞ মহাপুরুষ ছিলেন। সাধক রামপ্রসাদও প্রথম জীবনে বাহ্যিক মূর্ত্তিতেই পূজা করিতেন এবং দ্বৈতোপাসনা বিষয়ক গান গাহিতেন। যেমন—
'তোরে মা মা বলে আর ডাকব না, তুই দিয়েছিস দিতেছিস কতই যন্ত্রণা।'

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'মা আমায় ঘুরাবি কত, কলুর চোকঢাকা বলদের মত।'

পরে যখন তিনি নিজের মন-প্রকৃতিকে চিনিতে পারিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তখন তিনি সেই মনরূপী কালীর উপর ক্রোধান্বিত হইয়া গাহিতেন,—

'আয় মা সাধন-সমরে, দেখি মা হারে কি পুত্র হারে।
দিয়ে জ্ঞান-ধনুকে টান, নিয়ে ব্রহ্ম-বাণ জিনিব এবার মা তোরে।'

* * *

'কালী এবার তোমায় খাব।
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা, দু'টোর একটা করে যাব।
তোমার মুণ্ডমালা কেটে আমি অম্বলে সম্বরা দিব॥'

* * *

'মন তোর এত ভ্রান্তি কেনে, একবার কালী বলে বস রে ধ্যানে।
ধাতু, পাষাণ, মাটির মূর্ত্তি, কাজ কিরে তো'র সে গঠনে।
তুমি মনোময় প্রতিমা গড়ি বসাও হৃদি পদ্মাসনে॥
আতপ চাউল আর পাকা কলা, কাজ কিরে তোর আয়োজনে।'

রামপ্রসাদের শেষোক্ত গানটী দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছ যে, তিনি ফুল-বিল্বপত্র ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা বাহ্যিক মূর্ত্তিপূজা আদৌ পছন্দ করিতেন না; যেহেতু ইহাদ্বারা আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। ঠিক এইভাবে, রামপ্রসাদের পূর্ব্বাপর গানগুলি পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি প্রথম জীবনে দ্বৈত ও পরে অদ্বৈত ভাবের গান গাহিয়াছেন। এইরূপে তুমি যত মহাপুরুষদেরই নাম কর না কেন, আত্মজ্ঞান লাভ না করিয়া, কেবল বাহ্যিক পূজার্চ্চনা দ্বারা কেহই মহাপুরুষ হইতে বা চিরশান্তি লাভ করিতে পারে নাই ও পারিবে না।

ভক্ত—ভগবন্! আপনার যুক্তিতে স্পষ্টই বুঝিতেছি, আমরা যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তি সহকারে কালী, দুর্গা, শিব, কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবতাদের মূর্ত্তি পূজা করিতেছি, এই সকল ধর্ম্ম-কর্ম্মের দ্বারা আমাদের ভবিষ্যতে মনের অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়ার এবং ভগবদ্দর্শনের পথে অগ্রসর হওয়ার কোনই আশা নাই। অথচ বেদ-বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, এরূপ অনেক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এবং উচ্চ শিক্ষিত অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিও ঐ সকল মূর্ত্ত্যাদি পূজা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারাও এই সকল কর্ম্মকে উত্তম কার্য্য এবং আত্মজ্ঞানের পন্থা মনে করিতেছেন কেন?

মহাঃ—বৎস! আমার কথাগুলির মধ্যে এমন অনেক কথা আছে, যাহা শুনিয়া তুমি ভয় পাইবে। কিন্তু আমি যাহা বলিতেছি, তাহা স্মরণ রাখিও এবং এই কথাগুলি বেশ করিয়া প্রণিধান করিও; আর দিবা রাত্রি ঐ সম্বন্ধে চিন্তা করিও, তবেই এই সকল কথাগুলির সার মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া, সত্যে অবস্থিত হইতে সমর্থ হইবে। কেবল বি, এ, এম, এ পাশ করিলে, অথবা গাড়ী-গাড়ী পুস্তক পড়িয়া বিদ্যাভিমানী পণ্ডিত হইলেই যে তাহারা জ্ঞানী হইবে বা তাহাদের মনে বিচারশক্তি জন্মিবে, এমন কোনও নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং যে পর্য্যন্ত তাহাদের মনে বিচারশক্তি না জন্মে, সে পর্য্যন্ত তাহারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে না পারিয়া, কেবল লোক-দেখাদেখি কাজ করিয়া যাইতে থাকে। তদ্দ্বারা তাহাদের তত্ত্বজ্ঞান না জন্মিয়া বরং উপাধির বোঝা দ্বারা পাণ্ডিত্যাভিমানে অজ্ঞানতাই বৃদ্ধি পায়; এবং তাহাতে দম্ভ ও অহঙ্কারের সৃষ্টি হইয়া তাহাদের মন অধঃপতিত হয়। তাই তাহারা এত শোক-তাপ ভোগ করে। অতএব, বিদ্যাভিমানী, দাম্ভিক, অজ্ঞানী পণ্ডিত অপেক্ষা অপণ্ডিত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই প্রকৃত 'পণ্ডিত'। কারণ, অন্তঃকরণের যে বৃত্তির দ্বারা সর্ব্বত্র আত্মচৈতন্য উপলব্ধি হয়, সেই বৃত্তির নাম 'পণ্ডা'। তাদৃশ মনোবৃত্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তিই 'পণ্ডিত'। পীঠমালাতন্ত্রও বলেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মা দেহো মনো যত্র সাধিতং তচ্চ শিক্ষিতম্।

অর্থাৎ—"যে শিক্ষায় আত্মা, মন ও দেহ যুগপৎ এই তিনের উৎকর্ষ সাধিত হয়, তাহাই প্রকৃত শিক্ষা।" অতএব তত্ত্বজ্ঞানহীন পণ্ডিতেরা কেবল বোধচঞ্চু হইয়া থাকে। সুতরাং বোধচঞ্চু না হইয়া কোন উপায়ে বোদ্ধব্য বস্তু বুঝিয়া লওয়া উচিত। বোধচঞ্চু হইলে, কেবল পরমত খণ্ডনের জন্যই মন ব্যাকুল থাকিবে, তত্ত্ব-নির্ণয়ে সমর্থ হইবে না। কাজেই তুমি উহাদের ন্যায় কেবল বোধচঞ্চু হইও না। হে মহামতে! কেবল শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা কিছুতেই কাহারও সত্য ... হইতে পারে না। এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যাহারা শাস্ত্রের ... এবং বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্র সকল বহুবার পাঠ করিয়া অন্যান্য মতের ... বাদানুবাদ করিতেছে; অথচ তাহাদের আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বিন্দুমাত্র অনুভূতি হয় নাই। সুতরাং যখন তাহারা সেই শাস্ত্রোক্ত সাধন প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিবে, তখন তাহারা ক্রমে এমন এক স্থানে যাইয়া পৌঁছিবে, যথায় যুক্তিও প্রবেশ করিতে অক্ষম। তথায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ, অনুমান প্রমাণ, অথবা যুক্তিপ্রমাণের কোন কার্য্যকারিতাই থাকে না। সুতরাং ... দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, কেবল শাস্ত্র অধ্যয়নই ধর্ম্ম নহে, প্র... করাই যথার্থ ধর্ম্ম, উহাই ধর্ম্মের সার। আর অবশিষ্ট পুস্তক পাঠাদি ... ধর্ম্মের সহায়ক মাত্র। সমস্ত জীবন কেবল মুখে মুখে বিচার করিয়া তাহা আত্মতত্ত্ব প্রমাণ বা অপ্রমাণ কিছুই করিতে পারিবে না, যতদিন প্র... করিতে না পারিবে। বেদান্তও বলেন—

বস্তুস্বরূপং স্ফুটবোধচক্ষুষা, স্বেনৈব বেদ্যং ন তু পণ্ডিতেন।
চন্দ্রস্বরূপং নিজচক্ষুষৈব, জ্ঞাতব্যমন্যৈরবগম্যতে কিম্?

অর্থাৎ—"যেরূপ চন্দ্রের স্বরূপ দর্শন স্বীয় নেত্র ব্যতীত অপর ...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা সম্ভব হয় না, তদ্রূপ বস্তুর স্বরূপ বোধ (ব্রহ্ম পদার্থের জ্ঞান লাভ করা) নিজ স্ফুটিত জ্ঞানরূপ নেত্রদ্বারাই হয়, কেবল শাস্ত্রবেত্তা হইলেই হয় না।"

বাগ্‌বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্‌বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে॥

অর্থাৎ—"যেমন বাগ্বৈখরী ও শব্দঝরী ইত্যাদি বাক্য সমূহ শাস্ত্র ব্যাখ্যা-বিষয়ে কৌশল মাত্র, তদ্রূপ পণ্ডিতদিগের পাণ্ডিত্য প্রকাশ কেবল ভোগের জন্য, কিন্তু মোক্ষের জন্য নহে।"

দেহেন্দ্রিয়াদাবসতি ভ্রমোদিতাং বিদ্বানহন্তাং ন জহাতি যাবৎ।
তাবন্ন তস্যাস্তি বিমুক্তিবার্ত্তাপ্যস্ত্বেষ বেদান্তলয়ান্তদর্শী॥

অর্থাৎ—"শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি যাবৎ অনিত্য দেহ ও ইন্দ্রিয় সমূহে ভ্রমজন্য অহং-বুদ্ধি বিসর্জ্জন না করেন, তাবৎ তিনি বেদান্তজ্ঞই হউন বা প্রলয়ান্ত-দর্শীই হউন, মোক্ষ-পথের বহু দূরে বিদ্যমান থাকেন।" পীঠমালা তন্ত্র বলেন,—

আলোচ্য চতুরো বেদান্ ধর্ম্মশাস্ত্রাণি সর্ব্বথা।
যোঽহং ব্রহ্ম ন জানাতি দর্ব্বী পাকরসং যথা॥
যথা খরশ্চন্দনভারবাহী ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য।
তথৈব শাস্ত্রাণি বহূন্যধীত্য সারং ন জানন্ খরবদ্বহেত সঃ॥
আহারনিদ্রা ভয়মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
জ্ঞানং নরাণামধিকো বিশেষো জ্ঞানেন হীনঃ পশুভিঃ সমানঃ॥

অর্থাৎ—"দর্ব্বী বা হাতা যেমন সর্ব্বপ্রকার পাক দ্রব্যের মধ্যে ঘুরিয়াও পাক-রস বিদিত হয় না, তদ্রূপ চারি বেদ ও সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্বতোভাবে আলোচনা করিয়াও 'আমিই ব্রহ্ম' এই প্রকার জ্ঞানের উদয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয় না। এরূপ ব্যক্তি সর্ব্বথা বঞ্চিত। গর্দ্দভ যেমন চন্দনাদির ভার বহন করিলেও ভার মাত্রই অবগত হয়, চন্দনের গুণাদি জানিতে পারে না; তদ্রূপ বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহাদের সারাংশ স্বরূপ পরমাত্মাকে জানিতে না পারিলে, গর্দ্দভের ন্যায় শাস্ত্র-ভার বহন মাত্র সার হইয়া থাকে। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, এই সকল বিষয়ে পশুর সহিত মানুষের কিছু মাত্রও প্রভেদ নাই। একমাত্র আত্মজ্ঞানই মনুষ্যের পশু অপেক্ষা উৎকর্ষের হেতু। সুতরাং আত্মজ্ঞানহীন ব্যক্তি পশুর সমান।" ভক্তবীর তুলসী দাসজী বলিতেন—

পোথি পঢ়ি পঢ়ি জগমুয়া, পণ্ডিত ভয়ে ন কোয়।
এঁকৈ অক্ষর প্রেমকা পঢ়ে, সো পণ্ডিত হোয়॥

অর্থাৎ—"বহু শাস্ত্র পড়িতে পড়িতে জীবন অতিবাহিত হইল, তথাপি কেহ পণ্ডিত হইতে সমর্থ হইল না। কিন্তু যে ব্যক্তি অন্তর্নিহিত ভাবের সহিত একাক্ষরও (একখানা শাস্ত্রও) অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহাকেই প্রকৃত পণ্ডিত বলা হয়।"

পণ্ডিত ঔর মশালচি, ইন্‌কি গত কহী না যায়।
পরকো দিয়া দেখায়কে, আপ অাঁধারে ধায়॥

অর্থাৎ—"তত্ত্বজ্ঞান-বিহীন, ধর্ম্মাভিমানী পণ্ডিত ও দীপধারক, এই দুই ব্যক্তির দুরবস্থার কথা আর কি কহিব? দীপধারক, বিবাহাদি ব্যাপারে বড় দীপ মস্তকে করিয়া অন্য জনগণকে পথ দেখায়; অথচ সেই দীপের নিম্নস্থ ছায়া ঐ দীপধারকের সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়াও শরীরের বাহিরে কিছু দূর পর্য্যন্ত বেষ্টন করাতে, প্রতি পদক্ষেপেই তাহাকে অন্ধকারে পা ফেলিয়া হাঁটিতে হয়। বিদ্যাভিমানী পণ্ডিতগণও ঠিক সেইরূপ শাস্ত্রীয় শ্লোক দ্বারা অন্য বিষয়ী জনগণকে সৎপথ দেখাইয়া, নিজে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অজ্ঞানান্ধকারে অসৎভাবে জীবনের পথে পরিভ্রমণ করে।" মুক্তিকোপনিষদ্‌ও বলেন,—

অধীত্য চতুরো বেদান্ সর্ব্বশাস্ত্রাণ্যনেকশঃ।
ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি দর্ব্বী পাকরসং যথা॥

অর্থাৎ—"অনেকে বহুবার চারি বেদ এবং সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও ব্রহ্মতত্ত্ব জানে না; যেমন দর্ব্বী (হাতা) পাক-দ্রব্যে ডাল, তরকারী, মাংস ইত্যাদির মধ্যে ঘুরিয়াও তাহার স্বাদ বুঝে না,—ঠিক সেইরূপ।"

বৎস! দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়া, সেই জ্ঞান-বলে আত্ম-সাক্ষাৎকার করিব, এই অভিপ্রায়েই লোকে বেদ-বেদান্তাদি পাঠ বা শ্রবণ করে। কিন্তু যদি চৌদ্দ শাস্ত্র, বেদ চতুষ্টয় ও অষ্টাদশ পুরাণ পাঠ, অথবা শ্রবণ করিয়াও সেই আত্মাকে লক্ষ্য করিতে না পারে, তবে তাহার সেই শাস্ত্র পাঠে বা শ্রবণে কি ফল হইল? ষড়্‌দর্শন পাঠ করিয়াও যদি আমার দর্শনের শক্তি (আত্মদর্শনের শক্তি) না জন্মিল, তবে সকলই পণ্ডশ্রম। সুতরাং কেবল গ্রন্থের শব্দ কর্ণে গেলেই জ্ঞান জন্মিতে পারে না, যদি সেই শব্দ শ্রোতার মনের সঙ্গে যোগ হইয়া বুদ্ধির বিচার্য্য বিষয় না হয়। তোমরা যে ভাবে কামনা-পরায়ণ হইয়া, দেব-দেবীর মূর্ত্তি আনিয়া ফুল, বিল্বপত্রাদি দ্বারা পূজা করতঃ, চাউল, কলা, চিনি, বাতাসা ও পাঁঠা, মহিষাদি দ্বারা তাঁহাদের ভোগের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, ঢাক, ঢোল, কাঁসর, ঘণ্টা পিটাইয়া হুড়োহুড়ি করিতে থাক, আর সেই মূর্ত্তির নিকট "ধন দাও, জন দাও" ইত্যাদি কেবলই 'দাও দাও' রবে চীৎকার করিতে থাক, ইহার নাম ভক্তি নয়,—ইহার নাম 'কাম'। কাজেই ঐ সকল মূর্ত্তিপূজা দ্বারা তোমাদের মানসিক উন্নতির কোনই আশা নাই। বৎস! আত্মবিচার ও তৎকথাই সর্ব্ব দুঃখ-যন্ত্রণা নিবারণের মুখ্য উপায়। ইহা ব্যতীত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্য উপায়ে সংসার-দুঃখ নিবারিত হয় না। তপোনুষ্ঠান, বেদাভ্য যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, কি গ্রন্থান্তরের আলোচনা, এ সকল সংসার-দুঃ নিবারণের মুখ্য উপায় নহে।

এই বিষয়ে একটী সত্য ঘটনা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি কে একস্থানে একটী শ্মশান ঘাটে, মাটির নীচে একটী গুহায়, কয়েক মাস অব করিতেছিলাম। তখন একদিন সাংখ্যতীর্থাদি উপাধিধারী একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া অতি নম্রভাবে বলি "বাবা! আমি বহু বড় বড় পণ্ডিতমহাশয়দের সভাতেও একটী প্র মীমাংসায় বিমুখ হইয়া, সেই অমীমাংসিত প্রশ্ন লইয়া আজ আপনার নি উপস্থিত হইয়াছি। আশা করি কৃপা করিয়া আপনিই আমাকে এই বি শান্তি দান করিবেন। প্রশ্নটী এই, আমার এই ৭২ বৎসর বয়স গুরুবাক্য মত এবং শাস্ত্রাদেশানুযায়ী সন্ধ্যা-বন্দনা, শিবপূজা ও মৃন্ময় ইত্যাদি সমস্তই যথারীতি করিয়া আসিতেছি। কিন্তু তথাপি কিছু মনের কাম, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, শঠামী, ধূর্ত্তামী প্রভৃতি বৃত্তি সকল বিন্দু হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে না। বরং যতই বার্দ্ধক্য আসিতেছে, ততই ইন্দ্রিয়গুলি অকর্ম্মণ্য হইলেও, অন্তরেন্দ্রিয় মনের ভোগ-পিপাসা দিনে যেন বৃদ্ধিই পাইতেছে। অথচ শাস্ত্র বলেন, 'এই সকল কর্ম্মের দ্বারা শুদ্ধি হয়।' তবে কি শাস্ত্রবাক্য মিথ্যা?" তখন আমি বলি 'মহাশয়! শাস্ত্রবাক্য কি কখনও মিথ্যা হইতে পারে? আপনি যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহার জ্ঞান সেই শাস্ত্রেই রহিয়াছে,— মনের ভিতরে প্রবেশ করে নাই। ঐ সকল শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠকরা সঙ্গেই নিজের মনের দিকে লক্ষ্য করিয়া সেই মনরূপ সূক্ষ্ম গ্রন্থকেও ঠিক পাঠ করিতে হয়। গ্রন্থের পাতায় পাতায় যেরূপ উপদেশপূর্ণ বাক্য সূক্ষ্ম মন-গ্রন্থেও ঠিক সেইরূপ বহু পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার সকল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাসনা ও মনোবৃত্তিসকল মনের পরতে পরতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আপনার নিজের মন-গ্রন্থ পড়া হয় নাই, তাই শাস্ত্র-গ্রন্থ পাঠ করিয়া, উপাধির বোঝা লইয়া, পণ্ডিতাখ্যা পাইয়াও শান্তি পাইতেছেন না। সন্ধ্যা করা কার্য্যটীও আপনার ঠিকমত করা হয় নাই। আচ্ছা বলুন দেখি, সন্ধ্যা করিতে বসিয়া আপনি প্রথম কি করিয়াছেন?'

পণ্ডিত—আমি প্রথমেই আচমন করিয়াছি।

আমি—'আচমন' কাহাকে কহে ও কি প্রকারে করিতে হয়?

পণ্ডিত—দক্ষিণ হস্তকে গোকর্ণবৎ করিয়া, সামান্য পরিমাণ জল গ্রহণে মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক তিন বার সেই জল মুখে দিয়া, পরে শরীরের অষ্টস্থান স্পর্শ করিয়াছি।

আমি—ইহাকে সাধারণ বাহ্যিক 'স্থূল আচমন' বলে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আপনি নিজের সূক্ষ্ম মন-গ্রন্থ পাঠ করেন নাই, এই জন্য আপনার সূক্ষ্ম-দৃষ্টি মোটেই নাই। স্থূল-দৃষ্টি আর সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে আলো আর অন্ধকারের ন্যায় প্রভেদ। স্থূল-দৃষ্টিতে সূর্য্যকে একখানা থালার মত দেখায়, সূক্ষ্ম বিচার-দৃষ্টিতে সেই সূর্য্যকেই বিরাট পৃথিবী হইতেও বহুলক্ষগুণ বড় দেখায়। সুতরাং আপনি সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখুন, দেখিতে পাইবেন 'আচমন' শব্দের তাৎপর্য্যার্থ, ময়লা ধৌত করিয়া পবিত্র করা। আপনার পূর্ব্ব-বর্ণিত 'আচমন' দ্বারা আপনার মনের ময়লা ধৌত হইয়া মন পবিত্র হয় নাই, কাজেই প্রকৃত আচমনই হয় নাই। বিবেক-জলে মনের বিষয়-বাসনা ধৌত করিয়া, মনকে পবিত্র করিতে হইবে। অর্থাৎ মন যখন বিষয়-চিন্তা রহিত হইবে, তখনই আপনার প্রকৃত 'আচমন' সিদ্ধ হইবে। ভাবার্থ এই,—মন যে সর্ব্বদাই কোনও একটা না একটা বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া কেবলই সংকল্প-বিকল্প করিতে থাকে, তাহা আপনি দেখিতেছেন ত? বিচার দ্বারা সেই সঙ্কল্প-বিকল্প হইতে মনকে পৃথক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া রাখিতে পারিলে বা মনের এই সঙ্কল্প-বিকল্প রূপ কর্ম্ম রহিত করিয়া দিতে পারিলে, তবেই আপনার 'আচমন' সিদ্ধ হইবে। আর, ঐরূপ আচমন হইলেই তখন আপনার মনরূপী জীব, বুদ্ধি-সহযোগে পরমাত্মার অভেদ ভাবনা করিবে। জীবাত্মা ও পরমাত্মার এই অভেদ ভাব নামই প্রকৃত 'সন্ধ্যা'। সুতরাং আচমন ঠিকমত হয় না বলিয়াই, সাধারণ লোকের সন্ধ্যাও হয় না। তাই সেই সন্ধ্যাদি কর্ম্মের দ্বারা তাহাদের চিত্তমল ধৌত হইয়া পরম শান্তি লাভ হয় না। এই সন্ধ্যা বিষয়ে বেদান্তের ব্রহ্মোপনিষদ বলেন,—

যদাত্মা প্রজ্ঞয়াত্মানং সন্ধত্তে পরমাত্মনি।
তেন সন্ধ্যা ধ্যানমেব তস্মাৎ সন্ধ্যাভিবন্দনম্॥

অর্থাৎ—"যে সময় জীবাত্মা বুদ্ধি-সহযোগে পরমাত্মাকে অভেদ জ্ঞান করে, তাহার নাম 'সন্ধ্যা'। সুতরাং আত্মধ্যানই 'সন্ধ্যা' শব্দে অভিহিত। এই জন্য এই প্রকার সন্ধ্যা অবশ্য করণীয়।" পরমহংসোপনিষদ্ বলেন,—

পরমাত্মাত্মনোরেকত্বজ্ঞানেন তয়োর্ভেদ এব বিভগ্নঃ সা সন্ধ্যা।

অর্থাৎ—"এইরূপ অভেদ জ্ঞানই জীবাত্মা ও পরমাত্মার সন্ধি, অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ববোধ হইতে নিষ্পন্ন হয় বলিয়া ঐ সন্ধি বা অভেদ-জ্ঞানের নামই সন্ধ্যা।" তাৎপর্য্য এই, দিবা ও রাত্রির সন্ধিতে অনুষ্ঠীয়মান ক্রিয়ার নাম যেরূপ 'সন্ধ্যা', সেইরূপ জীব ও ব্রহ্মের সন্ধি একত্ব-বোধের নামও 'সন্ধ্যা'। অতএব যে ভাবে আপনারা বাহিক ক্রিয়া করিয়া থাকেন, তদ্দারা সত্যসত্যই চিত্তমল ধৌত না হইয়া বরং 'আমি ত্রিসন্ধ্যান্বিত নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ' ইত্যাদিরূপে মনে অভিমানাদি স্মরিয়া মনকে আরও অধিকতর মলিনীকৃতই করিয়া ফেলে। ঠিক এইরূপ ভাবেই বিচার করিয়া দেখুন, আপনি শিবপূজা করেন বটে, কিন্তু পূজার বহিঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিবলিঙ্গকে ফেলিয়া সর্ব্বাগ্রে নিজের মস্তকে ফুল দিয়া নিজের পূজা করেন কেন? এ বিষয়েও কোন চিন্তাই আপনার মনে জাগিতেছে না। অথচ শিব-সংহিতা বলেন,—

আত্মসংস্থং শিবং ত্যক্ত্বা বহিঃস্থং যঃ সমর্চ্চয়েৎ।
হস্তস্থং পিণ্ডমুৎসৃজ্য ভ্রমতে জীবিতাশয়া॥

অর্থাৎ—"নিজ দেহস্থ শিবকে (আত্মলিঙ্গকে) পরিত্যাগপূর্ব্বক যে বাহিরে মূর্ত্তিতে শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করে, সেই মূঢ় ব্যক্তি নিজ হাতের খাদ্য পরিত্যাগ করিয়া জীবন ধারণের নিমিত্ত দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে।" ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছেন যে, প্রকৃত পক্ষে শিবকে দেহের বাহিরে মূর্ত্তিতে পূজা করাই মস্ত ভ্রম, তাঁহাকে দেহের মধ্যেই পাওয়া যাইবে এবং সেই ভাবেই তাঁহাকে অন্তরে পূজা করিতে হইবে। অতএব আত্মজ্ঞ গুরুর কৃপাক্রমে মনে বিচারশক্তি না জন্মিলে, আপনার চিত্তমল দূরীকৃত হইবে না এবং আপনি কিছুতেই শান্তি পাইবেন না। তখন সেই পণ্ডিত, হে মহাত্মন্! আপনার বাক্য অতি সত্য, অতি মধুর। কিন্তু আমার এই বৃদ্ধ বয়সে এই সুগভীর তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অসাধ্য।"—এই বলিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

হে সুমতে! এই পণ্ডিতের ঘটনাদ্বারাও স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছ যে, বাহ্যিক সন্ধ্যা-বন্দনা বা দেবমূর্ত্তির অর্চ্চনাদি কর্ম্মদ্বারা কখনও আত্মজ্ঞান লাভ হয় না; সুতরাং মুক্তিও হইতে পারে না। অথচ জ্ঞান ব্যতিরেকেও সকল মনের ময়লা কিছুতেই বিদূরিত হয় না। এই জগতে ঠিক এইরূপ উপাধিধারী কত সহস্র সহস্র পণ্ডিত রহিয়াছেন, যাহারা নিজ মনের উন্নতি অবনতির দিকে কোনই লক্ষ্য না করিয়া, পূর্ব্ব সংস্কারের বশে অন্যের দেখাদেখি কেবল কর্ম্মই করিয়া যাইতেছেন। এ বিষয়ে একটী গল্প মনে পড়িল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাশীধামে পাঁচজন লোক মদ খাইয়া মাতাল হইয়া, রাত্রি বা
সময় বলিল, 'আমরা বাংলাদেশে যাইব'। তন্মধ্যে একজন বলিল—'
চল গঙ্গার ধারে যাই, সেখান হইতে নৌকায় চড়িয়াই যাইব।" তখন
গঙ্গার ধারে যাইয়া একখানা নৌকায় উঠিয়া নেশার ঝোঁকে সকলেই
টানিতে লাগিল এবং পরস্পরে নানাপ্রকার দেলখোস গল্পগুজব
করিয়া দিল। এইভাবে সমস্ত রাত্রি প্রাণপণে দাড় টানিয়া রাত্রি
কিছু ভোর হইয়া আসিয়াছে, তখন দেখিল, ঠিক যেখানকার
সেখানেই আছে, একটুও স্থানান্তরিত হয় নাই। তখন তাহাদের
হইল এবং ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিল, নৌকা লোহার
দ্বারা শক্তভাবে নোঙ্গর করা রহিয়াছে। তখন তাহারা স্পষ্টই বু
পারিল যে, অগ্র-পশ্চাৎ ভাল রকম না দেখিয়া, নেশার ঝোঁকে
কেবল দাড়ই টানিয়াছি; তাই সমস্ত রাত্রির এত পরিশ্রম সমস্ত
হইল। বৎস, তোমরা সাধারণ ব্যক্তিগণও ঠিক এইরূপই, মোহ
মদের নেশায় মত্ত হইয়া, সমস্ত জীবন কেবল ফোঁটা, তিলক, মা
মূর্ত্তিপূজা, শাস্ত্রচর্চ্চা ইত্যাদি রূপে ধর্ম্মের দাড়ই টানিতেছ। অথচ
যে তোমাদের মন-তরীর সঙ্গে বিষয়-নোঙ্গর মমতার-শিকলে শক্ত
বাঁধা রহিয়াছে, সেদিকে কোন খেয়ালই হইতেছে না; তাই তো
মন-তরীও আত্মতত্ত্ব-ধর্ম্মপথে কিছুতেই অগ্রসর হইতেছে না। সমস্ত
দাড় টানিয়াও যেখানের নৌকা সেইখানেই আছে দেখিয়া প্রাতে মা
যেরূপ অনুতাপ করিয়াছিল; ঠিক তদ্রূপ তোমাদের ধর্ম্মধ্বজীদিগে
কদাচিৎ কোন বিচারশীল ব্যক্তি জীবনের শেষ সীমায় (বৃদ্ধ বয়সে),
পণ্ডিতমহাশয়ের মত যদি নিজ মনের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখে
তিনি প্রত্যক্ষই দেখিতে পাইবেন যে, সমস্ত জীবন এই সকল
কর্ম্মের দ্বারা মনের কাম, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষাদি বিন্দুমাত্রও হ্রা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয় নাই। সুতরাং সেই মাতালগণের পরিশ্রমের ন্যায় 'সমস্ত জীবনের পরিশ্রম পণ্ডশ্রমই হইল' এই বলিয়া তখন তিনি অনুতাপ করিবেন।

বৎস! সাকার ভগবান মানুষের হাতে তৈয়ারী মূর্ত্তি, আর নিরাকার ভগবান মনের তৈয়ারী মূর্ত্তি; কিন্তু পরমেশ্বর সাকার-নিরাকারের বাহিরে। তোমরা মূর্ত্তি পূজিবার সময়, তুমিই যে মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়াছ, সেই কথা ভুলিয়া যাও। তাই তোমাদের জ্ঞান-চক্ষু বিকশিত হয় না। যে সকল বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মজ্ঞ মহাজনগণ ঐ সকল দেব-দেবীর মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কেবল বাহ্যিক ফুল-বিল্বপত্রের দ্বারা পূজা করিয়াই, সেই মূর্ত্তির নিকট ভিখারীর ন্যায় সমস্ত ভোগ্য বস্তু প্রার্থনা করিবার জন্য তোমাদিগকে বলিয়া যান নাই। কিন্তু কালক্রমে ব্যবসায়ী গুরু-পুরোহিতদের চতুরতার ফলে এবং তোমাদের অজ্ঞানতার দোষে, কেবল সেই সকল মূর্ত্তি পূজিয়াই এখন তোমরা ধনে-জনে চিরসুখী হইতে চাও। শাস্ত্রাধ্যয়নাদি দ্বারা এবং নিজ মনের বিচার দ্বারা এক বারও তোমরা বুঝিতে চেষ্টা কর না যে, এই মূর্ত্তিগুলি কি উদ্দেশ্যে এইরূপ আকৃতিতে কল্পনা করা হইয়াছিল। তাই তোমাদের সমস্ত কর্ম্ম পণ্ড হইয়া যায়।

বৎস! বাহ্যিক কোন ক্রিয়া দ্বারা বাহিরে খুঁজিয়া সেই অন্তরাত্মাকে কোথায়ও পাইবে না। কারণ তিনি বাহিরের কোন মায়িক বস্তু নহেন, তাজ্জেই বহির্জগতে তাঁহাকে কোথায় পাইবে? সূর্য্য, চন্দ্র, তারকায়ও যে তাঁহাকে কিছুতেই পাওয়া যাইবে না, একথা শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন,—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা
সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥ (কঠোপনিষদ্)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ—"সেখানে সূর্য্য কিরণ দেয় না, চন্দ্র-তারকাও কির... না (প্রকাশ পায় না), এই বিদ্যুৎসমূহও তথায় প্রকাশ পায় না, ... এই অগ্নি আর সেখানে কি করিবে? সমুদায় বস্তু সেই দীপ্যমানের ... অনুপ্রকাশিত, তাঁহারই দীপ্তিতে সকলে দীপ্তি পাইতেছে।"

সুতরাং সেই দেবদেব পরাৎপর পরমাত্মাকে জ্ঞানযোগে সাক্ষা... ব্যতীত সিদ্ধিলাভের অন্য উপায় নাই। নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশকর ... ও মূর্ত্তিপূজন, সন্ধ্যা-বন্দনাদি কর্ম্মানুষ্ঠানে তৎসাক্ষাৎকার-জনিত ... (মোক্ষ) লাভ করা যায় না। সংসার-ভ্রান্তি নিবারণের জন্য ... তত্ত্বজ্ঞানই উপযুক্ত, অন্য কোন অনুষ্ঠান উপযুক্ত নহে। হে বৎস! ... দূরেও নহেন, নিকটেও নহেন, সুলভও নহেন, দুর্লভও নহেন। ... কৌশলে প্রত্যেকের নিজ নিজ দেহেই সেই পূর্ণানন্দ পরমাত্মাকে ... যাইতে পারে। তপস্যা, দান, ব্রত এসকল তত্ত্বজ্ঞানের অসাধারণ ... নহে। স্বরূপে বিশ্রাম লাভ ব্যতীত, অন্য কিছুই তৎপ্রাপ্তির উপায় ... সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রের আলোচনা দ্বারাই মোহ-জাল ছিন্ন হয়, তাই ... ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়। বিবেক-বিকাশী ব্যক্তি স্বীয় যত্নাধিক্যরূপ ... দ্বারা, অর্থাৎ পাইবার উৎকট ইচ্ছার দ্বারা তাঁহাকে শীঘ্রই এই ... উপাধিতে দেখিয়া থাকেন। তদ্ব্যতীত অন্য কিছুতে, অর্থাৎ ... ও জপ-তপ প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহাকে লাভ করিতে পারা যায় না। ... দ্বেষ, মোহ, ক্রোধ, মদ ও মাৎসর্য্য পরিত্যাগ ব্যতীত তপস্যা ও ... সমস্তই ব্যর্থ ও ক্লেশকর। অতএব, হে বৎস! পুরুষকার আশ্রয় ... সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রানুশীলন, সংসার-ব্যাধির এই দুই মহৌষধ আহরণ ... তোমার অতীব কর্ত্তব্য। পুরুষকার আশ্রয় ব্যতীত আত্যন্তিক ... শান্তির অন্য উপায় নাই। লোক ও শাস্ত্র উভয়ের অবিরোধী ... বৃত্তিতে (জীবিকায়) সন্তুষ্ট থাকা, ভোগবাসনা পরিহার ও ...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জনিত উদ্বেগ পরিত্যাগ করা, সম্ভবানুযায়ী উদ্যোগ সহকারে সাধুসঙ্গের ও সংশাস্ত্রের আশ্রয় লওয়া, এইগুলিই জ্ঞান-প্রাপ্তির প্রথম সোপান।

মানুষ স্বভাবতঃই আত্মচৈতন্যকে বিস্মৃত হইয়া নাম-রূপের অনুগমন করে। কাজেই যে পর্য্যন্ত নাম-রূপে তোমার আসক্তি থাকিবে, সে পর্য্যন্ত আত্মা অপেক্ষা কৃষ্ণ, কালী বা শিব, দুর্গা প্রভৃতির মূর্ত্তি পূজাই তোমার নিকট বেশী মিষ্ট লাগিবে,—ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। পরে বিচার দ্বারা যতই সত্য অনুভূত হইতে থাকিবে, ক্রমে ততই নাম-রূপাত্মক বস্তুর উপরে অশ্রদ্ধা আসিবে। কারণ তখন উহা বিস্বাদ বোধ হইতে থাকিবে। পরিশেষে সত্যস্বরূপ আত্মা নিঃসন্দিগ্ধভাবে বুদ্ধিতে আরূঢ় হইলে, তখন আর পূর্ব্বোক্ত নাম-রূপের ছবির লেশ মাত্রও মনে স্থান পাইবে না। অর্থাৎ তোমার মন যে পরিমাণে দেহাত্ম-বুদ্ধি ত্যাগ করিতে পারিবে, সেই পরিমাণেই উপাস্য দেবতার নাম-রূপ অন্তর্হিত হইবে। সর্ব্বশেষে পূর্ব্বের সেই নাম-রূপ অন্তর্হিত হইয়া গিয়া, একমাত্র বাক্য-মনাতীত আত্মা বা ব্রহ্মসত্তাই তোমার হৃদয়ে প্রকাশ পাইবে। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মহা-পুরুষ নিজের ভাবে গাহিতে লাগিলেন, (বাউল-সুর)

মূর্ত্তিতে পূজিছ কাহারে ?
কোন স্থানে বদ্ধ নয় সে, আছে সবের হৃদ্ মাঝারে ॥
মাটি, পাথর, ধাতু দিয়ে, মনের কল্পনায় গড়িয়ে ;
মত্ত আছ পূজা নিয়ে, বাহ্যিক আড়ম্বরে।
ফুল, চন্দন আর ভোগ-নৈবেদ্যে, কাঁসী, ঢাক, ঢোলেতে ;
অর্থ ব্যয় আর দেহের কষ্ট, করিতেছ জীবন ভ'রে ॥
তা'তে কি ফল হ'ল তোমার, বিচার ক'রে দেখ এবার ;
বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হয় মন, অশান্তি ভোগ করে।
সৎসঙ্গেতে মনস্তত্ত্ব, দেখ শ্রবণ ক'রে ;
মনের কল্পনার বাহিরে, (সে) আত্মারূপে বিরাজ করে ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত—প্রভু! আমরা শাস্ত্রে শুনিয়াছি যে, সগুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্ম, এই দুই প্রকারেই ব্রহ্মোপাসনা করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারা যায় এবং প্রথম সগুণ ব্রহ্মোপাসনা করিয়া পরে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিতে হয়। সুতরাং এই সগুণ ব্রহ্মোপাসনা কাহাকে বলে, কৃপা করিয়া তাহাই আমাকে বুঝাইয়া বলুন।

মহাঃ—বাবা! ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয়, নিরাকার এবং রূপাতীত ও গুণাতীত। সুতরাং সেই ব্রহ্ম কি প্রকারে সগুণ হইবেন? যাহা ব্রহ্মের সগুণত্ব, কেবল মনের কল্পনা বই আর কিছুই নয়। সাধারণ লোকে মুখে অনেক প্রকারের শব্দই প্রয়োগ করে বটে, কিন্তু তাহার ভাবের মধ্যে কিছুতেই প্রবেশ করিতে চাহে না। তোমরা যে দ্বৈত, অদ্বৈত, সসীম, অসীম, সাকার, নিরাকার, সগুণ, নির্গুণ, সরূপ, অরূপ ইত্যাদি শব্দ গুলি বলিয়া থাক, উহা আলো ও অন্ধকারের ন্যায় সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন। বিশেষ মনোনিবেশ পূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখ, যে বস্তু দ্বৈত অর্থাৎ যাহা হইতে পৃথক—দ্বিতীয়, সেই বস্তুই সসীম ও সাকার, অর্থাৎ তাহার সীমা আছে। আবার যে বস্তু সাকার, তাহাই সগুণ ও সরূপ হইবে; অর্থাৎ তাহার গুণ ও রূপ থাকিবেই। পক্ষান্তরে যে বস্তু অদ্বৈত অর্থাৎ যাহা ছাড়া দ্বিতীয় এমন কোন বস্তুই নাই, যে তাঁহাকে সসীম করিবে; সেই অদ্বৈত বস্তুই অসীম ও নিরাকার। আর নিরাকার বস্তুর কোনই গুণ বা রূপ থাকিতে পারে না; সুতরাং তাহা নির্গুণ ও অরূপ। তোমাদের বহির্মুখী মন অজ্ঞানতার গণ্ডির মধ্যে থাকিয়াই নানাপ্রকার সঙ্কল্প বিকল্প দ্বারা সেই জ্ঞান-রাজ্যের সংবাদ জানিতে চাহে, তাই তোমাদের কিছুই হয় না। মনে বিচারশক্তি না জন্মিলে, সেই জ্ঞান-রাজ্যের কোন কথা কেহ জানিতে বা বুঝিতে পারে না। তাই বলিতেছি, অদ্বৈত কখনও দ্বৈত হইতে পারে না এবং অসীম কখনও সসীম হইতে, নিরাকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাকার হইতে, নির্গুণ কখনও সগুণ হইতে, বা অরূপ কখনও সরূপ হইতে পারে নাই ও পারিবে না ; ইহাই সিদ্ধান্ত। হে সুমতে ! শাস্ত্র চৈতন্যেরই উপাসনা করিতে আদেশ করিয়া, জড়ের উপাসনা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কারণ, জড়ের উপাসনা করিতে করিতে মানবের মন জড়ত্ব প্রাপ্ত হয় ; আর, চৈতন্যের উপাসনা করিতে করিতেই মন মোহনিদ্রা হইতে চেতনা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু তোমাদের অজ্ঞতা বশতঃ শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ভাবে গ্রহণ করিয়া, তোমরা কেবল এখানে সেখানে গাছ, পাথর, মূর্ত্তি ইত্যাদি জড়েরই উপাসনা করিতেছ, তাই তোমাদের মনঃশক্তিও প্রায় জড়ত্বে পরিণত হইয়াছে। বিচার করিয়া দেখ, তুমি তোমার নিজ শক্তি-বলেই একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াত করিতে পার, কিন্তু গাছ, পাথর, মূর্ত্তি ইত্যাদি জড় বস্তু সকল তোমার-আমার সাহায্য ব্যতীত পাশ ফিরিতেও অক্ষম। সুতরাং 'সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা' অর্থে গাছ, পাথর বা কোন মূর্ত্তি বুঝিও না,—কারণ তাহা জড়। তবে সগুণ ব্রহ্ম কে ? না, তোমার চেয়েও যিনি এই জগতে বেশী চৈতন্যবান্ পুরুষ, যিনি এই দেহেই নির্গুণ ব্রহ্মোপলব্ধি করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মজ্ঞ গুরুই 'সগুণ ব্রহ্ম'। কারণ পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে, যিনি সগুণ তিনিই সাকার। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির মন আছে, তাই তিনি গুণের গণ্ডির মধ্যে সাকার দেহ লইয়া এখনও নির্লিপ্তভাবে ব্যবহারিক জগতে চলিতেছেন। শাস্ত্রও বলিতেছেন, "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (শ্রুতি)। অর্থাৎ "ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মই হইয়া যান।"

হে বৎস ! এখন স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছ যে, একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিকেই সাকার ও সগুণ ব্রহ্ম বলা হয় এবং এই সাকার ও সগুণ ব্রহ্মেরই উপাসনা করিতে শাস্ত্র বলিতেছেন ;—জড়-স্বভাব কোন গাছ, পাথর বা মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া পূজিতে বলিতেছেন না। আবহমান কাল হইতে, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির পূজার্চ্চনাদি করিয়াই লোক সকল নিরাকার ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্গুণ ব্রহ্মে পৌঁছিতেছে ; কিন্তু জড় গাছ, পাথর, মূর্ত্তি পূজিয়া ক পর্য্যন্ত কেহই কোন জ্ঞান লাভ করিয়া নিরাকার ব্রহ্মে পৌঁছিতে পা হয় নাই এবং হইবেও না। অথচ সগুণের উপাসনা বলিতেই নিজ ম কল্পনা বলে তোমরা মূর্ত্তিপূজা সৃষ্টি কর। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণা মন, গুণের গণ্ডির মধ্যে থাকিয়া সেই গুণের সেবা করিতেই ভালবা সেই গুণপ্রিয় মন, গুণের গণ্ডি অতিক্রম করতঃ গুণাতীত সত্তায় হইতে ইচ্ছা করে না। গুণের গণ্ডি ভেদ করিতেও সাহস করে গুণের গণ্ডির ভিতরে থাকিয়াই গুণের দ্বারা চালিত হইয়া চারিদিকে ঘু বেড়াইতে বাঞ্ছা করে। অর্থাৎ তোমার মনের বল নাই বলিয়াই কল্পিত উপাসনা মানিয়া লইতেছ। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন, "নায়মা বলহীনেন লভ্যঃ" অর্থাৎ "এই আত্মতত্ত্ব মানসিক বলহীন ব্য কখনও লাভ করিতে পারে না।" বৎস ! সূর্য্যগ্রহণের সময়, সূর্য্যের রাহুতে গ্রাস করিলে, সেই সূর্য্যের রাহুযুক্তকাল পর্য্যন্তই লোকে আগ্রহ ও ভক্তির সহিত স্নান, দান, যজন প্রভৃতি যাবতীয় কর্ম্ম ক থাকে। কিন্তু সূর্য্য রাহুমুক্ত হইলে তখন যেমন ঐসকল কর্ম্ম বন্ধ যায়, অর্থাৎ গ্রহণ মুক্তির পরে লোকে আর ঐ সকল দান, ধ্যান কর্ম্ম, গ্রহণের সময়ের ন্যায় আগ্রহ ও ভক্তির সহিত করে না; সেইরূপ, যে সকল মানবের জ্ঞান-সূর্য্যকে অজ্ঞান-রাহুতে গ্রাস করিয়া তাহারাই স্নান, দান, সন্ধ্যা-বন্দনা, মালা জপ, মূর্ত্ত্যাদি পূজা ও কীর্ত্ত কর্ম্ম, বিশেষ আগ্রহের সহিত করিয়া থাকে। পরে তাহাদের জ্ঞান-সূর্য্য অজ্ঞান-রাহু মুক্ত হইয়া নির্ম্মল জ্ঞান-সূর্য্য প্রকাশ পাইলে, তখন তাহাদের পূর্ব্বের ন্যায় স্নান বা বাহ্যিক পূজাদি কর্ম্মে আগ্রহ না। ঐ সকল কর্ম্ম করা বৃথাই হইয়া থাকে জানিয়া, তখন মন উহা ত্যাগ করে। সুতরাং মানুষের মনের অবস্থা বা শক্তি-ভেদে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কল্পিত উপাসনাদি হইয়া থাকে। কিন্তু মনে বিচার-শক্তি জন্মিলে, তখন আর আত্মার গুণাগুণ দৃষ্ট হয় না। অতএব তোমরা যে কল্পনা-বলে মূর্ত্যাদি পূজা ও অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম করিয়া থাক, তোমরা তাহারই 'সগুণোপাসনা' নাম দিতেছ। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির উপাসনাই সাকার ও সগুণোপাসনা।

ভক্ত—ভগবন্! তবে আমরা কি ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করিব?

মহাঃ—বৎস! এখন মূর্ত্তিপূজা ছাড়িয়া, প্রত্যক্ষ পরমেশ্বর-জ্ঞানে আত্মজ্ঞ মহাপুরুষের পূজা কায়-মনো-বাক্যে করিতে থাক। নিজের জীবন পর্য্যন্ত প্রদান করিয়াও ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিকে পূজা করিবে। যদি ঈশ্বর উপাসনা করিবার নিমিত্ত প্রতিমার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে জীবন্ত মানব-প্রতিমাই ত বর্ত্তমান রহিয়াছেন। আর, যদি ঈশ্বরোপাসনার জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করিতে চাও, তবে পূর্ব্ব হইতেই ত সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবদেহরূপ মন্দির বর্ত্তমান রহিয়াছে। তুমি এই মনুষ্যদেহরূপ মন্দিরে উপবিষ্ট ঈশ্বরকে উপাসনা দ্বারা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কর; ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপাসনা এবং এই উপাসনাকেই শাস্ত্র 'প্রকৃত সগুণ ব্রহ্মোপাসনা' বলিয়াছেন। সত্যস্বরূপ আত্মতত্ত্বে মনের অনেক পুরাতন মিথ্যা সংস্কার ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া নব সাহস ও বিচার-শক্তি বৃদ্ধি করে এবং উহাতে পুরোহিতদের ব্যবসা সমস্ত নষ্ট করিয়া দেয়। প্রকৃত সত্য ঈশ্বর পূজিতে হইলে, যাবৎ না তোমার চিত্ত নির্ম্মল হয়, তাবৎ তুমি সাকার মানুষ-ঈশ্বরকেই পূজা কর, তদ্দ্বারাই পরে তোমার নিরাকার স্থিতি সফল হইবে। মুসলমান শাস্ত্র বলেন, 'খোদা ব্যতীত ঈশ্বর নাই'; আমাদের বেদান্ত বলেন, 'মানুষ ব্যতীত ঈশ্বর নাই'। এই কথা শুনিয়া তোমাদের অনেকেরই মনে ভয় হইবে বটে, কিন্তু ক্রমে তোমরা ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিবে। জীবন্ত ঈশ্বর তোমাদের প্রত্যেকেরই সঙ্গে রহিয়াছেন, তথাপি তোমরা কেবল এ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তীর্থে সে তীর্থে, এ মন্দিরে সে মন্দিরে ঘুরিতেছ; আর সর্ব্ব প্র… কাল্পনিক মিথ্যা বস্তুতে বিশ্বাস করিতেছ। যদি তুমি তোমার ভিতর… সেই প্রত্যক্ষ ঈশ্বরের উপাসনা করিতে না পার, তবে কোন তীর্থে… মন্দিরে যাইয়াও কোনই উপকার হইবে না। বৎস! তুমি যে ঈশ্বর… অজ্ঞাত মনে করিয়া উপাসনা করিতেছ এবং সারা জগত যাঁহাকে খুঁ… বেড়াইতেছ, তিনি তোমার ভিতরে ও বাহিরে সর্ব্বব্যাপী রূপে সর্ব্ব… বিরাজিত। তিনি আছেন বলিয়াই তুমি-আমি জীবিত রহিয়া… তিনিই জগতের নিত্য চৈতন্য ও নিত্য সাক্ষী।

এমন সময় সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। কাজেই ভক্ত মুদ্রী ও… দ্বারা মহাপুরুষকে প্রণাম করিয়া যথাস্থানে চলিয়া গেলেন এবং… মহাপুরুষও তখন ধ্যানমগ্ন হইয়া আত্মস্থ হইলেন।

চারি যুগ কি?

তৎপর দিবস প্রাতঃক্রিয়া সমাপনান্তে ভক্ত পুনরায় আসিয়া জি… করিলেন, দয়াময়! কলির অবতার গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বলিয়া গিয়াছেন… "কলির জীবসকল একমাত্র হরিনাম দ্বারাই মুক্ত হইবে। ইহাদের … ও ক্ষীণ দেহ, তাই তাহারা যোগ বা জ্ঞানমার্গের অনধিকারী।" … হরিনাম কীর্ত্তন করা কার্য্যকে আপনি কিরূপে প্রত্যাখ্যান করিবেন?

মহাঃ—বৎস! এই কলিকাল কি কেবল আমাদের ভারতবর্ষেই … উপস্থিত হইয়াছে, না পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই কলিকাল বিদ্যমান … পৃথিবীতে আমেরিকা, জার্ম্মাণী, ইংলণ্ড, জাপান, প্রভৃতি অন্যান্য …

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিবাসিগণ কলি-কবলিত নয় কেন ? তাহারা কেন দিনে দিনে জ্ঞানে বিজ্ঞানে, শিল্পে, বাণিজ্যে ক্রমোন্নতি লাভ করিতেছে ? আর শুধু তোমরা ভারতবাসিগণই বা কেন কেবল 'কলিযুগ, কলিযুগ' বলিয়া চীৎকার করিয়া ক্রমে অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিতেছ ? সুতরাং বুঝিবে যে, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই চারিটী কোন কালে (সময়ে) বা স্থানে বদ্ধ নয়, ইহা মানবের মনেরই চারিটী অবস্থা বা স্তরবিশেষ। কলি অর্থাৎ অজ্ঞান। মায়া-মোহাভিভূত, তমোগুণে আচ্ছন্ন, অজ্ঞানতাপূর্ণ সর্ব্বনিম্ন স্তরের মনকেই বলা হয় 'কলি'। 'দ্বাপর' অর্থাৎ মনের দ্বিতীয় স্তর। এখানে মনের সামান্য পরিমাণ মোহ ত্যাগ হইয়া, বিচারশক্তি জন্মিয়া সদসতের দিকে অর্থাৎ সত্যতত্ত্বের দিকে একটু দৃষ্টি পড়ে মাত্র। 'ত্রেতা' অর্থাৎ মনের তৃতীয় স্তর। যখন মনে বিষয়-বৈরাগ্য জন্মিয়া ভোগে বীতস্পৃহ হয় এবং নিজ মনের স্বাধীন বিচারশক্তি বলে দৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে থাকে, আত্মতত্ত্বালোচনা ভিন্ন যখন মনের অন্য কিছুতেই রুচি জন্মে না, মনের এই উত্থান অবস্থার নামই 'ত্রেতা'। অনন্তর মন যখন আত্মতত্ত্ব লাভ করিয়া সত্যস্বরূপ সেই আত্মানন্দেই ভাসিতে থাকে এবং এই জাগতিক অসংখ্য বস্তুতে মাত্র এক সৎ আত্মবস্তুই উপলব্ধি হইতে থাকে, তখন মন সৎস্বরূপ হইয়া যায়। মনের এই সর্ব্বোচ্চ স্তরকেই 'সত্য' বলা হয়। সুতরাং জানিবে যে, মনের পূর্ণ অজ্ঞানাবস্থার নামই 'কলি'। একারণেই তোমাদের কল্পিত দ্বাপরযুগেও শ্রীকৃষ্ণ দুর্য্যোধনকে কটূক্তি করিয়া ক্রোধভরে বলিয়াছিলেন, "তুমি ঘোর কলি" অর্থাৎ "হে দুর্য্যোধন ! তুমি অত্যন্ত মোহাভিভূত ও অজ্ঞানাচ্ছন্ন।" ইহাতেও বুঝিতেছ যে, কলি আদি ঐ চারিটী অবস্থা যদি মনেরই স্তর না হইবে, তবে দ্বাপরে কি করিয়া মানুষকে "তুমি ঘোর কলি" বলিয়া রুক্ষ বাক্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে ? যদি 'কলি' শব্দে কোনও কালব্যাপী সময়ই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইত, তবে মানুষের উপর এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইত; কারণ কোন ব্যক্তিকে গালী দিতে হইলে, "তুমি মাস" "তুমি বৎসর" "তুমি কলিযুগ" এই প্রকার অপ্রাসঙ্গিক শব্দ প্রয়োগে কেহ কাহাকে কটূক্তি করে না। এ বিষয়ে শ্রুতিও বলেন,—

কলিঃ শয়ানো ভবতি সংজিহানস্তু দ্বাপরঃ।

উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি কৃতং সম্পদ্যতে চরন্॥ (ঐতরেয় ব্রাহ্ম…)

অর্থাৎ—"মায়া-মোহাভিভূত হইয়া শয়িত মনের যে অজ্ঞান অবস্থা তাহাই 'কলি'; পরে দ্বাপরাবস্থায় মন কিঞ্চিৎ স্পন্দিত হয় (অর্থাৎ … পরিবর্ত্তন করিয়া নড়াচড়া করে)। 'ত্রেতা' অবস্থায় মন সম্যকরূপে জাগ্রত হইয়া উঠিয়া বসে; 'সত্য' অবস্থায় আত্মজ্ঞান লাভে কৃতার্থ হইয়া মন স্বচ্ছন্দে সত্যে বিচরণ করে।"

তুমি যে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কথা বলিতেছ, যদি তিনি বর্ত্তমান যুগকে কলিকালই বুঝিয়া থাকিবেন, তবে তিনি নিজে কি প্রকারে এই কলিকালে সনাতনকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন? বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 'চৈতন্যচরিতামৃত' ধর্ম্মগ্রন্থে এখনও সেই উপদেশ 'সনাতন শিক্ষা' নামে জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। সনাতনের প্রশ্ন শুনিয়াই গৌরাঙ্গ … বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সনাতন আত্মজিজ্ঞাসু, তাঁহার মন দ্বাপর … সুতরাং তাহাকে আত্মতত্ত্বোপদেশ-দানে ক্রমে ত্রেতায় নিয়া, পরে … পৌঁছাইতে হইবে। তাই তিনি সনাতনকে আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতের সেই 'সনাতন শিক্ষা' কাব্য … বর্ত্তমানে অধিকাংশ বৈষ্ণবেরই অবোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং গৌর… মহাপ্রভু যাহা বলিয়াছেন, তাহার অর্থও তোমরা ঠিক বুঝিতে পার … বিবেক ও বিচারশক্তিহীন, বিষয়-মদে মত্ত অজ্ঞানীরাই শাস্ত্রে 'কলি' … আখ্যা পাইয়াছে। তাহারাই অধ্যাত্ম-রাজ্যের শিশু এবং এই পি…

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগ ও জ্ঞানমার্গের অনধিকারী। এই সকল শিশুদিগকে ব্যবহারিক-জগতের আনন্দদায়ক গান-বাজনাদির মধ্য দিয়া ক্রমে কোন মহাপুরুষের মূর্ত্তি চিন্তায় মন আকৃষ্ট করিয়া রাখিবার জন্যই মহাপ্রভু চেষ্টা করিয়াছিলেন। কারণ এইভাবে চলিতে চলিতে, বহু জন্মের পরে ঐসকল শিশুদের মধ্যে যদি কাহারও মনে এরূপ প্রশ্নের উদয় হয় যে, 'এই সকল কীর্ত্তনাদি কর্ম্মের দ্বারা কি লাভ হইবে ? পরমেশ্বর কি বস্তু এবং তিনি কোথায় কি ভাবে থাকেন, আর আমরা এই জীবসকলই বা কোথা হইতে আসিয়াছি, এখন কোথায় আছি এবং মৃত্যুর পরেই বা কোথায় যাইব ?' তবে তখনই তাহারা আত্মজিজ্ঞাসু বা তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া, ঐ সনাতনের ন্যায় দ্বাপরের লোক বলিয়া গণনীয় হইবেন এবং পরে ক্রমে আত্মজ্ঞান-বলে মুক্ত হইয়া পরমানন্দ ভোগ করিবেন। বৎস ! তুমি সংসার-বৃক্ষের চিত্রটীর প্রতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি কর, তবেই এই বিষয়ে সহজে বিস্তারিত বুঝিতে পারিবে।

কৃষ্ণ মূর্ত্তি।

ভক্ত—প্রভু ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, "আমার পূজা কর, জগতে আমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; অতএব সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও।" তাই এখন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ীগণ একমাত্র সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তির পূজার্চ্চনাদি করিতে করিতেই মুক্ত হইয়া যাইতেছেন। এইরূপ প্রত্যক্ষ ভগবান অবতারের মূর্ত্তি ভক্তির সহিত পূজা করিলেও কি কোনই ফল হইবে না ? আমরা কি তদ্দ্বারা মুক্ত হইতে পারিব না ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাঃ—বৎস ! শ্রীকৃষ্ণের জন্মের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, বেদের ঋষিগণ শিষ্যকে আত্মতত্ত্ব উপদেশকালে 'অহং' (আমি) ও 'মম' (আমার) ইত্যাদি শব্দোচ্চারণে আত্মাতে অহং-বুদ্ধি স্থাপন পূর্ব্বক আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন। তাহার বহুপরে শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল বেদ-বেদান্তের শ্লোক সৈন্ধব মুনির নিকট অধ্যয়ন করতঃ, অবিকল সেই শ্লোকই উদ্ধৃত করিয়া অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালেও ব্রহ্মজ্ঞ গুরুগণ শিষ্যকে বেদান্তবাক্য দ্বারা আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন বেদের বাহিরে, কৃষ্ণ নূতন কোনও সাধনপ্রণালীতে নূতন কোন উপদেশ অর্জ্জুনকে দেন নাই। অতএব অর্জ্জুনকে বেদের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া উপদেশ দেওয়াতেই যদি কৃষ্ণ অবতার ও ভগবান আখ্যা লাভ করেন, তবে কৃষ্ণ যাঁহাদের আদর্শ লইয়া নকল করিয়াছেন, সেই বেদোক্ত ঋষিগণ 'স্বয়ং ভগবান' ও 'অবতার' আখ্যা প্রাপ্ত হইবেন না কেন? আর সেই সকল মুনি ঋষিদের মূর্ত্তি পূজা এবং তাঁহাদের নাম জপই বা লোকে করিবে না কেন? বেদের যুগ হইতে ব্রহ্মজ্ঞ মুনিঋষিগণ সকলেই 'ভগবান' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন; তাই শ্রীকৃষ্ণও ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়াই 'ভগবান' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কৃষ্ণের জন্মের পূর্ব্বে যখন কৃষ্ণমূর্ত্তি পূজিত না, তখন কি বৈষ্ণব সম্প্রদায় ছিল না? বা সেকালে কোন বৈষ্ণব কি মুক্তি লাভ করেন নাই? আত্মজ্ঞান—বলেই যেমন সেকালে মানব মুক্তি লাভ করিতেন, এখনও সেই জ্ঞানবলেই মানব মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। আচ্ছা বাবা, বৈষ্ণব কাহাকে বলে বলিতে পার কি?

ভক্ত—আজ্ঞে না, আমি জানি না।

মহাঃ—'বিষ্ণুং জানাতীতি বৈষ্ণবঃ।' অর্থাৎ "যিনি বিষ্ণুকে জানেন এবং একমাত্র বিষ্ণুরই উপাসনা করেন, তিনিই প্রকৃত বৈষ্ণব।"

ভক্ত—'বিষ্ণু' শব্দের অর্থ কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাঃ—'বিষ্ণু' শব্দের অর্থ ব্যাপক। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপক বিষ্ণুকে যিনি অপরোক্ষ ভাবে জানেন, তিনিই বৈষ্ণব। অতএব নরদেহ-ধারী সসীম কৃষ্ণমূর্ত্তি পূজিয়া কি প্রকারে লোক বৈষ্ণব হইবে? তুমি অগ্রে প্রকৃত বৈষ্ণবের নিকট হইতে সেই অনন্ত বিষ্ণুর মহিমা শ্রবণ না করিলে, কি প্রকারে তোমার বিষ্ণু-ভক্তি জন্মিবে? আর, সেই বিষ্ণুকে প্রত্যক্ষো-পলব্ধি না করিয়া, কেবল তুলসী চন্দন দ্বারা কৃষ্ণমূর্ত্তি পূজিয়াই বা কি প্রকারে তুমি বৈষ্ণব হইবে? মনের কোন্ অবস্থার নাম 'ভক্তি' এবং কোন অবস্থার নাম 'জ্ঞান', সে বিষয়ে বোধ না থাকায়ই, তোমার মনে এইরূপ সন্দেহ জন্মিয়াছে।

ভক্ত—প্রভু! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহকে কি আপনি মায়িক নরদেহ বলিতেছেন? আমরা বৈষ্ণবগণ ত জানি, তাঁহার দেহ অপ্রাকৃত চিন্ময় মূর্ত্তি।

মহাঃ—বৎস! শ্রীকৃষ্ণের দেহ যে অপ্রাকৃত, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিতে পার কি? বিচার করিয়া দেখ, পিতামাতার যোগেই মানব-দেহ সৃষ্ট হয়;—তাই দেবকী ও বসুদেবের শুক্রশোণিত-যোগেই কৃষ্ণদেহ সৃষ্ট হইয়াছিল। পরে কৃষ্ণের দেহের বাল্য, যৌবনাদি অবস্থা এবং চক্ষু, কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ও আহার নিদ্রাদি কর্ম্ম, এই সকলও অন্যান্য লোকের ন্যায়ই ছিল,—কিছুই অপ্রাকৃত ছিল না। সুতরাং কি যুক্তিতে তুমি তাঁহার হাঁড়, রক্ত, মাংসে তৈয়ারী প্রাকৃত দেহকে অপ্রাকৃত বলিতেছ? শ্রীকৃষ্ণ নারদকে বলিয়াছিলেন,—

মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।
সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং ন তু মাং দ্রষ্টুমর্হসি॥ (মহাঃ-শান্তিপর্ব্ব)

অর্থাৎ—"হে নারদ! তুমি যে চর্ম্মচক্ষুতে আমাকে দিব্য গন্ধাদিযুক্ত দেহবিশিষ্ট দেখিতেছ, ইহা মায়ারচিত। আমি এইরূপ মায়িকদেহধারী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না হইলে আমাকে জানিতে বা দেখিতে পারিতে না। কারণ এই শরীরাবৃত আমার স্বরূপ তুমি চর্ম্মচক্ষু দ্বারা দেখিতে পাইতেছ না। স্বরূপ দেখিতে হইলে সৎ-চিৎ-আনন্দঘন আত্মাতে সমাধি করিতে হ অতএব এখন বুঝিয়া দেখ যে, শ্রীকৃষ্ণ নিজেই নিজের দেহকে 'মানু বা 'প্রাকৃত দেহ' বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছেন। অথচ তোমরা তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বাতুলের ন্যায় কৃষ্ণদেহকে 'অপ্রাকৃত চিন্ম বলিয়া চীৎকার করিতেছ। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥ (গীতা)

অর্থাৎ—"হে অর্জ্জুন! ইতিপূর্ব্বে তোমার ও আমার অনে জন্ম গত হইয়া গিয়াছে, সেই সকল তত্ত্ব তুমি অবগত নও, কিন্তু তাহা জানি।" শ্রীকৃষ্ণের এই সকল কথায় স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে তিনিও সাধারণ জীবের ন্যায়ই পূর্ব্বে বহুবার জন্মধারণ করিয়াছি কৃষ্ণদেহকে যে তুমি 'চিন্ময় মূর্ত্তি' বলিতেছ, কাহারও জ্ঞান-নেত্র বি না হইলে কেবল এই প্রাকৃত স্থূল জড় চর্ম্ম-নেত্রের দ্বারা অপ্রাকৃত চিন্ময় মূর্ত্তি কিছুতেই দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না। তোমাদের জড়-নেত্রে কৃষ্ণের জড়-মূর্ত্তিই দর্শন করিয়া আসিতেছ, তথাপি বাক্-যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্যই মাত্র মুখে 'চিন্ময়' শব্দ প্রয়োগ থাক। কাজেই তোমরা অবিবেকী শিশুগণ যাহা বল তাহাই পায়। এইরূপ অশাস্ত্রীয় ও অযৌক্তিক ভাবে তোমরা বহুস্থলে কথায় অন্য কথা, এক শব্দে অন্য শব্দ, এক অর্থে অন্য অর্থ করিয়া কদর্থ করতঃ সমাজে কুসংস্কারের সৃষ্টি করিয়া থাক।

ভক্ত—ভগবন্! তা' হ'লে কি ভারতের এই লক্ষ লক্ষ বৈষ্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণমূর্ত্তি পূজিয়া কোনই ফল হইতেছে না? বৈষ্ণবদের এত কষ্টসাধ্য কর্ম্ম কি সমস্তই পণ্ড হইবে ?

মহাঃ—বৎস! বিচার ও যুক্তি বলে, তোমার প্রশ্নের উত্তরগুলি অকাট্যরূপে বুঝিতে চেষ্টা কর, তবেই তুমি তোমার অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া জ্ঞানালোকে পৌছিতে পারিবে। পঞ্চসহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে কৃষ্ণ দেহত্যাগ করিয়াছেন এখন তাঁহার মূর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ পূজা করিয়া মুক্ত হওয়ার জন্য, তোমরা সেই কৃষ্ণের দর্শন প্রার্থনা করিতেছ। কিন্তু যখন কৃষ্ণ মানব-দেহে জীবিত ছিলেন, তখন তৎকালীন প্রায় কোটী কোটী লোকেই স্বয়ং কৃষ্ণের সঙ্গে বাক্যালাপ এবং কৃষ্ণের জীবন্ত মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। সেই কোটী কোটী লোক, সকলেই জীবিত কৃষ্ণের দেখা পাইয়া এবং তাঁহার সঙ্গে বাক্যালাপ করিয়াও মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই কেন? যাঁহারা খাইতে, শুইতে, হাঁটিতে, বসিতে সকল সময়েই কৃষ্ণের সঙ্গে ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া চলিতেন, তিলেকের জন্যও যাঁহারা সেই কৃষ্ণসঙ্গ ত্যাগ না করিয়া সর্ব্বদাই কৃষ্ণসেবায় রত থাকিতেন, সেই রাখালগণ ও পঞ্চ-পাণ্ডবগণকে কৃষ্ণ আত্মতত্ত্ব লাভ করাইয়া দিয়া মুক্ত করিতে পারিলেন না কেন? কৃষ্ণের প্রাণাধিক সখা যুধিষ্ঠির সমস্ত জীবন জীবন্ত কৃষ্ণের সেবা করিয়াও, সামান্য ছলনাজনিত পাপের জন্য নরকের হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন না কেন? অতএব কৃষ্ণ স্বদেহে জীবিত থাকিতেই যখন তৎকালীন কাহাকেও মুক্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই, এখন সেই মৃত কৃষ্ণের মাত্র নামোচ্চারণেই তোমরা কি প্রকারে মুক্তি লাভ করিবে? মাত্র কৃষ্ণনাম উচ্চারণেই জীব মুক্ত হইবে, এইরূপ কথাও কৃষ্ণ কোন স্থানেই বলেন নাই। গীতায় যে কৃষ্ণ 'আমি' শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার সেই স্থূল দেহ 'আমি' নয়; পরমাত্মারূপ 'আমি'কে লক্ষ্য করিয়াই তথায় তিনি সেই 'আমি' শব্দের উক্তি করিয়াছেন। কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধারণ লোকে, আত্মজ্ঞান না থাকায় নিজের স্থূল দেহকেই যেরূপ বুঝিয়া থাকে, কৃষ্ণের সেই 'আমি' শব্দের উক্তিতেও অজ্ঞানীরা সেই মায়িক স্থূল দেহকেই 'আমি' বুঝিয়া লইয়াছে।

ভাবিয়া দেখ, লোকে রাজকর্ম্মচারীকে রাজার ন্যায় সম্মান করে কেন? না, রাজার শক্তি সেই লোকটার ভিতরে আছে বলিয়া রাজার ন্যায় পূজা পাইয়া থাকে। যদি সে সেই পদ (ক্ষমতা বা ত্যাগ করে, তবে তখন তাহাকে কেহ পূর্ব্বের মত পূজা করিবে তাহা কখনও নয়। অতএব, এই ভাবে সূক্ষ্ম বিচার করিলে পাইবে, সর্ব্বত্র অন্তস্থ শক্তিরই পূজা হইয়া থাকে, স্থূল মূর্ত্তির কেহ করে না। তাই বলিতেছি, বৎস! শ্রীকৃষ্ণের আত্মশক্তি (দৈহিক নয়) এখনও বিদ্যমান আছে। আমি যে দিকেই চোখ ফিরাই, দিকেই শ্রীকৃষ্ণের আত্মশক্তি এখনও সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান দেখিতে তোমরা সেই আত্মশক্তির পূজা করিতে শিক্ষা কর, তবেই হইতে পারিবে। নতুবা জড়মূর্ত্তি পূজিয়া দিনে দিনে আরও জড়েই হইবে। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তাঃ যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

অর্থাৎ—"হে কৌন্তেয়! (কালী, দুর্গা, শিব প্রভৃতি) দেবতার ভক্তগণ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যে ঐ সকল দেবতার পূজা করে, অজ্ঞানতা বশতঃ আমার স্বরূপ (আত্মরূপ) জানিতে না পারিয়া বুদ্ধিতে অবিধিপূর্ব্বক (অশাস্ত্রীয় ভাবে) পূজা করে, কাজেই করিতে পারে না।" এই কথার দ্বারাও স্পষ্টই বুঝিতে পারি মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া ভেদবুদ্ধিতে পূজিতে শ্রীকৃষ্ণ বলেন নাই। তিনি অর্জ্জুনকে বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া ইহাই বলিয়াছিলেন যে,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ॥ (গীতা ১৮ অঃ)

অর্থাৎ—(হে অর্জ্জুন !) "যিনি আমাদের উভয়ের এই ধর্ম্মযুক্ত বৃত্তান্ত (গীতাতত্ত্ব) অধ্যয়ন করিবেন, তাঁহার সেই অধ্যয়নরূপ জ্ঞান-যজ্ঞ দ্বারা পরমাত্মা-রূপ 'আমি' পূজিত হইব, ইহাই আমার অভিপ্রায়।" তথাপি তথাকথিত বৈষ্ণবগণ অজ্ঞানতা বশতঃ গীতায় লিখিত উপদেশানুযায়ী কার্য্য না করিয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তিই পূজিতেছে। অপর দিকে, তাহারা শ্রীকৃষ্ণের আত্মজ্ঞানের মহিমা বা গীতাতত্ত্ব প্রচার করিতে অক্ষম হইয়া কৃষ্ণনামের কলঙ্ক প্রচার করিয়া বলিতেছে,—"কৃষ্ণ যৌবন বয়সে বহু যুবতী স্ত্রীলোকের সঙ্গে রমণ করিতেন এবং সেই প্রসঙ্গে ঐ সকল রমণীদের মধ্যে পরস্পর দ্বেষাদ্বেষী, রেষারেষীর সৃষ্টি হইত; তাই তখন কৃষ্ণ আসিয়া ঐসকল স্ত্রীলোকদিগকে কখনও মিষ্ট কথায় অনুনয়-বিনয় করিয়া, আবার কখনও বা কোন স্ত্রীলোকের হাত, পা ধরিয়াও তাহাদের মান ভঞ্জন করিতেন; কখনও বা রমণীগণ যমুনায় স্নান করিতে গেলে, সেই রমণীদিগকে উলঙ্গ রাখিয়া কৃষ্ণ তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র সকল লইয়া বৃক্ষোপরে উঠিয়া বসিয়া, সেই উলঙ্গ রমণীদের তামাসা দেখিতেন, যমুনাতে জল আনিতে যাওয়ার পথে, কোনও রমণীকে একা পাইলেই কৃষ্ণ তাহাকে আলিঙ্গন করিতেন এবং বাঁশের বাঁশী বাজাইয়া যুবতী স্ত্রীলোকদের মনাকর্ষণ করিবার জন্য সতত চেষ্টিত থাকিতেন।" এইরূপে কৃষ্ণের নামে এই সকল কুৎসা প্রচার করিয়া উহারা নিজ উপাস্য দেবতাকে যে নানাপ্রকারে সণ্ডা, গুণ্ডা, লুচ্চার আকারে গড়িয়া তুলিয়াছে ও তুলিতেছে, তাহা তোমরা সকলেই বিশেষ ভাবে প্রত্যক্ষ দেখিতেছ। এই সকল অজ্ঞানিগণ নিজেরা পূর্ণ ভোগী ও স্ত্রৈণ। রমণী-সঙ্গ-সুখই অদ্বিতীয় সুখ বলিয়া উহারা মনে করে। তাই যিনি যোগে মহাযোগী, ত্যাগে মহাত্যাগী, সেই ব্রহ্মজ্ঞ কৃষ্ণকেও উহাদের মিথ্যা কল্পনা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা নিজেদের ন্যায়ই স্ত্রৈণ ও রমণপ্রিয় আকারে নির্ম্মাণ করিয়া আর, এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের নামে কেবল কুৎসা প্রচারের ফলে তাহাদের মনের কাম, ক্রোধাদি ময়লা সকল বিদূরিত না হইয়া বরং দিনেদিনে আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহারা সর্ব্বাঙ্গে ফোঁটা, তিলক দিয়া এবং গলায় মালার ঝুলাইয়া, বাহ্যিক ধর্ম্মের ধ্বজা দেখাইয়া বেড়ায় আর পরস্পর ধর্ম্মালোচনার সময়ও ঠিক এইরূপ সঙ্কেতেই বাক্যালাপ করে যে, 'কামিনী-কাঞ্চন মুখে বর্জ্জন, মনেতে সাধন।' তাই ইহাদের 'বাহিরে যোগের ভাণ, ভিতরে ভোগের টান' পূর্ণ মাত্রায়ই প্রকাশ পাইয়া থাকে। ঠিক এই শ্রেণীর কপটাচারী বৈষ্ণবদিগকে লক্ষ্য করিয়াই তুলসীদাসজী বলিতেন,—

মালা জপে শালা, কর জপে ভাই,
জো মন্ মন্ জপে উস্‌কো বলিহারি যাই।

অর্থাৎ—"যে ব্যক্তি ভণ্ড, মালা-জাপক, তাহাকে শ্যালক সম্বোধন করিলেও হানি নাই; যে ব্যক্তি সংযতমনে কর দ্বারা জপ করে, তাহাকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করা যায় এবং যে পুরুষ বাহ্যাড়ম্বর শূন্য হইয়া মনে মনে জপ করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ।" বৎস! বৈষ্ণব ধর্ম্ম অতি পবিত্র ও মহান্ ধর্ম্ম। কিন্তু একবার চিন্তা করিয়া দেখ যে, সেই পুরাকালের বেদের ঋষি প্রণীত বৈষ্ণব ধর্ম্মকে তোমাদের অজ্ঞতার দোষে, মিথ্যাপ্রচারের ফলে কত অপবিত্র ও ঘৃণ্য করিয়া তুলিয়াছ? আজকাল তোমরা মুখে বলিবার সময় বলিবে যে, 'আমরা আর্য্যজাতি ও সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী,' কার্য্য করিবার সময় তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত করিয়া থাক। সনাতন ধর্ম্মের মূল শাস্ত্র বেদ ও বেদান্ত। সেই বেদ-বেদান্তের যুক্তির বাহিরে যে সকল নূতন কুসংস্কারাচ্ছন্ন সম্প্রদায়ের শাখা-প্রশাখার সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে সেইগুলিকে আমি সম্পূর্ণ অধর্ম্ম বলিতেছি। কারণ তদ্দ্বারা দিনে দিনে লোকের মনে দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি পাইয়া অধর্ম্মের প্রাবল্য বশতঃ সমাজ ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধঃপতিত হইতেছে। অতএব, কেবল বাহ্যিক তুলসী চন্দন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজা হয় না। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া, পুরুষকার বলে মনকে সেইভাবে নিয়োজিত করিতে পারিলেই শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত পূজা বা আত্মপূজা হইয়া থাকে। এইরূপ পূজা করিয়াই লোকে আত্মানন্দে কাল কাটায়। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মহাপুরুষ গান ধরিলেন—

(জানিনা কি বলে' ডাকে তোরে—সুর। সিন্ধু-বেহাগ।)

হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ ব'লে কাঁদ কেন,
তিনি বিশ্বরূপে আছেন।
ডাকাডাকি বৃথা জেনে, নীরবে কর সাধন॥
গীতামুখে কৃষ্ণ বলেন, "আমাতেই সব হয় সৃজন;
(আমি) ভূমণ্ডলের আত্মারূপে, প্রকাশ পাই সর্ব্বক্ষণ॥"
না মানিয়ে কৃষ্ণের কথা, কাঁদে অজ্ঞ জীবগণ বৃথা।
বৃথাই তা'র মালা-তিলক, যে না বুঝে কৃষ্ণ-বচন॥
কান্না শুনে কোথা হ'তে, কৃষ্ণ আসবেন কি ভাবেতে?
(আমি) তাঁ'র চেতনা সদাই দেখি, যে দিকে ফিরাই নয়ন॥
(তিনি) আত্মারূপে তোমার অন্তরে, বিরাজেন সর্ব্বদার তরে।
জ্ঞান-চোখে দেখ তাঁহারে, পূর্ণ শান্ত হবে মন॥

এমন সময় সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন। কাজেই, মহাপুরুষও আত্মস্থ হইলেন। তখন সেই ভক্ত তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি সহকারে যথাশক্তি স্বর্ণমুদ্রা, বস্ত্র ও ফলাদির দ্বারা অর্চ্চনা করতঃ প্রণাম করিয়া নিজ স্থানে চলিয়া গেলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তীর্থ কাহাকে কহে ?

প্রাতঃকাল উপস্থিত। বসন্তের মলয় পবন ও গঙ্গার কুলু কুলু ধ্বনি প্রাণে অপূর্ব্ব আনন্দ বোধ হইতেছে। ওদিকে পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যদেব লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়া উকিঝুঁকি মারিতেছেন। এমন সময় ভক্ত আসিয়া মহাপুরুষকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন এবং বলিলেন,—প্রভু! আপনার উপদেশে দেখিতেছি যে, আপনি সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মকেই প্রত্যাখ্যান করিতেছেন; আমরা যাহাকে ধার্ম্মিক বলি, আপনি তাহাকে ধার্ম্মিক বলেন না।

মহাঃ—বৎস! আমি ধর্ম্মকর্ম্মকে কথনও প্রত্যাখ্যান করি না। আত্মজ্ঞানেরই নামান্তর 'ধর্ম্ম' এবং সেই জ্ঞান লাভের সহায়ক শ্রবণ, মননাদি ধর্ম্মান্তর্গত। আর, এই শ্রবণাদির জন্য সদ্‌গ্রন্থাদি আনয়ন করা ও গ্রন্থ পাঠ করা, মহাপুরুষের নিকট গমন করা এবং সৎ প্রসঙ্গ আলোচনা করা ইত্যাদি কর্ম্মই 'ধর্ম্ম-কর্ম্ম' বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ সেই আত্মজ্ঞান লাভের জন্য যে কোনও কিছু চেষ্টা করা হয়, তৎসমস্তই ধর্ম্ম-কর্ম্ম। তদ্ভিন্ন তুমি যে ফোঁটা-তিলক কাটা, মালা জপ ও মূর্ত্ত্যাদি পূজা করা ইত্যাদি বাহ্যিক জাঁকজমকের সহিত কর্ম্ম করার কথা বলিতেছ, ঐ সকল কথনও আত্মোন্নতির সহায়ক নয়; তাই উহা 'ধর্ম্ম-কর্ম্ম' বলিয়া আখ্যা পাইতে পারে না। আর তুমি যে ধার্ম্মিকের কথা বলিতেছ; বাহ্যাড়ম্বরের সহিত ধর্ম্মের ভান দেখাইয়া, সংস্কারের গণ্ডির মধ্যে কেবল কর্ম্মকাণ্ড লইয়া ব্যাপৃত থাকিলে যদি তাহারা ধার্ম্মিক হইবে, তবে তাহারা এত শোক-তাপ ভোগ করিবে কেন? ধার্ম্মিকের কি কথনও শোক, দুঃখ, মনস্তাপ হইতে পারে? ধার্ম্মিক যে চিরসুখী! ধার্ম্মিক, জ্ঞান ও বিচার বলে নিজে সর্ব্বক্ষণ পূর্ণ শান্তিতে থাকেন এবং অন্যকেও জ্ঞানদান করিয়া শান্তিতেই রাখেন। ধার্ম্মিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমরা যেমন দেখিতে পাও, যিনি ধনী তাঁহার অর্থ বা অন্ন-বস্ত্রের কোনই অভাব হয় না ; আর যাহাদের অর্থাভাব তাহারাই অন্ন-বস্ত্রাভাবে কষ্ট পায়। ধর্ম্ম-রাজ্যেও সেইরূপ, যাঁহার জ্ঞান-ধন বা পরমার্থ-ধন (১) আছে, তাঁহার কেন শোক-তাপ বা অভাব-অভিযোগ থাকিবে ? তিনি সর্ব্বদা সদানন্দে থাকেন। আর, যাহার সেই পরম জ্ঞান-ধন নাই, সেই ব্যক্তি লক্ষ লক্ষ মূর্ত্ত্যাদি পূজিলেও কিছুতেই তাহার শোক, দুঃখ, মনস্তাপ দূর হইবার নয়।

ভক্ত—দয়াময় ! এই যে অসংখ্য লোক বহু অর্থব্যয় করিয়া কাশী, প্রয়াগ, কেদার, বদরিকাশ্রম, হরিদ্বার, হৃষিকেশ, মথুরা, বৃন্দাবন, শ্রীক্ষেত্র, অযোধ্যা, দ্বারকা প্রভৃতি শত শত তীর্থ পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহার দ্বারা যদি কোন কিছুই ফল না হইবে, তবে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া ও বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া, লোকে ঐ সকল তীর্থ পর্য্যটন করে কেন ? অথচ এই সকল তীর্থ পর্য্যটনের বিশেষ বিশেষ ফলও শাস্ত্রে লিখিত রহিয়াছে।

মহাঃ—হে মহামতে ! 'তৄ' ধাতু হইতেই তীর্থ শব্দ হইয়াছে। এই তীর্থ শব্দের অর্থ উত্তীর্ণ হওয়া। সুতরাং সংসারের পাপ-তাপের জ্বালা-যন্ত্রণা হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যই অজ্ঞ জীবগণের তীর্থ ভ্রমণের প্রয়োজন হয়। ঐ সকল তীর্থের মহিমা প্রচারের জন্যও অনেক অলৌকিক আখ্যায়িকা প্রস্তুত করিয়া, পুরাণাদি গ্রন্থে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। আর, তোমরাও ঐসকল কল্পিত ঘটনাকেই যথার্থ মনে করিয়া, বহু অর্থ ব্যয়ে প্রাণপণ কষ্টেও ঐ সকল তীর্থ পর্য্যটন করিয়া থাক। আচ্ছা বাবা, তোমরা যে তীর্থে যাইয়া গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর ত্রিবেণীতে স্নান করিয়া থাক, তাহাতে তোমাদের এই স্থূল দেহের ময়লা ধৌত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু সূক্ষ্মদেহ

(১) পরম+অর্থ=পরমার্থ। অর্থাৎ যাহা অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ কোন অর্থই নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনের কাম, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষাদি ময়লা ধৌত হয় কি? তীর্থে বাইয়া তোমাদের বাহ্যিক জড়-চক্ষু কেবল বাহ্যিক ধাতব ও প্রস্তরময় জড় মূ সকলই দর্শন করিয়া থাকে, কিন্তু নিজের জ্ঞান-নেত্র না থাকায়, আত্মস্ব দর্শন করিতে পার কই? আরও দেখ, যাহারা বংশ-পরম্পরায় কেহ আজীবন নবদ্বীপ, কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থে বাস করিয়া আসিতেছে সেই তীর্থবাসিগণের এবং ঐসকল তীর্থের দেব মূর্ত্তিকে যাহারা সর্ব্বদা স্পর্শ করিয়া বসিয়া আছেন, সেই পুরোহিত পাণ্ডাগণের মনোবৃত্তির প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, উহারা ঘোর বিষয়াসক্ত এবং কাম, ক্রো হিংসা-দ্বেষাদিতে উহাদের মন আরও অধিকতর মলিনীকৃত ও পাপে-তা সর্ব্বদাই জর্জ্জরিত। সুতরাং এই সুদীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত উহারা ঐ সকল তী বাস করিয়া এবং তীর্থস্থ দেবমূর্ত্তি সকল দর্শন, স্পর্শন ও পূজনাদি ক করিয়াও যখন উহাদের মনের ময়লা ধৌত হইয়া উহারা পাপ-তাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিল না, তখন তোমরা সেই সকল তীর্থে মাত্র তিন বাস করিয়াই মুক্ত হওয়ার আশা কর কি প্রকারে? ইহা অপে অবিবেকের কার্য্য আর কি হইতে পারে? বিচার করিলে দেখা যায় এইরূপ তীর্থ পর্য্যটনে তোমরা পাপমুক্ত না হইয়া, বরং পাপযুক্তই হ কারণ তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আসিলে তখন 'আমি চারি ধাম ঘুরিয়া আসি এই বলিয়া তোমাদের মনে যে ধর্ম্মাভিমান জন্মে, তাহাতে তোমাদি আরও অধঃপতিতই করে।

ভক্ত—প্রভু! তবে এই সকল তীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশ্য কি? আপনি যে বলিলেন, 'তীর্থ' অর্থে 'উত্তীর্ণ হওয়া'; এই সকল তীর্থে কি উত্তীর্ণ হওয়া যায়? তাহাই আমাকে বিস্তারিত বুঝাইয়া বলুন।

মহাঃ—বৎস! শাস্ত্র তীর্থকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, স্থা তীর্থ, জঙ্গম তীর্থ ও মানস তীর্থ। যে প্রদেশের জলবায়ু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বাস্থ্যকর, প্রাকৃতিক দৃশ্যও অত্যন্ত মনোরম এবং সাধুসজ্জন যেখানে বাস করেন ; সেই সকল স্থানকে 'ভৌম তীর্থ' বলা হয়। এই ভৌম তীর্থে যাইয়া এই তীর্থের মাহাত্ম্যে যক্ষ্মা, হাঁপানি ও উদরাময় প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধির হাত হইতে লোকসকল অব্যাহৃতি পাইয়া থাকে, অর্থাৎ ঐ ব্যাধি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। তাই বর্ত্তমানেও চিকিৎসকগণ এইরূপ ভৌম তীর্থে সমুদ্রতীরে বা পার্ব্বত্য প্রদেশে (changeএ) যাইয়া আরোগ্য হওয়ার জন্য রোগীকে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। সুতরাং এই ভৌম তীর্থবাসে লোক রোগমুক্ত হইয়া সুস্থ সবল হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা মনের শোক, তাপ বিদূরিত হইয়া মোক্ষ লাভের কোন আশা নাই।

প্রভাবাদদ্ভুতাদ্ ভূমেঃ সলিলস্য চ তেজসা।
প্রতিগ্রহান্ মুনীনাঞ্চ তীর্থানাং পুণ্যতা স্মৃতা॥ (স্কন্দপুরাণ)

অর্থাৎ—"ভূমির অদ্ভুত প্রভাব এবং জলের অপূর্ব্ব তেজ ও মুনিগণের বাসস্থান বলিয়া তীর্থকে 'পুণ্যস্থান' বলা হয়।"

আত্মজ্ঞ মহাপুরুষকে 'জঙ্গম তীর্থ' বলা হয়। জঙ্গম তীর্থের (আত্মজ্ঞ মহাপুরুষের) সঙ্গ করিয়া, কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করিতে পারিলে, ক্রমে তাহাতে মনের হিংসা-দ্বেষাদি ও মায়ার মোহ বিদূরিত হইয়া গিয়া সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। সুতরাং এই জঙ্গম তীর্থের মহিমায় মানব প্রত্যক্ষই অবিদ্যার মোহ-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। বেদান্তও বলেন,—

অস্য জীবন্মুক্তস্য দেহধারণং লোকস্যোপকারার্থম্।
আসনাচ্ছাদনস্বশরীরং নোপভোগার্থায় চ পরিগ্রহেৎ।
উপকারস্ত্রিবিধশ্চেতি। দর্শনং ভজনং সম্ভাষণঞ্চেতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্শনেন পাপক্ষয়ো ভবতি; ভজনেন চোত্তরোত্তরং শ্রেয়োবৃদ্ধিঃ; সম্ভাষণেন মোক্ষো ভবতি।

অর্থাৎ—"এই সকল আত্মজ্ঞ জীবন্মুক্ত ব্যক্তিদের দেহধারণ, কেবল মাত্র পরের উপকারার্থ। জীবন্মুক্তের উপবেশন, আচ্ছাদন এবং শরীর রক্ষাকরণ, তাঁহার নিজের উপভোগের নিমিত্ত নহে। লোকের উপকার তিন প্রকার, দর্শন, ভজন ও সম্ভাষণ। মহাপুরুষ দর্শনের দ্বারা লোকের পাপক্ষয়, ভজনের (সেবার) দ্বারা উত্তরোত্তর শ্রেয়োবৃদ্ধি এবং সম্ভাষণের (পরস্পর কথোপকথনের) দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়।" যথা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কালী, কৃষ্ণ প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ দেব-দেবীর মূর্তি ২।১টী বড় নদী থাকিলেও সেই স্থান কখনও তীর্থ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না,—যদি তথায় কোন ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ না থাকেন। পক্ষান্তরে যেখানে একটীও দেববিগ্রহ নাই, মাত্র তিনটী আত্মজ্ঞ মহাপুরুষ অবস্থান করিতেছেন, তাহাই পবিত্র তীর্থ বলিয়া জানিবে। কিন্তু তোমরা যে কাশী বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থে যাও, তথায় কোন সাধু মহাপুরুষের সেবায় রত থাকিয়া, তাঁহার নিকট হইতে কোন তত্ত্বোপদেশ গ্রহণে মায়ামোহ কাটিতে চেষ্টা কর কি? কেবল রেল, ষ্টীমার চড়িয়া বেড়ানই তোমাদের কার্য্য হইয়া থাকে। ভাগবত বলেন,—

যস্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিৎ জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ।

অর্থাৎ—"যে ব্যক্তি কেবল জলকেই তীর্থ বলিয়া মনে করে, আত্মজ্ঞ বা ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষকে তীর্থ মনে করে না, সে গর্দ্ধভ তুল্য।"

এতেষাং দর্শনস্পর্শাদালাপাৎ পরিতোষণাৎ।
সর্ব্বতীর্থফলাবাপ্তির্জায়তে শৃণু জন্মনাম্॥
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি পুণ্যক্ষেত্রাণি যানি চ।
কুলসন্ন্যাসিনাং দেহে সন্তি তানি সদা প্রিয়ে॥ (মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ—"মনুষ্যগণ যদি এই কুলসন্ন্যাসী অর্থাৎ আত্মজ্ঞ মহাপুরুষগণকে দর্শন করে, স্পর্শ করে বা তাঁহাদিগের সহিত আলাপ করে, অথবা তাঁহাদিগকে পরিতুষ্ট করে, তাহা হইলে তাহাদের সর্ব্বতীর্থ দর্শনের ফল প্রাপ্তি হয়। হে প্রিয়ে! পৃথিবীতে যে সমুদায় তীর্থ ও পুণ্যক্ষেত্র আছে, ঐ আত্মজ্ঞ মহাপুরুষদিগের দেহে তৎ সমুদায় সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে।"

তীর্থানি তোয়রূপাণি দেবাঃ পাষাণমৃণ্ময়াঃ।
যোগিনো ন প্রপদ্যন্তে আত্মধ্যানপরায়ণাঃ॥
নিমিষং নিমিষার্দ্ধং বা যত্র তিষ্ঠন্তি যোগিনঃ।
তত্র তত্র কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগং নৈমিষং বনম্॥
ক্রতুকোটিসহস্রাণাং ধ্যানমেকং বিশিষ্যতে॥
যতের্দর্শনমাত্রেণ বিমুক্তঃ সর্ব্বপাতকাৎ।
তীর্থব্রততপোদানসর্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ॥ (পীঠমালা তন্ত্র)

অর্থাৎ—"আত্মধ্যানপরায়ণ যোগিগণ জলরূপ তীর্থ সকল পর্য্যটন ও পাষাণ, মৃণ্ময় দেবতা সকলের উপাসনা করেন না। কেন না, তাঁহাদের শরীরেই বারাণসী প্রভৃতি তীর্থ ও নারায়ণ প্রমুখ দেবগণ বিরাজমান আছেন। ঐ যোগিগণ নিমেষ বা নিমেষার্দ্ধও যেখানে অবস্থিতি করেন, সেই সেই স্থানেই কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ ও নৈমিষারণ্য প্রভৃতি তীর্থ সকল বিরাজমান হয়। যেহেতু, তাঁহারা যে অধ্যাত্ম চিন্তা করেন, তাহা সহস্র কোটি যজ্ঞ অপেক্ষাও বিশেষ শ্রেষ্ঠ। ঐ রূপ যোগীর দর্শন মাত্রেই সর্ব্বপাতক বিমুক্তি এবং তীর্থ পর্য্যটন, ব্রতানুষ্ঠান, তপস্যা, দান ও সমুদায় যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে।" কাশীখণ্ডে লিখিত আছে,—

ব্রাহ্মণঃ জঙ্গমং তীর্থং নির্ম্মলং সর্ব্বকায়িকম্।
যেষাং বাক্যোদকেনৈব শুধ্যন্তি মলিনাঃ জনাঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ—"ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণই নির্ম্মল, পবিত্র জঙ্গম (সচল) তীর্থ, যাঁহাদের বাক্যরূপ জলের দ্বারা অজ্ঞানীর মলিন অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া যায়।" ব্যাস স্মৃতিতে আছে,—

ব্রাহ্মণাৎ পরমং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।

অর্থাৎ--"ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তীর্থ, কখনও ছিল না বা ভবিষ্যতেও হইতে পারে না।" বেদান্ত বলিতেছেন,—

গঙ্গাতোয়েন স্নানেন মৃদ্ভারৈশ্চ নগোপমৈঃ।
আমৃত্যুস্নাতকশ্চৈব ভাবদুষ্টো ন শুধ্যতি॥

অর্থাৎ—"আমরণকাল গঙ্গাস্নান করিলে, বা পর্ব্বতপ্রমাণ গঙ্গামৃত্তিকা শরীরে লেপন করিলেও, দুষ্টভাবগ্রস্ত ব্যক্তির চিত্ত কখনও শুদ্ধ হইতে পারে না।" জাবাল দর্শনোপনিষদ্ বলেন—

জ্ঞানশৌচং পরিত্যজ্য বাহ্যে যো রমতে নরঃ।
স মূঢ়ঃ কাঞ্চনং ত্যক্ত্বা লোষ্টং গৃহ্লাতি সুব্রত॥

অর্থাৎ—"হে সুব্রত! যে মানব জ্ঞানশৌচ ত্যাগ করিয়া, বাহ্য শৌচে অনুরক্ত হয়, সেই মূঢ় স্বর্ণ ত্যাগ করিয়া মাটির ঢেলা গ্রহণ করে।"

অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি। (মনুসংহিতা)

অর্থাৎ—"জলের দ্বারা মাত্র শরীর শুদ্ধ হয়, কিন্তু সত্যের দ্বারা অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের দ্বারা মন শুদ্ধ হইয়া থাকে।"

অনন্তর মানস তীর্থ,—নিজের মন, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট হইয়া নির্ম্মল হইলেই তাহাকে 'মানস তীর্থ' বলা হয়। অর্থাৎ পারদকে তামা, কাঁসা, পিতল, প্রস্তর, মৃত্তিকা প্রভৃতি যে কোনও পাত্রেই রাখ না কেন, সেই পারদ যেমন কোন কিছুর সঙ্গেই লিপ্ত হয় না, পাত্রে থাকিয়াও সে নির্লিপ্ত অবস্থায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্ব ভাবেই স্থিত থাকে; তোমার মনকেও ঠিক সেইরূপই করিতে হইবে। অর্থাৎ যখন মন পাপ-পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সুখ-দুঃখ, শান্তি-অশান্তি এই সকল দ্বন্দ্বের কোনটার মধ্যেই লিপ্ত না হইবে, তখনই বুঝিবে যে, তোমার 'মানস তীর্থ' ঠিক হইয়াছে। মানস তীর্থের বলেই মানব সকল ভব-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া মহানির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন,—

তীর্থং পরং কিং ? স্বমনো বিশুদ্ধং।

অর্থাৎ—"পরম তীর্থ কি ? উত্তর—নিজের বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল মন।"

বহিস্তীর্থাৎ পরং তীর্থমন্তস্তীর্থং মহামুনে।
আত্মতীর্থং মহাতীর্থমন্যত্তীর্থং নিরর্থকম্॥
চিত্তমন্তর্গতং দুষ্টং তীর্থস্নানৈর্ন শুধ্যতি।
শতশোঽপি জলৈর্ধৌতং সুরাভাণ্ডমিবাশুচি॥
বিষুবায়নকালেষু গ্রহণে চান্তরে সদা।
বারাণস্যাদিকে স্থানে স্নাত্বা শুদ্ধো ভবেন্নরঃ॥
জ্ঞানযোগপরাণাং তু পাদপ্রক্ষালিতং জলম্।
ভাবশুদ্ধ্যর্থমজ্ঞানাং তত্তীর্থং মুনিপুঙ্গব॥

(জাবাল দর্শনোপনিষদ্)

অর্থাৎ—"হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আভ্যন্তর তীর্থ, বহিস্তীর্থ প্রয়াগাদি হইতে শ্রেষ্ঠ। আত্মতীর্থই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; অন্য তীর্থসকল নিরর্থক। বিষয়বাসনা-দুষ্ট আন্তর মনকে বাহ্যতীর্থে স্নান করাইয়া শুদ্ধ করা যায় না। যেমন বহুবার ধৌত করিলেও স্বভাবতঃ অশুদ্ধ মদ্যপাত্র (যে পাত্রে মদ প্রস্তুত হয়) শুদ্ধ হয় না। বিষুবায়ন সময়ে, আন্তর গ্রহণ সময়ে সর্ব্বদাই কাশী প্রভৃতি স্থানে স্নান করিয়া সাধারণ মানব শুদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু হে মুনিশ্রেষ্ঠ! জ্ঞানযোগ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরায়ণ ব্যক্তির যে পাদপ্রক্ষালন জল, তাহা অজ্ঞব্যক্তির ভাবশুদ্ধির তীর্থজলস্বরূপ (গঙ্গাজলস্বরূপ) হইয়া থাকে।”

ইদং তীর্থমিদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসা জনাঃ।
আত্মতীর্থং ন জানন্তি কথং প্রীতির্বরাননে॥ (মহানির্বাণ

অর্থাৎ—“তমোগুণী ব্যক্তিরা এ তীর্থ সে তীর্থ করিয়া কাশী, প্রভৃতি নানা তীর্থ ভ্রমণ করে, কিন্তু হে পার্ব্বতি! যাহারা নিজ আত্ম বিশুদ্ধ পবিত্র তীর্থকে জানে না, তাহাদের মনে শান্তি বা প্রীতি প্রকারে হইবে ?”

সত্যং তীর্থং ক্ষমাতীর্থং তীর্থমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
সর্ব্বভূতদয়া তীর্থং সর্ব্বত্রার্জ্জবমেব চ॥
দানং তীর্থং দমস্তীর্থং সান্তোষস্তীর্থমুচ্যতে।
ব্রহ্মচর্য্যং পরং তীর্থং তীর্থঞ্চ প্রিয়বাদিতা॥
জ্ঞানং তীর্থং ধৃতিস্তীর্থং পুণ্যং তীর্থমুদাহৃতম্।
তীর্থানামপি তত্তীর্থং বিশুদ্ধির্ম্মনসঃ পরা!
এতত্তে কথিতং দেবি, মানসং তীর্থলক্ষণম্॥ (অগস্ত্য

অর্থাৎ—“হে দেবি! সত্য, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সর্ব্বভূতে দয়া, সরলতা, দান, দম, সন্তোষ, ব্রহ্মচর্য্য, প্রিয়বাক্য, জ্ঞান, ধৃতি, পুণ্য সর্ব্বোপরি মনের বিশুদ্ধতা, এই সকলই মানস তীর্থের লক্ষণ বলিয়া জানি

ইন্দ্রিয়াণি বশে কৃত্বা যত্র তত্র বসেন্নরঃ।
তত্র তস্য কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগং পুষ্করং তথা॥ (পদ্মপুরা

অর্থাৎ—“ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া, মানুষ যেখানেই বাস করুক না কেন, সেইস্থানেই তাহার পক্ষে কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ ও পুষ্কর প্রভৃতি বলিয়া গণ্য।”. ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনোনিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ, সা তীর্থবর্য্যা মণিকর্ণিকা চ।
জ্ঞানপ্রবাহা বিমলাদিগঙ্গা, সা কাশিকাহং নিজবোধরূপা ॥

* * * *

কাশ্যাং হি কাশতে কাশী কাশী সর্ব্বপ্রকাশিকা।
সা কাশী বিদিতা যেন তেন প্রাপ্তা হি কাশিকা ॥

কাশীক্ষেত্রং শরীরং ত্রিভুবনজননী ব্যাপিনী জ্ঞানগঙ্গা।
ভক্তিঃ শ্রদ্ধা গয়েয়ং নিজগুরুচরণধ্যানযোগঃ প্রয়াগঃ ॥
বিশ্বেশোঽয়ং তুরীয়ঃ সকলজনমনঃ-সাক্ষীভূতোঽন্তরাত্মা।
দেহে সর্ব্বং মদীয়ে যদি বসতি পুনস্তীর্থমন্যৎ কিমস্তি ॥

অর্থাৎ—"বিষয় হইতে মনের নিবৃত্তি হইলে যে সর্ব্ববিষয়ে পরম শান্তি হয়, তাহাই তীর্থশ্রেষ্ঠ 'মণিকর্ণিকা', আর সর্ব্ববিষয়ে যে জ্ঞান জন্মে, তাহাই বিমলা গঙ্গা; সুতরাং নিজ বোধ স্বরূপ আত্মতত্ত্বই কাশী। জ্ঞানেই সকল প্রকাশ হয় এবং সেই জ্ঞানরূপ কাশীই সকলকে প্রকাশ করে। সেই জ্ঞান-কাশীকে যিনি জানিতে পারেন, তিনিই সর্ব্বপ্রকারে কাশী লাভ করিয়া থাকেন। জ্ঞানের উদয় হইলে আর কাশী প্রভৃতি তীর্থের প্রয়োজন নাই। প্রকৃত পক্ষে মানবের শরীরই কাশীক্ষেত্র, জ্ঞানরূপ গঙ্গাই ত্রিভুবন-জননী; ভক্তি ও শ্রদ্ধা ইহারাই গয়া, নিজ গুরুর চরণ ধ্যানই প্রয়াগ এবং সর্ব্বজনের মনঃসাক্ষীভূত অন্তরাত্মাই বিশ্বেশ্বর তুরীয় ব্রহ্ম। সুতরাং নিজের শরীর মধ্যেই যখন সকলে বাস করিতেছে, তখন আর অন্য তীর্থে প্রয়োজন কি?"

পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার তীর্থের মধ্যে যিনি যেরূপ অধিকারী তিনি সেই প্রকার তীর্থই পর্য্যটন করিতে চেষ্টা করেন এবং তাহার ফলও সেইরূপই পাইয়া থাকেন। অতএব হে বৎস! তৃণ যেমন বায়ু-প্রবাহিত হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নদী-স্রোতে নিপতিত হয় এবং দূর দুরান্তরে চলিয়া যায়, সেইরূ মনুষ্যেরাও যজ্ঞ, তপস্যা ও তীর্থভ্রমণাদির স্রোতে প্রবাহিত হইয়া দূ দেশান্তরে পরিভ্রমণ করে। আত্মজ্ঞান বিহীন মানব এইভাবে (বহুজন্ম) আধি ব্যাধি জড়িত হইয়া পশুর ন্যায় ক্লেশ ভো সুতরাং যে জ্ঞানবান্ সে-ই সুখী, সে-ই জীবিত এবং সে-ই ও ধাৰ্ম্মিক।

নিষ্কাম কর্ম্ম কি ?

ভক্ত—প্রভু! অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন এবং ভগবান বলিয়াছেন যে, "নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে করিতেই চিত্তশুদ্ধি হই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। অতএব নিষ্কাম কর্ম্ম করা সকলেরই কর্ত্তব্য। নিষ্কাম কর্ম্ম কাহাকে বলে ?

মহাঃ—বৎস! কৰ্ম্ম কখনও নিষ্কাম হইতে পারে না। মানবের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর যে সকল কর্ম্ম নির্ভর করে, তাহাকে 'নিষ্কাম কর্ম্ম' বলা যাইতে পারে না। যে কোনও প্রকারের কামনা 'কাম'। কৰ্ম্ম হইতেই মানুষের সেই কামনা বা বাসনার সৃষ্টি হয়, সেই কামনাই নূতন কর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া থাকে। সুতরাং কর্ম্মই বীজস্বরূপ। যেমন বীজ ভিন্ন বৃক্ষ জন্মে না, সেইরূপ কর্ম্ম ভিন্ন হয় না। অতএব কামনা ও কর্ম্ম, উহাদের দুইটীর মধ্যে, বীজ ন্যায় একে অন্যকে উৎপন্ন করিবার শক্তিও নিহিত রহিয়াছে। বেদান্তও বলিয়াছেন —

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাসনাবৃদ্ধিতঃ কার্য্যং কার্য্যবৃদ্ধ্যা চ বাসনা।
বর্দ্ধতে সর্ব্বথা পুংসঃ সংসারো ন নিবর্ত্ততে॥

অর্থাৎ—"মানবের বাসনা বৃদ্ধিদ্বারা কর্ম্ম বর্দ্ধিত হয় এবং কর্ম্মের দ্বারা বাসনা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে; সুতরাং সংসারের দুঃখ আর দূর হয় না।"

সংসারবন্ধবিচ্ছিত্ত্যৈ তদ্দ্বয়ং প্রদহেদ্ যতিঃ।
বাসনাবৃদ্ধিরেতাভ্যাং চিন্তয়া ক্রিয়য়া বহিঃ॥

অর্থাৎ—"সুবুদ্ধিমান মানব ভববন্ধন ছেদনার্থ, কর্ম্ম ও বাসনা এই দুইকে দগ্ধ করিবেন; কেন না, বাহ্য বিষয়-ভাবনা এবং বাহ্য ক্রিয়া (কার্য্য) এই দুইটী দ্বারাই বাসনা বৃদ্ধি পায়।" অতএব তুমি যে গীতার কথা বলিলে, বর্ত্তমান অধিকাংশ লোকেই গীতা পাঠ করিয়া, মুখে মুখে নিষ্কাম কর্ম্ম শিখিয়াছে। স্ত্রী-পুত্রাদি প্রতিপালন করা, বিষয়-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করা ও তাহা বৃদ্ধি করার জন্য উতলা হওয়া, আবার সেই সকল অর্থনাশ বা প্রিয়বিয়োগের শোকে ছট্ফট্ করা, দেহে অহংবুদ্ধিতে কার্য্য করা, এইরূপভাবে যে যাহা করিতেছে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তখনই তাহারা বলিয়া ফেলে, 'ভাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিতে, তাই সংসারের কর্ম্মসকল এইরূপ নিষ্কাম ভাবেই করিয়া যাইতেছি।' এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা বরং সমাজে ভণ্ডামি আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে; বাসনার আগুন হৃদয়ে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে; আর, সেই আগুনের তেজে উদ্দীপ্ত হইয়া, বিষয়ের উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু মুখে বলিতেছে, "নির্লিপ্ত ভাবে কর্ম্ম করিতেছি"। আজকাল রাম, শ্যাম, যদু, মধু সকলেই যেন নির্লিপ্তভাবে কর্ম্ম করিতেছে, উহারা কেহই নিজের জন্য কিছুই করিতেছে না; সকলেই যেন স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদি এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল পরের উপকারের জন্যই কর্ম্ম করিতেছে মাত্র। এইরূপ বাক্য ... বুঝাইবার বা সভাতে বক্তৃতা দেওয়ার পক্ষে সুবিধাজনক। কিন্তু ... মনের দিকে দৃষ্টি করিলে তখন তাহারা দেখিতে পাইবে যে, নিজ ... বা বিষয়-সম্পদের উপরে মনের আকর্ষণ ও ভোগের কামনা তপূর্ণ ... রহিয়াছে। অতএব ইহা অপেক্ষা ভণ্ডামি আর কি হইতে পারে? ... ভণ্ড অপেক্ষা, স্পষ্টবাদী নাস্তিক অনেক উত্তম। হে মহামতে! ... বাক্যে বিবেক, পরন্তু চিত্তে অবিবেক, তাহার ভোগ বা ভোগ্য ... কেবল দুঃখেরই কারণ হয়।

ভক্ত—প্রভু! তবে 'নিষ্কাম কর্ম্ম' কাহাকে বলে?

মহাঃ—হে সুবুদ্ধে! কর্ম্ম তিন প্রকার, সকাম কর্ম্ম, নিঃস্বার্থ ... ও নিষ্কাম কর্ম্ম। সাধারণ লোকে বৈষয়িক কর্ম্মই করুক বা ... কামনায় নানাপ্রকার পুণ্যকর্ম্মই করুক, তৎসমস্তই 'সকাম কর্ম্ম'। ... নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কামনাপরায়ণ হইয়াই তাহারা ঐ সকল ... করিয়া থাকে। আর, যে কর্ম্ম নিজের সুখ-শান্তির দিকে কোন ... না রাখিয়া কেবল অন্যের উপকারার্থে, অর্থাৎ দেশের ও দশের ... করা হয়, তাহাকেই 'নিঃস্বার্থ কর্ম্ম' বলে। কারণ, এই কর্ম্ম ... সময়ও 'আমার দ্বারা অন্যের উপকার হউক' এইরূপ কামনা ... থাকে। কাজেই ইহাও নিষ্কাম হইল না,—'নিঃস্বার্থ কর্ম্ম' হইল। ... সাধারণতঃ অনেকে এই নিঃস্বার্থ কর্ম্মকেই 'নিষ্কাম কর্ম্ম' ... থাকে। মনের সর্ব্বশেষ অবস্থায়, মন যখন আত্মজ্ঞান লাভ ... নিজেকে ও অন্যকে পৃথক ভাবে দেখিতে না পাইয়া, উপকার- ... সর্ব্ব বিষয়ে নিষ্কাম হয়, তখন সেই কামনাহীন মন যাহা কিছু ... সমস্তই 'নিষ্কাম কর্ম্ম'। কারণ তখন মন কামনাহীন থাকিয়াই ... সমস্ত কর্ম্ম নির্লিপ্ত ভাবে করিয়া যাইতে থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিষ্কাম বা নির্লিপ্ত ভাবে কর্ম্ম করার কথা যে তুমি বলিতেছ, নির্লিপ্ততা কথার তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মে অনুরক্তও নহে, আবার ত্যাগ করার জন্যও উৎকণ্ঠিত নহে। অর্থাৎ উক্ত উভয়েই উদাসীন কর্ম্ম-ফলানুসন্ধান রহিত। ঈদৃশ ব্যক্তিই যথার্থতঃ নির্লিপ্ত বা অসং-গ। সুতরাং তাদৃশ মনোভাব আত্মজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন হইতে পারে না। মূত্র ত্যাগ করা, আহার করা ইত্যাদি তোমার দেহের এই সকল প্রাকৃতিক (স্বাভাবিক) কর্ম্মকেই মাত্র 'নিষ্কাম কর্ম্ম' বলা যায়। কারণ মূত্র ত্যাগের বেগ না হওয়া পর্য্যন্ত, অথবা তোমার পেট সম্পূর্ণ ভরা থাকিলে মোটেই ক্ষুধা বোধ না হওয়া পর্য্যন্ত তোমার মন ইচ্ছা করিলেই মূত্র ত্যাগ করিতে, বা ভোজন করিতে পারে না। পক্ষান্তরে ঐ সকল কার্য্যের বেগ হওয়া না হওয়াও তোমার মনের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপরে নির্ভরও করে না এবং বেগ হইলে তখন তোমার মনের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমাকে ঐসকল কার্য্য করিতেই হয়। সুতরাং ঐসকল কর্ম্মগুলি তুমি ইচ্ছা করিলেই করিতে বা ক্ষান্ত রাখিতে পার না বলিয়াই ইহা 'নিষ্কাম কর্ম্ম'। এইরূপ প্রাকৃতিক নিয়মে সূর্য্য উদিত হইয়া সকলকে আলো দিতেছে, বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, ইহাদের মধ্যে কাহারও কোনই কামনা নাই, তাই সেই সূর্য্যদেব ও পবনদেব নিষ্কাম কর্ম্ম করিতেছেন। ঠিক সেইভাবে একমাত্র আত্মজ্ঞ মহাপুরুষই 'নিষ্কাম কর্ম্ম' করিয়া থাকেন। কারণ কর্ম্মকর্ত্তা মন। সেই মন কামনা শূন্য অর্থাৎ নিষ্কাম না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই কাহারও নিষ্কাম কর্ম্ম হইতে পারে না। লোকে কথায় বলে 'যে সরিষার দ্বারা ভূত ছাড়াইব, সেই সরিষার মধ্যেই ভূত রহিয়াছে, তবে ভূতাবিষ্ট লোকের ভূত ছাড়িবে কি ক'রে? অগ্রে সরিষার ভূত ছাড়াও, পরে তদ্দ্বারা অন্যের ভূত ছাড়াইবে'। সেইরূপ অগ্রে মনকে নিষ্কাম কর, পরে সেই মন দ্বারা নিষ্কাম কর্ম্ম করিবে। গীতামুখে ভগবান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণ যে মুমুক্ষু ব্যক্তিকে নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে উপদেশ করিয়াছেন তাঁ তাৎপর্য্য এই, যে কর্ম্ম করিলে মনে বিচার-শক্তি জন্মিয়া কর্ম্ম করিবার কা ও ভোগের বাসনা সকল বিনষ্ট হইয়া নিষ্কাম হওয়া যায়, তাহাই প্র 'নিষ্কাম কর্ম্ম'। যেমন, কেবল তীক্ষ্ণীভূত লৌহের দ্বারাই সমস্ত কাটা যায়, অন্য কিছুর দ্বারাই তাহা হয় না; সেইরূপ একমাত্র আত্ম লাভের সহায়ক শুভ কর্ম্মের দ্বারাই মনে বিচার-শক্তি জন্মিয়া সমস্ত কর্ম্মের কামনা ও ভোগের বাসনা সকল ক্রমে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, অন্য দ্বারাই তাহা হয় না। তাই শাস্ত্রাদিষ্ট সেই সকল শুভ কর্ম্মকেই তাঁ 'নিষ্কাম কর্ম্ম' বলিয়াছেন। সুতরাং যে যে কর্ম্ম আত্মজ্ঞান লা সহায়ক, তৎসমস্তকেই তুমি 'নিষ্কাম কর্ম্ম' বলিয়া জানিবে। হে সত্যা মানব সকল দুই প্রকার কর্ম্ম করিয়া থাকে। আত্মার আরাধনার্থ আর বিষয়-কর্ম্ম। বিষয়-কর্ম্মের অনুষ্ঠানে, লোকে বন্ধন-দশা প্রাপ্ত নানা প্রকার শোক-তাপ ভোগ করে। আর, আত্মার আরাধনার্থ নুষ্ঠান করিলে, লোকে সর্ব্বপ্রকার বন্ধন এবং শোক-তাপ মুক্ত হইয়া পরমানন্দ ভোগ করে। অতএব তুমি আত্মার আরাধনার্থ কর্ম্ম শোক-তাপ মুক্ত হও এবং আত্মানন্দ লাভ কর। ভগবান শ্রী অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥

অর্থাৎ—"(যজ্ঞার্থাৎ—আত্মার আরাধনার্থ) মনুষ্যগণ আরাধনার্থ কর্ম্ম হইতে বিরত থাকিয়া অন্য বৈষয়িক কর্ম্মের অনুষ্ঠানে বন্ধন-দশা-গ্রস্ত হয়। হে কৌন্তেয়! তুমি সঙ্গহীন হইয়া সেই পর (আত্মার) উদ্দেশ্যে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া বন্ধন মুক্ত হও।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত—প্রভু ! মন থাকিলেই ত কামনাও থাকিবে। কামনাশূন্য হইয়া কখনও মন থাকিতে পারে কি ? সুতরাং মহাপুরুষদেরও ত মন আছে, তবে তাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্ম করেন কি ভাবে ?

মহাঃ—বৎস ! তোমার এই ক্ষুদ্র অজ্ঞান মন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞের বিরাট মনের অবস্থা ধারণা করা অসাধ্য। তথাপি যুক্তি দ্বারা তোমাকে সামান্য কিছু বলিব। এই কথাগুলি তুমি তোমার নিজ মনের অবস্থার সঙ্গে মিলাইয়া গ্রহণ করিও, নতুবা কিছুই বুঝিতে পারিবে না। তোমার এই যৌবনাবস্থায় তুমি যেরূপ বাল্যের পুতুল খেলার নিষ্প্রয়োজনীয়তা ও নিষ্ফলতা সম্যকরূপেই হৃদয়ঙ্গম করিয়া, সেই পুতুল খেলার কামনা বিসর্জ্জন দিয়াছ; এই জাগতিক কর্ম্ম সকলের নিষ্ফলতা বুঝিতে পারিয়া মহাত্মাগণও ঠিক সেইরূপ কর্ম্ম করার কামনা ত্যাগ করিয়াছেন। এখন তোমার শিশু ছেলে আসিয়া যদি বলে, 'বাবা ! আমার এই পুতুলকে জামা-কাপড় পরাইয়া দাও,' তখন পুতুল খেলিবার জন্য তোমার মনে বাসনা উদয় হয় কি ? এখন তুমি যেরূপ পুতুল খেলায় কামনাহীন থাকিয়াই, তোমার মনের অনিচ্ছা তবুও সেই পুতুলকে জামা-কাপড় পরাইয়া দাও ; মহাপুরুষগণও ঠিক সেইভাবেই ব্যবহারিক জগতের আহার, নিদ্রা, চলা-ফেরা, পরস্পর বাক্যালাপাদি করিবার সময় নিষ্কাম, নির্লিপ্ত ভাবে থাকিয়া দেহ-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন! তাঁহাদের নিকট কেহ উপদেশপ্রার্থী হইলেও পরোপকারের জন্য নিষ্কামভাবেই তাঁহারা উপদেশ দিয়া থাকেন। কুম্ভকারের ঘট তৈয়ার করিবার একটী চক্র-যন্ত্র আছে,—তাহা দেখিয়াছ ত ? সেই চক্রটীকে খুব বেগে কয়েক বার ঘুরাইয়া ছাড়িয়া দিলে, পরে পূর্ব্ব বেগের শক্তিতেই অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই চক্র নিজে নিজে ঘুরিতে থাকে ; তদ্দ্বারাই কুম্ভকার নিজের কার্য্য করিয়া লয়। ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষদের মন-চক্রটীও ঠিক সেইরূপ, আরব্ধ-বেগে (যে বেগ পূর্ব্বেই আরব্ধ হইয়াছে, সেই বেগে) ঘুরিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে। তখন তাঁহাদের দেহে অহং-বুদ্ধি শূন্য মন আগ্রহ-নিগ্রহ হীন হইয়া পূর্ব্ব সংস্কার বশে অতি সংক্ষেপে দেহ-যাত্রা নির্ব্বাহ করার উপযোগী আহারাদি সামান্য কার্য্য করিয়া থাকে মাত্র। তত্ত্বজ্ঞের চিত্ত থাকিলেও না থাকার ন্যায় হইয়া যায়, এজন্য তত্ত্বজ্ঞের চিত্ত (মন) 'চিত্ত' সংজ্ঞায় গণ্য না হইয়া 'সত্ত্ব' সংজ্ঞায় অভিহিত হয়।

ভক্ত—মহাত্মন্! পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুনিগণও ত ক্রোধান্বিত হইয়া একে অন্যকে অভিশাপ দিতেন; মহাভারতাদি গ্রন্থেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইদানীংও অনেক ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিকে ক্রোধান্বিত হইতে স্বচক্ষেই দেখিয়াছি; সুতরাং তাঁহারা রিপুসকলকে স্ববশে আনিয়া নিষ্কাম হইতে পারেন কই!

মহাঃ—হে মহামতে! সাপুরিয়াগণ যেরূপ সাপের বিষ-দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়া, সেই সাপকে সঙ্গে সঙ্গেই রাখিয়া খেলা করে; জ্ঞানিগণও মন-সর্পের কাম-ক্রোধাদি ছয়টী বিষ-দন্তরূপ রিপুকে বহির্মুখ হইতে অন্তর্মুখী করিয়া দিয়া, এই মনের বিষক্রিয়ার শক্তি নষ্ট করিয়া দেন এবং এই মন লইয়া বহির্জগতে খেলা করেন। সাপুরিয়াদের সাপ-খেলার সময় যেরূপ দর্শক-গণ দেখিতে পায় যে, সেই সর্প ফণা ধরিয়া ফোঁস করিয়া উঠিয়া সাপুরিয়াকে দংশন করিল, এমন কি সেই দংশনে রক্তও বাহির হইল; কিন্তু তাহাতে সর্পের বিষ নাই বলিয়াই সাপুরিয়ার কোনই ক্ষতি হইল না; সেইরূপ জগত-পিতা ব্রহ্মজ্ঞদের মন-সর্পকে জাগতিক ব্যাপারে কখন ক্রোধান্বিত হইয়া ফোঁস করিয়া উঠিতে তোমরা দেখিয়া থাক বটে, কিন্তু তাহাতে বিষক্রিয়ার শক্তি না থাকায়, জ্ঞানীকে বিষাক্ত করিয়া তাঁহার কোনই ক্ষতি করিতে পারে না। তোমাদের সাধারণ মনের ইহা ধারণাতীত বিষয়। কারণ নিজে আত্মজ্ঞ না হইলে, আত্মজ্ঞের মনের অবস্থা কিরূপ বুঝা যায় না।

ভক্ত—প্রভু! যদি জ্ঞানী মহাপুরুষের নিকট এই জগত মিথ্যা হয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বোধ হইয়া থাকে, তবে তিনি এই জগতকে আহার-বিহারাদি সর্ব্ব কার্য্যে অবিকল আমাদের অজ্ঞানীদের ন্যায়ই ব্যবহার করিতেছেন কি প্রকারে ?

মহাঃ—বৎস ! শৈশবের অজ্ঞানাবস্থায় দর্পণের প্রতিবিম্ব দুঃখদায়ক হয় কিন্তু জ্ঞান হইলে সেই প্রতিবিম্বই আবার সুখ দান করে। তোমার শৈশব কালের সেই অজ্ঞানাবস্থায় দর্পণস্থ প্রতিবিম্ব-মানুষ দেখিয়াই, 'এই ছেলেটা আবার কোথা হইতে আসিল' এই ভাবিয়া তুমি সেই প্রতিবিম্বকে মুখ ভেঙচি ও মুষ্টি প্রহার দেখাইতে। সেই প্রতিবিম্ব-মানুষ বিষয়ে এখন তোমার জ্ঞান জন্মিয়াছে। তুমি এখন জান যে, এই দর্পণস্থ মানুষ অন্য কেহ নয়, উহা৹ আমারই প্রতিবিম্ব। তাই এখন সেই প্রতিবিম্বের দ্বারাই তুমি মনের আনন্দে তোমার কেশবিন্যাসাদি কার্য্য করিয়া থাক। সুতরাং অজ্ঞানতাই দুঃখ, আর জ্ঞানই শান্তি-সুখ। দর্পণে প্রতিবিম্বিত মানুষ যে মিথ্যা অর্থাৎ সেখানে মানুষ বলিতে যে পৃথক কোন কিছুই নাই, সে বিষয়ে তোমার দৃঢ় জ্ঞান আছে ত ? সুতরাং সেই মিথ্যা অস্তিত্বহীন মানুষকে (প্রতিবিম্বকে) তুমি কি প্রকারে ব্যবহার করিয়া নিজের মস্তকে কেশ-বিন্যাস ইত্যাদি কাজ করিয়া লইতেছ ? এখানে তোমার নিজ মনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখ। তুমি যেমন দর্পণস্থ মিথ্যা প্রতিবিম্বকে 'যেন অস্তি' 'যেন আছে' এইভাবে ব্যবহার করিয়া নিজ দেহের কার্য্য করিয়া লও ; জ্ঞানী পুরুষও ঠিক সেই দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায়ই, মনো-দর্পণে প্রতিবিম্বিত এই মিথ্যা জগতকে 'যেন দেখা যাইতেছে' বোধেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই দর্পণস্থ প্রতিবিম্ব ব্যবহার করিবার সময় তোমার মন যেরূপ কাম-ক্রোধাদি শূন্য নির্ব্বিকার অবস্থায় থাকে, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির মনও এই জগত ব্যবহারের সময় অবিকল সেই অবস্থায় থাকে। দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের অভাবে যেরূপ তোমার মনে কোনও শোক-তাপের উদয় হয় না, সেইরূপ এই মনো-দর্পণে প্রতিবিম্বিত জাগতিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বস্তুর সৃষ্টি বা ধ্বংসেও জ্ঞানীর কখনও চিত্ত চঞ্চল হয় না। কারণ তখন জ্ঞানীর জ্ঞান-বারিতে মনের জগচ্চিত্র প্লাবিত হইয়া যায়। তাই আত্মজ্ঞের মনের এই অবস্থাকে 'মহাপ্রলয়' বলা হয়। মনের মধ্যে এরূপ 'মহাপ্রলয়' হয় বলিয়াই তিনি তখন 'মহাপুরুষ' নামে কথিত হন। বৎস! যেমন হট্ট-সমবেত (হাটবাজারে) বহুলোক আপন আপন কার্য্য করে অথচ পরস্পর পরস্পরের প্রতি উদাসীন থাকে, সেইরূপ মহাপুরুষেরা বাহিরে ব্যবহারপরায়ণ হইলেও অন্তরে উদাসীন থাকেন। যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহাদের নিকট নগরও অরণ্যের সমান। যাঁহাদের মন অন্তর্মুখ, অর্থাৎ আত্মদর্শনরত, তাঁহারা নগর, জনপদ, গ্রাম সর্ব্বত্রই অরণ্যতুল্য দেখেন। অর্থাৎ যাঁহারা সর্ব্বদা অন্তর্মুখী স্থিতি লাভ করিয়াছেন (আত্মসংস্থ হইয়াছেন) তাঁহাদের দৃষ্টি এই জনসঙ্কুল পৃথিবীকে আকাশতুল্য শূন্যস্বরূপ দর্শন করে এবং তাঁহাদের নিকট এই দৃশ্য পরম শীতল বোধ হয়। কিন্তু যাহাদের অন্তর বাসনা-অনল দ্বারা সন্তপ্ত, তাহাদিগের নিকট কি বন, কি সংসার সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডই দাবাগ্নিতপ্ত বোধ হইয়া থাকে। হে সত্যকাম! জলাদিতে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য বস্তুতঃ অচঞ্চল হইলেও চঞ্চলের ন্যায় দৃষ্ট হয়। সেইরূপ ব্যবহারকারী জ্ঞানীরাও অজ্ঞানীর ন্যায় দৃষ্ট হন। ফলতঃ, যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয় হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, তিনি কর্ম্মেন্দ্রিয়ে আবদ্ধ থাকিলেও বিমুক্ত। কিন্তু যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়ে আবদ্ধ আছেন, তিনি কর্ম্মেন্দ্রিয় হইতে বিমুক্ত থাকিলেও বদ্ধ। কারণ জ্ঞানেন্দ্রিয়েই সুখ, দুঃখ, বন্ধ, মোক্ষাদি বিদ্যমান।

বৎস! মায়া মোহ একবার বৈরাগ্য-অগ্নিতে দগ্ধ হইলে, আর কস্মিন কালেও সেই মোহ ঘটে না। সন্তরণ-পটু ব্যক্তি যেমন কিছুতেই সাঁতার ভুলিতে পারে না, লেখা-পড়া একবার শিক্ষা করিলে যেমন সে জ্ঞান নষ্ট হয় না, তেমনি বৈরাগ্য একবার দৃঢ় হইলে, তাহার উচ্ছেদ হয় না। আবার সেই সন্তরণ-পটু ব্যক্তি যেমন ইচ্ছা করিলে ডুবিতেও পারে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাসিতেও পারে, ডুব দেওয়াটা তাহার ডুবিয়া মরা নহে;—তেমনি বৈরাগ্য-যুক্ত উদাসীন ব্যক্তির মন, সংসারে কর্ম্ম করিতেও পারে, না করিতেও পারে—সংসারের কাজ করিলেও সে লিপ্ত হইয়া পড়ে না। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি বিষয়ানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ উভয় আনন্দ ভোগ করতঃ উভয় ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় লৌকিক ও বৈদিক উভয় আনন্দই গ্রহণ করিয়া থাকেন। গীতামুখে শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥

অর্থাৎ—"সমুদ্রে নানা নদ নদীর জল প্রবিষ্ট হইলেও সমুদ্র যেমন স্থিত প্রতিষ্ঠ থাকে অর্থাৎ কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না, সেইরূপ জিতেন্দ্রিয় মুনি-গণের মনোমধ্যে শব্দাদি বিষয় সকল প্রবিষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহারা বিচলিত হন না, বরং শান্তি লাভ করিয়াই থাকেন। কিন্তু বিষয়কামী মানবগণের পক্ষে এই শান্তি নিতান্ত দুর্ল্লভ।"

ভক্ত—ভগবন্! মহাপুরুষের মনে এইরূপ মহাপ্রলয় হইলে, অসংখ্য জীবপূর্ণ এই দৃশ্যমান জগত তখন কোথায় যায়? তখন সেই মহাপুরুষ এই জগতকে কি ভাবে দেখেন? অর্থাৎ তাঁহার নিকট এই জগত কি ভাবে প্রকাশ পায়?

মহাঃ—বৎস! বন্ধ্যাপুত্র, অশ্বডিম্ব, আকাশকানন ও রজ্জুতে সর্প, স্থাণুতে ভূত, এসকল কোথা হইতে আইসে? পুনঃ কোথায় গমন করে? এবং তাহাদের আকৃতি কিরূপ? এই সকল অগ্রে তুমি আমাকে বল, পশ্চাৎ তোমার প্রশ্নের উত্তর দিব।

ভক্ত—প্রভু! বন্ধ্যাপুত্র ও আকাশকানন প্রভৃতি নাই, সুতরাং যাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন পদার্থই নয়, তাহার আবার দৃশ্যতা কি? তাহার গমনাগমন
অস্তিতা-নাস্তিতাই বা কি?

মহাঃ—বৎস! ঐ বন্ধ্যাপুত্র, অশ্বডিম্ব বা আকাশকানন, স্থাণুতে
পুরুষ, রজ্জুতে সর্প যদ্রূপ, এই দৃশ্যমান জগতও তদ্রূপ। যাহা কস্মিন কালে
হয় নাই, যাহা কেবলমাত্র ভ্রান্তি, তাহার আবার উৎপত্তি ও বি
কি? যেমন স্বর্ণবলয়ে স্বর্ণ ব্যতীত 'বালা' নামে পৃথক কোন বস্তুর অস্তি
নাই, যেমন আকাশে শূন্যতা ব্যতীত অন্য কিছু অনুভূত হয় না, তেমনি
তত্ত্বজ্ঞান উদয় হইলে পরব্রহ্মে পৃথক জগত অনুভূত হয় না। ঐ
জগত আপাত দর্শনে প্রতীত হইলেও, স্বপ্নদৃষ্ট জগত যদ্রূপ, ঐই স্থাবর
জগতও তদ্রূপ। যেমন স্বপ্নাবস্থায় নগরাদি প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত হয়, অথচ
তাহা নাই, ছায়াচিত্রের (সিনেমার) সচল নর-নারীগণের নৃত্যগীতাদি যেমন
প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়, অথচ তথায় নর-নারী নাই, সেইরূপ অজ্ঞানের বশে
পরমাত্মায় জগত না থাকিলেও জগদ্দর্শন হইয়া থাকে। এই যে কি
দেখিতেছ, সমস্তই আপনাতে অর্থাৎ আত্মায় অবস্থিত। জগত কোন
কালে সত্য সত্য উদয় ও অস্ত প্রাপ্ত হয় না ও হইবেও না। সুতরাং
জগত নিতান্ত অলীক ও ভ্রমময়, ইহা মনে রাখিয়া তুমি ব্যবহারে রত হই
তবেই গ্রহণ ও ত্যাগ বা সুখ ও দুঃখ, মানাপমান ইত্যাদি কিছুই
তোমাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। হে সুমতে! যেমন রজ্জুতে
সর্প-ভ্রম হয়, ঠিক তেমনি সাধারণের নিকট ব্রহ্মে জগত-ভ্রম হইয়া
রজ্জুতে সর্পভ্রম স্থলে যখন তোমার রজ্জুজ্ঞান হয়, তখন সেই পূর্বদৃষ্ট
তোমার নিকট কি ভাবে প্রকাশ পায়? এখানে তাহা একবার
কর। তখন যেমন পূর্ব্ব দৃষ্ট সর্প তোমার নিকট রজ্জু ভাবে প্রকাশ
ঠিক তদ্রূপ জ্ঞান হইলে পূর্ব্বদৃষ্ট জগতও ব্রহ্ম বা আত্মাভাবে প্রকাশ
কেহ রজ্জুকে ভ্রম-বুদ্ধিতে সর্পভাবে জানিলে তাহার ভয়, আতঙ্ক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধারণ অশান্তি জন্মে এবং সত্য-বুদ্ধিতে রজ্জুভাবে জানিলে, তাহার সেই সকল ভয়, আতঙ্ক বিদূরিত হইয়া গিয়া শান্তি লাভ হয়। ঠিক তদ্রূপ, সাধারণে ব্রহ্মকে ভ্রম-বুদ্ধিতে জগতভাবে জানিতেছে, তাই তাহাদের নানারূপ শোক-তাপ বা অশান্তির সৃষ্টি হইতেছে। এই লোক-সাধারণের মধ্যে, যখন যে ব্যক্তি সত্য-বুদ্ধিতে ব্রহ্মকে ঠিক ব্রহ্মভাবেই জানিতে পারেন, তখন তাঁহার সেই সকল শোক-তাপ অন্তরিত হইয়া গিয়া, পূর্ণ অবিচ্ছিন্ন শান্তি লাভ হয়।

বৎস! তুমি রাত্রিতে ছোট একটী জঙ্গলের ঝোপ দেখিবামাত্রই তোমার মন তাহাতে একটী ব্যাঘ্র কল্পনা করিয়া, 'ইহা একটা ব্যাঘ্র' এই ভাবিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। এখানে, ঐ জঙ্গল বিষয়ে তোমার মনের অজ্ঞানতা থাকাতেই মন জঙ্গলকে ব্যাঘ্র কল্পনা করিয়া সেই নিজ কল্পিত ব্যাঘ্রের ভয়ে ভীত হইল। ইহারই নাম 'অজ্ঞানকৃত কল্পনা'। আর, তুমি এখন দিবালোকে যদি তোমার নিকটেই একটী ব্যাঘ্র মনে মনে কল্পনা কর, তবে তোমার মন তাহাতে কিছুতেই ভীত হইবে না। কারণ, ব্যাঘ্র কল্পনা করিবার সময় তোমার মনে এই কথাটি বেশ স্পষ্টই স্মরণ থাকিবে যে, এই ব্যাঘ্র আমার নিজেরই কল্পনা মাত্র, প্রকৃত পক্ষে ব্যাঘ্র বলিতে এখানে কিছুই নাই। ইহারই নাম 'জ্ঞানকৃত কল্পনা'। এই জগত-সংসার ঠিক ঐরূপ মনেরই কল্পনা-প্রবাহ মাত্র। তন্মধ্যে সাধারণ অজ্ঞানীদের নিকট এই জগত পূর্ব্বোক্ত রূপে অজ্ঞানকৃত কল্পনা। কারণ, যে ব্রহ্মে তাহারা জগত কল্পনা করিতেছে, সেই ব্রহ্ম বিষয়ে তাহাদের জ্ঞান না থাকাতেই, এই স্বকল্পিত জগত দেখিয়া তাহারা এত শোকে, তাপে ও ভয়ে জর্জ্জরিত হইতেছে। আর, আত্মজ্ঞের নিকট এই জগত 'জ্ঞানকৃত কল্পনা'। অর্থাৎ ব্রহ্মকেই যে জগতরূপে দেখা যাইতেছে, ইহা তাঁহাদের বেশ জানা আছে, তাই তাঁহাদিগকে কোন প্রকার শোক-তাপে স্পর্শ করিতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৎস! অন্ধের নিকট এই জগত অন্ধকার, কিন্তু চক্ষুষ্মাণের নিকট জগত প্রকাশময়। সেইরূপ অজ্ঞানীর নিকট জগত দুঃখপ্রদ, আর জ্ঞানীর দৃষ্টিতে জগত আত্মা, তাই সুখপ্রদ।

ভক্ত—দয়াময়! ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষদের ত মনে কোন দয়া-মায়া নাই, কাহারও সঙ্গে কোন ভালবাসাও নাই। তবে আপনি তাঁহাদিগকে 'জগৎ পিতা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন কেন? তাঁহারা পিতার ন্যায় জগতে কি কাজ করেন?

মহাঃ—বৎস! মহাপুরুষের মনের অবস্থা তোমার ন্যায় ক্ষুদ্র বুদ্ধির বোধাতীত। কূপ-মণ্ডূক, অতল সমুদ্রের অবস্থা কি প্রকারে বুঝিবে? নিরাকার, অসীম, অনন্ত আত্মাকে তোমরা অজ্ঞান-কল্পনায় সাকার ও সসীম করিয়া লইয়া, তাঁহাকে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ করিয়া থাক; তাই তোমাদের জ্ঞান, ভক্তি, স্নেহ, প্রেম, ভালবাসাদি ব্যাপারগুলি অতি সঙ্কীর্ণ, নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধভাবেই নিজ স্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতা, ভগ্নীর উপরে ও নিজ মনঃকল্পিত কোন নির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তিতেই নিবদ্ধ থাকে;—তাহার প্রসার নাই। কিন্তু যে মহান্ ব্যক্তি জ্ঞানবলে আত্মাকে নিরাকার ও অসীম, অনন্ত, বাক্যমনের অগোচর জানিয়া সর্ব্বক্ষণ অনুভব করিতেছেন, তাঁহার স্নেহ, প্রেম, ভক্তি, ভালবাসায় বিশ্বজগত প্লাবিত হয়। তোমার ন্যায় অজ্ঞের ভালবাসা ক্ষুদ্র প্রদীপের আলোর ন্যায়, মাত্র তোমার নিজ গৃহকেই আলোকিত করে, অন্য কেহ সেই আলোর ভাগ পায় না (অর্থাৎ তোমার ভালবাসা বা প্রেমস্রোত অতি সংকীর্ণ, তাই তাহা কেবল তোমার নিজ পরিবারস্থ স্ত্রী-পুত্রাদির উপরই বেগে প্রবাহিত হইয়া থাকে, অন্যে তাহার ভাগ পায় না)। আর, জ্ঞানী মহাপুরুষের জ্ঞান-রবি উচ্চ নীচ বোধ না রাখিয়া, সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডেই আলো বিতরণ করে; তাই সকল জীব সেই জ্ঞানালোকে আনন্দে বিচরণ করিতে থাকে। বাবা!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিতেছ, 'মহাপুরুষদের দয়া নাই'। তুমি হয়ত কোন গরিব দুঃখীকে দুই চারি পয়সা দান করিয়াই ভাবিতেছ, 'দয়া করিয়া দান করিলাম'। কিন্তু এই সাধারণ নশ্বর ধনদান অতি ক্ষুদ্র নগণ্য দান। "জীবে দয়া মহাপুণ্য, তাই দয়া করিয়া দান করিবে" ইহাই সর্ব্ব শাস্ত্রের বাণী। কিন্তু কি দান করিবে? বেদান্তে জ্ঞান দানই শ্রেষ্ঠ দান বলিয়া বর্ণিত আছে। জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন, "দেয়ং পরং কিং, ত্বভয়ং সদৈব।" অর্থাৎ—"দিবার উপযুক্ত দ্রব্য কি? উত্তর—অভয়।" সুতরাং জগতে জ্ঞানদানপূর্ব্বক অভয়দানই শ্রেষ্ঠ দান। জগত-পিতা আত্মজ্ঞ ব্যক্তি সকলকে এই দানই করিয়া থাকেন।

ভক্ত—প্রভু! আপনার এই সংক্ষিপ্ত কথা আমি বুঝিতে পারিলাম না। লোকে কত রকমেই ভয় পায়, কিন্তু কোন্ বিষয়ে অভয় দান করিতে হইবে? আর, অভয় দান করিলেই বা জ্ঞান দান করা হইল কি প্রকারে?

মহাঃ—বৎস! জগতের মানবগণ সর্ব্বদাই মায়ার ধাঁধায় পড়িয়া কেবল নিজের মৃত্যু, মানহানি, ধন-সম্পদ নাশ এবং পুত্রপরিজন বিয়োগের ভয়ে ভীত হইয়া সমস্ত জীবনের পথ অতি দুঃখে চলিয়া থাকে। এই সকল মানবগণ এক-মাত্র আত্মজ্ঞান-ধন লাভ করিতে না পারিলে কিছুতেই শোক-তাপ দূর করিয়া নির্ভীক ও সুখী হইতে পারে না। জগত-পিতা ব্রহ্মজ্ঞগণ জীবের প্রতি দয়াপরবশ হইয়াই এই আত্মজ্ঞান-ধন দান করিয়া, অজ্ঞ জীবদিগকে নির্ভীক অবস্থায় পরম শান্তিতে রাখেন। সুতরাং যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া সুখী-শান্ত হইয়াছেন, অন্যান্য মানবগণও যাহাতে সেইরূপ সুখ-শান্তি ভোগ করিতে পারে, তজ্জন্যই তিনি যত্ন পূর্ব্বক মানবগণকে সেই জ্ঞান-ধন দান করিয়া থাকেন। এই জ্ঞান-ধন যাহার নাই, সে আর কি প্রকারে জ্ঞানদান করিবে? একমাত্র জ্ঞানীর নিকটেই এই ধন আছে, তাই তিনি পরম দয়ালু হইয়া অন্যকে এই ধন দান করিয়া থাকেন। টাকা-পয়সা, ধন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্পদাদি দস্যুগণ বলপূর্ব্বক তোমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে পারে, কিন্তু এই আত্মজ্ঞান-ধন জ্ঞানপ্রার্থী ব্যক্তি জোর পূর্ব্বক কিছুতেই কাড়িয়া লইতে পারিবে না। এই ধন লইতে হইলে, সেই ধনী মহাপুরুষের সেবা করিলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া, দয়া করিয়া যদি দান করেন, মাত্র তবেই গ্রহণ করা যাইতে পারে,—নতুবা নয়। সুতরাং এখন বুঝিয়া দেখ প্রকৃতই মহাপুরুষগণ জগত-পিতা হইয়া জগতকে ভালবাসেন কি না? জগতের উপরে তাঁহাদের স্নেহ, দয়া সর্ব্বদাই সমভাবে বর্ষিত হইতেছে কি না। বৎস! এই আত্মজ্ঞান দানই প্রকৃত 'নিষ্কাম কর্ম্ম'।

———

মূর্ত্তির ব্যাখ্যা।

ভক্ত—প্রভু! আমরা যে সকল দেব-দেবীর মূর্ত্তি পূজা করিয়া আসিতেছি, ঐ সকল মূর্ত্তিগুলি ঠিক এইভাবে কল্পনা করার উদ্দেশ্য কি? সেই পুরাকালে ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিদের মনে এমন কোন্ ভাবের উদয় হইয়াছিল, মানুষের আকারে অনেক বিকট মূর্ত্তিরও কল্পনা করিতে হইয়াছিল? ঐসকল মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমাদেরই বা কোন্ বিষয়ে কি জ্ঞান লাভ হইতে পারে? এতৎ সম্বন্ধে দয়া করিয়া দাসকে উপদেশ করুন।

মহাঃ—বাবা! সমাজের নিম্নস্তরের অজ্ঞানীদের মানসিক উন্নতির জন্য, সেই আত্মজ্ঞ মহাপুরুষগণ সর্ব্বদাই আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। তাঁহারা মানুষের মনের অবস্থা বাহ্যিক মূর্ত্তি দ্বারা আমাদিগকে বুঝাইবার জন্য এই সকল মূর্ত্তি এইভাবে কল্পনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য যে, অজ্ঞানিগণ দীর্ঘকাল এইসকল মূর্ত্তি পূজিতে পূজিতে, হয়ত কখনও তাহাদের মনে প্রশ্নোদয় হইতে পারে যে, 'এইরূপ বিকট মূর্ত্তির আকারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কখনও কোন মানুষ ছিল ? আর, না থাকিলেই বা এই ভাবের মূর্ত্তি প্রস্তুত হইল কেন ?' মনে এইরূপ প্রশ্নোদয় হইলেই তখন তাহাকে কোন আত্মজ্ঞ পুরুষের নিকট যাইয়া, সেই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে ; আর, সেই মহাপুরুষের উত্তর শুনিয়াই তখন তাহার নিজের মনের দিকে দৃষ্টি পড়িয়া আত্মোন্নতি হইবে। বর্ত্তমানে তোমাদের লক্ষ লক্ষ মূর্ত্তি পূজকের মধ্যে কাহারও মনে ঐরূপ প্রশ্নোদয় হয় না, তাই সেই ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষদের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইতেছে না ; আর, তোমরাও পূর্ণকাম হইয়া শান্তি পাইতেছ না। বৎস ! মূর্ত্তির মধ্যে দুই শ্রেণীর মূর্ত্তি আছে, প্রতিমূর্ত্তি ও কল্পিত মূর্ত্তি। তোমার একখানা ফটো তুলিলে, সেই মূর্ত্তিকে 'প্রতিমূর্ত্তি' বলা হয়। কারণ, যে মূর্ত্তি অর্থাৎ মানুষ সত্যসত্যই ছিল বা আছে, তাহার মূর্ত্তিকেই 'প্রতিমূর্ত্তি' বলে। যেমন—শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ মূর্ত্তি, শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি, ভগবান শঙ্করাচার্য্যের মূর্ত্তি, বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মূর্ত্তি ইত্যাদি। আর, যে সকল মূর্ত্তি বা মানুষ কখনও ছিল না, মাত্র কোন অবস্থা বা ঘটনা বিশেষকে লোকের নিকট প্রকাশ করিবার জন্য মনের দ্বারা মূর্ত্তি কল্পনা করা হইয়াছে, তাহাকেই বলা হয় 'কল্পিত মূর্ত্তি'। যেমন, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, চতুর্ভুজ বিষ্ণু, পঞ্চানন মহাদেব, কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেব-দেবীগণের ঐ সকল কল্পিত মূর্ত্তি। ঐ সকল কল্পিত মূর্ত্তির মধ্যে মাত্র ২।৩ টী মূর্ত্তির ব্যাখ্যা করিয়াই মূর্ত্তিকল্পনা বিষয়ে আমি তোমার মনে বিচার-শক্তি জাগাইয়া দিতে চেষ্টা করিব।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কালীর মূর্ত্তি।

(অর্থাৎ জগত-প্রসবিনী মন-প্রকৃতির অবস্থা)

কালী উলঙ্গিনী বেশে, কালবরণী চতুর্ভুজা স্ত্রীমূর্ত্তি, রণোন্মত্তা শিবের বুকের উপরে দাঁড়াইয়া আছেন। ঋষিরা এই মূর্ত্তিটী দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, সাধারণ মানুষের অজ্ঞান মন, নিম্ন স্তরে কি সংসারে বিচরণ করিয়া থাকে এবং পরে ক্রমে উচ্চ স্তরে যাইয়া আত্ম লাভ হইলে, তখনই বা মনের কি অবস্থা হয়। তাই এখানে তাঁহার উলঙ্গিনী কালীমূর্ত্তি রূপে এবং আত্মাকে শিব (মহাদেব) রূপে করিয়াছেন। যথা—প্রশ্ন—কালী মায়ের চারি হাত কেন? উত্তর— পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ এই চারিটী দিক মন-প্রকৃতির হস্ত প্রঃ—কালী মায়ের রং কাল কেন? উঃ—মানুষের মন অজ্ঞানতাপূর্ণ বলিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণবর্ণ কল্পনা করা হইয়াছে। ধূর্ত্তামি, হিংসা-দ্বেষ, কাম-ক্রোধাদি ও কুচিন্তা, কুধারণা দ্বারা অজ্ঞানতা এত মলিনীকৃত থাকে যে, এই ব্রহ্মাণ্ডে মন অপেক্ষা অজ্ঞানান্ধকার যুক্ত স্থান আর কোথাও নাই। এই জন্যই শাস্ত্রও অজ্ঞানতাকে বা কৃষ্ণবর্ণ রূপে এবং জ্ঞানকে আলো বা শ্বেত বর্ণ রূপে বর্ণন করি প্রঃ—কালী মা উলঙ্গিনী কেন? উঃ—মনের কোন নির্দ্দিষ্ট অবস্থা এমন কি, মন কোন্ রং বিশিষ্ট, লাল, সাদা কি নীল ইত্যাদি ভাবে রূপও কেহ বর্ণন করিতে পারে না। অথচ এই মন ব্রহ্মাণ্ডের স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতেছে, তাই তাঁহার কোন বস্ত্রাবরণই সম্ভব চতুর্দ্দিকই তাঁহার অম্বর (বস্ত্র); এই জন্যই কালী মায়ের এক 'দিগম্বরী'। প্রঃ—কালী মায়ের ত্রিনেত্র কেন? উঃ—মানুষের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

াভাবিক দুই চোখেই বহির্জগত দেখিয়া থাকে, পরে সদ্গুরুর কৃপায়, বেক ও বিচার বলে জ্ঞান-চক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে তদ্দ্বারা অন্তর্জগত দেখিতে য়। এই জ্ঞান-চক্ষুকে বুঝাইবার জন্যই ত্রিনেত্র কল্পনা করা হইয়াছে। ঃ—কালী স্ত্রীলোক হইয়াও অসংখ্য অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া, াদিগকে বধ করতঃ সেই রক্ত-মাংস ভক্ষণ করিলেন কেন? উঃ—বৃত্তিগুলিকে অসুররূপে কল্পনা করা হইয়াছে। কারণ, মানুষের যেরূপ সর্ব্বদাই কাম-ক্রোধাদি দুর্দ্দান্ত মনোবৃত্তি সকলের তাড়নায় য়োনাস্তি শোক, দুঃখ, অশান্তি ভোগ করিয়া অস্থির হইয়া যায়, ীও ঠিক সেইরূপই অসুরগণের তাড়নায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন। ী একটী অসুর বধ করিলে সেই অসুরের রক্ত হইতে পুনরায় শত শত রের জন্ম হইত; অর্থাৎ মানুষের মনে অসংখ্য মনোবৃত্তি ও ভোগপিপাসা াছে; উহার একটী বৃত্তিকে উপভোগ দ্বারা নিবৃত্তি করিতে যাইয়া ী ভোগ শেষ হইতে না হইতেই পুনরায় আরও শত শত বৃত্তি াকাঙ্ক্ষার) উদয় হইয়া থাকে। কালী অসুরগণকে বধ করিয়া ের রক্ত-মাংস খাইতেছিলেন; অর্থাৎ মানুষ মনোবৃত্তি যোগে ের চতুর্দ্দিক হইতে অসংখ্য ভোগ্য বস্তু ভোগ করিতেছে। প্রঃ—ী মায়ের হাতে অসি কেন? উঃ—কালী মা অসুরগণের তাড়নায় ষ্ঠ হইয়া উঠিয়া, অসিদ্বারা অসুরগণকে বধ করিয়া শান্তি পাইয়া থাকেন; —মানুষের মন যখন দুর্দ্দান্ত কাম, ক্রোধাদি রিপু সকলের তাড়নায় ষ্ঠ হইয়া উঠে, তখনই বিচার-অসি দ্বারা ঐ অসুররূপী বৃত্তিগুলিকে করিয়া, শান্তি পাইয়া থাকে। প্রঃ—কালীর হাতে মুণ্ড ও গলায় মালা এবং কোমরে হাতের কটিবন্ধ রহিয়াছে কেন? উঃ—মানুষের যেরূপ বিষয়সকল উপভোগ করিয়াও বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিতে পারিয়া, সর্ব্বদা সেই বিষয়কেই অঙ্গের আভরণ করিয়া রাখে; অর্থাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাড়ী, ঘর, স্ত্রী-পুত্র, ধন-জনাদি ভোগ্য বিষয় সকলের দ্বারাই মানুষ ... পরিবেষ্টিত থাকে ; এই কালীমাতাও ঠিক সেইরূপ, অসুরগণের রক্ত ... ভোগ করিয়া পুনরায় সেই রক্ত-মাংস মিশ্রিত ভোগ্যবস্তু (অসুর... হস্ত ও মুণ্ডগুলি) তাঁহার অঙ্গের আভরণ করিয়া রাখিয়াছেন। ... কালী সঙ্কুচিতা হইয়া জিহ্বায় কামড় দিয়াছেন কেন? উঃ—... দেহের মধ্যে, মনেরও পরে পরম-পুরুষ পরমাত্মা বা জ্ঞানরূপী ... সর্ব্বদাই অবস্থান করিতেছেন। এই মন-প্রকৃতি তাঁহার বহির্মুখী ... বৃত্তিসকল দ্বারা জাগতিক যাবতীয় বস্তুর সঙ্গে সর্ব্বদাই ভীষণ উগ্র ... তাণ্ডব নৃত্য করিতেছেন ;—বারেকের জন্যও কিছুতেই তাঁহার নি... অভ্যন্তরস্থ সেই শিবের দিকে দৃষ্টি পড়িতেছে না। এইরূপ ... মনযুক্ত কোন জীবের, যদি কোন ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর কৃপায় মায়া ... কাটিয়া জ্ঞান-চক্ষু খুলিয়া যায়, তবে তখন তাঁহার মন-প্রকৃতি ... স্বামী শিবকে (আত্মাকে) দেখিয়া লাজে-ভয়ে সঙ্কুচিতা হন;... উলঙ্গিনী কালী, স্বামী মহাদেবকে দেখিয়া লাজে-ভয়ে সঙ্কুচিতা হইয়া ... কামড় দিয়াছেন। প্রঃ—শিবের রঙ সাদা কেন? উঃ—জ্ঞানরূপী ... (আত্মা) নির্ম্মল। মানুষের মনের অজ্ঞানতারূপ ময়লা বা অন্ধ... হইয়া গিয়া জ্ঞান জন্মিলে, তখন মন নির্ম্মল অর্থাৎ শুভ্রবর্ণ ধারণ ... জগতে সর্ব্বপ্রকার রঙের মধ্যে সাদা রঙকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও নির্ম্মল ... সাধারণতঃ সকলেই বলিয়া থাকে যে, 'অমুকের মনটী বেশ সা... নির্ম্মল'। অর্থাৎ হিংসা-দ্বেষাদি অজ্ঞানতারূপ ময়লা-শূন্যতাকে ... বলা হয়। তাই জ্ঞানকে শিব কল্পনায় সাদা রঙ করা হইয়াছে। ... জ্ঞানকে আলো বা শ্বেত বর্ণরূপে বর্ণন করিয়াছেন। বাইবেলেও ... "white is the sign of purity" অর্থাৎ—"সাদা রঙই প... নির্ম্মলতার চিহ্ন।" উক্ত শুভ্রবর্ণ শিবই (আত্মাই) মন-প্রকৃ...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা প্রভু। প্রঃ—শিব স্বামী হইয়াও কালীর পদতলে কেন? উঃ—
এখানে মনোবৃত্তিগুলির ভয়ঙ্কর অবস্থা প্রকাশ করিবার জন্যই, শিবকে
পদতলে কল্পনা করা হইয়াছে। অর্থাৎ—আমাদের অন্তরাত্মা জ্ঞানস্বরূপ
শিবকে প্রত্যক্ষোপলব্ধি করিবার জন্য বৈরাগ্য, বিচার, জ্ঞান প্রভৃতি যে
সকল শক্তির প্রয়োজন, সেই সকল আমাদের মনেতেই নিহিত আছে।
কিন্তু আমাদের সাধারণ অজ্ঞানীদের মনের অহং বুদ্ধিবৃত্তিতে কাম, ক্রোধ
এবং হিংসা, ঘৃণা, দ্বেষ, দম্ভাদি দুর্দ্দমনীয় ভাবসকলে সেই শক্তিকে ও আত্মা-
রূপী শিবকে পদতলে দাবাইয়া রাখিয়া, কেবল বহির্মুখী দৃষ্টিতে কাম-
ক্রোধাদি দ্বারা বাহ্যিক বিষয়ের সঙ্গেই ক্রিয়ার মত্ত রহিয়াছে, তাই এখন
কেবল কাম-ক্রোধাদির দুর্দ্দান্ত প্রভাবই আমাদের মনে প্রকাশ পাইতেছে।
সেই ভাবটীকে ব্যক্ত করার জন্যই মনরূপী কালীর পদতলে শিবকে কল্পনা
করা হইয়াছে। প্রঃ—শিব কৈলাস পর্ব্বতে বাস করেন কেন? উঃ—
'কৈ' শব্দে কৈবল্য মুক্তি, 'লাস' শব্দে বিলাস এবং 'শিখর' শব্দে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।
অর্থাৎ—'মহানির্ব্বাণ' বা 'কৈবল্য মুক্তি' নামক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থানে তিনি
(জ্ঞানরূপী শিব) বিরাজ করেন।

ইহার ভাবার্থ এই যে,—সাধারণ অজ্ঞান জীবের মনরূপী কালীমাতা,
দশটি বাহুতে জগতের চতুর্দ্দিক হইতে ভোগ্যবস্তু সকল আহরণ করিয়া,
উপভোগ দ্বারা অসুররূপী মনোবৃত্তি সকলকে পরাভূত করিতে চাহিতেছেন।
কিন্তু অজ্ঞানীদের মন, বিষয় উপভোগ করিয়া একটী মনোবৃত্তিকে জয় করিতে
না করিতেই, পুনরায় তাহাদের মনে অসংখ্য বৃত্তির উদয় হইতেছে,—যেমন
কালী একটী অসুর বধ করিতেই সেই রক্তে শত শত অসুর জন্মিত।
সেইভাবে জগতের অজ্ঞানান্ধ জীবমাত্রেই আবহমান কাল হইতে নিজ নিজ
অজ্ঞানতা বশে আত্মশিবকে ভুলিয়া গিয়া, দেহাত্মক বুদ্ধি দ্বারা জাগতিক
বিষয়ের মোহে মত্ত থাকিয়া, ভোগ-পিপাসা নিবৃত্তির জন্য কাম-ক্রোধাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসুররূপী বৃত্তি সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আসিতেছে ; কিন্তু কিছুতেই সেই সকল বৃত্তিগুলিকে পরাভূত করিতে পারিতেছে না—ঠিক যেমন কালী অসংখ্য অসুর বধ করিয়াও, কিছুতেই সমস্ত অসুরকে নিঃশেষ করিতে পারেন নাই। অজ্ঞ জীবগণ মধ্যে যদি কেহ জন্ম জন্মান্তরের রাশীকৃত সুকৃতির বলে কোন ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের দর্শন লাভ করিতে পারে, তবে তখন সেই তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ ঐ অজ্ঞের নিজ জ্ঞানমূর্ত্তি দর্শন করাইয়া দেন। নিজ জ্ঞানস্বরূপ আত্ম মূর্ত্তি বা শিব মূর্ত্তি দর্শন করিবা মাত্রই, সেই অজ্ঞ জীবের মন চমকিত হইয়া উঠে। তখন তাঁহার মনে, পূর্ব্ব অজ্ঞানাবস্থার বিষয় উপভোগ রূপ শিশুজনোচিত নীচ কর্ম্মের কথা স্মরণ হওয়ায়, সেই জঘন্য কর্ম্মের অনুশোচনায় লজ্জিতা হইয়াই জিহ্বায় কামড় দেয়। এই ব্যবহারিক জগতেও লক্ষ্য করিয়া দেখিও, অনেক সময় কোন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিও, বুঝিতে না পারিয়া অর্ব্বাচীনের ন্যায় হঠাৎ এমন অনেক কার্য্য করিয়া ফেলেন যে, ঠিক পর মুহূর্ত্তেই তাঁহার সেই নিকৃষ্ট কর্ম্মের নিকৃষ্টতা ও গুরুতর দোষ দৃষ্টি করিয়া এবং লোকচক্ষে উহা অত্যন্ত যে ঘৃণ্য কর্ম্ম মনে ভাবিয়া, সেই ব্যক্তি তখন তাঁহার আত্মানুশোচনার ভাব প্রকাশ করিতে যাইয়া, নিজের জিহ্বায় কামড় দিয়া মনে ভাবেন 'এ কি করিলাম' ? তাই সাংখ্য দর্শনও বলিয়াছেন,—

দোষবোধেঽপি নোপসর্পণং প্রধানস্য কুলবধূবৎ॥

অর্থাৎ—"যখন পুরুষের নিকট প্রকৃতির সম্পূর্ণ দোষ প্রকাশ পায়, তখন সেই পুরুষ প্রকৃতির দুঃখাত্মকত্বাদি সমস্ত দোষ দর্শন করিতে থাকেন এবং তাহাতেই প্রকৃতি লজ্জিতা হইয়া থাকেন। যেমন কুলবধূ নিজ স্বামীর নিকট চরিত্রহীনা দোষী বলিয়া অবধারিত হইলে, সেই বধূ তখন লজ্জিতা হইয়া সঙ্কুচিতা হয়।" এ বিষয়ে নারদীয় পুরাণেও লিখিত আছে— "মূঢ়তা দোষ বশতঃ সবিকারা (কাম, ক্রোধাদি বৃত্তি দ্বারা বিকারযুক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন-প্রকৃতি চিরকালে স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে, তিনি মনে করেন যে, প্রভু আমার দোষ দর্শন করিয়াছেন। এই লজ্জাতেই প্রকৃতি সেই পুরুষের নিকট সঙ্কুচিতা হইয়া থাকেন। অর্থাৎ মন-প্রকৃতি, তত্ত্বজ্ঞানী মুক্ত পুরুষের নিমিত্ত, ভোগবাসনারূপ সৃষ্টি ব্যাপারে প্রবৃত্ত হন না।" এই সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইবার জন্যই, আত্মাকে শিবরূপে এবং তাঁহার মায়া-শক্তির অংশ মনকে কালীরূপে পৃথক কল্পনা করা হইয়াছে মাত্র। সুতরাং একমাত্র শিব অর্থাৎ আত্মাই অনাদি অনন্ত কাল যাবৎ ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন। কারণ তিনি অক্ষয়, অব্যয়, ভূমা এবং নির্ব্বিকল্প সচ্চিদানন্দময় পুরুষ। তিনিই একমেবাদ্বিতীয়ম্; তাই তিনিই সমস্ত জীবের একমাত্র শ্রোতব্য, মন্তব্য ও প্রাপ্তব্য। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মহাপুরুষ গাহিতে লাগিলেন,— (উঠগো করুণাময়ী—সুর—ঝিঁঝিট)

মা কালী, মা কালী বলে, বৃথা তুমি ডাক কারে ?
তোমার মন মা কালী হয়ে, হৃদয় মাঝে নৃত্য করে॥
স্বর্গ, মর্ত্ত্য ত্রিভুবনে, কালী মা নাই কোন স্থানে।
(অজ্ঞ) মন-প্রকৃতির নাম 'মা কালী', আত্মজ্ঞে বর্ণনা করে॥
তাই বলি হে, বিচার কর, এখন সত্য কথা ধর।
আপন মূর্ত্তি না দেখিয়ে, বাহিরে মন কালী গড়ে॥
মন যখন বিচারশীল হবে, কালী মায়ের দেখা পাবে।
মনের 'অহং' যাবে তখন, আত্ম-শিবকে দর্শন ক'রে॥

ভক্ত—প্রভু! সকল দেবতারই মূর্ত্তি পূজা করা হইয়া থাকে, কিন্তু শিবের (মহাদেবের) মূর্ত্তি না পূজিয়া, লোকে তাঁহার লিঙ্গ এবং সেই লিঙ্গের নিম্নভাগে যোনিপীঠ (ভগ) প্রস্তুত করিয়া, এই দুইটীর একযোগে 'শিবলিঙ্গ' নামে পূজা করে কেন ?

গুরু:—বৎস! 'শিবলিঙ্গ' শব্দের অর্থ সম্বন্ধে অনেকে ভ্রান্ত হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"শিবের শিশ্ন" এইরূপ মনে করে। বস্তুতঃ এইরূপ অর্থ নিতান্তই ভ্রান্তি; তাই অজ্ঞগণই এইরূপ শিবের শিশ্ন প্রস্তুত করিয়া পূজা করে। প্রকৃতপক্ষে উহা শাস্ত্র-নিরূপিত নহে। 'লিঙ্গ' শব্দের অর্থ 'চিহ্ন', তাই শাস্ত্র বলেন, 'যেমন সমুদ্রের দেহেই বুদ্বুদাবলী উত্থিত হইয়া আবার সেই সমুদ্র-দেহেই বিলীন হইতেছে, সেইরূপ অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড যে ব্রহ্ম-সমুদ্রে বিলয় প্রাপ্ত হইতেছে সেই পরব্রহ্মই 'লিঙ্গ' শব্দের অর্থ।" এখানে তোমার প্রশ্ন উঠিতে পারে যে 'ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক ও অদ্বিতীয়, সুতরাং তাঁহার পূজা কি ভাবে করিবে এবং কেই বা করিবে ?' তদুত্তরে বক্তব্য এই, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়; প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান, এই পঞ্চ বায়ু এবং মন, বুদ্ধি এই সপ্তদশ পদার্থকে আত্মার 'লিঙ্গ শরীর' কহে। এই লিঙ্গ শরীর বা সূক্ষ্ম শরীরকেই পূজা করিতে শাস্ত্র আদেশ করিয়াছেন,—শিশ্ন পূজা করিতে বলেন নাই। এই 'লিঙ্গ শরীর' পূজা করিলেই ব্রহ্মের পূজা বা আত্মপূজা হইয়া থাকে। আর, শিবলিঙ্গের নিম্নভাগে যে 'যোনি পীঠ' আছে, সেই 'যোনি পীঠ' শব্দের অর্থও 'ভগ' নহে। 'যোনি' শব্দের অর্থ উৎপত্তি-স্থান। অতএব যে মায়াশক্তি বা অজ্ঞানরূপ মনঃশক্তি হইতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে, সেই মনঃশক্তির নামই 'যোনি পীঠ'। তাই ইহাকে 'শক্তি-পীঠ' বলে। প্রকৃতপক্ষে শিবলিঙ্গোপাসনা ঈশ্বরোপাসনা ভিন্ন আর কিছুই নয়। অজ্ঞগণই 'যোনি পীঠ' অর্থে 'ভগ' কল্পনা করিয়া, শিশ্ন ও ভগ যোগ হইলে যে আকার ধারণ করে, সেই আকারের মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহারই পূজা করিয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে উহা শাস্ত্র-সম্মত নহে (কঠ শ্রুতি ও সূত সংহিতা দ্রষ্টব্য)। স্থূল কথা, মানব বিচার পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গ দেহের পূজা করিলেই প্রকৃত শিব পূজা বা আত্মপূজা করা হয়। এবিষয়ে শিব-সংহিতাও বলিয়াছেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মসংস্থং শিবং ত্যক্ত্বা বহিস্থং যঃ সমর্চ্চয়েৎ।
হস্তস্থং পিণ্ডমুৎসৃজ্য ভ্রমতে জীবিতাশয়া॥
আত্মলিঙ্গার্চ্চনং কুর্য্যাদনালস্যং দিনে দিনে।
তস্য স্যাৎ সফলা সিদ্ধির্নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

অর্থাৎ—"নিজ দেহস্থ শিবকে (আত্ম-লিঙ্গকে) পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি বাহিরে শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করে, সেই মূঢ় ব্যক্তি নিজ হাতের গ্রাস পরিত্যাগ করিয়া জীবন ধারণের নিমিত্ত দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। যিনি প্রতিদিন আলস্য পরিহার পূর্ব্বক আত্মলিঙ্গ (অর্থাৎ নিজের সূক্ষ্ম অবয়ব লিঙ্গ-শরীর) অর্চ্চনা করিবেন, তাঁহার সমস্ত সিদ্ধ হইবে,—সন্দেহ নাই।"

জগদ্ধাত্রীর মূর্ত্তি।

জগদ্ধাত্রী—অর্থাৎ জগতকে যিনি ধারণ করিয়া আছেন। এই মূর্ত্তিটী চতুর্ভুজা স্ত্রীমূর্ত্তি। জগদ্ধাত্রী মাতা সিংহের উপরে উপবিষ্টা এবং ঐ সিংহের পদতলে নত শিরে একটী হস্তী রহিয়াছে। ইহাও কল্পিত-মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি দ্বারা ইহাই মাত্র বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, আত্মজ্ঞ মহাপুরুষের মনরূপ সিংহ তদুপরিস্থিত চতুর্ভুজা স্ত্রীমূর্ত্তি রূপা বিচার-বুদ্ধির শক্তি বলে, ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দ্দিকস্থ বিষয়রূপ হস্তীর সঙ্গে চারিদিকে চারি বাহুতে যুদ্ধ করিয়া, সেই বিষয়রূপ হাতীকে পদদলিত করিয়া রাখিয়াছে। তাই তখন বিষয়রূপ হাতী মন-সিংহের পদ-সেবা বা পদ-লেহন করিতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহার ভাবার্থ এই যে,—সাধারণ অজ্ঞ জীবের মন বাসনা শক্তি বলে জগতকে (জাগতিক বিষয় সকলকে) ধারণ করিয়া রাখে, অর্থাৎ সর্ব্বক্ষণ মনে বিষয় চিন্তা থাকে। হস্তী যেরূপ দেখিতে স্থূলকায় ও বৃহদাকার এবং প্রবল শক্তিশালী, জাগতিক ধন-জনাদি বিস্তৃত বিষয়গুলি ঠিক সেইরূপ এত শক্তিশালী যে, উহারা নিজ নিজ নাম-রূপ দ্বারা সর্ব্ব জীবকে মায়ামোহাভিভূত করিয়া বিষয়ের দাসরূপে পরিণত করিয়া রাখে। এইজন্য বিষয়কে 'হস্তী' রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। হস্তী যদিও দেখিতে বৃহদাকার এবং উহার শারীরিক শক্তি প্রবল, কিন্তু মানসিক শক্তি ও তেজ-বিক্রম বলে সিংহই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; তাই সিংহকে 'পশুরাজ' বলা হয়। সেইরূপ, জীবের মন ইন্দ্রিয়-যোগে বিষয়ের সঙ্গে সর্ব্বদা মাখামাখি ভাবে থাকিয়া বিষয়ের সেবা করিলেও, ঐ বিষয় অপেক্ষা মনের শক্তি অনেক প্রবল; কারণ দশেন্দ্রিয়ের রাজা মন। তাই মনকে 'পশুরাজ সিংহ' রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। সাধারণ মানুষের মনরূপ সিংহ, নিজ অজ্ঞানতা বশতঃ জানিতে পারে না যে, 'আমি পশুরাজ সিংহ; এই বৃহদাকার বিষয় হস্তী অপেক্ষা আমার তেজ-বিক্রম ও শক্তি শত সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ।' মনের এই অজ্ঞানতাকেই 'আত্মবিস্মৃতি' কহে। একমাত্র এই আত্মবিস্মৃতি বশতই মানুষের মন, বিষয়ের দাস হইয়া আবহমান কাল হইতে বিষয় সেবা করিয়া আসিতেছে। এই সাধারণ মানুষের মধ্যে যদি কেহ বহু জন্মান্তরের সুকৃতি বলে কোন ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর দর্শন পায়, তবে তখন ব্রহ্মরূপী গুরু জীব-ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনাক্রমে, সেই অজ্ঞানান্ধ জীবের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিয়া তাহার আত্মস্বরূপ দর্শন করাইয়া দেন। তাই সেই জীবের মন তখন নিজ সিংহমূর্ত্তি ধারণ করে এবং শ্রীরূপা বিদ্যা বুদ্ধিশক্তিবলে বিষয়রূপ হস্তীর সঙ্গে চতুর্দ্দিকে চারি বাহুতে যুদ্ধ করিয়া সেই বিষয়-করিকে পরাভূত করতঃ, বিষয়ের মোহাকর্ষণ ত্যাগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবল বৈরাগ্যবান্ হয়। আর, তখন সেই বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তির নিকট জাগতিক ভোগ্য বস্তুসকল উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার পদ-সেবায় নিযুক্ত থাকে ;—যেমন ঐ মূর্ত্তিস্থিত বৃহৎকায় হস্তী সিংহের বিক্রম বলে, নত শিরে সিংহের পদতলে থাকিয়া পদলেহন করিতেছে। এ বিষয়ে অষ্টাবক্র মুনিও রাজর্ষি জনককে ঠিক এই কথাই বলিয়াছিলেন ;—

বিষয়-দ্বীপিনং বীক্ষ্য চকিতাঃ শরণার্থিনঃ।
বিশন্তি ঝটিতি ক্রোড়ং নিরোধৈকাগ্র্যসিদ্ধয়ে ॥
নির্ব্বাসনং হরিং দৃষ্ট্বা তূষ্ণীং বিষয়-দন্তিনঃ।
পলায়ন্তে ন শক্তাস্তে সেবন্তে কৃতচাটবঃ ॥

অর্থাৎ—"দুর্ব্বল-চিত্ত, ভীত-মনা শরণার্থী ব্যক্তিরা বিষয়-ব্যাঘ্রের ভয়ে ভীত হইয়া, মনের নিরোধ ও একাগ্রতাসিদ্ধি বাসনায়, গিরিকন্দরে আশু প্রবেশ করে। কিন্তু বিষয়রূপ করিগণ বাসনাশূন্য বিরাগী পুরুষরূপ সিংহকে দেখিয়া নিঃশব্দে পলায়ন করে ; পলায়নে অসমর্থ হইলে তোষামোদ করিয়া সেই পুরুষ-সিংহের সেবা করে। অর্থাৎ স্পৃহাহীন ব্যক্তির সকাশে বিষয়-বাসনা নিরন্তর পরাভূত হইয়া যায়, তাই তখন তাঁহার সেবার জন্য অযাচিত ভাবেই ভোগ্য বিষয় সকল অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগন্নাথের রথ।

মানবের দেহরূপ রথে দশটী ইন্দ্রিয় অশ্বরূপে যোজনা করা আছে; আর, সেই অশ্বসকলের লাগাম স্বরূপ মন' আছে। সারথি রূপে 'বুদ্ধি' আছে। এই রথের সর্ব্বোপরি 'আত্মা' রথীরূপে অবস্থিত আছেন। অতএব যে রথের অশ্বগণ উত্তমরূপে সংযত, যে রথের লাগাম খুব মজবুত ও সারথির হস্তে সেই লাগাম দৃঢ়রূপে ধৃত থাকে, সেই রথই বিষ্ণুর সেই পরম স্থানে পৌঁছিতে পারে। কিন্তু যে রথে ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণ দৃঢ়ভাবে সংযত না থাকে, মনরূপ লাগামও দৃঢ়ভাবে না থাকে, সেই রথ অবশেষে বিনাশ দশা প্রাপ্ত হয়। জগতের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ বিষয়ের মধ্য দিয়াই এই রথের গন্তব্য পথ। বৎস! এই পথ বড় কঠিন; এই পথ শাণিত ক্ষুর ধারের ন্যায় দুর্গম; তাহাতে আবার এই পথ বড় সুদীর্ঘ ও বিপদসঙ্কুল। কিন্তু তাই ভাবিয়া নিরাশ হইও না, দৃঢ়তার সহিত গমন কর। উঠ, জাগ এবং যে পর্য্যন্ত না সেই লক্ষ্যস্থানে পঁহুছিতে পার, সে পর্য্যন্ত কিছুতেই বিরত হইও না। জীব বহু জন্মান্তরের সুকৃতি ফলে ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর কৃপা লাভ করিয়া জ্ঞান-চক্ষু বিকশিত হইলে, তখন সে এইরূপ দেহ-রথে আত্মারূপ রথীকে, অর্থাৎ জগতের নাথ, জগন্নাথকে দর্শন করিয়া মুক্ত হন। এই বিষয়ে শ্রুতিও বলেন—

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ান্নাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ॥ (কাঠকোপনি

অর্থাৎ—"মানবের আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনকে লাগাম, ইন্দ্রিয়দিগকে অশ্বরূপে জানিবে এবং সংসারের শব্দস্পর্শাদি বিষয় সমূহের মধ্যদিয়াই ঐ রথের গন্তব্য স্থান বলিয়া জানিবে। মনীষিগণ বলিয়াছেন, আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মন এই মিলিত ত্রিতয়ের নাম 'ভোক্তা'।"

বৎস! আজ তোমরা ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর দর্শন না পাওয়ায়, জ্ঞান-নেত্রের অভাবেই, দেহ-রথে সেই আত্মা-রথীকে (বামনদেবকে) দর্শন করিতে পাও না। এখন তোমরা দেহ-রথের স্থলে, কাষ্ঠ নিৰ্ম্মিত রথে; আত্মারূপ রথীর পরিবর্ত্তে, স্বহস্তে দারু নিৰ্ম্মিত বামনদেবকে; জ্ঞাননেত্রের পরিবর্ত্তে, এই রক্ত-মাংসের জড় নেত্রেই দর্শন করিতেছ। আর, ইহাই তোমাদের একমাত্র মুক্তির পথ বলিয়া, তোমরা নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছ। এই সকল মূর্ত্তি কল্পনা দ্বারা মনেরই যে অবস্থা প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহার প্রমাণ আরও দেখ। পূজার উপকরণাদি বিষয়ে জগতপিতা ব্রহ্মজ্ঞগণ শাস্ত্রে কি সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্ প্রকল্পয়েৎ।
তেজস্তত্ত্বন্তু দীপার্থে নৈবেদ্যঞ্চ সুধাম্বুধিম্॥
অনাহতধ্বনিং ঘণ্টাং বায়ুতত্ত্বঞ্চ চামরম্।
নৃত্যমিন্দ্রিয়কর্ম্মাণি চাঞ্চল্যং মনসস্তথা॥
পুষ্পং নানাবিধং দদ্যাদাত্মনো ভাবসিদ্ধয়ে।
অমায়মনহঙ্কারমরাগমমদন্তথা॥
অমোহকমদম্ভঞ্চ অদ্বেষাক্ষোভকে তথা।
অমাৎসর্য্যমলোভঞ্চ দশপুষ্পং প্রকীর্ত্তিতম্॥
অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
দয়াক্ষমাজ্ঞানপুষ্পং পঞ্চপুষ্পং ততঃ পরম্॥
ইতি পঞ্চদশৈঃ পুষ্পৈর্ভাবরূপৈঃ প্রপূজয়েৎ॥ (মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ—"চিত্তকে পুষ্পরূপে এবং পঞ্চপ্রাণকে ধূপস্বরূপ কল্পনা করিবে। দীপস্থানে তেজস্তত্ত্ব, সুধাম্বুধিকে নৈবেদ্যরূপে, অনাহত ধ্বনিকে ঘণ্টাধ্বনিরূপে, বায়ুতত্ত্বকে চামররূপে এবং ইন্দ্রিয়ের যাবতীয় কার্য্য ও মনের চাঞ্চল্যকে নৃত্যরূপে কল্পনা করিবে। আপনার অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য নানাবিধ পুষ্প দেবতাকে প্রদান করিবে; মায়ারাহিত্য, অহঙ্কাররাহিত্য, রাগরাহিত্য, মদরাহিত্য, মোহরাহিত্য, দম্ভরাহিত্য, দ্বেষরাহিত্য, ক্ষোভরাহিত্য, মাৎসর্য্যরাহিত্য, লোভরাহিত্য এই দশবিধ পুষ্প বলিয়া কথিত হইয়াছে। তৎপর অহিংসারূপ পরম পুষ্প, ইন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ পুষ্প, দয়ারূপ পুষ্প, ক্ষমারূপ পুষ্প এবং জ্ঞানরূপ পুষ্প, এই পঞ্চ পুষ্প প্রদান করিবে। এইরূপ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চদশবিধ ভাবরূপ পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে।" বৎস! এইরূপ ভাবেই আমাদিগকে সহজে সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য ব্রহ্মজ্ঞগণ সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা ও সংহারকর্ত্তারূপে যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। আজ হিন্দুসমাজের প্রায় সমস্ত লোকই নিজ নিজ বিচারশক্তি হীনতার দোষে সেই কল্পনা-স্রোতেই ভাসিয়া বেড়াইতেছে, কিছুতেই আর ঐ কল্পনা-কুহক ভেদ করিয়া সত্য জ্ঞানালোকে পৌঁছিতে পারিতেছে না। এই বলিয়াই মহাপুরুষ গান গাহিতে লাগিলেন,—

(সিন্ধু কাফি—ঢিমাতেতালা)

বাহিরেতে খোঁজ ভ্রমে, সে-যে অন্তরেতে রয়।
তাঁহাতেই তুমি আছ, সে ত তোমা ছাড়া নয়॥
জলের মধ্যে ঢেউ যেমন, তাঁহার মধ্যে তুমি তেমন।
মনের ধাঁধা ছেড়ে দিলে, তাঁহাকে দেখা যায়॥
তাই বলি তোমার মনটারে, ধর এখন শক্ত ক'রে!
দেখবে তখন কেউ কোথা নেই, সকল আত্মাময়॥

—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্ম ও মূর্ত্তিপূজার শাস্ত্র-প্রমাণ।

ভক্ত—প্রভু! এই সকল মূর্ত্তিপূজা বা বাহ্যিক কর্ম্মাদি বিষয়ে শাস্ত্রে ত কোন প্রকারের নিষেধ বা নিন্দাবাদ আমরা দেখিতেছি না, বরং ঐ সকল বিষয়ে বিধিই আছে। তথাপি আপনি কি প্রকারে এই সকল পূজা ও কর্ম্মের নিন্দা করিতেছেন?

মহাঃ—বৎস! যেমন দশ মাইল রাস্তা গমনে অসমর্থ ব্যক্তির প্রতি ক্রোশ গমনের উপদেশ করা হয়, সেইরূপ নিরাকার শিবতত্ত্ব অবিদিত অধিকারীর প্রতি সাকার শিবতত্ত্বের উপদেশ করা হয়। কিন্তু নিরাকার শিবতত্ত্ব পরিত্যাগ করিয়া সাকার শিবতত্ত্বে লোলুপ হওয়া, আর পারিজাত উদ্যান পরিত্যাগ করিয়া, কণ্টকাকীর্ণ করঞ্জ বনে লোলুপ হওয়া সমান। বোধ, সাম্য (সর্ব্বত্র আত্মবুদ্ধি) ও শান্তি এই তিনটীকে তুমি শ্রেষ্ঠ পুষ্প বলিয়া জানিবে। এই পুষ্পত্রয়ের দ্বারা যে আত্মদেবের পূজা করা হয়, তাহাকেই শ্রেষ্ঠ দেবার্চ্চনা বলা হয়। যাহারা আত্মতত্ত্বালোচনা রূপ দেবার্চ্চনা না করিয়া কৃত্রিম প্রতিমাদি পূজায় আসক্ত হয়, তাহারা শোক-দুঃখের হস্তে পরিত্রাণ পায় না। যদিও দেখা যায় ক্বচিৎ কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষ কখন কখন সাকার দেব-দেবীর পূজাদি করেন, তথাপি বুঝিতে হইবে যে, তাঁহাদের সে পূজা বালক ক্রীড়ার অনুরূপ, অর্থাৎ অজ্ঞলোকের ভক্তি উদ্রেক করতঃ সমাজকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে কৃত হয়; তাঁহারা সে পূজা কোন ভোগ প্রত্যাশায় করেন না। অতএব ইহা তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, আত্মধ্যান ব্যতীত অন্যরূপ পূজন মুখ্য পূজন নহে। আত্মাই দেবতা, আত্মাই ভগবান্, আত্মাই শিব, আত্মাই হরি, তাঁহারই পূজা এবং তদীয় পূজার প্রধান সামগ্রী জ্ঞান। জ্ঞানরূপ পুষ্পের দ্বারা তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বদা পূজনীয়। তুমি এখন কিছু প্রবুদ্ধ হইয়াছ, সেইজন্য তোমায় এই মানসী শিবপূজার কথা বলিলাম। তুমি এই শ্রেষ্ঠ দেবপূজা অধিকারী। এই পূজায় রাশি রাশি স্থূল পুষ্প ও ধূপাদি আহরণ করি হয় না। যাহারা এই শ্রেষ্ঠ আত্মদেবে স্বল্পপ্রত্যয়ী, তাহারাই মূর্ত্তি প্রতিমাদি পূজার অধিকারী, তাহাদেরই জন্য বাহ্য পূজার বিধান। তাহাদে শান্তির ও জ্ঞানের অভাব আছে, তাই তাহারা পুষ্প-পত্রাদি লইয়া পূ করে। তাহারা আদর পূর্ব্বক আপন সংকল্পানুযায়ী অর্চ্চনা করে এ তাহাতেই সন্তোষ প্রাপ্ত হয়। তাহারা মোহবশতঃ আপন সঙ্কল্প কতকগুলি কল্পিত ফলের জন্য কল্পিত প্রতিমাদির অর্চ্চনা করিয়া থাকে বৎস! যে অর্চ্চনা বাহিরের পুষ্প ধূপাদির দ্বারা নিষ্পাদিত হয়, সে অর্চ্চ নির্ব্বোধের কার্য্য। অতএব অভিহিত প্রণালী অবলম্বন করিয়া তুমি ভাবময়ী পূজা আশ্রয় কর, বাহ্য পূজা পরিত্যাগ কর। বাহ্য পূজা তোমা ন্যায় ব্যক্তির যোগ্য নহে। কারণ পরমার্থ সৎ এক অদ্বয় পরব্রহ্মই তোমা দেবতা। যাহারা কল্পনার অতীত হইতে পারে নাই, তাহারাই 'অমু আমার পূজ্য, আমি তাঁহার পূজক, অমুক অমুক আমার পূজার দ্রব্য, অমুক মূর্ত্তি বা প্রতিমা আমার পূজা করা কর্ত্তব্য' এই সকল কল্পনা করে

ভক্ত—প্রভু! আমি আপনার নিকট অতি চমৎকারিণী হৃদয়গ্রাহি যুক্তি সকল শ্রবণ করিয়া বিমলান্তঃকরণ হইয়াছি। এক্ষণে বাহ্যিক কর্ম্ম ও মূর্ত্তিপূজা বিষয়ে শাস্ত্র কি বলেন, তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি!

মহাঃ—বাবা! প্রত্যেকেরই নিজের প্রত্যক্ষ উপলব্ধিকৃত জ্ঞান-বি অন্যকে উপদেশ দেওয়া এবং সেই বিষয়ে পরস্পর আলোচনা করা উচি নিজের অনুপলব্ধিকৃত স্তরের, কেবল পুস্তকে লিখিত আছে বলিয় কথা লইয়াই পরস্পরে বাদানুবাদ করা কোনক্রমেই সঙ্গত নয়, তাহে উভয়েরই মনের অধোগতি হয়। আমি বুঝিলাম যে, আমার উপলব্ধি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যুক্তিপূর্ণ কথায় তোমার বিশ্বাস হইতেছে না, তাই কতকগুলি শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা এখন তোমার সন্দেহ ভঞ্জন করার প্রয়োজন হইয়াছে। এই ভারতে শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মের যত প্রকার শাখা-প্রশাখা দেখিতেছ, তাহাদের সমস্তেরই মূল শাস্ত্র—বেদ-বেদান্ত। এই মূল শাস্ত্র হইতেই ক্রমে তন্ত্র, সংহিতা, পুরাণাদি নানা গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে মূর্ত্তি পূজার বিধি আছে, এই বলিয়া যে তোমরা লম্ফ-ঝম্ফ করিতেছ, সেই মূল শাস্ত্র বেদ-বেদান্তও বহুস্থলেই মূর্ত্তিপূজার যথেষ্ট নিন্দা প্রদর্শন করিয়া, আত্মতত্ত্বে মনোনিবেশ করিতেই পুনঃ পুনঃ উপদেশ করিয়াছেন। তন্ত্র, পুরাণ ও সংহিতাদি শাস্ত্রও মূর্ত্তি উপাসকের সর্ব্ব নিকৃষ্টত্বই প্রতিপাদন করিয়া, আত্মজ্ঞান লাভেরই উপদেশ করিয়াছেন। বেদান্ত বলিতেছেন,—

তীর্থে দানে জপে যজ্ঞে কাষ্ঠে পাষাণকে সদা।
শিবং পশ্যতি মূঢ়াত্মা শিবে দেহে প্রতিষ্ঠিতে॥
অন্তস্থং মাং পরিত্যজ্য বহিস্থং যস্তু সেবতে।
হস্তস্থং পিণ্ডমুৎসৃজ্য লিহ্যেৎ কূর্পরমাত্মনঃ॥
শিবমাত্মানি পশ্যন্তি প্রতিমাসু ন যোগিনঃ।
অজ্ঞানাং ভাবনার্থায় প্রতিমাঃ পরিকল্পিতাঃ॥
অপূর্ব্বং পরমং ব্রহ্ম স্বাত্মানং সত্যমদ্বয়ম্।
প্রজ্ঞানঘনমানন্দং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥

(জাবাল দর্শনোপনিষদ্)

অর্থাৎ—"পরমেশ্বর দেহে বর্ত্তমান থাকিতেও বিষয়ে মুগ্ধ-চিত্ত মানবগণ সর্ব্বদা তীর্থে, দানে, জপে, যজ্ঞে, কাষ্ঠে এবং পাষাণে শিব দর্শনের চেষ্টা করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি অন্তস্থ আমাকে (আত্মাকে) পরিত্যাগ করিয়া, বাহ্য কাষ্ঠ-পাষাণাদিতে আমার সেবা করে, সে হস্তস্থিত অন্নমুষ্টি ত্যাগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া নিজের হস্ততল লেহন করে মাত্র। যোগিগণ আত্মাতে পরমে...
দর্শন করেন, কিন্তু মূর্ত্তিতে দেখিতে ইচ্ছা করেন না। বিষয়-বিমুগ্ধ লো...
চিন্তার সুবিধার্থ প্রতিমা কল্পিত হইয়াছে। আশ্চর্য্য, সর্ব্বপ্রধান, আত্ম...
সত্য, অদ্বিতীয়, বিজ্ঞানঘন, আনন্দরূপ ব্রহ্মকে যিনি দেখেন, তি...
যথার্থ দ্রষ্টা।"

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম তং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

(সামবেদীয় তলবকা...

অর্থাৎ—"যাঁহাকে মন মনন করিতে পারে না, বরং মনই যাঁহা...
প্রকাশিত হয়, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। কিন্তু মনে কল্পনা ক...
যাহার উপাসনা করা হয়, তাহা ব্রহ্ম নহে।" এই সকল বাক্যে শ্রুতি...
উপাসনা দ্বারা যে আত্মার উপাসনা হয় না, তাহাই প্রত্যক্ষ...
বুঝাইয়া দিয়াছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলেন,—

অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি,
ন স বেদ, যথা পশুরেবং স দেবানাম্॥

অর্থাৎ—"যে অব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ আত্মা হইতে ভিন্ন অন্য যে কো...
দেবতাকে উপাসনা করে, অর্থাৎ স্তুতি, প্রণাম, যাগ, বলি, উপহারাদি...
সন্তুষ্ট করিতে ইচ্ছা করে এবং ঐ দেবতার অধীনতা স্বীকার করিয়া...
হয়; অর্থাৎ সেই উপাস্য দেবতা ও আমি পৃথক; উপাসনাধিকারী আমি;...
ঐ দেবতা অপর ব্যক্তি; আমি উহার কাছে ঋণী; এই দেবতার ঋণ পরি...
করা আমার কর্ত্তব্য, এইরূপ ধারণা লইয়া উপাসনা করিয়া থাকে, ...
প্রকার জ্ঞান বশতঃ প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারে না। সেই ব্যক্তি ...
দোষে আক্রান্ত হইয়া দেবতাদিগের উপকার করিতে বাধ্য। ...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবতাদের গবাদি পশুর ন্যায় উপভোগ্য। অর্থাৎ গবাদি পশুগণ যেমন ভার বহন, দোহনাদি উপকার দ্বারা উপভোগ্য হইয়া থাকে, সেইরূপ ঐ অজ্ঞান পুরুষও পশুর ন্যায় দেবতাগণের সর্ব্বকর্ম্ম করিয়া থাকে।" মহানির্ব্বাণ তন্ত্র বলেন,—

মনসা কল্পিতা মূর্ত্তির্নৃণাং চেন্মোক্ষসাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তথা॥
মৃচ্ছিলাধাতুদার্ব্বাদি-মূর্ত্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তস্তপসা জ্ঞানং বিনা মোক্ষং ন যান্তি তে॥

অর্থাৎ—"মনঃকল্পিত মূর্ত্তি অর্থাৎ মনের কল্পনার দ্বারা নির্ম্মিত মূর্ত্তিই যদি মনুষ্যগণের মোক্ষ-সাধক হয়, তাহা হইলে মানবগণ স্বপ্নলব্ধ রাজ্য দ্বারাও প্রকৃত রাজা হইতে পারে। মৃণ্ময়, প্রস্তরময়, ধাতব বা কাষ্ঠ-নির্ম্মিত মূর্ত্তিকে ঈশ্বরবোধ করতঃ মানুষে অনর্থক বহু ক্লেশ পায়; কেননা, তাহারা তপঃসম্ভূত তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত, তদ্দ্বারা কিছুতেই মুক্তিলাভ করিতে পারে না।" মহানির্ব্বাণ তন্ত্র আরও বলেন,—

উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জ্জপোঽধমো ভাবো বহিঃপূজাধমাধমা॥

অর্থাৎ—"'আমিই ব্রহ্ম' জীবের ঈদৃশ ভাবই উত্তম, ধ্যানভাব মধ্যম, স্তবস্তুতি পাঠ করা বা মালা ইত্যাদি জপ করা অধম এবং বাহিক দেব-দেবীর পূজার্চ্চনাদি করা অধম হইতেও অধম।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, অন্য জগত যাহা দেখিতেছি তাহা স্বপ্নদৃশ্যবৎ মিথ্যা; এই সমস্ত জগতই ব্রহ্মময়; একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় কোন বস্তুই নাই। জীবই ব্রহ্ম, এইরূপ ভাবই সর্ব্বোচ্চস্তরের তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির মনে বিদ্যমান থাকে এবং সেই ভাবই উত্তম। কায়-মনো-বাক্যে অনন্যচিত্তে যে নির্ব্বিষয়ী ধ্যান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করা হয়, তাহা মধ্যম সাধকের ভাব। মুখে স্তবস্তোত্রাদি পাঠ কর মালাদ্বারা বা হাতে কর গণিয়া মন্ত্র জপ করা বা কোনও মূর্ত্তি বি ধ্যান করা কার্য্য অধম সাধকের ভাব এবং প্রস্তরময়, মৃণ্ময় বা মূর্ত্ত্যাদি প্রস্তুত করিয়া যে বাহ্যিক পূজার্চ্চনা করা হয়, তাহাকেই হইতেও অধম সাধন বলিয়া জানিবে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের রা দর্শনও বলিয়াছেন,—

অর্চোপাসনয়া ক্ষিপ্তে কল্মষেঽধিকৃতো ভবেৎ।

অর্থাৎ—"প্রতিমাদি পূজার্চ্চনা দ্বারা, বা যে সকল কর্ম্মে মন হইয়া বিক্ষিপ্ত হয়, তদ্দ্বারা পাপের সঞ্চয় হয়।" বেদান্ত বলেন—

উপেক্ষ্য তত্তীর্থযাত্রাং জপাদীনেব কুর্ব্বতাম্।
পিণ্ডং সমুৎসৃজ্য করং লেঢ়ীতি ন্যায় আপতেৎ॥ (পঞ্চ

অর্থাৎ—"তত্ত্বজ্ঞান বা নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভের জন্য নির্গুণ উ প্রত্যাখ্যান করিয়া, যে ব্যক্তি তীর্থাদি পর্য্যটন, মালাজপ, মূর্ত্ত্যাদি দ্বারা উপাসনাদির অনুষ্ঠান করে, তাহার পক্ষে হস্তস্থ গ্রাস প করিয়া হস্ত লেহন করাই সার হইয়া থাকে।"

কাষ্ঠমধ্যে যথা বহ্নিঃ, পুষ্পে গন্ধং, পয়ে ঘৃতং।
দেহমধ্যে তথা দেবঃ পাপপুণ্যবিবর্জ্জিতঃ॥

অর্থাৎ—"কাষ্ঠ মধ্যে অগ্নি আছে, কিন্তু তাহা যেমন চক্ষুগোচর এমন কি, কল্পনায়ও আসে না; পুষ্পে যেমন গন্ধ আছে, তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না; দুগ্ধে যেমন ঘৃত আছে, কিন্তু তাহাও যেমন দেখা যায় না; তেমনই এই দেহ মধ্যে পাপ-পুণ্যবর্জ্জিত আত্মাদেব তিনি অজ্ঞের চর্ম্ম-চক্ষুর অগোচর, কিন্তু বিশুদ্ধ অনুভবাত্মক জ্ঞানের তাহাতে সন্দেহ নাই।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ। (ঋগ্‌বেদ)

অর্থাৎ—"(সেই যে পরমাত্মা পরমেশ্বর) তাঁহার প্রতিমা বা কোন নির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তি নাই; এই বিশ্বই তাঁহার মহিমা ঘোষণা করিতেছে, এই বিশ্বই তাঁহার মূর্ত্তি।" অতএব বৎস! কি প্রকারে তোমরা তাঁহার পুরুষ বা স্ত্রী মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া পূজা করিতেছ? শিব-সংহিতা বলেন,—

স্নানং পূজা তিথির্হোমস্তথা সৌখ্যময়ী স্থিতিঃ।
ব্রতোপবাসনিয়মা মৌনমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ॥
ধ্যেয়ো ধ্যানং তথা মন্ত্রো দানং খ্যাতির্দ্দিশাসু চ।
বাপীকূপতড়াগাদিপ্রাসাদারামকল্পনা॥
যজ্ঞং চান্দ্রায়ণং কৃচ্ছ্রং তীর্থানি বিষয়াণি চ।
দৃশ্যন্তে চ ইমে বিঘ্না ধর্ম্মরূপেণ সংস্থিতাঃ॥

অর্থাৎ—"প্রাতঃস্নানাদি বেদবিহিত স্নান, পূজাধিক্য, নিয়ত অতিথি-সেবা, সৌখ্যময়ী স্থিতি (বিলাসিতা), ব্রত, উপবাস, নিয়মধারণ, মৌন (বাগিন্দ্রিয়-নিগ্রহ), বাহ্য ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, ধেয়তা, স্থূল ধ্যান (মূর্ত্তি ধ্যান), মন্ত্র জপাদি, দান, সর্ব্বত্র সুখ্যাতি, বাপী, কূপ, তড়াগ, সরোবর, প্রাসাদ, উদ্যান, কেলিমণ্ডপ প্রভৃতি নির্ম্মাণ, যজ্ঞ, চান্দ্রায়ণ ব্রত, কৃচ্ছ্র ব্রত, তীর্থ পর্য্যটন প্রভৃতি বিষয় মানবের মুক্তির পথে 'ধর্ম্মবিঘ্ন'রূপে বিরাজমান।" অর্থাৎ—সাধারণ অজ্ঞানীরা এই সকলকে 'ধর্ম্ম' আখ্যা দিলেও প্রকৃত পক্ষে ইহারা মুক্তি পথের বিঘ্নকারী। অতএব এই সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যাইবার জন্যই শিবসংহিতা পুনরায় বলিয়াছেন,—

আত্মসংস্থং শিবং ত্যক্ত্বা বহিঃস্থং যঃ সমর্চ্চয়েৎ।
হস্তস্থং পিণ্ডমুৎসৃজ্য ভ্রমতে জীবিতাশয়া॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মলিঙ্গার্চ্চনং কুর্য্যাদনালস্যং দিনে দিনে।
তস্য স্যাৎ সফলা সিদ্ধির্নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥
মনোজয়ঞ্চ লভতে বায়ুবিন্দুবিধারণম্।
ঐহিকামুষ্মিকী সিদ্ধির্ভবেন্নৈবাত্র সংশয়ঃ॥

অর্থাৎ—"নিজ দেহস্থ শিবকে অর্থাৎ আত্মলিঙ্গকে পরিত্যাগ পূর্ব্ব যে ব্যক্তি বাহিরে শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করে, সেই মূঢ় নিজ হাতের গ্রা পরিত্যাগ করিয়া জীবন ধারণের নিমিত্ত দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। যিনি প্রতিদিন আলস্য পরিহার পূর্ব্বক আত্মলিঙ্গ (অর্থাৎ নিজের স্থূল অবয়ব লিঙ্গশরীর) অর্চ্চনা করিবেন, তাঁহার সমস্ত সিদ্ধ হইবে,—সন্দে নাই। বিশেষতঃ সাধক ইহাদ্বারা মনোজয়, বায়ুধারণ ও বিন্দু (শুক্র) ধারণের ক্ষমতা লাভ করেন এবং তাহার ঐহিক (ইহ জগতের) ও পারত্রি (পরকালের) সমস্ত সিদ্ধিই লাভ হইয়া থাকে।" গীতা মুখে ভগবা শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।

অর্থাৎ—"হে অর্জ্জুন! বেদের কর্ম্মকাণ্ড বিষয়গুলি সত্ত্ব, রজঃ তমোগুণের বিকাশ স্বরূপ, অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক; এই জন্যই এই কর্ম্ম বিষয়ভোগে লালায়িত কামনাশীল পুরুষদিগের করণীয় কর্ম্ম। অতএব তু ইহা অবগত হইয়া, কামনা ও কর্ম্মকাণ্ড ত্যাগ করিয়া, আত্মজ্ঞান লাভ কর ত্রিগুণাতীত ও নিষ্কাম হও।" কারণ—

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

অর্থাৎ—"হে কৌন্তেয়! কালী, দুর্গা, শিব প্রভৃতি অন্যান্য দে ভক্তগণ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যে ঐ সকল দেবতার পূজা করে, তাহারা অজ্ঞা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

...তঃ আমার স্বরূপ (আত্মরূপ) জানিতে না পারিয়া, ভেদ-বুদ্ধিতে অবিধি-পূর্ব্বক (অশাস্ত্রীয় ভাবে) পূজা করে, কাজেই জ্ঞান লাভ করিতে পারে না।"
...মালা তন্ত্র বলেন—

> ন মুক্তির্জপনাদ্ধোমাদ্ উপবাসশতৈরপি।
> ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ॥
> ন কর্ম্মণা বিমুক্তঃ স্যাৎ ন মন্ত্রারাধনেন বা।
> আত্মনাত্মানমাজ্ঞায় মুক্তো ভবতি মানবঃ॥
> মন্ত্রপূজাতপোধ্যানং হোমং জপ্যং বলিক্রিয়াম্।
> সন্ন্যাসং সর্ব্বকর্ম্মাণি লৌকিকানি ত্যজেদ্বুধঃ॥
> যত্র ক্রিয়াসাধ্যহানিস্তত্রৈব পরিহীয়তে।
> তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ক্রিয়াহীনো ভবেৎ পুমান্॥

অর্থাৎ—"শত শত উপবাস, জপ ও হোম করিলেও মুক্তিলাভ হয় না। ...ন্তু 'আমিই আত্মা' এই প্রকার জ্ঞানের উদয় হইলেই মুক্তি হইয়া থাকে। ...র্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও মুক্তি লাভ হয় না, মন্ত্রের সাধন করিলেও মুক্ত ...ওয়া যায় না। একমাত্র আত্মাদ্বারা (জীবাত্মার দ্বারা) আত্মাকে (পরমাত্মাকে) জানিতে পারিলেই মুক্তি লাভ হয়। অতএব বুদ্ধিমান্ বিচারশীল ব্যক্তি মন্ত্র, পূজা, তপস্যা, কোন মূর্ত্তি ধ্যান, হোম, মালাজপ ...য়াদি সমুদায় লৌকিক ক্রিয়া সম্যক রূপেই ত্যাগ করিবেন। যেখানে ...ত-নিয়মাদি বিবিধ ক্রিয়া-যোগের অনুষ্ঠান, সেইখানেই আত্মসাধন দুর্ঘট ...ইয়া থাকে। অতএব, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সর্ব্বপ্রযত্নে ক্রিয়াহীন হইবেন।"
...বেদান্ত বলেন,—

> অর্থস্য নিশ্চয়ো দৃষ্টো বিচারেণ হিতোক্তিতঃ।
> ন স্নানেন ন দানেন প্রাণায়ামশতেন বা॥

২৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ—"সদসদ্বস্তুবিচার দ্বারা এবং গুরূপদেশ দ্বারা পদার্থের দর্শন লাভ হয়, কিন্তু স্নান, দান বা শত শত প্রাণায়াম (নাসিকা বায়ু আকর্ষণ) দ্বারাও তাহা লাভ করা যায় না।"

সংন্যস্য সর্ব্বকর্ম্মাণি ভববন্ধবিমুক্তয়ে।
যত্যতাং পণ্ডিতৈর্ধীরৈরাত্মাভ্যাস উপস্থিতৈঃ॥

অর্থাৎ—"যে স্থির বুদ্ধিমান্ ও বিদ্বান্ ব্যক্তি আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্ম শিক্ষায় প্রবৃত্ত, তিনি নিখিল কর্ম্ম অর্থাৎ সন্ধ্যা, বন্দনা, পূজা, অর্চ্চনা, নিয়মাদি যাবতীয় বাহ্যিক কর্ম্ম বিসর্জ্জন করিয়া সংসার-বন্ধন মোচনে তত্ত্বাভ্যাসে যত্নবান হইবেন।"

বদন্তু শাস্ত্রাণি যজন্তু দেবান্, কুর্ব্বন্তু কর্ম্মাণি ভজন্তু দেবান্।
আত্মৈক্যবোধেন বিনাপি মুক্তির্ন সিধ্যতি ব্রহ্মশতান্তরেঽপি॥

অর্থাৎ—"জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই উভয়ের অভেদজ্ঞান না জন্মিলে কি শাস্ত্র ব্যাখ্যা, কি যজ্ঞাদি দ্বারা সুরগণের প্রীতি সাধন, কি যথাবিধি সন্ধ্যা-পূজাদি দ্বারা কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান, কি দেবতাদের আরাধনা, সকল কিছু দ্বারাই শত ব্রাহ্মকল্প মধ্যেও মুক্তি লাভের আশা নাই।"

কুরুতে গঙ্গাসাগরগমনং, ব্রতপরিপালনমথবা দানম্।
জ্ঞানবিহীনে সর্ব্বমনেন, মুক্তির্ন ভবতি জন্মশতেন॥

অর্থাৎ—"মানুষ মুক্তিলাভের কামনায় গঙ্গাসাগর সঙ্গমস্থলে গমন করুক, নানাবিধ ব্রত পালন করুক কিম্বা দানই করুক, ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত এ সকল কর্ম্মের দ্বারা শত শত জন্মেও কিছুতেই মুক্তি লাভ হইবার নহে। একমাত্র জ্ঞানই মুক্তির কারণ।" ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,

শ্রবণং মননং ধ্যানং জ্ঞানানাঞ্চৈব সাধনম্।
যজ্ঞদানতপস্তীর্থৈর্বেদৈর্মুক্তির্ন লভ্যতে॥ (আত্মজ্ঞান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ—"শ্রবণ, মনন, ধ্যান এই সকলই জ্ঞানের সাধন। জ্ঞান দ্বারাই জীবের মুক্তি হইয়া থাকে। কিন্তু যজ্ঞ, দান, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন ও তীর্থসেবা দ্বারা কিছুতেই কখনও মুক্তি লাভ হয় না।" মহাদেব বশিষ্ঠমুনিকে বলিয়াছিলেন, "হে ব্রহ্মবিৎ-শ্রেষ্ঠ! যদপেক্ষা উত্তম নাই, এইরূপ দেবার্চ্চনার কথা আমি তোমাকে বলি, শ্রবণ কর। সেই অর্চ্চনা একবার করিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করা যায়। হে দ্বিজ! দেব কি, তাহা কি তুমি জান? পুণ্ডরীকাক্ষ, ত্রিলোচন, পদ্মযোনি ব্রহ্মা, দেবরাজ ইন্দ্র, বায়ু, অনল, চন্দ্র, সূর্য্য, ব্রাহ্মণ, রাজা ইঁহারা কেহই দেব নহেন। অধিক কি বলিব, তুমি-আমিও (দেহ) দেব নহি। দেব দেহরূপীও নহেন এবং চিত্তরূপীও নহেন। শোভা বা লক্ষ্মী এবং মতিও দেব নহে। দেব অকৃত্রিম ও অনাদি অর্থাৎ যাহা নিত্য নিরতিশয় সৎ-চিৎ-আনন্দ, আত্মা, তিনিই 'দেব' শব্দের বাচ্য। ঐ লক্ষণ, আকারাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন পদার্থে সম্ভব হয় না। পণ্ডিতেরাও (জ্ঞানীরাও) অকৃত্রিম এবং অনাদি অনন্ত চিদ্রূপকে 'দেব' বলিয়া তাঁহাকে 'শিব' আখ্যা প্রদান করেন। এই শিবই প্রকৃত বা প্রধান দেব এবং ইঁহারই পূজা বিধেয়। ইনি নিরবচ্ছিন্ন ও সত্তারূপী এবং ইহা হইতেই এই সমস্ত জগত 'আছে' বলিয়া প্রকাশ পায়। যাহারা এই দেবতত্ত্ব বা শিবতত্ত্ব না জানে, তাহারাই 'দেব' বুদ্ধিতে সাকার মূর্ত্তির অর্চ্চনা করে। বোধ, সাম্য (সর্ব্বত্র আত্মবুদ্ধি) ও শান্তি, এই তিনটিকে তুমি শ্রেষ্ঠ পুষ্প এবং কেবল নির্ম্মল চিন্মাত্রকেই তুমি পূজ্য শিব বলিয়া জানিবে। শান্তি ও বোধাদি পুষ্পের দ্বারা যে আত্মদেবের পূজা করা হয়, তাহাকেই তুমি শ্রেষ্ঠ দেবার্চ্চনা বলিয়া জানিবে। যাহারা এইরূপ দেবার্চ্চনা না করিয়া কৃত্রিম প্রতিমাদি পূজায় আসক্ত হয়, তাহারা শোক-তাপাদি নানাপ্রকার ক্লেশের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় না। হে ব্রহ্মন্! ইহা তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, আত্মধ্যান ব্যতীত অন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ—"সদসদ্বস্তুবিচার দ্বারা এবং গুরূপদেশ দ্বারা পদার্থের দর্শন লাভ হয়, কিন্তু স্নান, দান বা শত শত প্রাণায়াম (নাসিকা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ) দ্বারাও তাহা লাভ করা যায় না।"

সংন্যস্য সর্ব্বকর্ম্মাণি ভববন্ধবিমুক্তয়ে।
যত্যতাং পণ্ডিতৈর্ধীরৈরাত্মাভ্যাস উপস্থিতৈঃ॥

অর্থাৎ—"যে স্থির বুদ্ধিমান্ ও বিদ্বান্ ব্যক্তি আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষায় প্রবৃত্ত, তিনি নিখিল কর্ম্ম অর্থাৎ সন্ধ্যা, বন্দনা, পূজা, অর্চনা, ব্রত নিয়মাদি যাবতীয় বাহ্যিক কর্ম্ম বিসর্জ্জন করিয়া সংসার-বন্ধন ছেদনার্থ তত্ত্বাভ্যাসে যত্নবান হইবেন।"

বদন্তু শাস্ত্রাণি যজন্তু দেবান্, কুর্ব্বন্তু কর্ম্মাণি ভজন্তু দেবান্।
আত্মৈক্যবোধেন বিনাপি মুক্তির্ন সিধ্যতি ব্রহ্মশতান্তরেঽপি॥

অর্থাৎ—"জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই উভয়ের অভেদজ্ঞান না জন্মিলে কি শাস্ত্র ব্যাখ্যা, কি যজ্ঞাদি দ্বারা সুরগণের প্রীতি সাধন, কি যথাবৎ সন্ধ্যা-পূজাদি দ্বারা কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান, কি দেবতাদের আরাধনা, সকল কিছু দ্বারাই শত ব্রাহ্মকল্প মধ্যেও মুক্তি লাভের আশা নাই।"

কুরুতে গঙ্গাসাগরগমনং, ব্রতপরিপালনমথবা দানম্।
জ্ঞানবিহীনে সর্ব্বমনেন, মুক্তির্ন ভবতি জন্মশতেন॥

অর্থাৎ—"মানুষ মুক্তিলাভের কামনায় গঙ্গাসাগর সঙ্গমস্থলে গমন করুক, নানাবিধ ব্রত পালন করুক কিম্বা দানই করুক, ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে এ সকল কর্ম্মের দ্বারা শত শত জন্মেও কিছুতেই মুক্তি লাভ হইবার নহে। একমাত্র জ্ঞানই মুক্তির কারণ।" ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

শ্রবণং মননং ধ্যানং জ্ঞানানাঞ্চৈব সাধনম্।
যজ্ঞদানতপস্তীর্থবেদৈর্মুক্তির্ন লভ্যতে॥ (আত্মজ্ঞানকথন)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ—"শ্রবণ, মনন, ধ্যান এই সকলই জ্ঞানের সাধন। জ্ঞান দ্বারাই জীবের মুক্তি হইয়া থাকে। কিন্তু যজ্ঞ, দান, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন ও তীর্থসেবা দ্বারা কিছুতেই কখনও মুক্তি লাভ হয় না।" মহাদেব বশিষ্ঠমুনিকে বলিয়াছিলেন, "হে ব্রহ্মবিৎ-শ্রেষ্ঠ! যদপেক্ষা উত্তম নাই, এইরূপ দেবার্চ্চনার কথা আমি তোমাকে বলি, শ্রবণ কর। সেই অর্চ্চনা একবার করিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করা যায়। হে দ্বিজ! দেব কি, তাহা কি তুমি জান? পুণ্ডরীকাক্ষ, ত্রিলোচন, পদ্মযোনি ব্রহ্মা, দেবরাজ ইন্দ্র, বায়ু, অনল, চন্দ্র, সূর্য্য, ব্রাহ্মণ, রাজা ইঁহারা কেহই দেব নহেন। অধিক কি বলিব, তুমি-আমিও (দেহ) দেব নহি। দেব দেহরূপীও নহেন এবং চিত্তরূপীও নহেন। শোভা বা লক্ষ্মী এবং মতিও দেব নহে। দেব অকৃত্রিম ও অনাদি অর্থাৎ যাহা নিত্য নিরতিশয় সৎ-চিৎ-আনন্দ, আত্মা, তিনিই 'দেব' শব্দের বাচ্য। ঐ লক্ষণ, আকারাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন পদার্থে সম্ভব হয় না। পণ্ডিতেরাও (জ্ঞানীরাও) অকৃত্রিম এবং অনাদি অনন্ত চিদ্রূপকে 'দেব' বলিয়া তাঁহাকে 'শিব' আখ্যা প্রদান করেন। এই শিবই প্রকৃত বা প্রধান দেব এবং ইঁহারই পূজা বিধেয়। ইনি নিরবচ্ছিন্ন ও সত্তারূপী এবং ইঁহা হইতেই এই সমস্ত জগত 'আছে' বলিয়া প্রকাশ পায়। যাহারা এই দেবতত্ত্ব বা শিবতত্ত্ব না জানে, তাহারাই 'দেব' বুদ্ধিতে সাকার মূর্ত্তির অর্চ্চনা করে। বোধ, সাম্য (সর্ব্বত্র আত্মবুদ্ধি) ও শান্তি, এই তিনটিকে তুমি শ্রেষ্ঠ পুষ্প এবং কেবল নির্ম্মল চিন্মাত্রকেই তুমি পূজ্য শিব বলিয়া জানিবে। শান্তি ও বোধাদি পুষ্পের দ্বারা যে আত্মদেবের পূজা করা হয়, তাহাকেই তুমি শ্রেষ্ঠ দেবার্চ্চনা বলিয়া জানিবে। যাহারা আত্মসম্বেদনরূপ দেবার্চ্চনা না করিয়া কৃত্রিম প্রতিমাদি পূজায় আসক্ত হয়, তাহারা শোক-তাপাদি নানাপ্রকার ক্লেশের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় না। হে ব্রহ্মন্! ইহা তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, আত্মধ্যান ব্যতীত অন্য

In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূজন মুখ্য পূজন নহে। আত্মাই দেবতা, আত্মাই ভগবান, আত্মাই ...
তাঁহারই পূজা এবং তদীয় পূজার প্রধান সামগ্রী জ্ঞান। জ্ঞানরূপ পু...
দ্বারা। তিনি সর্ব্বদা পূজনীয়।" (যোগবাশিষ্ঠ, নির্ব্বাণ প্রঃ, ২৯ ...
১১৭—১২৪।১২৭—১৩১ শ্লোক।)। এবিষয়ে ভক্তবীর তুলসীদাসও শি...
দিগকে উপদেশকালে বলিতেন,—

তুলসী পিঁদনে হরি মিলে তো, মৈ পেঁদূ কুঁদা আউর ঝাড়।
পত্থর পূজনে হরি মিলে তো, মৈঁ পূজুঁ পাহাড়॥

অর্থাৎ—"কতকগুলি তুলসীর মালা কণ্ঠে ধারণ করিলেই যদি পরাৎপর পরমেশ্বর হরিকে প্রাপ্ত হওয়া যাইত, তাহা হইলে আমি এক তুলসীর কুঁদা কণ্ঠে ধারণ করিতাম; অথবা তুলসী কাষ্ঠের ঝাড় ... ঝুলাইয়া রাখিতাম। আর, পাথর পূজিলেই যদি হরিকে পাওয়া ... তাহা হইলে আমি পাহাড়ের পূজা করিতেও প্রস্তুত আছি।"

মালা ফেরত যুগ্ গয়া, পায় ন মনকা ফের।
করকা মনকা ছাড়িকে, মনকা মনকা ফের॥

অর্থাৎ—"মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে যুগ-যুগান্তর অতিবাহিত হ... কিন্তু তুমি তোমার চিত্তের ফের (অর্থাৎ কুটিলতা, প্রবঞ্চনা, শঠতা, হিং... দ্বেষাদি) ফিরাইতে সমর্থ হইলে না। অতএব তুমি কাঠের মালা ফি... ত্যাগ করিয়া, চিত্তের কুটিলতাদি ফিরাও, অর্থাৎ দ্বেষ হিংসাদি ... করিয়া সরলতাদি সদ্গুণরাজি অবলম্বন কর।"

করমট কট মলিয়া কহে জ্ঞানী জ্ঞান-বিহীন।
তুলসী ত্রিপথ বিহায় গো আত্মা-রাম দুয়ারে দীন॥

অর্থাৎ—"রে তুলসী! যাহারা করমুষ্টি দ্বারা কাষ্ঠের মালা জপ ক... সেই জ্ঞানহীনেরা আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া আড়ম্বর করে; কিন্তু ...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হারাইয়া তাহারা আত্মা-রামের দুয়ারে দীন হইয়া থাকে।" তুলসীদাসজী শিষ্যদিগকে আরও বলিতেন,—

নাহে ধোয়ে ক্যা ভয়া যো মনমে মৈল সামায়।
মীন সদা জলমে রহে ধোয়ে বাস ন যায়॥

অর্থাৎ—"যদি তোমার মনের মালিন্য দূর না হয়, তাহা হইলে পুনঃ পুনঃ গঙ্গাস্নানের দ্বারা দেহ ধৌত করিলে কি ফল হইবে? মৎস্য সর্ব্বক্ষণ জলেই অবস্থান করে, জলে বার বার ধৌত হইলেও তাহার দুর্গন্ধ দূর হয় না।" তাই তিনি মনকে ধৌত করার বিষয়েই বলিতেন যে, হে মানব!

আত্মাকো নদ মানিয়ে, সংযম তোয় সমান।
সত্য বচন হ্রদ শীল তট, দয়া লহর করি জান॥
অ্যায়্সে নদকী সলিল মে, করহু স্নান যুধিরাজ।
নহিন্ধা এজন হোত হ্যায়, শুদ্ধ চপল মনরাজ॥

অর্থাৎ—"কেবল অবগাহনেই কি চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে? তাহা কদাচ সম্ভব নয়। সুতরাং মনের ময়লা ধৌত করিতে হইলে, আত্মাই নদীস্বরূপ, সংযমই জলস্বরূপ, সত্যবচন হ্রদ সদৃশ, সুশীলতা তীর তুল্য এবং দয়াকে তরঙ্গবৎ মনে করিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এইরূপ নদীর জলেই স্নান করিয়া থাকেন। ইহাতে স্নান করিলে ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর চপল মন নিষ্পাপ ও স্থির হয়!" স্মৃতি শাস্ত্রও বলেন,—

ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
অত আচরণে দুঃখং, ফলে স্পর্দ্ধাদুঃখং, ভোগান্তে পতনং
দুঃখমেবমন্যবিদ্যোপাসনে দুঃখ্যাৎ দুঃখমাপ্নোতি।

অর্থাৎ—"স্বর্গসুখ ভোগে পুণ্য ক্ষীণ হইলেই জীব মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করে। কর্ম্মকাণ্ডাদির প্রারম্ভে দুঃখ, ফলে স্পর্দ্ধারূপ দুঃখ,

In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভোগাবসানে পতনরূপ দুঃখ। সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যা ভিন্ন অন্য বিদ্যা বা বাহ্যিক কর্ম্মাদি দ্বারা কেবল দুঃখ হইতে দুঃখান্তরই উৎপন্ন হইয়া থাকে।" বৎস! এইরূপ অসংখ্য শাস্ত্র-প্রমাণ রহিয়াছে, তাহা আর তোমাকে কত বলিব? অতএব আত্মজ্ঞান প্রভাবে আশু মোক্ষলাভ হইয়া থাকে, বাহ্যিক যজ্ঞ বা পূজার্চ্চনাদি কর্ম্মদ্বারা তৎলাভের কোনই আশা নাই। আর, যতদিন সেই অধ্যাত্ম-জ্ঞান লাভ করিতে না পারা যায়, ততদিন মোক্ষ লাভ সুদূরপরাহত। কাজেই ততদিন বার বার এই দেহ ধারণ করিয়া তজ্জন্য দারুণ বিষময়ী যাতনা অনুভব করিতে হইবে। সুতরাং দৃশ্যমান জগতকে নরকস্বরূপ জ্ঞান করিয়া, সাংসারিক সুখকে অসুখময় ভাবিয়া, পুত্রকলত্রাদিকে যাতনা-সঙ্কুল বন্ধন স্বরূপ বিবেচনা করিয়া, এই ঐশ্বর্য্যসম্পদকে পরম পথের মহাবিঘ্ন ভাবিয়া, এই শরীর-যষ্টিকে অসহ্য ভার জ্ঞান করিয়া, মমতা পরিহার পূর্ব্বক সর্ব্ব বিগতস্পৃহ হইয়া শ্রীগুরুর আদেশে একমাত্র সেই নিরঞ্জন আত্মশিবের ধ্যান করাই পরম শান্তি লাভের সোপান বলিয়া জানিও। এই পর্য্যন্ত বলিয়া মহাপুরুষ গান ধরিলেন,—

(কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব—সুর—বেহাগ-খাম্বাজ।)

আত্মারূপী শিব, হৃদয়ে না পূ'জে, খুঁজিছ তাঁহাকে বাহিরে।
সে যে অন্তর্যামী, তোমারই 'আমি', ভ্রমে ভাবিতেছ দূরে॥
এ বিশ্ব তাঁহারই, আশ্রয়ে থাকিয়া, তাঁহারই চেতনায় রয়েছে জাগি।
(তবু) শিব কোথায়? শিব কোথায়? বলে খুঁজিতেছে অজ্ঞ নরে।
(এবে) জগতের চিন্তা, ছাড়িয়ে দিয়ে, নিজ অন্তরে তাঁ'কে খোঁজ ফিরে।
তখনে দেখিবে, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবে, একাত্মা রূপে বিহরে॥

জীবের অশান্তি, হরণ করেন ব'লে, 'হরি' নাম তাঁহার, রেখেছে সকলে।
(তুমি) তাঁহারই দর্শনে, পূর্ণানন্দ মনে, বিরাজিবে চির তরে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত—দয়াময়! মানুষ ইচ্ছা করিলেই কি এক ব্যক্তি অন্যকে তত্ত্বো-পদেশ দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করাইয়া দিতে পারে?

মহাঃ—বৎস! ব্রহ্মজ্ঞান নিয়োগের অধীন নহে, তাহা 'কর' বলিলে করা যায় না। কারণ বিধি আছে কর্ম্ম করিতে, কিন্তু জ্ঞানের কোন বিধি নাই, সুতরাং যাহাতে বিধির প্রাধান্য নাই, যাহা বস্তু মাত্র পর্য্যবসায়ী (বস্তু মাত্রের বোধক), তাদৃশ ব্রহ্ম-বাক্যের দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হয়। জ্ঞানবল ব্যতীত, কেবল তপস্যার দ্বারা ঐ পরমাগতি লাভ করা যায় না। এই কথা পূর্ব্বেও তোমাকে স্পষ্টই বলিয়াছি যে, ঘোর বিষয়াসক্ত ভোগপিপাসু (তীব্র কামনাপূর্ণ) ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই শিশ্নোদর পরায়ণ হইয়া কাল কাটায়। সুতরাং তাহারা বাহ্যিক নানা প্রকার কর্ম্ম করিলেও আত্মতত্ত্বের অনধিকারী। শ্রুতিও বলিয়াছেন,—

বিদ্যয়া তদারোহন্তি যত্র কামাঃ পরাগতাঃ।
ন তত্র দক্ষিণা যন্তি নাবিদ্বাংসস্তপস্বিনঃ॥

অর্থাৎ—"যেখানে কামদোষ (কামনা সকল) পরাস্ত, জ্ঞানী সেই ব্রহ্মলোকে আরোহণ করেন। কেবল দক্ষিণা দান সাধ্য বৈদিক কর্ম্ম কারীরা (অর্থাৎ যাহারা বিবিধ প্রকার যজ্ঞাদি করিয়া ভগবানের নিকট নানাপ্রকার ভোগ ঐশ্বর্য্য কামনা করে তাহারা) ও অবিদ্বান্ তপস্বীরা (অর্থাৎ যাহারা ব্রহ্মবিদ্যা বা আত্মজ্ঞান বিহীন হইয়া, কেবল বহু প্রকার ব্রত, নিয়ম, উপবাস, তীর্থ-পর্য্যটন ও মালা জপাদি করে তাহারা) সেই ব্রহ্মলোকে আরোহণ করিতে সমর্থ নহে।"

ভক্ত—হে মহাত্মন্! অপনার যুক্তি প্রমাণ ও শাস্ত্র-বাক্যের দ্বারা বুঝিতেছি যে, আমি উপাসক, আর, পরমেশ্বর উপাস্য, এইরূপ পৃথক ভাবে ভেদ-জ্ঞানে পরমেশ্বরের উপাসনা করা যায় না। তবে কি এই সৃষ্টির জানও পৃথক সৃষ্টিকর্ত্তা নাই?

In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাঃ—বৎস! যেথানে সৃষ্টিরই কোন পৃথক অস্তিত্ব নাই, সেথানে তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা খুঁজিতে যাও কি প্রকারে? ভাবিয়া দেখ, যেখানে তোমার রজ্জুতে সর্প-ভ্রম হইয়াছিল, সেখানে সেই সর্পের সৃষ্টিকর্ত্তা কে? তথায় কোন পৃথক কোনও সর্প-স্রষ্টা নাই, তোমার নিজের মনই সর্প-স্রষ্টা, এখানেও ঠিক তদ্রূপ, তোমার মন বা মায়াই জগত-স্রষ্টা। সুতরাং তোমরা অজ্ঞান বশতঃই কেবল কোথায় সৃষ্টিকর্ত্তা, কোথায় সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া, সমস্ত জগৎ সৃষ্টিকর্ত্তার অনুসন্ধান করিয়া বেড়াও। এই সৃষ্টি হইতে পৃথক, হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণাদি বিশিষ্ট মনুষ্যাকারে কোন সৃষ্টিকর্ত্তা নাই! বিজ্ঞান ও দর্শন সৃষ্টির বাহিরে অদ্যাপি কোনও সৃষ্টিকর্ত্তা খুঁজিয়া পায় নাই। এই সকল তত্ত্ব সাধারণ লোকের নিকট ভয়ানক বলিয়া বোধ হয়। আমি জানি, অনেকে এই সকল উপদেশ শুনিয়া ভীত হইয়া থাকে, কিন্তু যাঁহারা যথার্থ সত্য তত্ত্ব জানিতে ও উপলব্ধি করিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়, এমন কি তাঁহাদের নিকট এই সকল উপদেশ অমৃতস্বরূপ বোধ হইবে। ভারতের প্রাচীন মহর্ষি, দর্শন ও পুরাণ শাস্ত্র প্রণেতা এবং বেদবিভাগ কর্ত্তা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসও যে মূর্ত্ত্যাদিতে পৃথক ভাবে সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, তাহা পরমাত্মার সমীপে তাঁহার ক্ষমা প্রার্থনীয় স্তব দ্বারাই স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে। যথা,—

> রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতং,
> স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া।
> ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যৎ তীর্থযাত্রাদিনা,
> ক্ষন্তব্যং জগদীশ! তৎ ত্রিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্।

অর্থাৎ—"হে জগদীশ! তোমার কোন রূপ নাই, তুমি রূপ-বিবর্জ্জিত, তোমায় কেহ কল্পনা দ্বারা ধ্যান করিতে পারে না; তবু যে আমি কেবল ধ্যান রচনা করিয়াছি এবং তুমি অনির্ব্বচনীয়, তবু আমি যে তোমার কে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্তুতি করিয়াছি, ও তুমি সর্ব্বব্যাপী, তবু যে আমি কল্পনাবলে তীর্থ স্থানে তোমাকে আবদ্ধ করিয়া তীর্থযাত্রাদির উপদেশ দিয়া, সেই সর্ব্বব্যাপিত্বের নিরাকরণ বা খণ্ডন করিয়াছি ; এই তিনটী অপরাধ আমার গ্রহণ করিও না ; আমাকে ক্ষমা কর, হে গুরো ! আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।" বৎস ! কেবল ভারতবর্ষ কেন, ভারতের বাহিরেও চীন, জাপান, তুরস্ক, আরব, মিশর, গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশবাসিগণও তাহাদের বিজ্ঞান ও দর্শনে সৃষ্টির বাহিরে এইরূপ পৃথক কোনও সৃষ্টিকর্ত্তা খুঁজিয়া পায় নাই। আমিও প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, এই সৃষ্টির সৃষ্টিকর্ত্তার সঙ্গে সৃষ্টির প্রত্যেক পরমাণু ওতঃপ্রোত ভাবে, অর্থাৎ অভিন্নভাবে মিলিয়া রহিয়াছে। সুতরাং তিনি আর কোথায় কিভাবে পৃথক হইয়া বসিয়া থাকিবেন? যিনি যখনই এই সৃষ্টিকর্ত্তার অনুসন্ধান করিয়াছেন, তিনি তখন ঠিক এইরূপ অপৃথক ভাবে, নিজের মধ্যেই তাঁহার দর্শন পাইয়া সোহং, অহং ব্রহ্মাস্মি, তত্ত্বমসি, অয়মাত্মা ব্রহ্ম প্রভৃতি বাক্য উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন। তোমার 'সোহং'কে অজ্ঞানতার 'অহং'এ ঢাকিয়া রাখিয়াছে, তাই তুমি 'সোহং' উচ্চারণ করিতে ভীত হও। মুসলমান সম্প্রদায়ের দরবেশ সমশ্‌ৎব্রেজও বলিয়াছেন—

হাম্ খোদা নেহি, লেকিন্ খোদা সে হাম্ জুদা নেহি।

অর্থাৎ—"আমি (দেহ) খোদা নই, কিন্তু খোদা হইতে আমি পৃথকও নই।" ইহার ভাবার্থ এই, রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে যেমন সেখানে রজ্জু সর্পে পরিণত হয় নাই, কিন্তু রজ্জু হইতে সর্প পৃথকও রহে নাই। কারণ রজ্জু পৃথক করিলে সেখানে আর সর্পের অস্তিত্ব থাকে কই? এই খোদা বা ব্রহ্ম বিষয়েও ঠিক তদ্রূপ, খোদা বা ব্রহ্ম জগতরূপে পরিণত হন নাই, কিন্তু খোদা বা ব্রহ্ম হইতে জগত পৃথকও রহে নাই। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হইতেছে, সেইরূপ ব্রহ্মেতে জগতভ্রম হইতেছে। এখানে যেমন

In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রজ্জুর অস্তিত্বেই সর্পের অস্তিত্ব, কিন্তু সর্পের অস্তিত্বে রজ্জুর অস্তিত্ব ন। তদ্রূপ আত্মা বা ব্রহ্মের অস্তিত্বেই এই দৃশ্যমান জগতের অস্তিত্ব, কি জগতের অস্তিত্বে ব্রহ্মের অস্তিত্ব নয়। সত্য রজ্জু জ্ঞান হইলে যেরূপ মি সর্প আর পৃথক ভাবে দেখা যায় না, সেইরূপ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞান হই আর মিথ্যা জগত পৃথক ভাবে দেখা যায় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও অর্জুন উপদেশ কালে বলিয়াছিলেন,—

মযা ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥
যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥ (গীতা)

অর্থাৎ—"অব্যক্ত রূপে আমি (পরমাত্মা) জগতের সর্ব্বত্রই ব হইয়া রহিয়াছি। সমস্ত ভূতই আমাতে (পরমাত্মাতে) অব কিন্তু আমি কিছুতেই অবস্থিত নহি। তুমি আমার (আত্মার) প্রভাব দর্শন কর। এই ভূত সকল আমাতে স্থিতি করিতেছে আমার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, ভূত সকলকে ধারণ এবং উৎপন্ন করিয়াও মধ্যে স্থিতি করিতেছে না। সর্ব্বত্র গমনশীল, মহান্ ও সর্ব্বদা বে বায়ু যেরূপ আকাশে স্থিতি করে, ভূত সমস্ত সেইরূপ আমাতে (আত্মার অবস্থিতি করিয়া থাকে; ইহাই তুমি অবধারণ কর।"

এই ব্রহ্ম-সমুদ্র যার পর নাই গভীর ও মহা মহা তরঙ্গ যুক্ত। আমি সেই ব্রহ্ম-সমুদ্রের উর্ম্মি (ঢেউ) মাত্র। উষ্ণতা যেমন অনল পৃথক্ নহে, সৌগন্ধ যেমন পুষ্প হইতে ভিন্ন নহে, মধুরতা যেমন ইক্ষু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্ম নহে, লহরী যেমন জল হইতে অপৃথক, সেইরূপ দৃশ্যপদবাচ্য এই জগতও ব্রহ্ম হইতে অপৃথক। এই জীব, আমি জীব, ইহা জগত, এসকল কল্পনাও ব্রহ্ম-সমুদ্রের ফেনার ন্যায় উত্থিত হইয়া আবার সেই সমুদ্রেই মিলিয়া যাইতেছে। হে মহামতে! ইহাকে যে সৃষ্টিভাবে দেখে, তাহার নিকট ইহা সৃষ্ট এবং যে ব্রহ্মভাবে জানে তাঁহার নিকট ইহা ব্রহ্ম। সৃষ্টিভাবে জানিলে ইনি জ্ঞাতাকে অধঃপাতিত করেন এবং ব্রহ্মভাবে জানিলে ইনি মোক্ষের কারণ হন। বৎস! পরমেশ্বর অন্তরে থাকিয়া কি বলিতেছেন, তাহা মন দিয়া শুন। এই বলিয়া সেই ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ নিজ ভাবে বিভোর হইয়া গান ধরিলেন,—(মিশ্র সুর)

জীব আমি নইরে দূরে, রয়েছি অন্তরে; বারেক ফিরিয়ে দেখ না।
তুমি দূর পথে থেকে, ডাকিছ আমাকে; আমি যে ডাকি তা শুন না॥
হৃদয়েতে রই, কভু ছাড়া নই; তুমি ছাড়িলেও আমি ছাড়ি কই।
আমি অহরহ নিশি, কত মতে তোষি; এতেও কি মনে হয় না॥
আমারি কোলেতে, আছ অনুক্ষণ; আমি করি সবার দুঃখ নিবারণ।
তুমি দেখিয়ে না দেখ, মিছে কেন ডাক; দেখার কি আছে বাকি বল না॥
এত দেখা-দেখি, তবু বল 'দেখি'; (তুমি) একবার আঁখি মেল না।
আমি কি আর কহিব, কেমনে দেখাব; দেখার আঁখি না মেলিলে দেখা হবে না॥

এমন সময় সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন। সেই মহাপুরুষও তখন নির্ব্বাক ও আত্মস্থ হইলেন। ইহা দেখিয়া ভক্ত তখন কিছু স্বর্ণ মুদ্রা মহাপুরুষের নিকট তাঁহার সেবার জন্য রাখিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ নিজ স্থানে গমন করিলেন।

In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভারতের বাহিরে মূর্ত্তিপূজা।

ভক্ত—প্রভু! সর্ব্ব নিম্নস্তরের অজ্ঞ সাধকদের জন্ম যে মূর্ত্তি পূজার্চ্চনার প্রথা, তাহা কেবল ভারতবর্ষ ভিন্ন ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, গ্রীস, রোম, আরব, পারস্য প্রভৃতি কোন দেশেই নাই কেন?

মহাঃ—বাবা! এই ভারতে যখন কোন মূর্ত্তি-পূজারই প্রচলন ছিল না সেই সময়, অর্থাৎ মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আরব, পারস্য ও তুরস্ক দেশে, আরব্য উপন্যাস, পারস্য উপন্যাস ও তুরস্ক উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাগণের মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া এবং আগুন জ্বালিয়া, ঐ সকল দেশবাসিগণ পূজা করিত। গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচারিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, গ্রীক্ ইতিহাস, রোমান ইতিহাস প্রভৃতি পুরাণ শাস্ত্রোক্ত এবং কোন কোন কবিদের কল্পনাপ্রসূত কাব্য শাস্ত্রোক্ত দেব-দেবীগণের বহু মূর্ত্তি ও অগ্নি পূজিত হইত। সেকালে আরববাসিগণ সূর্য্য, চন্দ্র গ্রহাদির উদ্দেশ্যে যজ্ঞ, আহুতি, বলিদান ও ধূপ-দীপাদি প্রদান করিত এবং যজ্ঞে আহুত নানাপ্রকার পশুমাংস ভক্ষণ করিত। আল্লাত, এলউজ্জা, উতারেদ্, ইয়াগুথ, ঞক্, সাঙা, মান্না, দেবারণ প্রভৃতি নামে শত শত দেব-দেবীর মূর্ত্তিও তাহারা পূজিত। 'চালদী' ভাষায় লিখিত "সেথ্" নামক ধর্ম্ম গ্রন্থ তাহারা হিন্দুদের বেদের সমান সম্মান করিত। হিন্দুগণ যেরূপ কালী ও মহাদেব বা রাধা ও কৃষ্ণকে পুরুষ প্রকৃতি কল্পনা করিয়া পূজা করে, তাহারাও ঠিক সেইরূপই 'আল্লাতাল্লা' নামে পুরুষ এবং "এল্ ইলাহাত" নামে প্রকৃতি বা দেবী, এই দুইটীরই উপাসনা করিত। প্রাচীন পারস্যবাসিগণ সাগ্নিক ব্রাহ্মণের ন্যায় যজ্ঞ করিয়া আহুতি প্রদান করিত এবং আধুনিক পার্সীজাতি এখনও 'জেন্দ' শাস্ত্রানুসারে সেই প্রথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছে। রোম ও গ্রীসবাসিগণ বহু রকমের যজ্ঞ, হোম ও বহুজাতীয় পশু-পক্ষী বলিদান এবং শত শত দেব-দেবীর আরাধনা করিত। সেই সকল ভক্তগণও নিজ নিজ উপাস্য দেবতার আদেশ ও দৈববাণী শুনিতে পাইত এবং স্বপ্নাবস্থায় সেই সকল দেবতাগণের দর্শনও পাইত। মারকারী, নেমিসিস্, ভিনস্, হেকিট্টাস্, জুপিটার, জোভ, মেসিয়াস্, নেপচ্যুন্, নারকার, সিরাস, মারস্, প্যান্, সেটার্ন, এপোলো, এটলাস্, প্রভৃতি নামান্বিত বহু প্রস্তর ও শীলা মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহারা পূজিত এবং ঐ সকল মূর্ত্তির নিকট গো, মেষ, ছাগ, মহিষাদি অসংখ্য পশু বলিদান করিয়া, সেই মাংস ভক্ষণ করিত। বর্ত্তমান ভারতের হিন্দুগণ সর্ব্ববিদ্যাধিষ্ঠাত্রী মাত্র একটী সরস্বতী কল্পনা করিয়া পূজিতেছেন; কিন্তু সেকালের গ্রীসবাসিগণ, ইউটার্পী, পলিহিমনিয়া, কেলিওপী, ক্লিও, মেল্পমেনী, এরোটা, থেলিয়া, টার্পিসকোর্, উরেনিয়া, এই নয় নামীয় নয়টী সরস্বতী নয় প্রকারের বিদ্যা-দানার্থ পূজিত। ইদানীং যেরূপ পৃথিবী গোল এবং তাহা শূন্যে থাকিয়া বেগে ঘুরিতেছে বলিয়া বিজ্ঞানে নির্ব্বাচিত হইয়াছে; সেকালে গ্রীকদের বিজ্ঞান ও শাস্ত্রমতে, তাহাদের 'এট্লাস' নামক এক দেবতা এই পৃথিবীকে স্কন্ধে করিয়া ধরিয়া রাখিতেন; ইহাই তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল;—যেরূপ হিন্দুদের কল্পিত 'বাসুকী' এই পৃথিবীকে মাথায় করিয়া রাখিয়াছেন।

এইভাবে পাশ্চাত্য মানবগণ ঠিক আমাদেরই মত বহু দেব-দেবীর পূজা করতঃ বলিদানাদি করিত এবং নানাপ্রকারের যজ্ঞ, ব্রত ও তীর্থ পর্য্যটনাদিও করিত। বহু পরে মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে আরব, গ্রীস ও রোমবাসিদের সেই সকল কল্পনা-কুহক ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, তাহারা ঐ সকল মূর্ত্তিপূজা ও যজ্ঞাদি কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ছিল। উহাদের ঐ মূর্ত্তিপূজা ত্যাগের পর হইতেই ভারতের হিন্দুগণ নানাপ্রকার মূর্ত্তিপূজা এবং বলিদান, তীর্থপর্য্যটনাদি কার্য্যদ্বারা পাপক্ষয় করিয়া পুণ্য সঞ্চয়ে নিযুক্ত হইয়াছে।

In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই সকল মূর্ত্তিপূজা ত্যাগী পাশ্চাত্যগণ, তদবধি ক্রমে শিল্প, বিজ্ঞানে উন্নতি করিয়া আজ জগতে স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছে। আর, ভারত-বাসিগণও সেই মূর্ত্তিপূজা গ্রহণাবধি দিনে দিনে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া সর্ব্বপ্রকারেই অধঃপতিত হইতেছে।

ভক্ত—প্রভু! আরব ও গ্রীস বাসিগণ ঐসকল মূর্ত্তিপূজা করিয়া কি আর কোনও শিল্প বিজ্ঞানাদির চর্চ্চা করিতে পারিতেন না? সেই সকল পূজা ও যজ্ঞাদি তাহাদের ত্যাগ করার কারণ কি?

মহাঃ—বৎস! একটু চিন্তা করিলে সহজেই ইহার কারণ অনুমান করিতে পারিবে। লোকে কথায় বলে, 'লাভে লোহা বহে, কিন্তু গর্জে কেউ তুলাও বহে না।' অর্থাৎ মানুষ লাভ দেখিলে লৌহের বোঝা বহন করিয়া থাকে, কিন্তু বিনা লাভে কেহ তুলার বোঝাও বহন করিতে চায় না।' জগতে লাভের আশায়ই সকল কার্য্য করা হয়, কিন্তু যে কার্য্যে 'কোনই লাভ নাই' বলিয়া যখন জানিতে পারে, তখনই লোকে তাহা ত্যাগ করিয়া থাকে;—ইহাই মনের স্বভাব। এখন ভাবিয়া দেখ, যদি সত্যসত্যই ঐসকল দেশবাসিগণ তাহাদের মনঃকল্পিত উপাস্য দেব-দেবীর দৈববাণী শুনিয়া এবং স্বপ্নাবস্থায় সেই দেবতাদের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাহাদের কোনপ্রকার আত্মোন্নতি বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইত, অথবা তাহারা ধনে-জনে সুখী হইত, তবে এইরূপ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ধর্ম্ম ঐ দেব-দেবীগণকে কেন ঐসকল জ্ঞানোন্নত ও সমৃদ্ধিশালী দেশবাসিগণ পরিত্যাগ করিল? এইরূপ বিশ্বের সর্ব্বত্রই বাহিক সাম্প্রদায়িক সাধন-ভজন প্রণালী সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইয়া, পুনরায় নিত্য নূতন নূতন নিয়মপ্রণালী বা ভাবধারা সকল লোক গ্রহীত হইতেছে ও হইবে। ইহাদ্বারাই বুঝিতে পারিতেছ যে, নিম্নস্তরের অধমাধিকারিগণ যাহাতে সমাজে কোনপ্রকার অশান্তির সৃষ্টি করিতে না পারে, তজ্জন্য তাহাদিগকে পাপের ভয় ও পুণ্যের প্রলোভন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রেখাইয়া শাসনে রাখিবার বিধি সেই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেও আবহমান কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে এবং ঐ সকল অধমাধিকারীদের এই সকল বিধি নিষেধানুযায়ী চলা তাহাদের পক্ষে ও সমাজের পক্ষে অহিতকর নয়।

আত্মজ্ঞান বিনা মুক্তি নাই।

ভক্ত বলিলেন, হে মহামুনে! আপনার কৃপায় আমি এক্ষণে সমস্ত বৃত্তান্ত বিদিত হইয়াছি। কিন্তু তথাপি আমি আপনাকে আরও কিছু জিজ্ঞাসা করিব; আপনি উত্তর দানে আমাকে নিরতিশয় সুখী করুন। আত্মজ্ঞান ভিন্ন যে মানবের মুক্তি হইতে পারে না, এই বিষয়ে শাস্ত্র কি বলিতেছেন, কৃপা করিয়া তাহাই বর্ণন করুন।

মহাঃ—বৎস! মুক্তি কি? মুক্তি ভ্রান্তির উপশম। বন্ধন যখন রজ্জুতে সর্পবুদ্ধির অনুরূপ, তখন মুক্তি অবশ্যই ভ্রান্তির উপশম ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। সুতরাং জ্ঞান ভিন্ন কখনও কিছুতেই সেই ভ্রান্তির উপশম হইতে পারে না। হে বৎস! জ্ঞানরূপ তরণী ব্যতীত দুঃখসঙ্কুল অপার সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার উপায় নাই। সৎশাস্ত্রের (আত্মতত্ত্ব বিষয়ক শাস্ত্রের) আলোচনা ও সাধুসঙ্গ দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান পরিবর্দ্ধিত হইলে তবে তাহা আধি-ব্যাধি মুক্তির কারণ হইবে। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই রাজ্যত্রয়ের দ্বারা লোকে যাহা পাওয়া যায়, একমাত্র তত্ত্বজ্ঞান রূপ ভাণ্ডারে তৎসমুদায়ই বিদ্যমান আছে। দান, তীর্থ, তপস্যা প্রভৃতি কিছুই তত্ত্বজ্ঞানের ন্যায় ভবসাগর উত্তীর্ণ করিতে পারে না। জগতে যদি কেহ কোন প্রকার দৈবী সম্পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তবে বুঝিতে হইবে যে, তাহা তিনি জ্ঞানের

In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারাই লাভ করিয়াছেন। জ্ঞানই পুণ্য লতার উত্তম ফল এবং জ্ঞান-ফলই উত্তম সুস্বাদু। জ্ঞানী ব্যক্তিই আত্মজ্ঞান বলে সংসার-সমুদ্র পারে গমন করেন, কিন্তু অধম নর আত্মজ্ঞানের অভাবে তাহা পারে না। যেমন, নৌকা বাহনে শিক্ষিত ব্যক্তিই নৌকার দ্বারা নদী পার হন, অশিক্ষিত ব্যক্তি তাহা পারে না,—তদ্রূপ। 'ভোজন করিলে ক্ষুধার নিবৃত্তি হইয়া থাকে' এই বাক্য প্রমাণ করিবার জন্ত যেমন শাস্ত্রাদি কোন প্রকার প্রমাণের বা অপর দ্বিতীয় কোন লোক সাক্ষীর অপেক্ষা করে না, প্রত্যেকেরই নিজের ভোজন ক্রিয়া দ্বারাই প্রতি গ্রাসে গ্রাসে তাহা নিজের প্রত্যক্ষ অনুভব হইয়া থাকে; 'আত্মজ্ঞান দ্বারা মানবের মুক্তি লাভ হইয়া থাকে' এই বাক্যও ঠিক তদ্রূপ। অর্থাৎ নিজ বিচার বৈরাগ্য বলে, যাহার যতটুকু জ্ঞান জন্মিবে, সে সেই পরিমাণেই মমত্বের বন্ধন মুক্ত হইয়া পরম শান্তি অনুভব করিবে। ক্ষুধার নিবৃত্তি করিয়া শান্তি লাভ করিতে হইলে, যেমন তাহার নিজের ভোজন ক্রিয়া ব্যতীত, পথপর্য্যটন, কি পুস্তক পঠন বা অন্য অন্য শত শত প্রকারের কর্ম্ম দ্বারাও কিছুতেই তাহা সিদ্ধ হইবার নয়, ঠিক সেইরূপ মানবকে বিষয়ের মমত্ব-বন্ধন ছেদন করতঃ মুক্তি লাভ করিয়া অবিচ্ছিন্ন শান্তি ভোগ করিতে হইলে, একমাত্র বিচার রূপ অসি ব্যতীত শত শত কামান বন্দুকের গুলি বর্ষণে বা ফোঁটা, তিলক, লক্ষ লক্ষ মালা ও সহস্র সহস্র মূর্ত্তি পূজনাদি যে কোনও রকমের কর্ম্মই করুক না কেন, কিছুতেই তাহা সিদ্ধ হইবার নয়, ইহাই সিদ্ধান্ত। তথাপি তোমাকে শাস্ত্র-প্রমাণ দেখাইব। একমাত্র আত্মজ্ঞান ভিন্ন যে কিছুতেই মানব মুক্তি হইতে পারে না, এ বিষয় বেদ-বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল, দর্শনশাস্ত্রে এবং তন্ত্র, পুরাণ, গীতা, ভাগবত প্রভৃতি শ্রুতি ও স্মৃতি সর্ব্ব প্রাপ্ত ভক্তগণ সকলেই প্রমাণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশকালে বলিয়াছিলেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে। (গীতা)

অর্থাৎ—"এই আত্মজ্ঞানের তুল্য মনঃশুদ্ধিকর পবিত্র বস্তু এ ত্রিভুবনে নাই।"

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা। (গীতা)

অর্থাৎ—"হে অর্জ্জুন! যেরূপ প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠসমূহ ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ জ্ঞানরূপ অগ্নি (প্রারব্ধ কর্ম্ম ব্যতীত) সমুদয় কর্ম্মকে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে।

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি। (গীতা)

অর্থাৎ—"হে পরন্তপ! এই আত্মজ্ঞানরূপ ধর্ম্মে যাহাদের শ্রদ্ধা নাই, তাহারা আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া মৃত্যু-সমাকীর্ণ সংসার-পথে নিরন্তর ভ্রমণ করিয়া থাকে।"

ন মোক্ষং ভ্রমতেত্তীর্থং ন মোক্ষং ভস্মলেপনম্।
ন মোক্ষং ব্রহ্মচর্য্যং হি মোক্ষং নেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ॥
ন মোক্ষং কোটীযজ্ঞঞ্চ ন মোক্ষং দানকাঞ্চনম্।
ন মোক্ষং বনবাসেন ন মোক্ষং ভোজনং বিনা॥
ন মোক্ষং মন্দমৌনেন ন মোক্ষং দেহতাড়নম্।
ন মোক্ষং গায়তে গীতং ন মোক্ষং শিশ্ননিগ্রহম্॥
ন মোক্ষং ধর্ম্মকর্ম্মেষু ন মোক্ষং মূর্ত্তিভাবনে।
ন মোক্ষং স্থূজটাভারং নির্জ্জনসেবনস্তথা॥
ন মোক্ষং ধারণাধ্যানং ন মোক্ষং বায়ুরোধনম্।
ন মোক্ষং কন্দভক্ষণে ন মোক্ষং সর্ব্বরোধনম্॥

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নানাশাস্ত্রং পঠেল্লোকো নানাদৈবতপূজনম্।
আত্মজ্ঞানং বিনা পার্থ সর্ব্বকর্ম্ম নিরর্থকম্॥ (গর্ভ গীতা)

অর্থাৎ—"হে পার্থ! তীর্থ ভ্রমণে বা শরীরে ভস্ম লেপনে মোক্ষ হয় না, অথবা কেবল ব্রহ্মচর্য্য পালনে, কি ইন্দ্রিয় নিগ্রহেও মোক্ষ হয় না। কোটী যজ্ঞ করা; বহু স্বর্ণ দান করা; অনাহারে থাকিয়া কৃচ্ছ্রতপ বনে বাস করা; বাক্‌রোধ করিয়া মৌন থাকা, অথবা নানা তীর্থের দ্বারা দেহকে তাড়ন করা; নানা ভাবের গান করা, বা শিশ্ন নিগ্রহ কি নানা প্রকারের বাহ্যিক ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা; বা কোন দেবমূর্ত্তি ধ্যান করা, মস্তকে জটাভার বহন করা; বা নির্জ্জনে একাকী করা; ধ্যান-ধারণা করা, অথবা হঠযোগ দ্বারা প্রাণবায়ুকে রোধ কন্দ আলু প্রভৃতি ফল-মূল ভক্ষণ করা; কি ঐ সকল সর্ব্বপ্রকারে রোধ করা, বা বহু দেবতার মূর্ত্তি পূজা করা; বহু শাস্ত্রাধ্যয়ন করা বাহ্যিক কর্ম্মাদি সমস্তই নিরর্থক হইয়া যায়, যদি আত্মজ্ঞান না কারণ একমাত্র আত্মজ্ঞান ভিন্ন ঐ সকল দ্বারা কিছুতেই মানবের মোক্ষ হয় না।" সুতরাং যে আত্মজ্ঞানকে স্বয়ং কৃষ্ণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া করিতেছেন, বৈষ্ণবগণ কোন্ শক্তিতে সেই আত্মজ্ঞানকে প্রত্যা করিতে চাহেন? উপনিষদের ঋষিগণও এই জ্ঞান-সাধনের দৃঢ় স্বরে বলিয়াছেন, "উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" অর্থাৎ "উঠ, জাগ, জ্ঞানীর নিকট যাইয়া প্রবুদ্ধ হও।" বেদের ঋষিগণ, একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান ভিন্ন যে জীবের মুক্তির কোনই পন্থা নাই, ইহাই পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন। বেদান্ত বলে

মুক্তিস্তু ব্রহ্মতত্ত্বস্য জ্ঞানাদেব ন চান্যথা।
স্বপ্রবোধং বিনা নৈব স্বস্বপ্নো হীয়তে যথা॥ (পঞ্চদশী)

অর্থাৎ—"যেমন স্বীয় স্বপ্নাবস্থা নিবারণের নিমিত্ত স্বকীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যতীত অন্য উপায় নাই, তদ্রূপ মুক্তি-ফল প্রাপ্ত হইতে হইলে ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞান ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই।" বেদান্তে আছে, শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"আচ্ছা, শাস্ত্রে নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে; সুতরাং তাহাকে অজ্ঞানের নিবর্ত্তক না বলিয়া, জ্ঞানকেই অজ্ঞান নাশের কারণ বলিলেন কেন?" তদুত্তরে গুরু বলিয়াছিলেন,—

ন কর্ম্মাদিনা অবিদ্যানিবৃত্তিঃ। কর্ম্মাজ্ঞানয়োর্ব্বিরোধো ন ভবেৎ। জ্ঞানাজ্ঞানয়োর্ব্বিরোধো ভবেৎ। অতো জ্ঞানেনৈবাজ্ঞান-নিবৃত্তিঃ। তজ্ জ্ঞানং বিচারাদেব ভবতি।

অর্থাৎ—"কর্ম্মের দ্বারা কখনও অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইতে পারে না কারণ কর্ম্ম আর অজ্ঞানে কোন বিরোধ নাই, কর্ম্ম এবং অজ্ঞান একাধারে নির্ব্বিবাদে বাস করিতে পারে; সুতরাং কর্ম্মের দ্বারা অজ্ঞান নাশের কোনই সম্ভাবনা নাই। কিন্তু জ্ঞান ও অজ্ঞান বিরুদ্ধ বস্তু, তাই উহারা কখনই একাধারে থাকিতে পারে না। যেখানে জ্ঞান, সেখানে অজ্ঞান থাকে না, আবার যেখানে অজ্ঞান, সেখানে জ্ঞান থাকে না। ইহারা ঠিক আলো ও অন্ধকারের ন্যায় বিরুদ্ধ। অতএব জ্ঞানের দ্বারাই অজ্ঞানের বিনাশ; ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত। সেই জ্ঞান বিচার দ্বারা জন্মে।" বেদান্ত আরও বলেন,—

ন যোগেন ন সাংখ্যেন কর্ম্মণা নো ন বিদ্যয়া।
ব্রহ্মাত্মৈকত্ববোধেন মোক্ষঃ সিধ্যতি নান্যথা॥

অর্থাৎ—"হঠযোগ দ্বারা মোক্ষ হয় না, অথবা সাংখ্য দ্বারা, কি কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা কিংবা শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারাও মোক্ষ হয় না; কেবল ব্রহ্ম ও জীব, এই উভয়ের একত্বজ্ঞান দ্বারা মানুষের মোক্ষ প্রাপ্তি হয়,—সন্দেহ নাই।"

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দমেতজ্জীবস্য যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে বুধঃ॥

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতম্॥ (ব্রহ্মোপনিষৎ)

অর্থাৎ—"যিনি বাক্য ও মনের অগোচর, যেখানে বাগাদি ইন্দ্রিয় মন যাইতে না পারিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে, যিনি আনন্দস্বরূপ এবং দুগ্ধে পরিব্যাপ্ত ঘৃতের মত অসীম ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন, সেই আত্মাকে অবগত হইতে পারিলে সংসার-পাশ মুক্ত হওয়া যায়।" ঋগ্‌বেদাচার্য্য মহর্ষি আশ্বলায়ন সাধনচতুষ্টয়সিদ্ধ হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া বলিয়াছিলেন "হে ভগবন্! যে ব্রহ্মবিদ্যা সর্ব্বদা সাধুজন-পরিসেবিত, অথচ অতি গূঢ় অর্থাৎ নিখিল জীব হৃদয়ে বিদ্যমান থাকিয়াও অজ্ঞানাবৃত; যাহা দ্বারা সুধী ব্যক্তি দুঃখের কারণীভূত অজ্ঞান বিনির্মুক্ত হইয়া আশু পরম পুরুষকে লাভ করিতে সমর্থ হন, আপনি সদয় হইয়া আমাকে সেই সর্ব্বোত্তম ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান করুন।" ইহার উত্তরে ব্রহ্মা মহর্ষি আশ্বলায়নকে বলিয়াছিলেন,—

তস্মৈ স হোবাচ—পিতামহশ্চ, শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবৈহি।
ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ।
(কৈবল্যোপনিষৎ)

অর্থাৎ—"হে আশ্বলায়ন! শাস্ত্রে ও গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস এবং ভক্তি ও ধ্যান যোগের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, এই ব্রহ্মবিদ্যা অবগত হইতে পারিবে। ইহা বেদ-বিহিত বা স্মৃতি-বিহিত কর্ম্মের দ্বারা কিছুতেই অবগত হওয়া যায় না। এমন কি ইহা পুত্র কিম্বা ধনের দ্বারাও লাভ করা যায় না। একমাত্র শ্রৌতস্মার্ত্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ, অর্থাৎ কর্ম্ম-সন্ন্যাস দ্বারাই মহর্ষিগণ এই পরম অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন।"

স এব সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং সনাতনম্।
জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুমত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে॥ (কৈবল্যোপনিষৎ)

অর্থাৎ—"এই পরিদৃশ্যমান সমগ্র জগত, অতীত কালের সমুদয় বস্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভবিষ্যৎ কালের সমস্ত জগত সমস্তই সেই পরম বিরাট্ পুরুষের স্বরূপ জানিবে। যেহেতু তিনি নিত্য। যিনি কার্য্য-কারণের অভেদ ভাবনা দ্বারা 'আমিই ব্রহ্মস্বরূপ' এইরূপে আত্মাকে দর্শন করেন, তিনিই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারেন। এই ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন মুক্তির আর কোনই পন্থা নাই।"

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
সংপশ্যন্ ব্রহ্ম পরমং যাতি নান্যেন হেতুনা ॥ (কৈবল্যোপনিষদ)

অর্থাৎ—"যিনি সর্ব্বভূতে আত্মাকে ও আত্মাতে সর্ব্বভূত দর্শন করেন, অর্থাৎ যিনি নিখিল জগত আত্মময় ইহা অনুভব করিতে পারেন, তিনিই পরম ব্রহ্মলাভে সমর্থ হন। এইরূপ জ্ঞান ভিন্ন আর ব্রহ্ম প্রাপ্তির (মুক্তির) দ্বিতীয় উপায় নাই।"

অদ্বিতীয়ং ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানন্তি যথা তথা।
ভ্রান্তা এবাখিলাস্তেষাং ক্ব মুক্তিঃ ক্বেহ বা সুখম্॥ (বরাহোপনিষদ্)

অর্থাৎ—"যাহারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব জানে না, তাহারা ভ্রান্ত; এ জীবনে তাহাদের মুক্তি কোথায়? সুখই বা কোথায়? অদ্বৈত ব্রহ্মের স্বরূপ না বুঝিলে ভ্রান্তিই থাকিয়া যায়, ভ্রান্তপুরুষের মুক্তি কথনই সম্ভবপর নহে, মুক্তি না হইলে অনবচ্ছিন্ন সুখ হইতে পারে না।" শ্রুতি আরও বলেন,

অমৃতত্বফলশ্রবণাদপি ব্রহ্মৈবেদমিতি গম্যতে। ব্রহ্মজ্ঞানাদ্ধ্যমৃতত্বপ্রাপ্তিঃ, তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

অর্থাৎ—"জীব তাঁহাকে (পরমাত্মাকে) জানিয়া মৃত্যু অতিক্রম করে; তাঁহাকে পাইবার (জ্ঞান ব্যতীত) অন্য উপায় নাই।" এইরূপে বহু স্থলেই শ্রুতি আত্মজ্ঞানের প্রাধান্য দেখাইয়াছেন। বেদান্ত দর্শন বলিতেছেন—

চিত্তনিবৃত্তিরেব মোক্ষঃ।

0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ—"চিত্তের বৃত্তিশূন্যাবস্থাই মোক্ষ। অর্থাৎ আত্মজ্ঞান ভিন্ন কিছুতেই চিত্তবৃত্তির নিবৃত্তি হইতে পারে না, সুতরাং মোক্ষও হইতে পারে না।" মহানির্ব্বাণ তন্ত্র বলেন,—

ন কর্ম্মণা বিমুক্তঃ স্যান্ন সন্তত্যা ধনেন বা।
আত্মনাত্মানমাজ্ঞায় মুক্তো ভবতি মানবঃ॥

অর্থাৎ—মনুষ্য, কর্ম্মদ্বারা মুক্ত হয় না; সন্তান উৎপাদন দ্বারাও মুক্ত হয় না, কিংবা ধন দ্বারাও মুক্ত হয় না; পরন্তু আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া আপনা দ্বারা আপনাকে জানিতে পারিলেই মুক্ত হয়।"

বিনা কর্ম্ম ন তিষ্ঠন্তি ক্ষণার্দ্ধমপি দেহিনঃ।
অনিচ্ছন্তোঽপি বিবশাঃ কৃষ্যন্তে কর্ম্মবায়ুনা॥
অতো বহুবিধং কর্ম্ম কথিতং সাধনান্বিতম্।
প্রবৃত্তয়েঽল্পবোধানাং দুশ্চেষ্টিতনিবৃত্তয়ে॥
যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভং বাশুভমেব বা।
তাবন্ন জায়তে মোক্ষোনৃণাং কল্পশতৈরপি॥
যথা লৌহময়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বর্ণময়ৈরপি।
তথা বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্ম্মভিশ্চাশুভৈঃ শুভৈঃ॥
কুর্ব্বাণঃ সততং কর্ম্ম কৃত্বা কষ্টশতান্যপি।
তাবন্ন লভতে মোক্ষং যাবজ্ জ্ঞানং ন বিন্দতি।
ন মুক্তির্জ্জপনাদ্ধোমাদুপবাসশতৈরপি।
ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ॥
বালক্রীড়নবৎ সর্ব্বং রূপনামাদিকল্পনম্।
বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ॥ (ঐ গ্রন্থ)

অর্থাৎ—"মানবগণ কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণার্দ্ধকালও থাকিতে পারে না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহারা অনিচ্ছুক হইলেও, বিবশ হইয়া কর্ম্মরূপ বায়ু কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়। এই কারণেই অল্পজ্ঞ ব্যক্তিদিগের প্রবৃত্তির জন্য এবং দুষ্প্রবৃত্তি নিবৃত্তির নিমিত্ত ফল সমেত বহুবিধ কর্ম্ম কথিত হইল। প্রকৃত পক্ষে, শুভ বা অশুভ যে কোন প্রকারের কর্ম্মই হউক না কেন, সর্ব্বকর্ম্ম ক্ষয় না হইলে শত কল্পেও জীবের মুক্তি লাভ হয় না। যেমন লৌহময় ও স্বর্ণময় উভয় প্রকার শৃঙ্খল দ্বারাই প্রাণীরা বদ্ধ হয়, মানবও সেইরূপ শুভ বা অশুভ কর্ম্মদ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত মানবের আত্মজ্ঞান লাভ না হয়, সে পর্য্যন্ত নিরন্তর কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া, কিংবা শত শত প্রকার কষ্ট করিয়াও মোক্ষ লাভ করিতে পারে না।" যতকাল পুত্র বা দেহাদিতে 'আমিত্ব জ্ঞান' থাকে, ততদিন জপ, হোম, বা শত শত উপবাস করিলেও মুক্তি হয় না। যে ব্যক্তি নামরূপাদি কল্পনাকে বালক্রীড়াবৎ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ হন, তিনিই মুক্তি লাভ করেন। ইহাতে সন্দেহ নাই।" পীঠমালা তন্ত্র বলেন,—

ব্রহ্মজ্ঞানাদৃতে দেবি কর্ম্মসংন্যসনং বিনা।
কুর্ব্বন্ কল্পশতং কর্ম্ম ন ভবেৎ মুক্তিভাগ্ জনঃ॥
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিদুষো ন যোগো ন চ পূজনম্।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ব্রহ্মজ্ঞানং সমাচরেৎ॥

অর্থাৎ—"ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে এবং শুভাশুভ সর্ব্বকর্ম্ম সম্যক রূপে ত্যাগ না হইলে, শুধু জপ ও পূজাদি সাধন দ্বারা শত কল্পেও মুক্তিলাভে সমর্থ হওয়া যায় না। 'সমুদায়ই ব্রহ্ম', এই প্রকার জ্ঞানের উদয় হইলে হঠযোগ বা পূজাদির কোন প্রয়োজন হয় না। অতএব, সর্ব্ব প্রযত্নে ব্রহ্মজ্ঞানই অর্জ্জন করিবে।" বশিষ্ঠমুনিও শ্রীরামচন্দ্রকে উপদেশকালে বলিয়াছিলেন,—"হে রামচন্দ্র! কি কর্ম্মকাণ্ড, কি ধন, কি বান্ধব, এ সকলের কেহই ভব-ভীত মানবের ত্রাণকর্ত্তা নহে। একমাত্র আত্মবিচার রূপ প্রযত্নই তাহাদের ত্রাণকর্ত্তা। যাহারা দেব-ভক্ত, কৃত্যাদি ভক্ত,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ নানা প্রকার বাহ্যিক জপ-তপাদি ক্রিয়ার ভক্ত ও কুবিকল্প-পরায়ণ তাহাদের মতি ভাল নহে। সেই জন্যই তাহাদের বুদ্ধির অনুগামী হওয়া উচিত নহে। যারপরনাই উৎকৃষ্ট বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া শ্রীগুরু উপদেশানুযায়ী বুদ্ধির দ্বারা আত্মাবলোকন করিতে পারিলেই সংসার-জলধি উত্তীর্ণ হওয়া যায়।" (যোগবাশিষ্ঠ—উপঃ প্রঃ ১৩ সঃ ৮-১০ শ্লোক)। ভগবান শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন,—

অবিরোধিতয়া কর্ম্ম নাবিদ্যাং বিনিবর্ত্তয়েৎ।
বিদ্যাঽবিদ্যাং নিহন্ত্যেব তেজস্তিমিরসঙ্ঘবৎ॥ (আত্মবোধ)

অর্থাৎ—"অজ্ঞান এবং কর্ম্ম এই উভয়ে কোন বিরোধ নাই; সুতরাং অবিরোধিতা হেতু কর্ম্ম কখনও সেই অজ্ঞানকে নাশ করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু আলোক যেমন অন্ধকারকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ জ্ঞান অজ্ঞানকে অর্থাৎ বিদ্যা অবিদ্যাকে বিনাশ করিয়া থাকে।"

অমৃতত্বস্য নাশাস্তি বিত্তেনেত্যেব হি শ্রুতিঃ।
ব্রবীতি কর্ম্মণো মুক্তেরহেতুত্বং স্ফুটং যতঃ॥ (বিবেকচূড়ামণি)

অর্থাৎ—"অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, কর্ম্মকাণ্ডাদি দ্বারা কিছুতেই মুক্তি হইতে পারে না।" ভক্তবর তুলসীদাসজী বলিতেন,—

রাতকো শোভা চন্দ্রমা, দিনকো শোভা ভান।
দাসকো শোভা ভক্তি, ভক্তকো শোভা জ্ঞান॥
জ্ঞানকো শোভা ধ্যান হ্যায়, ধ্যানকো শোভা ত্যাগ,
তব তুলসী অমল অদাগ॥

অর্থাৎ—"রাত্রির শোভা হয় চন্দ্র উদিত হইলে ও দিনের শোভা হয় সূর্য্যের উদয় হইলে। সেইরূপ দাসের শোভা হয় যদি ভক্তি থাকে এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তের শোভা হয় যদি জ্ঞান থাকে, জ্ঞানের শোভা হয় যদি ধ্যান থাকে ও ধ্যানের শোভা হয় যদি ত্যাগ থাকে ; তবেই হে তুলসী! তুমি অমল (চিত্তের ময়লা শূন্য) ও অদাগ (মনের দাগ শূন্য) হইতে পার।" অতএব বৎস! তুমি ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর আদেশ গ্রহণে বেদান্ত শাস্ত্র পরিশীলন করিয়া অজ্ঞান-গ্রাহ মুক্ত হও এবং 'আমিই ব্রহ্মস্বরূপ' এই প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়া সমস্ত ভোগ্য বস্তুকে কাকবিষ্ঠাবৎ পরিত্যাগ কর। তুমি চিত্তের অনুরাগাদি কষায় শূন্য হইয়া এবং জীবন্মুক্তি লাভ করিয়া পরম শান্তিতে কালাতিপাত করিতে থাক।

কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান।

ভক্ত—প্রভু! কর্ম্ম কাহাকে কহে?

মহাঃ—বৎস! কর্ত্তা যাহা করে, তাহাই 'কর্ম্ম'। তোমার মনই কর্ত্তা, সুতরাং মন যাহা করে, তাহাই 'কর্ম্ম'। এই কর্ম্ম, কর্ত্তা-রূপী মনেরই অধীন ; কারণ মন ইচ্ছা করিলে কর্ম্ম করিতে পারে, নাও করিতে পারে, বা ধীরে ধীরেও করিতে পারে, তাহা মনেরই ইচ্ছাধীন। সুতরাং বাহিরে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা এবং অন্তরে সঙ্কল্প-বিকল্পের দ্বারা মন যাহা করে, তাহাই 'কর্ম্ম' বলিয়া জানিবে।

ভক্ত—প্রভু! জ্ঞান কাহাকে বলে?

মহাঃ—যে কোনও বস্তুর স্বরূপ, অর্থাৎ নিজ রূপ জানার নাম 'জ্ঞান'। এই জ্ঞান কখনও মনের অধীন নয়, উহা বস্তুর অধীন। যে বস্তু সম্বন্ধে তোমার মনকে জ্ঞান লাভ করিতে হইবে, তোমার মনকে সেই বস্তুর আকারে আকারিত হইয়াই সেই বস্তুর স্ব-রূপ (বস্তুর নিজ রূপ) জানিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। সুতরাং জ্ঞান বস্তুর অধীন।

ভক্ত—ভগবন্! তবে 'কর্ম্ম' আর 'জ্ঞানে' পার্থক্য কি?

মহাঃ—বৎস! আলো আর অন্ধকারে যেরূপ পার্থক্য, কর্ম্ম ও জ্ঞানেও ঠিক সেইরূপই পার্থক্য জানিবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কর্ম্ম মনের অধীন : আর জ্ঞান মনের অধীন নয়, তাহা বস্তুর অধীন। কর্ম্মকে মন ইচ্ছা করিলেই তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু জ্ঞান একবার অর্জ্জিত হইলে তাহা আর কিছুতেই মন ত্যাগ করিতে পারে না। মনে কর, তুমি হাঁটিতেছ; তোমার মন ইচ্ছা করিবামাত্রই এই হাঁটা কর্ম্মটী বন্ধ করিয়া দিয়া বসিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু তুমি লেখা-পড়া বিষয়ে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছ, যদি তোমাকে এখন কেহ বলে "তুমি যে লেখা-পড়া বিষয়ে জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছ, তাহা এখন তোমার মন হইতে ত্যাগ কর, অর্থাৎ ভুলিয়া যাও, নতুবা তোমার প্রাণদণ্ড করিব।" তখন তোমার মন হাজার চেষ্টা করিলেও কিছুতেই সেই লেখা-পড়া বিষয়ক জ্ঞান ত্যাগ করিতে অর্থাৎ ভুলিতে পারিবে না। ঠিক সেইরূপ এই আত্মজ্ঞানও একবার লাভ হইলে, মন ইচ্ছা করিলেও তখন সেই জ্ঞানকে আর কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারে না। বিশেষতঃ এই আত্মজ্ঞান কাহারও হৃদয়ে একবার স্ফুরিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার মনের জগত-সম্বন্ধীয় সমস্ত অজ্ঞানতা ভস্মীভূত হইয়া গিয়া পরমানন্দ লাভ হয়; ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। তোমার নিজ দেহের মধ্যে যে দশটী ইন্দ্রিয় আছে, উহাদের মধ্যে পাঁচটীর 'কর্ম্মেন্দ্রিয়' ও পাঁচটীর 'জ্ঞানেন্দ্রিয়' নাম দেওয়া হইয়াছে কেন? মাত্র দশটী ইন্দ্রিয় বলিয়া উল্লেখ করিলেই ত চলিতে পারিত? সুতরাং বুঝিবে যে, উহাদের প্রত্যেকের ক্ষমতানুসারেই নাম দেওয়া হইয়াছে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এই পাঁচটী দ্বারা মন যাহা আহরণ করে, তাহারই নাম 'জ্ঞান' —তাই এই পাঁচটীর নাম 'জ্ঞানেন্দ্রিয়', আর, মুখগহ্বর, হাত, পা, উপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন্দ্রিয় এই পাঁচটী দ্বারা মন যে কার্য্য করিয়া থাকে, তাহারই নাম 'কর্ম্ম'; তাই এই পাঁচটীকে 'কর্ম্মেন্দ্রিয়' বলা হইয়া থাকে। কর্ম্মই কামনা বৃদ্ধির মূল, আর জ্ঞানই মোক্ষের কারণ। কর্ম্মে সংলিপ্ত থাকিলে বার বার সংসার-যাতনায় প্রপীড়িত হইতে হয়। কর্ম্মীর মুক্তি সুদূর-পরাহত, কারণ কর্ম্ম দ্বারাই লোক আবদ্ধ হয়। ফল কথা, ইষ্টানিষ্ট বা ধর্ম্মাধর্ম্ম রূপ সর্ব্ব কর্ম্ম বিসর্জ্জনই মোক্ষ লাভের মূল। একমাত্র মনই এই সকলের মূলীভূত কারণ। মনের স্বভাব অতীব চঞ্চল, এই জন্যই মানবগণকে নানাবিধ বিঘ্ন, বাধা ও বিপদে জড়ীভূত হইতে হয়। মানুষের মন সংযত হইয়া কর্ম্মত্যাগ হইলেই সংসার-ভ্রম দূরীভূত হয়। ফলতঃ বিষয়-বাসনারূপ মনোবৃত্তিই সংসার-বিষবৃক্ষের অঙ্কুর। মন সংযত হইলে কর্ম্মত্যাগ হওয়ায়, ঐ সকল অঙ্কুর পল্লবিত হইতে পারে না। হে বৎস! যে বস্তু স্বভাবত যে আকারে আছে তাহাকে ঠিক সেই ভাবেই দেখিতে হইবে, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম এবং ইহাই স্বাভাবিক জ্ঞান। কিন্তু উহাকে অন্য আকারে দেখিলে, তাহা যুক্তি বহির্ভূত হইবে এবং তাহাই অজ্ঞান বা ভ্রম। এই অজ্ঞানই সকল দুঃখের সৃষ্টিকর্ত্তা। জ্ঞানই সকল দুঃখ নাশক এবং সুখের জনক। মনে কর, আমি শাস্ত্রাদেশ মান্য করিয়া চলিয়া থাকি। শাস্ত্র আমাকে শালগ্রাম প্রস্তরে বিষ্ণুজ্ঞান উৎপাদন করিতে বলিতেছেন। এই শাস্ত্রাদেশে বাধ্য হইয়া যদি আমি চেষ্টা করিয়া, অর্থাৎ ইচ্ছা পূর্ব্বক কল্পনা করিয়া সেই শালগ্রাম পাথরে বিষ্ণু-প্রকারক জ্ঞান জন্মাই, তবে সে স্থলে তাহা 'জ্ঞান' পদ বাচ্য হইবে না; তাহা এক প্রকার মানসিক ক্রিয়া 'কল্পনা' বলিয়া গণ্য হইবে। আর যদি বিনা চেষ্টায়ই (অর্থাৎ আপনা আপনিই) ঐ রূপ মিথ্যা জ্ঞান জন্মে, তবে সে স্থলে তাহা 'ভ্রান্তি' বলিয়া গণ্য হইবে। বিষয়ের ও প্রমাণের (ইন্দ্রিয়াদি জনিত বিষয়াকারা মনোবৃত্তির) দ্বারাই জ্ঞান জন্মে এবং তাহা যথাবস্থিত বস্তুর আকারেই উৎপন্ন হয়, অন্যথা হয়

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। সুতরাং শত শত শাস্ত্র আদেশ করিয়াও তাদৃশ জ্ঞান জন্মাইতে পারে না এবং শত শত শাস্ত্রের নিষেধও সেই জ্ঞানকে নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না। ইহার ভাবার্থ এই যে, জ্ঞান মনের অধীন নহে, তাহা বস্তুর অধীন; যেমন বস্তু তেমনি জ্ঞান হইবেই হইবে; মন কিছুতেই তাহার অন্যথা করিতে পারিবে না। এই জন্যই জ্ঞান লাভ করিতে কোন কর্ম্মের আদেশ নাই, আদেশ আছে কেবল কর্ম্ম করিতে। তাই বেদান্তও বলিয়াছেন—

যদ্ যথা বর্ত্ততে তস্য তথাত্বং ভাতি মানতঃ।
অন্যথাত্বং ভ্রমেণেতি ন্যায়োঽয়ং সার্ব্বলৌকিকঃ॥ (পঞ্চদশী)

অর্থাৎ—"যে বস্তু যেরূপে অবস্থিত, প্রমাণ সাহায্যে সেই বস্তু সেইরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে, অন্যরূপে পরিজ্ঞানই ভ্রম; এই যে যুক্তি ইহা সর্ব্বলোকেই প্রসিদ্ধ।"

বস্তুতন্ত্রো ভবেদ্ বোধঃ কর্ত্তৃতন্ত্রমুপাসনম্।
বিচারাজ্জায়তে বোধোঽনিচ্ছা যং ন নিবর্ত্তয়েৎ।
স্বোৎপত্তিমাত্রাৎ সংসারে দহত্যখিলসত্যতাম্॥ (পঞ্চদশী)

অর্থাৎ-"জ্ঞান, বস্তুর অধীন, আর উপাসনা বা 'কর্ম্ম' পুরুষের (জীবের) ইচ্ছার অধীন। বিচার হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাহা একবার দৃঢ়তর হইলে, তদ্বিষয়ে ইচ্ছা না থাকিলেও তাহা আর নিবারিত হইবার নহে। এই জ্ঞান উৎপন্ন হইলেই সমস্ত সাংসারিক অনিত্য বস্তুর সত্যত্ব ভ্রম নষ্ট হয়।"

ভক্ত—দয়াময়! আপনি বলিলেন, 'বস্তুর স্বরূপ জানার নাম জ্ঞান'। এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা মন কোন বস্তুর স্বরূপ কি ভাবে গ্রহণ করে?

মহাঃ—হে সুমতে! চক্ষু দ্বারা রূপ, কর্ণের দ্বারা শব্দ, নাসিকা দ্বারা গন্ধ, জিহ্বা দ্বারা রস এবং চর্ম্ম দ্বারা স্পর্শ, মন এই ভাবে বহির্জ্জগতের বিষয়কে আহরণ করে। এই পঞ্চ বিষয়ই মনের আহার্য্য, তাই এই আহরণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রের আহার বলা হয়। আহরণ করিবার কালে, তৎক্ষণাৎ সেই সঙ্গে সঙ্গেই, চক্ষু দ্বারা, 'এইটি লাল, কি সাদা রং;' কর্ণ দ্বারা, 'ইহা কাকের ডাকের শব্দ, কি কুকুরের ডাকের শব্দ;' নাসিকা দ্বারা, 'ইহা গোলাপ ফুলের গন্ধ, কি কর্পূরের গন্ধ;' জিহ্বা দ্বারা, 'ইহা তিক্ত রস, কি অম্ল রস' এবং চর্ম্ম দ্বারা, 'ইহা গরম, কি ঠাণ্ডা বা কোমল কি কঠিন বস্তু,' এই ভাবে বিচার পূর্ব্বক মন বিষয় সকলকে গ্রহণ করিয়া থাকে। মনের এই বিচার কার্য্যগুলি এত দ্রুত হইয়া থাকে যে, সাধারণ মানবের তাহা ধারণাতীত।

একটী কথা স্মরণ রাখিও, জ্ঞান দ্বিবিধ 'পরোক্ষ' ও 'অপরোক্ষ'। ব্রহ্মতত্ত্ব গুরুর নিকট শ্রবণ দ্বারা এবং শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন দ্বারা লোকের যে জ্ঞান জন্মে, তাহারই নাম 'পরোক্ষ জ্ঞান' তৎপর নিজে ধ্যান-ধারণাদি দ্বারা মনে সেই জ্ঞানের পরিপক্কাবস্থা আনয়ন করিয়া মন ব্রহ্ম বা আত্মাকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করে তাহারই নাম 'অপরোক্ষ জ্ঞান।'

ভক্ত—প্রভু! এই দ্বিবিধ জ্ঞানের বিষয় কোন দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিন।

মহাঃ—হে সত্যকাম! কোনও ছাত্র গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসক হইয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপিও কোন রোগীর চিকিৎসা স্বহস্তে করেন নাই। গ্রন্থাদি অধ্যয়ন দ্বারা তাঁহার যে দৃঢ় জ্ঞান জন্মিয়াছে ইহারই নাম 'পরোক্ষ জ্ঞান'। তৎপরে রোগীকে স্বহস্তে ঔষধ দ্বারা রোগ মুক্ত করিয়া, যখন প্রত্যক্ষই দেখিলেন যে, পুস্তকের লিখিত মতে ঔষধ দ্বারাই রোগ মুক্ত হইয়াছে, তখন পূর্ব্বের সেই 'পরোক্ষ জ্ঞান' আরও পরিপক্ক হইয়া প্রত্যক্ষোপলব্ধি হইল: ইহারই নাম 'অপরোক্ষ জ্ঞান'। আত্মা সম্বন্ধেও ঠিক তদ্রূপ, শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং গুরুমুখে শ্রবণাদি দ্বারা, 'ব্রহ্ম আছেন এবং সেই ব্রহ্ম এই সৃষ্টি হইতে পৃথক নহেন, সুতরাং সেই ব্রহ্মই আমি' এইরূপ মনে দৃঢ় নিশ্চয় করার নামই 'পরোক্ষ জ্ঞান'। তৎপর নিজে মনন

In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও নিদিধ্যাসনের বলে উপলব্ধি করিয়া, 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ অনুভব প্রত্যক্ষ করার নামই 'অপরোক্ষ জ্ঞান'। বরাহোপনিষদ্‌ও বলিয়াছেন,—

অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ পরোক্ষজ্ঞানমেব তৎ।

অহং ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সাক্ষাৎকারঃ স উচ্যতে॥

অর্থাৎ—"'ব্রহ্ম আছেন' এইরূপ জ্ঞানকে 'পরোক্ষ জ্ঞান' বলে। 'আমি ব্রহ্মস্বরূপ' এইরূপ জ্ঞানকে সাক্ষাৎকার বা 'অপরোক্ষ-জ্ঞান' বলে। 'আমি ব্রহ্মস্বরূপ' এইরূপ জ্ঞানই মহাত্মাগণের মুক্তির নিশ্চিত কারণ।

ভক্ত—দয়াময়! এই আত্মজ্ঞান কিভাবে জন্মে?

মহাঃ—সদসৎ বিচার শক্তি বলেই আত্মজ্ঞান জন্মিয়া থাকে।

ভক্ত—এই বিচার শক্তিই বা কি ভাবে জন্মে?

মহাঃ—বৎস! বুদ্ধি ও বিবেক একই সংজ্ঞাভুক্ত, সামান্য ভেদ আছে। বুদ্ধি বহির্মুখী বৃত্তি ও বিবেক অন্তর্মুখী বৃত্তি। অর্থাৎ বুদ্ধি বহির্জ্জগতের জ্ঞান আহরণ করে, আর বিবেক অন্তর্দ্দেশস্থ আত্মানুসন্ধান করে। এই বিবেক হইতেই বিচার শক্তি জন্মে। অর্থাৎ কোনটী সৎ কোনটী অসৎ বা কোনটী ভাল, কোনটী মন্দ, এইরূপ ভাবে পৃথক করিবার যে শক্তি, তাহারই নাম 'বিবেক'।

ভক্ত—প্রভু! 'এই বিবেক-শক্তিই বা কি প্রকারে জন্মিতে পারে, দয়া করিয়া তাহা উপদেশ করুন।

মহাঃ—শ্রবণ ও মননই বিবেকের কারণ। কর্ম্ম বিবেকের কারণ নহে, বরং উহাকে বিবেকের প্রতিবন্ধক বলিয়া জানিবে। একমাত্র সাধুসঙ্গে থাকিয়া সদালোচনা এবং সদ্‌গ্রন্থাদি অধ্যয়ন দ্বারাই বিবেক শক্তি জন্মে। সাধকগণের যোগমার্গের ইহাই প্রথম সোপান। এতদ্ভিন্ন কেবল শব্দ গ্রন্থ মুখস্ত করিয়া পাণ্ডিত্য লাভ করিলে, বা লক্ষ লক্ষ বার মালা জপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূর্ত্ত্যাদি পূজা বা বহু প্রকারের কর্ম্ম করিলেও, কিছুতেই কাহারও বিবেক হয় না। সুতরাং যত প্রকার চেষ্টাই কর না কেন, সাধু মহাপুরুষের সঙ্গ ব্যতীত কখনও কেহ বিবেক বৈরাগ্য লাভ করিতে পারে না। সাধু-সঙ্গের যে কি অসীম শক্তি, তাহা ত পূর্ব্বেই তোমাকে বিস্তারিত বলিয়াছি। শাস্ত্রও বলিতেছেন,—

পাপং তাপং তথা দৈন্যং সদ্যঃ সাধুসমাগমাৎ।

অর্থাৎ—"মনের সমস্ত পাপ-তাপ ও দুঃখ-দৈন্য হইতে একমাত্র সাধুসঙ্গ গুণেই সদ্য মুক্ত হওয়া যায়।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্॥
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু।
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা। (গীতা)

অর্থাৎ—"আপনাতে বিদ্যমান গুণের জন্য অভিমান না থাকা, অদাম্ভিকতা, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর সেবা, মনের পবিত্রতা, দেহ ও মনের স্থিরতা, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, মনোনিগ্রহ, বৈরাগ্য, অনহঙ্কার এবং এই সংসারে জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধি ও দুঃখাদি দোষ দর্শন করা, পুত্র,

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দারা ও গৃহাদি বিষয়ে অনাসক্তি, স্ত্রী-পুত্রাদির সুখ-দুঃখে নিজেকে সুখী দুঃখী মনে না করা, ইষ্টানিষ্ট লাভে সমভাব এবং আমাতে (আত্মাতে) অনন্য যোগ পূর্ব্বক অব্যভিচারিণী ভক্তি। নির্জ্জন স্থানে বাস, জনসমাজে বিরক্তি; সৎসঙ্গে অধ্যাত্মজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা এবং নিত্যানিত্য বিবেক ও জীবাত্মা পরমাত্মায় অভেদ জ্ঞান, এই সকলকেই 'জ্ঞান' বলা হয়। আর যাহা ইহার বিপরীত, তাহার নাম 'অজ্ঞান'।" সুতরাং সজ্জনদিগের সঙ্গ করিতে করিতে বিবেক জন্মিলে সেই বিবেক হইতে বিচার শক্তি জন্মিয়া, পরে বিচার দ্বারা অন্তর্জ্জগতের ঐ সকল সূক্ষ্ম ধর্ম্ম অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু মনে সাত্ত্বিক বুদ্ধির উদয় না হইলে কাহারও সৎসঙ্গ করিবার রুচি জন্মে না।

ভক্ত—প্রভু! সাত্ত্বিক বুদ্ধি কাহাকে বলে?

মহাঃ—বৎস! বুদ্ধি তিন প্রকার—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। এই বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥ (গীতা)

অর্থাৎ—"প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির কি দোষ, কি গুণ? তাহাতে ভয় ও অভয়ের কি কি বিদ্যমান? তাহাদের স্বরূপই বা কি? বন্ধ ও মোক্ষ কিরূপে ও কেন ঘটে? কিরূপেই বা এই বন্ধন এড়ান যায় এবং মোক্ষ লাভ করা যায়? এই সমস্ত বিচার্য্য বিষয় যে বুদ্ধিতে স্বতই প্রকাশিত এবং মীমাংসিত হয়, সেই বুদ্ধিই 'সাত্ত্বিক' পদ বাচ্য।"

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী॥ (গীতা)

অর্থাৎ—"ধর্ম্ম কি? অধর্ম্ম কি? কার্য্য বা কর্ত্তব্য কি? অকার্য্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ত্তব্য কি ? এই চারিটী বিষয়কে যে বুদ্ধি যথাযথ ভাবে জানে, সেই বুদ্ধি 'রাজসিক'।"

অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী॥ (গীতা)

অর্থাৎ—"যে বুদ্ধি, অধর্ম্মকেই ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মকে অধর্ম্ম বলিয়া মনে করে, আর সমস্ত শব্দার্থের বা শাস্ত্রার্থের ভাবার্থ ত্যাগ করিয়া বিপরীত অর্থই গ্রহণ করে, সেই বুদ্ধিকেই 'তামসিক বুদ্ধি' বলে"। বৎস! তোমাদের মনে এই তামসিক বুদ্ধির প্রভাব বেশী থাকাতেই, প্রকৃত ধর্ম্ম যে আত্মতত্ত্ব, তাহার নাম শুনিয়াই ভীত হও; আর অধর্ম্ম যে বাহ্যিক জাঁক-জমক, তাহাতেই উৎফুল্ল হও।

ভক্ত—প্রভু! ভক্তি কাহাকে কহে?

মহাঃ—বৎস! পরমেশ্বরে অনুরক্তি, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ অনুরাগ থাকার নামই 'ভক্তি'। বহু স্থলেই অজ্ঞানীগণ 'ভক্তি শ্রেষ্ঠ, কি জ্ঞান শ্রেষ্ঠ,' এই দুই শব্দ লইয়া বৃথা বাক্-বিতণ্ডা করিয়া থাকে। কারণ উহারা জ্ঞানীও নয়, ভক্তও নয়: কেবল বৃথা কূতর্ক দ্বারা নিজ নিজ প্রাধান্য স্থাপন করাই উহাদের লক্ষ্য। একটী দৃষ্টান্ত দেখ, তুমি প্রথম একদিন কাহারও নিকট তিব্বতী বাবার নাম শুনিলে এবং তখন ভাবিলে যে, কত লক্ষ লক্ষ সাধুর নামই ত শুনিতে পাই, ইনিও তাঁহাদের মতই একজন। কাজেই তখন তোমার মনে তাঁহার উপরে ভক্তি বা অভক্তি কোন ভাবই উদয় হইল না, উদাসীন ভাবই রহিল। কারণ কোন বস্তু বা ব্যক্তির দোষ বা গুণ শ্রবণ না করা পর্য্যন্ত, তাহার প্রতি অভক্তি বা ভক্তি কিছুই আসে না; ইহাই মনের স্বভাব। পর দিবস যখন আমার নিকট তুমি সেই তিব্বতী বাবার অলৌকিক ত্যাগ ও জ্ঞানের মহিমা শুনিতে পাইলে তখন মনে মনে ভাবিলে যে, আজকাল এইরূপ আত্মজ্ঞ মহাপুরুষের দর্শন পাওয়া দুর্লভ। তখনই তিব্বতী বাবার

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপর তোমার মনে ভক্তির উদ্রেক হইল। এমন কি, তাঁহাকে মনে মনে সভক্তি প্রণামও দিলে। আমার নিকট তিব্বতী বাবার মহিমা শ্রবণ দ্বারা তাঁহার সম্বন্ধে তোমার যখন পরোক্ষ জ্ঞান জন্মিয়াছিল, তখনই তুমি সেই ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষকে ভক্তি করিয়াছিলে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে নয়! না তাঁহার নাম শুনিয়াই তোমার তাঁহার উপরে কোন ভক্তি জন্মিয়াছিল কি? সুতরাং এখানে স্পষ্টই দেখিতেছ, প্রথমে তোমার মনে পরোক্ষ জ্ঞান জন্মিয়া, পরে ভক্তির উদ্রেক হইয়াছে। অতঃপর সেই তিব্বতী বাবার দর্শন করিবার জন্য তোমার মন অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছে। সেই জন্য তুমি পুনঃ পুনঃ আমাকে তাঁহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া থাক যে, তিনি কখন কোথায় থাকেন এবং কি ভাবে, কোন সময়, কোথায় গেলে সেই মহাপুরুষের দর্শন মিলিবে, ইত্যাদি। তাঁহাকে দর্শনের জন্য এই যে তোমার মনের ঐকান্তিকতা বা শ্রেষ্ঠ অনুরাগ, ইহারই নাম 'শুদ্ধা ভক্তি' বা 'মুমুক্ষুতা'। কিছু দিন পরে বহু চেষ্টার ফলে যখন তুমি তিব্বতী বাবার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিলে এবং তাঁহার সঙ্গে বাক্যালাপ করিলে, তখন সেই তিব্বতী বাবার বিষয়ে তোমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিল। এই জ্ঞানের নাম 'অপরোক্ষ জ্ঞান'। ঋষিগণও বলিয়াছেন,—

সা পরানুরক্তিরীশ্বরে। (শাণ্ডিল্য সূত্র)

অর্থাৎ—"ঈশ্বরকে জানিবার (প্রত্যক্ষ করার) জন্য মনের যে পরানুরক্তি (শ্রেষ্ঠ অনুরাগ), তাহারই নাম 'ভক্তি'।" বেদান্ত বলিয়াছেন—

আত্মানুসারিণী বুদ্ধিঃ ভক্তিরিত্যভিধীয়তে।

অর্থাৎ—"আত্মাকে প্রত্যক্ষ করার উদ্দেশ্যে যে বুদ্ধিবৃত্তি আত্মার অনুসরণকারী (আত্মার অনুসন্ধানে ধাবিত) হয়, তাহাই 'ভক্তি'।" এখন বুঝিতে পারিলে যে, 'ভক্তি ভিন্ন মুক্তি নাই' ইহা যেরূপ সত্য; 'জ্ঞান বিনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুক্তি নাই' ইহাও ঠিক সেই রূপই সত্য। অতএব জ্ঞান-বিরোধী ভক্তি ও ভক্তি-বিরোধী জ্ঞান, দুই-ই সমান অহিতকারী। এখন পূর্ব্ব-বর্ণিত তিব্বতী বাবার বিষয়টী চিন্তা করিয়া দেখ, তিব্বতী বাবাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া তাঁহার মহিমা জ্ঞান-নেত্রে (চর্ম্ম চক্ষে নয়) সম্যক উপলব্ধি করিয়াছেন, এইরূপ কোন ব্যক্তির নিকট তাঁহার মহিমা শ্রবণ না করা পর্য্যন্ত, মাত্র তিব্বতী বাবার নাম শুনিয়াই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখার জন্য তোমার মনে কোন ভক্তির উদয় হয় নাই। অবিকল তদ্রূপ পরমেশ্বরকে বা বিষ্ণুকে যিনি জ্ঞান-চক্ষে (জড় চর্ম্ম-চক্ষে নয়) প্রত্যক্ষ দেখিয়া তাঁহার মহিমা সম্যক উপলব্ধি করিয়াছেন, সেইরূপ কোন আত্মজ্ঞ মহাপুরুষের নিকট তাঁহার তত্ত্ব বা মহিমা শ্রবণ না করা পর্য্যন্ত, মাত্র "পরমেশ্বর" অথবা "বিষ্ণু" এই নাম শুনিয়াই তাঁহাকে জ্ঞান-নেত্রে প্রত্যক্ষ দেখার জন্য তোমার মনে ভক্তির উদয় হইতে পারে না। সাধারণ লোকে যে কোন মূর্ত্তির পায়ে ফুল-বিল্বপত্র অথবা তুলসী-চন্দন দিয়া সেই মূর্ত্তির নিকট—"ধনং দেহি, জনং দেহি" ইত্যাদি 'দেহি, দেহি' রবে চীৎকার করে, তাহার নাম 'ভক্তি' নয়; উহা কামনা পূর্ণ, তাই তাহা 'কাম' শব্দ বাচ্য। অতএব হে সুমতে! তুমি নিশ্চয় জানিও যে, সাধারণের ন্যায় বাহ্যিক লক্ষ লক্ষ অনুষ্ঠান করিয়া জীবন অতিবাহিত করিলেও কিছুতেই তোমার ভক্তি জন্মিবে না, যে পর্য্যন্ত না তুমি কোন আত্মজ্ঞ মহাপুরুষের নিকট আত্মার বা বিষ্ণুর তত্ত্ব বিচারের সহিত শ্রবণ করিতে পারিবে। কাজেই কেবল বাহ্যিক অনুষ্ঠানে ভক্তি জন্মে না, তাই মুক্তিও হইতে পারে না। এ কারণেই মানবকে সর্ব্বাগ্রে পরমাত্মার তত্ত্ব শ্রবণ করিতেই শাস্ত্র আদেশ করিয়াছেন। বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী করিয়া, নিজের মনের দিকে দৃষ্টি না করিলে, 'ভক্তি' ও 'জ্ঞানের' তারতম্য কেহই উপলব্ধি করিতে পারে না।

ভক্ত—প্রভু! 'জ্ঞান' ও 'ভক্তি' বিষয়ে এইরূপ একটী তর্ক উঠিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে যে, ভক্ত দ্বৈতবাদী, আর জ্ঞানী অদ্বৈতবাদী। কিন্তু আমি এই বিষয়ে কিছুই মীমাংসা করিতে পারিতেছি না।

মহাঃ—হে সত্যকাম! এ বিষয়ে তোমাকে বিস্তারিত বলিতেছি, মন দিয়া শ্রবণ কর। তোমার মন যখন পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করে, তখন দ্বৈত, অর্থাৎ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দুই-ই থাকে। তৎপর সেই মন যখন ভক্তি রাজ্যে প্রবেশ করে, সেখানেও উপাস্য ও উপাসক ভাবে দুই থাকাই চাই। সর্ব্বশেষ মন অপরোক্ষ জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করিলে, সেখানে এক রাজ্য। অর্থাৎ ভক্তি-রাজ্যের শেষ সীমা হইতেই এই অপরোক্ষ জ্ঞানের রাজ্য আরম্ভ। এই স্থানের এমনই প্রভাব যে, ভক্তগণ যদি এই অপরোক্ষ জ্ঞানের রাজ্যে, উপাস্য-উপাসক ভাবে ভক্তি-রাজ্যের ন্যায় মনে দ্বৈতভাব অর্থাৎ দুই রাখিতেও চাহেন, তথাপি কিছুতেই তাহা কেহই রাখিতে পারে না; স্বাভাবিক নিয়মেই তাহা একে পরিণত হইয়া যায়। ইহারই নাম 'মনের অপরোক্ষানুভূতি'। বৎস! যাঁহার অপরোক্ষানুভূতি হইয়াছে তিনিই 'অদ্বৈতবাদী'। কিন্তু যদি তুমি এই পথে না চল, তবে কেবল বাক্-বিতণ্ডার দ্বারা কিছুতেই ইহার মীমাংসা করিতে পারিবে না।

ভক্ত—দয়াময়! অহৈতুক প্রেম কাহাকে বলে?

মহাঃ—হে মহামতে! মনের প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা দুই প্রকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে; যথা—হৈতুকী ও অহৈতুকী। 'হৈতুকী' অর্থাৎ যাহার কোন কারণ বা হেতু আছে; আর অহৈতুকী' অর্থাৎ যাহার কোন কারণ বা হেতু নাই। নিজেতে যে নিজের আত্ম-প্রেম, আত্ম-ভক্তি, আত্ম-ভালবাসা ইহাই 'অহৈতুকী'। আর অন্যেতে যে প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা তাহাই 'হৈতুকী'। মনে কর, তুমি তোমার স্ত্রী, পুত্র কি অপর কোন ব্যক্তিকে ভালবাস। এখন আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি তোমার স্ত্রী-পুত্রকে ভালবাস কেন? তাহাদের উপর তোমার এ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেম থাকার কারণ কি ?' তদুত্তরে তুমি নিশ্চয়ই বলিবে, 'আমার স্ত্রী আহার-বিহারাদি সকল বিষয়েই আমাকে শান্তি দেয়, সে মনে-প্রাণে আমার সেবা করে, সেই হেতুই তাহাতে আমার এত প্রেম, ভালবাসা। পুত্রটী উপার্জ্জনক্ষম হইলে বৃদ্ধাবস্থায় সে আমাকে প্রতিপালন করিবে, সেই হেতুই পুত্রকে ভালবাসি।' পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি যদু বাবুকে ভালবাস কেন ?' তদুত্তরে তুমি বলিবে, 'যদু বাবু আমাকে অনেক দুঃখ-বিপদের হাত হইতে রক্ষা করেন, এই হেতুই তাঁহাকে ভালবাসি।' তুমি যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবতার মূর্ত্তি পূজা কর, তাহাও তুমি নিজে নিষ্পাপ হওয়ার নিমিত্ত, সেই সকল দেবতা দিগের নিমিত্ত নহে। চিন্তা করিয়া দেখ, তুমি যে তোমার বৃষ ও গাভীটিকে ভালবাস, তাহাও তোমার নিজ প্রীতির জন্য। কারণ ভার-বহনে বৃষের এবং দুগ্ধ-দোহনে গাভীর শান্তি কোথায় ? ঐ বহন ও দোহনে বৃষ ও গাভীর ইচ্ছা না থাকিলেও, তোমার নিজ প্রীতির জন্যই তুমি বল পূর্ব্বক তাহাদিগের দ্বারা বহন-দোহনের কার্য্য করাইয়া লও। এইরূপে জগতের যে কোনও বস্তু বা ব্যক্তিতেই তুমি প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা কর না কেন, একমাত্র আত্মপ্রীতিই তাহার কারণ বা হেতু। সুতরাং অন্যেতে যে প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা তাহাই 'হৈতুকী'। আর, তুমি যে তোমার নিজের মৃত্যু বা অসত্তা কামনা কর না, তুমি তোমাকে চিরস্থায়ী করিয়া সুখে-শান্তিতে রাখিতে চাও, ইহারই নাম আত্ম-প্রেম বা আত্ম-প্রীতি। যদি আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, 'তুমি তোমার নিজেকে ভালবাস কেন, নিজেকে শান্তিতে রাখিতে চাও কেন ? তোমার আত্মরক্ষা করার জন্য এত আত্মপ্রীতি কেন ?" এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়া তুমি কোনই হেতু খুঁজিয়া পাইবে না। কারণ অন্য বস্তু বা ব্যক্তিতে যে প্রীতি তাহা নিজ আত্মপ্রীতিরই জন্য, কিন্তু নিজেতে যে নিজের ভালবাসা তাহার কোনই কারণ বা হেতু থাকিতে

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে না। কারণ নিজেতে যে নিজের আত্মপ্রেম, আত্মভক্তি, আত্ম ভালবাসা, ইহা সর্ব্ব জীবেরই স্বভাবসিদ্ধ। সুতরাং ইহার কোন হেতু নাই বলিয়াই, এই আত্মপ্রেমই 'অহৈতুক প্রেম' আত্মভক্তিই 'অহৈতুকী ভক্তি' আত্মভালবাসাই 'অহৈতুকী ভালবাসা'।

ভক্ত—প্রভু! লোকে কর্ম্ম করে কেন?

মহাঃ—বৎস! তোমার মনের পরমাত্মাবিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞান থাকাতেই, সেই মনরূপী জীব এই স্থূল দেহের উপর 'অহং' (আমি) বুদ্ধি স্থাপন করিয়া লইয়াছে। এই দেহাভিমান হইতে অর্থাৎ দেহের উপর মনে যে, 'আমি অমুক' এই ভাবে অভিমান জন্মে, সেই অভিমান হইতেই মন কর্ম্ম করিয়া থাকে। মন বা জীব ভিন্ন কখনও কর্ম্ম হইতে পারে না, আবার কর্ম্ম ভিন্নও মন থাকিতে পারে না। যেখানে মন সেখানেই কর্ম্ম থাকিবে, আর যেখানে মন নাই, সেখানে কর্ম্মও থাকে না। তোমার জাগ্রত ও স্বপ্ন এই দুই অবস্থায় মন থাকে, তাই নানা প্রকার কর্ম্মও থাকে। তৎপরে সুষুপ্তি অবস্থায় মন সুপ্ত হইয়া পড়ে, তাই সেখানে কোন কর্ম্মও থাকে না। 'আমি অমুকের পুত্র, অমুকের স্বামী, আমার বিদ্যার্জ্জন ও অর্থোপার্জ্জন করিয়া সুখ-শান্তি ভোগ করা দরকার,' ইত্যাদি ভাবে মন দেহের উপর 'আমি' বুদ্ধি স্থাপন করতঃ, এই দেহের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার দুঃখের নিবৃত্তি করিয়া কেবল সুখ-শান্তি প্রাপ্তির আশায় ব্যস্ত হইয়া পড়ে। নিজের শান্তির জন্য যে কামনার উদয় হয়, সেই কামনা হইতেই কর্ম্ম করিবার চেষ্টা জন্মে। সেই চেষ্টা হইতেই মন কখনও স্বেচ্ছায়, কখনও বা পরেচ্ছায়, আবার কখনও বা অনিচ্ছায় এই ত্রিবিধ ভাবেই কর্ম্ম সকল করিয়া থাকে; আর সেই কর্ম্মের ফল স্বরূপ নানাপ্রকার সুখ ও দুঃখ মনকে ভোগ করিতে হয়।

ভক্ত—প্রভু! তবে কর্ম্মই কি মানুষের স্বর্গ, নরক বা সুখদুঃখের মূল কারণ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাঃ—বৎস! কর্ম্মই তোমার সুখ, দুঃখ বা স্বর্গ, নরক সৃষ্টির হেতু। সেই কর্ম্মরূপ হেতু থাকা পর্য্যন্ত সুখ-দুঃখাদি সৃষ্টির কিছুতেই অভাব হইতে পারে না। তাই সৃষ্টি বিষয়ে কর্ম্মই বীজস্বরূপ জানিবে। এ বিষয়ে সাংখ্যশাস্ত্রও বলিয়াছেন,—

কাম্যেঽকাম্যে চ কর্ম্মণি দুঃখাদ্দুঃখং ভবতি। কুতঃ? সাধ্যত্বাবিশেষাৎ। কর্ম্মসাধ্যস্য সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারকজ্ঞানস্যাপি ত্রিগুণাত্মকতয়া দুঃখাত্মকত্বাৎ কর্ম্মণো ন সাক্ষান্মোক্ষঃ ফলমিতি ভাবঃ। ত্যাগেনাভিমানত্যাগেন একে কেচিদেবামৃতত্বমানশুঃ প্রাপ্তবন্তো ন সর্ব্বে। অভিমানত্যাগস্য তত্ত্বজ্ঞানজন্যতয়া দুর্লভত্বাৎ।

অর্থাৎ—"কাম্য ও অকাম্য উভয়বিধ কর্ম্মই তুল্য; তাহাদিগের কিছুই পার্থক্য নাই; অতএব উভয়বিধ কর্ম্মেই দুঃখ হইয়া থাকে। সত্ত্বশুদ্ধি দ্বারাই কর্ম্মজন্য জ্ঞান হয়; সুতরাং উহাও সুখ, দুঃখ ও মোহ এই ত্রিগুণাত্মক প্রযুক্ত দুঃখাত্মক। এই নিমিত্ত কর্ম্ম হইতে দুঃখের উৎপত্তি ভিন্ন কিছুতেই দুঃখনিবৃত্তি হইতে পারে না। সুতরাং কর্ম্ম হইতে সাক্ষাৎ মোক্ষ লাভ হয় না। দেহাত্ম-অভিমান অজ্ঞান-জন্য; তত্ত্বজ্ঞান না হইলে কাহারও উক্ত অভিমান ত্যাগ হয় না। এই নিমিত্ত ঐ অভিমান নিবৃত্তি অতীব দুর্ল্লভ; সুতরাং সাধারণের মোক্ষ লাভ হইতে পারে না।" বৎস! একমাত্র কর্ম্ম হইতেই মানুষের সমস্ত কিছু সৃষ্টি হইয়া থাকে। কর্ম্ম হইতেই মনের বন্ধন জন্মে, সেই বন্ধন হইতেই ভয় ও ভ্রান্তি উৎপন্ন হয়। সুতরাং তোমার কর্ম্ম ও বাসনা এই দুইটিকে ত্যাগ কর, দেখিবে এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই তোমার চিত্ত শান্ত হইয়া ভয়, ভ্রান্তি কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। কামনা ত্যাগ করিতে হইলেই, অগ্রে কৌশলে কর্ম্মত্যাগ করিতে হইবে। তাই বেদান্তও বলিয়াছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রিয়ানাশে ভবেচ্চিন্তানাশোঽস্মাদ্বাসনাক্ষয়ঃ।
বাসনাপ্রক্ষয়ো মোক্ষঃ সা জীবন্মুক্তিরিষ্যতে॥

অর্থাৎ—"ক্রিয়ার ক্ষয় হইলেই চিন্তার অপনয়ন হয় এবং চিন্তার অপ… বাসনার নাশ হয়; সুতরাং বাসনার ক্ষয়কেই মোক্ষ কহে। ইহাই মুনি… কর্ত্তৃক জীবন্মুক্তি বলিয়া অভিহিত।"

ভক্ত—হে ব্রহ্মন্! কি কৌশলে কর্ম্মত্যাগ করা যাইতে পারে?

মহাঃ—বৎস! কোন কর্ম্ম না করারূপ যে কর্ম্ম, তদ্দ্বারাই … কর্ম্মত্যাগ করিতে হয়। অর্থাৎ—কর্ম্ম করাকে তোমরা যেরূপ কর্ম্ম … মনে কর, কর্ম্ম না করা অর্থাৎ কর্ম্ম বন্ধ করাটাও ঠিক সেইরূপই একটী … অতএব কর্ম্ম না করারূপ কর্ম্মের দ্বারাই কর্ম্মত্যাগ হয়। বেদান্তও ব… য়াছেন, "অক্রিয়ৈব পরা পূজা।" অর্থাৎ "মন যখন কোন ক্রি… করে, তখন তাহাকে 'ব্রহ্ম-পূজা' বলা হয়; ইহাই মানবের মুক্তির এক… সাধন।" সুতরাং মনের কোন ক্রিয়া না করা রূপ যে কর্ম্ম (ক… করা রূপ কর্ম্ম), ইহাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের প্রধান সহায়ক। তুমি ইহা… ধর্ম্ম-কর্ম্মের মধ্যে মুখ্য ধর্ম-কর্ম্ম বলিয়া জানিবে। পীঠমালাতন্ত্রও বলিয়াছে…

নিষ্ক্রিয়ং লভতে বিদ্বান্ ক্রিয়াত্যাগাচ্চ পার্ব্বতি।
ইতি যোগঃ সমাখ্যাতো ব্রহ্মসাধনমুত্তমম্॥
ক্রিয়য়া বধ্যতে লোকো বাধ্যতে ক্রিয়য়া তথা।
ঊর্ণনাভির্যথা দেবী জালবিস্তারযোগতঃ॥

অর্থাৎ—"ক্রিয়া ত্যাগ করিয়া নিষ্ক্রিয় হইলেই আত্মাকে প্রাপ্ত হ… যায়। যেহেতু আত্মা স্বয়ং ক্রিয়াহীন। ক্রিয়াত্যাগই উৎকৃষ্ট আত্ম… যোগ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। লোকে ক্রিয়া দ্বারাই বদ্ধ এবং … দ্বারাই বাধ্য হইয়া থাকে। যেমন মাকড়সা যতই জাল বিস্তার করে, … তাহাতে বদ্ধ হয়।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত—প্রভু! আপনি যেরূপ কর্ম্ম বন্ধ করার কথা বলিলেন, 'এই জগত মায়ারই খেলা,' এই বলিয়া যদি জগতের সমস্ত মানবই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকে, তবে এই বিরাট জগতের কৃষি, বাণিজ্য ও শাসন-সংরক্ষণাদি কর্ম্ম কি ভাবে চলিবে?

মহাঃ—হে সুবুদ্ধে! তুমি তোমার হাত, পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিলেই কি তোমার কর্ম্ম বন্ধ হইবে? তাহা কখনও নয়। তোমার মনরূপী কর্ত্তা তোমার দেহের ভিতরে বসিয়া তাহার স্বভাবানুযায়ী অসংখ্য রকমের সঙ্কল্প-বিকল্প রূপ কর্ম্ম করিতেই থাকিবে। সুতরাং কেবল বাহিরের হাত, পা গুটাইয়া বসিলেই মন গুটিয়া আসে না! কর্ম্মের কর্ত্তা মন। সেই মন কর্ম্ম ভিন্ন তিলার্দ্ধ সময়ও থাকিতে পারে না, কারণ কর্ম্ম করাই তাহার স্বভাব। সুতরাং মনের কর্ম্ম বন্ধ করাকেই প্রকৃত 'কর্ম্মত্যাগ' বলা হয়। মনে যখন সেরূপ কর্ত্তব্য বিবরক ক্রিয়ার উদয় হয়, অর্থাৎ মন কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যাদি যখন যেরূপ চিন্তা করে, বাক্য তদনুরূপে বহির্গত হয় এবং বাহিরে হস্তাদির পরিচালনাদিও সেইরূপেই নির্ব্বাহিত হয়। সুতরাং মনের সেই সেই রূপ স্পন্দই কর্ম্মের বীজ বা মূল কারণ; ইহ জন্মের কর্ম্মই হউক, আর প্রাক্তন (পূর্ব্ব জন্মের) কর্ম্মই হউক, সমস্তই পুরুষকার দ্বারা নিষ্পন্ন হয়; সুতরাং তাহা নিষ্ফল হইবার নহে। স্পন্দধর্ম্ম প্রাণের (মনের) স্পন্দন বা কর্ম্ম নিবৃত্ত হইলে মনও ক্ষীণ হইয়া যায়। কর্ম্মনাশে মনোনাশ ও মনোনাশে কর্ম্মনাশ অবশ্যম্ভাবী। এই মনোনাশ মূলক অকর্ম্মতা একমাত্র মুক্ত পুরুষেই সম্ভব হয়; অন্যত্র নহে।

হে বৎস! আমাদের মন ভিতরে বসিয়া যে সকল কর্ম্ম (সঙ্কল্প-বিকল্প) করে তাহা সম্পূর্ণ বাহিরে প্রকাশ পায় না; কিয়দংশই মাত্র দেহ-যন্ত্রের দ্বারা বাহিরে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যে সকল কর্ম্ম বাহিরে প্রকাশ পাইল না, লোকের দৃষ্টিগোচর হইল না, তাহার কোন ফল ভোগ হইবে না,—এমত মনে

In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিও না। কারণ প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে, যে ভাবেই মন কর্ম্ম করুক না ... কর্ম্ম করা মাত্রই তাহার একটা ফল সৃষ্ট হইয়া থাকে এবং তাহা ... ভোগ করিতেই হয়,—কিছুতেই তাহার রেহাই নাই। বৎস! আসক্তি ... অনাসক্তি ব্যতীত বন্ধ-মোক্ষের অন্য কোনই হেতু নাই। আসক্তিহীন ... মানব কর্ম্ম করিলেও কর্ত্তা নহে এবং আসক্তি-যুক্ত নর বাহিরে কর্ম্ম না করিলেও কর্ত্তা। যেমন স্বপ্নকালে বাহিরে কোন কর্ম্ম না করিলেও দেহে ... উপলক্ষিত সুখ বা দুঃখ হয় অর্থাৎ স্বপ্নে না দৌড়াইয়াও দৌড়ানের ... হয়, স্ত্রীসঙ্গম না করিয়াও শুক্রক্ষয় দ্বারা তজ্জনিত আনন্দ বোধ হয়। সুতরাং চিত্তের কর্তৃত্বেই দেহের কর্তৃত্ব, তাহার দৃষ্টান্ত স্বপ্ন। তুমি চিত্ত ... (মনের) দ্বারা যাহা করিবে তাহারই ফল পাইবে; আর, রিক্তচিত্তে যাহা করিবে তাহার ফলভাক্ হইবে না। রিক্ত চিত্তে করা, অর্থাৎ অভিসন্ধিহীন হইয়া করা। অতএব দেহ মুখ্য কারণ নহে, মনই কর্তৃত্বের মুখ্য কারণ ... সুতরাং যিনি অন্তরাসক্তি বর্জ্জিত হইয়াছেন. তাঁহার ব্যবহার ... তিনি বাহিরে অর্থাৎ লোকদৃষ্টিতে কোন কিছু করিলেও কর্ত্তা নহেন, ... ফলভাগীও নহেন। আর, তুমি যে জগতের সমস্ত লোকের কথা বলিলে ... সকল মানবের একই সময়ে ঐরূপ কর্ম্মত্যাগ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ... ইচ্ছাশক্তিই তাহা করিতে দিবে না; কারণ লোকে মনের ইচ্ছায় ... করিয়া থাকে। সুতরাং সমস্ত মানব একই সময়ে ইচ্ছাশূন্য হইতে ... কি? যাহার ভোগবাসনার শেষ হইয়াছে, মাত্র তিনিই আত্মস্থিতি ... করিয়া, মায়িক কর্ম্ম বা মনের সংকল্প-বিকল্পাদি ত্যাগ করিয়া চিরশান্তি ... করেন। বাসনানল সর্ব্বদাই মানুষের মনে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে ... সুতরাং সকলের যুগপৎ কর্ম্মত্যাগ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অতএব ... এইরূপ অযৌক্তিক কল্পনা পাগলের প্রলাপ মাত্র।

ভক্ত—ভগবন্! আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, 'সাধারণ ...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসম্ভব'; পুনরায় এখনও বলিতেছেন, 'সর্ব্বসাধারণে কর্ম্মত্যাগ করিতে না'। অথচ সম্পূর্ণ রূপে কর্ম্ম ত্যাগ ব্যতীতও মুক্তি লাভ হয় না। এইরূপ অসম্ভব কার্য্য জীবসাধারণের পক্ষে কি প্রকারে সম্ভব হইবে? তাহারা মুক্তিই বা কি প্রকারে লাভ করিবে?

মহাঃ—বৎস! একই কালে সমস্ত লোকের কর্ম্মত্যাগে জ্ঞানলাভ হওয়া অসম্ভব; তাই বলিয়াই কি হাজার হাজার লোকের মধ্যে কোনও ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষেও তাহা অসম্ভব হইবে? যাঁহার বহু পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি আছে, তিনি অবশ্যই তাঁহার অজ্ঞানরূপ কর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। মনে কর,—এই যে জগদ্-ব্যাপী অন্ধকার, তাহা দূর করিয়া একই সময়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্র আলো বিস্তারের শক্তি মানব কেন, দেবতারও নাই। কিন্তু প্রত্যেক মানবই তাহার নিজ গৃহস্থিত অন্ধকার আলোর সাহায্যেই দূর করিতে পারে। ঠিক সেইরূপ, সমস্ত জগতের মায়া বা অজ্ঞানতাকে বিতাড়িত করিয়া সর্ব্বত্র জ্ঞানালোক দিতে মানব কেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবেরও ক্ষমতা নাই। কিন্তু মানুষ নিজ দেহ-গৃহ-গত অজ্ঞানরূপী মায়াকে ত্যাগ বা নাশ করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। যদি ইহা অসম্ভব হইত, তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুনি-ঋষিগণও এই মনোনিবৃত্তির জন্য পুনঃ পুনঃ এত দৃঢ়তার সহিত বলিতেন না। এখনও অসংখ্য মহাপুরুষ সংকল্প ত্যাগ করতঃ অজ্ঞান বিনাশ করিয়া, জ্ঞান লাভ করিতেছেন। আমিও কর্ম্ম অর্থাৎ বাসনা ত্যাগ করিয়াই জ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান) লাভ করিয়া পরমানন্দে আছি।

ভক্ত—প্রভু! আমরা যদি ভগবানের উপাসনা করিয়া তাঁহার নিকট ধন-জন ও সুখ-শান্তির প্রার্থনা না করি, তবে কাহার নিকট প্রার্থনা করিব? এবং কেই বা এই সকল আমাদিগকে প্রদান করিবেন?

মহাঃ—বৎস! অধিক পরিমাণে ধন-জনাদি বিষয়-সম্পদ লাভ করিয়া

In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তদ্দ্বারা সুখী হওয়ার জন্য চেষ্টা, অজ্ঞানান্ধ মনের স্বাভাবিক ধর্ম। হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, মানব মাত্রেই ঐরূপ সুখী হইতে বা থাকিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্ম্ম-ফল সুখ-দুঃখ ভোগ করে। সুতরাং ভগবান কি প্রকারে, কোথা আনিয়া তোমাকে সুখ-দুঃখ দিবেন? ইহা কেবল তোমাদের দুর্ব্বলতা ও অজ্ঞানতা বই আর কিছুই নয়। জগতের বস্তু যতই ততই তুমি নীচে নামিবে। পৃথিবীর সঙ্গে যতই খাতির করিয়া ভাব করিবে, ততই তোমার লোকসানের সম্ভাবনা বেশী, ইহা ভুলিও না। জগতের সমস্ত লোকই শান্তিকামী। সেই শান্তির দুইটী ভাগ আছে, তাই শান্তিকামীদের মধ্যেও দুই শ্রেণীর লোক পাওয়া যায়। যাহাদের মনে ভোগপিপাসা প্রবল, তাহারা বিষয়ের দ্বারা স্বর্গ-সুখাদি শান্তি কামনা করে। আর, যাঁহাদের বিষয়ের বিচারের দ্বারা ভোগ্য বিষয়ে বিরাগ জন্মিয়াছে তাঁহারা ঐ সকল বিষয় একমাত্র আত্মতত্ত্ব লাভের দ্বারাই চিরশান্তি কামনা করেন। অর্থাৎ ভোগী, সে বিষয়-ভোগেই ক্ষণিক আনন্দের জন্য লালায়িত, আর একজন ত্যাগী, সে মুক্তির-জন্যই লালায়িত। তাই বেদান্তের উপনিষদে বর্ণিত আছে, "জীবের অভীষ্ট ফল লাভের জন্য দুইটী উপায় সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই প্রবৃত্ত হইয়াছে। একটী ক্রিয়াপথ অর্থাৎ মার্গ বা প্রবৃত্তিমার্গ, অপরটী জ্ঞানপথ বা নিবৃত্তি-মার্গ। এই দুই সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী।"

ভক্ত—ভগবন্! কি প্রকারে প্রবৃত্তি-মার্গাবলম্বীর স্বর্গ-সুখ হইতে পারে এবং নিবৃত্তি মার্গাবলম্বীই বা কি প্রকারে সেই আত্ম লাভ করিতে পারেন, দয়া করিয়া তাহা উপদেশ করুন।

মহাঃ—নশ্বর স্বর্গ-সুখকামীর কর্ম্মই একমাত্র সম্বল; কর্ম্মে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বর্গ-সুখ হইয়া থাকে। আর, বিবেক ও বিচার দ্বারা ধন-জনাদি বিষয়ে বিশুদ্ধ বৈরাগ্য জন্মিলে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের বলে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ হয়।

ভক্ত—প্রভু! কর্ম্মের দ্বারাই যদি স্বর্গসুখ লাভ হইবে, তবে বহু লোককেই দেখিতে পাই যে, সমস্ত জীবন সন্ধ্যা, পূজা, জপ-তপাদি ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়াও তাহারা, সেই স্বর্গ সুখ ভোগের উপযোগী বিদ্যা ও ধন, স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিল না। কাজেই কর্ম্ম করিয়াই যে স্বর্গ সুখ লাভ হয়, তাহার প্রমাণ কি?

মহাঃ—বৎস! লোকে কথায় বলে, 'যেমন কর্ম্ম তেমন ফল'। সুতরাং যে যেমন কর্ম্ম করিবে, তেমনি ফল পাইবে, ইহাই স্বাভাবিক। মনে কর, তোমার ক্ষুধা পাইয়াছে, সেই ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য তুমি খুব বেগে বহু রাস্তা দৌড়াইলে, তাহাতে তোমার সেই ক্ষুধার নিবৃত্তি হইবে কি? বরং ক্ষুধা আরও বৃদ্ধিই পাইবে। সুতরাং সেই ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য উপযুক্ত কার্য্য অর্থাৎ আহার করিতে হইবে। ঠিক সেইরূপ, স্বর্গ সুখ ভোগ করার জন্য বিদ্যার (জ্ঞানের) প্রয়োজন; সেই বিদ্যা শিক্ষার জন্য তোমাকে স্কুল, কলেজে যাইয়া মনোযোগের সহিত লেখা-পড়া শিক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু তুমি তাহা না করিয়া, যদি কোন মূর্খ পুরোহিতের কথায় কেবল একটী সরস্বতী মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া প্রত্যহই সেই লোভী পুরোহিতের দক্ষিণা ও চাউল-কলা-নৈবেদ্যাদি দিয়া সেই সরস্বতীর পূজা কর, তবে কি তোমার বিদ্যা শিক্ষা হইবে? এইরূপে কেবল মূর্ত্তি পূজা করিয়া কেহ কখনও বড় লোক হইতে পারিয়াছে কি? মাষ্টারের নিকট যাইয়া যথাশক্তি মনোনিবেশ করিয়া অধ্যয়ন করিলেই প্রকৃত সরস্বতীর অর্চ্চনা করা হয় এবং তদ্দ্বারা জ্ঞান লাভ হইলে, স্বর্গ-সুখ লাভের পথেও অগ্রসর হইতে পারা যায়। ধন স্বাস্থ্য প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্য লাভ করা বিষয়েও ঠিক এইরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজবুদ্ধি ও যুক্তি বলে একাগ্রতার সহিত যথোপযুক্ত কার্য্য করিলে, যথাসময়ে তাহার ফলভাগী হইতে পারিবে। কিন্তু তোমরা বিচারহীন, সকল বিষয়েই যথোপযুক্ত কার্য্য না করিয়া, পৌরহিত্য-ব্যবসায়ীদের কেবল দেব-দেবীর মূর্ত্তি পূজা করিয়াই সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি করিতে চেষ্টা এইরূপ ভ্রম-ধারণায় পতিত হইয়াই তোমরা দিনে দিনে অধঃপতিত হই মনে ভাবিয়া দেখ, ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি যে সকল নিবাসিগণ তোমাদের ন্যায় মূর্ত্তিপূজা করিয়া তাহার নিকট ধন-জনাদি জিনিষ প্রার্থনা করে না, সেই সকল দেশবাসিগণই বরং ধনে-জনে, বাণিজ্যে, বিদ্যা-বুদ্ধিতে নানা প্রকারে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া তোমাদের অধিক স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছেন ; আর, তোমরা প্রতি ঘরে ষষ্ঠী পূজা করিয়া অসংখ্য শিশু-মৃত্যুর শোকে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছ। মাতার অর্চ্চনা করিয়া ধনাভাবে তোমাদের হাহাকার রব দিনে দি পাইতেছে। তোমরা সেই ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিদের সন্তান হইয়া সরস্বতী পূ করিতে করিতে অন্য বিদ্যা লাভ করা ত দূরের কথা, পূর্ব্ব পুরুষদের বেদান্ত পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছ। বিঘ্নহর গণেশের পূজা করিয়া তোমরা বিপদ-সাগরে ভাসিতেছ। আর, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের পূ ক্রমে হীনবীর্য্য ও কাপুরুষ হইয়া পড়িয়াছ। দুর্গতিনাশিনী দুর্গার করিয়া আরও অশেষ দুর্গতিই ভোগ করিতেছ। হস্ত-পদহীন মূর্ত্তি পূজা করিয়া তোমরাও হস্ত-পদ হীনের ন্যায় অকর্ম্মণ্য হইয়া কারণ নিজের কিছু করিবার ক্ষমতা থাকিলেও পরাধীনতায় তাহা ফেলিয়াছ। অতএব বিচার-বলে জ্ঞানালোক হস্তে লইয়া জীবনে চলিতে থাক, দেখিবে স্বর্গ-সুখ অবশ্যই মিলিবে।

ভক্ত—দয়াময়! আপনি সর্ব্বদা কেবল ব্রহ্মজ্ঞানেরই শ্রেষ্ঠ পাদন করিতেছেন। কিন্তু বহু লোকেই এইরূপ বলিয়া থাকে যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নীরস শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা কখনই শান্তি পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ আজ-কালের দিনে কেবল জ্ঞানের দ্বারা চলিতে পারে না, কর্ম্ম করা চাই। অতএব যাগাদি হোম ও মূর্ত্তি পূজনাদি শুভ কর্ম্ম সকল করিলেই তদ্দ্বারা ধন-জনাদি প্রচুর ঐশ্বর্য্য লাভ হইবে এবং সে সকল ভোগের দ্বারাই শান্তি মিলিবে।

মহাঃ—হে সুমতে! 'জ্ঞান' কখনও নীরস হইতে পারে কি? একমাত্র জ্ঞানই সকল রসের আদি রস,—সর্ব্ব বস্তুর আত্মা। রস ভিন্ন যেমন বৃক্ষ বাঁচে না, সেইরূপ জ্ঞান-রস ব্যতীতও জীব, অর্থাৎ মনরূপ সংসার-বৃক্ষ বাঁচে না। একমাত্র জ্ঞানের শক্তিতেই মন চালিত হইয়া কর্ম্ম করিয়া থাকে। ইহা তোমরা সর্ব্বদাই লোক-মধ্যে দেখিতে পাও, যাহার মনে যেরূপ জ্ঞান হয়, তাহার মন ঠিক তদনুযায়ী কর্ম্ম করিয়া থাকে। 'মনে জ্ঞান একরূপ, আর সে কর্ম্ম করে অন্যরূপ' এই প্রকার অসঙ্গত অযৌক্তিক ভাবে কখনও কিছু হইতে পারে না। মনে কর, অন্ধকার স্থানে একগাছা রজ্জু পড়িয়া আছে। ইহা দেখিয়া যাহার মনে 'সর্প' জ্ঞান হইল, তাহার মন, সর্পজ্ঞানেই কর্ম্ম করিতেছে, অর্থাৎ সর্পভয়ে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া, স্থানান্তরে পলায়নাদি করিতেছে। আর যাহার মনে 'রজ্জু' জ্ঞান হইল, তাহার মন 'রজ্জু' জ্ঞানেই কর্ম্ম করিতেছে, অর্থাৎ সে নির্ভীক চিত্তে আনন্দে সেই স্থানেই অবস্থান করিয়া, সেই রজ্জুর দ্বারা নানা কাজ করিয়া লইতেছে। আর, যাহার মনে 'বক্র যষ্টি' জ্ঞান হইল, তাহার মনও সেই যষ্টি জ্ঞানেই কর্ম্ম করিতেছে, অর্থাৎ বক্র যষ্টি জ্ঞানে মন তাহা তুচ্ছ করিয়া উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেল। এখন স্পষ্টই বুঝিতে পারিলে যে, যেমন যেমন জ্ঞান হয়, মন দ্বারা কর্ম্মও ঠিক তেমন তেমনই হইয়া থাকে; তাহার কখনও অন্যথা হয় না। সুতরাং 'মন' ও 'কর্ম্ম' এই দুইটাই সর্ব্বদা জ্ঞানের অধীন হইয়া চলে, কিন্তু 'জ্ঞান' কখনও মন বা কর্ম্মের অধীন হয় না। অতএব জ্ঞানেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইল। আর, পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবের জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়, এই চারি অবস্থার মধ্যে 'ন'
'কর্ম্ম' কখনও বিদ্যমান থাকে, আবার কখনও থাকে না। কিন্তু
বিদ্যমান থাকুক বা নাই থাকুক, 'জ্ঞান' এই চারি অবস্থাতেই সর্ব্বদাই
সমভাবে বিদ্যমান আছে; তাহা কখনও কোন অবস্থাতেই লোপ পায়
আরও দেখ, অতি ক্ষুদ্র কার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া যে কোনও
কথাই বল না কেন, 'জ্ঞান' ব্যতীরেকে এই জগতে কেহই কোন
করিতে সমর্থ হয় না। লোকে যে একে অন্যের নিকট পূজা (সম্মান)
পাইয়া থাকে, তাহাও সেই জ্ঞানেরই মহিমাতে,—অজ্ঞানতার মহিমায়
শিক্ষক ছাত্রের নিকট, গুরু শিষ্যের নিকট এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি নির্ব্বোধের
নিকট পূজা (সম্মান) পাইতেছেন। তাঁহারা সকলেই জ্ঞানের মহিমায়
পূজা পাইতেছেন না কি? লোকে ইচ্ছা করিলে 'কর্ম্ম' বন্ধ করিতেও
কিন্তু 'জ্ঞান' অনিবার্য্য, তাই জ্ঞানকে এ জগতে কেহই বন্ধ করিতে
নয়। সুতরাং জ্ঞান সর্ব্বদাই সর্ব্বজীবের সহচর। তুমি যে দিকেই
কর না কেন, বিচার করিলে দেখিতে পাইবে, বিশ্বের সর্ব্বত্রই জ্ঞানের
জ্ঞানেরই মহিমা। জ্ঞানের দ্বারাই লোকের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম,
(নির্ব্বাণ মুক্তি) লাভ হয়; কিন্তু কর্ম্মের দ্বারা নয়। সুতরাং
পরাৎপর। একমাত্র জ্ঞানই পরম বস্তু, জ্ঞান অপেক্ষা সারতম আর
নাই। জ্ঞানের নিমিত্তই জীব সকল দেবতার উপাসনা করে এবং
সমস্ত তপস্যার চরম ফল। অতএব জ্ঞানৈশ্বর্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ
এই জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—"ন হি জ্ঞানেন
সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।" অর্থাৎ—"আত্মজ্ঞানের তুল্য
শুদ্ধিকর পবিত্র বস্তু এই ত্রিভুবনে আর কিছুই নাই।"

বৎস! সূর্য্যের আলোর নিকট বিশ্বের সমস্ত বৃহৎ আলোও
বলিয়া দৃষ্ট হয়; তাই সূর্য্যের বিরাট আলোকে কাজ করিয়াই লোকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পায়। ঠিক তদ্রূপ, জড়-বিজ্ঞানাদি যত প্রকারের যত শ্রেষ্ঠ বৈষয়িক জ্ঞানই থাকুক না কেন, এই ব্রহ্মজ্ঞানের নিকট সেই সমস্তই অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। বিশ্বের জীবগণ ভ্রমে ঐ সকল বৈষয়িক ক্ষুদ্র জ্ঞান দ্বারাই অবিচ্ছিন্ন পরম শান্তি লাভ করিবার ইচ্ছা করিতেছে, কিন্তু কিছুতেই সেই শান্তি লাভ করিতে পারিতেছে না। কারণ জগতে যে যত ক্ষুদ্র জ্ঞানী সে তত নিকৃষ্ট; তাই সে অতি সামান্য পরিমাণেই সম্মান ও শান্তি ভোগ করে। আর, যিনি যত বেশী জ্ঞানী, তিনি ঠিক সেই পরিমাণেই অধিক শান্তি ও সম্মান ভোগ করেন,—ইহাই স্বতঃসিদ্ধ। তুমি যে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলিলে, 'ব্রহ্ম' শব্দে বিরাট অর্থাৎ অসীম অনন্তকে বুঝায়। কাজেই 'ব্রহ্মজ্ঞান' অর্থে অসীম অনন্ত জ্ঞান। অল্পজ্ঞানী অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী যদি অধিক সুখ-শান্তি ভোগ করেন, তখন সেই অধিক জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা 'ব্রহ্মজ্ঞান' নীরস হইবে কি প্রকারে? বরং যিনি অসীম অনন্ত 'ব্রহ্মজ্ঞান' লাভ করিয়াছেন, তিনি সেই জ্ঞানের মহিমাতে বিশ্বের সর্ব্বত্র অপরিমিত শান্তি ও সম্মান ভোগ করিতেছেন। আর, পরম শান্তি কামী অন্যান্য ভ্রান্ত জীবগণকেও তিনি সেই অনন্ত জ্ঞানের পথ প্রদর্শন করাইয়া এই বলিয়া ডাকিতেছেন, 'তোমরা যদি কেহ প্রকৃতই অবিচ্ছিন্ন পরম শান্তি চাও, তবে এস! এই বিরাট ব্রহ্মজ্ঞানালোকে অবিচ্ছিন্ন পূর্ণানন্দ ভোগ করিতে পারিবে।' তাই ঋষি বলিয়াছেন, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত:" (শ্রুতি)। অর্থাৎ 'উঠ, জাগ, জ্ঞানীর নিকট যাইয়া প্রবুদ্ধ হও।' কিন্তু হে সুব্রত! অল্পবুদ্ধি মানবের মন ঐ আহ্বানে কিছুতেই কর্ণপাত করিতেছে না। বরং সেই সকল মূর্খগণই, সর্ব্বরসপূর্ণ পরম জ্ঞানকে 'নীরস' বলিয়া তোমাদের মতিভ্রম জন্মাইয়া, তোমাদিগকে কর্ম্ম-সাগরে ডুবাইবার চেষ্টা করে। সুতরাং তোমরা সেই সকল অবিচারীদের কথায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুতেই কর্ণপাত না করিয়া, জ্ঞানের প্রশস্ত পথে চলিয়া পরম শান্তি পূর্ণানন্দ ভোগ করিতে থাক।

এমন সময় দিনমণি অস্তাচলে গমন করিলেন। সুতরাং সেই ভক্ত মহাপুরুষকে উপহারাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া প্রণামান্তে নিজ গৃহে গমন করিলেন।

পাপ-পুণ্য ও নরক-স্বর্গ।

পরদিবস প্রাতে মহাপুরুষ নিজ আসনোপরি উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় সেই ভক্ত আসিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রভু! পাপ কর্ম্মের দ্বারা নরক-যন্ত্রণা, আর পুণ্যের দ্বারা স্বর্গসুখ ভোগ হয় বলিয়া লোকে যে বলে, সেই স্বর্গ ও নরক কোথায় অবস্থিত ?

মহাঃ—বৎস ! স্বর্গ ও নরক নামে পৃথক দুইটী স্থান কোথাও নাই, উহা তোমার ভিতরেই ; অনাদিকাল হইতে উহা তোমার অন্তরে অবস্থিত। স্বর্গ ও নরক তোমারই মনের অবস্থা মাত্র। তাই পাপ পুণ্যের ফল, এই মর্ত্ত্য লোকেই ভোগ হইয়া থাকে। অজ্ঞানতা বশতঃ মানুষ স্বর্গলাভের জন্য সমুদয় জগতে ছুটাছুটি করিয়া, কেবল কাঁদিয়া কাটিয়া করিতেছে ; তত্ত্বজ্ঞানের সহায়তা লইলেই সেই স্বর্গের প্রত্যক্ষোপলব্ধি হয়।

ভক্ত—প্রভু ! পাপ ও পুণ্য কাহাকে কহে ? সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই যে, এক সমাজের পাপ, অন্য সমাজে পুণ্য কর্ম্ম বলিয়া সাদরে গৃহীত হইতেছে। যেমন, গো-বধ করা হিন্দু সমাজে গুরুতর পাপ বলিয়া গণ্য হইলেও মুসলমান সমাজে তাহা মহান্ পুণ্য কর্ম্ম বলিয়া আদরণীয়।

মহাঃ—বৎস ! যাহা তাপ, তাহা সকল সমাজে সকল অবস্থায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাপ। যে কার্য্য করিলে তোমার মনে অনুতাপ লাগে, তাহাই পাপ কার্য্য, আর যাহাতে মনে কোনই অনুতাপ আসে না, তাহাই পবিত্র পুণ্য কর্ম্ম বলিয়া জানিবে। তাই বলিতেছি, তুমি যা ইচ্ছা তাই কর, পাপের ভাবনা করিও না; কিন্তু দেখিও তোমার মনে কোন প্রকারের তাপ যেন না লাগে। মনের এই তাপই পাপ; পাপের ভোগই মনের তাপ। সুতরাং যতক্ষণ মনে তাপ থাকিবে ততক্ষণই তাহা পাপ কর্ম্ম বলিয়া জানিবে। মনে কোন প্রকার তাপ না হইলে, আর পাপ কোথায়? দেখ, বাঘে মানুষ মারিয়া খায়, তাহাতে তাহার কোন পাপ হয় না; যেহেতু 'আমি জীবহত্যা করিলাম' এইরূপ কোন তাপই বাঘের মনে স্পর্শ করে না। তুমি লক্ষ লক্ষ পিপীলিকাকে পদদলিত করিয়া জীবন নাশ করিলেও যেরূপ তোমার মনে 'জীবহত্যা করিলাম' বলিয়া কোন প্রকার অনুতাপ আসে না,—ইহাও ঠিক তদ্রূপ। পুরাকালে বেদের ঋষিগণ গোমেধ, অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার কালে গরু ও ঘোড়া প্রভৃতি অসংখ্য জীব হত্যা করিতেন। তৎকালে ঐরূপ পশু-বধ করিয়া যজ্ঞ করতঃ সেই পশু-মাংস দ্বারা মুনি-ঋষিগণকে ভোজন করাইবারও প্রথা সমাজে প্রচলিত ছিল, তাই, সেই সকল বেদের ঋষিদের মনে 'জীবহত্যা করিলাম' এইরূপ কোন তাপ লাগিত না; কাজেই তৎকালে গবাদি পশু বধ করা কার্য্যও হিন্দু সমাজে পাপ বলিয়া গৃহীত হইত না। যেমন বর্ত্তমানে তোমরা হিন্দুগণ অসংখ্য মৎস্য বধ করিয়া ভোজন করিতেছ, কিন্তু তাহাতে তোমাদের মনে কোন তাপই স্পর্শ করিতেছে না, তাই তোমাদের সমাজেও তাহা কোন পাপ বলিয়া গৃহীত হইতেছে না। কিন্তু বর্ত্তমানে ভারতের হিন্দু সমাজে ঐরূপ গরু, ঘোড়াদি পশু বধ করিয়া যজ্ঞ করার প্রথা না থাকাতেই 'জীবহত্যা মহাপাপ' বলিয়া গৃহীত হইতেছে। ঠিক এই ভাবে নিজ বুদ্ধি শক্তি বলে বিচার করিয়া দেখ। এখনও কোন কাজ করিলে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত, তোমার মনে সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কার্য্যের দ্বারা কোন তাপ না লাগিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাতে কোনই পাপ নাই। আর, যখন সেই কার্য্যের দ্বারাই মনে অনুতাপ লাগিবে, তখন বুঝিবে যে, তাহাতে পাপ হইল।

বৎস! কর্ম্মের দ্বারা মনে যে একটা সংস্কার জন্মে, তাহাই 'পাপ' ও 'পুণ্য' বলিয়া গণ্য হয়। এই সংস্কার দুই প্রকার 'শুক্ল-সংস্কার' ও 'কৃষ্ণ-সংস্কার'। শুক্ল-সংস্কার 'পুণ্য' রূপে এবং কৃষ্ণ-সংস্কার 'পাপ' রূপে গণিত হয়। কর্ম্ম শেষ হইয়া গেলেও, সেই কর্ম্মের ফল সংস্কার দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত মনে বিদ্যমান থাকিয়া, কর্ম্ম-কর্ত্তাকে সুখ-দুঃখ ভোগ দিতে থাকে। মনে কর, তুমি গুপ্তভাবে একটী নরহত্যা করিয়াছ। সেই হত্যা-কার্য্য তখনই শেষ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু সেই কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গেই তোমার মনে 'আমি নর-হত্যা করিয়াছি' এইরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে। এখন কেহ জানিতে পারিলে তোমার শাস্তি হইবে, এই ভয়েই তোমার মন সর্ব্বদা ভীত আছে। ইহাই 'কৃষ্ণ-সংস্কার' বা 'পাপ' বলিয়া গণ্য। বহুকাল পর্য্যন্তই সেই নরহত্যার পাপ-সংস্কার তোমার মনের মধ্যে মাঝে উদয় হইয়া তোমাকে ভীত ও তাপিত করিবে। এইভাবে নরহত্যার পাপের ফল যে তোমার মনই তোমাকে সুদীর্ঘকাল পুনঃ পুনঃ ভোগাইবে, তাহা কে রুদ্ধ করিবে? পক্ষান্তরে কোন মহাপুরুষের সঙ্গ করিয়া তোমার মনে বিচার-বৈরাগ্য জন্মিলে, সেই বিচার শক্তি হইতে যে তোমার মনে 'জ্ঞান-সংস্কার' জন্মিবে, তাহাই 'শুক্ল-সংস্কার' বা 'পুণ্য'। তখন তোমার মনই সেই জ্ঞানবলে তোমাকে শান্তি দিতে থাকিবে। সে শান্তিও কেহই রোধ করিতে পারিবে না। এই দুইটী সংস্কারের মধ্যে শুক্ল-সংস্কারের ক্ষমতা অসীম। তাই শাস্ত্রও বলিয়াছেন, "পুণ্য সামান্য পরিমাণে করিতে পারিলেও সেই ব্যক্তি ধন্য; কারণ সামান্য অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ যেমন ক্রমে বৃহদাকার ধারণ করিয়া নগরকেও ভস্মসাৎ করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্পর্শ হয়, এই গুরু-সংস্কারও ঠিক সেইরূপ, মনের সমস্ত অজ্ঞানতারূপ পাপ-রাশিকে দগ্ধ করিতে সমর্থ।" স্থূল কথা, মনের অজ্ঞানতাই পাপ, আর জ্ঞানই পুণ্য বলিয়া জানিবে। পাপ ও পুণ্য, ব্যবহারিক জগতে চারি প্রকার কর্ম্মের দ্বারা ঘটিয়া থাকে। যথা—১। সামাজিক, ২। দৈহিক, ৩। মানসিক ও ৪। আধ্যাত্মিক।

ভক্ত—প্রভু! এই চারি প্রকার পুণ্য ও পাপের বিষয় বিস্তারিত ভাবে আমাকে বুঝাইয়া দিন।

মহাঃ—১। সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে কার্য্য করিলে, তদ্দ্বারা সমাজের বিশৃঙ্খলা হইয়া সমাজস্থ লোকের অশান্তির সৃষ্টি হইবে। তাই তখন সমাজস্থ লোকে তজ্জন্য তোমাকে নিন্দা করিবে বা শারীরিক শাস্তির বিধানও করিবে। সুতরাং তখন তোমার মনে দুঃখের তাপ লাগিবে। যেমন, পর দ্রব্য হরণ, পরস্ত্রী গমন, ক্রোধান্ধ হইয়া কাহারও জীবন নাশ করা ইত্যাদি। ইহাই 'সামাজিক পাপ'। আর, চরিত্রবান্ ও সত্যনিষ্ঠ ভাবে থাকিলেই তাহা 'পুণ্য' বলিয়া গণ্য। তাহার ফলে সমাজে সুখ্যাতি পাইবে। ২। অতিরিক্ত শুক্র ক্ষয়, আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া ভোজন বা অত্যধিক পরিশ্রমাদি দ্বারা নিজ দেহের উপর কোন প্রকারে অত্যাচার, অবিচার করিলে তাহাকে 'দৈহিক পাপ' বলা হয়। মনে কর, তোমার প্রত্যহ স্নানের অভ্যাস নাই, তথাপি হঠাৎ আজ এক সঙ্গে ১০৮টী ডুব দিলে; সেই পাপের ফলে তোমার জ্বর হইল। অথবা অন্যের সঙ্গে বাজি ধরিয়া এক সের সন্দেশ খাইলে, সেই পাপের ফলে তোমার পেটের অসুখ হইল, ইত্যাদি। আর, ব্রহ্মচর্য্য পালন দ্বারা স্বাস্থ্য ঠিক রাখিয়া সুস্থ-সবল দেহে থাকিতে পারিলেই 'দৈহিক পুণ্য' হইবে এবং তাহার ফলে দৈহিক শান্তি পাইবে। ৩। তুমি কাম, ক্রোধাদি কোন রিপুর উত্তেজনায়, অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়াই হঠাৎ কোন গুরুতর অন্যায় কার্য্য করিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং পরক্ষণেই বিচার বুদ্ধি আসিয়া 'ইহা গুরুতর অন্যায় কার্য্য হইয়াছে' এই বলিয়া তোমার মনে অনুতাপ জন্মাইল। যেমন, তুমি হঠাৎ ক্রোধান্ধ হইয়া মাতা-পিতাকে প্রহার করিলে; বা সাধারণ কারণেই এক ব্যক্তির জীবন নাশ করিলে, ইত্যাদি। ইহাকেই 'মানসিক পাপ' বলে। এই পাপ-কর্ম্মের ফল সংস্কাররূপে মনে সঞ্চিত হইয়া রহিল। ইহার পরিণামে এই জন্মে বা জন্মান্তরে তোমার দুঃখ ভোগ হইবে। আর, নিজ বিবেক-বিচার শক্তি বলে ধীর-স্থির হইয়া কার্য্য করিলে তাহাকে 'জ্ঞানী' বলা যায়। এই জ্ঞান লাভই 'মানসিক পুণ্য' এবং ইহার ফলে প্রচুর মানসিক শান্তি লাভ হয়। ৪। মনের সুখ-শান্তিই 'পুণ্য' বা 'স্বর্গ'; আর, মনের অশান্তিই 'পাপ' বা 'নরক'। সুতরাং তুমি যে পুণ্য, পাপ বা স্বর্গ, নরক কল্পনা করিয়া থাক, তাহা বাহিরে নয়; উহা তোমারই ভিতরের সাধনা-তৎপরতা ও সাধনা-বিমুখতা মাত্র। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শান্তিই স্বর্গ। আত্মার দর্শনে যিনি তুষ্ট হন, জগতে তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী, ধনী ও সুখী। বহির্মুখী মন-প্রকৃতির সাধনার দ্বারা মন-প্রকৃতির অন্তর্মুখিত্ব জন্মিলেই, আত্ম-দর্শন লাভ হইয়া স্বর্গ-সুখ ভোগ হয়। ইহাই প্রকৃত আধ্যাত্মিক পুণ্যের ফল। পক্ষান্তরে এই সাধনায় বিমুখ হইয়া মন-প্রকৃতিকে কেবল বহির্মুখী রাখিলে, তাহাই অজ্ঞানতা, অধর্ম্ম এবং মহাপাপ কার্য্য বলিয়া জানিবে। কারণ তখন বাহ্যিক বিষয় যোগে নানা প্রকার অনুতাপ, অশান্তি বা নিরানন্দ আসিয়া নরক-যন্ত্রণা ভোগ করায়। অর্থাৎ—অজ্ঞানতা বশে নিজেকে অতি ক্ষুদ্র, নরাধম, মহাপাপী মনে করিয়া লোকে যে অনুমানের উপরে অন্য কোন প্রবল শক্তিশালী দেবতার অনুসন্ধান করিয়া থাকে, মানবের পক্ষে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম পাপ কার্য্য এবং ইহাকেই 'আধ্যাত্মিক পাপ' বলে। ভাবার্থ এই যে, আত্মাই দেহ ও মনের নিয়ন্তা। আত্মাধীনতাই স্বাধীনতা। মন-প্রকৃতির অন্তর্মুখিত্ব ভিন্ন সেই স্বা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্জ্জন হয় না এবং এই স্বাধীনতা ভিন্ন শান্তি-সুখও লাভ হয় না। আত্মাই সৎ, মন ও দেহ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, ক্ষণভঙ্গুর ও অসৎ। দেহ ও মনের অধীনতায়, সুখ-দুঃখের দাসত্বে নরক ভোগ জন্মায়, তাই ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাপ কার্য্য। পূর্ব্বোক্ত স্বাধীনতাই স্বর্গ-সুখের আকর, তাই তাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুণ্য কার্য্য। বৎস! জীব যখন মনোগুণ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মগুণে যুক্ত হয় এবং ইন্দ্রিয়ের অধীনতা ত্যাগ করিয়া আত্মাধীন অর্থাৎ স্বাধীন হয়, তখনই জানিবে যে, সে সর্ব্বব্যাপী হইয়াছে। জীব যখন 'আমি দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির পরবর্ত্তী,' এইরূপ ধ্যান করিতে পারে, তখনই জানিবে যে সে কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি উপাধি বর্জ্জিত হইয়াছে, সুতরাং সে স্বাধীন হইয়া মুক্ত হইয়াছে। এই বিষয়ে পীঠমালাতন্ত্রও বলিয়াছেন,—

সর্ব্বমাত্মবশং সৌখ্যং দুঃখং তদ্ বিপরীতকম্।
ইতি বিদ্বান্ মহেশানি লোকো বিজয়তে খলু॥

অর্থাৎ—"সর্ব্বতোভাবে আত্মাধীনতা বা স্বাধীনতাই সুখ এবং তাহার বিপরীত অর্থাৎ দেহ, মনের অধীন হইয়া পরাধীন হওয়াই দুঃখ। ইহা যে ব্যক্তি জানে, সে নিশ্চয়ই বিজয়শালী হয়।" বৎস! এই স্বাধীনতা পুরুষাকারে এবং অধীনতা প্রকৃতি বা মায়াকারে বিরাজ করে। মন-প্রকৃতি অন্তর্মুখিত্বে পুরুষাকারের অধীনতা-সেবী হইলে, তখন সেই মন-প্রকৃতি ও আত্মা-পুরুষের মিলনে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ হয়। ইহাকেই 'সতীত্ব-ধর্ম্ম' বলে। ইহাই প্রকৃত পাপ-পুণ্য বা স্বর্গ-নরকের তাৎপর্য্যার্থ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অদৃষ্ট কর্ম্মফল।

ভক্ত—প্রভু! নিজকৃত কর্ম্মের দ্বারাই যদি সুখ-দুঃখ হইয়া থা... তবে 'ভগবান সুখ-দুঃখের বিধান করিয়া থাকেন' এই কথা বলা হয় কে...

মহাঃ—বৎস! নিজের দোষ পরের ঘাড়ে চাপান, ইহা মনুষ্যের সা... দুর্ব্বলতা। আমরা নিজের দোষ দেখিতে পাই না,—যেমন চক্ষু ক... নিজেকে দেখিতে পায় না, উহা অপর সকলের চক্ষু দেখিতে পা... আমরা মানুষ হইয়াও আমাদের নিজেদের দুর্ব্বলতা, নিজেদের ত্রুটি স্বী... করিতে বড় নারাজ, যতক্ষণ আমাদের অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাই... সম্ভাবনা থাকে। মানুষ সাধারণতঃ নিজের দোষ বা ভ্রম-ত্রুটিগুলি প্র... বেশীর ঘাড়ে চাপাইতে চায়, তাহা না পারিলে ঈশ্বরের ঘাড়ে চাপায়, ... সর্ব্বশেষে 'অদৃষ্ট' নামক একটা কিছু কল্পনা করিয়া তাহারই ... দোষারোপ করিয়া নিশ্চিন্ত হয়। কিন্তু এই অদৃষ্টটা কি বস্তু এবং কো... থাকে, তাহা আমাদের জানা দরকার। এই কথাটী অতি সত্য যে, ... বপন করা যায়, তাহাই পাওয়া যায়। তেঁতুল বীজ বপন করিয়া ক... অমৃত ফল পাওয়া যায় না। আমরাই আমাদের অদৃষ্টের সৃজনক... কাজেই অদৃষ্ট মন্দ হইলে অপর কাহাকেও দোষ দিবার নাই; আবার ... হইলেও অপর কাহাকেও প্রশংসা করিবার নাই। সুতরাং যখন ... কষ্ট পাও, তখন তাহার জন্য আপনাকেই দোষী বলিয়া স্থির কর ... যাহাতে আপনার মঙ্গল হয়, তাহারই চেষ্টা করা। সাধারণতঃ হতভা... দুর্ব্বল-মস্তিষ্ক লোকেরাই নিজের দুঃখ-কষ্টের জন্য অপরের উপর দোষা... করে। নিজেদের কর্ম্মদোষেই যে এই অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে, ... তাহারা একেবারেই বুঝিতে পারে না। কিন্তু ইহাতে তাহাদের ...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন বা কোনই উপকার হয় না। অতএব তুমি নিজের ভবিষ্যৎ গঠন করিতে যত্নবান হও। 'গতস্য শোচনা নাস্তি' গত বিষয়ের জন্য অনুতাপ না করিয়া, ভবিষ্যতে সৎ চিন্তা ও সৎ কর্ম্মের দ্বারা যাহাতে আত্মোন্নতি করিতে পার, তাহারই চেষ্টা কর। প্রকৃত প্রস্তাবে তোমার সুখ-দাতা বা দুঃখ-দাতা কে,—তাহা একবারও চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ কি? সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবে, তুমি নিজেই তোমার সুখ-দুঃখের বিধান-কর্ত্তা। তোমাদের মন-কল্পিত মনুষ্যাকারে 'ভগবান' বা 'ঈশ্বর' নামধারী কোনও পৃথক বিধাতা অন্যত্র বসিয়া নাই। এই কথা শুনিয়া তুমি হয়ত চমকিয়া উঠিবে, কিন্তু চমকিবার কোনই কারণ নাই। একটু বিচার করিয়া দেখ, প্রথমতঃ আমাদের স্থূল শরীর স্থূল পঞ্চভূতে গঠিত। এই স্থূল শরীরের পশ্চাতেই সূক্ষ্ম শরীর। এই সূক্ষ্ম শরীরও ভৌতিক বটে, কিন্তু উহা অতি সূক্ষ্ম ভূতে নির্ম্মিত। এই সূক্ষ্ম শরীরেরই নাম 'মন'। ইহাই আমাদের সমুদয় কর্ম্মের আধারস্বরূপ। আমরা চেষ্টা বা উদ্যম সহকারে পুরুষকার বলে যে সকল কর্ম্ম করিয়া থাকি, সেই সকল কর্ম্মের সংস্কার এই সূক্ষ্ম শরীরেই (মনেই) বর্ত্তমান আছে। তাই সেই সংস্কারগুলি সর্ব্বদাই সেই সকল কর্ম্মের ফল প্রদান করিতে প্রস্তুত হইয়া আছে। আমরা বাহিরে যে কোনও কার্য্য করি বা ভিতরে যাহা কিছু চিন্তা করি, তৎসমস্তই তৎক্ষণাৎ সূক্ষ্ম সংস্কার রূপে পরিণত হয় এবং তাহাই এই সূক্ষ্ম শরীরে (মনে) অব্যক্ত ভাবে অবস্থান করে; সময়ান্তরে তাহাই আবার প্রকাশ পাইয়া ফল প্রদান করে। মানুষের সমস্ত জীবনটাই এই ভাবে চলিতে থাকে। ঠিক এই ভাবে মানুষ নিজের অদৃষ্ট নিজেই গঠন করে। সূক্ষ্ম দেহ (মন) স্থূল দেহ ত্যাগ কালে যেরূপ মনোবৃত্তি লইয়া গমন করে, পরবর্ত্তী জন্মে ঠিক সেই বৃত্তি অনুযায়ীই এই মন নূতন স্থূল দেহ গঠন করিয়া লয়। লক্ষ্য করিয়া দেখ, তুমি আফিসে যাওয়ার সময় অথবা কোন ভদ্রলোকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাওয়ার সময় যেরূপ শরীরটাকে পরিষ্কার জামা, জু
পরাইয়া সুন্দর সাজিয়া যাও, মল-মূত্র ত্যাগের জন্ত পায়খানায় যাওয়ার সম
সেইরূপ পোষাক-পরিচ্ছদ পরিয়া যাও না। ইহা দ্বারাই প্রমাণ হয়
যে, তোমরা যখন যেরূপ কাজ কর, তখন সেইরূপ পোষাক পরিধান করি
থাক; অর্থাৎ কাজের তারতম্য অনুসারে পোষাকেরও তারতম্য হই
থাকে,—ইহাই স্বাভাবিক। ঠিক তদ্রূপ, মন যে জন্মে যেরূপ যোগান
কিম্বা ভোগানন্দের কাজ করিবে বলিয়া দৃঢ় সঙ্কল্প করে, সেই জন্মে ঠিক সে
আকারেরই দেহরূপ পোষাক পরিধান করে। যে জন্মে মন পরম যো
পরমাত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎকার করিবে বলিয়া দৃঢ় সঙ্কল্প করে, সেই জ
মন সুশ্রী ও পবিত্র দেহরূপ পোষাক পরিধান করে। এই জন্যই আম
মহাপুরুষের সুশ্রী চেহারা তোমরা দেখিতে পাও। আর, যে জন্মে ম
পরস্ত্রী হরণ, পরদ্রব্য লুণ্ঠনাদি জঘন্য কাজ করিবে বলিয়া দৃঢ় সঙ্কল্প ক
সেই জন্মেই মন কুৎসিৎ বিশ্রী দেহরূপ পোষাক পরিধান করে। এ
কারণেই সাধারণতঃ লোকে বলিয়া থাকে, 'যেমন প্রকৃতি, তেমন আকৃতি'
অর্থাৎ মন-প্রকৃতির সঙ্কল্প যেরূপ, দেহের আকৃতিও ঠিক সেইরূপই হ
অতএব বৎস! যাহার সূক্ষ্ম দেহ (মনোবৃত্তি) কুৎসিৎ, তাহার চেহা
কখনও সুশ্রী হয় না; ইহা অতি সত্য কথা জানিবে। একমাত্র এ
কারণেই, যাহার যেরূপ মনোবৃত্তি, তাহার সেইরূপই বাহ্যিক চেহা
ও মুখের গঠন তোমরা দেখিতে পাও। তাই অভিজ্ঞ ব্যক্তি অন্ত লোকে
মুখের গঠন দেখিয়াই তাহার মনোভাব বলিয়া দিতে সমর্থ হন। শাস্ত্র
বলেন "বুদ্ধের্বদনম্।" অর্থাৎ—"মনের বুদ্ধিবৃত্তি সকল মুখেই প্রকাশ পায়
ইংরেজগণও বলেন Face is the index of mind 'মুখই মনের দর্প
অতএব যাহাদিগের মনে কুটিলতা, মিথ্যাচার বা প্রতারণা নাই, তে
তাহারাই বিশুদ্ধ ব্রহ্মলোক পাইবার যোগ্য। মৃত্যু সময়ে জীবের মন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়ে আসক্ত থাকে. মন তেজোযুক্ত হইয়া ভোক্তা জীবাত্মার সহিত পুরুষকে সেই অভীষ্ট লোকে লইয়া যায়। শ্রুতি বলিতেছেন,—

স যাবৎ ক্রতুরয়মস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি।

অর্থাৎ—"যে যাহা ধ্যান করিতে করিতে এই শরীর ত্যাগ করে, সে তাহাই প্রাপ্ত হয়।" ভগবদ্গীতা বলিয়াছেন,—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয়! সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥

অর্থাৎ—"হে অর্জ্জুন! জীব মৃত্যুকালে যে ভাব ধ্যান করিতে করিতে এ শরীর পরিত্যাগ করে, সে সর্ব্বদা তদ্ভাবে ভাবিত হওয়ায় সেই লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" সুতরাং তুমি তোমার পূর্ব্ব জন্মের দেহ-মন দ্বারা সমস্ত জীবন যে সকল কার্য্য করিয়াছিলে, তোমার মন সেই দেহ ত্যাগ কালে, সেই ভাবাপন্ন হইয়াই ধ্যান করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়াছিল। কাজেই সেই কর্ম্মসংস্কারগুলিই তোমার মনে সঞ্চিত রহিয়াছে। তাই সেই কর্ম্মফল ভোগের উপযুক্ততা অনুসারে, তোমার মন বর্ত্তমান জন্মের দেহটীর আকার-প্রকার ও সুন্দর, কুৎসিৎ বা ধনী, দরিদ্র অথবা পশু, পাখী বা মনুষ্য ইত্যাদি রূপে গঠন করিয়াছে। সেই পূর্ব্ব জন্মের কৃত কর্ম্মের যে কি কি ফল সঞ্চিত আছে, তাহা এই জন্মে দৃষ্ট হইতেছে না বলিয়াই লোকে সেই কর্ম্মকে 'অদৃষ্ট' বলিয়া থাকে। অর্থাৎ যাহা দৃষ্ট হয় না তাহাই 'অদৃষ্ট'। কেহ কেহ ইহাকে 'দৈব' বলে। অতএব তোমার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত নিজকৃত কর্ম্মফলই যে তোমার 'দৈব' বা 'অদৃষ্ট' রূপে পরিণত হইয়া বর্ত্তমান জন্মে তোমার সুখ-দুঃখের বিধান করিতেছে এবং তাহাই তুমি এই জন্মে ভোগ করিয়া আসিতেছ, তাহা নির্ব্বিবাদে প্রমাণিত হইল। ঠিক সেইরূপ, তোমার বর্ত্তমান দেহ-মন দ্বারা পুরুষকার বলে কৃত কর্ম্মফলগুলিও যাহা তোমার মনে সঞ্চিত থাকিয়া যাইবে, তোমার এই দেহ ধ্বংসের পরে সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঞ্চিত কর্ম্মফল ভোগের জন্য পুনরায় তোমাকে (তোমার মনকে) নূতন দেহ ধারণ করিতেই হইবে। তখন দেহ ধারণ করিলে, এই বর্ত্তমান জন্মের সঞ্চিত কর্ম্মফলগুলিই অদৃষ্টরূপে পরিণত হইয়া, তোমার দেহের উপরে সুখ-দুঃখের বিধান করিবে। শ্রুতি বলিয়াছেন,—

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্॥ (কঠোপনিষদ্)

অর্থাৎ—"জীবের যাবৎ না তত্ত্বজ্ঞান হয়, তাবৎ উপার্জ্জিত জ্ঞানের ও কর্ম্মের অনুযায়ী, কেহ জঙ্গম দেহ, কেহ বা স্থাবর দেহ পাইবার জন্যই সেই সেই যোনিতে গমন করে।" এই শাস্ত্রোক্তিতে অনাত্মজ্ঞানীর পুনর্জন্ম অর্থাৎ সংসার গতি উপদিষ্ট হইয়াছে এবং মরণেও নিরবশেষ লয় হয় না, পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতেই হয়, ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই ভাবেই আমরা আপনার জালে আপনিই বদ্ধ হইয়া থাকি। কারণ আমরা যে সকল কর্ম্ম করি বা চিন্তা করি, সেইগুলিই আমাদের বন্ধন-জালের সূত্র মাত্র। আমরা গুটিপোকার মত নিজের শরীর হইতে নিজে জাল প্রস্তুত করিয়া তাহাতে আবদ্ধ হইয়াছি। কিন্তু এজন্য যে চিরকালই আবদ্ধ থাকিতে হইবে, তাহা নয়। আমরা আবার আত্মজ্ঞান বলেই ঐ জাল ছিন্ন করিয়া প্রজাপতি হইয়া বাহির হইয়া মুক্ত হইব। ঐ কর্ম্ম-জাল ছিন্ন করিয়া মুক্ত হওয়ার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়া, আমরা কখন কখন কল্পিত মূর্ত্তি সকলের নিকট উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার ও ক্রন্দন করিতেছি। কিন্তু বাহির হইতে কোনই সাহায্য পাওয়া যায় না, সাহায্য পাওয়া যায় ভিতর হইতে। আমিও আমার প্রথম জীবনে, অর্থাৎ শ্রীগুরু দর্শন লাভ করার পূর্ব্বে, অনেক বৎসর ধরিয়া, এখানে সেখানে বহু দেবমূর্ত্তির নিকট ক্রন্দন করিয়াছিলাম। অবশেষে দেখিলাম, বাহিরে কোথাও কোন সাহায্য পাইবার আশা বৃথা। কিছুদিন পরে যে সাহায্য পাইলাম,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

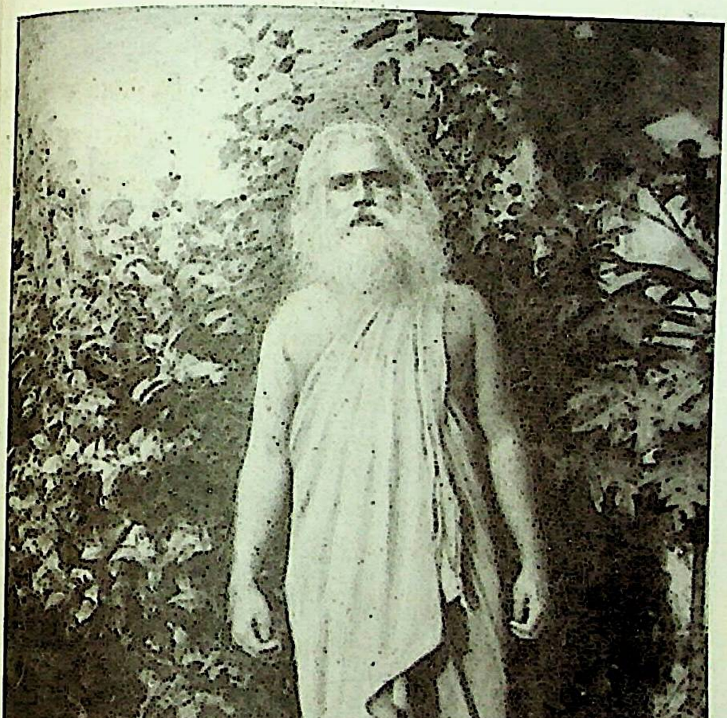

হিমালয়ের পথে পরমহংস কালিকানন্দ স্বামী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজের ভিতর হইতেই পাইলাম। ভ্রান্তি বশতঃ এতদিন যে সকল কর্ম্ম করিতে ব্যস্ত ছিলাম, শ্রীগুরুর কৃপায় তখন সেই ভ্রান্তি ক্রমে বিদূরিত হইয়া গেল। বৎস! তুমি নিজে যে জালে আপনাকে জড়াইয়াছ, তাহা তোমাকেই ছিন্ন করিতে হইবে। আর, তাহা ছিন্ন করিবার শক্তিও তোমার ভিতরেই আছে; কেবল ছিন্ন করিবার কৌশল জানিয়া লইতে হইবে মাত্র।

ভক্ত—প্রভু! যদি আমাদের পূর্ব্ব জন্মই থাকিত, তবে সেই পূর্ব্ব জন্মের কথা আমাদের স্মরণ হয় না কেন?

মহাঃ—হে সুমতে! তোমার এই জন্মের অতীত সকল ঘটনাই কি তুমি স্মরণ করিতে পার? তোমার শিশুকালের কথা স্মরণ হয় না; এই স্মরণ হয় না বলিয়াই কি সেই শিশুকালে তোমার কোন অস্তিত্ব ছিল না বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? ১৫ দিন পূর্ব্বে কি এক মাস পূর্ব্বে আমি কি কি বস্তু আহার করিয়াছি, তাহা আমার স্মরণ হয় না; তাই বলিয়া কি আমি সেই সময় আহার করি নাই, বলিতে হইবে? অতএব পূর্ব্ব জন্মের কথা স্মরণ নাই বলিয়াই পূর্ব্ব জন্ম ছিল না, এরূপ উক্তি অযৌক্তিক। পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম-সংস্কার সমূহের সমষ্টিভূত ফল লইয়াই মন এই শরীর গঠন করিয়া তাহাতে বাস করিতেছে। এই কর্ম্ম-সংস্কার সমূহেরই নামান্তর 'অদৃষ্ট' বা 'প্রারব্ধ'। সেই প্রারব্ধের ভোগ জ্ঞানী কি অজ্ঞানী সকলকেই করিতে হইবে কিছুতেই ইহা হইতে কেহ অব্যাহতি পাইবে না। এ বিষয়ে বেদান্তও বলিয়াছেন,—

জ্ঞানিনোঽজ্ঞানিনশ্চাত্র সমেঽপ্যারব্ধকর্ম্মণি।
ন ক্লেশো জ্ঞানিনো ধৈর্য্যান্মূঢ়ঃ ক্লিশ্যত্যধৈর্য্যতঃ॥ (পঞ্চদশী)

অর্থাৎ—"জ্ঞানী কি অজ্ঞান, প্রারব্ধ কর্ম্ম সকলেরই সমান হইলেও ধৈর্য্য আছে বলিয়া জ্ঞানীদিগের কোন কর্ম্মে ক্লেশ হয় না, আর অধৈর্য্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বশতঃ অজ্ঞানেরা ক্লেশ পায়। অর্থাৎ জ্ঞানীর প্রারব্ধ কর্ম্মফল দেহ দেহের উপরেই ভোগ হয়, কিছুতেই তাহা তাঁহার আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না; কাজেই তিনি নিজেকে কখনও সুখী বা দুঃখী মনে করেন না। আর, অজ্ঞানীর সুখ-দুঃখ ভোক্তা মনের সহিত একত্ব বোধ থাকা হেতু এবং ঐ কর্ম্মফল মনে দৃঢ়ভাবে লিপ্ত হয় বলিয়াই তাহারা নিজেদের সুখী দুঃখী বলিয়া মনে করিয়া সংসারে আবদ্ধ হয়।"

একটী গল্প শুন,—তুমি অষ্টাবক্র মুনির নাম শুনিয়াছ ত? এরূপ প্রবাদ আছে যে, এই অষ্টাবক্র মুনির শরীরের অষ্টস্থান বাঁকা ছিল; এই কারণেই তাঁহার নাম 'অষ্টাবক্র' হইয়াছিল। অষ্টাবক্র মুনির 'অর্থের' স্বচ্ছলতা ছিল না, তাই এই আটবাঁকা দেহটী লইয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া আহারাদির সংস্থান করিতে তিনি বড়ই কষ্ট বোধ করিতেন। একদিন অষ্টাবক্র মুনি নিজ আট-বাঁকা দেহের অসহ্য গ্লানিতে অতিষ্ঠ হইয়া কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া, নির্জ্জন স্থানে বসিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার ধ্যান করিতে লাগিলেন। মুনির বিশুদ্ধ চিত্তের ধ্যানে আকৃষ্ট হইয়া, কিছুক্ষণ পরেই ব্রহ্মা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস অষ্টাবক্র! তুমি কেন আমাকে ডাকিতেছ?"

অষ্টাবক্র—প্রভু! আপনিই কি এই জগতের সৃষ্টি-কর্ত্তা?

ব্রহ্মা—হাঁ, আমিই এই জগতের সৃষ্টি-কর্ত্তা।

অষ্টাবক্র—প্রভু! আপনি আমার এইরূপ আটবাঁকা দেহ সৃষ্টি করিয়া আমাকে এত কষ্ট কি জন্য দিতেছেন? আপনি দয়া করিয়া এখন আমার দেহটাকে সোজা করিয়া দিন। আপনি যখন সৃষ্টিকর্ত্তা, তখন আপনার অনুগ্রহ হইলে অতি অল্প সময় মধ্যেই পুনরায় ইহাকে সোজা করিয়া দিতে পারিবেন,—ইহাই আমার ধারণা।

ব্রহ্মা—বৎস! আমি সৃষ্টি-কর্ত্তা হইলেও তোমার এই দেহকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিবর্ত্তিত করিতে পারিব না। কারণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে পুরুষকারের বলে তুমি যেরূপ কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছ, ঠিক তদনুযায়ী এই আটবাঁকা দেহই প্রাপ্ত হইয়াছ। তোমার সেই কর্ম্মফলের উপরে আমার এমন কোনই শক্তি নাই যে, আমি তোমার সেই কর্ম্মফল খণ্ডাইয়া, অন্য ভাবে তোমার দেহ গঠন করিয়া দিব। এই কথা শুনিয়া অষ্টাবক্র মুনি অত্যন্ত দুঃখিত ও ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, "যদি আপনি আপনার সৃষ্টিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পুনরায় নিজের ইচ্ছা মত প্রস্তুত করিতেই না পারেন কিংবা জীবের কর্ম্ম-ফলের উপরে আপনার হস্তক্ষেপ করিবার কোন ক্ষমতাই না থাকে, তবে আপনি কিরূপে সৃষ্টিকর্ত্তা হইলেন? যাঁহার নিজ ইচ্ছানুযায়ী সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা নাই, সে কি করিয়া সৃষ্টি-কর্ত্তা হয়? আপনার ন্যায় এইরূপ অযোগ্য সৃষ্টিকর্ত্তা কেহ কখনও দেখে নাই বা শুনে নাই।

ব্রহ্মা বলিলেন,—বৎস! এই জগতে যত প্রকারের জীব দেখিতেছ, তাহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্ম্মফলানুযায়ী নিজের দেহ গঠন করিয়া লয়, তাহার পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করিবার কোনই ক্ষমতা আমার নাই। আমি ঐ সকল সৃষ্টি-কার্য্যের কোনটার মধ্যেই লিপ্ত নই। আমি নির্লিপ্তভাবে উহাদের দ্রষ্টারূপে আছি মাত্র। সুতরাং তুমি নিজ পুরুষকার বলে পুনরায় উত্তম দেহ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিয়া লও। এই বলিয়া ব্রহ্মা অন্তর্ধ্যান হইলেন। তখন পুনরায় অষ্টাবক্র মুনি পালন-কর্ত্তা বিষ্ণুর ধ্যান করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরেই বিষ্ণু আসিয়া অষ্টাবক্র মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তুমি কেন আমায় ডাকিতেছ?"

অষ্টাবক্র—প্রভু! আপনিই কি এই জগতের পালন-কর্ত্তা?

বিষ্ণু—হাঁ বাবা, আমিই এই জগতের পালন-কর্ত্তা।

অষ্টাবক্র—আপনি আমাকে অর্থাভাবে রাখিয়া এত কষ্ট দিতেছেন যে, তাহা বর্ণনাতীত। আমার এই আটবাঁকা দেহ লইয়া নানা স্থানে ছুটাছুটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা আমার পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। অতএব যখন আপনি মাতা-পিতার ন্যায় পালন-কর্ত্তা, তখন আপনি কৃপা করিয়া আমাকে কোন কৌশলে এমন কিছু অর্থের ব্যবস্থা করিয়া দিন যাহাতে আমি সুখে থাকিয়া আহারাদির ব্যবস্থা করতঃ আপনার আরাধনা করিতে পারি।

বিষ্ণু—বৎস! তোমার এই অর্থাভাব বা দুঃখ-কষ্ট নিবারণের ব্যবস্থা করিবার কোন শক্তিই আমার নাই। কারণ এই দৃশ্যমান জগতের জীব সকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পৌরুষার্জ্জিত কর্ম্মের ফলই ভোগ করিয়া থাকে, তাই তুমিও তোমার নিজকৃত কর্ম্মেরই ফল ভোগ করিতেছ। এই কর্ম্মফলের হ্রাস-বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা আমার নাই।

বিষ্ণুর এই কথা শুনিয়াই অষ্টাবক্র মুনি রাগের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "আপনিও সেই ব্রহ্মার মত অবিকল এককথাই বলিতেছেন। হে প্রভু! আপনি যদি জীব সকলের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহাদের দুঃখ দূর করিয়া তাহাদিগকে লালন-পালন করিবার কোনই ক্ষমতা না রাখেন, তবে আপনি পালন-কর্ত্তা হইলেন কি প্রকারে? যাঁহার পালন করিবার শক্তি নাই, তিনি আবার কিরূপ পালন-কর্ত্তা? এইরূপ অযোগ্য উপাধি আপনাকে কে দিয়াছে?" অষ্টাবক্রের বাণী শুনিয়া বিষ্ণু বলিলেন, "বৎস! তোমরা আমাকে পালন-কর্ত্তা বলিয়া থাক বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জীব নিজ নিজ কর্ম্মফলের দ্বারা নিজেকে নিজেই পালন করিয়া আসিতেছে। আর, আমি ঐ সকল কাজে নির্লিপ্ত থাকিয়া দ্রষ্টারূপে অবস্থান করি মাত্র।" এই বলিয়া বিষ্ণু অন্তর্দ্ধ্যান হইলেন। তখন অষ্টাবক্র মুনি পুনরায় সংহার-কর্ত্তা শিবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার আরাধনায় তুষ্ট হইয়া কিছুকাল পরেই ত্রিশূল হস্তে সংহার-কর্ত্তা শিব আসিয়া অষ্টাবক্রকে সম্বোধন করতঃ বলিলেন, "বাবা! তুমি আমাকে কেন ডাকিতেছ?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টাবক্র—প্রভু! আপনিই কি এই জগতের সংহার-কর্ত্তা?

শিব—হাঁ বৎস, আমিই এই জগতের সংহার-কর্ত্তা।

অষ্টাবক্র—প্রভু! আমার এই আটবাঁকা দেহটা লইয়া আমি আহারে-রে সর্ব্বদাই সকল বিষয়ে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। একে ত র কষ্ট, তার উপর অর্থাভাবে আরও দারুণ কষ্ট। অতএব এখন এই টা বিনষ্ট হইলেই আমি সর্ব্বপ্রকার দুঃখ-কষ্টের হাত হইতে অব্যাহতি তে পারি। আপনি সংহার-কর্ত্তা, কৃপা করিয়া এই অধমের দেহটাকে র করিয়া ফেলুন; ইহাই আপনার নিকট আমার প্রার্থনা।

শিব—বৎস! তোমার এই দেহ এখনই ধ্বংস করিতে পারি, এরূপ তা আমার নাই। কারণ এখনও তোমার দেহত্যাগের উপযুক্ত সময় নাই। এই দেহে তোমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মের প্রারব্ধ ফল ও অনেক দিন ভোগ করিতে হইবে। সকল জীবকেই এইরূপে নিজকৃত ল ভোগ করিতে হয়। এই কর্ম্মফল ভোগ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত, আমি তখন ইচ্ছা করিলেই কাহারও দেহ সংহার করিতে পারি না। এবার ক্র মুনি শিবের কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেও, তিনি ক্রোধকে সংবরণ করিয়া শিবকে বলিলেন, "প্রভু! আপনি কি রকম র-কর্ত্তা, তাহা ত আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না? যদি আমার ল ভোগ শেষ হইলেই আমার দেহ ধ্বংস হইয়া যায়, তবে আপনি এই ধ্বংস কার্য্যের কি করিলেন? ভোগান্তে আমিই ত আমার দেহ স করিলাম। আচ্ছা প্রভু! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, আপনারা কি এই জন একই গ্রামে বা একই বাড়ীতে বাস করেন? কারণ দেখিতেছি আপনাদের এই তিন প্রভুর কথাই অবিকল একই রকম, কোনই তিরেক নাই।" তখন শিব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বৎস! ার কথাগুলি বিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর। আমরা তিনজন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃথক নই. একই পুরুষ ; কিন্তু অজ্ঞানিগণ ভ্রমে তিনজন কল্পনা করিয়া তি নামে সম্বোধন করে। তাই তোমারও অজ্ঞান বশতঃ তিনজন বলিয়া বো হইতেছে মাত্র। আর, এই জগতের জীব সকল নিজ নিজ পুরুষকার দ্ব পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যেরূপ কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছে এবং এই জন্মে যেরূপ ক করিতেছে, সেই সকল কর্ম্মফল দ্বারাই তাহাদের নিজ নিজ সৃষ্টি, স্থিতি সংহারের কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে অন্য কাহারও হস্তক্ষেপ কর হ্রাস-বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা নাই। এই বলিয়া শিব অন্তর্দ্ধ্যান হইয়া বৎস! এখন চিন্তা করিয়া দেখ যে, তুমি নিজেই তোমার অদৃষ্ট-বিধা কি না? অতএব ইহাই যদি স্থির হইল, তবে তাহা দৃঢ়রূপে স্মরণ রাখি বর্ত্তমান দুর্লভ নরজন্মে তোমার দেহ-মন ও ধন-সম্পদাদি সর্ব্বপ্রকার শক্তি উপযুক্ততা অনুসারে এমন মহৎ কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিয়া লও, যা আগামী জন্মে অদৃষ্ট কর্ম্মফল ভোগ কালে, তোমার মন যেন "পূর্ব্ব জন্মে দুষ্কর্ম্মের ফল ভুগিতেছি" এই বলিয়া আর অনুতাপ করিতে না পারে এই পর্য্যন্ত বলিয়া মহাপুরুষ নিজের ভাবে গান ধরিলেন,—

(পাতকী বলিয়ে কিগো,—সুর। মিশ্র-বেহাগ)

বারে বারে জন্ম নিয়ে, কা'রে খোঁজ ভূমণ্ডলে ?
শান্তি-দাতা কেউ নাই কোথা, বৃথা খুঁজে হয়রান হ'লে॥
'ধন দাও, জন দাও' রবে, কাঁদে বিশ্ববাসী সবে ;
বাহিরেতে কেউ নাই দাতা, কেন ভাস নয়ন জলে ?
(তুমি) নিজেই নিজের বিধাতা, ইহাই জে'ন সত্য কথা ;
আত্মতত্ত্ব না জানাতে, শান্তি কোথাও না পেলে।
(এখন) জ্ঞানী গুরুর আদেশ নিয়ে, আপনাকে খোঁজ গিয়ে ;
বিবেক-অসি হাতে নিয়ে, চল সদা বিচার বলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখবে তখন অজ্ঞানাঁধার, তোমার মনে থাকবে না আর;
সুখ-শান্তি সব মিলবে তোমার, আপনাকে খুঁজে পেলে॥

ভক্ত—হে ভগবন্! সময় সময় এইরূপ একটা প্রশ্ন আমাদের মনের মধ্যে আলোড়িত হইতে থাকে যে, অদৃষ্ট প্রবল, কি পুরুষকার প্রবল? পরে অধিকাংশ স্থলে অদৃষ্টই প্রবল বলিয়া নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। আজ আপনার উপদেশেও সেই অদৃষ্ট কর্ম্মফলেরই প্রাধান্য বুঝিতে পারিতেছি। অতএব, আমার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে, অনর্থক পুরুষকারের সহিত কাজ করিতে যাইয়া আরও দুঃখভাগী হইতে যাই কেন?

মহাঃ—বৎস! এতক্ষণে আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, 'অদৃষ্ট' ও 'পুরুষকার' বিষয়ে তুমি আমার কথার মর্ম্মার্থ এখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া সম্পূর্ণ বিরুদ্ধার্থই গ্রহণ করিয়াছ। সাধারণ লোকে শাস্ত্রের ভাবার্থ গ্রহণে অসমর্থ হইয়া, বহু স্থলেই এইরূপ বিরুদ্ধার্থ গ্রহণ করে; তাই তাহার ফলও অশুভই হইয়া থাকে। অতএব এবিষয়ে পুনরায় আমি যাহা বর্ণন করিতেছি, তুমি বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহা শ্রবণ কর। হে বৎস! তীব্র পুরুষকার অর্থাৎ দৃঢ়তর শাস্ত্রোক্ত প্রযত্ন ব্যতীত কোন কার্য্যেই শুভ ফলের সম্ভাবনা নাই। 'অদৃষ্টে থাকিলে হইবে, ভগবান করিলে হইবে' এরূপ ভাবাপন্ন তমঃ-প্রধান মনের দ্বারা অশুভ ভিন্ন শুভ কখনও হয় না। লোকে যে দৈবের কথা বলে, তাহা অন্য কোন মূর্ত্তিমান পদার্থ নহে। যাহার নাম ভবিতব্য, যাহার নাম নিয়তি, তাহাই দৈব শব্দের অভিধেয়। উক্ত দৈবও পুরুষার্জ্জিত। যাহা যাহার যে সময়ে সম্পন্ন হয়, হর্ষ বা বিষাদ বিনা কারণে অথবা অদৃষ্ট কারণে উপস্থিত হয়, সেই সেই স্থলে লোকে 'দৈব' শব্দের উল্লেখ করিয়া থাকে। দৈব নিয়তিরই নামান্তর এবং তাহাও পুরুষকারেরই ফল। পুরুষকার প্রয়োগ পূর্ব্বক মানব যাহা সংকল্প করে, দৃঢ়তা জন্মিলে প্রায় তাহা তাহাই হইয়া থাকে, ইহা প্রায়ই লোকমধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৃষ্ট হয়। 'অমুক কর্ম্মের অমুক ফল' ইত্যাদি নিয়মের নাম নিয়তি। ঐ নিয়তিও মনোজন্মা। অতএব মনই সর্ব্ব বিষয়ের কর্ত্তা। মন সুদৃঢ় সংকল্প যাহা কল্পনা করে, তাহাই 'নিয়তি' নামে গণ্য হইয়া যোগ্য কালে তদনুরূপ ফলে পরিণত হয়। ইহাতে স্থির হইল যে, চিত্ত বা মনই কর্ম্ম-নিয়তির ও ফল-নিয়তির যোজক। এই মন অস্তমিত হইলে (সংকল্প-বিকল্পহীন হইলে) তখন আর কি নিয়তি, কি দৈব সমস্তই অস্তমিত হয়। বৎস! তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, ইহলোকে পুরুষকার ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। অতএব উৎকৃষ্ট পুরুষকারের আশ্রয়ে থাকিয়া, ভোগের প্রতি অনাস্থা অর্জ্জন করিবে। যাবৎ না ভোগে অনাস্থা জন্মে, তাবৎ পরমা শান্তি লাভ হয় না।

হে সুমতে! অভ্যাস সহকারে বলপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গণকে পরাভূত ও জ্ঞান দ্বারা চিত্তকে বিচারপরায়ণ কর। যে কোন স্থানে যে কোন ব্যক্তি যে কোন বস্তু প্রাপ্ত হউক না কেন, সমস্তই প্রত্যেকের নিজ মনঃশক্তি প্রয়োগ দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে, অন্য কিছু দ্বারা নহে। তাই আমি বলিতেছি, তুমিও পৌরুষ প্রযত্ন অবলম্বন পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়-পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন কর এবং সংসার-জলধি উত্তীর্ণ হইয়া সংসারের পরপারে পরম পদ প্রাপ্ত হও। শিষ্যের ভক্তি রূপ পৌরুষ ব্যতিরেকে গুরুও তাহাকে উদ্ধার করিতে পারেন না। যদি তাহা পারিতেন, তবে গরু, ঘোড়া প্রভৃতিরাও উদ্ধার লাভ করিত। এই জগত-সংসারে সম্যক্ রূপে পুরুষকার প্রয়োগ করিতে পারিলে, সকলেই সফলতা লাভ করিতে পারে। যে স্থলে কার্য্যসিদ্ধির বা ফললাভের কারণ পুরুষকার অপ্রত্যক্ষ থাকে, বুঝিতে পারা যায় না, সে স্থলে সেই পুরুষকারকেই মূঢ় লোকেরা 'দৈব' বলে। আত্মজ্ঞগণের উপদিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া কায়-মনো-বাক্যে যে সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, সেই কার্য্যই সফল এবং তাহাই প্রকৃত 'পৌরুষ' বা 'পুরুষকার'। তদ্ভিন্ন কার্য্য উন্মত্ত চেষ্টার ন্যায় বিফল, তাহা পুরুষকার বলিয়া গণ্য নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুষকার দুই প্রকার, প্রাক্তন (পূর্ব্বজন্মকৃত) ও ঐহিক (ইহ জন্মকৃত)। তন্মধ্যে ইহজন্মকৃত প্রবল পুরুষকার প্রাক্তন পুরুষকারকে পরাজিত করিতে সমর্থ। দৃঢ় অভ্যাসতৎপর ও উৎসাহসমম্বিত পুরুষ, ইহ জন্মকৃত পুরুষকার দ্বারা সুমেরু পর্ব্বত প্রভৃতিকেও বিদীর্ণ করিতেছে। যে পুরুষকার শাস্ত্রানুসারে অর্জ্জন ও প্রয়োগ করা যায়, তাহাই পুরুষকার এবং তাহাই সফল হয়। বৎস! আপন আপন কর্ম্মই উপযুক্ত কালে দৈব হইয়া দাঁড়ায়, তদ্ব্যতীত অন্য কোন দৈব নাই। এমন মনে করা উচিত নয় যে, মনুষ্য কেবল প্রাক্তন পুরুষকারেরই অনুবর্ত্তী। 'যে কার্য্য কল্য করিতে হইবে, অদ্যই তাহা সম্পন্ন করিব' এইরূপ উদ্যোগ সহকারে, উদ্যত চিত্তে কার্য্য করিলে অবশ্যই সেই বিষয়ে জয়লাভ করা যায়। যে স্থলে শাস্ত্রানুযায়ী পুরুষকার আশ্রয় করিলেও অশুভ দৃষ্ট হয়, সে স্থলে এই বিবেচনা করিতে হইবে যে, সে পুরুষকার অসৎ পুরুষকারের দ্বারা দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে। তাদৃশ স্থলে হতাশ না হইয়া, পুনঃ পুনঃ প্রবলতর পুরুষকার অবলম্বন করতঃ দন্তে দন্ত বিচূর্ণিত করার ন্যায়, ঐহিক শুভ উৎপাদনের দ্বারা প্রাক্তন অশুভ চূর্ণিত করিবে। প্রাক্তন পুরুষকার ঐহিক পুরুষকার অপেক্ষা বলবান্ নহে। যেমন, পূর্ব্ব দিবসীয় অজীর্ণাদি দোষ এতদ্দিবসীয় উপবাসাদির দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ, ঐহিক পৌরুষ দ্বারাও প্রাক্তন পৌরুষ (দৈব দোষ) নষ্ট হইতে পারে। এবিষয়ে বশিষ্ঠমুনি রামচন্দ্রকে উপদেশ কালে বলিয়াছিলেন; "হে রামচন্দ্র! উদ্যোগবিহীন পুরুষ গর্দ্দভ অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। সিংহ যেমন শত্রু কর্ত্তৃক পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়াও স্বীয় উদ্যোগ বলে তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে, তেমনি আমরাও পৌরুষ বলে অনায়াসে এই সংসার-গর্ত্ত হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি। পুরুষোচিত কার্য্য কি? পুরুষোচিত কার্য্য সাধু সঙ্গ ও সৎ শাস্ত্রাদি অবলম্বন। 'পাছে দৈব আমার বিঘ্নাচরণ করে' এইরূপ অনুমানের তাড়নায়, পুরুষকার প্রয়োগ করিতে যে ব্যক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভীত হয়, সে ব্যক্তি ভ্রম বশতঃ স্বীয় বাহুদ্বয়কে সর্প বিবেচনা করিয়া পলায়ন করিতে কুণ্ঠিত হয় না। 'অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হইবে' এইরূপ নিশ্চয় করিয়া যে মূঢ় স্বীয় পুরুষকারের প্রতি আস্থা পরিত্যাগ করে এবং নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্যোগ থাকে, লক্ষ্মী সেই অদৃষ্টবাদী পুরুষের নিশ্চিন্ততা দেখিয়া তাহার নিকট হইতে অন্তর্হিত হন। অতএব পুরুষ প্রথমতঃ পুরুষকার অবলম্বনে বিবেকাশ্রয় করিবেন, পরে পরমার্থ-প্রতিপাদক আধ্যাত্ম শাস্ত্রের আশ্রয় লইবেন। আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, পুরুষকার প্রয়োগ করা অতীব কর্ত্তব্য। আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ হইলে, পুরুষকার নিবৃত্ত বা সমাপ্ত হয়। অতএব বৎস! যাহা বলিলাম, তাহা উপকথা নহে। ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং গুরুমুখে শ্রবণ করিয়াছি ও অনুভবও করিয়াছি। যাহারা মনে করে যে, এরূপ পুরুষকারের ফল দৈবাৎ হইয়া থাকে, তাহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ ও কুবুদ্ধিশালী। যদিও পুরুষকারের ঐরূপ সামর্থ্য আছে, তথাপি আলস্য তাহার শত্রু ও বাধাদায়ক। মানুষ যদি আলস্য না করে, তাহা হইলে জগত কি এত অনর্থসঙ্কুল হয়? আলস্যের দ্বারাই এই সসাগরা ধরণী নর-পশুতে ও নির্ধন জীবে পরিপূর্ণ হইয়াছে। এ বিষয়ে পীঠমালা তন্ত্রও বলিয়াছেন,—

লোভো জনয়তেঽলক্ষ্মীং আলস্যং দুঃখসন্ততিম্।
দৈবং বিড়ম্বনাং ভদ্রে উদ্যোগঃ সুখনিত্যতাম্॥

অর্থাৎ—"যেখানে লোভ, সেইখানেই অলক্ষ্মী; যেখানে আলস্য, সেইখানেই নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ; যেখানে দৈবের উপর নির্ভরতা, সেইখানেই বিড়ম্বনা; কিন্তু যেখানে উদ্যোগ (পুরুষকার), সেইখানেই নিত্য সুখ।" অতএব বাল্যকাল হইতেই নিয়মিত রূপে সৎ শাস্ত্র পাঠ, সৎ সংসর্গে বাস, সদ্গুরু সেবা অবলম্বন পূর্ব্বক পৌরুষ প্রযত্ন স্থায়ী করিলে, অভিলষিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষেত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৎস! পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলকেই 'দৈব' বলা যায়, তদ্ভিন্ন দৈব নাই। পুরুষকারই জীবকে বল-পূর্ব্বক উদ্ধার করে। যেমন যেমন যত্নাধিক্য হইবে, তেমনি তেমনি তাহা ফল প্রদান করিবে। অতএব, বলবান পুরুষ যেমন বালককে অনায়াসে পরাজয় করিতে পারে, সেইরূপ বলবান্ ঐহিক পুরুষকারও দৈবকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয়। শাস্ত্রানুশীলন, গুরূপদেশ এবং নিজ পরিশ্রম, এই তিনের দ্বারাই পুরুষার্থ সিদ্ধ হইতে দেখা যায়। 'আমি যেরূপ যত্ন করিব, ঠিক সেইরূপ ফল পাইব' এইরূপ নিশ্চয় করিয়াই আমি পৌরুষ প্রকাশের ফল পাইয়াছি। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা স্বীয় পৌরুষের বলে অনায়াসে দুস্তর সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন, কিন্তু দৈবের ভরসায় নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে, কদাচ সঙ্কট ত্রাণ হয় না। বৎস! দৈব যে কি, তাহা কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। অথচ অজ্ঞ লোক 'দৈব দৈব' করিয়া উটপক্ষীর ন্যায় সশঙ্কিত হয়। হে বৎস! ক্ষত্রিয়-বংশজাত মহর্ষি বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মহাত্মাগণ দৈবচিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র পৌরুষ বলেই ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং আমরাও পৌরুষ প্রভাবেই আত্মজ্ঞ হইয়াছি।

ভক্ত—প্রভু! জ্ঞানী ও অজ্ঞান সকলকেই যদি প্রারব্ধ বা অদৃষ্ট কর্ম্মফল সমানই ভোগ করিতে হয়, তবে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া কি ফল হইবে? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥

অর্থাৎ—"হে অর্জ্জুন! যেমন প্রজ্বালিত অগ্নিতে কাষ্ঠরাশি ভস্মীভূত হয়, সেইরূপ জ্ঞানরূপ আগুনেও সমস্ত কর্ম্মকে ভস্ম করিয়া ফেলে।" এই কথার তাৎপর্য্য কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাঃ—বৎস ! তোমার মন পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে বহু রকমের বহু কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছে ; সেই সমস্ত কর্ম্মফল বর্ত্তমান একই মানব-দেহে ভোগ হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ সেই সকল কর্ম্মের মধ্যে এমন কতকগুলি কর্ম্মফল আছে, যাহা তোমাকে পশু অথবা পক্ষী দেহে ভোগ করিতে হইবে। আবার কতকগুলি কর্ম্মফল আছে, যাহা মানব-দেহেই ভোগ করিতে হইবে। সকল কর্ম্মফল এই মানবদেহ দ্বারাই ভোগ হইতে পারে, মাত্র সেই সকল কর্ম্মফলের সমষ্টি লইয়াই তোমার মন এই জন্মে এই মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়াছে। যে কর্ম্মফলের সমষ্টি লইয়া বর্ত্তমান দেহ-যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে, তাহাকেই 'প্রারব্ধ কর্ম্ম' বা 'অদৃষ্ট' বলা হয়। আর, যে সকল কর্ম্ম জন্মান্তরে পশু বা পক্ষী দেহে ভোগ করিতে হইবে, সেইগুলি যেন কর্ম্মাশয়ে, অর্থাৎ মনের মধ্যে এখন সঞ্চিত রহিয়াছে বলিয়াই তাহাকে 'সঞ্চিত কর্ম্ম' বলা হয়। আরও একটি কথা, পূর্ব্বোক্ত প্রারব্ধ বা অদৃষ্ট কর্ম্মফল ভোগ করিতে যাইয়া, বর্ত্তমান জন্মে পুরুষকারের বলে তুমি যে সকল নূতন কর্ম্ম করিবে, সেই কর্ম্মেরও ত সংস্কার সৃষ্ট হইবে। এই বর্ত্তমান সৃষ্ট সংস্কারের নাম 'ক্রিয়মাণ কর্ম্ম'। সুতরাং পূর্ব্ব বর্ণিত রূপে মানবের এই তিন প্রকার কর্ম্মই সংস্কাররূপে বিদ্যমান থাকে ; যথা—প্রারব্ধ, ক্রিয়মাণ ও সঞ্চিত। ইহার মধ্যে ঐ প্রারব্ধের ফল জ্ঞানী, অজ্ঞানী সকলকেই ভোগ করিতে হইবে, কিছুতেই তাহার রেহাই নাই। যেহেতু এই আরব্ধ কর্ম্ম রোধ করিতে কেহই সমর্থ নয়। তাই এই প্রারব্ধ কর্ম্মকে কর্ম্ম-শ্রেণী হইতে বাদ দিয়া, মাত্র 'সঞ্চিত' ও 'ক্রিয়মাণ' এই দুই কর্ম্মকেই 'সর্ব্ব কর্ম্ম' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ গীতায় উক্তি করিয়াছেন। আত্মজ্ঞানীর বর্ত্তমান জন্মে জ্ঞানাগ্নি দ্বারা ঐ দুই প্রকারের (সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ) কর্ম্ম-সংস্কার ভস্মীভূত হইয়া যায়। একমাত্র আত্মজ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছু দ্বারাই ঐ সকল কর্ম্ম-সংস্কার নষ্ট হইতে পারে না এবং ইহাই গীতার ঐ শ্লোকের তাৎপর্য্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর, সাধারণ অজ্ঞ জীবগণ বহু জন্ম-জন্মান্তর পর্য্যন্ত ঐরূপ তিন প্রকার কর্ম্মফলই ভোগ করিয়া থাকে। এ বিষয়ে বেদান্ত বলিয়াছেন,—

প্রবৃত্তফলস্য তু কর্ম্মণো মুক্তেষোরিব বেগক্ষয়াৎ নিবৃত্তিঃ।
'তস্য তাবদেব চিরম্' ইতি শরীরপাতক্ষেপকরণাৎ ॥

অর্থাৎ—"যে কর্ম্মাশয় ফল দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, আরম্ভ করিয়াছে, অর্থাৎ দেহাদি জন্মাইয়াছে, সে কর্ম্মাশয় ভোগাদি দ্বারা নষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত অবশ্য ফল প্রসব করিবে। যদ্রূপ ধনুর্নির্মুক্ত বাণ বেগক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত গতিমান্ থাকে, তদ্রূপ প্রারব্ধ কর্ম্মও তত্ত্বজ্ঞানীকে শরীর পাত না হওয়া পর্য্যন্ত ভোগাধিকারে অবস্থিত রাখে। শরীর পাত হইলে তখন আত্মজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বাধিকার বর্জ্জিত অদ্বয় মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন।" দৃষ্টান্ত দেখ—যেমন কোনও ব্যক্তি ভ্রমে একটী গরুকে ব্যাঘ্র মনে করিয়া তাহাতে বাণ নিক্ষেপ করিলে, বাণ-ত্যাগের পর মুহূর্ত্তেই তাহার সেই ভ্রমের নিবৃত্তি হইয়া যথার্থ গো-জ্ঞান হইলেও, ঐ নিক্ষিপ্ত বাণ স্বশক্তিতে সম্পূর্ণরূপে লক্ষ্য বস্তুকে (গরুকে) ভেদ করেই; জ্ঞানের দ্বারা বাণের বেগের হ্রাস বা বেগ নষ্ট হয় না। সেইরূপ, যে কর্ম্ম স্বশক্তি দ্বারা ফলদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে সেই কর্ম্ম জ্ঞান দ্বারা নিবৃত্ত না হইয়া, অবশ্যই ফলদান করিয়া থাকে। ঐ প্রারব্ধ কর্ম্ম একমাত্র ভোগের দ্বারাই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ প্রারব্ধ কর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন, "ভোগ ভিন্ন শত কোটি কল্পেও কর্ম্মের ক্ষয় হয় না।" অতএব হে সত্যকাম! অদৃষ্টের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, তুমি পূর্ণ উদ্যমে প্রবল পুরুষকার প্রয়োগ করিতে থাক এবং সঙ্গে সঙ্গে আত্মতত্ত্ব আলোচনা দ্বারা এই সংসার-সাগর বা শোক-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া কৃতকৃত্য হও।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহ ও মনের উপাসনা।

ভক্ত—প্রভু! আমাদের এত শোক-দুঃখ হওয়ার কারণ কি?

মহাঃ—বৎস! কি ধনী, কি দরিদ্র তোমরা প্রায় সকলেই সত্য ভ্রষ্ট হইয়া, মিথ্যাকে আশ্রয় করিয়া চলিতেছ। অর্থাৎ নিজের আত্মশক্তির উপর নির্ভরতা ভুলিয়া গিয়া, সর্ব্বদা পরমুখাপেক্ষী হইয়া আছ। তাই তোমরা মনের মধ্যে এইরূপ ভাব পোষণ কর যে, 'কি করিলে অপরে আমাকে মন্দ না বলিয়া ভাল বলিবে, অপমান না করিয়া সম্মান করিবে, আমার অখ্যাতি না করিয়া সুখ্যাতি করিবে।' এই ভাবে নিজ অন্তরস্থ বিবেক বুদ্ধির দিকে কোন লক্ষ্য না করিয়া, কেবল পরমুখাপেক্ষী হইয়া তোমরা সকল কার্য্য করিয়া থাক বলিয়াই তোমাদের নিজের সুখ, দুঃখ, মানাপমান অপরের হাতে রহিয়াছে, তাই তোমরা দুঃখী। সুতরাং যে পর্য্যন্ত আত্মশক্তিতে নির্ভর করিয়া নিজ বিচার বলে কোন কাজ করিতে না পারিবে, সে পর্য্যন্ত তোমরা কিছুতেই সুখী হইতে পারিবে না। অন্যের অখ্যাতি ও নিজের সুখ্যাতি প্রচার করিতে, চর্চ্চা করিতে ও শ্রবণ করিতেই মন বেশ ভাল বাসে। কিন্তু অপরের সুযশ সুখ্যাতি ও নিজের দোষ বা অখ্যাতির চর্চ্চা করিতে বা শ্রবণ করিতে যেন মনের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, ইহাই মনের স্বভাব। সুতরাং যে পর্য্যন্ত তোমার মন নিজের দোষ নিজে দর্শন করিতে সমর্থ না হইবে, সে পর্য্যন্ত কিছুতেই তোমার কোন সাধন-ভজন হইবে না, তাই প্রকৃত সুখও মিলিবে না। কেবল পরমুখাপেক্ষী থাকিয়া, মিথ্যা ধর্ম্মের ভাণ করিলে সুখী হওয়া যায় কি? এতদিন কেবল বাহিরে ধর্ম্মের ভাণ করিয়া মূর্ত্তি-পূজাদি বাহ্যিক আড়ম্বর করিয়াই আসিয়াছ। এখন উপযুক্ত তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি খুঁজিয়া তাঁহার পূজা করিতে করিতে, তাঁহার নিকট হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজ মনের পূজা করিতে শিক্ষা কর এবং তাঁহারই উপদেশানুযায়ী ব্যবহারিক ও পারমার্থিক জগতে উন্নতির পথে উন্নীত হইতে কায়-মনো-বাক্যে যত্নবান হও। তবেই শোক, দুঃখ ক্রমে দূরীভূত হইবে।

ভক্ত—প্রভু! আপনি যে আমাকে নিজ মনের পূজা শিক্ষা করিতে বলিলেন ইহার ভাবার্থ আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আর, ব্রহ্ম বা আত্মা অদ্বিতীয় হইলে, সেখানে ত সাধ্য ও সাধক এই দুইই থাকে না, সুতরাং আত্মার সাধন-ভজন কি প্রকারে হইবে?

মহাঃ—বৎস! তুমি অতি সত্য কথাই বলিয়াছ, আত্মার কোন সাধন-ভজন হইতে পারে না। তুমি আমার পূর্ব্ব-বর্ণিত সেই দেহ, মন ও আত্মার চিত্রটী (১৬২ পৃষ্ঠার চিত্র) এখানে গ্রহণ কর, তবেই সহজে বুঝিতে পারিবে। প্রথম আমাদের স্থূল দেহ; তাহার ভিতরে মন; সেই মনেরও ভিতরে, সর্ব্ব শেষ সকলের সাক্ষী স্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্ম আছেন। এখন আমাকে স্থূলের দিক (বাহিরের দিক) হইতে ক্রমে সূক্ষ্মের দিকে (ভিতরের দিকে) যাইয়া সেই আত্মায় পৌঁছিতে হইবে বা আত্ম-সাক্ষাৎকার করিতে হইবে। যখন আমাদের এই স্থূল-দেহ-জ্ঞান থাকে, তখন আমরা এই দেহ মনকেও উপলব্ধি করিয়া থাকি। অর্থাৎ মন দ্বারাই এই দেহকে উপলব্ধি করি, কিন্তু দেহ দ্বারা মনকে উপলব্ধি করি না। কারণ মন অপেক্ষা দেহ জড়, তাই মনের চেতনায়ই দেহের চেতনা হয়। আবার এই মনও জড়, মনের উপরস্থ আত্মার চেতনায়ই মনের চেতনা। দেহ, মন ও আত্মা এই তিনের মিলনেই জীব। তন্মধ্যে আত্মা অদ্বিতীয় বস্তু; অন্য কোন সাধন-ভজন দ্বারা সেই আত্মার কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। বিশেষতঃ সেই আত্মা ব্যতিরিক্ত দ্বিতীয় কোন বস্তু না থাকায়, সেখানে আত্মার উপাসনাও হইতে পারে না। তোমার মনের সীমানা পর্য্যন্তই দ্বৈত জগত, এই দেহও তোমার মনেরই অধীন; কাজেই তুমি যে কোনও সাধন-ভজন কর না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেন, সে সকল কেবল এই দেহ-মনেরই সাধন-ভজন। অর্থাৎ স্থূল
সূক্ষ্ম দেহ মনের সাধন দ্বারা ঐ দেহদ্বয়কে সুস্থ-সবল রাখিতে
তখন আত্মা প্রকাশিত হন, দুর্ব্বল, মলিন মনে কখনও তিনি প্রকা
না। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন, "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"
তোমরা দেহ এবং মনেরই উপাসনা করিবে। তন্মধ্যে মনের
করিলেই, বিচার বলে তৎসঙ্গে দেহেরও উপাসনা হইয়া যায়।
উপাসনা বা সাধন-ভজনের উৎকর্ষ-অপকর্ষতার দরুণ দেহ-মনেরই
পতন হইয়া থাকে এবং তাহা হইতেই আত্মার দর্শন-অদর্শনও
পূর্ব্বোক্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ দ্বয়ের সাধন করিতে করিতে যখন
বৈরাগ্যবান হইয়া নির্ম্মল ও সবল হইবে, তখনই সেই মন স্বাভাবি
অন্তর্মুখী, অর্থাৎ আত্মাভিমুখী হইবে। আত্মাভিমুখী হওয়া
তখন সুখ-দুঃখের পরপারে মনাতীত স্থানে পরমধামে যাইয়া
পরমানন্দ ভোগ করিবে। একমাত্র নিজ মনের উপাসনা বা পূ
জন্যই জীব এই দুর্লভ মানব-কুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে এবং
উপাসনা বলেই মানুষ এই জগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া থাকে।
যে ব্যক্তি দুর্লভ মনুষ্য দেহ, বিশেষতঃ পুরুষ দেহ, লাভ করিয়াও নি
পূজা করিতে না পারে, সে-ই নরাকৃতি পশু ; বিফলই তাহার
তুমি একমাত্র তোমার মনের পূজা করিতে পারিলেই দেখিতে পাই
ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি সমস্ত দেবতার পূজাই হইয়া গিয়াছে;
সঙ্গে সঙ্গেই পূজার ফল স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান বলে তোমার মনে
সমস্ত ভোগ্য পদার্থ প্রাপ্ত হইয়া, তুমি পূর্ণকাম হইয়াছ।
যত প্রকারের পূজা আছে, তন্মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পূজা বা উপাসনা
মনের উপাসনা'। ইহার মত সদ্য ফলপ্রদ উপাসনা জগতে
লোকে গ্রাসে, গ্রাসে ভাত খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেরূপ ক্ষুধা নি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিতৃপ্তি করে, তোমার মনের পূজার সঙ্গে সঙ্গেই সেইরূপ মনের বাসনা-সমূহের নিবৃত্তি হওয়ায়, তুমিও পরম শান্তি উপলব্ধি করিতে পারিবে। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মহাপুরুষ সুর ধরিয়া গাহিতে লাগিলেন,—

(ঠাকুরদাদা—সুর।)

(সদা) মনের প্রভাব দেখা যায়।
মন বিনা ত্রিজগতে কিছু নাহি হয়॥
মন করে, মন গড়ে, মন ভাঙ্গে, মন চূরে।
আনন্দ-নিরানন্দ সব, মনেতেই রয়॥
পাপ-পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, মনেতেই সর্ব্ব কর্ম্ম।
(এসব) মনেতেই উদয়, স্থিতি, মনেতে হয় লয়॥
চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মনই তা'র মূলাধার।
(এই) মনের ধাঁধায় পড়ে' লোকে, বিবেক-হারা হয়॥
শত্রু, মিত্র যত কিছু, নিজ মনই সব কিছু।
মন যা'র মিত্র হয় তা'র, শত্রু কি আর রয়?
যা'র মন বশে রয়, সেই জন রাজা হয়।
ত্রিভুবন জয়ী সে-ই, (তা'র) নাহি থাকে ভয়॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এই মনই সর্ব্বেশ্বর।
মনকে যে পূ'জে, সে-ই জগত-পূজ্য হয়॥
মনের শক্তি যে না জানে, শাস্ত্র তা'রে পশু গণে।
হইয়া সে নর-পশু, দুঃখে কাল কাটায়॥
সৎ-সঙ্গে মনস্তত্ত্ব, জেনে নেও হে পরম তত্ত্ব।
পরম শান্তি লাভের নাহি, অন্য উপায়॥

ভক্ত—ভগবন্! মনের পূজা কি ভাবে করিতে হয়?

মহাঃ—বৎস! 'পূজা' শব্দের অর্থ, যে কার্য্য করিলে যাহার শান্তির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যবস্থা হয়, তাহাই তাহার উপযুক্ত পূজা। যদি বল যে, 'ধন-জনাদি
উপভোগের দ্বারাই ত মন শান্তি পাইবে, অতএব মনকে সেই সকল
উপভোগ করিতে দিলেই মনের পূজা করা হইবে।' তদুত্তরে বক্তব্য
যে, বিষয় উপভোগের দ্বারা যদিও তোমার মন ক্ষণিক শান্তি পায়
তুমি মনে কর, কিন্তু তাহা তোমার বুঝিবার ভ্রম মাত্র। বিচার করি
স্পষ্ট দেখিতে পাইবে যে, সেই বিষয় সকল উপভোগ করিয়া তোমা
বিষয়ের বিষের জ্বালায় সর্ব্বদাই ছট্-ফট্ করিয়া থাকে। যে পর্য্য
তাহার নিজের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কারণ সঠিকরূপে জানিতে না
সেই পর্য্যন্ত কিছুতেই মনের শান্তি হইতে পারে না। অতএব মনের
স্থিতি, লয়ের কারণ জানিবার জন্য যাহাতে তোমার মনের তীব্র
জন্মে এবং বিচার বলে যাহাতে তোমার মন সেই কারণ বিষয় জ্ঞান
করিতে পারে, গুরু-বাক্য ও বেদ-বাক্যের দ্বারা তদনুরূপ চেষ্টা
নামই 'মনের পূজা'। বৎস! তোমার ঘরের বাসনগুলিকে প্রত্যহ
হয়, ঘর-দরজাগুলিকেও প্রত্যহই পরিষ্কার করিতে হয়, স্নানের
প্রত্যহই শরীর মার্জ্জন করিতে হয়। এসকল কাজ প্রত্যহ না
বাসন, ঘর-দরজা ও শরীর যেরূপ অব্যবহার্য্য হইয়া যায়, সেরূপ
সৎসঙ্গে সদুপদেশ দ্বারা মনকে মার্জ্জিত করিতে হয়, নতুবা তোমার
অব্যবহার্য্য হইয়া যাইবে এবং তোমার এই মন দ্বারা কি বহির্জ্জগ
অন্তর্জ্জগতে সর্ব্বত্রই কাজ করা অসাধ্য হইয়া পড়িবে। অথচ দি
২৪ ঘণ্টার মধ্যে তুমি নিজের মনের দিকে একবারও ফিরিয়া চাও
নীরবে বসিয়া কখনও তোমার মনের সঙ্গে তুমি কোন বাক্যালাপ
না। সুতরাং তুমি নিজের মনের পূজা কি প্রকারে করিবে।
মনকে ভালবাস না, তাই তোমার মন সংসারে এত দুঃখ-কষ্ট ভুগি
যদি সত্য সত্যই তুমি তোমার মনকে ভালবাসিতে, তবে তোমা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহাতে অসৎ পথে না যায় এবং বিচার শক্তি বলে নিজের দোষ নিজে দৃষ্টি করতঃ মন যাহাতে সেই বিষয়-বিষ পান না করিয়া (অর্থাৎ বিষয়ের সঙ্গে মন বুদ্ধি স্থাপন করতঃ তন্ময় হইয়া না থাকিয়া) সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কারণ অবগত হইয়া চিরশান্তি ভোগ করিতে পারে, তুমি কায়-মনো-বাক্যে তাহারই ব্যবস্থা করিতে, আর সর্ব্বদাই সেই পথে চলিবার জন্য মনকে সুপরামর্শ দিতে। কিন্তু তুমি তাহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধভাবে শত্রুতাচরণ কর বলিয়াই, তুমি তোমার অজ্ঞান মনের নিকট, নাম-রূপে সজ্জিত মাকাল ফলের ন্যায় বাহিরে সুন্দর, বিষয়-বিষ-ফল আনিয়া দিতেছ। আর, অজ্ঞ মনও সেই নাম-রূপের মোহে পড়িয়াই সেই বিষ-ফল খাইয়া পরে সেই বিষের জ্বালায় হাহাকার করিতেছে। নিজের বুদ্ধির দোষে তুমি ঠিক এই ভাবেই বহু জন্ম হইতে তোমার মনের সঙ্গে শত্রুতাচরণ করিয়া আসিতেছ। এই ভাবে বিষ খাওয়াইয়া জীবন নাশ করা অপেক্ষা অধিক শত্রুতা জগতে আর কি হইতে পারে ?

ভক্ত—করুণাময়! আপনি যে আমাকে নিজ মনের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে বলিলেন, মনের সঙ্গে কি প্রকারে বাক্যালাপ করিতে হয়? ইহার অর্থ আমি কিছুই বুঝিলাম না।

মহাঃ—হে সুব্রত! আত্মজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশ শ্রবণ করিতে করিতে তোমার মনের মধ্যে কিছু বিচার শক্তি জন্মিলে, তুমি একাকী নীরবে বসিয়া তোমার বর্ত্তমান দেহের গত জীবনের সমস্ত ঘটনাগুলি ঐ বিচার শক্তি বলে তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যালোচনা করিতে থাক। আর তুমি নিজ মনের প্রহরী হইয়া, মন কোন্ দিকে, কি ভাবে, কেন ধাবিত হয়, সর্ব্বক্ষণ তাহারই অনুসন্ধান করতঃ সেই সকল বিষয়-চিন্তা হইতে মনকে ফিরাইয়া আনিতে থাক। এইরূপে মনোরাজ্য পর্য্যবেক্ষণ করার নামই 'মনের সঙ্গে বাক্যালাপ'। এই ভাবে মনোরাজ্য, স্বপ্ন ও সঙ্কল্প এই সকল চিত্ত-কার্য্য অনু-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ধান কর, তবেই দেখিতে পাইবে, চিত্তেরই লীলায়, সুখকে দুঃখ, দুঃখকে সুখ, শান্তিকে অশান্তি, অশান্তিকে শান্তি এবং বহু যোজনও গোষ্পদের ন্যায়, অত্যল্প দূরও বহু যোজনের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। এই জন্যই এই বিশ্ব অবিবেকীর দৃষ্টিতে বহু যোজন এবং বিবেকীর দৃষ্টিতে গোষ্পদ তুল্য।

ভক্ত—প্রভু! আপনার কথায় বুঝিতেছি, ভগবানকে আমা হইতে পৃথক জ্ঞানে উপাসনা দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না; কারণ তাহাতে নিজকে নিজে জানা যায় না। প্রভু! তবে, পরমেশ্বরের উপাসনা কি ভাবে করিব?

মহাঃ—বৎস! 'ভগবান সর্ব্বব্যাপী' এই কথা ছেলেবেলা হইতে তুমি শুনিয়া আসিতেছ। যদি তিনি সর্ব্বব্যাপীই হন, তবে তিনি তোমাকে ব্যাপীয়া আছেন, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। নতুবা তোমাকে বাদ দিয়া, সেই ভগবানের সর্ব্বব্যাপিত্ব কিছুতেই রক্ষা হইতে পারে না। সুতরাং যখন তিনি তোমাকে ভিতরে বাহিরে ব্যাপীয়া আছেন, তখন তুমি তোমার ভিতরে উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিলেই ত সেই ভগবানকে পাইবে। ইহারই নাম 'পরম তত্ত্ব' বা 'আত্মজ্ঞান'। অতএব ভগবান তোমার এত নিকটে থাকিতেও তুমি কেন হাত তুলিয়া 'এস প্রভু এস' রবে চীৎকার করিতেছ? আর অনর্থক দূর-দূরান্তরে এ তীর্থে সে তীর্থে ঘুরিয়া কষ্ট পাইতেছ? কেনই বা পরমেশ্বরকে তোমা হইতে অনেক দূরে কল্পনা করিয়া, নানা প্রকার দেব-দেবীর মূর্ত্ত্যাদি প্রস্তুত করিতেছ? আর ফুলবিল্বপত্রাদি সংগ্রহ করিয়া দুঃখ-কষ্টের বোঝা টানিয়া কেন নিজের মাথায় লইতেছ? বৎস! তুমি দেখ, অঙ্গ পরিচালন ব্যতিরেকে পুষ্প-পত্রাদি সংগ্রহ করিতে পার না। কিন্তু কোনরূপ শরীর চালনা না করিয়া, কেবল মনোবৃত্তির দ্বারাই পরমার্থপদ লাভ করিতে পারা যায়। সুখাসনে উপবেশন, ...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোজন, ভোগবাসনা বিসর্জ্জন, সৎপথের অনুসরণ, দেশ, কাল ও পাত্র অনুযায়ী পথের বিচার, সদ্‌গুরু ও সাধু সঙ্গের অনুবর্ত্তন, এই গ্রন্থের ও অন্যান্য মোক্ষ শাস্ত্রের আলোচনা, এই সকল উপায়ে সংসার-শান্তিজনক পরমাত্ম-বোধ সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মহাপুরুষ নিজের ভাবে বিভোর হইয়া গাহিতে লাগিলেন,—

(দাদার মত—সুর। গৌরী)

'এস প্রভু এস' বলে, হাত-বাড়ায়ে ডাক কা'রে ?
সে যে অন্তরেতে রে ভাই, লোকে বৃথা চীৎকার করে॥
সমাজেরই চাল-চলনে, জন্মাবধি দেখে-শুনে।
(তুমি) মনের ভ্রম-কল্পনাতে, রাখছ তাঁ'রে বহু দূরে॥
সূর্য্যের আলো, আর অন্ধকার, অন্ধের নিকট সব একাকার।
তেমনি আত্ম-সূর্য্যের জ্যোতি, অজ্ঞানান্ধ আঁধার হেরে॥
বহু জন্ম এ ভাবে গেল, এবার বিচার ক'রে চল।
জ্ঞানী গুরুর আদেশ মানলে, পা'বে তাঁ'রে হৃদ্‌মাঝারে॥

পুনরায় মহাপুরুষ বলিতে লাগিলেন, হে সুমতে! 'উপাসনা করিব, উপাসনা করিব' বলিয়া যে তুমি চীৎকার করিতেছ, এই 'উপাসনা' শব্দের অর্থ জান কি ? 'উপাসনা' অর্থে, উপ=সমীপে+আসীন=উপবিষ্ট। অর্থাৎ নিকটে উপবেশনকে 'উপাসনা' বলে। সাধারণ কথায় লোকে উপাসনা অর্থে খোসামোদ করাকেই বুঝিয়া থাকে। শাস্ত্রে আছে 'জ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মোপাসনা করেন'। এই জ্ঞানী ব্যক্তি কি জন্য কাহার খোসামোদ করিবেন ? ব্রহ্মের ত আর খোসামোদ করা চলে না! সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, উপাসনা অর্থ খোসামোদ করা নয়, নিকটে উপবেশন করা।

ভক্ত—প্রভু! পূর্ব্বে আপনি বলিয়াছেন যে, 'আমি অন্ত, ভগবান অনন্ত, এই ভাবে ভগবানের উপাসনা চলে না'। তবে এই যে নিকটে উপবেশনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা বলিতেছেন, কে কাহার নিকটে উপবেশন করিবে, তাহা বুঝিলাম না ?

মহাঃ—বৎস ! তোমার মন তোমার নিকটে, অর্থাৎ তোমার আত্মার নিকটে উপবেশন করিবে। চিন্তা করিয়া দেখ, তোমার দেহ যে স্থানে বসিয়া থাকিলেও মন সর্ব্বদাই বাহিরে নানা স্থানে, দেশ-বিদেশে কামিনী-কাঞ্চনের রসাস্বাদনে ঘুরিয়া বেড়ায় ; তিলেকের জন্যও সেই মন তোমার নিজের নিকট আসিয়া উপবিষ্ট হয় না। যখন তোমার মন ঐ ছুটাছুটি বা চঞ্চলতা ত্যাগ করিয়া, শান্ত ভাবে আসিয়া তোমার নিকট বসিবে, তখনই তোমার প্রকৃত উপাসনার কার্য্য চলিতেছে বলিয়া জানিবে। হে সুমতে ! চক্ষু মেলিলে বাহিরের সর্ব্ব পদার্থের রূপ ও চঞ্চলতা দেখা যায়, আর চক্ষু মুদ্রিত করিলে নিজ অন্তরের অর্থাৎ নিজ মনের ... চঞ্চলতা দেখা যায়, ইহা অতি সত্য কথা। যিনি নিজ মনের চঞ্চলতা ধরিতে পারিয়া সেই চঞ্চল মনকে স্থির করিতে পারিয়াছেন, মাত্র তিনিই জগতের অপর সমস্ত মনের অবস্থা ও সংবাদ জানিতে সমর্থ,—মনের ... সৎ-সঙ্গে থাকিয়া মহাপুরুষের বাক্য শ্রবণ ও মনন দ্বারা বিচার-শক্তি ... মনকে শান্ত করিয়া নিজের নিকটে অর্থাৎ আত্মস্থ করিয়া রাখার জন্য চেষ্টা করা হয়, তাহারই নাম 'মনের উপাসনা'। অতএব বাবা ! জগতের সর্ব্বপ্রকারের বাহিক উপাসনা ত্যাগ করিয়া অন্তর্মুখী হইয়া এক মনের উপাসনা করাই তোমার প্রধান কর্ত্তব্য।

ভক্ত—প্রভু ! আমি যে ভাবেই যত রকমের প্রশ্ন করি না কেন, আপনি আমাকে অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা বুঝাইতে বুঝাইতে, ... প্রাপ্তি ও আত্মজ্ঞান লাভ যে একই বিষয়, তাহা প্রতিপন্ন করাইয়া একের স্থানে আনিয়াই বারে বারে পৌঁছাইতেছেন, ইহা আমার ... আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাঃ—বৎস! যেমন ঘুড়ি উড়াইবার সময়, ঘুড়ি যত ঊর্দ্ধেই উঠুক না কেন, নাটাই আমার হাতেই থাকিবে, সুতরাং সূতা টানিলে সেই ঘুড়িকে ঠিক স্থানে আমার হাতে আসিতেই হইবে, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। সেইরূপ, তুমি যে ভাবে যত প্রশ্নই কর না কেন, তোমাকে ঘুরিয়া-ফিরিয়া ঠিক সেই এক পরম স্থানেই (আত্মাতেই) পৌঁছিতে হইবে। কারণ যাওয়ার অন্য কোনও পৃথক স্থান নাই। সেই একের সঙ্গেই সমস্ত বাঁধা রহিয়াছে। অতএব এই সত্য কথায় আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে?

হে সত্যকাম! সমুদ্রের ঢেউ সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া সমুদ্রেই স্থিত থাকে এবং পরে সমুদ্রেই লীন হইয়া যায়। এখন সেই সমুদ্রকে বাদ দিয়া ঢেউ দেখিতে বা ঢেউ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে পারা যাইবে কি? তাহা যেমন সম্পূর্ণ অসম্ভব; ঠিক সেইরূপ, এই দৃশ্যমান জগতও ব্রহ্ম-সমুদ্রের ঢেউ বিশেষ। ইহা ব্রহ্ম হইতে উত্থিত হইয়া ব্রহ্মেতেই স্থিতি ও লয় প্রাপ্ত হইতেছে। সুতরাং ব্রহ্মকে বাদ দিয়া কিছুতেই জগতের অস্তিত্ব অনুভব হইতে পারে না বা জগতবিষয়ে কোন আলোচনাও হইতে পারে না। ইহাই স্বতঃসিদ্ধ। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থও বলিতেছেন,—

"ব্রহ্ম হ'তে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়।
পুনরপি সেই ব্রহ্মে হয়ে যায় লয়॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাস্তিক ও আস্তিক।

ভক্ত—প্রভু! আমি দেখিতেছি আপনার উপদেশানুযায়ী [illegible] আমার সমাজস্থ সকলে আমাকে উপহাস করিবে।

মহাঃ—বৎস! আবহমান কাল হইতেই দেখা যায়, তত্ত্বজ্ঞের [illegible] মুষ্টিমেয়, তাই তত্ত্বজ্ঞের আচার-ব্যবহার ও বাক্যালাপে অতত্ত্বজ্ঞগণ উপ[illegible] করিবে; হয়ত ঘৃণা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যও করিতে পারে। কিন্তু সেই[illegible] কোন ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, তুমি যে স্বাধীন, নিত্য, মুক্ত, আত্মা, ইহা [illegible] হইয়া, অজ্ঞান হইতে অজ্ঞানীকে উদ্ধার কর। অর্থাৎ যাহারা [illegible] আবরণের ঘোর অন্ধকারে পড়িয়া নিয়তই ছট্‌ফট্ করিতেছে, তাহা[illegible] জ্ঞানালোক দাও। বৎস! পিতা স্বীয় শিশু কর্ত্তৃক তিরস্কৃত বা [illegible] হইয়াও ক্লিষ্ট বা কোপযুক্ত হন না। শিশু হয়ত পিতার কা[illegible] টানিতেছে, আর পুনঃপুনঃ বলিতেছে, "বাবা সন্দেশ দাও, সন্দে[illegible] তখন পিতা কুপিত না হইয়া বরং তাহাকে লালন করেন। তদ্রূপ [illegible] ব্যক্তি অজ্ঞ কর্ত্তৃক নিন্দিত বা স্তুত হইলেও তাহার কোন প্রকার নি[illegible] স্তব করেন না; বরং যেরূপে সেই অজ্ঞানীদিগের তত্ত্ববোধ হয়, তদ্[illegible] তিনি ব্যবহার করেন। আত্মজ্ঞের ইহাই একমাত্র কর্ত্তব্য।

ভক্ত—প্রভু! আপনার এই সকল তত্ত্বকথা শুনিয়া সাধারণে[illegible] অনেকেই আপনাকে 'নাস্তিক' বলিবে।

মহাঃ—বৎস! নাস্তিক কাহাকে বলে, জান কি? যিনি না[illegible] প্রকৃতপক্ষে তিনিই আস্তিক। নাস্তিক শব্দের ভাবার্থ এই, যাঁহার [illegible] কিছুই স্থিতি পায় না, তিনিই প্রকৃত নাস্তিক। সুতরাং এরূপ [illegible] ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে দুর্ল্লভ। মনের মধ্যে অন্য কিছু স্থান না পাইলেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছি' এই বোধ প্রত্যেকের মনে থাকিবেই থাকিবে। তবে তুমি যে নাস্তিকের কথা বলিতেছ, তাহা একে অন্যের পক্ষে নাস্তিক। মনে কর, ৫০ জন লোকের রজ্জুতে সর্প-ভ্রম হইয়াছে, তাই তাহারা সকলেই সত্য ও প্রত্যক্ষ সর্প দেখিতেছে। অন্য যে ব্যক্তি জানে যে, ওখানে একগাছি রজ্জু পড়িয়া রহিয়াছে, তখন সে আসিয়া বলিল "ইহা সর্প নয়, রজ্জু"। এখন কাহার কথা সত্য হইবে? যুক্তিতে দেখা যায় যে, অধিকাংশ লোকে যাহা বলে তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করা উচিত; কাজেই ৫০ জনের কথায় তখন সর্পই সত্য বলিয়া মানিতে হইবে। তাই এখন এই ৫০ জন সর্পবিশ্বাসী রজ্জুবিশ্বাসীকে বলিতেছে, "আমরা সকলেই মানিতেছি সর্প, কিন্তু তুমি কিছুতেই তাহা মানিতেছ না, সুতরাং তুমি নাস্তিক"। পক্ষান্তরে, রজ্জুবিশ্বাসী সর্পবিশ্বাসীদিগকে বলিতেছে, "এখানে সর্প কোথায়? প্রকৃত রজ্জুই আছে; সুতরাং রজ্জুকে সর্প মানিতেছ, তাই তোমরা নাস্তিক।" এইভাবে উভয়েই উভয়কে নাস্তিক বলিতেছে। এখন বিচার করিয়া দেখ, কে নাস্তিক? পরে রজ্জুবিশ্বাসী যখন হাতে দিয়া রজ্জু দেখাইয়া দিল, তখন সর্প-বিশ্বাসীদের সর্প-ভ্রম বিদূরিত হইল। এই দৃশ্যমান জগতে 'নাস্তিক' 'আস্তিক' বিষয়েও ঠিক তদ্রূপ। রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের ন্যায়, সাধারণের ব্রহ্মে জগত-ভ্রম হইয়াছে। জগতের মানবগণ, শতের মধ্যে প্রায় ৯৯ ব্যক্তিই বলিবে 'জগত সত্য অস্তি, ব্রহ্ম নাস্তি' আর, মাত্র একজনে হয় ত বলিবেন 'জগত নাস্তি, ব্রহ্মই সত্য অস্তি'। সুতরাং পূর্ব্ব দৃষ্টান্তের ন্যায় এখানেও উভয়ে উভয়ের পক্ষে নাস্তিকই বটে। পরে সেই রজ্জু-সর্পের ন্যায়, যখন সত্য সত্যই জগত নাস্তি, ব্রহ্ম অস্তি প্রমাণিত হইবে, তখন কি তোমরা আমাকে আর 'নাস্তিক' বলিবে? প্রথম রজ্জুজ্ঞানের অভাব বশতঃ উহারা যেরূপ রজ্জু-বিশ্বাসীকে 'নাস্তিক' বলিয়াছিল, তোমরাও ঠিক তদ্রূপই অজ্ঞানতা বশে আমাকে 'নাস্তিক'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিবে। কিন্তু পরে ভ্রম দূর হইয়া যখন তাহাদের রজ্জু-জ্ঞান হইয়াছিল তখন আর তাহাকে নাস্তিক বলিবার ক্ষমতা ছিল কি? তোমাদের সেইরূপ যখন জগত-ভ্রম দূর হইয়া আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে, তখন আর আমাকে নাস্তিক বলিবে কি প্রকারে? বৎস! 'জগত অসত্য, একমাত্র আত্মাই সত্য ও নিত্য' এই বাক্যে যাহারা উপহাস করে, তাহারা মূঢ়; তাহারা সারদর্শী নহে। সুতরাং তাহাদের সেই উপহাস পাগলের প্রলাপ সদৃশ। মৃত দেহকে যেমন সহস্র বার কর্মে নিযুক্ত করিলেও সে উত্থিত হইয়া কোন কাজে যায় না; তাহার ন্যায় বহু যত্নে বুঝাইলেও অজ্ঞ লোক অর্থাৎ যাহাদের মনে দ্বৈতভাব নিরূঢ় এবং বিচার শক্তির অভাব, তাহারা অদ্বৈত আত্মা বুঝিবে না। 'সমুদায় জগত ব্রহ্ম' একথা অজ্ঞদিগের মুখে আসিবে না; মুখে আসিলেও অন্তরে থাকিবে না। অথবা অজ্ঞদিগের প্রতি এই উপদেশ ফলপ্রদ নহে। কারণ এই, তাহারা তপোবিদ্যাদি অনুভবের বাহিরে থাকিয়া চিরকাল কেবল সংসার-ভ্রান্তি দর্শন করিতেছে। যাহারা অল্প প্রবুদ্ধ হইয়াছে অর্থাৎ বিবেকাদি বিষয়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণে অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহাদিগেরই প্রতি "অহং ব্রহ্ম, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" অর্থাৎ "আমিই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম বই আর কিছুই নাই, এ সমস্তই ব্রহ্ম" ইত্যাদি উপদেশ সফল হইয়া থাকে। হে সুব্রত! রজ্জু-সর্প ভ্রম স্থলে একই সময়ে সর্প ও রজ্জু উভয়ই দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না। যখন 'সর্প অস্তি' তখন 'রজ্জু নাস্তি' হয়; আবার যখন 'রজ্জু অস্তি' তখন 'সর্প নাস্তি' হয়। ঠিক সেইরূপ, একই সময়ে ব্রহ্ম ও জগত উভয়ই দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না। যখন নিঃসন্দিগ্ধরূপে 'জগত নাস্তি' জ্ঞান হইবে, তখনই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিবে; আর যতক্ষণ 'জগত অস্তি' জ্ঞান থাকিবে, ততক্ষণ ব্রহ্মজ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব থাকিবে;—ইহাই সিদ্ধান্ত। রজ্জুতে সর্প-ভ্রম হওয়ার পরে সেই ব্যক্তির যখন সত্য রজ্জু জ্ঞান হয়, তখন সে স্পষ্টই দেখিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পায় যে, 'এতক্ষণ নিজের অজ্ঞানতা বশতঃই আমি এই সত্য রজ্জুতে মিথ্যা সর্প কল্পনা করিয়া ভয়-আতঙ্কে অশান্তি পাইতেছিলাম'। ঠিক তদ্রূপ, যখন কোন ব্যক্তির আত্মজ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান) হয়, তখন তিনি স্পষ্টই দেখিতে পান যে, 'এতক্ষণ নিজের অজ্ঞানতাবশতঃই আমি এই সত্য ও নিত্য আত্মাতে মিথ্যা জগত কল্পনা করিয়া শোকে-তাপে জর্জ্জরিত ছিলাম'। অতএব মনের উপাসনা দ্বারা যোগাবলম্বন না করিলে, জগত অস্তি, কি ব্রহ্ম অস্তি, তদ্বিষয়ে তুমি কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না।

ভক্ত—প্রভু! যোগ কাহাকে বলে?

মহাঃ—বৎস! এখন রাত্রি হইয়াছে, আগামী কল্য তোমাকে যোগতত্ত্ব বলিব।

যোগ।

ভক্ত—প্রভু! আপনি বলিয়াছিলেন অদ্য যোগতত্ত্ব বর্ণন করিবেন, অতএব কৃপা পূর্ব্বক তাহাই বর্ণন করুন।

মহাঃ—মানব এই যোগ বলে আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া মায়া-বন্ধন বা ভব-বন্ধন মুক্ত হয়।

ভক্ত—প্রভু! 'যোগ' কাহাকে কহে?

মহাঃ—তুমি ছেলেবেলা যোগ অঙ্ক করিয়াছ ত? যেমন ১+৩+৪=৮; ঠিক এইরূপ বহু সংখ্যাকে একে পরিণত করার নাম 'যোগ'।

ভক্ত—মানুষে মায়াবন্ধন মুক্ত হইয়া আত্মদর্শনের জন্য যে যোগ করে, তাহা কি রকম যোগ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাঃ—আত্ম-দর্শনের জন্য লোকে যে যোগ করে; তাহাতে এই রকমই বহুকে একে পরিণত করিতে হয়। তবে, এই যোগকে যোগ না বলিয়া বিয়োগ বলিলেও চলে। কারণ এই প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে যোগ স্বাভাবিক হইয়াই আছে, এখানে সর্ব্বাগ্রেই বিয়োগ করিতে হইবে। এই বিয়োগই লোকে করিয়া উঠিতে পারে না; ইহা করিলে সেই যোগ আপনা হইতেই যাইবে; তখন যোগের জন্য তোমাকে বিন্দু মাত্রও চেষ্টা করিতে হইবে কাজেই ইহাকে যোগ না বলিয়া বিয়োগও বলিতে পার।

ভক্ত—ভগবন্! আপনি যে এই যোগকে বিয়োগ বলিতেছেন, তাৎপর্য্য আমি কিছুই বুঝিলাম না।

মহাঃ—বৎস! তোমার মন স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, ক্ষেত্র, পশু ও বিত্ত অসংখ্য মিথ্যা বিষয়ের সঙ্গে অসংখ্য ভাগে চিন্তার দ্বারা সর্ব্বদাই যোগ হইয়া রহিয়াছে। এই যোগ তোমাকে আর চেষ্টা করিয়া করিতে হয় স্বাভাবিকই এই যোগ হইয়া আছে। এখন সেই অসংখ্য ভাগে মনকে একত্রিত করিয়া এক সংখ্যায়, অর্থাৎ একে পরিণত করিতে তাই ঐ সকল বিষয়-চিন্তা তোমার মন হইতে বিয়োগ করিতে (বাদ হইবে। এই রূপে মন হইতে বিষয় সকল অর্থাৎ বিষয়ের চিন্তা বা বিকল্প সকল বাদ দিলেই তুমি দেখিতে পাইবে যে, তখন তোমার মন মাত্র মনই থাকিবে। মন এইরূপ ভাবে একক হইয়া থালি হইলে, স্বাভাবিক ভাবে আপনা হইতেই আত্মার সঙ্গে যুক্ত হইয়া যায়; তাই মনরূপী জীব ও পরমাত্মায় অভেদ বোধ হইয়া থাকে। লোকে ইহাকে 'যোগ' বলে। এখন বুঝিয়া দেখ যে, ইহাকে 'যোগ' ও 'বিয়োগ' বলা যাইতে পারে। কিন্তু মন হইতে বিষয় বিয়োগ করিতে হইলে, সঙ্গে বিনা সংগ্রামে ইহা কিছুতেই সিদ্ধ হইবার নয়। আবার দেখ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন্নিও ত্যাগ হয় না। যোগ সাধনাই মূল সাধনা। ত্যাগ, যোগ সাধনার ফল। প্রকৃতি পুরুষের সঙ্গে যুক্ত হইলেই যোগ সিদ্ধ হয়। পুরুষ পরমাত্মা, মন-প্রকৃতি জীবাত্মা; এই জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত যুক্ত হইলেই যোগ সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই যোগের ফলেই চিত্তবৃত্তির বহির্মুখিত্ব রুদ্ধ হইয়া লোক মুক্ত হয়।

ভক্ত—দয়াময়! লোকে বলে, 'বহু মুনির বহু মত'। বহু শাস্ত্রে বহু প্রকার যোগের কথাই লিখিত আছে বলিয়া আমরা শুনিতে পাই। সুতরাং আপনি যে এখন যোগের কথা বলিতেছেন, ইহা কোন প্রকারের যোগ? আর, এই বহুর মধ্যে কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা, তাহাই বা কি প্রকারে নিশ্চয় করিব?

মহাঃ—বৎস! বহু মুনি থাকিলেও আত্মজ্ঞ মুনিদের সকলের কথাই এক অভিন্ন, দুই কখনও হইতে পারে না। যেমন গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, মেঘনা, পদ্মা প্রভৃতি যেখানে যত প্রকারের নদ-নদীই থাকুক না কেন, সকলকেই অন্তে এক সমুদ্রে যাইয়া পড়িতে হইয়াছে; সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ মুনি-গণও জ্ঞান-নেত্রে প্রত্যক্ষরূপেই দেখেন যে, জগতের যাবতীয় জীবই অন্তে এক ব্রহ্ম-সমুদ্রে যাইয়া মিলিত হইতেছে। সুতরাং সেই সকল মহাপুরুষদের পরস্পরের কথার ভাবার্থে কখনও অসামঞ্জস্য হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কোন কোন স্থলে মাত্র শব্দান্তর হইতে পারে, যেমন 'জল' শব্দের স্থলে 'পানি' শব্দ হইয়াছে। আমিও হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের আচার্য্যাদের মধ্যে কোনই মতানৈক্য খুঁজিয়া পাই নাই। তাই বলি বৎস! বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় যাহা বলিতেছে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু ঐ সকল কথার ঠিক তাৎপর্য্য কি, তাহা বুঝিতে হইবে। অনেক সময় লোকে বিভিন্ন ধর্ম্ম সমূহের উপদেশ সম্পূর্ণ বিপরীত বুঝিয়া থাকে, বিশেষতঃ উহারাও ঐ বিষয়ে বড় স্পষ্ট করিয়া কিছু বলেন না। বেদান্তও বলিতেছেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গবামনেকবর্ণানাং ক্ষীরস্যাপ্যেকবর্ণতা।
ক্ষীরবৎ পশ্যতে জ্ঞানং লিঙ্গিনস্তু গবাং যথা॥ (ব্রহ্মবিন্দু উপনিষ

অর্থাৎ—"যেমন গোপালকগণ সকল বর্ণের গরু হইতে শুক্ল বর্ণের দুগ্ধ গ্রহণ করিয়া থাকে, সেইরূপ পণ্ডিতগণ বিভিন্ন শাস্ত্র অদ্বৈত (অর্থাৎ এক ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নাই, এই রূপ) জ্ঞান করিবেন।" বৎস! যেমন সমস্ত দুগ্ধের মধ্যে ঘৃত বিদ্যমান রহিয়াছে, রূপ এই দৃশ্যমান জীবগণের অন্তরে চৈতন্য-স্বরূপ আত্মা গূঢ় ভাবে বিরাজ আছেন। মন্থন-দণ্ডের দ্বারা দুগ্ধকে আলোড়িত করিলে যেমন অন্তর্নিহিত ঘৃত দুগ্ধের উপরে মাখন রূপে ভাসমান হয়, সেইরূপ আ জীবের অন্তরে অন্তর্নিহিত আছেন বলিয়া মনোদণ্ডের দ্বারা আলোড়ন ক তাঁহাকে পাওয়া যায়।

ভক্ত—প্রভু! হিন্দুদের মধ্যেই বৈষ্ণব ও শাক্তে বিরোধ। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে ত মতের সম্পূর্ণ এবং এজন্য যে সময় সময় তীব্র সাম্প্রদায়িক কলহেরও সৃষ্টি হইয়া ইহা ত আমরা স্বচক্ষেই দেখিতে পাই। অতএব উহাদের কোন মতানৈক্য নাই বলিয়া আপনি কি প্রকারে বলিতেছেন?

মহাঃ—বৎস! শিশুকালে অজ্ঞানাবস্থায় তোমরা সহোদর ভ্রাতা জনে যেরূপ সাধারণ খাদ্য দ্রব্য লইয়াই কলহ ও মারামারি করিতে, হইয়া তোমাদের জ্ঞান জন্মিয়াছে পর এখন আর সেইরূপ কর কি? ভাই ভাই মিল হইয়া পরস্পরে প্রগাঢ় ভালবাসা জন্মিয়াছে। ঠিক অধ্যাত্ম রাজ্যের নিম্ন স্তরের অজ্ঞান শিশুগণ মধ্যে হিন্দু, মুসলমানাদি পরস্পর কলহ করে বটে, কিন্তু এই সকল সম্প্রদায়ের জ্ঞান-বৃদ্ধ ব্যক্তিদের সকলেরই পরস্পর অত্যন্ত মিল রহিয়াছে এবং তাঁহাদের পরস্পরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

...ত্রের প্রেম-ভালবাসাই আছে, কোনই বিরোধ নাই; মহাপুরুষ মাত্রেই ইহা দেখিতে পান। হে সুমতে! ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর কৃপায়, বিচার শক্তি বলে তোমার ...যখন নিখিল শব্দ দ্বারা একার্থ বোধ হইবে, যখন সমস্ত ক্রিয়ার এক উদ্দেশ্য ...বে, যখন নিখিল রূপ দ্বারা একমাত্র দৃশ্য দর্শন হইবে এবং যখন সমস্ত ...স্ত্রের এক মর্ম্ম অবগত হইবে, তখনই তোমার মনে জ্ঞানের অঙ্কুর হইবে। ...র্থ এই, 'সকল পথই এক পথ, সকল মতই এক মত এবং সকল শাস্ত্রই ...শাস্ত্র, সকল ধর্ম্মই এক ধর্ম্ম; ঈশ্বর, খোদা, গড ইত্যাদি সমস্তই এক ...; কেবল জল, পানি, ওয়াটার শব্দের ন্যায় শব্দান্তর মাত্র' যখন তোমার ...র এইরূপ উপলব্ধি হইবে, তখনই তুমি জ্ঞানের বা ধর্ম্ম-রাজ্যের প্রথম ...পানে আরোহণ করিয়াছ বলিয়া জানিবে।

ভক্ত—প্রভু! আপনি যে সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় করিয়া আমাকে উপদেশ ...য়েছেন, কেবল ভারতের নিম্ন স্তরের হিন্দু সাধকগণই দ্বৈতবাদী ও ...কারবাদী, তদ্ভিন্ন খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায় মধ্যে ...দেখিতে পাই, তাহারা সকলেই নিরাকার-বাদী ও অদ্বৈত-বাদী। ...তরাং সর্ব্ব সম্প্রদায় এক প্রকার হইল কিরূপে?

মহাঃ—হে সুবুদ্ধে! সর্ব্বত্র হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল ...দায়ের নিম্ন স্তরের অজ্ঞানিগণই সাকার উপাসক বা দ্বৈতবাদী। ... তোমাদের সূক্ষ্ম বিচারশক্তির অভাবে তোমরা তাহা বুঝিতে ...রিতেছ না, তাই সাম্প্রদায়িক কলহেরও সৃষ্টি হইয়া থাকে। নিম্ন স্তরের ...নী হিন্দুসাধক তাহার ঠাকুর মন্দিরে যাইয়া, আপনা হইতে পৃথক জ্ঞানে ... নির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তিতে সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বরের কল্পনা করিয়া আরাধনা করিয়া ...। অবিকল সেইরূপ, নিম্ন স্তরের অজ্ঞান মুসলমানসাধকও তাহার ...হার মন্দির মস্‌জিদে যাইয়া, সেই মস্‌জিদের পশ্চিম দিকস্থ নির্দ্দিষ্ট স্থানে ...পী খোদাকে কল্পনা করিয়া আরাধনা করে এবং অজ্ঞ খৃষ্টান-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধকও তাহার গডের মন্দির গির্জায় যাইয়া, নির্দ্দিষ্ট স্থানেই তাহার নিরাকার গডকে কল্পনা করিয়া আরাধনা করিয়া থাকে। হিন্দুসাধকের বিশেষত্ব যে, সে কোন মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া লইয়া, তাহাতে অসীম পরমেশ্বরকে সীমাবদ্ধরূপে কল্পনা করে। আর, অন্যান্য সম্প্রদায়িগণ বিনা মূর্ত্তিতে নির্দ্দিষ্ট কোন স্থানেই অসীম পরমেশ্বরকে সীমাবদ্ধ রূপে কল্পনা করিয়া থাকে। আরও দেখ, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টানাদি সর্ব্ব সম্প্রদায়ের নিম্নাধিকারীরা কোন শব্দ মন্ত্র যে কোনও প্রকারের মালা দ্বারা জপ করিয়া থাকে। হিন্দুগণ যেরূপ চন্দনাদি সুগন্ধি দ্রব্য পুষ্প-পত্রে ও শরীরে লেপন করিয়া পূজা করে, মুসলমান এবং খৃষ্টানগণও উপাসনা-কালে আতর, এসেন্স ইত্যাদি সুগন্ধি দ্রব্য নিজ শরীরে লেপন করিয়া থাকে। এই ভাবে সর্ব্ব প্রকারে সূক্ষ্ম বিচার করিলে দেখিতে পাইবে যে, অসীম, অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরকে ঐ সকল অজ্ঞানীরা সকলেই আপনা হইতে পৃথক জ্ঞানে, দ্বৈত সাকার ভাবে, সীমাবদ্ধ রূপে মিথ্যা কল্পনা করিয়া লইয়া উপাসনা করিয়েছে। সুতরাং উহাদের পরস্পর মনের ভাবে কোনই প্রভেদ নাই। পক্ষান্তরে সকল সম্প্রদায় মধ্যেই, যাঁহারা সেই সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বরকে অদ্বৈত, অর্থাৎ আপনা হইতে অপৃথক ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, মাত্র সেই আত্মজ্ঞানিগণই অদ্বৈতবাদী বা নিরাকার-উপাসক। তাই এই জ্ঞানীদিগের উপাসনার মন্দির, মস্‌জিদ, গির্জা প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট কোনও স্থান ও সময় নাই, না। সুতরাং যাহা বস্তু তাহাতে কোনই বিবাদ নাই, কেবল মাত্র নামে ও কল্পনায় বিবাদ। অতএব আত্মজ্ঞান লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত, অজ্ঞানী মাত্রেই দ্বৈতবাদী ও সাকার-উপাসক। যে পর্য্যন্ত তোমার মনে এই প্রকারের বোধ দৃঢ়রূপে না জন্মিবে, সে পর্য্যন্ত বুঝিবে যে, তোমার জ্ঞান হয় নাই এবং সে পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ গুরুদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইতে কিছুতেই অবহেলা করিবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মতে! হিন্দু, মুসলমানাদি সর্ব্ব সম্প্রদায়কেই ধর্ম্ম বিষয়ে বাহিরে যে সকল পূজার্চ্চনা ও ফোঁটা, তিলক, মালা, দণ্ড, কমণ্ডলু বা নমাজ ইত্যাদি নানারূপ অনুষ্ঠান করিতে দেখিতেছ, ঐ সকল প্রকৃত ধর্ম্ম নয়; উহা ধর্ম্মের বহিরাবরণ, খোসা বা ছোবড়া মাত্র। সাহেবের নারিকেল খাওয়ার ন্যায়, তোমরা অজ্ঞানীরাও ধর্ম্মের বহিরাবরণ ছোবড়া লইয়াই টানাটানি করিতেছ। তাই কেহই অন্তঃসার রূপ ধর্ম্মের কোন স্বাদ পাইতেছ না।

ভক্ত—প্রভু! সাহেবের নারিকেল খাওয়া কিরূপ?

মহাঃ—কোন একজন সাহেব বিলাত হইতে ভারতে পদার্পণ করিয়াই শুনিলেন যে, 'এদেশে 'নারিকেল' নামে একটী উত্তম ফল আছে, উহা খাইতে অতি সুস্বাদু। তখন সাহেব তাহার খানসামাকে বাজার করিবার সময় একটী নারিকেল আনিতে বলিয়া দিলেন। খানসামা বাজার হইতে নারিকেল আনিয়া রান্নাঘরে রাখিয়া পায়খানায় গিয়াছিল। ইত্যবসরে সেই সাহেব রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া নূতন রকমের ফল দেখিয়াই অনুমানে বুঝিলেন যে, এইটাই সেই নারিকেল ফল হইবে। এইরূপ মনে করিয়া সাহেব তখন সেই নারিকেলটিকে ধরিয়া খাইবার মানসে কামড়াইতে লাগিলেন। কামড়াইয়া একখানা ছোবড়া বাহির করিতে গিয়া তাহার ওষ্ঠ কাটিয়া রক্ত বাহির হইল। তখন সাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, এইরূপ রসশূন্য নারিকেল ফলকে যে ভারতবাসিগণ উপাদেয় ফল বলিয়া ব্যাখ্যা করে, সেইজন্য ভারতবাসীদিগকে মনে মনে যথেষ্ট তিরস্কার করিতে করিতে নারিকেল ফেলিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই খানসামা আসিয়া বলিল "সাহেব! নারিকেল আনিয়াছি, এখন খাইবেন কি?" সাহেব বলিলেন "কোথায় নারিকেল? চল: খাইব"। তখন সাহেবকে রান্নাঘরে লইয়া গিয়া খানসামা দেখিল, কে যেন নারিকেলের একটা ছোবড়া বাহির করিয়াছে। এদিকে সাহেব ত পূর্ব্বেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, এখন খানসামাকে সেই রস-শূন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফলটা আনিতে দেখিয়াই সাহেব বলিলেন, "আমি উহা খাইয়া দেখি[য়াছি] উহা খাইতেই আমার ওষ্ঠ কাটিয়া গিয়াছে। তোমরা ভারতবাসী [...] পশুতুল্য লোক, এই জন্যই এত বড় ভারতকে আমরা মুষ্টিমেয় লো[ক] শাসন করিয়া রাখিতে পারিয়াছি। তোমরা মূর্খ, তাই এইরূপ নী[রস] স্বাদহীন শুষ্ক ফলকে অতি উপাদেয় ফল বলিয়া প্রশংসা করিয়া থা[ক]... খানসামা বলিল "সাহেব ! এইভাবে নারিকেল খাইতে হয় না, উপর[ের] ইহার ছোবড়া ও ভিতরের শক্ত খোলা বাদ দিয়া পরে ভিতরের নারি[কেল] খাইতে হয়।" এই বলিয়া খানসামা ছোবড়া ফেলিয়া দিয়া নারিকেল [...] করিতে লাগিল, আর, সাহেব দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতে লাগি[লেন]। খানসামা নারিকেল বাহির করিয়া কুরাইয়া সামান্য চিনির সঙ্গে [...] সাহেবকে খাইতে দিল, আর তখন সাহেবও তাহা খাইয়া অত্যন্ত [...] হইলেন এবং নারিকেল ফলের সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। তদবধি [...] নারিকেল দ্বারা খাদ্য প্রস্তুত করার জন্য সাহেব খানসামাকে আদেশ করি[...]

হে সত্যকাম! নারিকেলের উপরের ছোবড়া চিবাইয়া যেমন সেই [...] কোনই স্বাদ পায় নাই, তোমরাও ঠিক সেইরূপ ধর্ম্ম বা আত্মা বিষয়ে [...] বাহ্যিক অনুষ্ঠানে মত্ত থাকিয়া সেই সাহেবের ন্যায় ছোবড়া লইয়াই টানা[...] করিতেছ। তাই তোমরাও জগত-সংসারের মূল, সর্ব্বদুঃখ-নাশক [...] কোনই রসাস্বাদন করিতে না পারিয়া, কেবল দুঃখ-কষ্টই ভোগ করি[তেছ] আর, শোকে-তাপে ছটফট্ করিতেছ। নারিকেলের তত্ত্বাভিজ্ঞ [...] আসিয়া সাহেবকে নারিকেলের বহিরাবরণ ছোবড়া ও তন্মধ্যস্থিত [...] খোলা বাদ দিয়া নারিকেল খাওয়ার কৌশল শিখাইয়াছিল, আর [...] সাহেবও নারিকেল খাইয়া বেশ আনন্দ পাইয়াছিলেন। ধর্ম্ম বা [...] বিষয়েও সেইরূপ, তোমরা ধর্ম্মজ্ঞ (আত্মজ্ঞ) গুরুর নিকট উপদে[শ] [...] মনন দ্বারা প্রথমতঃ তোমাদের ধর্ম্মের বহিরাবরণ (বাহ্যিক ধর্ম্ম[...]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিচার পূর্ব্বক ত্যাগ করিয়া, ভিতরে মনের নিকট যাইয়া দেখিবে সংস্কারের বা অজ্ঞানতার সুদৃঢ় আবরণ রহিয়াছে। লৌহ, প্রস্তরাদি হইতেও অতি দৃঢ় সেই আবরণকে তখন তোমাদের বিচার-অসির দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে হইবে। তখন তোমরা তন্মধ্যস্থিত সর্ব্বশান্তি ও পরমানন্দদায়ক ধর্ম্ম বা আত্মাকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবে। বৎস! এই সংসার-বৃক্ষের মূলই ধর্ম্ম বা আত্মা।

হে সুবুদ্ধে! তুমি এই সংসার-বৃক্ষের চিত্রটীর প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি কর, তবেই সহজে সমস্ত বুঝিতে পারিবে। এই সংসার-বৃক্ষের মূল উর্দ্ধ দিকে এবং শাখা অধোদিকে। চিত্রের অধোদিক হইতে সমস্ত মানবকেই ক্রমে উর্দ্ধে উঠিয়া এই বৃক্ষের মূলে (চিত্রস্থ ১নং রেখা স্থানে) অর্থাৎ ধর্ম্মে পৌঁছিতে হইবে। কারণ ধর্ম্ম বা আত্মাকে আশ্রয় করিয়াই এই জগত-সংসার প্রকাশ পাইতেছে; যেমন জলকে আশ্রয় করিয়া ঢেউ প্রকাশ পায়,—ইহাও তদ্রূপ। এই ধর্ম্মেরই সাম্প্রদায়িক নাম, ধর্ম্ম, সত্য, আত্মা, ব্রহ্ম, বিষ্ণু, খোদা, গড ইত্যাদি,—যেমন জলের সাম্প্রদায়িক নাম, জল, পানি, ওয়াটার, এ্যাকোয়া ইত্যাদি; ইহাও সেইরূপ। এক সূর্য্যই বিশ্বের সর্ব্বত্র কিরণ বিস্তার করিয়া সমস্ত বিশ্ববাসীকে আলোকিত করে এবং বিশ্বের সকলেই সেই আলোতে আনন্দে বিচরণ করে। ঠিক তদ্রূপ, ধর্ম্মই জগত-সংসারের আত্মা; সুতরাং আত্মাই এই সংসার-বৃক্ষের মূল। এক আত্মাই ঐ সূর্য্যের ন্যায় বিশ্বের সমস্ত ব্যক্তি ও বস্তুকে অস্তিত্ব ও চেতনা দিয়া, এই দৃশ্যমান জগত-সংসারকে অস্তিত্ববান ও চেতনাশীল রাখিয়াছেন এবং আত্মার অস্তিত্বে ও চেতনাতেই জগতের অস্তিত্ব ও চেতনা দৃষ্ট হইতেছে; তদতিরিক্ত জগতের পৃথক কোন অস্তিত্ব ও চেতনা নাই এই কথা পূর্ব্বেও তোমাকে বিশেষভাবে বলিয়াছি। চিত্রটীর দিকে চাহিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে, মূল ধর্ম্ম বা আত্মা হইতেই সমস্ত সংসার-বৃক্ষের উপরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূর্য্য-কিরণের ন্যায় অস্তিত্ব ও চেতনাশক্তি বিরাজমান। আর, সমস্ত লোক সেই আত্মার আলোকেই বিচরণ করিতেছে। আত্মা এক অদ্বিতীয় বস্তু; ধর্ম্মের মধ্যে হিন্দু, মুসলমানাদি ভাবে কোন ভাগ বা অংশ নাই এবং কখনও থাকিতেও পারে না। এই বিশ্বের সাধারণ অজ্ঞানীরা বুঝিতে না পারিয়াই তাহারা নিজ বুদ্ধিতে পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া বহু অনর্থ ঘটাইয়াছে ও ঘটাইতেছে। চিত্রের অধোভাগের ৪নং রেখার দিকে চাহিলে ঐসকল অজ্ঞানীরা বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা রূপে, পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ে থাকিয়া সাম্প্রদায়িক কলহ দ্বারা অশান্তি ভোগ করিতেছে। ইহারা অজ্ঞানী বলিয়াই কেহ হিন্দু সম্প্রদায়ে থাকিয়া, আমি শাক্ত, আমি বৈষ্ণব, আমি শৈব, আমি সৌর ইত্যাদি বলিয়া পরস্পর দ্বেষাদ্বেষী করিতেছে! অপর কেহ বা বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান সম্প্রদায়ে থাকিয়া আমি আমিষভোজী, আমি নিরামিষভোজী, আমি জৈন, আমি সিয়া, অমি সুন্নী, আমি এক খোদাবাদী, আমি রোমান ক্যাথলিক, আমি প্রোটেষ্টেণ্ট ইত্যাদি অসংখ্য ভাবে সমাজে কলহ করিতেছে। চিত্রের ৪নং রেখার নিম্নে হিন্দু আদি সম্প্রদায় সকলের যে সকল শাখা-প্রশাখা দেখান হইল, বিশেষ অনুসন্ধান করিলে তুমি দেখিতে পাইবে, এতদ্ব্যতীত বাদে ঐ অজ্ঞানীদের মধ্যে আরও কত যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা, প্রশাখা রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহারা সম্পূর্ণ দ্বৈত-বাদী ও সগুণ উপাসক। এই সকল কারণেই ইহারা নিতান্ত অজ্ঞান হইতেও অজ্ঞান। এই জন্য পুরাকালের আত্মজ্ঞগণ বেদান্ত শাস্ত্রে ইহাদিগকে 'কলির জীব'(১) নাম দিয়াছেন।

এই ৪নং রেখাস্থ কলির লোকের মধ্যে, যাহারা বিচারবলে ...

(১) ২৯৪ পৃষ্ঠায় 'চারি যুগ কি?' দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসার-বৃক্ষ। ঊর্দ্ধ।

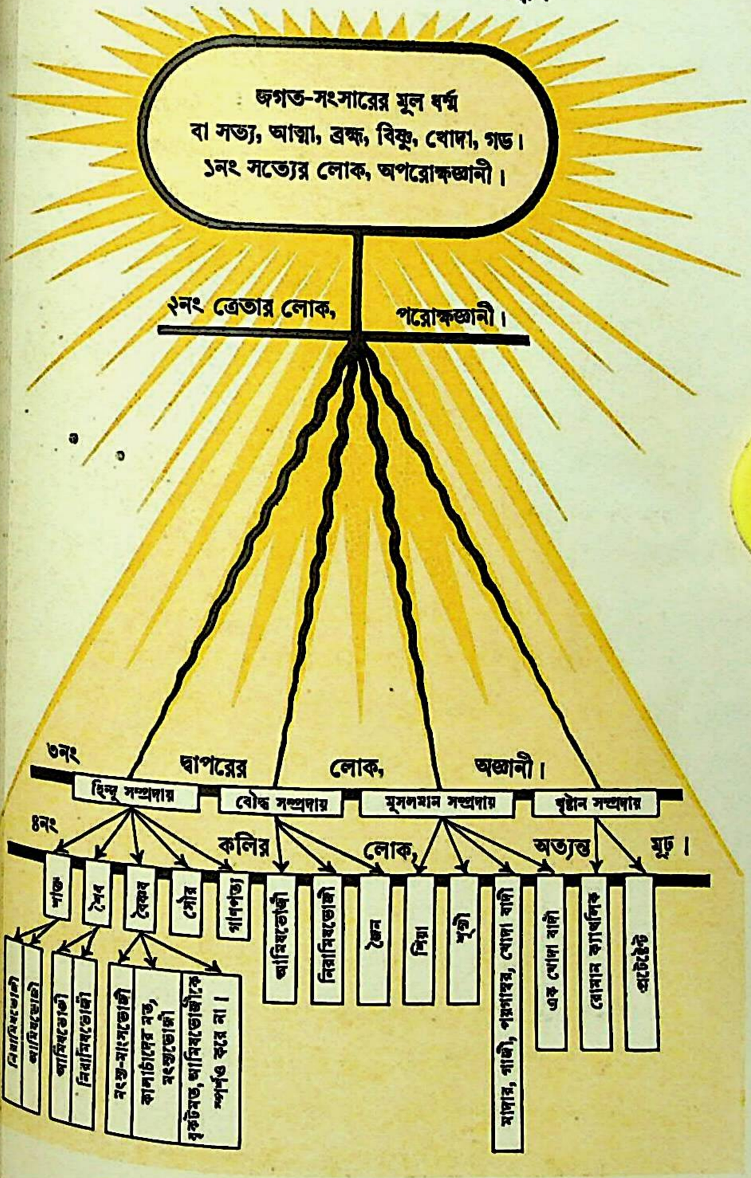

বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা। অধঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

াখা-প্রশাখার মনোমালিন্য দূর করিয়া, ক্রমে চিত্রের ৩নং রেখাস্থানে উঠিবে, খন তাহারাই শাস্ত্র-কথিত 'দ্বাপরের লোক' অর্থাৎ 'দ্বিতীয় সোপানের াক' বলিয়া গণ্য হইবে। ইহারাও দ্বৈত এবং সাকার বাদী অজ্ঞানীই টে। তখন ইহাদের মনে মাত্র 'আমি হিন্দু' 'আমি মুসলমান' এই ভাবের ারণ সাম্প্রদায়িক সংস্কার থাকিবে। আর, 'এই সকল সম্প্রদায় পৃথক ক কেন?' মনে এইরূপ ভাবের প্রশ্ন উঠিয়া, তাহার উত্তর জানিবার স্পৃহাও তাহাদের মনে জাগরিত হইবে। পরে, এই ৩নং রেখাস্থ পরের লোকদের মধ্যে, যাহাদের মনে এই দৃশ্যমান জগত বিষয়ে নানারূপ োদয় হইবে, তাহারা আত্মজ্ঞ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিলে শাস্ত্র-বাক্য ং যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা এই সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে, অর্থাৎ দেহতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব য়ে কিছু বুঝিতে পারিবে। পরে বিচার ও জ্ঞানবলে নিজ নিজ শাখা ংসার-বৃক্ষের শাখা) ধরিয়াই সাধন-ভজন দ্বারা অর্থাৎ শ্রবণ ও মননের তে ক্রমে যখন ২নং রেখাস্থানে পৌছিবে, তখনই তাহারা শাস্ত্রমতে ত্রেতার অর্থাৎ তৃতীয় সোপানের লোক' বলিয়া গণ্য হইবে। এই ২নং স্থ ত্রেতার লোকদিগকেই বেদান্ত 'পরোক্ষজ্ঞানী' বলিয়াও বর্ণন িয়াছেন। তখন এই পরোক্ষজ্ঞানী মানব, দ্বৈত ও অদ্বৈত তত্ত্ব কি কাহাকে বলে, তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়া অদ্বৈত হন। তখন তাঁহাদের এই ২নং রেখার উপরে দাঁড়াইয়া, অধোভাগে ৩।৪ নং রেখাস্থ সাম্প্রদায়িক সাদীদের দ্বেষাদ্বেষী ও রেষারেষীর দিকে চাহিয়া, নিজের পূর্ব্বাবস্থা করতঃ বিচার বলে স্পষ্টই দেখিতে (উপলব্ধি করিতে) পান যে, সভাই আত্মা বা ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয় বস্তু; সেই আত্মাতে হিন্দু, মুসলমানাদি পৃথক কোন সাম্প্রদায়িকতা নাই। তথাপি অজ্ঞানী মানবগণ সেই নির্ম্মল ও পবিত্র ধর্ম্মে এই সকল পৃথক পৃথক সাম্প্রদায়িক মিথ্যা না করিয়াই জগতে নানা প্রকার দুঃখ-অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে ও করি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তেছে। মিথ্যা-স্বরূপ দ্বৈত দ্বারাই একমাত্র দুঃখ-অশান্তির সৃষ্টি হইয়া থাকে। আর, তাঁহারা ঊর্দ্ধভাগে বৃক্ষের মূলের দিকে চাহিয়া দেখেন যে, সত্যস্বরূপ একমাত্র অদ্বৈত ধর্ম্ম বা আত্মার দ্বারাই সর্ব্বপ্রকার দুঃখ-অশান্তি দূর হইয়া অবিচ্ছিন্ন পরম শান্তি লাভ হইয়া থাকে। তাই তখন ঊর্দ্ধদিকে এই সংসার-বৃক্ষের মূলে, অর্থাৎ ধর্ম্মে বা সত্যে পৌঁছিবার জন্যই তাঁহাদের মনে তীব্র স্পৃহা জন্মে। পরে এই ২নং রেখাস্থ পিপাসিত মানবের মধ্যে যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর আদেশানুসারে বৃক্ষের অতি সূক্ষ্ম শুঁড়ি ধরিয়া 'নির্ব্বিষয়ী ধ্যান' যোগে ক্রমে আরও ঊর্দ্ধে উঠিয়া চিত্রস্থ ১নং রেখার স্থানে, অর্থাৎ সংসার-বৃক্ষের মূলে আরোহণ করেন এবং অপরোক্ষ জ্ঞান বলে ধর্ম্ম বা সত্যোপলব্ধি করিয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন, তাঁহারাই তখন শাস্ত্র-কথিত 'সত্য যুগের লোক' অর্থাৎ 'অপরোক্ষজ্ঞানী' বা 'জীবন্মুক্ত' বলিয়া অভিহিত হন। এই সত্যযুগ বা সংসার-বৃক্ষের মূলের লোকেরাই প্রকৃত নিরাকার ও অদ্বৈতবাদী। এতদতিরিক্ত যাইবার আর কোনও স্থান নাই; এখানে এই সংসার-বৃক্ষের মূলেই অর্থাৎ ধর্ম্মে বা আত্মাতেই মানবের যাবতীয় প্রাপ্যপ্রাপ্তির শেষ সীমা। হে সুমতে! বেদান্তাদি শাস্ত্র এই সংসার-বৃক্ষকেই 'অব্যয় অশ্বত্থ' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কারণ অব্যয় অর্থাৎ ব্যয়রহিত, অক্ষয়; অশ্বত্থ অর্থাৎ শ্বঃ=কল্য, স্থা=থাকা; কালও থাকিবে এইরূপ বিশ্বাসের অযোগ্য; অশ্বত্থরূপ সংসার। ভাবার্থ এই, অবিনাশী অথচ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল এই সংসার-বৃক্ষ ব্রহ্মাণ্ডের আকারে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। সর্ব্বসাধারণ অজ্ঞ নরনারীগণ এই জগত-সংসাররূপ অশ্বত্থ বৃক্ষকে শাস্ত্র বর্ণিত রূপে বিদিত হইতে না পারিয়া, অজ্ঞানতা বশতঃ বৃথাই বহির্জগতের অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলে ফুল-বিল্বপত্রাদির দ্বারা পূজা করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়েন। বেদান্ত-মুখে আত্মজ্ঞ ঋষিগণ বলিয়াছেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে॥
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে
তদু নাত্যেতি কশ্চন, এতদ্বৈ তৎ। (কঠোপনিষদ্)

অর্থাৎ—"ঊর্দ্ধমূল ও নিম্নগামী শাখাযুক্ত এই চিরন্তন 'অশ্বত্থ বৃক্ষ' (সংসার-বৃক্ষ) রহিয়াছে; যিনি ইহার মূলস্বরূপ, তিনিই উজ্জ্বল, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃতরূপে উক্ত হন। সমুদায় লোক তাঁহাতে আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। ইনিই সেই সর্ব্বান্তর্যামী আত্মা।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥
ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে,নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা॥ (গীতা)

অর্থাৎ—"এই সংসার, অশ্বত্থ বৃক্ষস্বরূপ। ঊর্দ্ধ (অর্থাৎ সর্ব্বোপরিস্থিত পরম পুরুষ পরমাত্মা) ইহার মূল, অধঃ ইহার শাখা (অর্থাৎ ব্রহ্মাদি দেবগণ হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তৃণ-গুল্মাদি ভূতসকল, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টানাদি সম্প্রদায় ও ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ-পুণ্যাদি বিষয়, এ সকল ইহার শাখারূপে অধোদিকে বিস্তৃত রহিয়াছে); শ্রুতিসমূহ ইহাকে 'অব্যয়' 'অশ্বত্থ' বলেন। বেদ সকল ইহার পত্রস্বরূপ। এইরূপে এই সমূল সংসার-অশ্বত্থবৃক্ষকে যিনি জানেন, তিনিই বেদবিৎ। এই সংসারে স্থিত সাধারণ মানবগণ পূর্ব্ববর্ণিত রূপে সংসার-অশ্বত্থ তরুর স্বরূপ কিছুই উপলব্ধি করিতে পারে না; ইহার আদি, অন্ত ও মধ্য কোথায় এবং ইহার স্থিতিই বা কোথায়? তাহাও কিছুই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানে না। তীব্র বৈরাগ্যরূপ তীক্ষ্ণধার অস্ত্র দ্বারা, সুদৃঢ়রূপে বদ্ধ এই সংসাররূপ অশ্বত্থ বৃক্ষকে ছেদন পূর্ব্বক, তাহার সার তত্ত্ববস্তু ব্রহ্মকে জানিতে হইবে।"

বৎস! দারুণ পিপাসা নিবারণ করিয়া শান্তি লাভের জন্য, মহাপুরুষগণ মধ্যে কেহ বলিতেছেন 'জল পান কর', অন্য কেহ বলিতেছেন 'পানি পিয়ো,' আবার কেহ বা বলিতেছেন 'ওয়াটারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ইহা পান করিলেই পিপাসার শান্তি হইবে'। মনে কর, কোন পিপাসিত ব্যক্তি এই ভাবে তিন জনের তিন কথা শুনিলে, তখন ঐ তিন বস্তুর মধ্যে যে কোন একটা পান করা তাহার সঙ্গত নয় কি? নতুবা কেবল পিপাসায় ছট্ফট্ করাই তাহার সার হইবে। যদি সেই ব্যক্তি বিচারশীল হয়, তবে ঐ তিন দ্রব্যের মধ্যে যে কোনও একটী পান করিয়া পিপাসার শান্তি হইলে পর তাহার অন্য দুইটীরও অনুসন্ধান করিতে স্পৃহা জন্মিবে। তখন সে প্রত্যক্ষ দেখিবে যে, তথায় বস্তু তিনটী নয়, একই বস্তুর তিন নাম বলা হইয়াছে। এই আত্মদর্শন যোগের কথায়ও তুমি এখন ঠিক এই জল পান করার মত সন্দেহের মধ্যে পড়িয়াছ। ক্রমে আমার এই সকল কথার সত্যতা বুঝিতে পারিবে। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মহাপুরুষ গান ধরিলেন,—

(জগতে যে সুখ পেতে চায়—সুর, ছায়া নট।)

এক বস্তু বহু নাম দিয়ে, জগতে ব্যবহার করে।
তা'তে কোন মতভেদ নাই, সব কলহ ধর্ম্মের তরে॥
জল, পানি, ওয়াটার নামে, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টানে।
পিপাসাতে পান করিছে, কেউ নাহি ঝগড়া করে॥
ধর্ম্মকেও সেরূপ জান, শিব, কৃষ্ণ, গড, খোদা মান।
(ঐ) জলের মত তাঁ'রা সবে এক, শান্তি-দাতা সবার তরে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্ব শাস্ত্রের এই সার মর্ম্ম, জগতের হয় একই ধর্ম্ম।
তবুও ধর্ম্ম পৃথক ভেবে, অজ্ঞ সদাই বিবাদ করে॥
অতএব শুন বলি, জ্ঞানী গুরুর সঙ্গে চলি।
মনকে অন্তর্মুখী ক'রে, ধর্ম্ম দেখ নিজ অন্তরে॥

ভক্ত—প্রভু! শাস্ত্রকারগণ কাহাকে যোগ বলিয়াছেন?

মহাঃ—বেদান্ত শাস্ত্র বলিতেছেন,—

তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্॥ (কাঠকোপনিষদ্)

অর্থাৎ—"ইন্দ্রিয়গণকে বহির্বিষয় হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক ধারণ করিয়া চিত্ত বা মনকে স্থির করার নাম 'যোগ'।"

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। (পাতঞ্জল দর্শন)

অর্থাৎ—"চিত্ত বা মন সর্ব্বদাই কাম-ক্রোধাদি বৃত্তি যোগে জাগতিক বহু বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, মনের সেই সকল বৃত্তি নিরোধেরই নাম 'যোগ'।" তন্ত্র শাস্ত্র বলিতেছেন,—

যোগো জীবাত্মনোরৈক্যম্। (মহানির্ব্বাণ তন্ত্র)

অর্থাৎ—"মনরূপী জীব দেহে অহং-বুদ্ধিতে সর্ব্বদাই নশ্বর ভোগ্য বিষয়ের সঙ্গে ঐক্য স্থাপন পূর্ব্বক বহির্মুখী হইয়াই রহিয়াছে। সেই বহির্মুখী জীবকে অন্তর্মুখী করিলে জীব আর আত্মা যে একই বস্তু, তখন এই ঐক্য-বোধ জন্মে; ইহারই নাম 'যোগ'।"

সর্ব্বচিন্তাপরিত্যাগো নিশ্চিন্তো যোগ উচ্যতে॥ (পীঠমালাতন্ত্র)

অর্থাৎ—"যে অবস্থায় সমুদায় চিন্তা দূর হইয়া মন আত্মাতে লীন হয়, তাহারই নাম 'যোগ'।" সংহিতাকার বলিতেছেন;—

সংকল্প-বিকল্পত্যাগো যোগঃ। (হিরণ্যগর্ভ সংহিতা)

অর্থাৎ—"মন সর্ব্বদাই জাগতিক বিষয় ভোগের জন্য বহু রকমের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংকল্প-বিকল্প করিতেছে, সেই সকল সংকল্প-বিকল্প ত্যাগ করিয়া মনকে নির্বিকল্প অর্থাৎ কল্পনারহিত করার নামই 'যোগ'।"

সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ। (যোগী যাজ্ঞবল্ক্য)

অর্থাৎ—"জীবাত্মা ও পরমাত্মার পরস্পর সংযোগের নামই 'যোগ'। তাৎপর্য্য এই, আত্মা কখনও দুইটী হইতে পারে না, কাজেই মনরূপী জী[ব] আত্মাভিমুখী হইয়া যখন আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করে, তখন তাহাকেই 'যোগ' বলে। সুতরাং যদিও এই সকল শাস্ত্রের লিখিত শ্লোকগুলি স্থূল দৃষ্টিতে নানা প্রকারের বলিয়া দৃষ্ট হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম জ্ঞান-দৃষ্টিতে উহার ভাবার্থের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, উহাদের সকলেরই লক্ষ্যার্থ এক। মন দ্বারাই যোগ করিয়া, এই অস্থির চিত্তকে সুস্থির করতঃ আত্মদর্শন বা 'আমি'র দর্শন লাভ করিতে হইবে; তাই এই মনের সঙ্গেই যোগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কিন্তু নিম্নাধিকারিগণ, প্রাণ ও অপান বায়ুর সংযোগ করার নাম যোগ; নাদ ও বিন্দু একত্র করার নাম যোগ; প্রাণ বায়ুকে রুদ্ধ করার নাম যোগ; সহস্রার স্থিত পরম শিবের সহিত কুণ্ডলিনী শক্তির সংযোগ করার নাম যোগ ইত্যাদি ভাবে অসংখ্য যোগের উল্লেখ করিয়াছে।

ভক্ত—ভগবন্! আপনি পূর্ব্বে যে বেদান্তাদি শাস্ত্রের শ্লোক দ্বারা যোগের বিষয় বর্ণন করিলেন, সেই যোগ কি ভাবে নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে, এখন তাহাই আমাকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া বলুন।

মহাঃ—বৎস! তোমার এই দেহটাকে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইবে, ইহাতে প্রথমতঃ এই স্থূল দেহ, তৎপর সূক্ষ্ম দেহ মন বা জীব এবং সর্ব্বোপরি আত্মা এই তিন বস্তু আছে। এই মনরূপী জীব নিজ অজ্ঞানের বশতঃ নিজের তত্ত্ব (আত্মতত্ত্ব) বিস্মৃত হইয়া গিয়া, 'এই স্থূল দেহই আমি' এই জ্ঞানে দেহে অহং (আমি) বুদ্ধি এবং জাগতিক বস্তুতে মমত্ব (আমার) বুদ্ধি স্থাপন করিয়া চলিয়া অসংখ্য দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই মন বা জীবের দেহে 'অহং' বুদ্ধি দূর করতঃ তাহাকে আত্মজ্ঞান (নিজের জ্ঞান) লাভ করাইয়া, 'আত্মার সঙ্গে একই ভাবাপন্ন করিয়া দেওয়ার নামই প্রকৃত 'যোগ' এবং ইহাকেই 'রাজযোগ' কহে। মনঃসংযম দ্বারা রাজযোগ করিয়া মনকে ঐ মোহের বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে হইবে। চিত্ত বা মনের কাম, ক্রোধাদি বৃত্তি সকল বিচার শক্তি বলে বহির্মুখ হইতে রোধ করিয়া অন্তর্মুখী করিতে পারিলেই ইন্দ্রিয়সকল সংযত হয়, তাই তখন মনের আর কোন সঙ্কল্প-বিকল্প করিবার ক্ষমতা থাকে না। অথচ এই সঙ্কল্প-বিকল্প রহিত হইয়া মন তিলার্দ্ধও জীবিত থাকিতে পারে না। কাজেই তখন এই নির্ব্বিকল্প মন, আর আত্মা অভিন্ন হইয়া যায়; অর্থাৎ মনই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়। মনকে বহির্মুখ হইতে অন্তর্মুখী করিবার একমাত্র উপায়, অভ্যাস ও বৈরাগ্য। পুনঃ পুনঃ অভ্যাস দ্বারাই ইহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। তাই পাতঞ্জল দর্শন বলিতেছেন;—

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ।

অর্থাৎ—"অভ্যাস ও বৈরাগ্য এই দুইটীকে অবলম্বন করিতে পারিলেই ইন্দ্রিয় সকল নিরুদ্ধ হয় এবং তাহা হইতেই ক্রমে মনও লয় পায়।" সুতরাং মন লয় পাইলেই তখন 'আত্মা' আর 'অনাত্মা' বলিয়া বা 'জীব' আর 'ব্রহ্ম' বলিয়া পৃথক কোন বস্তুই থাকে না; সমস্ত একাকার হইয়া গিয়া, এক ব্রহ্মই প্রতিভাত হন। মন বা মায়া বিদ্যমানেই মাত্র এই সকল পৃথকত্ব বোধ হইয়া থাকে। সুতরাং একমাত্র মন দ্বারাই এই যোগ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এই চিত্তবৃত্তি নিরোধ বা মনের অন্তর্মুখিত্ব বিষয়ে সাংখ্যদর্শনও বলিতেছেন,—

বৈরাগ্যাদভ্যাসাচ্চ।

অর্থাৎ—"অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া সমাধি (মনের অন্তর্মুখিত্ব) আসে।" শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে। (গীতা)

অর্থাৎ—"হে অর্জ্জুন! অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা সেই মনকে বশী করা যায়।"

ভক্ত—প্রভু! আপনি যে অভ্যাসের কথা বলিলেন, ইহা কি বি বা কোন কাজের অভ্যাস, তাহা বিষদরূপে বুঝাইয়া বলুন।

মহাঃ—বৎস! এই স্থূল দেহ ও ইন্দ্রিয়গণ এবং মন, বুদ্ধি, চি অহঙ্কার এই সমস্ত লইয়াই মন সর্ব্বদা 'অহং' বুদ্ধিতে ব্যাপৃত থাকে। সকলকে প্রত্যাখ্যান করিয়া, মনকে সেই মনাতীত আত্মাতেই স্থি রাখিবার জন্য কায়-মনো-বাক্যে চেষ্টা করাকেই 'অভ্যাস' বলা হইয়াছে।

তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ। (পাতঞ্জল দর্শন)

অর্থাৎ—"সেই মনাতীত স্থানে পরমাত্মাতে স্থিত থাকিবার জন্য পুনঃ চেষ্টা করার নামই 'অভ্যাস'।" ভাবার্থ এই, কোনও একটা বি পুনঃ পুনঃ চেষ্টা ও অভিনিবেশই 'অভ্যাস'। বিষয় ভোগীর চিত্ত স সময়ে বিষয় ভোগের প্রতি বিরক্ত হয়; রূপ, রসাদি ভোগকে তখ অসার বলিয়া মনে হয়। সেই সময় তাহার চিত্ত অনেকটা প্রসন্ন থাকে! যে ভাব অন্তঃকরণে উপস্থিত হইলে চিত্ত বিষয়-বিমুখ, প্রসন্ন ও স্থির হয়, সেই ভাবের দিকে পুনঃ পুনঃ অভিনিবেশ আসিলে, চিত্তবৃত্তি নিরোধে অ জন্মিতে থাকে। অনুক্ষণ ব্রহ্ম চিন্তন, পরস্পর ব্রহ্ম কথন, পরস্পর বুঝান এবং সর্ব্বদা ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়ার নাম 'ব্রহ্মাভ্যাস'। এইরূপ 'ব্রহ্মা তত্ত্বাববোধের একমাত্র কারণ। যাঁহাদের আনন্দ-প্রসবিনী মতি বৈরা রসে সুরঞ্জিত, তাঁহারাই উত্তম অভ্যাসী। 'দৃশ্য নাই, সুতরাং তাহার স্ব অলীক ও অসম্ভব,' এই বোধ যখন অবিচলিত হয়, যখন রাগ-দ্বেষাদি প্রাপ্ত হয়, তখন মনের গতি আত্মগামী হইয়া আত্মাতে রমণ করিতে থা এই প্রকার আত্মরতিকেও 'ব্রহ্মাভ্যাস' বলে। রাগ-দ্বেষাদির হ্রা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৃশ্যাভাবের বোধ (যাহা দেখা যায় তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা, এই বোধ) ব্যতীত যতই তপস্যা কর না কেন, সমস্তই অজ্ঞান-কল্প ও দুঃখভোগপ্রদ। বেদান্তও বলেন,—

মচ্চিন্তনং মৎকথনমন্যোন্যং মৎপ্রভাষণম্।
মদেকপরমো ভূত্বা কালং নয় মহামতে॥ (বরাহোপনিষদ্)

অর্থাৎ—"হে ধীমন্! তুমি আমাকে (আত্মাকে) চিন্তা কর, আমার (আত্মার) কথা বল, পরস্পর আমার (আত্মার) চরিত্র কীর্ত্তন কর; আমিই (আত্মাই) একমাত্র পরতত্ত্ব, এইরূপ জানিয়া কাল যাপন কর। এইরূপ অভ্যাসই মুক্তির কারণ।"

ভক্ত—প্রভু! বৈরাগ্য কাহাকে কহে?

মহাঃ—যখন কোন ভোগ্য বিষয় নিকটে থাকা সত্ত্বেও ভোগের জন্য স্পৃহা জন্মে না, অথচ সেই বিষয়ের উপর তোমার মনের কোন বিরক্তি ভাবও নাই; এইরূপ আসক্তি ও বিরক্তিহীন মনের অবস্থাকেই 'বৈরাগ্য' কহে। মনে কর, কোন ব্যক্তির বাড়ীতে তুমি ভোজন করিতে বসিয়াছ। বহু প্রকারের সুমিষ্ট, সুস্বাদু দ্রব্য খাইতে খাইতে তোমার পেট ভরিয়া গিয়াছে, কাজেই এখন আর তোমার ভোজনের স্পৃহা নাই। তথাপি পরিচারক মহাশয় তোমার নিকট আরও ৪।৫ রকমের অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য দ্রব্যাদি আনিয়া, তোমাকে উহা হইতে কিছু গ্রহণ করিবার জন্য বিশেষ ভাবে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছেন। কিন্তু তোমার গ্রহণের স্পৃহা না থাকায় 'আমাকে উহা হইতে কিছু দিন' এই বলিয়া তোমার মনের আগ্রহ বা আসক্তির ভাবও তুমি জানাইতেছ না; অথবা 'মহাশয়! অবিলম্বে এই সকল খাদ্য দ্রব্যাদি আমার নিকট হইতে স্থানান্তরে লইয়া যান, আমি এখন আর ঐগুলিকে দেখিতেও ইচ্ছা করি না' এই বলিয়া তোমার মনের বিরক্তি ভাবও প্রকাশ করিতেছ না। মাত্র সহজ ভাবে তখন বলিতেছ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"না মহাশয়, আমার আর প্রয়োজন নাই, তৃপ্তি হইয়াছে"। অর্থাৎ সকল খাদ্য দ্রব্য তখন তোমার নিকট থাকুক বা নাই থাকুক, সেই তোমার মনের আগ্রহ বা নিগ্রহ কিছুই নাই। ঐ সকল খাদ্য দ্রব্যের উপরে তোমার মনের এই যে আসক্তি ও বিরক্তিহীন অবস্থা ইহারই নাম 'বৈরাগ্য'। মন. ইহলোক এবং স্বর্গাদি পরলোক ভোগ বিষয়ে স্পৃহাহীন হইলে, তাহাকেই বিশুদ্ধ 'বৈরাগ্য' বলে। এই বৈরাগ্য প্রত্যহ স্বাভাবিক ভাবে তোমার মনে উদিত হয়, কিন্তু তুমি তাহা উপলব্ধি করিতে পার না। একটু মনোনিবেশ করিয়া দেখ, সুষুপ্তির অব্যবহিত পূর্ব্বেই জাগতিক এবং পারলৌকিক স্বর্গাদি সমস্ত বস্তুতে তোমার বৈরাগ্য জন্মে। এমন কি তখন পরমা সুন্দরী স্ত্রী আসিয়া আলিঙ্গন করিলেও তাহাতে তোমার মন আসক্ত হয় না। তখন মনের ঠিক এইরূপ ভাব হয় যে, সংসারের ধন-জনাদি বিষয় সকল, বা স্বর্গ-নরকাদি থাকুক বা না থাকুক, তাহাতে আমার কোনই প্রয়োজন নাই। বৎস! এইরূপ সমস্ত পদার্থে বৈরাগ্য না জন্মিলে যেমন লোকের সুষুপ্তি হয় না; তেমনি জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার প্রতি বৈরাগ্য না জন্মিলেও মন সমাহিত হয় না। সুতরাং বৈরাগ্য বিহীন মন যোগের সম্পূর্ণ অনধিকারী। একমাত্র সৎসঙ্গে বা গুরুমুখে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিতে করিতেই হৃদয়ে বৈরাগ্যের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। বেদান্তও বলিয়াছেন,—

বাসনানুদয়ো ভোগ্যে বৈরাগ্যস্য তদাবধিঃ। (অধ্যাত্মোপনিষৎ)

অর্থাৎ—"ইহলোকে ভোগ্য বস্তু নিকটে থাকা সত্ত্বেও যখন তাহাতে ভোগ-বাসনার উদয় না হয় এবং পরলোকে স্বর্গাদি সুখ ভোগ করিবার স্পৃহাও যখন মনে উদিত না হয়, তখনই বিশুদ্ধ 'বৈরাগ্য' বলিয়া জানিবে।" পাতঞ্জল দর্শন বলিয়াছেন,—

দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ—"দৃষ্ট ও অদৃষ্ট পারলৌকিক বিষয়ে বিতৃষ্ণ ব্যক্তির মনের আত্মবশ্যতা, তাহাই বৈরাগ্য।" ভাবার্থ এই, ইহলোকের ভোগ্য বস্তুসকল দৃষ্ট এবং যে সকল সুখভোগ পরকালে হইবে বলিয়া শুনা যায়, তাহাই আনুশ্রবিক। এই দৃষ্ট ও আনুশ্রবিক (অদৃষ্ট পারলৌকিক) বিষয় চিরস্থায়ী নহে, এই বোধ চিত্ত মধ্যে বিশেষরূপে উদিত হইলেই বৈরাগ্য সঞ্চার হয়। বৎস, মনোমধ্যে ক্ষণকালের নিমিত্ত বৈরাগ্যের উদয়ে কোনও ফল হয় না, এই জন্য বৈরাগ্যকে দৃঢ় করা আবশ্যক। অভ্যাস দ্বারা বৈরাগ্য দৃঢ় হয়। পূর্ব্বে যে তোমাকে মনের অভ্যাসের কথা বলিয়াছি, সেই অভ্যাস দ্বারাই বৈরাগ্য পরিপক্ক হয়। সুতরাং সুকৃতি বলে বিষয়-বৈরাগ্য অনলে যাহার চিত্তের কাম-ক্রোধাদি ময়লা সকল ভস্ম হইয়া গিয়াছে, তাহার আর অন্য কোন প্রকার সাধনেরই প্রয়োজন হয় না। ব্রহ্মজ্ঞ বাক্য বাক্য শ্রবণ মাত্রই সেই বাক্যার্থ মনন দ্বারা তাহার মন জাগতিক বিষয় ও নিজ দেহেন্দ্রিয়াদির সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া, অনায়াসেই আত্মস্থ হইয়া পড়ে। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মহাপুরুষ গাহিতে লাগিলেন ;—

(ধরা যদি দুঃখে ভরা—সুর। আসোয়ারী)

বৈরাগ্যবিহীন মনে, জগতে শান্তি পাবে না।
মুখেতে বৈরাগ্যের ভাষা, অন্তরে তোর ভোগ-বাসনা॥
ত্যাগী সাজি বাহিরেতে, ভোগের আশা অন্তরেতে।
এ ভাবে কপটী হ'লে, পূর্ণানন্দ তা'র মিলে না॥
স্বজন বিয়োগ, অর্থনাশে, কা'রো যদি বৈরাগ্য আসে।
এই শ্মশান-বৈরাগ্যেতে, কভু কেহ শান্তি পায় না॥
'দেহ আছে বিষয়েতে, মন আছে পরমার্থেতে'।
এ ভাবকে 'বৈরাগ্য' বলে, ইহাই ধর্ম্মের সাধনা॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মর্কট-বৈরাগ্য মনেতে, ক'রো না রে লোক দেখাতে।
আসক্তি-বিরক্তি হীন ভাব বিনা আত্মানন্দ হয় না॥

ভক্ত—প্রভু! আপনার কথায় বুঝিতেছি যে, মনে বিষয়-বৈরা[গ্য] না জন্মিলে সে যোগের সম্পূর্ণ অনধিকারী। সুতরাং যাহাদের মনে বৈরা[গ্য] জন্মে নাই, তাহাদের আত্মতত্ত্ব লাভের কি উপায় হইবে?

মহাঃ—হে মহামতে! বৈরাগ্য বিহীন মনে বিচার শক্তি জন্মে[না], তাই সে যোগের সম্পূর্ণ অনধিকারী। বৈরাগ্য সহিত ধ্যান রূপ অ[ভ্যাস] হইতেই জ্ঞানযোগের সিদ্ধি লাভ হয়। অর্থাৎ যাঁহারা মুখ্যাধিকা[রী] তাঁহাদিগের প্রাণায়াম ও প্রত্যাহারাদি কোন যোগের প্রয়োজন ন[াই]; কেবল ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই ত্রিবিধ সংযম দ্বারাই তাঁহাদের [জ্ঞান] ও যোগসিদ্ধি হইতে পারে।

বৎস! কোন ক্ষুধাতুর ব্যক্তি ভোজনে বসিলে, তাহার সম্পূর্ণরূপে ক্ষু[ধা] নিবৃত্তি হইয়া তৃপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত, সে কিছুতেই যেমন সেই ভো[জন] পাত্র ত্যাগ করে না ঠিক সেইরূপ, তীব্র বিষয়াসক্ত ভোগ-পিপাসু ম[ন] তাহার ভোগের পিপাসার তৃপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই বিষয়-[বাসনা] ত্যাগ করিতে পারে না। যেমন একই গৃহে এক কালে আলো ও অ[ন্ধকার] দুইটী থাকিতে পারে না; সেইরূপ, একই মনে যোগ ও ভোগ [দুইটী] এক কালে অবস্থান করিতে পারে না। অতএব যাহাদের বৈরাগ্য বি[হীন] মন, তাহারা নিম্নাধিকারী। তাহাদের জন্য বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের [দ্বিবিধ] সাধন প্রণালী আছে। প্রথমতঃ বহিরঙ্গ সাধন করিতে করিতে সা[ধকের] বাহ্যিক বাধা-বিঘ্ন সকল বিদূরিত হইলে, ক্রমে অন্তরঙ্গ সাধনের অধি[কার] জন্মে। আসন, প্রাণ-সংরোধ, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—যো[গের] এই ছয়টী অঙ্গ কল্পনা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে আসন, প্রাণ-সং[রোধ] (মন-নিরোধ) ও প্রত্যাহার, এই তিনটী বহিরঙ্গ সাধন; আর, ধা[রণা]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধ্যান ও সমাধি এই তিনটী অন্তরঙ্গ সাধন। এই অন্তরঙ্গ সাধনে মনকে ভক্তি ও জ্ঞান রাজ্যে লইয়া যায়।

ভক্ত—প্রভু! যোগের এই ছয়টী অঙ্গ কি প্রকারে সাধিত হয়?

মহাঃ—বৎস! সৎসঙ্গ ও গুরুসঙ্গে বেদবাক্য এবং আত্মতত্ত্ব শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা উহা সাধিত হয়। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এই তিনটী বিষয়ই যোগের সর্ব্বপ্রধান সহায়ক। এই তিনটীর মধ্যেই সমস্ত যোগাঙ্গ নিহিত আছে। বৎস! পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে, মনোনিরোধ বা চিত্ত বিনাশকেই 'যোগ' বলা হয়। এই চিত্ত বিনাশের দুই প্রকার উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে। এক 'বৃত্তি নিরোধ' নামক যোগ, অপর 'তত্ত্বজ্ঞান'। মনের বিক্ষেপক শক্তিকে বৃত্তিনিরোধ দ্বারা এবং বিষয়ে সত্যত্ব বুদ্ধিকে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা নষ্ট করিতে হইবে। এই দুইটী উপায় যুগপৎ যোগে চালিত না হইলে চিত্ত বিনাশ হয় না।

ভক্ত—ভগবন্! কেবল বৃত্তিনিরোধ দ্বারা মনোনাশ হইতে পারে কি? যদি আমি বিষয়ে বিক্ষিপ্ত মনকে নানা প্রকার কৌশলাবলম্বনে পুনঃ পুনঃ ফিরাইয়া আনিতে থাকি, তবে এই অভ্যাসের দ্বারা কালে এমন হইবে যে, তখন মন আর বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হইবে না; সুতরাং তখন মনোনাশে মোক্ষ হইবে। অতএব এই মনোনাশ বা চিত্ত নিরোধের জন্য এত আয়াসসাধ্য তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন কি? এ বিষয় বিস্তারিত বর্ণন করিয়া আমার মনের অন্ধকার দূর করুন।

মহাঃ—হে সুব্রত! তুমি যত প্রকার কৌশলাবলম্বনই কর না কেন, বিচার-বৈরাগ্য ও আত্মতত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত আর কোন কিছুতেই চিত্ত সমূলে নাশ প্রাপ্ত হয় না। একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। শিশুকালে পুতুলের প্রতি তোমার বেশ আস্তিক্য বুদ্ধি ছিল। অর্থাৎ 'পুতুলগুলিও সর্ব্ববিষয়ে মানুষেরই মত' তোমার এইরূপ দৃঢ় বুদ্ধি ছিল; তাই মনানন্দে পুতুল খেলায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তন্ময় থাকিতে। তখন তোমার পিতা তোমার খেলায় বাধা দিয়া লে
পড়ায় তোমার মনোনিবেশের চেষ্টা করিতেন। পিতার সেই বাধা দেও
ফলে তোমার মনে পুতুল খেলায় অরুচি জন্মিয়াছিল কি? কখনও
নাই। বাধা দেওয়ায় মাত্র তৎকালের জন্যই তুমি খেলা বন্ধ করিতে;
তোমার মনে খেলার তীব্র ইচ্ছা থাকায়, পরক্ষণেই পিতার অজ্ঞাত
পুনরায় সেই খেলায় মত্ত হইতে। এখানে দেখা যাইতেছে যে, পুতু
উপর তোমার মনের আস্তিক্য-বুদ্ধি (অর্থাৎ পুতুল ও মানুষ সম
এরূপ বোধ) থাকা হেতু কেবল বাধা দ্বারা তোমার পুতুল খেলার
নাশপ্রাপ্ত হয় নাই। পরে তোমার বয়স ও বোধবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে
যতই পুতুলের বিষয় বিচার করিয়া দেখিতে লাগিলে, ততই তোমার
পুতুল বিষয়ে নাস্তিক্য বোধ (অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা বুঝিয়াছিলাম, তাহা
পুতুল জীবনহীন; সুতরাং এই খেলায় বৃথাই অমূল্য সময় নষ্ট হয়,
বুদ্ধি) জন্মিতে লাগিল, আর সেই নাস্তিক্য-বুদ্ধি জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গেই
পুতুল খেলা ত্যাগ করিতে লাগিলে। এখানে দেখা যায় যে, পুতুল
নাস্তিক্য বুদ্ধি জন্মিবার পরেই তোমার খেলার বাসনা নাশপ্রাপ্ত হই
ঠিক তদ্রূপ, যে পর্য্যন্ত তোমার মনে 'জগত সত্য অস্তি' এইরূপ
থাকিবে, সে পর্য্যন্ত তোমার মনের ভোগ-বাসনা কিছুতেই বিনাশ
হইবে না। যদি তত্ত্ববিচার না করিয়া তুমি সুধু মনোবৃত্তি নিরোধের
হঠযোগাদি নানাপ্রকার কৌশলাবলম্বন কর, তবে তখন তোমার মনে
গুলি সুষুপ্ত ব্যক্তির মনোবৃত্তির ন্যায় ক্ষণিকের জন্য চাপা দেওয়া
মাত্র; পরক্ষণেই আবার সেই বৃত্তি উদ্ভাসিত হইয়া ক্রিয়া করিতে
করিবে। অতএব, ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর আদেশ অনুসারে বৃত্তিনিরোধের
ও তত্ত্ববিচার দ্বারা বিষয়ে আস্তিক্য বুদ্ধি নষ্ট করিবার চেষ্টা, এ
একযোগে কৃত হইলেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ ও মনোনাশ প্রাপ্ত হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হবে; তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু একই সময়ে ঐ দুইটি সম্পাদিত না হইলে সংস্র বর্ষেও মোক্ষ বা পরমপদ লাভের সম্ভাবনা নাই।

ভক্ত—দয়াময়! পদ্মাসন, সিদ্ধাসন প্রভৃতি অনেক রকম আসন করিয়া নাসিকা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করতঃ প্রাণায়াম করিয়া লোকে যোগ করিয়া থাকে এবং তাহাতে সিদ্ধি লাভ হইলে অনেক প্রকার অলৌকিক বিভূতি অর্জ্জিত হইয়া থাকে বলিয়া লোকে বলে। ইহা কি প্রকারের যোগ?

মহাঃ—উহাকে 'হঠযোগ' বলে। উহা দ্বারা মাত্র মানুষের স্থূল দেহটা দৃঢ় ও লঘু হইয়া থাকে, তাই উহা শারীরিক ব্যায়াম বিশেষ মাত্র। উহাতেও যদি হঠযোগের উপযুক্ত গুরু এবং সাধকের নিজের কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের ও উপযুক্ত খাদ্যের অভাব হয়, তবে তাহাকে যক্ষ্মা, হাঁপানী প্রভৃতি অতি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রমণ করিয়া, তাহার জীবনীশক্তি নষ্ট করিয়া দেয়।

ভক্ত—আমরা ত শুনিতে পাই, এই হঠযোগে রেচক, পূরক, ও কুম্ভক দ্বারা প্রাণ-বায়ু আকর্ষণ করিতে করিতেই ক্রমে বায়ু স্থির হয়। বায়ু নিরোধ হইলেই চিত্তবৃত্তি-নিরোধ হইয়া অতি সহজেই সমাধি লাভ হইয়া থাকে। এমন কি এই বায়ু নিরোধ করিয়া বহু ঊর্দ্ধে আকাশে পর্য্যন্ত গমন করা যাইতে পারে। এই সকল কারণে সর্ব্বত্র এই হঠযোগই শ্রেষ্ঠ যোগ বলিয়া বর্ণিত।

মহাঃ—হে সুবুদ্ধে! বর্ত্তমান কালে রাজযোগী গুরু অতি দুর্ল্লভ, এই রাজযোগের প্রাণায়াম সাধারণের বোধাতীত। আজ কাল 'যোগ' শব্দটী শ্রবণ মাত্র, সাধারণতঃ শ্বাস-প্রশ্বাস নিরোধের কথাই অনেকের মনে উদিত হয়, কিন্তু বস্তুত শ্বাস-প্রশ্বাস নিরোধই যোগ নহে। 'যোগদর্শন' অর্থাৎ 'পাতঞ্জল দর্শন' গ্রন্থও চিত্তবৃত্তি নিরোধকেই 'যোগ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং অভ্যাস ও বৈরাগ্যকেই চিত্তবৃত্তি নিরোধের প্রধান উপায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপে উল্লেখ করিয়াছেন ; পরে শ্বাস-প্রশ্বাস নিরোধ রূপ বাহ্য প্রাণায়াম
ক্রিয়াযোগের অঙ্গমাত্র রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'যোগবাশিষ্ঠ' গ্র
চিত্ত নিরোধের চতুর্ব্বিধ উপায়ের মধ্যে, শ্বাস-প্রশ্বাস নিরোধকে গৌণভা
(মুখ্যভাবে নহে) গৃহীত হইয়াছে। আর উপনিষদাদি 'বেদান্ত' গ্র
ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় নির্দ্দেশ কালে, শ্বাস-প্রশ্বাস নিরোধ পূর্ব্বক
নিরোধের কোন আবশ্যকতাই উপদিষ্ট হয় নাই। তথাপি অধি
অজ্ঞানিগণ, প্রত্যেক শব্দে ও শ্লোকে কেবল শ্বাস-প্রশ্বাস নিরোধ পূ
বাহ্যিক প্রাণায়ামকেই যোগের বা চিত্ত নিরোধের একমাত্র উ
রূপে প্রতিপন্ন করাইবার জন্য বৃথা শ্রম করিয়া চিন্তাকুল হইয়া থাকে
বৎস! এই হঠযোগে বাহ্যিক রেচক, পূরক ও কুম্ভকের দ্বারা মনোন
কোনই সম্ভাবনা নাই। কারণ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা মন প্রাণবায়ুকে কিছুক্ষ
জন্য রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে, কিন্তু ইচ্ছাশক্তি দ্বারা বায়ু কখনও ম
রোধ করিয়া রাখিতে পারে না। এখনই তুমি তোমার বায়ু নিরোধ ক
দেখ যে, বায়ু বন্ধ থাকিলেও তোমার মন স্বাধীন ভাবে যে কোন বিষয় চি
করিতে পারিবে, তাহাতে ঐ বায়ু মনকে কোনই বাধা জন্মাইতে পারি
না। অতএব, বায়ু নিরোধে মনের গতি নিরোধ হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভ
অযৌক্তিক কথা। যে বস্তু যত সূক্ষ্ম তাহার শক্তিও তত অধিক, ই
সিদ্ধান্ত। এখানে মন বায়ু অপেক্ষা বহুগুণে সূক্ষ্ম, আর বায়ু মন অপে
অনেক স্থূল। সুতরাং স্থূল বায়ু অসীম শক্তিশালী অতি সূক্ষ্ম মনের গ
কিছুতেই রোধ করিতে সমর্থ হইতে পারে না ; একমাত্র মন নিজেই নি
গতি রোধ করিতে সমর্থ। অর্থাৎ মন বিচারশক্তি বলে নিজেই নি
গতি রোধ না করিলে, জগতে এমন কোনও শক্তিশালী পদার্থ নাই, য
মনের গতি রোধ করা যাইতে পারে। হঠযোগিগণ যে নাসিকা
প্রাণ বায়ুকে রুদ্ধ করতঃ কুম্ভক করিয়া কিছুক্ষণের জন্য মনকে রুদ্ধ ক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেখানেও প্রাণবায়ুর শক্তিতে মন কখনও রুদ্ধ হয় না; সেই সময়ও মন নন্দের ইচ্ছা-শক্তি দ্বারাই কোন মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া নিজেকে নিজে রুদ্ধ করে; তাই কিছুক্ষণের জন্য মন স্বইচ্ছায়ই রুদ্ধ থাকে। ইহা আমাদের প্রত্যক্ষো-পলব্ধির বিষয়; এই সকল বিষয় কেবল পাণ্ডিত্যাভিমান ও শাস্ত্রের কূট তর্কের দ্বারা বুঝা যায় না। মহর্ষি বশিষ্ঠমুনিও শ্রীরামচন্দ্রকে যোগ উপদেশ কালে বলিয়াছেন,—

মন এব সমর্থঃ স্যাৎ মনসো দৃঢ়নিগ্রহে। (যোগবাশিষ্ঠ)

অর্থাৎ—"একমাত্র মনই মনকে দৃঢ়রূপে নিগ্রহ করিতে (দমন করিতে) সমর্থ, অন্য কেহই নয়।" অতএব যাহারা নিজ মনের গতি-বিধির দিকে কোনই লক্ষ্য করে না বা এই রাজযোগের প্রাণায়ামের পথে চলে না, মাত্র সেই সকল অজ্ঞেরাই 'নাসিকা দ্বারা প্রাণবায়ু রোধ করতঃ মন রোধ করিতে হইবে' বলিয়া মিথ্যা উপদেশ করিয়া থাকে। এক মাত্র বিচার-বৈরাগ্য বলেই মনোবৃত্তি সকল নিরুদ্ধ হইয়া থাকে, ইহাই সর্ব্ব শাস্ত্রের বাণী এবং আমরাও ইহাই সর্ব্বদা প্রত্যক্ষোপলব্ধি করিতেছি। আরও দেখ, মানব-শরীরে বায়ু ও রক্তের যে চলাচল ক্রিয়া, তাহা প্রাকৃতিক নিয়ম। এই প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে জোর পূর্ব্বক কোন কাজ করিতে গেলেই তাহাতে শান্তি না হইয়া বরং ঘোর অশান্তিরই সৃষ্টি হইয়া থাকে। অথচ তত্ত্বজ্ঞ লোকের যে মনের কুম্ভক দ্বারা সমাধি লাভ হয়, তাহা কখনও অপ্রাকৃত বা দুঃখদায়ক নয়। কেবল মনোলয় হইলেই যদি প্রাণ-বায়ু রোধ হয় বা জীবের সমাধি লাভ হয়, তবে দৈনিকই ত তোমাদের সুষুপ্তি অবস্থায় মন স্বকারণে লয় হইয়া থাকে; সুতরাং তখন তোমাদের বায়ু-নিরোধ হইয়া, মন সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হয় না কেন? ইহার দ্বারা স্পষ্টই উপলব্ধি করিতে পারিতেছ যে, মনোলয় করিবার জন্য বা সমাধি লাভের জন্য প্রাণবায়ু নিরোধের কোনই আবশ্যকতা নাই। বিচার দ্বারা মনে বৈরাগ্য জন্মিলে, মন স্বইচ্ছায়ই লয় হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাধি প্রাপ্ত হয়। আরও সূক্ষ্ম বিচার করিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখ; তো
জন্মাবধি আজ পর্য্যন্ত কত শত শত বৃত্তি তোমার মনে উদিত হইয়া
আবার মনের বিচারশক্তি বলে স্বাভাবিক ভাবেই তাহার নিবৃত্তি
লয়ও পাইয়াছে। কিন্তু সেই সকল কোন বৃত্তি নিরোধ করিবার
অস্বাভাবিক ভাবে তোমার প্রাণবায়ুকে রুদ্ধ করিয়া সেই বৃত্তিকে নিরো
করিতে হইয়াছিল কি? চিন্তা করিয়া দেখ, শিশুকালে তোমার পু
খেলাইবার মনোবৃত্তি ছিল, তোমার সেই মনোবৃত্তি রোধ করিতে বা নি
করিতে তোমাকে কখনও প্রাণবায়ু রুদ্ধ করিতে হয় নাই। এমন
প্রাণ-বায়ু কাহাকে বলে, তখন তাহাও পর্য্যন্ত তুমি জানিতে না। তো
বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিচার শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া, তাহার ফলেই ক্রমে
বৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়াছিল। এখন তোমার মনে সেই পুতুল খেলার
আর উদয় হয় কি? কেন হয় না? মনের বিচার দ্বারা জ্ঞান
তোমার সেই বৃত্তিকে এইরূপ ভাবে সমূলে বিনাশ করিয়া ফেলিয়াছে
এখন আর কিছুতেই সেই বৃত্তি উদয় হইতে পারিতেছে না। ঠিক
পুতুল খেলার ন্যায় স্বাভাবিক বিচার দ্বারা যখন তোমার মনে নিশ্
রূপে জগতের নশ্বরত্ব ও মিথ্যাত্ব বোধ হইবে, তখনই তোমার চিত্তের
নিরোধ হইবে। হে সুমতে! চিত্তের (মনের) অতিরিক্ত কিছুই
এই জ্ঞান ও তাহার দৃঢ়তাকারক যোগ (সমাধি) অভ্যস্ত হইলে, ত
চিত্তের বিষয়-দর্শন লুপ্ত হইয়া যায়। জীব যখন তাদৃশ জ্ঞানী ও
হয়, তখন তিনি বাহ্যিক বিষয়-কর্ম্ম করুন বা না করুন, "মুক্ত
বলিয়া অভিহিত হন। মনুষ্য যেমন অল্প মত্ততায় (অল্প নেশায়) চি
বিক্ষোভ এবং অত্যন্ত মত্ততায় নিশ্চেষ্ট (জড়বৎ নিপতিত, হতজ্ঞান)
তেমনি চৈতন্যের অল্প প্রকাশেই চিত্তের দৃশ্য-দর্শন ও চৈতন্যের নিবি
দৃশ্য-দর্শনের উপশম হইয়া থাকে। চিত্ত তখন না থাকার ন্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্ব্বিষয় হইয়া থাকে। আর, ঐ জ্ঞান অর্জ্জন করিতে চিত্তের ক্রিয়া ব্যতীত অন্য কোন প্রকার বাহ্যিক উপায় অবলম্বন করিতে হয় না। সুতরাং বুঝিবে যে, চিত্তের বৃত্তি, বিচার দ্বারা স্বাভাবিক ভাবেই নিরুদ্ধ হইয়া থাকে; অস্বাভাবিক ভাবে প্রাণবায়ু নিরোধ বা বাহ্যিক অন্য কোন প্রকার উপায় অবলম্বন দ্বারা উহা কিছুতেই নিরুদ্ধ হইবার নয়। অতএব বায়ু-নিরোধ দ্বারা মন স্থির করিবার বা চিত্তবৃত্তি রোধের চেষ্টা করা পণ্ডশ্রম মাত্র। এরূপ বাহ্যিক কোনও ক্রিয়া দ্বারা কিছুতেই চিত্তবৃত্তি রুদ্ধ হয় না, সুতরাং জীব মুক্তও হইতে পারে না। শ্রীরামচন্দ্রকে যোগতত্ত্ব উপদেশকালে মহর্ষি বশিষ্ঠমুনিও বলিয়াছিলেন.—"হে রামচন্দ্র! এই সংসার নামক ব্যাধির একমাত্র ঔষধ জ্ঞান, অর্থাৎ সংসারের মিথ্যাত্ব ও আত্মার সত্যত্ব বোধ। এই জ্ঞান অর্জ্জন করিতে চিত্তের (মনের) ক্রিয়া (যোগ বা সমাধি) ব্যতীত অন্য কোন প্রকার বাহ্যিক উপায় অবলম্বন করিতে হয় না।" (যোগবাশিষ্ঠ, উৎপত্তি প্রঃ ৬৬ সঃ ১৮ শ্লোঃ)।

ভক্ত—প্রভু! অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, 'মন-স্থির করিতে হইলে, নাসিকা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক রেচক, পূরক ও কুম্ভকাদি প্রাণায়াম অবলম্বন করিয়া সেই বায়ু-নিরোধ দ্বারা ষট্চক্র ভেদ করতঃ ইন্দ্রিয়ের সমতা ও মনের স্থিরতা আনিতে হইবে'। কাজেই এই কথার সঙ্গে আপনার পূর্ব্বোক্ত কথার কোনই সামঞ্জস্য না হওয়ায় আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কৃপা পূর্ব্বক সমস্ত বিস্তারিত রূপে বর্ণন করিয়া আমার মনের অন্ধকার দূর করুন।

মহাঃ—বৎস! মনের সঙ্কল্প-বিকল্পের স্রোত বন্ধ করিয়াই যোগী-পুরুষগণ মনের কুম্ভক করতঃ পরমাত্মাতে মনের লয় করিয়া আসিতেছেন। সেই সঙ্কল্পের স্রোত অর্থাৎ বিষয়-চিন্তার স্রোত বন্ধ করিতে বলাতে, সাধারণ লোকেরা মনে করে, মানুষের নাসিকা দিয়া যে বায়ু-স্রোত চলে, সেই প্রাণ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বায়ুকে বন্ধ করিতে পারিলেই বিষয়-চিন্তার স্রোতও বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু বিষয়-চিন্তা ও নাসিকার প্রাণবায়ু, এই দুইয়ের মধ্যে যে কত রাত-দি ব্যবধান, তাহা উহাদের ধারণাতীত। মনের রেচক, পূরক, কুম্ভক বাতী নাসিকা দ্বারা প্রাণবায়ুর রেচক, পূরক, কুম্ভক করিয়া কিছুতেই মনে সঙ্কল্প-বিকল্পের স্রোত রোধ করা যায় না। তথাপি সাধারণতঃ অজ্ঞগণে মনে বদ্ধমূল ভ্রম ধারণা এই, শ্বাস বায়ুর কোন ক্রিয়া না করিলে মন স্থি হয় না। বৎস! স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে জগত দুই প্রকার। স্থূল জগতে ক্রিয়া দ্বারা কিছুতেই সেই সূক্ষ্ম জগতে পৌছান যায় না। অথচ সাধা অজ্ঞানীরা স্থূল জগতের বায়ু আকর্ষণ রূপ এই স্থূল ক্রিয়া দ্বারাই সে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম মনোবৃত্তিকে নিরোধ করিতে চায়, এইটীই তাহাদের মস্ত ভ স্থূল দেহস্থ মূলাধার প্রভৃতি ছয়টী চক্র ভেদ করিয়া হঠযোগীগণ যে ষট্চক্র ভেদ করেন, তদ্দ্বারা এই স্থূল দেহেরই উন্নতি বা অবনতি হইয়া থাকে মাত্র আর, কাম-ক্রোধাদি ছয়টী রিপুই সূক্ষ্মদেহ মনের ছয়টী চক্র; এই ছ চক্র অবলম্বন করিয়াই মন সর্ব্বত্র বিচরণ করে। মনের এই ছয়টী চক্র ভেদ করিয়াই রাজযোগ করতঃ মানব ভব-বন্ধন মুক্ত হয়। দেহস্থ ষট্চক্রে (হঠযোগ) দ্বারা কখনও মনের ষট্চক্রভেদ (রাজযোগ) হয় না, ইহা সর্ব্ব শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এবং আমরাও ইহা প্রত্যক্ষোপলব্ধি করিতেছি। ক্ষি জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই স্থূল পঞ্চ ভূতের দ্বারাই দেহ সৃষ্ট। সুতরাং মন স্থির করার জন্য আদি ও অন্তের অন্য চারি ভূতকে বাদ দিয়া, উহাদে মধ্য হইতে কেবল বায়ুকেই মন স্থিরের প্রধান সম্বল করা হইল কেন? যদি তুমি বল যে, 'বায়ু অতি সূক্ষ্ম, তাই সূক্ষ্ম মনকে নিরোধ করার জন্য এ সূক্ষ্ম বায়ুকেই গ্রহণ করা হইয়াছে'। তদুত্তরে বক্তব্য এই, বায়ু অপেক্ষা আরও সূক্ষ্ম আকাশকে আশ্রয় করিয়া মন স্থির করিবার ব্যবস্থা হইল না কেন? মন ত এই আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। সুতরাং এ সকল আরো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধারণা। আর, তুমি যে ইন্দ্রিয়ের সমতা আনিবার কথা বলিলে, তত্ত্বজ্ঞান বৃদ্ধি হইলেই ইন্দ্রিয়ের সমতা, মনের সমতা ও বায়ুর সমতা হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়, মন ও বায়ুর সমতায় কখনও তত্ত্বজ্ঞান হয় না। যদি ইন্দ্রিয়ের সমতায়ই জ্ঞান হইত, তবে বালকেরই তত্ত্ববোধ হইত; যদি মনের সমতায় তত্ত্ববোধ হইত, তবে সকলেরই সুষুপ্তি অবস্থায় এবং অচেতন (মূর্চ্ছা) অবস্থায় তত্ত্বজ্ঞান হইত; আর বায়ুর সমতায় তত্ত্ববোধ হইলে সর্পাদিরও তত্ত্ববোধ হইত; কারণ তাহারা ৬ মাস শ্বাস রোধ করিয়া থাকিতে পারে। প্রাণ বায়ু দ্বারা রেচক, পূরক, কুম্ভক করিলে তাহাতে স্থূল দেহের ভিতরস্থ বায়ু ধারণের যন্ত্র-ফুসফুস্‌টার ভস্ত্রার (ভস্ত্রা…কর্ম্মকারের অগুনে বাতাস দেওয়ার যন্ত্রবিশেষ) ন্যায় বেশী বায়ু ধারণ করিবার শক্তি জন্মিতে পারে মাত্র। কিন্তু তাহাও অতি কষ্টসাধ্য কার্য্য। পুস্তকের লিখিত নিয়মে হঠযোগ করিতে গিয়া, অধিকাংশ লোকই যক্ষ্মা, হাঁপানী ইত্যাদি নানা প্রকার ফুসফুসের ব্যারামে আক্রান্ত হইয়া দেহকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে, কেহ বা মৃত্যুমুখেই পতিত হয়; এইরূপ বহু ঘটনা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। হঠযোগ করিতে হইলেও শাস্ত্রাদেশ অনুযায়ী, হঠযোগে পারদর্শী গুরু, উপযুক্ত স্থান এবং দুগ্ধ-ঘৃতাদি উপযুক্ত আহারের ব্যবস্থা ব্যতীত, যদি কেহ নিজের ইচ্ছানুযায়ী হঠযোগ করিতে চেষ্টা করে, তবে তাহাকে ব্যাধি-গ্রস্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়, ইহা ধ্রুব সত্য। আর, এত কষ্ট স্বীকার করিয়া হঠযোগ শিক্ষা করিলেও, তদ্দ্বারা কিছুতেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ বা রাজযোগ হইতে পারে না; তাই ইহার দ্বারা মুক্তি বা পরম শান্তিও হইতে পারে না। প্রাণ-বায়ুর নিরোধ দ্বারা হঠযোগ এবং সূক্ষ্ম মনের নিরোধ দ্বারা রাজযোগ বা আত্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। কাজেই, মন ও দেহের পৃথকত্বের সম্যক জ্ঞান যাহাদের নাই, কেবল তাহারাই হঠযোগ দ্বারা চিত্তবৃত্তি রোধ করিতে বা মন স্থির করিতে নিষ্ফল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চেষ্টা করিয়া থাকে। বৎস! আকাশগমনেই যদি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া জীব মুক্ত হইত এবং পরমপদ পাইত, তবে আকাশে বিচরণকারী চিল, শকুনি প্রভৃতি পাখীগুলি এবং বায়ুজানে (এয়ারোপ্লেনে) আকাশগামী লোকেরা সর্ব্বাগ্রে ভব-বন্ধন মুক্ত হইয়া পরম শান্তি ভোগ করিত। আর, বাহ্যিক বায়ু নিরোধ দ্বারাই যদি লোক ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিত, তবে বায়ুপূর্ণ ফুটবল নিজেই ঊর্দ্ধে উঠিত। যদি বায়ু-নিরোধ দ্বারাই মন স্থির হইয়া তত্ত্বজ্ঞান জন্মিত, তবে ভেক, কচ্ছপ, বাজিকর, প্রভৃতি যাহারা দীর্ঘকাল বায়ু নিরোধ করিয়া থাকিতে পারে তাহাদেরই সর্ব্বাগ্রে মন-স্থির হইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ ও পরম পদে স্থিতি হইত। উদরে বেশী পরিমাণ বায়ু পূরণ করিতে পারিলেই যদি 'যোগীপুরুষ' বলিয়া আখ্যা পাওয়া যাইত, তবে কর্ম্মকারদের ভস্ত্রাও 'যোগী' আখ্যা প্রাপ্ত হইত। অতএব জানিবে যে বায়ুর নিরোধে কখনও বোধ বৃদ্ধি হয় না এবং বোধ বৃদ্ধি না হইলে, অর্থাৎ মনে বিচারশক্তি না জন্মিলে মন স্থির হইয়া তত্ত্বজ্ঞানও জন্মে না। সুতরাং আত্মতত্ত্বজ্ঞান হীনের মুক্তি বা চিরশান্তি কোথায়? কোন কোন মহাপুরুষ প্রথম জীবনে হঠযোগ করিয়া পরে রাজযোগে প্রবেশ করিয়াছেন এবং তাহাতে তাঁহাদের যোগের পক্ষে দৈহিক সহায়তা ঘটিয়াছে বটে। কিন্তু এজন্য যে মুমুক্ষু ব্যক্তি মাত্রেরই হঠযোগ করিতে হইবে বা হঠযোগ না করিলে কিছুতেই রাজযোগে পৌছান যাইবে না, এমন কোনও ধরা-বাঁধা নিয়ম বা শাস্ত্রাদেশ নাই এবং প্রত্যক্ষ কার্য্যতও আমি এরূপ কোন কিছুই দেখিতে পাইতেছি না; যুক্তি দ্বারাও ইহা অপ্রামাণ্য। হে বৎস! তুমি যে আকাশগমনাদি সিদ্ধির কথা বলিলে, তাহা একপ্রকার প্রক্রিয়া মাত্র, সেজন্য সে সকল বস্তুধর্ম্ম অর্থাৎ বস্তুরই সামর্থ্য বিশেষ। অর্থাৎ সেই বস্তু বা সেই যোনিজ দেহের স্বভাব। যেমন পক্ষিগণ আকাশগমন করে, ইহা সেই যোনিদেহের স্বভাব, কিন্তু মনুষ্য বা পশুর দেহাদি স্বস্বভাব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আকাশগমন করিতে পারে না। কাজেই মানুষের যে আকাশগমনাদি ক্রিয়া দেখা যায়, তাহা কোন মণি বা যন্ত্র, অথবা কোন ক্রিয়াকৌশলের অভ্যাস সামর্থ্য;—আত্মার সামর্থ্য নহে। অধিক কি বলিব, অদ্ভুত ক্রিয়া মাত্রই দ্রব্যাদি পদার্থের ধর্ম্ম, আত্মার ধর্ম্ম নহে। সেই জন্যই অনাত্মজ্ঞ ও অমুক্ত মনুষ্যেরা (যাহাদের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞানের লেশমাত্রও নাই, এইরূপ মানবগণ) কখন কখন দ্রব্য, মন্ত্র, কর্ম্ম, প্রক্রিয়া ও কালশক্তির আবেশে আকাশ গমনাদি বিচিত্র ক্রিয়ায় বিভূষিত হয়। যেমন গ্রীষ্ম কালের সামর্থ্যে উই পোকাদি কীটের পক্ষ জন্মে ও তাহারা আকাশে সঞ্চরণ করে; তাহার ন্যায়, পূর্ব্ব বহু দিনের অভ্যস্ত প্রক্রিয়া কর্ম্মের পরিপাকে তদুপযুক্ত কাল আগত হইলে মনুষ্যেরাও সহসা আকাশ গমনাদি বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। অতএব আকাশগমনাদি ক্রিয়াসকল আত্মজ্ঞের বিষয় নহে। আত্মজ্ঞগণ আপনিই আপনাতে পরিতৃপ্ত, সে জন্য তাঁহারা ঐসকল অজ্ঞান-কার্য্যের অনুধাবন করেন না। বৎস! এই হঠযোগ মানবের মুক্তি-পথের বিঘ্নকারী বলিয়াই শিব-সংহিতা বলিতেছেন,—

যত্তু বিঘ্নং ভবেজ্জ্ঞানং কথয়ামি বরাননে।
গোমুখাদ্যাসনং কৃত্বা ধৌতী-প্রক্ষালনং বসেৎ ॥
নাড়ীসঞ্চারবিজ্ঞানং প্রত্যাহারনিরোধনম্।
কুক্ষিসঞ্চালনং ক্ষীরপ্রবেশ ইন্দ্রিয়াধ্বনা ॥

অর্থাৎ—"হে বরাননে! মোক্ষবিষয়ে যে সমস্ত জ্ঞানরূপ বিঘ্ন সঞ্চারিত হয়, তাহাও বলিতেছি। গোমুখাসন প্রভৃতি যে কোনও আসন করিয়া ধৌতী যোগদ্বারা নাড়ী প্রক্ষালনে প্রবৃত্ত হওয়া, নাড়ী-সঞ্চার-বিজ্ঞান অর্থাৎ দ্বিসপ্ততি সহস্র নাড়ীর মধ্যে কোথায় কোন্ নাড়ী আছে, কেবল তাহারই অনুসন্ধান, প্রত্যাহার করিবার উদ্দেশ্যে চক্ষু-কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় নিরোধ ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লৌহ-শৃঙ্খল দ্বারা উপস্থ (লিঙ্গ) বন্ধন করা, বা লৌহ-কণ্টকাদি দ্বারা বা উপস্থ বিদ্ধ করা, বায়ু চালনার উদ্দেশ্যে কুক্ষি সঞ্চালন, উপস্থাদি দ্বারা দুগ্ধপান ও নাড়ী-কর্ম্ম, অর্থাৎ বয়ু দ্বারা কেবলই নাড়ী ধৌত করণ, এ সমুদায় (হঠকার্য্য) মানবের মুক্তির পথে জ্ঞানরূপ বিঘ্ন বলিয়া জানিবে।

দ্রব্যমন্ত্রক্রিয়াকালযুক্ত্যাপ্নোতি মুনীশ্বর।
নাত্মজ্ঞস্যৈষ বিষয় আত্মজ্ঞো হ্যাত্মমাত্রদৃক্‌॥
পরমাত্মপদপ্রাপ্তৌ নোপকুর্ব্বন্তি কাশ্চন।
সর্ব্বেচ্ছাফলনাশান্তাবাত্মলাভোদয়াভিধঃ॥
স কথং সিদ্ধিবাঞ্ছায়াং কথমর্হত্যচিত্ততঃ। (বরাহোপনিষদ্)

অর্থাৎ—"মানবগণ দ্রব্য, মন্ত্র, ক্রিয়া, কাল ও যুক্তির দ্বারা অণিমাদি সিদ্ধি সমূহ লাভ করে, কিন্তু ইহা আত্মজ্ঞের প্রাপ্তব্য বিষয় নহে, কারণ আত্মজ্ঞ এক মাত্র আত্মাকে দর্শন করেন। ঐ সিদ্ধি সমূহ ব্রহ্ম-পদ লাভে কোন রূপ উপকার না করিয়া বরং যথেষ্ট অপকারই করিয়া থাকে। সমস্ত বাসনা শান্ত হইলে আত্মলাভ ঘটে, সুতরাং সেইরূপ পুরুষ মনোবৃত্তির অভাব বশতঃ কেন অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভে ইচ্ছা করিবেন?"

যমাদ্যাসনজায়াসহঠাভ্যাসাৎ পুনঃ পুনঃ।
বিঘ্নবাহুল্যসঞ্জাত অণিমাদিবশাদিহ॥ (বরাহোপনিষদ্)

অর্থাৎ—"যাঁহারা যম, নিয়ম ও আসন ইত্যাদি ক্লেশযুক্ত হঠযোগ অভ্যাস করতঃ এই জন্মেই অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের বিবিধ বিঘ্ন-জাল উপস্থিত হয়।" বরাহোপনিষদ আরও বলেন,—

অলব্ধাপি ফলং সম্যক্‌ পুনর্ভূত্বা মহাকুলে।
পুনর্ব্বাসনয়ৈবায়ং যোগাভ্যাসং পুনশ্চরন্‌॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেকজন্মাভ্যাসেন বামদেবেন বৈ পথা।
সোঽপি মুক্তিং সমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥

অর্থাৎ—"এই হঠযোগী যোগফল সম্যকরূপে না পাইয়া, মহাকুলে উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্ব সংস্কারের দ্বারা যোগানুষ্ঠান করতঃ অনেক জন্ম ক্লেশ স্বীকার করিয়া, বামদেব অনুসরণ (বামদেব ঋষি যে রাজযোগ বা জ্ঞান-মার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন সেই পথানুসরণ) করিয়া থাকেন। অনন্তর বিষ্ণুর পরম স্থান লাভ করিয়া মুক্তি লাভ করেন।"

ভক্ত—প্রভু! শাস্ত্রে শুনিয়াছি, রেচক, পূরক ও কুম্ভক দ্বারা মন স্থির করিয়া কুণ্ডলিনীশক্তিকে জাগ্রত করিতে না পারিলে, সাধন-ভজনের কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না ; তবে ইহা কি মিথ্যা ?

মহাঃ—বৎস! যুক্তি প্রমাণে অকাট্য শাস্ত্র-বাক্য বা আত্মজ্ঞ মহাপুরুষদের বাণী কি কখনও মিথ্যা হইতে পারে? কেবল সাধারণ লোকে বুঝিবার ভ্রমেই অর্থের বিপর্য্যয় ঘটাইয়া থাকে। তুমি যে কুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রত করার কথা বলিতেছ, সেই কুণ্ডলিনী কাহাকে বলে, অগ্রে তাহাই তোমাকে জানিতে হইবে ; পরে তাঁহাকে জাগ্রত করিবে ত? সেই কুণ্ডলিনীও কোন স্থূল জিনিষ নয় যে এই স্থূল নাসিকা দ্বারা প্রাণ-বায়ু রুদ্ধ করিয়াই তাঁহাকে জাগ্রত করিবে। মনেরই বুদ্ধিশক্তির নামান্তর 'কুণ্ডলিনী'। তোমার এই বুদ্ধিরূপী কুণ্ডলিনী নিজের মিথ্যা কল্পনার দ্বারা তোমার এই দেহকে 'এই সাড়ে তিন হস্তই আমি' এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, জাগতিক অন্যান্য বস্তুর নাম ও রূপের মোহে মোহনিদ্রাভিভূত হইয়া আছেন। বিচার শক্তির বলেই সেই মোহ-নিদ্রা হইতে বুদ্ধিরূপী কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করিতে হইবে। এই ভাবে তোমার মনের বুদ্ধি-শক্তিকে সদসৎ বিচার দ্বারা শুদ্ধ করতঃ মোহ-নিদ্রা দূর করিয়া জাগরিত করাকেই তন্ত্রকারগণ 'কুণ্ডলিনীশক্তি জাগরণ' আখ্যা দিয়াছেন। বৎস! বাহিক হঠযোগ দ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা ফল-মূলাহার, অথবা অনশন দ্বারাও সূক্ষ্ম মনোবৃত্তির নিবৃত্তি হইয়া চিত্ত স্থির হয় না, তৎসম্বন্ধে পুরাণাদি গ্রন্থেও বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। বোদ্ধা, বিচারশীল ব্যক্তিগণ হঠযোগ ও রাজযোগের গুণাগুণের তারতম্য সম্যক রূপে অবগত হইয়া, সেই শ্রেষ্ঠ রাজযোগ অবলম্বন করিয়া মন স্থির করতঃ ভব-সিন্ধু পার হন।

ভক্ত—করুণাময়! পূর্ব্বে আপনি যে যোগের ছয়টী অঙ্গের কথা বলিয়াছেন, এখন দয়া করিয়া তাহাই বর্ণন করুন।

মহাঃ—বৎস! আসন, প্রাণ-সংরোধ বা মনঃসংযম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, যোগের এই ছয়টী অঙ্গ যথাক্রমে তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। বসিবার প্রণালীকে আসন বলে। ঘেরণ্ড সংহিতায় ঘেরণ্ডমুনি বলিয়াছেন, "পুরাকালে মহাদেব ৮৪ লক্ষ আসন কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।" এই চুরাশী লক্ষ আসন বিষয়ে এখানে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, কারণ উহা হঠযোগীদেরই প্রয়োজন। প্রকৃত যে আসন জানিয়া তুমি ভব-বন্ধন মুক্ত হইতে পারিবে, তাহাই এখানে আমার আলোচ্য বিষয়। আসন বলিতে সুখাসন বুঝিবে, অর্থাৎ—যেরূপ ভাবে আসন করিয়া বসিলে শরীরে কোন প্রকার গ্লানি বোধ না হইয়া সুখ বোধ হয় এবং দীর্ঘ কাল একই ভাবে বসিয়া থাকা যায়; মস্তক হইতে গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত মেরুদণ্ড সরল ভাবে থাকিয়া, শরীরের স্পন্দনাদির নিবৃত্তি হইয়া, শরীর দীর্ঘ সময় স্থির ভাবে থাকে, তাহারই নাম 'সুখাসন'। তাই সাংখ্যদর্শন বলিয়াছেন, **"স্থিরসুখমাসনম্।"** অর্থাৎ—"যোগ সাধন বা ব্রহ্মজ্ঞান সাধন কালে, যে রূপে উপবেশন করিলে দীর্ঘ সময় শরীর স্থির ভাবে থাকে এবং সুখ বোধ হয় তাহাই আসন; যোগ সাধনে পদ্মাসনাদি কোন নির্দ্দিষ্ট আসনের নিয়ম নাই।" পাতঞ্জল দর্শনও 'স্থিরসুখমাসনম্' এই কথাই বলিয়াছেন। কৈবল্যোপনিষদ্ বলিতেছেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিবিক্তদেশে চ সুখাসনস্থঃ শুচিঃ সমগ্রীবশিরঃশরীরঃ ॥

অর্থাৎ—"যে উপবেশনে ক্লেশানুভব না হয়, এইরূপ ভাবে কুশাসনে বা কম্বলাসনে নিভৃতে উপবেশন করিয়া বাহ্য ও অভ্যন্তরের শুদ্ধি সম্পাদন করিবে এবং গ্রীবা, মস্তক ও শরীর সরল ভাবে স্থাপন করিয়া আসন বন্ধন পূর্ব্বক সমাধিস্থ হইবে।" বৎস! পূর্ব্বে যে আসনের প্রণালী বলা হইয়াছে, তাহা এই স্থূল দেহেরই আসন। এখন সূক্ষ্মদেহ মনের আসনের কথা বলিতেছি, ইহাই প্রকৃত আসন বলিয়া জানিবে। সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বাতীত স্থানে ব্রহ্ম বা আত্মা আছেন, সেই আত্মাতেই যে নির্ব্বিষয়ী ভাবে মনের অবস্থান, ইহাই প্রকৃত 'সুখাসন' বা 'ব্রহ্মাসন'। এই ব্রহ্মাসন সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত কেবল স্থূল আসন দ্বারা কখনও কাহারও আসন সিদ্ধ হয় না। তাই বেদান্তও বলিয়াছেন,—

সুখেনৈব ভবেদ্ যস্মিন্নজস্রং ব্রহ্মচিন্তনম্।
আসনং তদ্বিজানীয়ান্নাজস্রং সুখনাশকম্ ॥

অর্থাৎ—"যে ভাবে বসিলে অনায়াসে অবিরাম ব্রহ্মচিন্তা করা যায় তাহাই 'আসন' শব্দবাচ্য, ইহা ভিন্ন সমস্তই সুখনাশক।"

ভক্ত—ভগবন্! কিরূপ স্থানে বসিয়া উক্ত সাধন করিতে হয়?

মহাঃ—হে বৎস! এ বিষয়ে কোন নিয়ম নাই। অর্থাৎ—এই ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ক ধ্যানাদি সাধন করিতে কোন তীর্থে বা কোন দেশে বা গুহাদি কোন নির্জন স্থানেই যে বাস করিতে হইবে, এমন কোনও ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই। কারণ কেবল গুহাদি নির্জন স্থানে বাস করিলেই যে ধ্যান সাধন হইতে পারে, অন্যত্র হইতে পারে না, তাহা নয়। যেখানে মনের স্থৈর্য্য হয় সেই স্থানেই ব্রহ্মধ্যান করিবে। বৎস, এখানে, ওখানে, পাহাড়-পর্ব্বতে ঘুরিয়া কখনও কাহারও আত্মদর্শন হয় নাই, উহাতে বৃথা শক্তি ক্ষয় হয় মাত্র। বরং সেই শক্তি ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট থাকিয়া,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার উপদেশ শ্রবণ দ্বারা চিত্ত-দর্পণের নির্ম্মলতা সাধনে ব্যস্থিত হ... সার্থক হয়। প্রথমাবস্থায় আমার মনে বিচার-বৈরাগ্য আবির্ভাবের ... হিমালয়ের পাদদেশে কোন গুহায় আমিও অনেক দিন অবস্থান করিয়াছি... পরে নিজ মনের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, জগতের সমস্ত জনরব ও ... সংসারই আমার মনের মধ্যে। বিচার ও বৈরাগ্য, সংসারে লো... থাকিয়াই আমি লাভ করিয়াছি। সাংখ্যদর্শন স্পষ্টই বলিয়া... "ন স্থাননিয়মশ্চিত্তপ্রসাদাৎ।" অর্থাৎ "কেবল চিত্তের প্রস... দ্বারাই ধ্যান সিদ্ধ হয়, অরণ্য বা গুহাদি স্থানের কোন নিয়ম নাই।" ... ভাবার্থ এই যে, যাঁহার চিত্তে বিষয়ানুরাগাদি দোষের অধিকার ... তাঁহারই ধ্যান হইতে পারে। প্রসন্ন-চিত্ত ব্যক্তি যে স্থানেই থাকুন না ... সর্ব্বত্রই তাঁহার ধ্যান-সিদ্ধি সম্ভব। আর, বিষয়াসক্ত মলিন-চেতা ... পর্ব্বতের গুহাতে বসিয়া থাকিলেও তাহার ধ্যান সাধন হইতে পারে ... পুনঃ পুনঃ বিষয়-চিন্তাই তাহার মনে উদিত হইয়া থাকে।

ভক্ত—প্রভু! শাস্ত্র যে অরণ্য, গিরি ও গুহাদি স্থানকে যোগ সা... উপযোগী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহার তাৎপর্য্য কি?

মহাঃ—বৎস! উহা গৌণ বলিয়া জানিবে। সংসারে বিরক্তি ... গেলে যোগিগণ গুহাদি যে কোন স্থানেই যোগ-সিদ্ধি করিতে পা... নির্জন গুহাদিই যে যোগীদিগের নিতান্ত আবশ্যকীয় এবং সেই ... স্থান না হইলে কিছুতেই যোগসিদ্ধি হইবে না, এমন নহে। ব্রহ্মোপাস... কোন দিকাদিরও নিয়ম নাই; পবিত্র প্রদেশে চিত্তস্থৈর্য্য-কারক আসন ... করিয়া উপবেশন করিবে। এই উপাসনায় পূর্ব্বাদি দিক, তীর্থাদি ... প্রদোষাদি কাল, এ সকলের কোনই নিয়ম নাই। কিন্তু ঐ সকল ... 'অর্থ-লক্ষণ' নিয়ম আছে। অর্থাৎ—যে দিকে, যে স্থানে ও যে সময় ... যে-রূপ আসনে বসিলে উপাসক মনের স্বচ্ছন্দতা বোধ করিবেন ও ...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

য় হইতে পারিবেন, সেই দিকে, সেই স্থানে, সেই সময়ে এবং সেই আসনে উপাসনার্থ আসনোপবিষ্ট হইবেন। ইহাই বেদান্ত শাস্ত্রের অভিপ্রায়।

ভক্ত—হে ভগবন্! তবে, শাস্ত্রে যে বলা হইয়াছে, 'সমতল, পবিত্র, কঙ্কর না থাকে, নিকটে অগ্নি না থাকে, বালুকাময় না হয়, কোলাহল না থাকে, জলের নিকট না হয়, মনের অনুকূল হয়, দংশ-মশকাদির উৎপীড়ন না থাকে ও প্রবল বায়ু বর্জ্জিত অর্থাৎ নির্জ্জন গুহাদি স্থানে যোগানুষ্ঠান করিবে।' এইরূপ আদেশের কারণ কি?

মহাঃ—বৎস! যোগানুষ্ঠানের নিমিত্ত ঐ প্রকার (নির্দ্দেশ) অভিহিত হইয়াছে সত্য, পরন্তু উহার কোনও একটীকে নিয়মান্তঃপাতী করা হয় নাই। অর্থাৎ 'সমদেশাদি ব্যতীত যোগ হইবে না,' এমন কথা শাস্ত্রে অভিহিত হয় নাই। উক্ত স্থান সমূহ অধিকাংশ যোগীর অনুকূল বলিয়া সর্ব্ব শেষে বলা হইয়াছে "মনোহনুকূলে" অর্থাৎ "যেখানে যাহার মন যোগাভ্যাসের অনুকূল হইবে, সে সেই স্থানেই যোগাভ্যাস করিবে।" ব্রহ্মসূত্র বলিয়াছেন—"যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ"। অর্থাৎ "যেখানে ও যে ভাবে বসিলে মনের একাগ্রতা সাধনের সুবিধা হয়, সেই স্থানে আসন করিবে।" পীঠমালা তন্ত্রেও বলিয়াছেন,—

ন তত্র নিয়মঃ কশ্চিৎ উপবাসাদিকঃ প্রিয়ে।
বনে বা বিজনে বাপি আসনানি পৃথক্ পৃথক্॥

অর্থাৎ—"আত্মার সাধনে উপবাসাদি কোনরূপ নিয়ম অনুষ্ঠান করিতে হয় না। বনে বা বিজনেও বাস করিতে হয় না এবং কোন প্রকার আসনবন্ধন করিবারও আবশ্যকতা নাই।" অতএব যদি তুমি লোকালয়ের মধ্যে থাকিয়াই সেই ব্রহ্ম-ধ্যান করিতে পার, তবে আর তোমার নির্জ্জন স্থানে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। আর, যদি তুমি তাহাতে অসমর্থ হও এবং কোন নির্জ্জন স্থানে গেলেই তোমার সেই ধ্যান সাধনের সহায়তা মনে কর,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তবে তোমাকে নির্জন স্থানে যাইয়াই ধ্যান করিতে হইবে। সাধারণতঃ [illegible]
যায় যে, অধিকাংশ মানবেরই সাধনার প্রথম অবস্থায় নীরব, নির্জন [illegible]
বসিলেই ধ্যানের সহায়তা হইয়া থাকে। পরে ধ্যানের পরিপক্ব [illegible]
সুবিধামত যে কোন স্থানে বসিলেও তাহাতে বিশেষ কোন বিঘ্ন [illegible]
সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং সাধকের প্রথমাবস্থায় নির্জন ও নীরব [illegible]
আসন করাই সঙ্গত এবং তাহাই তাহার মনস্থৈর্য্যের সহায়ক হইয়া থাকে। [illegible]

ভক্ত—প্রভু! আমরা এতদিন কেবল প্রাণবায়ুকে নাসিকা [illegible]
ত্যাগ ও গ্রহণ করার নানা প্রকার প্রণালীকেই প্রাণায়াম বলিয়া জানিতা[illegible]
আপনার কথিত মনের প্রাণায়ামের কথা আর কোথাও শুনি নাই। [illegible]
মনের রেচক, পূরক ও কুম্ভক এই তিন সময়ে মনের কথন কিরূপ [illegible]
থাকে, তাহা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলুন।

মহাঃ—বৎস! ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর উপদেশ শ্রবণ করা, অধিকাংশ লোকে[illegible]
ভাগ্যে ঘটে না। তাই, সেই সকল হতভাগ্য অজ্ঞগণই 'প্রাণনিরো[illegible]
অর্থে 'প্রাণবায়ুকে নিরোধ করিতে হইবে' এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা [illegible]
হঠযোগের নানা প্রকার কৌশলাবলম্বন করিয়া দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত [illegible]
জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া ফেলে। কিন্তু তুমি বিশেষ রূপে স্মরণ রা[illegible]
যে, মনের স্পন্দনশক্তিই 'প্রাণ' নামে অভিহিত হয়। একমাত্র ব্র[illegible]
ব্যক্তি ব্যতীত সাধারণে এই 'প্রাণ' শব্দের মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে [illegible]
এই 'প্রাণ' শব্দকে স্পষ্ট ভাবে বুঝাইবার জন্যই শ্রীরামচন্দ্রকে যোগ[illegible]
উপদেশ কালে মহর্ষি বশিষ্ঠমুনি বলিয়াছিলেন;—"হে রা[illegible]
প্রাণশক্তি নিরুদ্ধ হইলে মন বিলীন হয়। কেন হয়? না, মন ও [illegible]
মূলতঃ একই বস্তু। অতএব মনের প্রাণায়ামের (প্রাণবায়ুর নয়) অ[illegible]
ব্যাসনের ক্ষয় অর্থাৎ বহু বিষয়িণী চিত্তবৃত্তির নিরোধ ও পরমার্থের [illegible]
এই সকলের দ্বারা প্রাণ অর্থাৎ মনের স্পন্দন নিরুদ্ধ হইয়া থাকে।" [illegible]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাশিষ্ঠ, উপঃ প্রঃ ১৩ সঃ ৮৩।৮৫ শ্লোক)। বেদান্তও বহু স্থানেই মনকে 'প্রাণ' শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। কাজেই শাস্ত্র যেখানে 'প্রাণ সংরোধ' বা 'প্রাণ সংযমন' করিতে বলিয়াছেন, সেখানে 'প্রাণ' শব্দে 'প্রাণবায়ু' নয়, মনকে সংযত করিতে হইবে। লৌকিক ব্যবহারেও সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে, কোন পুত্রশোকার্ত্ত পিতা অন্যকে বলিতেছে, 'ভাই, আমার প্রাণটা কেবলই ছটফট করিতেছে, কিছুতেই প্রাণে শান্তি পাইতেছি না ; কেবল সেই মৃত পুত্রের স্মৃতিই প্রাণে জাগিয়া উঠে' ইত্যাদি। এখানে দেখা যাইতেছে যে, ঐ শোকাতুর পিতা তাহার মনের অবস্থাকেই প্রাণের অবস্থা বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। কারণ সেই পিতার তখন প্রাণবায়ুর কোনই ব্যতিক্রম ঘটে নাই, তাহার মনের মধ্যেই পুত্রশোক জাগিয়া তাহাকে অশান্তি দিতেছিল। সুতরাং শাস্ত্রও 'মনসংরোধ'কেই 'প্রাণ সংরোধ' বলিয়াছেন। মনের রেচক, পূরক ও কুম্ভক দ্বারা যোগ-দৃষ্টি বা ব্রহ্ম-দৃষ্টি করাকেই 'প্রাণ সংরোধ' বা 'মনঃ সংযম' বলে। হে বৎস! তোমার মন যে বিষয়ে নিক্ষিপ্ত হয়, ইহারই নাম 'মনের রেচক'। বিচার পূর্ব্বক বিষয়ের মিথ্যাত্ব বোধ জন্মাইয়া, 'এক ব্রহ্মই সত্য ও সর্ব্বময়', এইরূপ জ্ঞানে মনকে সেই বিষয় হইতে ফিরাইয়া আনার নামই 'মনের পূরক' বা 'প্রত্যাহার'। পূর্ব্বোক্ত ভাবে মনকে বিষয় হইতে ফিরাইয়া আনিয়া ঐ প্রত্যাহৃত মনকে যে সম্পূর্ণ রূপে বিষয় শূন্য বা সর্ব্ব প্রকারের বৃত্তিশূন্য করিয়া রাখা হয় (অর্থাৎ তখন সেখানে একমাত্র মন ব্যতীত অন্য কিছুই থাকে না), তাহারই নাম 'মনের কুম্ভক'। এইরূপ মনকে বৃত্তিশূন্য করিয়া রাখিলেই তখন মন আত্মাতে স্থিতি লাভ করে, ইহাকে 'ধারণা' বলা হয়। পূর্ব্বোক্ত কুম্ভক অবস্থায় স্থিত মন, 'সমস্ত জগতই ব্রহ্ম বা আত্মময়' এই জ্ঞানে যখন নিজ দেহ-মনের জ্ঞান পর্য্যন্ত লোপ করিয়া দেয়, অর্থাৎ তখন মন যখন নিজের সত্তাও উপলব্ধি করিতে পারে না, মনের এই অবস্থাকেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'আত্মধ্যান' কহে। এই 'আত্মধ্যান' সিদ্ধ হইলেই তখন সেই নির্ব্বি মনে আপনাকে আত্মাস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া যে জাগতিক সর্ব্ব প্রকার ভা সম্পূর্ণ রূপে অভাব হইয়া যায়, অর্থাৎ যখন মনে কোন বিষয়ই গ্র থাকে না, মন ও বুদ্ধির ক্রিয়া একেবারে লোপ পায়, কেবল চিদাত্মা থাকে এই অবস্থাকেই প্রকৃত 'সমাধি' কহে। জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছে

দৃষ্টিং জ্ঞানময়ীং কৃত্বা পশ্যেদ্ব্রহ্মময়ং জগৎ।
সা দৃষ্টিঃ পরমোদারা ন নাসাগ্রবিলোকিনী॥
দৃষ্টিদর্শনদৃশ্যানাং বিরামো যত্র বা ভবেৎ।
দৃষ্টিস্তত্রৈব কর্ত্তব্যা ন নাসাগ্রবিলোকিনী॥ (অপরোক্ষানুভূ

অর্থাৎ—"দৃষ্টিকে জ্ঞানময়ী করিয়া তাহার দ্বারা জগতকে ব্র দেখিবে, এইরূপ পরম উদার দৃষ্টির নাম প্রকৃত 'যোগ' বা 'ব্রহ্ম-দৃ যে দৃষ্টি কেবল মাত্র নাসাগ্রভাগে নিবদ্ধ, তাহাকে 'যোগদৃষ্টি' কহে যাহাতে দৃষ্টি, দর্শন ও দৃশ্যের বিরাম হয় তাহাতেই (আত্মাতেই) করিবে, কেবল নাসাগ্র অবলোকন করিবে না।"

চিত্তাদিসর্ব্বভাবেষু ব্রহ্মত্বেনৈব ভাবনাৎ।
নিরোধঃ সর্ব্ববৃত্তীনাং প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে॥
নিষেধনং প্রপঞ্চস্য রেচনাখ্যঃ সমীরণঃ।
ব্রহ্মৈবাস্মীতি যা বৃত্তিঃ পূরকো বায়ুরীরিতঃ॥
ততস্তদ্বৃত্তিনৈশ্চল্যং কুম্ভকঃ প্রাণসংযমঃ।
অয়ঞ্চাপি প্রবুদ্ধানামজ্ঞানং ঘ্রাণপীড়নম্॥
বিষয়ে স্বাত্মতাং দৃষ্ট্বা মনসশ্চিতিমজ্জনম্।
প্রত্যাহারঃ স বিজ্ঞেয়োঽভ্যসনীয়ো মুমুক্ষুভিঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যত্র যত্র মনো যাতি ব্রহ্মণস্তত্র দর্শনাৎ।
মনসো ধারণঞ্চৈব ধারণা সা পরা মতা॥
ব্রহ্মৈবাস্মীতি সদ্বৃত্ত্যা নিরালম্বতয়া স্থিতিঃ।
ধ্যানশব্দেন বিখ্যাতা পরমানন্দদায়িনী॥
নির্ব্বিকারতয়া বৃত্ত্যা ব্রহ্মাকারতয়া পুনঃ।
বৃত্তিবিস্মরণং সম্যক্ সমাধির্জ্ঞানসংজ্ঞকঃ॥ (অপরোক্ষানুভূতি)

অর্থাৎ—"চিত্তাদি সর্ব্বপ্রকার ভাব-পদার্থে ব্রহ্মত্ব ভাবনা বশতঃ যে সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়বৃত্তির নিরোধ হয়, তাহাকে 'প্রাণায়াম' কহে। প্রপঞ্চের নিষেধ, অর্থাৎ মন জাগতিক যে বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হয়, বিচার পূর্ব্বক সেই বিষয়ের মিথ্যাত্ব পরিজ্ঞানকেই 'রেচকবায়ু' কহে। 'এক ব্রহ্মই সর্ব্বময়' এইরূপ জ্ঞানে বিষয় হইতে মনকে ফিরাইয়া আনাকেই 'পূরকবায়ু' কহে। অনন্তর 'এক ব্রহ্মই সর্ব্বময়' এই মনোবৃত্তির নিরোধকে, অর্থাৎ যখন মনের অন্য আর কোন বৃত্তিই না থাকে, তখন তাহাকে 'কুম্ভক' কহে। এই প্রকার রেচক, পূরক ও কুম্ভকাত্মক প্রাণায়ামই জ্ঞানীদিগের 'প্রাণায়াম'। অজ্ঞেরাই নাসিকা দ্বারা প্রাণবায়ুর নিরোধকে 'প্রাণায়াম' বলে। বিষয়ে অনাত্মত্ব অনুসন্ধান করিয়া, অনাত্মা নিশ্চয় পূর্ব্বক সেই বিষয় ত্যাগ করিয়া পরমাত্মায় যে মনের নিমজ্জন, তাহাকেই 'প্রত্যাহার' কহে। মুমুক্ষুরা (আত্মজ্ঞানপিপাসুগণ) এই 'প্রত্যাহার' অভ্যাস করিবেন। মন যে যে বিষয়ে গমন করে, সেই সেই বিষয়ে ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন পূর্ব্বক ব্রহ্মেতে মন স্থাপন, অর্থাৎ মনকে প্রত্যাহার করিয়া আত্মাতে যে মনের স্থিতি, তাহাকেই উৎকৃষ্ট 'ধারণা' কহে। সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া, দেহানুচিন্তাও (দেহের চিন্তাও) পরিত্যাগ পূর্ব্বক, 'সকলই ব্রহ্মময়' এই জ্ঞান করিয়া যে মন সর্ব্বত্যাগী হইয়া ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করে অর্থাৎ যখন মন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যতীত মনের মধ্যে অন্য কিছুই থাকে না, তখনই তাহাকে 'আত্মধ্যান' কহে। ইহা হইতে পরমানন্দ লাভ হয়। এই আত্মধ্যান দ্বারা চি[ত্ত] নির্ব্বিকার হইলে, সেই নির্ব্বিকার চিত্তে আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান করি[য়া] সকল প্রকার প্রপঞ্চ-ভাব পরিত্যক্ত হইলে তাহাকে 'সমাধি' কহে। বেদান্ত বলিতেছেন,—

বাহ্যস্থবিষয়ং সর্ব্বং রেচকঃ সমুদাহৃতঃ।
পূরকং শাস্ত্রবিজ্ঞানং কুম্ভকং স্বগতং স্মৃতম্॥ (বরাহোপনিষ[দ্])

অর্থাৎ—"যাবতীয় বাহ্য বিষয় অবলম্বন করিয়াই মনের রেচক; শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা বিষয়ের নশ্বরত্ব বুঝিয়া মনকে সেই বিষয় হইতে ফিরা[ইয়া] আনার নাম 'পূরক' এবং কুম্ভকটী আত্মগত, অর্থাৎ মনকে আত্মাতে স্থি[র] রাখার নাম 'কুম্ভক'। যিনি এইরূপ অভ্যাস-যোগের দ্বারা চিত্তকে আ[ত্মস্থ] করেন, তিনিই মুক্ত হইবেন,—সন্দেহ নাই।"

যচ্ছেদ্বাঙ্মনসি প্রাজ্ঞস্তদ্‌যচ্ছেজ্‌জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি তদ্‌যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি॥ (কঠোপনিষদ)

অর্থাৎ—"বুদ্ধিমান যোগী প্রথমে বাগিন্দ্রিয়কে মনে সংযত করিবে[ন], অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়-ব্যাপার ত্যাগ করিয়া মনোমাত্রে অবস্থান করিবে[ন]। পরে মনকে জ্ঞানে ধারণ করিবেন, অর্থাৎ বিষয়ের দোষ দর্শন করতঃ বিষ[য়ে] বিক্ষিপ্ত মনকে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতে লয় করিবেন। অনন্তর বুদ্ধিকে মহদা[ত্মায়] নিযুক্ত করিবেন, অর্থাৎ—সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম করিয়া ভোক্তৃ-আত্মায় (জীবাত্মায়) প্রবিষ্ট করাইবেন। অবশেষে তাহাকে (জীবকে) শান্ত আত্মায় (প[র]মাত্মায়) প্রতিষ্ঠাপিত করিবেন। এই আত্মাই সর্ব্বপর, পরমপুরু[ষ], প্রাপ্যতার শেষ এবং ইহাকেই 'যোগ' কহে।"

তাবদেব নিরোদ্ধব্যং যাবদ্ধৃদিগতং ক্ষয়ম্।
এতজ্‌জ্ঞানং চ ধ্যানং চ অতোঽন্যো গ্রন্থবিস্তরঃ॥ (ব্রহ্মবিন্দূপনি[ষদ্])

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ—"যে পর্য্যন্ত মন কূটস্থ-চৈতন্যে বিলীন না হয়, সেই পর্য্যন্ত মনকে বিষয়-চিন্তা হইতে দূরে রাখিবে। ইহারই নাম 'ধ্যান' এবং ইহাই 'জ্ঞান'। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রণালীর অনুসরণ করিয়া মননিরোধ করিতে পারিলেই আত্মজ্ঞান বিকশিত হয়। ইহাই সার তত্ত্ব, এতদ্ভিন্ন আর যাহা কিছু গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কেবল গ্রন্থের বিস্তার মাত্র।" অমৃতবিন্দু উপনিষদ বলিতেছেন :—

যতো নির্ব্বিষয়স্যাস্য মনসো মুক্তিরিষ্যতে।
অতো নির্ব্বিষয়ং নিত্যং মনঃ কার্য্যং মুমুক্ষুণা॥
নিরস্তবিষয়াসঙ্গং সন্নিরুদ্ধং মনো হৃদি।
যদায়াত্যাত্মনো ভাবং তদা তৎ পরমং পদম্॥

অর্থাৎ—"মন বিষয়াভিলাষ শূন্য হইলেই মায়া-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। সেই জন্য যাঁহারা মুক্তি কামনা করেন, তাঁহারা সকল সময়েই মনকে বিষয়াভিলাষ শূন্য করিবেন। বিষয়াভিলাষ হইতে নির্মুক্ত হৃদয়ে সম্যক্‌রূপে নিরুদ্ধ অন্তঃকরণ যখন আত্ম-ভাব অর্থাৎ "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ জীব ও ব্রহ্মের একত্ব জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, তখন সেই জ্ঞানরূপ পরম প্রাপ্য বস্তুই মনোনিরোধের ফল স্বরূপ হইয়া থাকে।" যোগিবর ঘেরণ্ডমুনিও বলিয়াছেন,—

ঘটাদ্ভিন্নং মনঃ কৃত্বা ঐক্যং কুর্য্যাৎ পরাত্মনি।
সমাধিং তদ্বিজানীয়াৎ মুক্তসংজ্ঞো দশাদিভিঃ॥ (ঘেরণ্ডসংহিতা)

অর্থাৎ—"শরীর হইতে মনকে পৃথক্ করিয়া পরমাত্মার সহিত একীভাবাপন্ন করিবে, ইহাকে 'সমাধি' বলে। এই সমাধি দ্বারাই মুক্ত হইতে পারা যায়।" বৎস! এইরূপে বেদান্তাদি সর্ব্বশাস্ত্র একই কথা বলিতেছেন। অতএব একমাত্র চিত্তবৃত্তি-নিরোধের বলেই রাজযোগ সিদ্ধ হইয়া থাকে,—প্রাণবায়ু নিরোধের দ্বারা নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত—প্রভু! আপনি যে মনকে নির্ব্বিষয়ী করিতে, অর্থাৎ বিষয়ানুভব শূন্য করিতে উপদেশ দিতেছেন, তাহা কি প্রকারে সম্ভব হইবে? কারণ আত্মতত্ত্বের চিন্তা ও অতত্ত্ব বিষয়ের বিস্মৃতি আনিতে হইলেও, সেই সেই বিষয়ের মনে মনে চিন্তার অর্থাৎ অনুশীলনের প্রয়োজন; সুতরাং মন কখনও নির্ব্বিষয় হইতে পারে না।

মহাঃ—বৎস! মন যখন চিন্তা ও অচিন্তার বাহিরে যায়, কোন কিছু অবলম্বন না করিয়া নিরালম্ব অবস্থায় থাকে, তখনই মন আত্মাতে যুক্ত হয়। ইহারই নাম 'যোগ'। এই জন্য এই রাজযোগকে 'নিরালম্বযোগ' বলা হইয়া থাকে। শ্রুতিও বলিয়াছেন,—

নৈব চিন্ত্যং ন বাহ্চিন্ত্যমচিন্ত্যং চিন্ত্যমেব চ।
পক্ষপাতবিনির্মুক্তং ব্রহ্ম সংপদ্যতে তদা॥

অর্থাৎ—"যাহা মনের অগোচর, তাহা চিন্তা করা যায় না, যেমন নিরুপাধিক ব্রহ্ম; আর, যাহা চিন্তার যোগ্য বিষয়াদি, তাহাও মিথ্যা বলিয়া চিন্তনীয় নহে। সুতরাং যে সময় মন আত্মতত্ত্বের চিন্তা বা অতত্ত্ব বস্তুর বিস্মৃতি, এই দুইয়ের কোন পক্ষই অবলম্বন না করে, অর্থাৎ মন নিরালম্ব হয়, তখনই সে ব্রহ্ম-ভাবাপন্ন হইয়া থাকে।"

ভক্ত—প্রভু! আপনি যে রাজযোগ বর্ণন করিলেন; সাধক প্রথম অভ্যাস কালে কি প্রকারে এই যোগ নিষ্পন্ন করিবেন? এ বিষয়ে শাস্ত্রই বা কি আদেশ করিয়াছেন, কৃপা করিয়া তাহাই উপদেশ করুন।

মহাঃ—বৎস! প্রথমতঃ গুরূপদিষ্ট প্রণব (ওঁ) শব্দ আশ্রয় করিয়া চিত্ত-বৃত্তি নিরোধের অভ্যাস করিবে। অর্থাৎ বহির্মুখী ইন্দ্রিয়বৃত্তি যাহাতে অন্তর্মুখী হইয়া কোন এক কেন্দ্রে নিরুদ্ধ হয়, তাহারই জন্য প্রণব (ওঁ) শব্দ মুখে মুখে জপ করিবে এবং শব্দাতীত পরব্রহ্মকে চিন্তা করিবে। সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যতীত পরব্রহ্মের চিন্তা দ্বারাই ভাব-বস্তু 'ব্রহ্ম' উপলব্ধি হইবে; কখনও অভাব উপলব্ধি হইবে না। সেই ব্রহ্ম পরিপূর্ণ, সংকল্প-বিকল্পাদি সংশয় শূন্য ও নির্মল। 'আমিই সেই ব্রহ্ম' এইরূপে জীব তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারিলে, তখন জীব ব্রহ্ম-ভাবাপন্ন হইয়া যায়। অর্থাৎ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তু অনুভূত হয় না বলিয়াই জীব তখন ব্রহ্মস্বরূপই হইয়া থাকে।

অতএব বৎস! তুমি গুরূপদেশ, শ্রুতিবাক্য ও স্বীয় অনুভূতির দ্বারা জ্ঞান-চক্ষু লাভ করিয়া আত্মসাক্ষাৎকারের অনুশীলন করিবে। এই প্রকারে সাক্ষাৎকারে প্রবৃত্ত হইলে, 'আমি নিষ্কল নির্ম্মল, শান্তস্বরূপ' ইত্যাদি রূপে তোমার জ্ঞানের অভ্যুদয় হইয়া যখন তুমি সর্ব্বদা স্বীয় আত্মাতে অবস্থিতি করিবে, তখনই তোমার মন নাশ প্রাপ্ত হইবে। নিদ্রা, লৌকিক বৃথা আলাপাদি ব্যবহার, বাহ্য শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়ানুভব এবং আত্ম-বিস্মরণের অবকাশ তোমার মনকে কখনও প্রদান না করিয়া, সর্ব্বদা আত্মাতে অবস্থান পূর্ব্বক, তুমি আত্ম-চিন্তা করিবে। মাতা-পিতার শুক্র-শোণিত রূপ মল হইতে উৎপন্ন কুৎসিত মল-মূত্রপূর্ণ শরীর অপবিত্র চণ্ডালদেহের ন্যায় ঘৃণ্য, অতএব তাহার চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ব্রহ্ম-ভাবনায় তন্ময় হইয়া থাকিবে। স্বয়ং সদাত্মক রূপে স্বপ্রকাশ-অধিষ্ঠান স্বরূপতা লাভ করিয়া, পিণ্ডগ্রাসের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ডকেও মল-ভাণ্ডের ন্যায় মন হইতে পরিত্যাগ করিবে। দেহে উৎপন্ন অহং-বুদ্ধিকে সদানন্দস্বরূপ চৈতন্যরূপ পরমাত্মাতে লীন করিয়া, লিঙ্গ দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সর্ব্বদা কেবল ব্রহ্মরূপে অবস্থান করিবে। দর্পণে প্রতিবিম্বিত নগরের ন্যায় যাহাতে এই জগত-প্রতিবিম্ব প্রকাশ পাইতেছে, আমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ' এই রূপ জ্ঞান লাভ করিয়া কৃতার্থ হও। উক্ত ভাবে মনকে চালিত করিলে দেখিতে পাইবে, চন্দ্র যেমন রাহুমুক্ত হইয়া নির্ম্মল পূর্ণ স্বরূপে প্রকাশ পায়, সেইরূপ স্বয়ং প্রকাশ পূর্ণ (সর্ব্ব-ব্যাপক) সদানন্দরূপ (সত্তা ও আনন্দ স্বরূপ) পরমাত্মাও অবিদ্যাকল্পিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অহঙ্কার রূপ গ্রহ-মুক্ত হইয়া, তোমার অন্তরে স্বকীয় যথার্থ স্বরূপে প্রকাশ পাইয়াছেন। বৃহদারণ্যকোপনিষদও বলিয়াছেন,—

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো
নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি!
আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা
বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্।

অর্থাৎ—"অরে মৈত্রেয়ি! আত্মার কথা শ্রবণ করিবে; অর্থাৎ প্রথমে গুরুমুখে শ্রবণ করিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং গুরু ও বেদান্ত বাক্য আলোচনা করিবে। অতঃপর শ্রুত্যুক্ত সেই সকল উপদেশের প্রতিকূল তর্ক পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অনুকূল তর্ক দ্বারা আত্মতত্ত্বের স্থিরীকরণ বা মনন করা কর্ত্তব্য। অবশেষে স্থিরীকৃত সেই উপদিষ্ট আত্মতত্ত্বের একাগ্রতা সহকারে ধ্যান অর্থাৎ নিদিধ্যাসন করা উচিত। উল্লিখিত শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এই তিনটী সাধন সিদ্ধ হইয়া যখন এক ভাবে পর্য্যবসিত হয়, তখনই সম্যক রূপে আত্মদর্শন সম্পন্ন হইয়া থাকে।" অমৃতনাদোপনিষদ্ বলিতেছেন,—

শাস্ত্রাণ্যধীত্য মেধাবী অভ্যস্য চ পুনঃ পুনঃ।
পরমং ব্রহ্ম বিজ্ঞায় উল্কাবত্তান্যথোৎসৃজেৎ॥

অর্থাৎ—"মেধাবী ব্যক্তি শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং উহার পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিয়া, ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইলে পর, পথিক যেমন মশালের সহায়তায় গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া মশাল পরিত্যাগ করে, সেইরূপ শাস্ত্রগ্রন্থও পরিত্যাগ করিবেন।" ভাবার্থ এই, পথিক গৃহে প্রবেশ না করিয়া রাস্তায় অন্ধকারে যেরূপ মশালের আলো ত্যাগ করে না, সেইরূপ আত্মসাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত সাক্ষাৎকারের উপায় স্বরূপ বেদান্তাদি অধ্যয়ন ও পরম্পর তত্ত্বালোচনা কখনও ত্যাগ করিবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাবদ্রথেন গন্তব্যং যাবদ্রথপথি স্থিতঃ।
স্থিত্বা রথপথস্থানং রথমুৎস্থজ্য গচ্ছতি ॥

(অমৃতনাদোপনিষদ)

অর্থাৎ—"যে পর্য্যন্ত রথ-পথে চলিতে হয়, সেই পর্য্যন্তই রথে গমন করা যাইতে পারে। কিন্তু যখন রথের পথ শেষ হইয়া যায়, তখন লোকে রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করে।" তাৎপর্য্য এই,—আত্মসাক্ষাৎকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্তই সাধ্য-সাধন ভাব বর্ত্তমান থাকে; সুতরাং ওঁকার সাধন অবলম্বন করিয়া, সাধ্য আত্ম-সাক্ষাৎকারের পথে ধাবিত হইতে হয়। কিন্তু যখন আত্মদর্শন লাভ হয়, তখন আর কে কাহার সাধন করিবে? সুতরাং তখন ওঁকার রথও পরিত্যক্ত হইয়া থাকে।

বৎস! অধ্যাত্ম-বিদ্যা লাভ, সাধুসঙ্গ, বাসনা-ত্যাগ ও মনোবৃত্তির নিরোধ, এইগুলি চিত্তজয়ের প্রধান সাধন। কিন্তু যে সমস্ত অজ্ঞ হঠাৎ চিত্তকে জয় করিতে উদ্যোগী হয়, বুঝিবে যে, তাহারা মৃণাল সূত্রের দ্বারা উন্মত্ত হস্তীকে বন্ধন করিতে ইচ্ছা করে। লোকবাসনা (১), শাস্ত্র-বাসনা (২) এবং দেহবাসনা (৩) এই ত্রিবিধ বাসনা হেতু মানবের মনে যথাযোগ্য জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। বাসনাসমূহ দুই প্রকার; একটী শুভ, অপরটী অশুভ। তন্মধ্যে যদি শুভ বাসনা সমূহের দ্বারা পরমেশ্বরের অনুসন্ধান কর, তাহা হইলে তাহার দ্বারা ক্রমে আত্মার স্থান নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে। আর যদি অশুভ বাসনা কর, তাহা হইলে তুমি অতি সঙ্কটে পতিত হইবে। বাসনাসমূহের ক্ষয়, বিজ্ঞান এবং চিত্তলয় এই তিনটী এক

(১) লোকবাসনা=লোকের সঙ্গে নানা প্রকারের খেলা ও গল্পগুজব করার বাসনা। (২) শাস্ত্র-বাসনা=শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা খ্যাতনামা পণ্ডিত বলিয়া লোকমধ্যে সুখ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভের বাসনা। (৩) দেহ-বাসনা=স্থূল দেহকে নানা প্রকারে সুসজ্জিত করার ও দীর্ঘায়ু লাভ করার বাসনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সময়ে দীর্ঘকাল ধরিয়া অভ্যস্ত হইলে, ফলপ্রদ হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত তিনটী পুনঃ পুনঃ অভ্যস্ত না হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত শত শত বর্ষেও ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না। এই কারণেই দীর্ঘকাল ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর সেবা ও বেদান্ত তত্ত্ব শ্রবণ করার প্রয়োজন হয় এবং তাহার দ্বারাই এই তিনটী করায়ত্ত হইয়া থাকে। এই তিনটী দীর্ঘকাল অভ্যস্ত হইলে, কামাদি হৃদয়ের দৃঢ় গ্রন্থি সমূহ অনায়াসে নাশ প্রাপ্ত হয়। অতএব বৎস! তুমি পুরুষকাররূপ প্রযত্নের দ্বারা ভোগ-বাসনা দূরে বিসর্জ্জন দিয়া, পূর্ব্বোক্ত তিনটী উপায় অবলম্বন কর। যখন মন বাসনারহিত হয়, কদাপি সঙ্কল্পাদি ক্রিয়া করে না, তখন উৎকৃষ্ট নিবৃত্তিদায়ক মনঃশূন্যতা আবির্ভূত হয়। অর্থাৎ—তখন মন যেন নাই বলিয়া বোধ হয়। অতএব যে পর্য্যন্ত তোমার মন বশীভূত না হইবে, যতক্ষণ সেই প্রাপ্তবস্তু তোমার অজ্ঞাত থাকিবে, তাবৎ কাল গুরু ও শাস্ত্র রূপ প্রমাণের দ্বারা প্রকৃত তত্ত্বের অনুসন্ধান কর। অনন্তর যখন তোমার হৃদয়স্থ কামাদি বৃত্তি চলিয়া যাইবে, যখন যথার্থ বস্তু জানিবে, মনের ব্যথা যখন দূরীভূত হইবে, তখন শুভ বাসনারাশিও পরিত্যাগ করিবে। সাংখ্যদর্শনও বলিয়াছেন :—

রাগোপহতির্ধ্যানম্।

অর্থাৎ—"বিষয়ানুরাগ-নিবৃত্তি হইলে ধ্যানই জ্ঞানের হেতু হইয়া থাকে। অর্থাৎ—মানুষ মাত্রেরই বিষয়ে অনুরাগ থাকে, সেই বিষয়ানুরাগের নিবৃত্তি হইলেই জ্ঞান জন্মে। আত্মতত্ত্ব-চিন্তনই বিষয়ে অনুরাগ নিবৃত্তির হেতু; সুতরাং আত্মধ্যানই জ্ঞানের কারণ।" 'ধ্যান' বলিতে এখানে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটীকেই বুঝিতে হইবে এবং এই ত্রিবিধ যোগই জ্ঞানের সাধন।

ভক্ত—প্রভু! সেই ধ্যানের লক্ষণ কিরূপ?

মহাঃ—বৎস! ধ্যান করিতে করিতে ধ্যেয়াতিরিক্ত বিষয়ে বুদ্ধির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিবৃত্তি হয়, অর্থাৎ—ধ্যেয় ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ই বুদ্ধিতে উদিত হয় না। সর্বদাই বুদ্ধি ধ্যেয় বিষয়ে অনুরক্ত থাকে। এইরূপ হইলেই 'ধ্যান-নিষ্পত্তি' বলা যায়। এইরূপ ধ্যান-নিষ্পত্তিই তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপাদন করিতে পারে। অতএব যাবৎ উক্ত রূপ ধ্যান-নিষ্পত্তি না হয়, তাবৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি রূপ ধ্যান করিতে হইবে। ধ্যান দ্বারা ইতর বৃত্তির নিরোধ হইলে, বিষয়ান্তর-সঞ্চরণ রূপ প্রতিবন্ধকের অপগম হইয়া, ধ্যেয়-সাক্ষাৎকার হয়। তাই সাংখ্যদর্শন বলিয়াছেন —

বৃত্তিনিরোধাৎ তৎসিদ্ধিঃ।

অর্থাৎ—"মনের বৃত্তি সকল নিরুদ্ধ হইলেই সেই ধ্যান-সিদ্ধি হইয়া থাকে।"

ভক্ত—ভগবন্! 'ধ্যান' কাহাকে কহে? অর্থাৎ কোন্ মূর্ত্তি ধ্যান করিলে তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান সাধিত হইতে পারে?

মহাঃ—হে সুমতে! ধ্যান দ্বিবিধ,—স্থূল ও সূক্ষ্ম। মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক মূর্ত্তিধ্যানকে 'স্থূলধ্যান' এবং মন্ত্র ও মূর্ত্তিহীন ধ্যানকে 'সূক্ষ্মধ্যান' বলা যায়। এবিষয়ে আদিযামলেও লিখিত আছে,—

ধ্যানন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং স্থূলসূক্ষ্মবিভেদতঃ।
স্থূলং মন্ত্রময়ং বিদ্ধি সূক্ষ্মন্তু মন্ত্রবর্জ্জিতম্॥

অর্থাৎ—"ধ্যান দ্বিবিধ,—স্থূল এবং সূক্ষ্ম। মন্ত্রময় ধ্যানকে 'স্থূল' এবং মন্ত্রহীন ধ্যানকে 'সূক্ষ্ম' ধ্যান বলা যায়।" যোগিবর ঘেরণ্ডমুনি বলিয়াছেন—

স্থূলং মূর্ত্তিময়ং প্রোক্তম্।
সূক্ষ্মং বিন্দুময়ং ব্রহ্ম কুণ্ডলী পরদেবতা॥ (ঘেরণ্ডসংহিতা)

অর্থাৎ—"যাহাতে মূর্ত্তিমান্ অভিষ্টদেবকে কিম্বা পরম গুরুকে চিন্তা করা যায়, তাহার নাম 'স্থূল ধ্যান' এবং যে ধ্যানের দ্বারা বিন্দুময় ব্রহ্ম বা কুলকুণ্ডলিনী শক্তির সাক্ষাৎ লাভ হয়, তাহার নাম 'সূক্ষ্ম ধ্যান'।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতএব কোনও মূর্ত্তি চিন্তা করার নাম 'আত্মধ্যান' নহে, মনের চিন্তা-শূন্যতাই 'সূক্ষ্মধ্যান' বা 'আত্মধ্যান'। তাই সাংখ্যদর্শন স্পষ্টই বলিয়াছেন:—

ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ।

অর্থাৎ—"মনকে বিষয়-চিন্তা শূন্য করার নামই 'ধ্যান'। তাৎপর্য্য এই, মন হইতে বিষয় সকল অন্তর্হিত হইলেই 'ধ্যান' হইয়া থাকে এবং ঐ ধ্যানই যোগ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।" বেদান্তও বলিয়াছেন,—

অচিন্তৈব পরং ধ্যানম্।

অর্থাৎ—"কিছু চিন্তা না করাই 'পরম ধ্যান' বা 'ব্রহ্ম ধ্যান'।" এইরূপ ধ্যানকেই 'চিত্তবৃত্তিনিরোধ যোগ' কহে। পীঠমালাতন্ত্র বলিতেছেন,—

সর্ব্বচিন্তাপরিত্যাগো নিশ্চিন্তো যোগ উচ্যতে।

অর্থাৎ—"যে অবস্থায় মনের সমুদায় চিন্তা দূর হইয়া মন ব্রহ্মে লীন হয়, তাহার নাম 'যোগ'।" অতএব 'ধ্যান' বলিতেই তুমি কেন বৃথা মূর্ত্তি কল্পনা করিতেছ? উহা কখনও আত্মধ্যান হইতে পারে না। ধ্যান করিবে কে? হাড়-রক্ত-মাংসে গঠিত তোমার এই স্থূল দেহ ত আর ধ্যান করে না! ধ্যানকর্ত্তা হইল বুদ্ধি ও মন। সেই ধ্যাতা বুদ্ধি ও মনের যখন কোনই মূর্ত্তি নাই, তখন ধ্যেয় বস্তুর মূর্ত্তির জন্য কেন এত উন্মত্ত হইয়া দুরাগ্রহ করিতেছ? এই মন ও বুদ্ধি অনন্ত কালই মূর্ত্তিহীন, নিরবয়ব থাকিবে। সুতরাং অনর্থক তোমার ধ্যেয় বস্তুকে মূর্ত্তিরূপে সাকার করিবার এত চেষ্টা কেন? ইহাতে কি লাভ আছে? সর্ব্বনিম্নস্তরের অনধিকারী অজ্ঞানীদের জন্যই মাত্র স্থূল ধ্যানের কল্পনা করাহ ইয়াছে।

ভক্ত—প্রভু! বিষয়ে যে মনের অনুরাগ, তাহা নিরোধ করার জন্য আমরা মূর্ত্তির ধ্যান করিয়া থাকি।

মহাঃ—বৎস! স্থূল মূর্ত্তিধ্যান দ্বারা কখনও বিষয়ানুরাগ নিরোধ হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে না। স্থূল মূর্ত্তিধ্যান অপেক্ষা সূক্ষ্ম আত্মধ্যান বহু সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ। যোগিবর ঘেরণ্ডমুনিও বলিয়াছেন,—"**স্থূল ধ্যান হইতে সূক্ষ্ম আত্মধ্যান লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ**"। (ঘেরণ্ড সংহিতা, ৬ উঃ ২১ শ্লোঃ) অতএব ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর আদেশ অনুসারে ধ্যান-ধারণাদি করা ও সৎ সঙ্গে থাকিয়া তত্ত্বালোচনা করাই বিষয়ানুরাগ নিরোধের একমাত্র উপায়। সাংখ্য শাস্ত্রও বলিয়াছেন :—

ধ্যানধারণাভ্যাসবৈরাগ্যাদিভিস্তন্নিরোধঃ।

অর্থাৎ—"সমাধি দ্বারা যে ধ্যান হয়, তাহাই যোগের কারণ। এই ধ্যানের কারণ ধারণা, ধারণার কারণ অভ্যাস, অর্থাৎ চিত্তের স্থিরতা-সাধনের অনুষ্ঠান। এই অভ্যাসের কারণ বিষয়-বৈরাগ্য। বিষয়ের দোষ দর্শন এবং যম, নিয়মাদি প্রক্রিয়া দ্বারা বিষয়ে অনুরাগের নিরোধ হয়।" সুতরাং জানা গেল যে, চিত্তবৃত্তি নিরোধের দ্বারা বিষয়ানুরাগ নিরোধ হইয়া থাকে, স্থূল মূর্ত্তিধ্যানের দ্বারা নয়। বৎস! এই ভাবে চিত্তনিষ্ঠ ধ্যানাদি দ্বারা বৃত্তিশূন্য হইয়া মানব বিষয়োপরাগের নিরোধ করিতে গেলে তাহাতে যে সকল বিঘ্ন উপস্থিত হয় তাহাও তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথম অবস্থায় ধ্যানাদি সাধন করিতে করিতে নিদ্রাবৃত্তি আসিয়া মনকে অভিভূত করিয়া ফেলে, ইহাই মনের 'লয়াবস্থা'। এই নিদ্রাকে পরাভূত করিতে পারিলেও তখন জাগতিক বিষয়ের সত্যতা বোধ থাকায়, মন বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হয়; ইহাকে মনের 'বিক্ষেপাবস্থা' কহে। সুতরাং ধ্যানাবস্থায় পূর্ব্বোক্ত 'লয়' ও 'বিক্ষেপ' এই দুইটীই মানুষের প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। বিশুদ্ধ বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তি ব্যতীত, ঐ দুইটীর হাত হইতে কেহ অব্যাহতি পাইতে পারে না। এমন সময় সন্ধ্যা আগত হইল, তাই ভক্ত যথাশক্তি মুদ্রা ও বস্ত্রাদি উপঢৌকন দ্বারা মহাপুরুষের অর্চ্চনা করিয়া প্রাণামান্তে নিজ স্থানে চলিয়া গেলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আহার বিচার।

তৎপর দিবস প্রাতে ভক্ত আসিয়া সেই মহাত্মাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বসিলেন এবং অতি বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভু! এখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম যে, একমাত্র মনের রেচক, পূরক ও কুম্ভক করিতে পারিলেই তদ্দ্বারা মন স্থির হইয়া জীবের পরমগতি লাভ হয়। কিন্তু কেবল মনই যদি মানুষের সাধন-ভজনাদি সকল কার্য্য করিয়া থাকে, তবে আর এই স্থূল দেহটাকে রক্ষা করার জন্য এত চেষ্টার প্রয়োজন কি?

মহাঃ—বৎস! এই বিশ্বসংসারে ভাল-মন্দ, সদসৎ ইত্যাদি যত প্রকারের কার্য্য হয়, একমাত্র মনই সেই যাবতীয় কার্য্য স্থূল দেহ দ্বারা নিষ্পন্ন করিয়া থাকে; সুতরাং মনই কর্ম্মকর্ত্তা। মনের আদেশ ব্যতীত এই স্থূল দেহেন্দ্রিয় কোন কার্য্যই সম্পন্ন করিতে পারে না। সুতরাং তোমার এই দেহটা যন্ত্র, আর, মন যন্ত্রী। যন্ত্রীর শক্তি ব্যতিরেকে যন্ত্র নিজে নিজে কোন কাজ করিতে পারে না; পক্ষান্তরে যন্ত্রীও যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত তাহার কার্য্যক্ষমতা বাহিরে প্রকাশ করিতে পারে না। একটী দৃষ্টান্ত দেখ, অদ্বিতীয় কাঠের কারিকর মনমোহন মিস্ত্রী রুগ্নাবস্থায় কতকগুলি উৎকৃষ্ট যন্ত্রের দ্বারা হরিপদ বাবুর বাড়ীতে কার্য্য করিতেছে। মিস্ত্রীর শরীর অসুস্থ থাকায়, তাহার যন্ত্রগুলি উৎকৃষ্ট থাকা সত্ত্বেও, কাজ খারাপ ভাবে ও অতি ধীরে চলিতেছে। ইহা দেখিয়া হরিপদ বাবু বলিলেন "মিস্ত্রী! তোমার কাজ ধীরে চলিতেছে কেন?" উত্তরে মনমোহন বলিল, "বাবু! কারণ আমার শরীর অসুস্থ।" কিছুদিন পরে ঐ মনমোহনের শরীর সুস্থ হইল। ইতি মধ্যে তাহার ঐ উত্তম যন্ত্রগুলি চোরে লইয়া যাওয়ায়, সাধারণ মূল্যের কতকগুলি নিকৃষ্ট যন্ত্র খরিদ করিয়া লইয়া তদ্দ্বারা মনমোহন কাজ করিতে লাগিল। তখন মনমোহনের শরীর সুস্থ থাকা সত্ত্বেও, পূর্ব্বের ন্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার কাজ খারাপ ভাবে এবং ধীর গতিতে চলিতেছে দেখিয়া, পুনরায় হরিপদ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "কিহে মিস্ত্রী! আজ ত তোমার শরীর বেশ সুস্থই আছে, তথাপি তোমার কাজ খারাপ ভাবে ও ধীরে চলিতেছে কেন?" উত্তরে মনমোহন বলিল, "বাবু! আজ আমার যন্ত্রগুলি খারাপ, তাই কাজ খারাপ ভাবে ও ধীরে চলিতেছে।" তখন হরিপদ বাবু বলিলেন, "এখন বুঝিলাম যে, যন্ত্রী (মিস্ত্রী) ও তাহার যন্ত্র উভয়ই ঠিক মত,সুস্থ, সবল ও উৎকৃষ্ট না হইলে কার্য্য কখনও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না।" অতএব বৎস! তোমারও এই স্থূল দেহরূপ যন্ত্র এবং মনরূপ যন্ত্রী এই উভয়কেই পৃথক পৃথক ভাবে ঠিক না রাখিলে, সংসারে কিছুতেই কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিবে না। এ কারণে শাস্ত্র প্রথমেই বলিয়াছেন,—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্" অর্থাৎ "এই স্থূল শরীর-যন্ত্রই সকল প্রকার ধর্ম্ম সাধনের আদি কারণ; সুতরাং ইহাকে সুস্থ-সবল রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।" তৎপরে পুনঃ বলিয়াছেন,—"মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ" অর্থাৎ (কেবল শরীর ঠিক থাকিলে কি হইবে?) "মনই মানুষের বন্ধন ও মুক্তির কারণ।" অতএব তোমার মনরূপ যন্ত্রী ও দেহ-যন্ত্র এই উভয়কেই ঠিক রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

ভক্ত—হঠযোগ ব্যতীত কি প্রকারে দেহ ঠিক রাখা যাইতে পারে?

মহাঃ—বৎস! যন্ত্র কখনও যন্ত্রীকে ঠিক রাখিতে পারে না, যন্ত্রীই যন্ত্রকে ঠিক রাখে। পূর্ব্বোক্ত মনমোহন মিস্ত্রীর ঘটনাটী স্মরণ কর। যন্ত্রী মনমোহনই তাহার বাটালি, করাত, হাতুড়ী প্রভৃতি যন্ত্রগুলিকে প্রস্তরে শাণ দিয়া এবং ভাঙ্গিয়া গেলে মেরামত করাইয়া উত্তম রূপে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া রাখিত, কিন্তু যন্ত্রগুলি কখনও সেই মনমোহনের দেহ সুস্থ করিয়া রাখিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং যদি সেই যন্ত্রী মনমোহনই অসুস্থ হইয়া পড়ে, তবে ঐ যন্ত্রগুলিকে আর কে এই ভাবে উত্তমরূপে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানেও ঠিক তদ্রূপ, তোমার মন যদি সৎসঙ্গে থাকিয়া এবং সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, সেই গুরূপদেশ ও বেদ-বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে ভব-ব্যাধিগ্রস্ত (বিষয়াসক্ত) না হইয়া সুস্থ-সবল থাকে (বিবেক বৈরাগ্যের দ্বারা বিষয়বিমুক্ত থাকে), তবে তখন তোমার সেই মন-যন্ত্রী মিতাহার ও মিতশ্রমাদি দ্বারা ব্রহ্মচর্যা পালন করতঃ দেহ-যন্ত্রকে ঠিক রাখিতে কিছুতেই ত্রুটি করিবে না। কিন্তু যদি তোমার মন-যন্ত্রী অসৎসঙ্গে পড়িয়া, বিষয়-মদে মত্ত হইয়া নিজেই নষ্ট-ভ্রষ্ট হইয়া যায়, তবে তখন তোমার এই দেহ-যন্ত্রকে আর কে ঠিক মত ব্রহ্মচর্য্যাদি পালন দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করিবে? মন-যন্ত্রীকে সুস্থ-সবল রাখিলে, সেই মনই দেহকে সুস্থ-সবল রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

ভক্ত—প্রভু! কি প্রকারে মনকে সুস্থ-সবল রাখা যাইতে পারে?

মহাঃ—মনকে সাত্ত্বিক আহার দিলেই, মন সুস্থ ও সবল থাকিবে।

ভক্ত—হে দয়াময়! মনের সাত্ত্বিক আহার কি? সাধারণতঃ অনেকে মৎস্য-মাংসাদি ত্যাগ করিয়া নিরামিষ ভোজন করিয়া থাকে এবং তাহাকেই তাহারা 'সাত্ত্বিকাহার' বলে। সুতরাং এই নিরামিষ আহার দ্বারাই মন সুস্থ-সবল থাকিবে কি?

মহাঃ—বৎস! বেদান্তাদি কোন শাস্ত্রই এই বাহ্যিক নিরামিষাহারকে 'সাত্ত্বিকাহার' বলেন নাই এবং ইহা দ্বারা মন কখনও সুস্থ-সবল থাকিতে পারে না। কারণ, ইহা মনের আহার নয়। মন স্থূল পঞ্চভূত জাত নয়, উহা অতি সূক্ষ্ম মায়ারই ব্যষ্টিরূপ অংশ মাত্র। তাই এই ডাইল, ভাত, মৎস্য, মাংসাদি স্থূল খাদ্যের গুণাগুণ কখনও মনে সংক্রামিত হইতে পারে না। স্থূল পঞ্চভূত-জাত হাড়-রক্ত-মাংসে গঠিত এই স্থূল দেহেই ঐ স্থূলাহারের শক্তি প্রবেশ করে মাত্র। মন সূক্ষ্ম, তাই তাহার আহারও সেইরূপ সূক্ষ্ম। পঞ্চেন্দ্রিয় যোগে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ বিষয় মন আহরণ করতঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রবেত্তা জ্ঞানিগণ সেই আহরণকেই 'মনের আহার' বা 'সূক্ষ্ম আহার' বলিয়া থাকেন। সূক্ষ্ম আহার সম্বন্ধে শাস্ত্রও বলিয়াছেন :—

ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়াণামাহরণং গ্রহণমাহারঃ। (নিরুক্ত)

অর্থাৎ—"চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা জাগতিক যাবতীয় বিষয় আহরণ করা হইয়া থাকে, তাহাই আহার বলিয়া কথিত হয়।" হে সুমতে! ফল-মূলাহার বা অনশন দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযমকারী কঠোর তপস্যাপরায়ণ বহু ঋষিই উর্ব্বশী-রম্ভাদির নয়ন-কটাক্ষে তপস্যা-ভঙ্গ দ্বারা অধঃপতিত হইয়াছেন, এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। তাই শাস্ত্র-প্রণেতাগণ বহু শাস্ত্র-মুখে, নানা প্রকার গল্প-প্রসঙ্গে আমাদিগকে উপদেশ দিয়া ইহাই বিশেষরূপে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন যে, বাহ্যিক অনশন অথবা নিরামিষ আহার দ্বারা কখনও ইন্দ্রিয় সংযত হয় না'। মৎস্য-মাংসাদি স্থূল আহারের দ্বারা যে মনের কোনই হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না, তৎসম্বন্ধে তন্ত্র শাস্ত্র বলিতেছেন :—

আহারসংযমক্লিষ্টা যথেষ্টাহারতুন্দিলাঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানবিহীনাশ্চেন্নিষ্কৃতিং তে ব্রজন্তি কিম্॥ (মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

অর্থাৎ—"মানবগণ বাহ্যিক আহার সংযত করিয়া ক্লেশ ভোগ করুক, বা (মৎস্য-মাংসাদি নানাপ্রকারের) যথেষ্ট আহার দ্বারা দেহকে হৃষ্ট-পুষ্টই করুক, তাহাতে কিছুই হইবে না। তাহারা যদি ব্রহ্মজ্ঞানবিহীন হয়, তাহা হইলে কখনও চিরসুখী হইতে বা নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে না।"

বায়ু-পর্ণ-কণা-তোয়ব্রতিনো মোক্ষভাগিনঃ।
সন্তি চেৎ পন্নগা মুক্তাঃ পশুপক্ষিজলেচরাঃ॥ (মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ—"যাহারা বায়ু কিম্বা পর্ণ (পাতা) মাত্র আহার করে, অন্ন খুদ খাইয়া জীবন ধারণ করে বা মাত্র জল পান রূপ ব্রত ধারণ করে, তাহাদেরই যদি মোক্ষ হয়, তাহা হইলে সর্প, পশু, পক্ষী ও জলজন্তুরা মোক্ষভাগী হইতে পারে।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মাত্র বাহিক আহারে সংযম করিলেই যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া মোক্ষ হইবে, তাহা কখনও নয়। কারণ কেবল বাহিক অনুষ্ঠানেই ধর্ম্ম হয় না, যদি ধর্ম্মের প্রতি মনের অনুরাগ না থাকে। ভক্তিমতী মীরাবাই বলিতেন,—

নিত্ নাহন্‌সে হরি মিলে তো, জলজন্তু হোই।
ফলমূল খাকে হরি মিলে তো, বাদুর-বাঁদরাই॥
তিরণ্ ভখন্ সে হরি মিলে তো, বহুত মৃগ অজা।
স্ত্রী ছোড়্‌কে হরি মিলে তো, বহুত রহে খোজা॥
দুধ্ পিকে হরি মিলে তো, বহুত বৎস বালা।
মীরা কহে বিনা প্রেম্‌সে নাহি মিলে নন্দলালা॥

অর্থাৎ—"প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিলেই যদি ভগবান হরিকে লাভ করা যাইত, তাহা হইলে জলজন্তুরাই তাঁহাকে লাভ করিত। ফল-মূল ভক্ষণ করিলেই যদি হরিকে প্রাপ্ত হওয়া যাইত তবে বাদুড় ও বানরগণই ভগবানকে প্রাপ্ত হইত। আর তৃণ ভোজন করিলেই যদি হরিকে লাভ করা যাইত, তবে ছাগল ও হরিণগণ ভগবানকে লাভ করিত। নারীসঙ্গ বিসর্জ্জন করিলেই যদি হরিকে পাওয়া যাইত, তবে খোজারাই তাঁহাকে পাইত এবং যদি কেবল দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করিলেই ভগবানকে লাভ করা যাইত, তাহা হইলে বৎস (বাছুর) ও শিশুগণই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইত। কিন্তু মীরার মত এই যে, সেই ভগবানকে লাভ করার জন্য যত কিছু বাহিক অনুষ্ঠানই করা হউক না কেন, তাঁহার প্রতি মনের যথার্থ প্রেম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(অনুরাগ) না হইলে কিছুতেই সেই ভগবানকে লাভ করা যায় না।"

ভক্ত—প্রভু! আমরা শুনিতে পাই, মৎস্য-মাংসাদি আমিষ ভোজনে রজো ও তমো গুণ বৃদ্ধি হয় বলিয়া, পুরাকালে বেদের ঋষিগণ সকলেই ফল-মূলাহারী, নিরামিষভোজী ছিলেন। সুতরাং আপনি কি প্রকারে এখন আমাদিগকে মৎস্য-মাংসাদি আমিষাহারের বিধি দিতেছেন?

মহাঃ—বৎস! বর্ত্তমান যুগের শাস্ত্র-জ্ঞানহীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেরাই এরূপ মিথ্যা উক্তি করিয়া থাকে। বেদাদি শাস্ত্র পাঠ এবং অতীত ও বর্ত্তমান মানব-জগতের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারাও দেখা যায় যে, সৃষ্টির আদি হইতে আজ পর্য্যন্ত, কেবল ভারতবর্ষ কেন, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ধর্ম্মপ্রচারক ও ব্রহ্মজ্ঞানী অথবা ভূতত্ত্ববিদ্ এবং চিকিৎসক প্রভৃতি বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সকলেই মৎস্য-মাংসভোজী ছিলেন এবং বর্ত্তমানেও আছেন। তাঁহারা কেহই নিরামিষাহারকে সর্ব্বসাধারণের জন্য উচ্চাসন দেন নাই এবং নিরামিষাহারিদের মধ্যেও কেহই ঐ সকল শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে সক্ষম হয় নাই। আজ পর্য্যন্তও মানব-সমাজে সেই আমিষভোজিগণই জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, বিদ্যা-বুদ্ধিতে, শৌর্য্যে-বীর্য্যে, ধনে-সম্পদে, ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং সাম্রাজ্য শাসন-সংরক্ষণাদি সর্ব্ব কার্য্যেই শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়া স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া আসিতেছেন। এই জগতেও দর্শন এবং বিজ্ঞানাদি বিষয়ে যাহা কিছু আবিষ্কার হইয়াছে, তাহাও আমিষভোজীর মস্তিষ্ক হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে। সমস্ত পৃথিবী অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, অল্প সংখ্যক লোকই ধর্ম্ম-সংস্কারের বশে নিরামিষ শাক-সব্জী ভোজন করিয়া থাকে। আবার ইহাদের মধ্যেও অনেকেই নিজ দেহকে সুস্থ-সবল রাখিবার জন্য গুপ্তভাবে মাংসাদি আমিষ আহার করিয়া থাকে। তাই বলিতেছি বৎস! তোমাদের সেই শ্রীরামচন্দ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি বিষ্ণু-অবতারগণ, আর্য্য ঋষিগণ এবং পরমহংস রামকৃষ্ণদেব, বেদান্তকেশরী স্বামী বিবেকানন্দ, পরমহংস ত্রিব্বতী বাবা, পরমহংস সোহং স্বামী প্রভৃতি মহাত্মাগণ কেহই নিরামিষভোজী ছিলেন না। তাঁহারা নানা প্রকার মৎস্য-মাংসাদি আমিষ ভোজন করিয়াই সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া সগর্ব্বে চলিয়া গিয়াছেন এবং আমাদিগকেও আমিষ ভোজনের আদেশ করিয়া গিয়াছেন (১)। কিন্তু তোমরা সেই আমিষ আর্য্য ঋষিদের বংশধর হইয়াও অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দোষে মাংসাহার ত্যাগ করিয়া, কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ করিতে করিতে এখন কুষ্মাণ্ডেই পরিণত হইয়াছ। যদি তোমরা 'গোরস' বলিয়া ঘৃত ও দধি, দুগ্ধাদি আহার ত্যাগ করিতে, তবে যে এতদিনে তোমাদের মস্তিষ্কের কি অবস্থা হইত, তাহা ধারণাতীত।

বৎস! খাদ্য কখন ত্রিগুণাত্মক নয়, উহা পঞ্চভূতাত্মক; সুতরাং খাদ্যের দ্বারা কখনও মনের মধ্যে সত্ত্বাদি কোন গুণের সৃষ্টি হয় না। আমাদের মন ত্রিগুণাত্মক, তাই গুণত্রয় মনেতেই বিদ্যমান থাকে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রও খাদ্যকে ত্রিগুণাত্মক বলেন নাই। তথাপি বিচারশক্তির অভাবে সাধারণ লোকে খাদ্যের মধ্যে গুণত্রয়ের কল্পনা করিয়া, নিরামিষ ভোজনকে সাত্ত্বিকাহার বলিয়া প্রচার করে। বস্তুতঃ যাহার মনে যে গুণের আধিক্য থাকে, খাদ্যের দ্বারা দেহ পুষ্ট হইয়া তাহার ভিতর হইতে সেই গুণই প্রকাশ পায়। প্রমাণ দেখ,—অসংযমী বহু স্ত্রী-পুরুষ, অথবা ভেকধারী বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবীর দল নিরামিষ ভক্ষণ করিয়া বাহ্যিক ধর্ম্মের ভাণ করিলেও মনকে সংযত রাখিতে না পারায়, গুপ্তভাবে যে ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যা করিয়া থাকে, তাহা সর্ব্ববিদিত। পক্ষান্তরে আমিষভোজী সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন বহু সংযমী স্ত্রী-পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাদের সমাজেতিহাসে

(১) মৎপ্রণীত 'আহার ও ধর্ম্ম' নামক পুস্তক পাঠ করিলে সন্দেহ দূর হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collectjon, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খাদ্য পেঁয়াজ, রসুন এবং নানা প্রকার মাংসাদি খাইয়াও তাহারা বিচার বলে প্রবল রিপুকে সংযত রাখিয়া চলিতেছে। সিংহ মাংসাহারী হইলেও বৎসরে মাত্র এক বার সিংহিনীতে গর্ভাধান করে; আর, ছাগল ঘাস-পাতা খাইলেও প্রতিদিন বহু বার ছাগলী সহবাস করে। ইহার দ্বারাও স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছ যে, নিরামিষ আহার দ্বারা মনের কামাদি বৃত্তির নিবৃত্তি, অথবা আমিষ আহার দ্বারা কামাদি বৃত্তির উত্তেজনা, কিছুই হয় না। অতএব, বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গণকে নিরামিষ আহার দ্বারা দুর্ব্বল করিয়া রাখিলে কি হইবে? ইন্দ্রিয়গণের নিজের কোনই স্বাধীন ক্ষমতা নাই। ভিতর হইতে কর্ত্তারূপী মনঃ নিজ স্বভাবানুযায়ী যখন যেরূপ আদেশ করিবে, ইন্দ্রিয়গণ নির্ব্বিচারে তখনই তাহা পালন করিতে বাধ্য। কাজেই বাহ্যিক আমিষ ও নিরামিষ আহার লইয়া সমাজে কলহের দ্বারা অশান্তির সৃষ্টি করিয়া, কেন বৃথা দুঃখ ভোগ করিবে? পূর্ব্বের সেই সকল অবতার ও ঋষিদের নাম দিয়া, যে সকল কুসংস্কারান্ধ, অবিচারী নব্য ধর্ম্মধ্বজী "অমুক উবাচ, অমুক উবাচ" বলিয়া মিথ্যা গ্রন্থ সকল ছাপাইয়া, নিজ নিজ মতানুযায়ী মাংসাদি আমিষাহারে সর্ব্বসাধারণের জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করিতেছে, তাহাদের ঐ মিথ্যা বাক্যে তোমরা কর্ণপাত করিও না। প্রত্যেকের নিজ নিজ মনের বিচার ও রুচি অনুযায়ী আমিষ ও নিরামিষ উভয় প্রকার আহারই গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন দ্বারা তোমরা শরীরে ও মনে শান্তি স্থাপন কর। তবেই ক্রমে সমাজের ও দেশের উন্নতি করিয়া, ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর হইতে পারিবে।

ভক্ত—প্রভু! নেশা পান করার ফলে মন বিচলিত হয়, ইহা সর্ব্বদাই দেখিতেছি। বিভিন্ন খাদ্যের নানারূপ আস্বাদ এবং তাহাদের গুণও ভিন্ন ভিন্নই হইয়া থাকে। অতএব খাদ্যের পার্থক্যে মনের বৈচিত্র্য লাভ করা সম্ভবপর হইবে না কেন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাঃ—বৎস ! মনে কর, একই ভাঙ্গ একই পাত্রে প্রস্তুত করিয়া অনেক লোকে পান করিল। সেই নেশায় তাহাদের মধ্যে কেহ বা কামাতুর হইয়া, কেহ বা মাতলামি করিতে আরম্ভ করিল, আবার কেহ বা খুবই ভক্তিযুক্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ধর্ম্ম-বিষয়ক গান করিতে আরম্ভ করিল। অর্থাৎ—একই ভাঙ্গ পান করিয়া, ঐ ভাঙ্গপায়ীদের সকলের মনে একই ভাবের উদয় না হইয়া, প্রত্যেকের মনে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উদয় হইল। কাজেই এক্ষেত্রে 'ভাঙ্গ পান করার ফলে মন বিচলিত হইয়াছে' বলিয়া কি প্রকারে বলিবে? যদি তাহাই হইত, তবে ঐ একই দ্রব্য পান করার ফলে উহাদের সকলের মনে ঠিক একই ভাবের উদয় হইত ? সুতরাং এখানে দেখা যাইতেছে যে, ঐ মাদক দ্রব্য পান করার পূর্ব্ব হইতেই উহাদের যাহার মনের যেরূপ স্বাভাবিক বৃত্তি ছিল, নেশা পানের পরেও সে ঠিক সেইরূপই কার্য্য করিতেছে। এই নেশা পান করার ফলে উহাদের মস্তিষ্কস্থ ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হইয়া মনের বৃত্তিগুলি বেগে ক্রিয়া করিতেছে মাত্র। এতদ্ভিন্ন উহাদের মনে নূতন কোন বৃত্তির উদয় হইয়া মনকে বিকৃত করে নাই। অতএব 'মাদক দ্রব্য সেবনে মন বিচলিত হইয়াছে', এ কথা কিছুতেই যুক্তি-সঙ্গত হইতে পারে না। বৎস ! স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহ মনের পৃথকত্ব বিষয়ে স্পষ্ট জ্ঞান না থাকাতেই, তোমরা বিচারহীন ব্যক্তিগণ 'জড় খাদ্যের গুণাগুণ মনে সংক্রামিত হয়' বলিয়া ভ্রান্ত ধারণা করিয়া থাক।

ভক্ত—প্রভু ! স্থূলাহারের সঙ্গে মনের কোনই সম্বন্ধ নাই বলিয়া যে আপনি বলিতেছেন, তবে কি এই স্থূল দেহের সঙ্গেও মনের কোনই সম্বন্ধ নাই ? এই দেহ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলে কি মনের কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না ?

মহাঃ—বৎস ! দেহ ও মনে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সেই জন্য কি দেহ ও মন এক বস্তু হইয়া যাইবে ? পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে, দেহটাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যার তন্মধ্যস্থিত মন যন্ত্রী। এখন তুমি সেই মনমোহন মিস্ত্রীর ঘটনাটী স্মরণ কর। যদি সেই মনমোহন মিস্ত্রীর যন্ত্রগুলি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়; তবে তাহাতে কি সেই মিস্ত্রীর নিজ কার্য্যক্ষমতাও নষ্ট হইয়া যাইবে? মিস্ত্রী দীর্ঘকালের চেষ্টায় যে বিদ্যার্জ্জন করিয়াছিল, এই যন্ত্র ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে কি তাহার সেই সমস্ত জ্ঞান ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে? তাহা কখনও নয়। যন্ত্রের অভাবেও মিস্ত্রীর সেই কার্য্যক্ষমতা তাহার ভিতরে পূর্ব্বের ন্যায়ই বিদ্যমান থাকিবে, কিন্তু যন্ত্রের অভাবে বাহিরে প্রকাশ পাইবে না। পরে পুনরায় যন্ত্র পাইলেই মিস্ত্রীর সেই শক্তি বাহিরে প্রকাশ পাইবে। ঠিক সেইরূপ মনে কর, কোন ঘোর কামাতুর, লম্পট, বিদ্বান্ ব্যক্তি দুই মাস যাবৎ রুগ্ন অবস্থায় শয্যাশায়ী আছে। তখন তাহার নিকট সুন্দরী যুবতী স্ত্রী গেলেও সে বিরক্তির সহিত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাহার দিকে নেত্রপাত করে, কারণ সে (তাহার দেহ) সেই সুন্দরীর সঙ্গ করিতে অক্ষম; এ জন্য কি 'সেই ব্যক্তির মনের ভোগ-বাসনা ক্ষয় হইয়া বৈরাগ্য উদয় হইয়াছে' বলিয়া বলিতে হইবে? ঐ রুগ্ন ব্যক্তি হয় ত কোন স্কুলের হেড্‌মাষ্টার, কিন্তু এখন সে (তাহার দেহ) এক খানা পত্র লিখিতেও অক্ষম; এ জন্য কি 'তাহার দীর্ঘ কালের অর্জ্জিত লেখা-পড়ার জ্ঞান একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে' বলিয়া বলিতে হইবে? তাহা কখনও নয়। ঠিক সেই মিস্ত্রীর ন্যায়, এই ব্যক্তিরও স্ত্রী-সম্ভোগের ইচ্ছা ও লেখা-পড়ার জ্ঞান পূর্ণ মাত্রায়ই তাহার মনে নিহিত আছে, কেবল দেহরূপ যন্ত্র (এখানে শিশ্ন ও মস্তিষ্ক) ভাঙ্গিয়া গিয়াছে (দুর্ব্বল হইয়াছে) বলিয়াই তাহার মন সেই শক্তি বাহিরে প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। অন্ন-পথ্যাদির দ্বারা দেহ-যন্ত্র সুস্থ-সবল হইলেই পুনরায় তাহার সেই মনঃশক্তি বাহিরে প্রকাশ পাইবে। মিস্ত্রীর শক্তি বাহিরে প্রকাশ করিতে যেরূপ যন্ত্রের আবশ্যক, মানবের মনঃশক্তি বহির্জগতে প্রকাশ করিতেও ঠিক সেরূপ ভোগায়তন দেহ-যন্ত্রের আবশ্যক হয়। এই কারণেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহের সঙ্গে মনের এত ঘনিষ্ঠতা তোমরা দেখিতে পাও। এখন ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছ যে, সূক্ষ্মদেহ (মন) এই স্থূলদেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু; সুতরাং এই উভয় দেহের আহারও এক বস্তু নয়, পৃথক্ পৃথক্ বস্তুই হইবে। এই সকল অতি সূক্ষ্ম বিচার পূর্ব্বক নিজের উপলব্ধি করিবার বিষয়; তাই ইহা সর্ব্বসাধারণের বোধাতীত।

ভক্ত—প্রভু! শাস্ত্র যে নিরামিষ আহার করিতে এবং আহার-শুদ্ধি করিতে পুনঃ পুনঃ আদেশ করিয়াছেন, তাহা কি সম্পূর্ণ মিথ্যা?

মহাঃ—বৎস! শাস্ত্র-বাক্য কখন মিথ্যা নয়। 'আমিষ' শব্দে অর্থ, জাগতিক শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ইত্যাদি ভোগ্য-বস্তু। সুতরাং আমিষ ও নিরামিষ আহার বিষয়ে শাস্ত্রে বর্ণিত আছে,—

আমিষং বিষয়াঃ, তদভিলাষরাহিত্যং
নিরামিষং, আমিষবর্জ্জনং বা। (দেবল ভাষ্য)

অর্থাৎ—"জাগতিক ধন-জনাদি সমস্ত ভোগ্য-বিষয়কেই 'আমিষ' কহে হয়। অতএব সেই বিষয়-ভোগের অভিলাষ রহিত হইয়া গেলেই তাহা 'নিরামিষ' বা 'আমিষ বর্জ্জন' বলিয়া কথিত হয়।" এইরূপে সূক্ষ্মদর্শী আত্মজ্ঞানিগণ 'আমিষ' শব্দে শাস্ত্রে ধন-জনাদি যে কোনও ভোগ্য-বস্তুকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। সুতরাং বিষয়-ভোগের তীব্র ইচ্ছা থাকা পর্য্যন্ত কিছুতেই নিরামিষ ভোজন হইতে পারে না। এজন্য আহার-শুদ্ধি করা বিষয়ে বেদান্ত বলিয়াছেন,—

আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ।
স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ॥ (ছান্দোগ্য উপনিষদ্)

(ঐ মন্ত্রের শাঙ্কর ভাষ্য—)

বিষয়োপলব্ধিলক্ষণস্য বিজ্ঞানস্য শুদ্ধিঃ আহারশুদ্ধিঃ
রাগদ্বেষ-মোহ-দোষৈরসংস্পৃষ্টবিষয়বিজ্ঞানমিত্যর্থঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ—"যাহা আহৃত বা সংগৃহীত হয়, তাহারই নাম 'আহার'। অর্থাৎ শব্দাদি ভোগ্য-বিষয়ে বিশেষজ্ঞানকেই 'আহার' বলা হয়। কেন না, ভোক্তার ভোগ নিষ্পাদনার্থই ঐ সমস্ত বিষয় সংগৃহীত হইয়া থাকে। শব্দাদি বিষয়ের উপলব্ধি বা অনুভবাত্মক যে বিজ্ঞান, তাহার শুদ্ধিই 'আহার-শুদ্ধি'। অর্থাৎ রাগ-দ্বেষাদি-দোষ-সংস্পর্শ-রহিত শব্দাদি বিষয়ের যে অনুভূতি, তাহাই 'আহার-শুদ্ধি'। সেই আহারের (বিষয়-বিজ্ঞানের) শুদ্ধি হইলে পর, তাদৃশ জ্ঞানী ব্যক্তির 'সত্ত্ব-শুদ্ধি' অর্থাৎ অন্তঃকরণ নামক বুদ্ধি-সত্ত্বের নির্ম্মলতা সিদ্ধ হয়। 'সত্ত্ব-শুদ্ধি' সিদ্ধ হইলে, তৎপূর্ব্বে ভূমা আত্মার যেরূপ তত্ত্ব অবগত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে ধ্রুবা (অবিচ্ছিন্না) স্মৃতি-দ্বারা উপস্থিত হয়, অর্থাৎ তাঁহার তদ্বিষয়ক স্মরণ কখনও বিলুপ্ত হয় না। 'ধ্রুবা-স্মৃতি' লাভ হইলে, জন্মজন্মান্তরানুভবের বাসনাবশে দৃঢ়ীভূত হৃদয়াশ্রিত গ্রন্থি সমূহের, অর্থাৎ অবিদ্যা-জনিত সর্ব্বপ্রকার অনর্থরূপ পাশ বা বন্ধন-রজ্জু সমূহের বিপ্রমোক্ষ (বিশেষ রূপে মোক্ষ বা বিনাশ) হইয়া যায়। যে হেতু উক্ত আহার-শুদ্ধিই উত্তরোত্তর অবস্থিত এই সমস্ত সাধনের মূল কারণ, সেই হেতু ঐ আহার-শুদ্ধি করা সকলেরই একান্ত আবশ্যক।" ইহার ভাবার্থ এই যে, ভোক্তা মনের ভোগের নিমিত্তই চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ বাহ্যিক শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই বিষয় সকল গ্রহণ করে এবং তাহারই নাম 'আহার'। সেই আহার গ্রহণ করিবার সময় রাগ-দ্বেষাদি সর্ব্বপ্রকার মনোবিকার রহিত হইয়া যদি নির্ব্বিকার অবস্থায় মন ঐ বিষয় সকলকে গ্রহণ করে, তবে তাহারই নাম 'আহার-শুদ্ধি'।

মনে কর, তুমি কোন ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের নিকট বসিয়া আছ। এমন সময় একটী পরমা সুন্দরী যুবতী সেই মহাপুরুষকে দর্শন করিবার জন্য কিছু ফল হস্তে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। উহাকে দেখিবামাত্রই, তোমার মন তাহার অলৌকিক রূপে মুগ্ধ হইয়া হয় ত তাহাকে সম্ভোগ করিবার কামনায়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। এমন কি তখন তোমার মন এত কামনাপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল যে, সেই স্ত্রীলোকটীর হাতে কোন্ জাতীয় কয়টী ফল ছিল, তাহাও তোমার মনের দেখিবার অবসর ছিল না। তোমার মন চক্ষু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এই যে সুন্দরী যুবতীর রূপ আহার করিল, ঐ আহার করিবার সময় মন কামনাযুক্ত হইয়া (বিকারগ্রস্ত হইয়া) আহার করিয়াছিল। তোমার মনের এই আহার 'বিকারগ্রস্ত কামনাপূর্ণ' বলিয়াই ইহা 'সাত্ত্বিক আহার' হয় নাই; ইহা 'তামসিক আহার'। সুতরাং তোমার মনের আহার-শুদ্ধিও হয় নাই। পক্ষান্তরে, সেই স্ত্রীলোকটীকে দেখিবা-মাত্রই মহাপুরুষের মন ভাবিল যে, 'ইহা একটী হাড়, রক্ত, মাংসে তৈয়ারী পুতুল বই আর কিছুই নয়। মাটির পুতুলগুলি যেরূপ কোনটী কাল, কোনটী সাদা রং করিয়া লোকে তৈয়ার করে, কিন্তু ভিতরে এক মাটী ভিন্ন আর কিছুই নাই,—মায়া সৃষ্ট এই হাড়, রক্ত, মাংসে তৈয়ারী পুতুলগুলিও ঠিক তদ্রূপ। উহার শরীরও ঠিক আমার শরীরেরই ন্যায় ভিতরে দুর্গন্ধ যুক্ত রক্ত, মাংস ও মল-মূত্রাদিতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এই ভাবে সেই মহাপুরুষ, নিজ দেহ ও স্ত্রীলোকটীর দেহ এক মায়ারই কল্পনা মনে করিয়া, উভয় দেহ সমজ্ঞানে সেই স্ত্রীলোকটীকে মাতৃ সম্বোধনে বসিতে অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাহার প্রদত্ত ফল গ্রহণ করিয়া তাহাকে প্রসাদও দিলেন। স্ত্রীলোকটীর সঙ্গে কথোপকথন করিয়া এবং তাহার হাতে হাতে ফল গ্রহণ করিয়াও সেই মহাপুরুষের মনে কাম-ক্রোধাদি কোন বিকার জন্মিল না। মহাপুরুষের মন, কাম-ক্রোধাদি কোন বিকারযুক্ত না হইয়াই সেই স্ত্রীলোকটীর রূপ আহার করিয়াছিল, তাই ইহার নাম 'সাত্ত্বিকাহার' এবং এই কারণেই মহাপুরুষের মনের 'আহার-শুদ্ধি' হইয়াছে। ঠিক এই ভাবে চক্ষু,-কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দ-স্পর্শাদি পঞ্চ বিষয়কে পূর্ব্বোক্ত মহাপুরুষের ন্যায় যখন তোমার মন বিচার পূর্ব্বক নির্ব্বিকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবে আহার (গ্রহণ) করিবে, তখনই তোমার 'আহার-শুদ্ধি' হইয়াছে বলিয়া জানিবে। গুরু-বাক্য ও বেদ-বাক্য শ্রবণ দ্বারা মনে বিচারশক্তি জন্মিলে পরে, বিচার পূর্ব্বক ঐরূপ আহার-শুদ্ধিকেই 'মনের সাত্ত্বিক আহার' বলে। এইরূপে আহার-শুদ্ধি হইলেই জীবের বুদ্ধির নির্ম্মলতা আসে, তাহাকেই 'সত্ত্ব-শুদ্ধি' কহে। এই 'সত্ত্ব-শুদ্ধি' হইলেই আত্মবিষয়ক জ্ঞান দৃঢ় নিশ্চয় ভাব ধারণ করিয়া, অবিরাম বুদ্ধিতে সেই জ্ঞান-স্রোত বহিতে থাকে এবং তদ্দ্বারা হৃদয়স্থিত অবিদ্যা বা মায়া-রজ্জুর বন্ধন সকল ছিন্ন হইয়া জীব মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আহার-শুদ্ধিই জীবের মোক্ষ প্রাপ্তির কারণ। অতএব জীবমাত্রেরই এইরূপ 'আহার-শুদ্ধি' করা একান্ত কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি-বাক্য দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছ যে, এই স্থূল নিরামিষ আহার দ্বারা প্রকৃত নিরামিষ আহার হয় না, বা আহার-শুদ্ধিও হয় না। সুতরাং এই নিরামিষ আহারে চিত্ত-শুদ্ধিও জন্মিতে পারে না। এই নিরামিষ আহার দ্বারা বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গুলি বাহ্যিক তমোগুণের প্রধান লক্ষণ 'দুর্ব্বলতা' প্রাপ্ত হইয়া থাকে মাত্র; কিন্তু অভ্যন্তরে মন পূর্ব্বের ন্যায় অসংযত অবস্থায়ই থাকিয়া যায়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বাহ্যিক নিরামিষ আহারে রিপুর সংযম না হইয়া, বরং দিনে দিনে দেহেন্দ্রিয় সমূহ ক্ষীণ হইয়া গিয়া, তমোগুণেরই বৃদ্ধি করে।

ভক্ত—প্রভু! 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' ইহাই ত সর্ব্বশাস্ত্রের বাণী; সুতরাং মৎস্য-মাংস আহার করায় জীব-হিংসা জনিত পাপ হয় না কি? যাঁহারা এই সকল আমিষ আহার ত্যাগ করিয়া নিরামিষ ভোজন করেন, লোকে তাহাদিগকেই 'অহিংস' বলে।

মহাঃ—বৎস! 'হিংসা' ও 'বধ' এই শব্দ-দ্বয়ের অর্থ এক নয়, তাই তোমরা শব্দার্থ গ্রহণ করিতে ভুল করিয়া থাক। কাহারও প্রতি দ্বেষ-বুদ্ধি-পরতন্ত্র হইয়া বা ক্রোধান্বিত হইয়া উচ্ছেদসাধনের নামই 'হিংসা'। কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বা ভোজন-যজ্ঞের (১) অনুষ্ঠান কালে অথবা যুদ্ধ কালে প্রাণি-বধ করা 'হিংসা' বলিয়া কথিত হয় না। ভগবান মনুও বলিয়াছেন,—

নাত্তা দুষ্যত্যদন্নাদ্যান্ প্রাণিনোঽহন্যহন্যপি।
ধাত্রৈব সৃষ্টা হ্যাদ্যাশ্চ প্রাণিনোঽত্তার এব চ॥

অর্থাৎ—"কোন প্রকার হিংসা বা ক্রোধাদি বৃত্তি না আনিয়া, কেবল আহার-বুদ্ধিতে ভক্ষ্যজীবকে প্রত্যহ ভোজন করিলে ভোক্তার কোন পাপ হয় না; যেহেতু, একই বিধাতা কোন কোন জীবকে ভক্ষ্য এবং কোন কোন জীবকে ভোক্তা রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন।" ভাগবতও বলিয়াছেন,—

জীবো জীবস্য জীবনম্।

অর্থাৎ—"জীবই জীবের জীবন।" ভাবার্থ এই যে, এক জীব অন্য জীবকে আহার না করিয়া কিছুতেই বাঁচিতে পারে না; ইহাই বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। প্রত্যক্ষ প্রমাণেও তোমরা দেখিতেছ যে, পিপীলিকাকে বেঙে (ভেকে) খায়, আবার সেই বেঙকে সর্পে খায় এবং সর্পকে গোসর্পে খায়, গোসাঁপকে শেয়ালে খায়, এবং শেয়ালকে ব্যাঘ্রে খায়,—ইহাই প্রকৃতির বিধান। বৎস! অসংখ্য কীটাণু দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড সর্বদা পরিপূর্ণ রহিয়াছে, আবার স্বাভাবিক ক্রমেই যথাসময়ে তাহাদের জন্ম ও মৃত্যু সঙ্ঘটিত হইতেছে। সুতরাং জীবহত্যা ব্যতীত এই জগতে আমিষ কি নিরামিষ কোন প্রকারের খাদ্যই হইতে পারে না। ফল, মূল বা দুগ্ধ,

(১) কেবল আগুন জ্বালিয়া হোম করাকেই 'যজ্ঞ' বলে না; যে কোন শুভ কর্ম্মের নামই 'যজ্ঞ'। যেমন,—বিদ্যা অধ্যয়ন করা অথবা আত্মতত্ত্ব আলোচনা করার নাম 'জ্ঞান-যজ্ঞ'; অন্যকে কিছু দান করার নাম 'দান-যজ্ঞ'; নিজে ভোজন করা বা অন্যকে ভোজন করাইবার নাম 'ভোজন-যজ্ঞ'; আগুন জ্বালিয়া হোম করার নাম 'হোম-যজ্ঞ' ইত্যাদি ভাবে শাস্ত্রে উক্ত আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৃতাদি সর্ব্বপ্রকার খাদ্যেই যে অসংখ্য কীটাণু পরিপূর্ণ, তাহা তোমাদের স্থূল বোধের অতীত। এই বিষয় শাস্ত্রে অসংখ্য প্রমাণ রহিয়াছে। সুতরাং অনভিজ্ঞ লোকেরাই সাধারণ নিরামিষভোজনকারীকে 'অহিংস' আখ্যা দেয়। প্রকৃত পক্ষে নির্ব্বিকারী মনই 'অহিংস', আর, বিকারগ্রস্ত মনই 'হিংস'। আত্মজ্ঞানী পুরুষদের মন নির্ব্বিকার, তাই তাঁহারা 'অহিংস' ও 'ধার্ম্মিক', আর অজ্ঞানীদের মন সর্ব্বদাই কাম-ক্রোধাদি বিকার গ্রস্ত, তাই তাহারা 'হিংসুক' ও 'অধার্ম্মিক'। হে সুবুদ্ধে! কেহ গোমাংস ভোজন করিয়াও যদি সে পরমাত্মতত্ত্ব আলোচনায় ও আত্মধ্যানে নিরত থাকে, তবে সে-ই প্রকৃত নৈষ্ঠিক, নিরামিষভোজী, অহিংস, পরম বৈষ্ণব। আর কেহ শাক-সব্জীর দ্বারা নিরামিষ ভোজন করিয়াও যদি সে সর্ব্বদাই বিষয়-তত্ত্ব আলোচনায় ও বিষয়ের ধ্যানে (বিষয়-চিন্তায়) নিমগ্ন থাকে, তবে সেই ব্যক্তিই প্রকৃত অভক্ষ্যভোজী, ম্লেচ্ছ বা যবন এবং হিংসুক ও অধার্ম্মিক। অতএব বৎস! তোমাদের ইন্দ্রিয় সকল রুদ্ধ করিয়া ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হইতে হইলে, এই স্থূল, জড় খাদ্য লইয়া লোকসমাজে সাম্প্রদায়িক কলহ এবং হুলুস্থূল করিয়া অশান্তির সৃষ্টি না করিয়া, নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী মৎস্য-মাংসাদি ও নিরামিষ দ্বারা স্বাভাবিক মিতাহারে ব্রহ্মচর্য্য পালন করতঃ শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখ। আর, সর্ব্বদা আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষদের সদুপদেশ শ্রবণ দ্বারা তোমাদের মনকে সংযত রাখিয়া, বিচারশক্তি বলে ক্রমে সেই মনকে নিরোধ করিতে থাক; তবেই ইন্দ্রিয়গণ অন্তর্ম্মুখী হইয়া পরমার্থ-চিন্তায় বা আত্মধ্যানে নিমগ্ন হইবে। ইহাই আত্মোন্নতির প্রধান উপায়। এই মনকে সাত্ত্বিক আহার দিতে হইলেও তাহাতে সদ্গুরুর কৃপা বিশেষ প্রয়োজন। অতএব ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর আশ্রয় গ্রহণে তাঁহার উপদেশানুযায়ী চলিলেই মন সুস্থ-সবল থাকিবে। সাধারণ গৃহীদের পক্ষেও দৈনিক এক ঘণ্টা, কম পক্ষে সপ্তাহের মধ্যে এক দিন, সাধুসঙ্গে তত্ত্বালোচনা করাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একান্ত প্রয়োজন। তখন বুঝিতে পারিবে যে, স্বাভাবিক ব্রহ্মচর্য্য পালন করতঃ পুষ্টিকর ও বলবর্দ্ধক দ্রব্য মিতাহার এবং মিতশ্রমের দ্বারাই দেহ ও মন বেশ সুস্থ-সবল থাকে, হঠযোগের কোন প্রয়োজনই হয় না। এই বলিয়া মহাপুরুষ গাহিতে লাগিলেন,—

(পাতকী বলিয়ে কি গো—সুর। মিশ্র—বেহাগ)

বিশ্বে যত মানব দেখ, সবে মানুষ নয় রে ভাই।
(এ সব) অজ্ঞানীদের খেঁকাখেঁকী, মানুষ মেলা বড় দায়॥
হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, সবে করে ধর্ম্মেরই ভাণ,
অন্তরে সদাই তাহাদের, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের গান।
মনোরাজ্য নাহি চিনে, 'ধর্ম্ম' কি তা' নাহি জানে,
(কেবল) বাহিরে নিশান টানায়ে, ধার্ম্মিক হ'তে চায় সবাই॥
কেউ করে গোমাংস ভক্ষণ, অন্যে তা'রে বলে যবন,
কা'রো নিরামিষ অন্নেতে, তুলসী সহ হয় ভোজন।
কেহ কৃষ্ণ উপাসক, কেউ 'পঞ্চমকার' সাধক,
কা'রো শক্তি উপাসনায়, সর্ব্বদা মদ-মাংস চাই॥
মানুষ হ'তে চাহে যা'রা, সব সম্প্রদায় ছেড়ে তা'রা,
নিজ মনোরাজ্য সদাই, করিছে পর্য্যবেক্ষণ।
কালী, কৃষ্ণ, গড, খোদা, এ সব সাম্প্রদায়িক ধাঁধা,
মানব যা'রা, ধাঁধা ছেড়ে, আত্মধ্যানে রহে তাই॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধকের কতিপয় নিয়ম।

ভক্ত—প্রভু! আপনার পূর্ব্বকথিত সেই রাজযোগের পথানুসরণ-কারীকে আহার-বিহারাদি কোন্ বিষয়ে কি ভাবে চলিতে হইবে, কৃপা করিয়া এখন তাহাই বর্ণন করুন।

মহাঃ—বৎস! সময়ের বসন্ত, স্থানের বসন্ত, দেহের বসন্ত ও মনের বসন্ত, এই বসন্ত চতুষ্টয় যে সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তির সম্বল থাকে, তিনিই এই সাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকারী এবং একমাত্র তিনিই কৃতকৃত্য হইয়া ভব-বন্ধন মুক্ত হন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বৎসরের মধ্যে যেরূপ ছয়টী ঋতু আছে, এক দিবা-রাত্রি ২৪ ঘণ্টার মধ্যেও ঐরূপ সময়ের ছয়টী বিভাগ আছে। বৎসরের মধ্যে যেরূপ বসন্ত ঋতুই সর্ব্বোত্তম কাল, ঐ ২৪ ঘণ্টার মধ্যেও রাত্রি শেষ ১০ দণ্ড অর্থাৎ চারি ঘণ্টা সময় সেইরূপ সর্ব্বোত্তম বসন্ত কাল বলিয়া জানিবে। কারণ ঐ সময় জগতের অধিকাংশ জীবই নিদ্রাভিভূত থাকায়, নীরব থাকে এবং সাধকের মন সমস্ত রাত্রি সুষুপ্তিতে বিষয়-শূন্য থাকাতেই ঐ সময়ে দেহ ও মন অপেক্ষাকৃত প্রফুল্লই থাকে। এই জন্যই সাধকপুরুষগণ দৈনিক ঐ বসন্ত-সময়ে অর্থাৎ রাত্রিশেষে ৪ চারি ঘণ্টা সময়ই ধ্যান-ধারণাদির কার্য্য করিয়া থাকেন। তাই এই সময়কে 'সময়ের বসন্ত' বলা হয়। যে স্থানে আসন করিয়া বসিলে সাধনায় কোন প্রকারের বাধা-বিঘ্ন না ঘটে, স্থানটী অপেক্ষাকৃত নীরব ও নির্জন হয়, মশক, বৃশ্চিকাদির বা কোন হিংস্র জন্তুর উপদ্রব না থাকে, অর্থাৎ সাধকের মনের একাগ্রতা সাধনের অনুকূল হয়, এই প্রকার সাধনোপযোগী উত্তম স্থানকেই 'স্থানের বসন্ত' কহে। মানবের সমস্ত জীবনের মধ্যে যৌবন হইতে প্রৌঢ় কালই সর্ব্বোত্তম সময়। কারণ ঐ কাল মধ্যেই অধিকাংশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানবের জীবনের উত্থান-পতনের পরিচয় প্রকাশ পাইয়া থাকে। কাহার মন কোন পথে চলিয়া উন্নীত হইবে, তাহাও মন প্রকাশ করিয়া দিয়া, ঐ কাল মধ্যেই মন সেই সেই পথে চলিয়া উন্নতি বা অবনতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই সময়টী মানবের বয়সের প্রায় ২০ বৎসর হইতে ৪০ বৎসর কাল মধ্যেই ঘটে। সুতরাং মানব-জীবনের উপরোক্ত কাল মধ্যে দেহ নীরোগ ও সুস্থ-সবল থাকিলেই তাহাকে 'দেহের বসন্ত' বলা হয়। সাধকের মন, হিংসা-দ্বেষ শূন্য এবং ধন-জন বিয়োগ জনিত শোক-তাপ রহিত, নির্ব্বিকার ও নির্ম্মলাবস্থায় থাকিলেই তাহাকে 'মনের বসন্ত' বলা হয়। ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্ত ও সন্ধ্যাকাল (গোধূলী সময়) এই দুই সময়ই মন স্থির করিবার উত্তম সহায়ক। সুতরাং সাধক ঐ দুই সময়ে ধ্যানাভ্যাস করিবে। সাধনার জন্য পৃথক্ ভাবে একটী গৃহ বা কামরা থাকা দরকার, যে স্থানটী অতীব নীরব ও নির্জন। আর, সেই গৃহের চারিদিকের দেওয়ালে অন্য কোন বাজে ছবি বা মূর্ত্তি না রাখিয়া, কেবল নিজ গুরুদেবের ও ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষদের ছবি রাখিতে হইবে। সেই গৃহে প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় ধূপ ও প্রদীপ দিবে এবং একমাত্র আত্মতত্ত্ব আলোচনা ব্যতীত, অন্য কোন প্রকার বৈষয়িক আলোচনাই ঐ গৃহমধ্যে বসিয়া করিবে না।

শৌচ দ্বিবিধ, বাহ্য শৌচ ও অন্তঃশৌচ। 'বাহ্য শৌচ' অর্থে শরীরকে শুচি রাখা; আর 'অন্তঃশৌচ' অর্থে মনকে শুচি রাখা। অবশ্য বাহ্য শৌচ হইতে অন্তঃশৌচ অধিকতর উপকারী, কিন্তু ঐ উভয় শৌচেরই প্রয়োজনীয়তা আছে। আবার এ'কথা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিবে যে, অন্তঃশৌচ ব্যতীত কেবল বাহ্য শৌচে কোনই ফলোদয় হয় না। তোমরা যেরূপ স্থূল দেহকে সুস্থ সবল রাখার জন্য দৈনিকই স্নান করিবার সময় শরীর মর্দ্দন কর এবং আহার কর; সেইরূপ সূক্ষ্ম দেহকে (মনকে) সুস্থ-সবল রাখার জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৈনিকই কিছুক্ষণ তত্ত্বালোচনা দ্বারা মনের খাদ্য দিতে এবং ধ্যান-ধারণা করিয়া মনের ময়লা দূর করিতে হয়। বৎস! লৌকিক-ব্যবহার উপেক্ষিত হইলে পরমাত্ম-চিন্তায় বুদ্ধি বিঘ্ন-শূন্য হয়। তবে, নটের ন্যায় কৃত্রিম বিশ্বাসের অভিনয় দ্বারাই লৌকিক-ব্যবহার নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। যাহাতে মনকে দুর্ব্বল করে, এইরূপ সঙ্গ ও আলোচনা একেবারেই ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। 'আমার ধনাগম ও সুখ-শান্তি হইল না' এই প্রকার চিন্তায় উতলা হইবে না। এই প্রকার তৃষ্ণা ত্যাগ করিয়া, স্বাভাবিক চেষ্টায় নিজকৃত কর্ম্মফলে যাহা লাভ হয়, তদ্দ্বারাই সন্তুষ্ট চিত্তে প্রারব্ধে নির্ভর করতঃ কাল যাপন করিবে। সাধকপুরুষ রাত্রিতে ভূমিতে শয়ন করিবে এবং সর্ব্বপ্রকার সংস্কারহীন হইয়া দেহ ধারণোপযোগী মিতাহার করিবে; রাত্রিকালে লঘুপাক দ্রব্য অল্পাহার করিবে। সাধকের আহার ও মলত্যাগ করিবার সময় দক্ষিণ নাসিকায় এবং জলপান ও প্রস্রাব করিবার সময় বাম নাসিকায় বায়ু প্রবাহিত হইবে। বুকের এক পার্শ্বে চাপ দিয়া শয়ন করিলেই কয়েক মিনিট পরে দেখিবে যে, তাহার বিপরীত দিকের নাসিকায় বেগে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। ইচ্ছামত নাসিকার বায়ু পরিবর্ত্তনের ইহাই প্রণালী। সাধক একাকী সহায়-শূন্য অবস্থায় থাকিয়া, রাগ-দ্বেষাদি পরিশূন্য এবং ইন্দ্রিয়নিগ্রহে যত্নপরায়ণ হইয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিবে। যদি কোন কারণে একাকী বিচরণে অসমর্থ হয়, তবে গুরু ও শিষ্য এই দুই জন অথবা এক-মতাবলম্বী দুই জন বিচরণ করিবে। সাধকপুরুষ কখনও বহু লোকের সঙ্গ করিবে না। কেন না, বহুর একত্র মিলনে নানা বিষয়ে মতের অনৈক্য হইয়া বিবাদের সম্ভাবনা হইতে পারে এবং তাহা হইতে যোগভ্রংশ হইতে পারে। কাজেই উহা সাধনার একান্ত বিরোধী। স্ত্রীলোকদিগের হস্তে একাধিক শাঁখা থাকাতেই সেই শাঁখাসকল পরস্পর ঘর্ষিত হইয়া ঝঙ্কার উৎপন্ন করে; কিন্তু তাহাদের হাতে মাত্র এক এক গাছি শাঁখা থাকিলে, পরস্পরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংঘর্ষণ অসম্ভব প্রযুক্ত ঝঙ্কার উৎপন্ন হইতে পারে না। সেইরূপ ক সমাজে না থাকিয়া একাকী যোগ-সাধনে প্রবৃত্ত হইলে তাহার কোন অনুরাগ অথবা বিবাদ হইতে পারে না, তাহা হইতেই নিরুপদ্রবে যোগ-সি হইতে পারে। এমন কি, যোগ-সাধন কালে তুই ব্যক্তি একত্রে এক স্থ অবস্থান না করিয়া একাকী অবস্থান করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এ বি পীঠমালা তন্ত্রও বলিয়াছেন,—

সংসর্গাৎ বহুবো দোষো নিঃসঙ্গাৎ বহুবো গুণাঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন যতী সঙ্গং পরিত্যজেৎ॥

অর্থাৎ—"লোক-সংসর্গ হইতে বহু দোষ ও অসংসর্গ হইতে বহু গু প্রাতুর্ভূত হয়। এই কারণে সাধকপুরুষ সর্ব্বপ্রযত্নে লোক-সংসর্গ ত্য করিবেন।" শিব-সংহিতা বলিতেছেন,—

ন ভবেৎ সঙ্গযুক্তানাং তথাঽবিশ্বাসিনামপি।
গুরুপূজাবিহীনানাং তথা চ বহুসঙ্গিনাম্॥
মিথ্যাবাদরতানাঞ্চ তথা নিষ্ঠুরভাষিণাম্।
গুরুসন্তোষহীনানাং ন সিদ্ধিঃ স্যাৎ কদাচন॥
ফলিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ সিদ্ধেঃ প্রথমলক্ষণম্।
দ্বিতীয়ং শ্রদ্ধয়া যুক্তং তৃতীয়ং গুরুপূজনম্॥
চতুর্থং সমতাভাবঃ পঞ্চমেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ষষ্ঠঞ্চ প্রমিতাহারঃ সপ্তমং নৈব বিদ্যতে॥

অর্থাৎ—"যে ব্যক্তি বিষয়ে আসক্ত, অবিশ্বাসী, গুরুপূজা-বিহী সর্ব্বদা বহু লোকের সহিত বাস করে, মিথ্যা বাক্য বলে এবং যে নিষ্ঠুর বাক কহে, অথবা যে গুরুকে সন্তুষ্ট না করে, তাহার কোনক্রমেই যোগ-সিদ্ধি হ না। 'অবশ্যই সিদ্ধ হইবে' এইরূপ বিশ্বাসই সিদ্ধির প্রথম লক্ষণ। দ্বি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় লক্ষণ শ্রদ্ধা, তৃতীয় লক্ষণ গুরুপূজা, চতুর্থ লক্ষণ সমতা-ভাব (সর্ব্বত্র সমদর্শন), পঞ্চম লক্ষণ ইন্দ্রিয়-সংযম, ষষ্ঠ লক্ষণ পরিমিত আহার। ইহা ব্যতীত সপ্তম লক্ষণ কিছুই নাই।" বৎস! সঙ্গ থাকিতে তপস্যা হয় না। সুতরাং যতক্ষণ তোমার মন লোক-সঙ্গ চাহিবে, ততক্ষণ কিছুতেই তোমার তপস্যা হইবে না। অধিক লোক-সঙ্গ ও রহস্য-স্পৃহাই মানুষের মস্তিষ্ককে অধিক দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। সুতরাং লোকের সঙ্গ যত বন্ধ হয়, ততই সাধকের পক্ষে মঙ্গল। কারণ বাক্যনিরোধই সাধনার প্রথম দ্বার। সাধকের তর্ক করা সঙ্গত নয়। যদি কেহ তর্ক করিতে আসে, তখন চুপ করিয়া থাকা উচিত। কারণ তর্কের দ্বারা কেবল মনের চঞ্চলতা বৃদ্ধি পায় মাত্র। যত দিন পর্য্যন্ত নিজের বিচার জন্মিয়া বুদ্ধি সতেজ না হয়, তত দিন পর্য্যন্তই মাত্র গুরুদেবের সঙ্গে তর্কের প্রয়োজন হইয়া থাকে; ইহা সম্পন্ন হইয়া গেলে, তখন আর মন ও মস্তিষ্ককে বৃথা চঞ্চল করিয়া চিত্তের মধ্যে বিশৃঙ্খলা আনিয়া সাধন-পথে বিঘ্ন উপস্থিত করিবার প্রয়োজন কি? সবল, দৃঢ়, সুস্থকায়, যুবক-যুবতী ও সাহসী ব্যক্তিরাই সাধক হইবার উপযুক্ত পাত্র। সাধকের পক্ষে সকলই সুখময় বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং যে কোন মানুষ দেখিলেই তাহার মনে আনন্দ উদয় হয়; ইহাই ধার্ম্মিকের চিহ্ন। সাধকের আত্মনির্ভরতা থাকা একান্ত কর্ত্তব্য। নিজের উপরে খুব বিশ্বাস ও ভরসা রাখিতেই হইবে, নতুবা সাধক সাধনায় কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। অভিমান জন্মিলেই নিজ যোগের বিভূতির প্রতি লক্ষ্য পড়ে। তখন মনে হয়, 'আমার সমকক্ষ এ জগতে আর কেহই নাই', ইহারই নাম 'দর্প'। এই 'দর্প' হইতেই বহু কামনার সৃষ্টি হয় এবং তখন কাম্য-বস্তু সকল না মিলিলে, অথবা বস্তু সকল প্রাপ্ত হইয়া ভোগে বাধা পড়িলেই মনে ক্রোধের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই জন্যই সাধককে একেবারে আত্মাভিমান অর্থাৎ দেহে অহং-বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া, শান্ত ও মমতা শূন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকিতে হইবে। এইরূপ জ্ঞান-নিষ্ঠা দ্বারাই আত্মদর্শন লাভ হইয়া থাকে। অতএব বৎস! অন্ধের ন্যায় দ্রব্যের রূপ দেখিও। অর্থাৎ যে কোনও দ্রব্যের রূপে যেমন অন্ধের মনে বিকার জন্মাইতে পারে না, সেইরূপ যেন তোমার চিত্তে বিকার না জন্মে। বধিরের ন্যায় শব্দ শ্রবণ করিবে, অর্থাৎ মধুর শব্দ শ্রবণে বিহ্বল হইবে না। নিজের শরীর কাষ্ঠের ন্যায় দেখিবে, অর্থাৎ তুচ্ছ বোধে উহাতে আত্মীয়াভিমান স্থাপন করিবে না। ইহাই প্রশান্তের লক্ষণ। অন্তঃকরণ প্রশান্ত না হইলে ধারণা সম্ভবপর হইতে পারে না। 'ধ্যানবিন্দু উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—

লোভং মোহং ভয়ং দর্পং কামং ক্রোধং চ কিল্বিষম্।
শীতোষ্ণং ক্ষুৎপিপাসং চ সঙ্কল্পঞ্চ বিকল্পকম্।
ন ব্রহ্ম কুলদর্পং চ ন মুক্তিং গ্রন্থসঞ্চয়ম্॥

অর্থাৎ—"লোভ, মোহ, ভয়, ক্রোধ, দর্প, কামনা এবং পাপকে আশ্রয় করিয়া, অথবা শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা এবং পিপাসা অনুভব করিয়া, কিম্বা মনের সঙ্কল্প-বিকল্প বৃত্তি এবং 'আমি ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি' এইরূপ দর্প ত্যাগ না হওয়া পর্য্যন্ত, কেবল বহু ধর্ম্ম-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া মানুষ কিছুতেই সাধনার অধিকারী হইতে পারে না।"

ন ভয়ং সুখদুঃখং চ তথা মানাপমানয়োঃ।
এতদ্ভারবিনির্মুক্তং তদ্ গ্রাহ্যং ব্রহ্ম তৎ পরম্॥ (ধ্যানবিন্দূপনিষদ্)

অর্থাৎ—"লোক-লজ্জা, ভয়, সুখ-দুঃখ যুক্ত ব্যক্তিগণ এবং মান ও অপমানে ভেদ-ভাবদর্শী লোকেরা ব্রহ্ম দর্শন করিতে পারে না। এই সকল ভাব হইতে বিমুক্ত ব্যক্তি ব্রহ্ম লাভ করিতে পারেন। তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাঁহারা ব্রহ্ম-নিষ্ঠ এবং ব্রহ্ম সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ, অপরে নহে।"

ভক্ত—ভগবন্! আপনি এক বার বলিয়াছেন যে, 'বিষয়েতে মন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার মনেতে বিষয় সর্ব্বক্ষণই আছে'। আবার যোগীপুরুষকে সর্ব্বপ্রকার বিষয়-সম্পর্ক ত্যাগ করিতে বলিতেছেন। সুতরাং আপনার কথিত মত সর্ব্ব প্রকার বিষয় ত্যাগ করিয়া কি প্রকারে মানুষ জীবন ধারণ করিবে?

মহাঃ—বৎস! আমি ঠিক কথাই বলিয়াছি। তোমরা একটী কথা বলিয়া থাক, 'মদ খাও কিন্তু দে'খো মদে যেন তোমাকে না খায়'। ঠিক সেইরূপ আমিও বলি, "তোমরা বিষয়-মদ খাও, কিন্তু দে'খো অধিক নেশা হয়ে যেন মত্ততা না আসে, পরিমাণ মত খাও, যেন হজম হয়, মনে স্ফূর্ত্তি হয় এবং শক্তি বৃদ্ধি হয়"। মদ খাইতে দেখা যায়, কিন্তু বিষয়-মদ পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা যে কি ভাবে অলক্ষ্যে শব্দাদি পঞ্চ বিষয়ের যোগে মন পান করিয়া ফেলে, তাহা কেহ বুঝিতেই পারে না। বিষয়-মদ দর্শন মাত্রেই তাহার নেশা লাগিয়া যায়। ইহার নেশা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, কাজেই পরিমাণ মত খাও। এ কারণেই বেদান্তও সাধকপুরুষকে বলিয়াছেন, "দেহধারণব্যতিরিক্তবিষয়েষু স্রক্‌চন্দনবনিতাদিষু বান্তাশন-মূত্রপুরীষাদৌ যথেচ্ছা নাস্তি তথেচ্ছারাহিত্যমিতি"। অর্থাৎ "এই সংসারে দেহ ধারণোপযোগী বিষয় ভিন্ন, তদতিরিক্ত মাল্য-চন্দন, স্ত্রী-পুত্রাদি বিষয়ে, বান্তাশন (বমি) এবং মল-মূত্রাদিতে যেমন লোকের ইচ্ছা থাকে না, সেইরূপ ভোগেচ্ছারাহিত্যকেই 'ইহ লোকে ফল ভোগ বিরাগ' কহে।" অর্থাৎ—মাত্র নিজ দেহ ধারণোপযোগী বিষয় বাদে, বাকি অন্য সমস্ত বিষয়ের সঙ্গেই সম্বন্ধ ত্যাগে সাধক অবস্থান করিবে।

জিতাহারো জিতক্রোধো জিতসঙ্গো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
নির্দ্বন্দ্বো নিরহঙ্কারো নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥ (তেজবিন্দুপনিষদ)

অর্থাৎ—"যিনি হিতজনক ও পরিমিতাহারী, যিনি ক্রোধকে জয় করিয়াছেন, যিনি জিতেন্দ্রিয়, যাঁহাকে সঙ্গ-দোষে আক্রমণ করিতে পারে না; যাঁহার গ্রহণীয় অথবা অগ্রহণীয় বলিয়া কোন বস্তুই নাই; যিনি আশা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিত্যাগ করিয়া অপ্রতিগ্রহ-ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, তিনিই যোগ-মার্গের অধিকারী।" অর্জ্জুনকে উপদেশকালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন,—

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥

অর্থাৎ—"হে অর্জ্জুন! অধিক ভোজী বা নিতান্ত অনাহারী এবং যে অত্যন্ত নিদ্রালু বা নিতান্ত অনিদ্রাভ্যাসী, তাহার যোগ-সমাধি হয় না। যিনি নিয়মিত আহার ও বিহার করেন, ধর্ম্ম-কর্ম্মে (আত্মা বিষয়ক কর্ম্মে) যাঁহার নিয়মিত চেষ্টা থাকে, যিনি নিয়মপূর্ব্বক নিদ্রিত ও জাগ্রত থাকেন, সমাধিরূপ যোগ তাঁহারই ভব-দুঃখ নিবারণক্ষম হয়।"

ভক্ত—হে করুণাময়! এই সাধকপুরুষের উপবাসাদি বিষয়ে কোন নিয়ম আছে কি?

মহাঃ—দৈহিক উপবাসের দ্বারা কখনও ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় না। মানসিক উপবাসই প্রকৃত উপবাস এবং সেই মানসিক উপবাস আত্মদর্শন লাভের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। বরাহোপনিষদ্ বলিয়াছেন,—

উপ-সমীপে যো বাসো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ো ন তু কায়স্য শোষণম্॥

অর্থাৎ—"জীবাত্মা ও পরমাত্মার সমীপে অবস্থিতির নাম 'উপবাস' কিন্তু শরীর-শোষণকে 'উপবাস' বলা যায় না।"

কায়শোষণমাত্রেণ কা তত্র হ্যবিবেকিনাম্।
বল্মীকতাড়নাদেব মৃতঃ কিং নু মহোরগঃ॥ (বরাহোপনিষৎ)

অর্থাৎ—"যাহারা অজ্ঞ, তাহাদের শরীর-শোষণরূপ উপবাসে কি ফল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে? তাহার দ্বারা কথনই ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইবে না। কারণ কৃষ্ণসর্প বল্মীকের মধ্যে অবস্থান করে বলিয়া কি বল্মীকের উপর যষ্টি-প্রহার করিলে সর্প বিনাশ প্রাপ্ত হইবে?" বৎস! তোমার দেহরূপ বল্মীক-স্তুপের মধ্যে মনরূপ কৃষ্ণসর্প বাস করিতেছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্॥ (গীতা-১৭-অঃ)

অর্থাৎ—"অবিবেক পূর্ব্বক নিজের শরীরাদিকে পীড়া দিয়া (উপবাসাদি শারীরিক নানা প্রকারের বহু দুঃখ-কষ্ট করিয়া), অথবা অপরের বিনাশার্থ যে তপস্যার অনুষ্ঠান হয়, তাহা 'তামস' বলিয়া কথিত হইয়াছে।"

ভক্ত—প্রভু! তবে আমরা যে একাদশী তিথিতে কিছুই না খাইয়া উপবাস করিয়া থাকি, ইহা দ্বারা আমাদের কোন উপকার হয় না কি?

মহাঃ—বৎস! শরীরের অবস্থা বিবেচনায় এইরূপ একাদশী তিথিতে কিছুই না খাইয়া উপবাস করিলে, তাহাতে এই স্থূল শরীরের কিছু সংযম হইয়া স্বাস্থ্যের উপকার দর্শিতে পারে বটে, কিন্তু ইহাকেই প্রকৃত একাদশীর উপবাস বলে না; ইহাকে 'স্থূল একাদশী' বলা যাইতে পারে। আত্মদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রকৃত সূক্ষ্ম একাদশীর উপবাস করিতে হইলে, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন, এই একাদশ ইন্দ্রিয়কে কিছুই খাইতে না দিয়া (অর্থাৎ তাহাদের খাদ্য শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পঞ্চ বিষয় হইতে একাদশ ইন্দ্রিয়কে নিরোধ করিয়া) উপবাসে রাখিলে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা একাকার হইয়া যে উপবেশন করেন, তাহারই নাম প্রকৃত 'একাদশীর উপবাস'।

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মহাত্মা মৌনাবলম্বন করিলেন। কারণ তখন দিনমণি অস্তাচলে গমন করিয়াছেন। ইহা দেখিয়া ভক্ত মহাপুরুষকে যথাশক্তি মুদ্রা ও বস্ত্রাদি উপঢৌকন সহ প্রণাম করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। তখন মহাপুরুষও আত্মস্থ হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শান্তি কোথায় ?

তৎপর দিবস প্রাতে সেই মুমুক্ষু ও প্রশান্তচিত্ত ভক্ত আসিয়া মহাত্মাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন এবং অতি বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভু! সংসারে ধন-জন ভোগের দ্বারা আমি পরম শান্তি লাভ করিতে পারি নাই বলিয়াই, আজ আপনার পদতলে শরণ লইয়াছি। কি করিলে সেই পরম-শান্তি লাভ হয়, দয়া করিয়া তাহাই আমাকে বুঝাইয়া দিন। হে মহাত্মন্! যে স্থান একমাত্র সত্যের আশ্রয় এবং সর্ব্বপ্রকার অশান্তি শূন্য; যে স্থানে গমন করিলে জীব শোক-মোহাদির বশবর্ত্তী হয় না; সেই পরম সুখজনক বিশ্রাম-স্থান কোথায়, তাহা আমাকে বলুন। এই সংসারে কি প্রকারে অবস্থিতি করিলে সংসার-পঙ্কে, অর্থাৎ পুণ্য-পাপে এবং শোকে-মোহে লিপ্ত হইতে না হয়, তাহাই আমাকে বলুন। আপনারা মহাপুরুষগণ কিরূপ জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া এই দোষাকর সংসারে নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ, মহানুভব এবং জীবন্মুক্ত হইয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছেন, তাহা আমাকে উপদেশ করুন। সংসারে কিরূপ কর্ম্ম করিলেই বা শ্রেয়ঃ সাধন হয়, কি প্রকারেই বা সমুচিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং ইহাতে থাকিয়া কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, এই সকল বিষয় আমাকে উপদেশ করুন। আপনি তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মা, সম্প্রতি যাহাতে আমি অন্তঃকরণের পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারি, যাহাতে আর শোক-দুঃখে পতিত না হই, আমায় সেই সমস্ত বিষয়ে সদুপদেশ প্রদান করুন।

মহাঃ—বৎস! তোমার ধন-জনাদি ভোগ্য বস্তু সকল কোথা হইতে আসিয়াছে এবং তুমিই বা কোথা হইতে আসিলে? বর্ত্তমানে যে স্থানে বসিয়া ঐ সকল উপভোগ করিতেছ, এই স্থানটীই বা কি? এবং ঐ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল ভোগ্যবস্তু ও তুমি ধ্বংস হইয়াই বা পুনরায় কোথায় যাইবে ? এই সকল সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ সম্যক্‌রূপে অবগত হইলেই পরম শান্তি লাভ হইবে,—নতুবা নয়।

ভক্ত—প্রভু! এই জাগতিক বস্তু সকল কোথা হইতে আসে এবং পুনরায় ধ্বংস হইয়াই বা কোথায় যায় ?

মহাঃ—বৎস! জগতে যত শক্তির বিকাশ দেখা যায়, তাহাদের সমষ্টি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমান। অর্থাৎ কেহই উহা হইতে এক বিন্দু জড় বা এক বিন্দু শক্তি বাড়াইতে বা কমাইতে পারে না। সুতরাং জগতে কোন বস্তুরই বিনাশ নাই; কেবল পরিবর্ত্তন মাত্র। তুমি হয় ত বলিবে, এই যে সকলেরই মৃত্যু বা বিনাশ আমরা দেখিতেছি, ইহা কি ? বৎস! 'বিনাশ' বলিতে আমরা কি বুঝি ? এই যে মাটির একটী ঘট রহিয়াছে, আমি উহা ভূমিতে ফেলিয়া দিলাম, উহা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। এখন সেই ঘটটীর কি হইল ? উহা সূক্ষ্মরূপে পরিণত হইল মাত্র। তুমি কিন্তু ইহাকেই বলিতেছ, 'ঘট বিনাশ প্রাপ্ত হইল'। অতএব বিনাশের অর্থ স্থূলের সূক্ষ্মভাবে পরিণতি। উহার উপাদান পরমাণুগুলি একত্র হইয়া 'ঘট' নামক কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। উহারা আবার উহাদের কারণে চলিয়া গেল, আর ইহারই নাম 'নাশ,' বা 'কারণে লয়'।

ভক্ত—প্রভু! কার্য্য কাহাকে বলে ?

মহাঃ—কারণের ব্যক্ত ভাবই 'কার্য্য', নতুবা কার্য্য ও কারণে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। জগতের সমস্ত বস্তুই সূক্ষ্ম 'কারণ' হইতে স্থূল 'কার্য্য' রূপে এক বার প্রকাশ পাইয়া, পুনরায় সেই 'কার্য্য' সূক্ষ্ম 'কারণে'ই লয় প্রাপ্ত হইতেছে। এই ভাবে সমস্ত বস্তুই সূক্ষ্ম হইতে এক বার স্থূলে, আবার স্থূল হইতে সূক্ষ্মে বিবর্ত্তিত হইয়া প্রকাশিত ও সঙ্কুচিত হইতেছে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গেই সেই বস্তুর নাম ও রূপের পরিবর্ত্তন হইতেছে মাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেমন, যখন জল বাষ্প হইল, তখনই সেই জলের নাম 'বাষ্প' হইল ও রূপের পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। আবার যখন 'বাষ্প' জল হইল, তখন সেই 'বাষ্পের' নাম 'জল' হইল এবং রূপের পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। ঐ রূপেই পরিবর্ত্তনশীল জগত সর্ব্বদা পরিবর্ত্তিত হইতেছে মাত্র; প্রকৃত পক্ষে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে কোন কিছুই ধ্বংস বা নূতন আগত হইতেছে না; ঐ প্রকারে বস্তুরাশি চক্রের ন্যায় পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হইতেছে। অর্থাৎ জগতে যত গতি আছে, সকলই নদীর ঢেউর মত এক বার উঠিতেছে, এক বার পড়িতেছে; আর, তোমরা ইহাকেই নূতন বলিয়া বোধ করিতেছ। যে কোনও বস্তু সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে আসিবার সময় লোকে আনন্দ প্রকাশ করে, পরে সেই বস্তু স্থূলাবস্থা হইতে পুনরায় যখন সূক্ষ্মাবস্থায় পরিণত হইয়া লোক-দৃষ্টির অদৃশ্য হয়, তখনই লোকে তাহাকে 'মৃত্যু' বা 'ধ্বংস' বলিয়া খেদ বা শোক প্রকাশ করে। বাস্তবিক 'মৃত্যু' বা 'ধ্বংস' বলিয়া কিছুই নাই, সকল বস্তুই কেবল এক বার সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে, আবার স্থূল হইতে সূক্ষ্মে বিবর্ত্তিত হইতেছে মাত্র।

ভক্ত—প্রভু! কি প্রকারে কোন জ্ঞান লাভ করিয়া আমি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কারণ অবগত হইতে পারিব, তাহা উপদেশ করুন।

মহাঃ—একমাত্র আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভের দ্বারাই এই সমস্ত জ্ঞান জন্মিয়া থাকে।

ভক্ত—আত্মজ্ঞানের দ্বারা কি প্রকারে ঐ সকল সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কারণ জানা যাইবে? তাহা আমাকে বুঝাইয়া বলুন।

মহাঃ—বৎস! 'আত্মতত্ত্ব' অর্থাৎ নিজের তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ হইলেই মানবের অশান্ত মন শান্ত হয়; তাই তখন লোকে শান্তি পায়। মন শান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কেহ কখনও শান্তি পায় নাই ও পাইবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। দৃশ্যমান্ জগতের সমস্ত বস্তুর সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কারণ জানিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে নিজের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কারণ জানিতে হইবে। নিজের কারণ বা তত্ত্ব জানার নামই 'আত্মতত্ত্বজ্ঞান'। অতি প্রথমে যে 'আমি' ও 'আমার' শব্দদ্বয় দ্বারা আমির তত্ত্ব তোমাকে বুঝাইয়া ছিলাম, তাহারই নাম 'আত্মতত্ত্ব'। ভাত পাক করিতে, হাঁড়ির মধ্যের সমস্ত ভাত সিদ্ধ হইল কি না, তাহা জানিবার জন্য মাত্র একটী ভাত টিপিয়া পরীক্ষা করিলেই ঐ হাঁড়ির সমস্ত ভাতের অবস্থা ঠিক মত জানিতে পারা যায়। সেইরূপ এই বিশ্ব-কোষের সমস্ত জীবের বা বস্তুর সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের তত্ত্ব জানিতে হইলেও সর্ব্বাগ্রে নিজের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কারণ জানিতে পারিলেই, বিশ্বের সমস্তের কারণ জানা যাইবে ; তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। ইহাও স্মরণ রাখিও যে, এই সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কারণ একমাত্র মনুষ্য ভিন্ন বিশ্বের অন্য কোন জীব-জন্তুরই জানিবার শক্তি নাই। মাত্র এই জন্যই মনুষ্য জাতি জগতের অন্যান্য জীব হইতে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং যে নিজের কারণ জানিতে না পারিয়াছে, সে কোটী কোটী দেব-দেবীর আরাধনা এবং যজ্ঞাদি করিয়াও তদ্দ্বারা কিছুতেই আত্মতত্ত্ব জানিতে পারে না, তাই তাহার পরম-শান্তি লাভেরও আশা নাই।

ভক্ত—প্রভু ! জগতের ধনী, দরিদ্র, সুখী, দুঃখী, স্বাস্থ্যবান, স্বাস্থ্যহীন, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক সমস্ত লোক চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিতেছে কেন ? ইহাদের লক্ষ্য কি ?

মহাঃ—বৎস ! তোমাকে ত অতি প্রথমেই আমি বলিয়াছি যে, মানুষ যতক্ষণ না নিজের মনের নিকট যাইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে বা নিজের মনের সঙ্গে পরামর্শ না করে, তত ক্ষণ পর্য্যন্ত এই জাগতিক ব্যাপারের তাহারা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তোমার এই প্রশ্নটীর বিষয়ও তুমি তোমার মনকে জিজ্ঞাসা কর, তবেই সঠিক উত্তর পাইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত—নিজের মনকে নিজে কি ভাবে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে তাহা ত আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

মহাঃ—আচ্ছা, আমি বুঝাইয়া দিতেছি। এই যে জগত-সংসারে মানুষ নানা প্রকার উদ্দেশ্য লইয়া ছুটাছুটি করিতেছে, উহাদের মধ্যে তুমিও এক জন। বল দেখি, তুমি কোন্ উদ্দেশ্য লইয়া ছুটাছুটি করিতেছ?

ভক্ত—প্রভু! আমার স্বাস্থ্যটা বড়ই খারাপ, খাইয়া কিছুই হজম করিতে পারি না। বহু অর্থ ব্যয় করিয়া, বহু স্থানে চিকিৎসা করাইয়া কোনই সুফল পাই নাই। একমাত্র এই জন্যই মনটা এখানে-ওখানে ছুটাছুটি করিয়া অস্থির হইতেছে।

মহাঃ—তোমার পেটের হজম-শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া স্বাস্থ্য ভাল হইলে তোমার কি লাভ হইবে?

ভক্ত—দয়াময়! আপনার কৃপায় আমার স্বাস্থ্য ভাল হইলে, তখন আমি শরীরে শক্তি পাইলেই আমার মনে শান্তি পাইব।

মহাঃ—বৎস! তোমার কথার দ্বারাই তুমি এখন বুঝিয়া লও যে, তোমার স্বাস্থ্য লাভ হইলেই তুমি শান্তি পাইবে বলিয়া প্রকাশ করিতেছ! সুতরাং সর্ব্ব শেষ সীমায় একমাত্র শান্তি লাভ করাই যে তোমার লক্ষ্য, তাহা তুমি বুঝিতে পারিতেছ ত? এই জগতের সমস্ত মানুষেরই ঐ একই লক্ষ্য জানিবে। মানুষ কি চাহে? সর্ব্ব প্রকার দুঃখকে একেবারে তিরোহিত করিয়া দিয়া, পরমানন্দ বা চির শান্তি লাভ করিতে চাহে। ইহা জীব মাত্রেরই স্বভাব। কিন্তু উহারা জানে না যে, সেই পরমানন্দ বা অবিচ্ছিন্ন শান্তি কোথায়? বিষয়-ভোগে না; বিষয়-ত্যাগে? যদিও মুখে মুখে বহু রকমের অভাব জানাইয়া লোকে সেই অভাবের তাড়নায় কেবল ছুটাছুটী করিতেছে বটে, কিন্তু সেই অভাব দূর করিয়া একমাত্র শান্তি লাভ করাই সমস্তের লক্ষ্য। এখন বুঝিয়া দেখ, এতক্ষণ যাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার মনকে জিজ্ঞাসা করিয়া যে ভাবে তোমার মনের নিকট হইতে কথা বাহির করিলাম, যদি তুমি বিচারশীল ও মানসিক শক্তিশালী হইতে, তবে তুমিও ঠিক এই ভাবেই তোমার মনকে মনে মনে প্রশ্নোত্তর করিয়া এই কথাই জানিতে পারিতে। একমাত্র অবিচ্ছিন্ন শান্তিই যে লোকের কাম্য-বস্তু, তাহা তোমার মনই তোমাকে বলিয়া দিত। তুমি তোমাকে বাদ দিয়া জগতের অন্য সমস্ত লোকের মনের উদ্দেশ্য জানিতে চাহিয়াছ, তাই জানিতে পার নাই। কিন্তু যদি তুমি প্রথমেই মনে ভাবিতে যে, 'জগতের সমস্ত লোকের মধ্যে ত আমিও এক জন; সুতরাং আমি কি প্রাপ্তির আশায় ছুটাছুটি করিতেছি? অগ্রে তাহাই নিজের নিকট হইতে জানিয়া লই;' তবে এই ভাব লইয়া নিজের সংবাদ বাহির করিতে পারিলেই জগতের সমস্ত লোকের সংবাদ অবগত হইতে পারিতে। অতএব স্মরণ রাখিও যে, অন্যের মনের ভাব জানিতে কোন ভাষার বা কোন রূপ বিদ্যার প্রয়োজন হয় না। নিজের মনের ভাব জানিতে পারিলেই জগতের মনের ভাব জানিতে পারা যায়। সুতরাং অন্যকে জানিতে হইলে অর্থাৎ জগতে যে কোনও কিছু জানিতে হইলে, অগ্রে নিজেকে নিজে জান। সর্ব্বাগ্রে নিজেকেই নিজের জানিতে হইবে, এই কথা আমি তোমাকে পূর্ব্বেও বহু বার বলিয়াছি। কিন্তু তুমি সকল কাজের সময়ই নিজের অনুসন্ধান না করিয়া, নিজেকে নিজে ভুলিয়া গিয়া কেবল বাহিরেই খুঁজিতে থাক; তাই সমস্ত কার্য্যেই তোমার বিঘ্ন ঘটে। একটা গল্প শুন।

কোন এক স্থানে দশ জন লোক ভ্রমণে বাহির হইয়া, নদীর পরপারে যাইয়া আপনাদিগের সংখ্যা নির্ণয় করিতে লাগিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, যে গণনা করে সে-ই আপনাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য নয় জনকে দেখে এবং নয় জনকে দেখিয়া বিভ্রান্ত-চিত্ত হইয়া, স্বয়ং যে দশম-পুরুষ ইহা জানিতে পারে না। তখন তাহারা ভ্রান্তি বশতঃ বলিল, 'দশম পুরুষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিতেছি না, অতএব সে নাই, নিশ্চয়ই নদীগর্ভে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে'। এই বলিতে বলিতে সেই দশম পুরুষের জন্য তাহারা সকলে শোক ও ক্রন্দন করিতে লাগিল। সেই সময় অপর কোন অভ্রান্ত পুরুষ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের কি হইয়াছে"? উত্তরে তাহারা বলিল, "আমাদের দশম পুরুষ মারা গিয়াছে"। তখন সেই আগন্তুক ব্যক্তি বলিলেন, "তোমাদের দশম পুরুষ মরে নাই, জীবিতই আছে, তোমরা শোক করিও না। এখন তোমরা গণনা করিলেই তোমাদের দশম পুরুষ বাহির হইবে।" তখন তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় গণনা করিতে করিতে যখন নয় সংখ্যা পূরণ হইল, তখনই সেই আগন্তুক অভ্রান্ত ব্যক্তি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক গণনাকারীকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই তোমাদের দশম পুরুষ"। তখন তাহারা প্রত্যক্ষ রূপে দশম পুরুষকে দেখিয়া রোদন ও শোকাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক হর্ষযুক্ত হইল। আর তাহাদের প্রত্যেকেই যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব গণনার কালে, আত্ম-বিস্মৃতি বশতঃ নিজেকে নিজে ভুলিয়া গিয়া, মাত্র অন্য নয় জনকেই গণনা করিয়াছিল, নিজেদের সেই অজ্ঞানতা বা ভ্রমও তখন তাহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। বৎস, তোমাদের মনের অবস্থাও ঠিক এইরূপই হইয়া পড়িয়াছে। যে ব্যক্তি নিজেকে নিজে ভুলিয়া গিয়া, জাগতিক অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে বা কোন মূর্ত্তির দ্বারা পরমেশ্বরকে জানিতে চাহে, তাহার মত মূর্খ এই জগতে আর কে আছে? প্রত্যেকের নিজের মনের মধ্যেই যে এই দৃশ্যমান জগত প্রকাশ পাইতেছে, তাহা তোমরা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছ না। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? এই বিষয়ে বশিষ্ঠমুনিও রামচন্দ্রকে উপদেশ করিয়াছিলেন যে, "জগত মনঃকল্পিত" অর্থাৎ "এই দৃশ্যমান জগত সমস্ত জীবের মনেরই কল্পনা-প্রবাহ মাত্র।" বৎস, যদি কোন ব্যক্তি নিজের মনোবৃত্তিগুলিকে উত্তমরূপে বুঝিতে পারে, তবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমস্ত জগজ্জীবেরই মনের বিষয় ধরিতে পারিবে। ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং তুমি কথা বলিবার সময় নিজেকে নিজে কখনও ভুলিও না।

ভক্ত—প্রভু! এতক্ষণে অপনার কৃপায় স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, লোকেরা সন্ধ্যা-বন্দনা, দেবারাধনা বা অর্থোপার্জ্জনাদি যে কোনও কর্ম্মই করুক না কেন, সকলেরই চরম লক্ষ্য একমাত্র 'অবিচ্ছিন্ন শান্তি'। কিন্তু জগতের কোন্ বস্তু ভোগের দ্বারা আমি সেই অবিচ্ছিন্ন শান্তি লাভ করিতে পারিব, তাহাই আমাকে বুঝাইয়া দিন।

মহাঃ—বৎস! তোমার মন চাহে, কোনও বিষয়-ভোগের দ্বারা অবিচ্ছিন্ন শান্তি লাভ করিতে; সুতরাং ঐ শান্তি-ভোগ-কর্ত্তা যে তোমার মন, তাহা তুমি বুঝিতে পারিতেছ ত? এখন তোমার মনের নিকট আমার প্রশ্ন এই যে, তোমার মন প্রত্যহই দিবা-রাত্রি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে, কখন জাগতিক বিষয় ভোগ করে, আবার কখনও বা সেই সকল বিষয় ত্যাগ করে; কিন্তু এই দুই অবস্থার মধ্যে কোন্ অবস্থায় তাহার শান্তি লাভ হইয়া থাকে?

ভক্ত—প্রভু! আমি ত প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যখন উত্তম উত্তম বিষয় ভোগ করিতে পারি, তখনই শান্তি লাভ করিয়া থাকি। বিষয় ভোগ না করিলে শান্তি কিসের দ্বারা হইবে? যাহার স্ত্রী-পুত্রাদি আত্মীয়-স্বজন কেহই নাই এবং টাকা-পয়সারও অভাব, সেই ব্যক্তি কি করিয়া কিসের দ্বারা শান্তি পাইবে? বিষয়-ভোগের দ্বারা শান্তি পাওয়ার আশায়ই আপ্রাণ চেষ্টায় লোকে ধন-সম্পত্তি আহরণে নিরত আছে। সুতরাং বিষয় ভোগ করিয়াই আমাদের মন শান্তি পাইয়া থাকে।

মহাঃ—বৎস! তুমি ত বেশ স্পষ্ট করিয়া সাক্ষ্য দিতেছ যে, 'বিষয় ভোগ করিয়াই তোমার মন শান্তি পায়, আর, বিষয় অভাবেই অশান্তি ভোগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া থাকে' ;—ইহা কি সত্য কথা ? তুমি নিজেই বলিতেছ যে, বিষয় ভোগে শান্তি না পাওয়াতেই, শান্তি লাভের আশায় তুমি আমার নিকট আসিয়াছ। তোমার ন্যায় আরও যে সকল ধন-সম্পদশালী ব্যক্তি বহু বিষয় ভোগ করিয়াও, সেই বিষয়-বিষের জ্বালায় 'কোথায় শান্তি, কোথায় শান্তি' বলিয়া চীৎকার করিতেছে, বিষয় ভোগ করিয়া তাহাদের দশা এইরূপ হইল কেন, বলিতে পার কি ? ইতিপূর্ব্বে আমি তোমার মনের জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিনটী অবস্থার কথা তোমাকে বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছি, তাহা স্মরণ আছে ত ?

ভক্ত—আজ্ঞে হাঁ, আপনার কৃপায় তাহা বেশ স্মরণ আছে।

মহাঃ—বল দেখি, মনের জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থার মধ্যে, কোন্ কোন্ অবস্থায় তোমার মনের সঙ্গে ভোগ্য বিষয়ের যোগ থাকে এবং মন সেই সকল বিষয় ভোগ করে ?

ভক্ত—দয়াময় ! জাগ্রত ও স্বপ্ন এই দুইটী অবস্থায়ই মনের সঙ্গে বিষয়ের যোগ থাকে এবং এই দুই অবস্থায়ই মন সেই সকল বিষয় ভোগ করে।

মহাঃ—আচ্ছা বল দেখি, তোমার মনের এই দুইটী অবস্থায় তুমি শান্তিতে থাক, কি অশান্তিতে থাক ? তুমি বিশেষ চিন্তা করিয়া এই কথার উত্তর দিও।

ভক্ত—ভগবন্ ! জাগ্রতাবস্থায় ত আমি শারীরিক অসুস্থতার দরুণ বিশেষ অশান্তি ভোগ করিয়া থাকি। তদ্ভিন্ন অন্যান্য লোকের সঙ্গে নানা প্রকারের দেনা-পাওনা ইত্যাদি ভাবে আরও কত কি বৈষয়িক গণ্ডগোল আসিয়া কেবল অশান্তিই করিয়া তোলে। সুতরাং জাগ্রতাবস্থায় শান্তি আর পাই কই ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাঃ—তোমার আত্মীয় বা বন্ধুবর্গের মধ্যে কেহ জাগ্রতাবস্থায় শান্তিতে আছে বলিয়া তুমি জানিতে পারিয়াছ কি ?

ভক্ত—প্রভু ! আপনার কথায় এখন আমার সকল কথাই ধীরে ধীরে মনে জাগিতেছে। কেবল আমার ভাই-বন্ধু কেন, আরও বহু লোকের সঙ্গেই আলাপ করিয়াছি। কাহাকে হয় ত জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি ভাই ! কেমন আছ ?' তদুত্তরে তখনই সে বলিয়া উঠিল, "না ভাই, বড়ই অশান্তিতে আছি। আমার স্ত্রীটা অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত, সর্ব্বদা ঝগড়া-ঝঞ্ঝাট লাগিয়াই আছে ; বাড়ীর প্রায় সকলের সঙ্গেই তাহার বিরোধ ; এ দিকে আমাকেও সময় মত ভাত-জল দেয় না বা কথামতও চলে না ; তাই সকল দিকেই আমার অশান্তি" ইত্যাদি। অন্য কাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি মহাশয় ! কেমন আছেন ?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "আমি যেরূপ অশান্তিতে আছি মহাশয়, পৃথিবীতে বোধ হয় এইরূপ অশান্তিতে আর কেহই নাই। কারণ একে ত আমার পোষ্য-সংখ্যা বেশী, অথচ অর্থোপার্জ্জন একটেই নাই। তাহাতে আবার বড় পুত্রটী নিতান্ত চরিত্রহীন ; সে সময় সময় আমার বাক্স ভাঙ্গিয়া টাকা-পয়সা লইয়া উধাও হইয়া যায়, অথচ আমাদের প্রাতঃ বাজার করিবার পয়সাটিও নাই। এখন বুঝিয়া দেখুন যে, আমি কিরূপ অশান্তির আগুনে জ্বলিয়া মরিতেছি" ইত্যাদি। এইরূপ ভাবে যত লোকের নিকটই জিজ্ঞাসা করিয়াছি, এই জাগ্রতাবস্থায় কেহ নিজ শারীরিক অশান্তি, কেহ বা অর্থাভাব জনিত অশান্তি, অপর কেহ বা বিষয়-সম্পদ ও মামলা-মোকদ্দমাদি জনিত অশান্তি, কেহ বা অন্ন-বস্ত্রাদি জনিত অশান্তি, আবার কেহ বা সামাজিক অপমান জনিত অশান্তি, ইত্যাদি ভাবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ অশান্তিকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল অশান্তি বলিয়াই মনোভাব প্রকাশ করিয়াছে। হাসিমুখে কেহই বলেন নাই যে, "ভাই, আমি পরম শান্তিতে আছি, আমি কোন বিষয়েই অভাব বোধ করিতেছি না"। সুতরাং জাগ্রতাবস্থায়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানুষ মাত্রেই, কোনও একটা না একটা অশান্তি ভোগ করিয়াই থাকে, তাহাতে আমার আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

মহাঃ—বৎস ! জগতে এমন কোনও জীব নাই, যে জাগ্রতাবস্থায় মনে সঙ্গে বিষয়-যোগে শান্তি ভোগ করিতে পারে। বিষয়-যোগে যে ক্ষণিক শান্তি হয়, তাহা অশান্তিরই নামান্তর মাত্র। এই বিষয়ে এখন তোমার দৃঢ়তর বিশ্বাস জন্মিয়াছে ত ? আমাদের মন জাগ্রতাবস্থা হইতে স্বপ্ন-রাজ্য হইয়া সুষুপ্তিতে পৌছে ; পুনরায় সুষুপ্তি হইতে স্বপ্নরাজ্য হইয়াই তাহাকে জাগ্রতে আসিতে হয়। আচ্ছা, এখন তুমি বল দেখি, যে দিন রাত্রিতে তোমার সুষুপ্তি (স্বপ্ন শূন্য নিদ্রা) না হয়, অর্থাৎ তোমার মন জাগ্রত্ হইতে যে স্বপ্নাবস্থায় যাইয়া থাকে, সুষুপ্তিতে আর কিছুতেই পৌঁছিতে পারে না; সেই দিন ঘুম হইতে উঠিয়া তোমার মন, সেই স্বপ্ন-রাজ্যে পরম শান্তিতে ছিল বলিয়া প্রকাশ করে কি ?

ভক্ত—না প্রভু, 'স্বপ্নাবস্থায় আনন্দে বা শান্তিতে ছিলাম' বলিয়া কেহই প্রকাশ করে না ; বরং সকলেই তাহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধভাবই প্রকাশ করিয়া থাকে। কেহ বলে যে, "গত রাত্রিতে আমার সুনিদ্রা (সুষুপ্তি) হয় নাই, কেবল স্বপ্নে কতকগুলি বাঘ, ভল্লুক ও নদী দেখিলাম, মনে হইল যেন, আমি নৌকায় চড়িয়া কোথাও যাইতেছি, ইত্যাদিরূপে সমস্ত রাত্রিই আমি অশান্তি ভোগ করিয়াছি, ৫ মিনিটের জন্যও সুনিদ্রা (সুষুপ্তি) হয় নাই, তাই এখন আমার শরীর খারাপ বোধ হইতেছে।" প্রভু ! স্বপ্নাবস্থায় 'নিজে রাজা হইয়াছে' এইরূপ স্বপ্ন দেখিলেও সেই অবস্থায় যে কেহই মনে শান্তি পায় না, তাহা স্বপ্নোত্থিত সকল ব্যক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে এবং আমি নিজেও তাহা বেশ অনুভব করিয়াছি।

মহাঃ—বৎস ! বহু স্থলে, অধিক স্বপ্ন-দ্রষ্টা ব্যক্তি 'রোগী' বলিয়া গণ্য হয়। তাই যাহাতে তাহার স্বপ্ন না হইয়া, সে সুষুপ্তি অবস্থা লাভ করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শান্তি পাইতে পারে, তজ্জন্য তাহাকে ঔষধ সেবন করান হয়। সুতরাং জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় কেবল তুমি কেন, জগতের কোন ব্যক্তিই যে শান্তি পায় না, এখন তাহা তুমি বেশ বুঝিতে পারিলে ত ? আচ্ছা, এখন তোমার সুষুপ্তিকালীন অবস্থার কথা স্মরণ কর। বল দেখি, সেই সুষুপ্তি অবস্থায় তুমি কি রকম ছিলে ; শান্তিতে ছিলে, কি অশান্তিতে ছিলে ?

ভক্ত—ভগবন্! সুষুপ্তি অবস্থা হইতে জাগ্রত হইয়া আমার স্মরণ হয় যে, সেই গভীর নিদ্রায় আমি শান্তিতেই ছিলাম।

মহাঃ—বৎস! নির্ব্বিষয়ী অর্থাৎ স্বপ্নহীন নিদ্রায় (সুষুপ্তিকালে) জগতের সমস্ত জীবই অত্যন্ত শান্তি ভোগ করে, তাই সুষুপ্তি অবস্থায় দীর্ঘ-কাল ঘুমাইলেও সেই ঘুমের প্রতি কাহারও অরুচি জন্মে না ; বরং যতই ঘুমায়, ততই আরও ঘুমাইতে ইচ্ছা হয়। পক্ষান্তরে, কেবল স্বপ্নে বা জাগ্রতেই থাকিতে চাহে, এমন কোনও লোক পৃথিবীতে আছে বলিয়া তুমি কখনও দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ কি ? বরং তোমরা অহরহই দেখিয়া আসিতেছ, সুষুপ্তি অবস্থার কোন ব্যক্তিকে সেই সুষুপ্তি হইতে কেহ জাগ্রত করিলে তখন সে অত্যন্ত বিরক্তির সহিত বলে, “আমি অত্যন্ত সুখে নিদ্রিত ছিলাম, তুমি কেন আমার সেই শান্তি ভঙ্গ করিলে ?” যাহার পা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় অস্ত্র ডাক্তারে কাটিয়া ফেলিয়াছে, সেও সুষুপ্তি হইতে উঠিয়া বলে, ‘আমার এতক্ষণ কোন বেদনাই বোধ ছিল না, আমি পরম শান্তিতে ছিলাম, এখন অসহ্য বেদনা হইতেছে’। অর্থাৎ তখন সুষুপ্তিতে সে এত শান্তিতে ছিল যে, ‘এই দেহ আমি’ এই বোধও তাহার ত্যাগ হইয়াছিল। এই সকল প্রমাণ দ্বারাও স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছ, এই সুষুপ্তি অবস্থা সকলের নিকটেই অত্যন্ত প্রিয় ও শান্তিদায়ক। তাই জাগ্রত ও স্বপ্ন অপেক্ষা, সুষুপ্তিই লোকের বাঞ্ছনীয়। শ্রুতিও সুষুপ্তি-বর্ণনায় বলিয়াছেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি।
অত্র স্তেনোঽস্তেনো ভবতি।
নৈনং সেতুমহোরাত্রে তরতঃ।
ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতম্।

অর্থাৎ—"জীব তথন (সুষুপ্তি কালে) সৎসম্পন্ন হয়; ঐ সময় চোরও সাধু হয়, দিন ও রাত্রি ঐ মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করে না; জরা, মৃত্যু, শোক, সুকৃত, দুষ্কৃত, এ সকল কিছুই থাকে না।" অর্থাৎ জীব যে সুকৃত, দুষ্কৃত বা পাপ, পুণ্য প্রাপ্ত হয়, তাহা সুখিত্ব, দুঃখিত্ব জ্ঞানপূর্ব্বক। কিন্তু সুষুপ্তিতে ঐ সুখিত্ব বা দুঃখিত্ব কোন জ্ঞানই থাকে না। অতএব সুষুপ্তিতে কাহারও কখনও অরুচি জন্মিতে পারে না, ইহাই স্বতঃসিদ্ধ কথা। এখন বুঝিয়া দেখ যে, তোমার জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থা কত ঘৃণা, আর সুষুপ্তি অবস্থা কত প্রিয় এবং জাগ্রত হইতেও কত শান্তিপ্রদ। তোমার জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার মধ্যে, একমাত্র সুষুপ্তি অবস্থাই যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শান্তিদায়ক, তাহা তুমি এখন বুঝিতে পারিয়াছ ত?

ভক্ত—মহাত্মন্! মনের ঐ অবস্থাত্রয়ের মধ্যে সুষুপ্তি অবস্থাই যে শান্তিপ্রদ অবস্থা, তাহা অতি সত্য; কিন্তু প্রভু! মনের জাগ্রত ও স্বপ্ন এই দুই অবস্থায় মনের অশান্তি হওয়ার কারণ কি?

মহাঃ—বৎস! নদীতে যখন বাতাস লাগিয়া প্রবল ঢেউ উঠে, তখন সমস্ত নৌকার নাবিকদিগকে কম্পমান করিয়া তোলে। ঠিক সেইরূপ মন-নদীতে বিষয়-বাতাস লাগিয়া যে বাসনা-ঢেউ উঠে, তাহাতেই জীবগণ ভয়ে কম্পমান হইয়া অশান্তি ভোগ করে এবং সমস্ত আত্ম-কার্য্য বিস্মৃত হইয়া যায়। তোমার জাগ্রত ও স্বপ্ন এই দুই অবস্থায়ই মনের সঙ্গে তোমার বিষয়ের যোগ থাকে, আর মন তখন সেই সকল বিষয়রূপ বিষ পান করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(অর্থাৎ বিষয় ভোগ করিয়া) সেই বিষের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিয়া অশান্তি ভোগ করে। কারণ, জাগতিক ধন-জনাদি যে কোনও বস্তু ক্রমাগত তিন দিন ভোগ করিলেই তাহাতে মনের অরুচি জন্মে। আর, স্বপ্নে মহারাজ হইলেও সেই সুখ স্বপ্ন-ভঙ্গের পরেই দুঃখে পরিণত হয়। সুতরাং এই দুই অবস্থায় বিষয়-যোগে যে ক্ষণিক সুখ হয়, তাহা দুঃখেরই নামান্তর মাত্র। পক্ষান্তরে, সুষুপ্তি অবস্থায় মন সর্ব্ববিষয় ত্যাগ করিয়া স্বকারণে লীন হয়, তখন মন কোন কিছুই ভোগ করে না; এই কারণেই মন তখন অত্যন্ত শান্তি অনুভব করে। ইহা 'বিষয়হীন সুখ' বলিয়াই মানবের মন আজীবন সেই সুষুপ্তি-সুখ ভোগ করিয়াও কিছুতেই বিতৃষ্ণ হইতেছে না; বরং এই সুখের জন্য সকলে সর্ব্বক্ষণ লালায়িত। ইহা তোমরা প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতেছ। অতএব জাগতিক বিষয় ত্যাগেই মনের শান্তি, আর বিষয় ভোগেই যে মনের অত্যন্ত অশান্তি হয়, তাহা তুমি এখন বেশ বুঝিতে পারিলে ত? এ বিষয়ে শ্রুতিও বলিয়াছেন, "ত্যাগাৎ শান্তিঃ" অর্থাৎ "বিষয়-ভোগের স্পৃহা ত্যাগেই মন শান্তি লাভ করিয়া থাকে।" ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, **"মনোনিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ"** অর্থাৎ—"মানবের মনে বিষয় ভোগের বাসনা নিবৃত্তি হইলেই পরম শান্তি লাভ হইয়া থাকে।" সুতরাং ধন-জনাদি বিষয় ভোগে কেহ কখনও শান্তি পায় নাই ও পাইবে না, ইহাই সিদ্ধান্ত। আরও দেখ, কোন বস্তুর স্বাদ না পাইলে কেহ কখনও সেই বস্তু ভোগের জন্য লালায়িত হয় না; ইহাই মনের স্বভাব। তাই এখানেও, বিষয় ত্যাগে সুষুপ্তি অবস্থায় মনরূপী জীব শান্তির লোভ পাইয়াই অবিচ্ছিন্ন শান্তি পাওয়ার আশায়, জাগ্রতাবস্থায় বিষয় ভোগ করিতে যাইয়া, ভ্রমে সেই বিষয়ের মধ্যেই 'শান্তি কোথায়, শান্তি কোথায়' বলিয়া সকল সময় কেবল অবিচ্ছিন্ন শান্তি খুঁজিয়া বেড়ায়। অথচ বিষয় ত্যাগের দ্বারাই যে মন সুষুপ্ত্যবস্থায় শান্তি পাইয়াছিল এবং বিষয় ভোগের দ্বারা সে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কখনও শান্তি পায় নাই ও পাইবে না ; মনের এই সূক্ষ্ম বিচারশক্তিটুকু দৃঢ়রূপে না থাকাতেই, অজ্ঞ শিশুর ন্যায় মন বিষয় ভোগের দ্বারাই শান্তি পাইতে চায়। তাই অবিচারী মন কেবল 'ধনং দেহি, জনং দেহি' রবে চীৎকার করিয়া, বিষয়-বিষের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে। ইহা হইতে আশ্চর্য্য ব্যাপার আর কি আছে ? বিষয় ভোগেই যে ঘোর অশান্তি, তাহা যুক্তি ও প্রমাণে এবং প্রত্যক্ষোপলব্ধিতে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হইয়া গেল ; তথাপি অজ্ঞানান্ধ মন তাহাতে দৃঢ়তা স্থাপন করিতে পারিতেছে না। সুতরাং মন দেখিয়াও দেখে না, বুঝিয়াও বুঝে না, ইহারই নাম 'মায়া-মরু' বা 'সংসার'। তাই বলি বাবা! তোমাদের অজ্ঞ মন সর্ব্বদাই ভাবে যে, ধন-জন বৃদ্ধি হইলেই তাহা প্রচুর পরিমাণে ভোগ করিয়া শান্তি লাভ করিবে। মন কখনও বিষয় যোগে বা বিষয় ভোগে শান্তি লাভ করিতে পারে না ; একমাত্র সর্ব্ব প্রকার বিষয়-বাসনা ত্যাগেই মনের শান্তি লাভ হইয়া থাকে, ইহাই চির সত্য। আত্মজ্ঞ শাস্ত্রকারগণ এই সত্য তত্ত্ব জীব সাধারণকে পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও, 'বিষয়-বাসনা ত্যাগে অত্যন্ত অশান্তি হইবে' এই ভ্রান্ত ধারণার বশীভূত হইয়া, বাসনা ত্যাগের (বৈরাগ্যের) নাম শুনিয়াই অজ্ঞ মানবগণ সর্ব্বদা ভয়ে চম্‌কিয়া উঠে। ইহাকেই বলে 'মায়ার ধাঁধা'। অতএব বৎস! একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর উপদেশ গ্রহণে নিজ পুরুষকার বলে যুক্তির দ্বারা এই অজ্ঞ মনকে প্রবোধিত না করিলে, পরম শান্তি লাভের আর অন্য কোনই উপায় নাই। এই বলিয়া মহাপুরুষ আপন ভাবে গাহিতে লাগিলেন,—

(তোমারে করিয়াছি জীবনেরই—সুর। ছায়ানট।)

জগতে যে সুখ পেতে চায়, তা'র মত আর মূর্খ নাই ভাই।
সুখের আশায় পাগল যে জন, দুঃখ যায় যে তাহারই ঠাঁই॥
ধন-জন ভোগে শান্তি কোথায় ? বিচার করে দেখ্‌ না রে তাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যত ভোগ তত রোগ বাড়ে, তাই ভোগেতে শান্তি যে নাই॥
বিচার হীনের জন্ম বিফল, মরুভূমে মিলে কি জল ?
তেম্‌নি এ সংসার-মরুতে, শান্তি-বারি কোথাও নাই॥
সবে পায় রে ত্যাগে শান্তি, তা'র প্রমাণ দেখ সুষুপ্তি।
জাগ্রতে যাঁ'র মন সুপ্তের ন্যায়, তাঁহার শান্তি রয় সর্ব্বদায়॥

ভক্ত—প্রভু ! তবে কি এই সকল ধন-সম্পদ একেবারে ধ্বংস করিয়া দিয়া, নীরবে বসিয়া থাকিলেই শান্তি পাইব ?

মহাঃ—বৎস ! তোমার সুষুপ্তি অবস্থায় ধন-সম্পদ সমস্ত নষ্ট করিয়া দিয়া তোমাকে শান্তি পাইতে হইয়াছিল কি ? তাহা নয়। স্মরণ করিয়া দেখ, দোতলায়, খাঁটের উপর গদী (জাযিম), নেটের মশারি, জোড়বালিশ ও পাশবালিশ ইত্যাদি সহ উত্তম কোমল বিছানায় তুমি শুইয়া আছ ; অপর দিকে তোমার স্ত্রী-পুত্র ও ধন-সম্পদাদি সকলই তোমার নিকটে বিদ্যমান রহিয়াছে। অথচ তখন তোমার মন এইরূপ ধনে-জনে পরিবেষ্টিত থাকিয়াও, স্বইচ্ছায়ই সেই সকল বিষয়ে মমত্ব-বুদ্ধি ও ভোগের স্পৃহা ত্যাগ করিয়া, শান্তি পাওয়ার জন্য তোমার অজ্ঞাতসারেই সুষুপ্তিতে লীন হইয়াছিল। জাগ্রত অবস্থায় তোমার মনকে ঠিক ঐ সুষুপ্তির ন্যায় করিতে পারিলেই তুমি পরমানন্দ পাইবে। অর্থাৎ জাগ্রতাবস্থায় তোমার দেহ ঐ সকল বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও, মন বিচারশক্তিবলে স্বইচ্ছায় সেই বিষয়ে মমত্ব-বুদ্ধি ও ভোগের বাসনা ত্যাগ করিলে, তখনই তোমার বিশুদ্ধ বৈরাগ্য জন্মিয়া শান্তি লাভ হইবে।

ভক্ত—প্রভু ! বিষয় যোগে বা ভোগেই একমাত্র অশান্তি ঘটিয়া থাকে এবং বিষয় ত্যাগেই যে পরম শান্তি হয়, আপনার কৃপায় তাহা বুঝিয়াছি। কিন্তু হে ভগবন্ ! 'বিষয় ত্যাগে শান্তি' এই কথা মন জানিয়া-শুনিয়াও পুনরায় জাগ্রতাবস্থায় সে বিষয়রূপ বিষ পানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য এত লালায়িত হয় কেন? আমি চিন্তা করিয়া তাহা কিছুই স্থির করিতে পারি না।

মহাঃ—বৎস! 'প্রকৃত পক্ষে বিষয়ই বিষ এবং তাহা ত্যাগেই পরম শান্তি', এই কথাটী তোমার মনের জানা, অর্থাৎ উপলব্ধি করা ত দূরের কথা, এখনও দৃঢ়রূপে বিশ্বাসই হয় নাই। বস্তুতঃ প্রমাণ ও গুরুপদেশ ব্যতীত বিশ্বাস দৃঢ় হয় না। যত দিন পর্য্যন্ত গুরু-বাক্য ও বেদ-বাক্য শ্রবণ-মননাদি দ্বারা, যুক্তি-প্রমাণাদি সহকারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার পূর্ব্বক তোমার মন নিজের সম্যক্ দোষ দৃষ্টি করিতে এবং 'ত্যাগাৎ শান্তিঃ' এই বাক্য নিঃসন্দিগ্ধ রূপে হৃদয়ে ধারণা করিতে না পারিবে, ততদিন পর্য্যন্ত সেই অবিচারী ও অজ্ঞানী মন কিছুতেই বিষয়-বাসনা ত্যাগ করিবে না। সুতরাং আত্মজ্ঞ গুরুর বাক্য ও অকাট্য প্রমাণ দ্বারা, নিজের ও বিষয়ের দোষ-গুণ এখনও তোমার মন ঠিক ঠিক মত শ্রবণ করে নাই। যদি শ্রবণ করিত, তবে তাহা মনন দ্বারাই মন হৃদয়ে ধারণা করিয়া বুঝিতে পারিত যে 'একমাত্র বাসনা ত্যাগেই শান্তি হয়'। তোমার মন জাগতিক বিষয়ের নাম এবং রূপের মোহে মোহিত হইয়া, সে নিজের বিচারশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে, অর্থাৎ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। বিচার ভিন্ন কিছুতেই জাগতিক বস্তুর বা ব্যক্তির ভাল-মন্দ, দোষ-গুণাদি নির্ণয় করা যাইতে পারে না। অতএব তোমার মন যখন এই জগতের নাম-রূপের মোহ-নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া, নিজ বিচারশক্তিবলে বিষয়ের নশ্বরত্ব ও ক্ষণিকত্ব দোষ এবং নিজের অজ্ঞানতা রূপ দোষ বিশেষ রূপে দৃষ্টি করিবে, একমাত্র তখনই মন বিষয়কে বিষম বিষ জ্ঞানে বিষয়ভোগের কামনা ত্যাগ করিবে। বিচার করিলে দেখিতে পাইবে যে, প্রকৃত পক্ষে বিষয়ের কোনই দোষ নাই, দোষ সম্পূর্ণ মনের। মন নিজের অজ্ঞতা দোষেই এইরূপ দোষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুখ ভোগ করিয়া থাকে। আচ্ছা বল দেখি, তুমি শিশুকালে আগুন দেখিলে তাহা ধরিতে যাইতে কেন ?

ভক্ত—প্রভু ! আগুনের যে দাহিকাশক্তি আছে, সেই বিষয়ে সেই শিশুকালে আমার কোন জ্ঞানই ছিল না। তাই আগুনের সুন্দর লাল রূপে মুগ্ধ হইয়াই আগুন ধরিতে যাইতাম।

মহাঃ—তোমার শিশুকালে আলো ধরিয়া হয় ত এক দিন হাত পুড়িয়াছিল, তখন কিছুক্ষণ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়াছিলে। তৎপর দিবস পূর্ব্ব দিনের পোড়া ঘা না শুকাইতেই, পুনরায় সেই আলো ধরিতে গেলে কেন ?

ভক্ত—সেই শিশুকালে অজ্ঞানতা বশতঃ এক দিন হাত পুড়িয়াও আগুনের দাহিকাশক্তির বিষয়ে আমার দৃঢ়রূপে জ্ঞান জন্মে নাই ; তাই অগ্নির বাহ্যিক মনোমুগ্ধকর রূপে মোহিত হইয়াই আমি পুনরায় অগ্নিতে হাত দিতে গিয়াছিলাম।

মহাঃ—তুমি আগুন ধরিতে যাওয়ার সময়, তোমার পিতা তোমাকে 'ইহা আগুন, ধরিও না, হাত পুড়িবে' ইত্যাদি বলিয়া পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি তোমার অজ্ঞানতা বশতঃ পিতার নিষেধ না শুনিয়া, তুমি কেবল আগুনের রূপের মোহে পড়িয়াই উহা ধরিয়াছিলে। আরও দেখ, রূপের এমনই মোহ যে, তোমার হাতে এক বার পোড়া লাগিল, তথাপি ঠিক তাহার পর দিনই আবার তুমি সেই আগুনের রূপে মুগ্ধ হইয়া উহা ধরিতে গেলে। বাবা ! এখন আর তুমি ইচ্ছা করিয়া আগুন ধরিতে যাও না কেন ? এখন অগ্নির সেই মনোমুগ্ধকর রূপ নাই কি ?

ভক্ত—প্রভু ! এখন আগুনের দাহিকাশক্তি বিষয়ে আমার অকাট্য জ্ঞান জন্মিয়াছে। সুতরাং এখন আগুনের মুগ্ধকর সুন্দর রূপ থাকিলেও তাহার দাহিকা-দোষ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি ; কাজেই এখন আর সেই আগুন ইচ্ছাপূর্ব্বক ধরিতে যাই না, তাহা স্বইচ্ছায়ই আমি ত্যাগ করিয়াছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাঃ—বৎস! তোমরা অধ্যাত্ম-জগতের শিশুগণও ঠিক ঐরূপ। বিষয়-অগ্নির শোক-দুঃখরূপ দাহিকাশক্তি আছে বলিয়া কিছুতেই তোমাদের বোধে আসিতেছে না। তোমার পিতা যেরূপ তোমাকে আগুন ধরিতে নিষেধ করিয়াছিলেন; অবিকল সেইরূপ জগত-পিতা ব্রহ্মজ্ঞগণও তোমাদের ন্যায় বিচারশক্তি হীন শিশুদিগকে, বিষয়-অগ্নির শোক-দুঃখরূপ যে দাহিকা শক্তি আছে, তাহা পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়া দিয়া, বিষয়-বাসনা ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। তথাপি তোমরা সেই অমৃতময় উপদেশ প্রত্যাখ্যান করিয়া, বিষয়-অগ্নির বাহ্যিক রূপে মুগ্ধ হইয়াই বিষয়ের সঙ্গে মাখামাখি কর, অর্থাৎ বিষয়েতে তীব্র মমত্ব-বুদ্ধি স্থাপন কর। পরে নানা প্রকার শোকে-দুঃখে ক্লিষ্ট হইয়া 'হা হতোঽস্মি' বলিয়া চীৎকার করিতে থাক। তোমাদের মন এত বিচারহীন যে, এইভাবে বিষয়-বিষের জ্বালায় চীৎকার করিয়াও পুনরায় কি করিলে ধন-জন, মান-সম্পদাদি বিষয় সকল বৃদ্ধি পাইবে, কেবল তাহারই জন্য আপ্রাণ চেষ্টায় চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিতেছ। তোমার হাতের পোড়া ঘা না শুকাইতেই পুনরায় তুমি যেমন আগুন ধরিতে গিয়াছিলে; ইহাও ঠিক তদ্রূপ। আগুনের দাহিকাশক্তি বিষয়ে তোমার অপরোক্ষজ্ঞান জন্মিবার পরেই তুমি যেমন আগুনে হাত দেওয়া স্বইচ্ছায় ত্যাগ করিয়াছিলে, ঠিক তদ্রূপ, বিষয়-বিষের সম্বন্ধে যখন যাহার অপরোক্ষ অনুভূতি হয়, তখনই সে বিষয়-বাসনা ত্যাগ করে। বাস্তবিক, মানব মধ্যে যে যত অধিক বুদ্ধিমান (বৈষয়িক বুদ্ধি), চিন্তাশীল, প্রতিভাশালী এবং ধনৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ব্যক্তি, সে-ই এ জীবনে বেশী দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। অথচ সকলে সেই ব্যক্তিকেই 'সম্ভ্রান্ত-ব্যক্তি' বলিয়া সম্বোধন করে। 'সম্ভ্রান্ত' অর্থাৎ তিনি সম্যক্‌রূপেই ভ্রান্ত; তাই বিষয়ের নাম-রূপের মোহেই তিনি মোহাভিভূত হইয়া রহিয়াছেন। বৎস! আবহমান কাল হইতে অজ্ঞ জীবগণ এই জগতে কেবল রূপের মোহে পড়িয়াই পরস্পর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরস্পরের সঙ্গে মাথামাথি ভাব করিয়া আসিতেছে; আর, সেই মোহ-সাগরে পড়িয়া, তাহারা যেন কখনও ভাসিতেছে, কখনও ডুবিতেছে। এই ভাবেই সর্ব্বদা শোক-দুঃখের মধ্য দিয়া জীবনের পথ চলিতেছে। কিন্তু কেহই শান্তির লেশ মাত্রও পাইতেছে না, বরং আরও দুঃখার্ণবেই ডুবিতেছে। এই দুঃখ, দুর্দ্দশা হইতে পরিত্রাণ লাভ করাই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। বহু জন্মের রাশিকৃত সুকৃতির বলে যদি কেহ আত্মজ্ঞ গুরুর দর্শন পায়, তবে সেই আত্মজ্ঞ ব্যক্তি বেদান্ত-যুক্তি ও বিচার দ্বারা শিষ্যকে আত্মবোধ করাইয়া দেন। তখন সেই শিষ্য নিজ বিচারবলে, জ্ঞান-নেত্রের দ্বারা বিষয়ের ক্ষণিকত্ব ও মিথ্যাত্ব দোষ দর্শন করে, সুতরাং তখন স্বইচ্ছায়ই শিষ্যের মন বিষয়-অগ্নিতে হাত দেওয়া (অর্থাৎ বিষয়-ভোগের বাসনা) ত্যাগ করে। আত্মজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত, কেহই এই মোহ-সাগরের পার-কূল পায় নাই ও পাইবে না। তাই আত্মজ্ঞান ভিন্ন শত শত জন্মেও কাহারও এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। আত্মজ্ঞ কবীরজী বলিতেন —

জবলগ্ নহি বিবেক মন, তবলগ্ লাগে না তীর।
ভৌ সাগর নামী তরে সদ্গুরু কহে কবীর॥

অর্থাৎ—"কবীর বলিতেছেন,—যাবৎ মানবের চিত্তে বিবেকের উদয় না হয়, তাবৎ মানুষ সংসার-সাগরের কূল-কিনারা পাইতে পারে না। কিন্তু সদ্গুরু লাভ হইলে সংসার-সাগর পার হওয়া যায়।" ভক্তবীর তুলসীদাসজী বলিতেন,—

জ্ঞানী মারে জ্ঞান্ সে, ব্যাধ মারে তীর।
সদ্ গুরু মারে শব্দ সে, শালে সকল শরীর॥

অর্থাৎ—"ব্যাধ যেমন কার্ম্মুকস্থ তীর দ্বারা পশু-পক্ষীদিগকে বিনাশ করে, সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তিরা জ্ঞানবলে অন্যের চিত্তগত মালিন্য অপসারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া থাকেন। আর, সদ্‌গুরু উপদেশগর্ভ বাক্যাবলী প্রয়োগরূপ প্রহার দ্বারা শরীরস্থিত অঙ্গ সমূহ বিদ্ধ করেন, তাহাতেই ইন্দ্রিয় সমূহ পরাজিত হইয়া সমতা প্রাপ্ত হয়।" অতএব বৎস! ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর উপদেশ গ্রহণে সর্ব্বদা নিজ মনের দোষ পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাক, তবেই আত্মানন্দ লাভ হইবে।

—:০:—

মনের দোষ কি বিষয়ের দোষ ?

ভক্ত—প্রভু! আপনার কথা শুনিয়া আমার বোধ হইতেছে যে, বাড়ী-ঘর, ধন-সম্পদ এবং স্ত্রী-পুত্রাদি আত্মীয়গণকে ত্যাগ করিয়া, হিমালয় পর্ব্বতের কোন শৃঙ্গে নির্জ্জন স্থানে একাকী বসিয়া থাকিলেই আর ভোগ্য বিষয় সকল আমার দৃষ্টিগোচর হইবে না; সুতরাং সেই সকল বিষয়ের রূপের মোহেও আমাকে আর মোহিত হইয়া দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না।

মহাঃ—বৎস! অগ্রে বিচার করিয়া দেখ যে, তোমার মন বিষয়কে আকর্ষণ করে, কি বিষয় মনকে আকর্ষণ করে? অর্থাৎ তোমার মন বিষয়ে অভিভূত হয়, কি বিষয় আসিয়া জোরপূর্ব্বক তোমার মনকে অভিভূত করে? ভোগ্য বিষয় ও ভোক্তা মন এই দুইটীর মধ্যে বিচারে যে দোষী বলিয়া প্রমাণিত হইবে, তাহাকেই সংযত করিতে হইবে।

ভক্ত—প্রভু! আমরা ত সর্ব্বদাই দেখিতেছি, জগতের বিষয়গুলি নাম-রূপে মোহিনী মূর্ত্তিতে সাজিয়া তাহাদিগকে ভোগ করার জন্য আমাদের এরূপ মোহ জন্মায় যে, কোন ভোগ্য-বস্তু দেখিলেই তাহা ভোগের জন্য মনে লালসা জন্মে। আর, তখন সে সকল কামিনী-কাঞ্চনাদি ভোগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াই আমরা নানা প্রকার শোকে-দুঃখে ছট্‌ফট্ করিতে থাকি। সুতরাং সেই বিষয় সকল না দেখিলে আর কিসের জন্য মন লালায়িত হইবে ?

মহাঃ—হে সুমতে ! এ বার তুমি সর্ব্বোত্তম কথাই বলিয়াছ। আমি তোমার এই কথা সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করিতেছি। কারণ, যে ব্যক্তি বা বস্তু তোমাকে শোকে-দুঃখে নিমজ্জিত করে ; যে তোমাকে সুখের লেশ মাত্রও না দিয়া কেবল দুঃখই দেয় ; শান্তি না দিয়া অশান্তি দেয় ; আনন্দ না দিয়া নিরানন্দই প্রদান করে এবং যাহাতে তোমার মনের শক্তি বৃদ্ধি না হইয়া বরং দিনে দিনে শক্তি হ্রাসই হইতে থাকে, সেই ব্যক্তি বা বস্তু নিশ্চয়ই তোমার শত্রু এবং সেই শত্রু হইতে দূরে থাকাই সঙ্গত ;—ইহা অতি সত্য কথা। আর, ইহাও সত্য জানিবে যে, শত্রুকে এ জগতে কেহই আদর-যত্ন করে না। এমন কি শত্রুর সুখ-শান্তি, সুবিধা-অসুবিধা বা পালন-সংরক্ষণাদির বিষয়ও কেহ কখন মনে স্থান দেয় না। সুতরাং যদি তুমি দৃঢ় নিশ্চয়রূপে বুঝিয়া থাক যে, সত্যসত্যই জাগতিক বিষয়গুলি পূর্ব্বোক্তরূপে তোমার শত্রুতাচরণই করিতেছে, তবে তুমি ইহা জানিয়া-বুঝিয়াও পুনরায় কেন তুমি সেই বিষয়-শত্রুর রূপ সর্ব্বদা ধ্যান করিতে থাক ? 'কি করিলে বিষয় সকল সুরক্ষিত হইয়া ধন-জনাদি দিনে দিনে আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে,' এই ভাবে কেনই বা তুমি নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিতে থাক ? সর্ব্বপ্রকার বিষয়কে শত্রু জনিয়াও আবার সেই শত্রু বৃদ্ধির জন্য এবং সেই শত্রু সকল দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়ার জন্য, তোমার মন আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। ইহা কি তোমার ন্যায় বিচারশীল, বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য ? অতএব, তোমার মন একমাত্র বিষয়-চিন্তা ত্যাগ করিলেই জগতে তোমার সর্ব্বপ্রকারের শত্রু বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।

বৎস ! তুমি যে পর্ব্বতে যাওয়ার কথা বলিতেছ ; মনে কর, তুমি হিমালয়ের কোন উচ্চ স্থানে যাইয়া, নির্জ্জনে আসন পাতিয়া, চক্ষু মুদ্রিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া বসিলে, তখন তোমার মন তোমার স্ত্রী-পুত্রাদির রূপ চিন্তা করিতে পারিবে না কি? অথবা তোমার বাড়ীর সীমানা লইয়া জ্ঞাতিদের সঙ্গে যে মোকদ্দমা চলিতেছিল, তাহাতে তোমার পক্ষে জয় হইল কি পরাজয় হইল, তৎসম্বন্ধে তোমার মন কিছুই চিন্তা করিতে পারিবে না কি? যদি সেই হিমালয় পর্ব্বতে বসিয়াও তোমার মন ঐ সকল বিষয় চিন্তা করে, তবে তুমি মনের সেই চিন্তা-স্রোত রোধ করিতে পারিবে কি? ইহা পরীক্ষার জন্য, সেই হিমালয়ে যাওয়ার কোনই প্রয়োজন হয় না। এখনই এই স্থানে বসিয়া, তোমার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, পরীক্ষা করিয়া দেখ যে, চক্ষু মুদ্রিত করিলেও মন ঐ সকল বিষয়ের চিন্তা করিয়া তন্ময় হইতে পারে কি না। সুতরাং গহন বনে যাইয়া একাকী বসিয়া থাকিলেই সংসার বা বিষয় ত্যাগ করা হয় না এবং তাহাতে শান্তিও পাওয়া যায় না। তুমি হয় ত বাড়ী-ঘর, স্ত্রী-পুত্রাদি ছাড়িয়া কোন নীরব, নির্জ্জন বনে গেলে, কিন্তু তোমার ভিতরে বসিয়া রবকারী মনটীকে ত আর কোথায়ও রাখিয়া গেলে না? মনের স্বভাবানুযায়ী সে তোমার দেহের মধ্যে বসিয়া, তোমার বাড়ী-ঘর, স্ত্রী-পুত্রাদির বিষয় সর্ব্বক্ষণ চিন্তা করিবেই করিবে। ইহাতে কি তোমার কোন শান্তি হইল? পূর্ব্বে বাড়ীতে বসিয়া মন নিজ ধন-সম্পত্তির চিন্তা করিত, আর, এখন হয় ত হিমালয় পর্ব্বতে বসিয়া সেই ধন-জনাদির চিন্তা করিতেছে। সুতরাং ইহাতে তোমার বসিবার স্থানের মাত্র প্রভেদ হইল, কিন্তু মূলত চিন্তা-কার্য্যের কোনই ব্যতিক্রম হইল না। অতএব তোমার স্থূল দেহটা যে কোনও নীরব স্থানেই যাউক না কেন, ঐ দেহের ভিতরে রবকারী মন নীরব না হওয়া পর্য্যন্ত, কিছুতেই কোথায়ও তুমি শান্তি পাইবে না। তাই জ্ঞানী বলিয়াছেন,—"মনে বন কর, কিন্তু বনে মন করিও না।" ইহার ভাবার্থ এই, "তোমার মনকে বনের মত নীরব কর, অর্থাৎ চিন্তাশূন্য কর; মন নীরব (চিন্তাহীন) না হইলে, বনে যাওয়া বৃথাই হইবে।" আরও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি ঐ বিজন বনে থাকাতে অন্য লোকে তোমাকে সংসার-ত্যাগী বলিবে বটে; কিন্তু তোমার মন তখনও নিজ সংসারের বিষয়-চিন্তা-করায়, তুমি সেই বনে যাইয়া গৈরিক বসন পরিধান করিয়াও রহিলে; তোমার মনকে সাধু করিতে পারিলে না। কাজেই বুঝিবে মনুষ্যের সংসারের মূলই চিত্ত, চিন্তাই তাহার সম্পত্তি। সুতরাং চিত্ত থাকিলেই সংসার অবশ্য থাকিবে। চিন্তা থাকাই চিত্তের থাকা আর, চিন্তাহীন হওয়াই. চিত্তের না থাকা। অতএব চিত্ত বা মনের চিন্তা দূর হইলেই প্রকৃত সংসার ত্যাগ হইয়া থাকে। মহর্ষি অষ্টাবক্রও রাজর্ষি জনককে উপদেশকালে বলিয়াছিলেন,—

চিন্তয়া জায়তে দুঃখং নান্যথেহেতি নিশ্চয়ী।
তয়া হীনঃ সুখী শান্তঃ সর্ব্বত্র গলিতস্পৃহঃ ॥ (অষ্টাবক্রসংহিতা)

অর্থাৎ—"যিনি চিন্তাকেই সমস্ত দুঃখের কারণ বলিয়া জানেন, অপর কিছুই নহে; অর্থাৎ যে মহাপুরুষ 'চিন্তা হইতেই সকল প্রকার দুঃখের উদয় হয়' এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন, সেই ব্যক্তিই ইহ সংসারে সেই চিন্তারূপ শত্রুকে বিসর্জ্জন করিয়া, সকল বিষয়ে বীতস্পৃহ হইয়া সুখী ও শান্ত হন।" অতএব তোমাকে সংসারের সমস্ত ধন-জন, বিষয়-বিভবের মধ্যে থাকিয়াই, বিচারশক্তি বলে সেই সংসার বা বিষয়-চিন্তা ত্যাগ করিতে হইবে। যত প্রকার চিন্তা আছে, একমাত্র আত্মচিন্তাই সেই চিন্তার নাশক। ইহাও দৃঢ়রূপে স্মরণ রাখিও, তোমার মনের শক্তি অপেক্ষা বিষয়ের এমন কোনও প্রবল শক্তি নাই যে, বিষয় মনকে সজোরে আকর্ষণ করিয়া ভোগে লিপ্ত রাখিতে পারে। প্রকৃত পক্ষে তোমার মন অজ্ঞানতা বশতঃ স্বইচ্ছায়ই নিজকৃত কর্ম্মের দ্বারা জাগতিক বিষয়ের সহিত দৃঢ়-বন্ধন স্থাপন করিয়া লয়; পরে সেই নিজকৃত বন্ধন-জালায় জড়িত হয়। যেমন, কোন অজ্ঞান শিশু রজ্জু দ্বারা নিজেই নিজের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Va...

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদদ্বয়কে বন্ধন করিয়া পরে, 'আমি দুঃখ পাইতেছি, হাঁটিতে পারি না' এই বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকে; তোমার মনও অবিকল তাহাই করিতেছে। অজ্ঞ মন নিজেই দুঃখ সমূহ বিস্তার করে, আবার তাহাতে খেদযুক্ত হইয়া পলায়নের চেষ্টা করে। চঞ্চল স্বভাব মন ভবিষ্যৎ পর্য্যালোচনা না করিয়া, বালকের ন্যায় অনর্থকর ক্রীড়ায় সমাসক্ত হয়। এ বিষয়ে একটী ঘটনা মনে হইল। বৎস! করাত দিয়া বড় বড় কাঠ চেরা হয়, তাহা দেখিয়াছ ত? সেই করাত সহজে গমনাগমনের জন্য, ছুতারেরা সেই চেরা কাঠের মধ্যে খিল প্রোথিত করে। কোন এক স্থানে ছুতারেরা ঐরূপ একটা বৃহৎ কাঠ অর্দ্ধেক চিরিয়া মধ্যে খিল পুতিয়া রাখিয়া, ভোজনার্থ গৃহে গমন করিলে, এক চঞ্চলমতি বানর ঐ কাঠের উপরে বসিয়া সেই খিল নাড়িতে লাগিল। তখন ঐ বানরের অণ্ডকোষ ঐ চেরা কাঠের ফাঁকে প্রবিষ্ট হইল। খিল পুনঃ পুনঃ সঞ্চালিত হওয়ায় খুলিয়া গেল। তখনই দুই পাশের দুই খণ্ড কাষ্ঠ সবেগে সংযুক্ত হওয়ায়, তাহার চাপে বানরের অণ্ডকোষ চ্যাপটা হইয়া গেল, আর সেই বানরও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। ঐ বানর পূর্ব্বে বুঝিতে পারে নাই যে, 'আমি খিল খুলিলে মরিব'। অজ্ঞ মনও ঠিক এইরূপ, নিজকৃত কর্ম্মের দ্বারা নিজেই বদ্ধ হইয়া জীবন হারায়। বৎস! এই মমত্ব-বন্ধনকেই মায়া-বন্ধন কহে। মনই বিষয়ের প্রকাশক। মন বিষয়ের রূপ-গুণাদি প্রকাশ করিতে যাইয়া, সেই বিষয়ের সঙ্গে মমত্ব-বুদ্ধি স্থাপন করিয়া আবদ্ধ হইয়া পড়ে। অর্থাৎ 'বিষয়েতে মন, মনেতে বিষয়' সর্ব্বক্ষণই এই ভাবে থাকে। পীঠমালা তন্ত্র বলিয়াছেন,—

আশা বন্ধকরী লোকে বাসনা স্বর্গরোধিকা।
স্পৃহা প্রসূয়তে মোহং বিরক্তিঃ কেবলং সুখম্॥

অর্থাৎ—"যে ব্যক্তি আশার দাস, সে পদে পদেই বন্ধনগ্রস্ত হয়; যে ব্যক্তি বাসনার দাস, সে কোন কালেই স্বর্গ লাভ করিতে পারে না;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যক্তি স্পৃহার দাস, সে মোহে আচ্ছন্ন হয়। কিন্তু যিনি আশা, বাসনা ও স্পৃহা সমুদায়ই ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি নিরবচ্ছিন্ন সুখ ভোগ করেন।"

মমেতি বধ্যতে জন্তু নির্ম্মমেতি বিমুচ্যতে। (বরাহোপনিষদ্)

অর্থাৎ—"লোক ধন-জনাদিতে মমত্ব পরায়ণ হইলে বদ্ধ হয় এবং মমতা-হীন হইলে মুক্ত হয়।" এক কথায় বলিতে গেলে, 'আমি, আমার' ও 'তুমি, তোমার' মনের এই কল্পনাই মায়া-বন্ধনের মূল কারণ। একমাত্র এই কল্পনা হইতেই বিষয়ের সঙ্গে মনের মমত্ব-বন্ধন ঘটিয়া থাকে। এই কল্পনা পরিত্যাগ করিতে পারিলেই সর্ব্ব কল্পনার অভাবে নির্ব্বিকল্প অবস্থা স্থায়ী হয়; সুতরাং তখন কেবল অপরিচ্ছিন্ন আত্মসত্তাই অবশিষ্ট থাকে।

বৎস! তুমি বলিতেছ, 'বিষয় সকল মোহ জন্মায়'। তোমাদের ভোগ্য বস্তু সকল তোমাদের মোহ জন্মায়, না, তোমাদিগের প্রত্যক্ষ গুরু হইয়া, জগতের নশ্বরতার জাজ্বল্যমান প্রমাণ দেখাইয়া দিয়া যায়; তাহা এক বারও ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? মানুষের স্বভাব এই, নিজের দোষ না দেখিয়া কেবল পরের দোষ দেখে; নিজের ঘরের সংবাদ না জানিয়া কেবল পরের সংবাদ লয়। নিজের উন্নতি সাধন করিতে হইলে, নিজের দোষের বিষয় চিন্তা করিতে হয়। তোমাদের বাড়ীর চতুর্দ্দিকে রাম, শ্যাম, যদু, মধুদের বাড়ীতে, আজ রামের ১০ বৎসর বয়স্ক ছেলেটি মারা গেল; কাল যদুর ৩৫ বৎসর বয়সের উপযুক্ত বিদ্বান এবং মাসিক পাঁচ শত টাকা উপার্জ্জনক্ষম পুত্র-বিয়োগ হইল; পরশু শ্যামের বাড়ীখানা অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া গেল; পরদিবস মধুবাবুর ধন-সম্পত্তি চোরে লইয়া গেল; দুই দিন পরে শ্যাম বাবু মারা গেলেন; সুরেন্দ্রের হাত ভাঙ্গিল; সুরেন্দ্রের সুন্দরী যুবতী স্ত্রী তাহাদের মমতা ত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিল। এই ভাবে তোমাদের সমস্ত লোকের কেই প্রতিদিন ঐ সকল ঘটনা ঘটিয়া তদ্দ্বারা, তোমাদিগকে চেতন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া ইহাই বুঝাইয়া দিয়া যাইতেছে যে ; তোমাদের অন্যান্য সকলের ধন-জন, ভোগ-সম্পত্তিও এই ভাবেই ধ্বংস ও হ্রাস প্রাপ্ত হইবে। ঐ ভোগ্য-বিষয় সকল দৈনন্দিনই তোমাদিগকে এইভাবে স্বচক্ষে দেখাইয়া, ইহাই বলিয়া উপদেশ দিতেছে, "হে জীব ! এই ক্ষণভঙ্গুর অনিত্য সংসারের ক্ষণে যাহা কিছু দৃষ্টিগোচর করিতেছ, তাহা কিছুই কিছু নয়। কালে অনন্ত কাল-গর্ভে সমস্তই লয় প্রাপ্ত হইবে, কিছুরই অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকিবে না। রাজা, প্রজা, ধনী, নির্ধন, সবল, দুর্ব্বল, উচ্চ, নীচ সকলেই নাম ও রূপের সং মাত্র। যখন জন্ম গ্রহণ হইয়াছে, তখনই মৃত্যু তাহার পশ্চাদ্গামী হইয়াছে। এই নশ্বর সংসারে সুখ-দুঃখ চক্রবৎ প্রতিনিয়ত বিঘূর্ণিত হইতেছে। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ। রাজা বল, ধনী বল, নির্ধন বল, কাহারও কোন অবস্থাই স্থির থাকিবার নহে। সংসার অস্থির, সংসারের সকলই অস্থির। বাল্যের পর কৈশোর, কৈশোরের পর কৌমার, কৌমারের পর যৌবন, যৌবনের পর বার্দ্ধক্য, পরিণামে মৃত্যু ; এই নিয়মে সংসারের জীব সকল প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত, পরিচালিত ও বিঘূর্ণিত হইতেছে। ইচ্ছা কর, বল প্রকাশ কর, ভয় প্রদর্শন কর, বিনয় কর, ক্রন্দন কর, কিছুতেই এই নিয়মের পরিহার নাই। কিছুতেই ইহার অন্যথা হইবে না। জনক-জননী ললাটে বা বক্ষে করাঘাত করিয়া হাহাকার করুন, অশ্রু-বারিতে বক্ষ ভাসাইয়া দিন, পুত্র-কলত্র অজস্র বিলাপ করুক, আত্মীয়-স্বজন শোক করুক, বন্ধু-বান্ধবেরা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া হাহুতাশ করুন ; মৃত্যু কিছুতেই ভুলিবার বা ছাড়িবার নহে। জীব একাকী নির্জনে লুক্কায়িত থাকুক, শত শত প্রহরী-বেষ্টিত হইয়া সশস্ত্রে অবস্থিতি করুক ; অসংখ্য চিকিৎসক পরিবৃত হইয়া স্বাস্থ্যকর প্রাসাদেই বাস করুক ; মৃত্যুর করাল হস্ত হইতে কিছুতেই পরিত্রাণ লাভের সম্ভাবনা নাই। অদ্বিতীয় পরাক্রমশালীই হউক, বীররসের একমাত্র অবতারই হউন, শৌর্য্যে-বীর্য্যে নৃকেশরীই হউন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাকেও কালের (সময়ের) কবলে কবলিত হইতেই হইবে। এই নিয়ম কেহই কদাচ লঙ্ঘন করিতে কিছুতেই সমর্থ হইবে না। অতএব হে মানব! তুমি প্রত্যক্ষই দেখিতেছ যে, আমি (বিষয়) নশ্বর পদার্থ; সর্ব্বদাই আমি অস্থির, অনিত্য ও ধ্বংসোন্মুখ। তথাপি আমাতে (বিষয়েতে) তীব্র মমত্ব-বুদ্ধি করিয়া, আমাতে আসক্ত থাকিয়া, কেন তুমি অনর্থক দুঃখভাগী হইতেছ? অবিলম্বে আমার সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া (ধন-জনে মমত্ব-বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া) সত্য ও নিত্য প্রকাশক আনন্দময় পরমার্থ-ধ্যানে নিমগ্ন হও,—যাহাতে অচিরেই শান্তি লাভ করিতে পারিবে।" কিন্তু ঐ বিষয়রূপী গুরুর ঐ সকল হিতোপদেশ-বাণী, তোমাদের জীব সাধারণের কিছুতেই কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না। ইহা কি তোমাদের মনের দোষ, না, ভোগ্য বস্তুর দোষ?

এক বার চিন্তা করিয়া দেখ, তোমরা যে পুত্র কামনা করিয়া থাক, ঐ পুত্র মাতা-পিতার ক্লেশেরই হেতু হইয়া থাকে। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পুত্রই মাতা-পিতার নানা প্রকার দুঃখের কারণ, অর্থাৎ শত্রু। কারণ, যদি পুত্র না জন্মিল, তবে মানুষ চিরকাল অত্যন্ত মানসিক অশান্তি ভোগ করে। আর, গর্ভলক্ষণ প্রকাশিত হইলেও, গর্ভপাত ভয়ে অথবা প্রসববেদনা-জনিত ক্লেশে এবং পুত্রের ও নিজের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া, জননী সেই দুশ্চিন্তায়, ভয়ে ভীতা থাকেন। তৎপর নির্ব্বিঘ্নে পুত্র জন্মিলেও, শিশুর রিষ্টি এবং গ্রহদোষাদি বিষয়ে সংশয় ও দুশ্চিন্তা উপস্থিত হয়। তৎপর, পুত্র বড় হইলেও মূর্খ ও বুদ্ধিহীন না হয়, এই জন্য মাতা ব্যথিতা থাকেন। যজ্ঞোপবীতের পর হয় ত বা পুত্র মূর্খও হইতে পারে; আর, বিদ্বান্ হইলেও হয় ত বিবাহ হইবে কি না, তাহার সুশীলা স্ত্রী লাভ হইবে কি না, পুত্রের যৌবন বয়সে পরদার-গমনাদি দোষে হয় ত কলুষিত হইবে; পূর্ব্বোক্ত দোষে সেই পুত্র দোষদুষ্ট না হইলেও,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহু পরিজন-বেষ্টিত পুত্র যদি দরিদ্র হয়, তাহা হইলে সংসারের গ্রাসাচ্ছাদন কি প্রকারে চলিবে? এবং সর্ব্বগুণে গুণবান ও ধনী হইয়া যদি স্নেহের পুত্র দীর্ঘজীবী না হইয়া মৃত্যু-মুখে নিপতিত হয়, তবে আমাদের আর শোক-তাপের সীমা থাকিবে না। এইরূপ বহু দুশ্চিন্তা ও আশঙ্কাই মাতা-পিতার মনে উপস্থিত হয়। সুতরাং পুত্র জনক-জননীর পক্ষে, কোন কালেই সুখদায়ী নহে, বরং ক্লেশেরই হেতু হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই বিচার-দৃষ্টিতে দেখা যায়, লোকের স্ত্রী-পুত্রাদি মিত্রবৎ শত্রু। এই সকল বিচার করিয়া দেখিয়াই ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিতেন,—

কে শত্রবো মিত্রবদাত্মজাদ্যাঃ। (মণিরত্নমালা)

অর্থাৎ—"মিত্রবৎ শত্রু কে?—পুত্র, কন্যা, জায়া প্রভৃতি।" আবার কবীরজী বলিতেন—

টুট হিঁ নিজরুচি কাজ করি, রূটহিঁ কাজ বিগারি।
তীষ তনয় সেবক সখা মনকে কণ্টক চারি॥

অর্থাৎ—"ভার্য্যা, পুত্র, ভৃত্য ও সখা এই চারিজনই চিত্তের কণ্টক। কারণ ইহারা মনের রুচির পরিবর্ত্তন করিয়া দেয় এবং আত্ম-কর্ম্ম নষ্ট করে।" এখন ধন-সম্পদের বিষয়ও এক বার বিচার করিয়া দেখ। অর্থই সংসারে প্রকৃত অনর্থের কারণ। যাহার অর্থ আছে, সে সর্ব্বদাই অর্থ রক্ষার জন্য শঙ্কিত থাকে। কারণ ধনের লোভে পুত্রও পিতাকে এবং স্ত্রীও পতিকে বিনাশ করে। অর্থের জন্য মিত্র শত্রু হয়। যেমন রাত্র্যন্ধ ব্যক্তি চক্ষুর কোন পীড়া অনুভব করে না বটে, অথচ রাত্রিতে কিছুমাত্র দেখিতে পায় না; সেইরূপ অজ্ঞ মনুষ্যেরা ধন-গর্ব্বে অন্ধ ও বিবেকহীন হইয়া পড়ে; অথচ তাহারা নিজের এই দোষ কিছুতেই ধরিতে পারে না। এই ভাবে অর্থলোভে মানুষ সকল রকমেই অধঃপতিত হইয়া থাকে; তাহা দেখিয়াই ভগবান শঙ্করাচার্য্য শিষ্যদিগকে বলিতেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং, নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ, সর্ব্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ॥ (মোহমুদ্গর)

অর্থাৎ—"অর্থকেই নিত্য অনর্থ স্বরূপ চিন্তা কর, সত্যই ইহাতে সুখের লেশমাত্র নাই। কেন না, ধনী ব্যক্তির পুত্র ধনের লোভে পিতার জীবন নাশ করিবে, এই ভয়েই সর্ব্বত্র ধনিগণও ভীত হইয়া থাকেন এবং এরূপ ঘটনা বহু স্থলেই ঘটিয়া থাকে।" বেদান্ত বলিতেছেন,—

অর্থানামর্জ্জনে ক্লেশস্তথৈব পরিরক্ষণে।
নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থান্ ক্লেশকারিণঃ॥ (পঞ্চদশী)

অর্থাৎ—"জগত-সংসারে অর্থই মানুষের অশেষ দুঃখের নিদান। প্রথমতঃ ধন উপার্জ্জন করা অতীব ক্লেশকর ; অর্জ্জিত ধন তস্করাদি হইতে রক্ষা করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখাও কষ্টকর। যদি কেহ সেই ধন অপহরণ করিয়া লইয়া যায়, বা অন্য কোনও প্রকারে নাশ প্রাপ্ত হয়, তবে তাহাও অত্যন্ত দুঃখ-দায়ক। আর, যদিও কোন হেতু বশতঃ ধন অধিক পরিমাণে ব্যয়িত হয়, তবে তজ্জন্যও অসীম ক্লেশ হয়। সুতরাং এইরূপ সর্ব্ব বিষয়ে ক্লেশকারী অর্থকে ধিক্।" বৎস, এই সকল জানিয়া দেখিয়াও তোমরা এত মোহান্ধ যে, পুনরায় অজ্ঞান শিশুর ন্যায় মনের পূর্ণ আবেগের সহিত ভগবানের নিকট পুনঃ পুনঃ এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়া থাক যে, 'হে ভগবন্! আমাদিগের এই বিষয়-ভোগ যেন কখনও ক্ষয় প্রাপ্ত না হয়, যেন ক্রমশঃ বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হয় এবং কোন বিঘ্নও যেন সেই ভোগের প্রতিবন্ধক হইতে না পারে ; ইহা হইলেই আমরা ধন্য হইব'। এই যে ভাব, অর্থাৎ 'দেখিয়াও নাহি দেখে, বুঝিয়াও নাহি বুঝে,' ইহারই নাম 'অজ্ঞানতা' বা 'মায়া-মরু'। এইরূপ মায়া-মরুভূমির উপরেই এই রং-ঢং যুক্ত সংসার তোমাদের চক্ষুর সম্মুখে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। আর, তোমরাও অজ্ঞানতা-বশতঃ ইহাকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া পরম সত্য-জ্ঞানে ব্যবহার করিতেছ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু সৃষ্টি বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির নিকট, এই মায়ার ভাণ কিছুতেই সত্য বলিয়া প্রতীত হইতে পারে না। অতএব এখন বিচার করিয়া দেখ, প্রকৃত পক্ষে ঐ সকল ভোগ্য বস্তুর কোনই দোষ নাই, দোষ সম্পূর্ণ তোমাদের মনের। কারণ ঐ বস্তু সকল সর্ব্বদাই তাহাদের নিজ দোষ প্রকাশ্যে তোমাদিগকে দেখাইয়া দিতেছে। বৎস! তুমি এই যে জগৎ-চিত্র দেখিতেছ, এই চিত্র সেই 'মন' বা 'চিত্ত' নামক চিত্রকরের চিত্রিত মাত্র। 'চিত্ত' নামক চিত্রকর, অজ্ঞানরূপ আকাশে এই বিশ্ব-চিত্র চিত্রিত করিয়াছে। সুতরাং যে কিছু দেখিতেছ, শুনিতেছ, সমস্তই নিরালম্ব বা নিরাধার, অর্থাৎ মিথ্যা-বুদ্ধির মহিমা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। অতএব যাহা থাকে থাকুক, তুমি কাষ্ঠের ন্যায় মৌন থাক অর্থাৎ সঙ্কল্প-বিকল্প হীন হইয়া চির শান্তি লাভ কর।

বৎস! সেই পরম কারণ পরমাত্মা হইতে প্রথমে মনের উৎপত্তি হয়। যে কিছু ভোগ্য, তৎসমস্তই মনোময়। যে কিছু দৃশ্য, সে সমুদায়ের স্থিতি মনে এবং মনও স্বকারণ পরমাত্মার অনতিরিক্ত। যে কিছু ভেদ, সমস্তই মনঃকল্পিত। মনের অপগমে এ সকলের ভেদাভেদ অপগত হইয়া একের প্রতিষ্ঠা হয়। মনের দ্বারাই এই সংসার রূপ দীর্ঘকাল স্থায়ী বৃথা স্বপ্ন অবস্থিত রহিয়াছে। যেমন অসম্যক্‌দর্শী শুষ্ক বৃক্ষে ভূত দর্শন করে, তেমনি মনও পরমাত্মা-দর্শনের অভাবে মিথ্যা জগত দর্শন করিতেছে।

ভক্ত—প্রভু! যদি মনেরই দোষ হইবে, তবে মানুষ ধন-জনাদি বিষয়-সম্পদ ত্যাগ করিয়া, যোগ সাধনের জন্য পাহাড়-পর্ব্বতের গুহায় যায় কেন? বিষয় আসিয়া মনকে সজোরে আকর্ষণ করে, ইহা জানিয়াই ত লোকে ঐরূপ নির্জন স্থানে চলিয়া যায়।

মহাঃ—বৎস! এক বার চিন্তা করিয়া দেখ, তোমার স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে মমত্ব-বুদ্ধি স্থাপন করার জন্য কোন শাস্ত্র, বা তোমার কোন আত্মীয় বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রবাসী কেহ কখনও তোমাকে কোন অনুরোধ বা শাসন করিয়াছিল কি ? ং শাস্ত্র তোমাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধই করিয়াছেন। সর্ব্বাগ্রে তোমার ন নিজেই 'আমার স্ত্রী, আমার পুত্র' এই জ্ঞানে তাহাদের সঙ্গে মমত্বের ন্ধন স্থাপন করিয়া লইয়া, সেই বন্ধন-যন্ত্রণায় এখন চীৎকার করিতেছে। তোমার সুন্দর জামাটী দোকান হইতে নিজেই পায়ে হাঁটিয়া তোমার ঘরে লিয়া উপস্থিত হইয়াছিল কি ? তুমিই মনের আবেগে, দোকানে যাইয়া, োন্ জামাটী সুন্দর তাহা খুঁজিয়া বাহির করিয়া ক্রয় করতঃ, 'আমার মা' এইরূপ মমত্ব-বুদ্ধি স্থাপন করিয়া, এখন সেই জামার চিন্তায় অস্থির ইতেছে। ইহা কি সেই সুন্দর জামার দোষ, না, তোমার মনের দোষ ? এই ভাবে মানবগণ সুখ-শান্তির আশায়, মনের আবেগে যথাস্থানে স্থিত য়ের সকলকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া, তাহার সঙ্গে মমত্ব-বন্ধন স্থাপন করতঃ ভোগে লিপ্ত হয়। হে সত্যকাম! মন যাহা অনুসন্ধান করে, ইন্দ্রিয়গণ, ন্দ্রিয়গণের রাজাজ্ঞা সাধনের ন্যায়, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করে। অতএব যিনি মনকে কোন কিছুর অনুসন্ধান করিতে না দেন, তিনিই ইন্দ্রিয়বৃত্তি র্জ্জিত হইয়া 'অহং ব্রহ্ম' এইরূপ ভাবনার দ্বারা পরম শান্তি লাভে সমর্থ ন। বিচার করিয়া দেখ, মানুষ নিজেই নিজের চোখে হাত চাপা দিয়া রিতেছে 'অন্ধকার' ; হাত সরাইয়া লও, তবেই আলো দেখিতে পাইবে। স! এই সংসারে আমাদিগকে কেহ বিক্রয় করে নাই, তথাপি আমরা ংসারের নিকট বিক্রীতের ন্যায় (ক্রীতদাসের মত) কাল যাপন করিতেছি। কি দুঃখ! আমরা কি মূঢ়! এই বিষয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে বশিষ্ঠমুনিও লিয়াছিলেন,—"হে রামচন্দ্র! দেহ-গৃহে মনরূপ পিশাচ (ভূত) হিয়াছে, সেই দুরাত্মাই দেহীকে জগতের এ সকল দেখায়। সংসার-ক, অমঙ্গলকারী ও ধৈর্য্যনাশক মনরূপ পিশাচকে তুমি দূরীভূত করিয়া পন স্বরূপে স্থিতিমান্ হও। বন্ধু-বান্ধব, গুরু, শাস্ত্র ইহারা কেহই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিত্ত-ভূতাক্রান্ত ব্যক্তিকে পরিত্রাণ করিতে পারে না,—যদি সে তীব্র পুরুষকার প্রয়োগ না করে। যাহার চিত্ত-ভূত শান্ত হইয়াছে তাহারই উদ্ধার সহজসাধ্য। মন-ভূতের দ্বারাই এই 'জগত' নামক শূন্য পুরী দুবিষ হইয়া রহিয়াছে। এই জগত এক প্রকার অরণ্য, ইহাতে মন-ভূতের বাস: সেই জন্যই এই জগত ভয়-উৎপত্তির স্থান। এই 'জগত' নামক নগরে কতিপয় মাত্র দেহ-গৃহ আছে, যাহাতে মন-ভূতের দৌরাত্ম্য নাই; মাত্র কতিপয় মহাত্মাই চিত্ত-ভূতের-দৌরাত্ম্য রহিত। অবশিষ্ট দেহ সকল চিত্ত-বেতালাক্রান্ত শ্মশান"। (যোগবাশিষ্ঠ; নির্ব্বাণ প্রঃ; ২৯ সঃ ৬৬-৭৩ শ্লোক।)

মানব মাত্রেরই প্রথম জীবনে জাগতিক বস্তু-তত্ত্ব (কোন্ বস্তুর দ্বারা কি কার্য্য চলিতে পারে, তাহা) জানিবার জন্য পিপাসা জন্মে; তাই শিশুগণ অভিভাবকগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে, এটা কি? ওটা কি? ইহা কেন? উহা কেন? ইত্যাদি। পিপাসিত ব্যক্তিকে অপরিষ্কার জল না দিয়া বিশুদ্ধ জল পান করিতে দিলেই তাহার দেহ সুস্থ ও সবল থাকে। সেইরূপ মানব জীবনের প্রথম বিষয়-তত্ত্ব পিপাসিত অবস্থায়ও মনকে ভোগ্য বিষয় হইতে দূরে অর্থাৎ গুরুগৃহে রাখিয়া, তাহার সম্মুখে আলোচনার পবিত্র বস্তু 'আত্মতত্ত্ব' দিলে সেই তত্ত্বেই মন পবিত্র পূর্ণানন্দ পায়। পরে মন বিচারবলে সমস্ত বিষয়ের তত্ত্ব অবগত হইয়া এক বার শক্তিশালী হইলে, তখন মন বিষয়ের মধ্যে থাকিলেও, আর বিষয়-ভোগের জন্য উতলা হয় না। এমন কি, রাজর্ষি জনককেও পর্য্যন্ত প্রথমাবস্থায় অনেক দিন বিষয় ছাড়িয়া অন্যত্র গুরুগৃহে থাকিতে হইয়াছিল। এই ভাবে প্রথম জীবনে মনকে ঠিক মত গঠন করিয়া, তাহাতে আত্মতত্ত্ব-বীজ রোপণ করার জন্যই সেই পুরাকালে বালকগণ গুরু-গৃহে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে থাকিত। বৎস! লোকালয়ে ভোগ্য বিষয়ের নিকট ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিয়া সাধন করিবার শক্তি মনের নাই। মন নিতান্ত দুর্ব্বল বলিয়াই সেই মনের শক্তি বৃদ্ধির জন্য লোকে নির্জন, নীরব বনে চলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

য়। সুতরাং এখানে যে মনের দুর্ব্বলতা, তাহা কি মনের দোষ, না, বিষয়ের দোষ ? তোমার মন যদি বিষয়ের ভয়ে ভীত না হয়, নিজে সিংহ-বিক্রমে বিষয়-বাসনাকে পদদলিত করিয়া ধ্যান-ধারণা করিতে পারে, তবে আর তোমাকে পাহাড়-পর্ব্বতে যাইতে হইবে কেন ?

ভক্ত—হে ভগবন্! মনের এই দোষ সকল কি প্রকারে ও কখন বিনষ্ট হইবে ?

মহাঃ—বৎস! দুষ্ট-স্বভাব চিত্ত বা মন প্রকৃত পক্ষে কোথাও বিদ্যমান নাই। যখন তত্ত্বজ্ঞান জন্মে তখনই উহার নাস্তিত্ব নিশ্চয় হয়,—তৎপূর্ব্বে নহে। অনর্থের মূল ও মিথ্যা সমুদিত মন পরমার্থতঃ না থাকিলেও তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বে বিশেষ অনর্থপ্রদ। মন জড় ও স্বরূপত্ব হীন, এই দুই কারণে সর্ব্বদাই মন মৃত। সে যে মৃত হইয়াও অন্যকে মারিতেছে, ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।। যাহার আকার নাই, আত্মা নাই (জড়), আধার নাই, দেহ নাই, তাহারই দ্বারা সমুদায় ভক্ষিত হইতেছে; ইহাই বিচিত্র জাল। এই রূপ জড়, অন্ধ ও মূক মন কর্ত্তৃক যে ব্যক্তি নিহত হয়, সেই মূঢ়, শীতলতাপূর্ণ চন্দ্র-কিরণেও দগ্ধ হয়। যে মিথ্যা-সঙ্কল্প-জন্মা এবং যাহার স্থিতিও মিথ্যা, অন্বেষণে যাহাকে পাওয়া যায় না, তাহার আবার শক্তি কি ? অতএব যে ব্যক্তি, অবিদ্যমান ও অত্যন্ত অসৎ (অস্তিত্বহীন) মনকে বিনষ্ট করিতে না পারে, সে উপদেশের পাত্র নহে। এই অসৎ মনকে ও মূর্খ-কল্পিত সৃষ্টিকে যে বশীভূত করিতে না পারে, সে কিরূপে উপদেশের পাত্র হইবে ? তাহার জ্ঞান বিষয়সমূহে নিরূঢ় হইয়া রহিয়াছে, সেজন্য সে মনোনিগ্রহাদি বিষয়ে সম্পূর্ণ অক্ষম; সুতরাং উপদেশ-বাক্যের সূক্ষ্মার্থ বিচারে অসমর্থ হেতু উপদেশের নিতান্ত অযোগ্য। বৎস! সাধারণ মনের স্বভাবই বহির্মুখী থাকিয়া কেবল অপর বস্তু বা ব্যক্তির দোষ দর্শন করা। এজন্যই তোমরা কেবল পরের দোষ দেখ, আর পরনিন্দা, পরচর্চ্চা করিয়াই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাল কাটাইয়া থাক। তোমাদের মন যখন বহির্মুখ হইতে অন্তর্মুখ হইয়া নিজের দোষ সকল নিজে প্রত্যক্ষ করিবে, তখনই মনের সর্ব্বপ্রকার দোষ ভস্মীভূত হইয়া গিয়া, হৃদয়খানা শ্মশানে পরিণত হইবে ; আর, তখনই তোমরা সেই হৃদয়-শ্মশানে আত্মারূপী শিবের দর্শন পাইবে। সুতরাং হে মহামতে! সংসার-চিন্তায় নিমগ্ন মনকে যদি তুমি শাস্ত্রীয় উপায়ে বল-পূর্ব্বক উদ্ধার না কর, তাহা হইলে তদুদ্ধারের আর অন্য উপায় নাই। একমাত্র মনই মনের নিগ্রহে সমর্থ। মনের দ্বারাই মনোরূপ বন্ধন-রজ্জু ছেদন করিয়া আত্মাকে বিমুক্ত করিতে হয় ; অন্য উপায় নাই। যেমন লৌহের দ্বারা লৌহ কাটা হয়, ইহাও সেইরূপ।

—:০:—

সংসার-মরুভূমি।

ভক্ত—হে ধর্ম্মজ্ঞ! যেমন বৃক্ষ-লতা সকল সূর্য্য-কিরণে আপ্যায়িত হয়, সেইরূপ আমিও আজ সূর্য্যতুল্য আপনার বচনরূপ কিরণে পরম আপ্যায়িত হইতেছি। সেই কারণেই আমার শ্রবণেচ্ছা বিরাম প্রাপ্ত হইতেছে না। তাই পুনর্ব্বার আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, উত্তর প্রদানে আমার শ্রবণেচ্ছা পূর্ণ করুন। শুনিয়াছি শাস্ত্র বলেন যে, "সংসার ত্যাগ করিলেই লোকে শান্তি পায়"। অন্যান্য বিজ্ঞ ব্যক্তিদের মুখেও এই কথাই শুনিতে পাই।

মহাঃ—হে মহামতে! 'সংসার ত্যাগ করিলে শান্তি হয়' এই শাস্ত্র-বাণী ধ্রুব সত্য ; কিন্তু 'সংসার' কাহাকে বলে, তাহা তুমি জান কি?

ভক্ত—প্রভু! 'সংসার' বলিতে ত আমরা বুঝি, আমাদের নিজ বাড়ী-ঘর, স্ত্রী-পুত্র, টাকা-পয়সা ইত্যাদি, এই সমস্তই সংসার। সর্ব্বসাধারণে ইহাকেই 'সংসার' বলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাঃ—বৎস ! সংসার দুইটী। একটী 'বাহিরের সংসার', আর একটী 'ভিতরের সংসার'। তুমি যে স্ত্রী-পুত্রাদি ধন-জনের কথা বলিলে, উহারই নাম 'বাহিরের সংসার'। আর ঐ সকল ধন-জনের উপর তোমার মনের যে মমত্ব-বুদ্ধি ও ভোগ-বাসনা এবং সংকল্প-বিকল্প, তাহাই 'ভিতরের সংসার'। 'বাহিরের সংসার' বস্তুগত, আর, 'ভিতরের সংসার' মনোগত।

ভক্ত—দয়াময় ! অগ্রে বাহিরের সংসারই আমাকে বুঝাইয়া দিন।

মহাঃ—বৎস ! কেবল সংই যাহার সার। অর্থাৎ মাত্র নাম ও রূপের দ্বারা সং সাজিয়াই যাহা প্রকাশ পায়, তাহারই নাম 'সংসার'।

ভক্ত—ভগবন্ ! আপনার এই সংক্ষিপ্ত উত্তর দ্বারা আমি কিছুই বুঝিলাম না।

মহাঃ—এই যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, যাহা তোমর দৃষ্টি-গোচরে ও দৃষ্টির বাহিরে রহিয়াছে, এই সমস্ত ব্যক্তি বা বস্তুই কেবল নাম ও রূপের দ্বারা সং সাজিয়া তোমার মনের নিকট প্রকাশ পাইতেছে। ঐ নাম-রূপ বাদ দিলে, এই ব্রহ্মাণ্ডে কেবল কারণেরই অস্তিত্ব থাকে, কার্য্য-বস্তু থাকে না। যেমন এক খানি কাপড় হইতে এক এক গাছি করিয়া সূতা বাহির করিয়া লইলে 'কাপড়' এই নাম এবং উহার ১০ হাত লম্বা ও ২॥ হাত চওড়া রূপ অদৃশ্য হয় ; অথবা মাটির বাসন হইতে চাঁচিয়া চাঁচিয়া সব মাটটুকু বাহির করিয়া লইলে ; কিম্বা সোণার গহনা হইতে চাঁচিয়া বা গলাইয়া সব সোণাটুকু বাহির করিয়া লইলে, বাসন বা গহনার নাম ও রূপ অদৃশ্য হইয়া যায় ; এইরূপ জগতের যাবতীয় বস্তু হইতে নিজ নিজ কারণ এবং অবশেষে পঞ্চভূত বাদ দিলে কোন বস্তুরই অস্তিত্ব থাকে না। সুতরাং এক কথায় বলিতে গেলে, কারণই আছে ; সেই কারণ হইতে উৎপন্ন কার্য্য-বস্তু নাই ; অথবা কারণই মিথ্যা নাম-রূপের সং সাজিয়া সকলকে মোহিত করে। সুতরাং সংসারে মিথ্যা নাম-রূপের সংই সার, ইহার বাস্তবিক অস্তিত্ব কিছুই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই। 'সংসরতি ইতি সংসারঃ' অর্থাৎ 'প্রতিক্ষণেই সরিয়া যাইতেছে, কিছুই ক্ষণকালও স্থির থাকিতেছে না', এই অর্থেও জগতকে 'সংসার' বলা হয়।

ভক্ত—প্রভু! ভিতরের মনোগত সংসার কাহাকে বলে ?

মহাঃ—জাগতিক বিষয়ের উপর তোমার মনের যে মমত্ববুদ্ধি ও বাসনাসমষ্টি বা চিন্তারাশি, তাহাই তোমার 'মনোগত সংসার'। এই মনোগত সংসারই মানবের সর্ব্বপ্রকার দুঃখের কারণ। এই সংসার ত্যাগ করার কথাই শাস্ত্র বলিয়াছেন। ইহা ত্যাগ করিয়াই লোকে মুক্ত হইয়া পরম শান্তি লাভ করে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এই বিশ্ব-সংসার কোন কালেই উৎপন্ন হয় নাই, সেই জন্য ইহা নাই। ইহা কেবল মনের প্রকাশ বা মনের কল্পনা মাত্র। এই জগত—সংসার স্বপ্নে স্বপ্ন দর্শনের অনুরূপ। মনও বাস্তব পক্ষে অনুৎপন্ন ও অসৎ (অস্তিত্বহীন) বস্তু। নশ্বরতম মনই এই নশ্বরতম ও দোষাকর বিশ্ব-সংসার বিস্তার করিয়াছে। মন স্বপ্নের ন্যায় নিতান্ত অসৎ হইলেও জগতকে সতের আকারে প্রকাশ করিয়া থাকে। মন স্বকীয় ইচ্ছায় আগে আপনার দেহ কল্পনা করে, পরে তাহারই দ্বারা ইন্দ্রজাল-শোভার ন্যায় জগত-শোভা বিস্তৃত করে। একমাত্র চলৎশক্তিমান্ মনই প্রস্ফুরিত হইতেছে, ভ্রমণ করিতেছে, যাতায়াত করিতেছে, প্রার্থনা করিতেছে, নিমগ্ন হইতেছে, মরিতেছে এবং জন্মিতেছে, সংহার করিতেছে, নীচগামী হইতেছে, বদ্ধ হইতেছে, আবার মোক্ষ লাভ করিতেছে। এ সমস্তই মনের খেলা। মনই বিশ্ব-সংসার, মন ছাড়া পৃথক্ বিশ্ব নাই। মন মূলে মিথ্যা, সেজন্য তাহার বিজৃম্ভণ বিশ্ব-সংসারও মিথ্যা। মুক্তিকোপনিষদ্ বলিতেছেন,—

সহস্রাঙ্কুরশাখাত্বক্‌ফলপল্লবশালিনঃ।
অস্য সংসারবৃক্ষস্য মনো মূলমিদং স্থিতম্॥
সংকল্প এব তন্মন্যে সংকল্পোপশমেন তৎ।
শোষয়াশু যথা শোষমেতি সংসারপাদপঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ—"সহস্র অঙ্কুর, শাখা, ত্বক্‌, ফল এবং পল্লবযুক্ত এই সংসার-বৃক্ষের এই মনই মূল। মন সঙ্কল্পাত্মক; সংকল্পের নিবৃত্তির দ্বারা মনকে নিবৃত্ত কর, যাহার দ্বারা তোমার সংসাররূপ বৃক্ষ শুষ্কতা প্রাপ্ত হইবে।" এখন বুঝিতে পারিতেছ যে, প্রত্যেকের মনের মধ্যেই সংসার অবস্থিত রহিয়াছে। সুতরাং ধন-জনাদি বাহ্যিক সংসার তোমার কোনই অশান্তির কারণ হইবে না, যদি তুমি তোমার মনের মমত্ব-বুদ্ধি, ভোগ-বাসনা এবং তদ্রূপ সংসারকে ত্যাগ করিতে পার। ইহাকেই প্রকৃত 'সংসার ত্যাগ' বলা হয়। বিচার পূর্ব্বক দেখিলে, সংসার বলিতে এই মনোগত-সংসারই প্রকৃত 'সংসার' বলিয়া গণ্য। এ বিষয়ে একটী দৃষ্টান্ত দেখ। মনে কর, তোমার ও আমার ছেলে কলিকাতায় কলেজে পড়ে। আজ ৮ দিন যাবৎ আমার পুত্র সেখানে মারা গিয়াছে। কিন্তু কোন সংবাদ না পাওয়ায়, অদ্য পর্য্যন্তও আমার পুত্র-শোক হইতেছে না। কারণ, বাহিরের পুত্র সত্য সত্যই মারা গিয়া থাকিলেও, ভিতরে মনের পুত্র এখনও মরে নাই, জীবিতই আছে; কাজেই আমার মনও শান্ত আছে। সুতরাং এখানে ইহাই প্রমাণিত হইল যে, বাহিরের সংসার (সাংসারিক বস্তু) থাকা না থাকাতে মনের কোনই দুঃখের কারণ হয় না। ৯ দিন পরে যখন সংবাদ পাইলাম যে, 'আমার পুত্র মরিয়াছে' তখনই আমার মনোময়-পুত্র মারা গেল এবং আমার মন পুত্র-শোক ভোগ করিতে আরম্ভ করিল। এখানেও দেখা যাইতেছে যে, মনঃকল্পিত পুত্রকে মন নিজে মারিয়া না ফেলা পর্য্যন্ত, আমার মনকে কোনই শোক-তাপ ভোগ করিতে হয় নাই। পক্ষান্তরে, তোমার পুত্র স্বাস্থ্যবান থাকিয়াই কলিকাতায় এখনও পড়িতেছে। কিন্তু তোমার কোন শত্রু তোমাকে অশান্তি দেওয়ার জন্য শঠামী করিয়া, 'তোমার পুত্র মারা গিয়াছে' এই বলিয়া তোমার নিকট একটী মিথ্যা টেলিগ্রাম করিল। এই সংবাদ পাওয়া মাত্রই তোমার মনোময়-পুত্র মারা গেল এবং তুমি পুত্র-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শোকার্ত্ত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলে। এখানেও বিচারে দেখা যাইতেছে যে, বাহিরের পুত্র জীবিত থাকা সত্ত্বেও 'পুত্র মরিয়া গিয়াছে' এই মিথ্যা কল্পনায় তোমার মন পুত্র-শোক ভোগ করিতেছে। ২ দিন পরে যখন তোমার পুত্রের স্বহস্তে লেখা চিঠি পাইয়া দেখিলে, সে মরে নাই, জীবিত আছে, তখন তোমার মন মৃত মনোময়-পুত্রকে আবার কল্পনাবলেই জীবিত করিয়া শান্তি ভোগ করিতে লাগিল। এখন এই দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট তুমি দেখিতে পাইতেছ, 'আমার পুত্র' মনের এই কল্পনা অর্থাৎ মমত্ব-বুদ্ধি হইতেই পুত্রশোকের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং মানুষের মনঃকল্পিত সংসারই তাহাদের দুঃখ-শোক দাতা। মনের সংকল্প-বিকল্প ত্যাগ করিলেই মানব সর্ব্বপ্রকার শোক-তাপের হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া, চির শান্তি ভোগ করিতে পারে। অতএব বৎস! মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তিই ধন্য,—যাঁহার বাহিরের সংসারে সমস্ত বিষয়-সম্পদ থাকিলেও, মনের ভিতরে মমত্ব-বুদ্ধি দ্বারা 'আমার' বলিতে নির্দ্দিষ্ট কিছুই নাই। মানবের চিত্তই (মনই) প্রকৃত সংসার, তদ্ভিন্ন সংসার বলিতে ত্রিজগতে দ্বিতীয় আর কোনই বস্তু নাই। মমত্ব-বুদ্ধিরই নামান্তর 'সংসার'। একদা রাজর্ষি জনক মহর্ষি অষ্টাবক্রের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ভগবন্! কি প্রকারে এই ধনৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ সংসার ত্যাগ করিয়া আমি শান্তি পাইতে পারি, কৃপা করিয়া তাহাই আমাকে বলুন।" তদুত্তরে মহর্ষি অষ্টাবক্র বলিয়াছিলেন,—

বাসনা এব সংসার ইতি সর্ব্বা বিমুঞ্চতাঃ।
তত্ত্যাগো বাসনাত্যাগাৎ স্থিতিরদ্য যথা তথা॥ (অষ্টাবক্রসংহিতা)

অর্থাৎ—"বাসনাই সংসার; কামনাই সংসারের মূল কারণ। অতএব সেই অনিত্য বাসনাকে সর্ব্বদা ত্যাগ কর। কারণ বাসনা ত্যাগ হইলেই সংসার ত্যাগ হইবে; সুতরাং বাসনা ত্যাগ করিয়া, প্রারব্ধ বশতঃ যথা তথা অবস্থিত হও।" পুনরায় তিনি জনককে বলিয়াছেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যত্র যত্র ভবেৎ তৃষ্ণা সংসারো বিদ্ধি তত্র বৈ।
প্রৌঢ়বৈরাগ্যমাস্থায় বীততৃষ্ণঃ সুখী ভব॥
তৃষ্ণামাত্রাত্মকো বন্ধস্তন্নাশো মোক্ষ উচ্যতে।
ভবাসংসক্তিমাত্রেণ প্রাপ্তিতুষ্টির্মুহুর্মুহুঃ॥ (অষ্টাবক্র সংহিতা)

অর্থাৎ—"যেখানে যেখানে তোমার তৃষ্ণার উদয় হইবে, অর্থাৎ যে যে বিষয়ে তোমার ভোগের স্পৃহা জন্মিবে, সেই সেই স্থানেই তুমি সংসারী বলিয়া গণনীয় হইবে। কারণ পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, বাসনাই সংসার। অতএব যে বিষয়ে তোমার মন আকৃষ্ট হইবে, সেই সেই বিষয়কে বিপদের মূল রূপে জ্ঞাত হইয়া নিরন্তর ত্যাগ করিবে। তুমি প্রগাঢ় বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক বিগততৃষ্ণ হইয়া সুখী হও। তোমার ভোগ-লালসাই বন্ধন এবং তাহার বিনাশই মোক্ষ। তুমি সংসারে অনাসক্ত হইলেই সর্ব্বক্ষণ প্রীতি লাভ করিবে।" পীঠমালাতন্ত্রও বলিয়াছেন,—

হিংসাদ্বেষসমেতস্য সদাসৎপথসেবিনঃ।
পুংসো মুক্তিং স্বয়ং ব্রহ্মা ন দাতুং ক্ষমতে কদা॥
আশাপাশমহাবন্ধযোগাবেশাদ্ বশং গতঃ।
পুংসো মুক্তিং স্বয়ং ব্রহ্মা ন দাতুং ক্ষমতে কদা॥
অনাসক্তরতির্যস্য বিষয়াবেশতঃ প্রিয়ে।
মুক্তিস্তস্য সদা দেবি দাসবৃত্তিবশং গতা॥

অর্থাৎ—"যে ব্যক্তি হিংসাদ্বেষ সম্পন্ন ও অসৎ পথে প্রবৃত্ত, স্বয়ং ব্রহ্মাও তাহার মুক্তি বিধানে সমর্থ নহেন। যে ব্যক্তি আশারূপ রজ্জুর দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন দেওয়ার জন্য সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত, স্বয়ং ব্রহ্মাও তাহার মুক্তি বিধানে সমর্থ নহেন। কিন্তু হে দেবি! যে ব্যক্তি অনাসক্ত হইয়া বিষয় ভোগ করেন, মুক্তি সর্ব্বদা বশীভূত থাকিয়া তাঁহার দাস্যবৃত্তি করে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৎস ! এখন বুঝিতে পারিতেছ যে, আমরা জগতের বাহিরে, অর্থাৎ মনের সীমানার বাহিরে গেলেই, দুঃখের বিনাশ করিয়া চির শান্তি লাভ করিতে পারি। হে মহামতে ! ইন্দ্রিয়-জয়রূপ সেতুর দ্বারাই, এই ভব-সাগর অর্থাৎ দুঃখ-সাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়, অন্য কোন ক্রিয়ার বা উপায়ের দ্বারা নহে। কর্ম্ম-বৃক্ষের বীজস্বরূপ মন নিরুদ্ধ হইলেই এই সংসার-বৃক্ষ বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব তুমি মনকেই সর্ব্বরূপী বলিয়া জানিবে। মন চিকিৎসিত হইলেই জগদ্রূপ মহারোগ প্রশমিত হয় এবং তখন ইন্দ্রিয়গণও পরাভূত হয়। এই মনই মোহগ্রস্ত হয় এবং যাহা কিছু করে, মনই করে ; মনই মৃত ও জাত হয়। মন আপনার চিন্তার দ্বারা, হয় বদ্ধ, না হয় মুক্ত হইয়া থাকে। এই জগত মনোময়রূপে বিস্তৃত রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব, মনই জগত, অথবা জগতই মন। সুতরাং ইহাদের একজন বিনষ্ট হইলে উভয়েই বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই বলিয়া মহাপুরুষ নিজের ভাবে গাহিতে লাগিলেন —

(জীবনে মরণে শয়নে স্বপনে—সুর)

মন তোরে বলি, বাসনার ঝুলী, ছে'ড়ে দিয়ে কেন চল না।
সুখে কি দুঃখেতে, থাক তুমি তা'তে, বিচারিয়ে কেন দেখ না॥
হৃদয়ে তোমার আশার অনল, জ্বলিতেছে দাউ-দাউ অবিরল।
সে আগুনে তুমি হইতেছ ভস্ম, শান্তি কোথাও ত পেলে না।
বহু জন্মাবধি কামনা-রাক্ষসী, দিবানিশি রক্ত খাইতেছে চুষি।
এবে তুমি তা'তে হয়ে শক্তিহীন, আত্ম-কথা মনে জাগে না।
চিন্তা ছে'ড়ে চ'লে দেখ এইবার, (পা'বে) যেখানে-সেখানে শান্তি অনিবার।
আত্মধ্যানে তুমি রহিলে মগন, কোন অশান্তি রবে না॥

ভক্ত—প্রভু ! আমরা জগতের বাহিরে গেলেই আমাদের চিরতরে দুঃখের বিনাশ হইয়া পরম শান্তি লাভ হইবে ; ইহা যদি সত্য হয়, তবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মহত্যা করিলেই ত আমরা জগতের বাহিরে যাইতে পারি? অতএব আত্মহত্যা করাই কি শ্রেয়ঃ?

মহাঃ—বৎস! বন্ধন, মোক্ষ কাহার? সুখ-দুঃখ, মানাপমান, শান্তি-অশান্তি, এ সকল কাহার? দেহের, না, মনের? মনের। সুতরাং দেহ ধ্বংস হইলে মনের কি হইবে? যেমন, দেহের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ছায়া থাকে, সেইরূপ মনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার বাসনা ও বিষয়াসক্তি থাকে। দেহ যেখানে যায়, ছায়াও সেই খানেই যায়। সেইরূপ মন যেখানে যাইবে, আসক্তি, বাসনাদিও সেই খানেই যাইবে। সুতরাং দেহ নাশ করিলে তোমার কি লাভ হইবে? এই কথা ত পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি। তুমি আত্মহত্যা করিলেই বা দুঃখ-অশান্তির হাত হইতে অব্যাহতি পাইবে কি প্রকারে? মৃত্যুর পরেই যে তোমাকে জননী-জঠরে প্রবেশ করিয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। ভগবান শঙ্করাচার্য্যও শিষ্যদিগকে বলিতেন;—

যাবজ্জননং তাবন্মরণং, তাবজ্জননীজঠরে শয়নম্।
ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ, কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ॥

(মোহমুদ্গর)

অর্থাৎ—"যখন জন্মগ্রহণ হইল, তখনই তাহার মরণ পশ্চাদ্গামী হইয়াছে এবং মৃত্যুর পরেই আবার জননী-জঠরে প্রবেশ করিতে হইবে। সংসারে এই প্রকাশ্যরূপ দোষ দৃষ্ট হইতেছে; অতএব হে মানব! তোমার ইহাতে সন্তোষের বিষয় কি আছে?" অতএব একমাত্র বাসনা-ত্যাগের দ্বারাই দুঃখের নাশ হইবে এবং তখনই জগতের বাহিরে, অর্থাৎ মনের বাহিরে গিয়া চির শান্তি লাভ হইবে। সর্ব্ব সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-বিজ্ঞানেই উপদেশ আছে যে, 'জগত দুঃখপূর্ণ, অতএব সংসার ত্যাগ কর'। সত্য জানিতে হইলেই অসত্য ত্যাগ করিতে হয়; ভাল পাইতে হইলেই মন্দ ত্যাগ করিতে হয়। ঠিক সেইরূপ, সুখ পাইতে হইলেও দুঃখময় সংসার (বিষয়-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভোগের বাসনা) ত্যাগ করিতে হইবে;—এ বিষয়ে কোনই মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু এই কথার অর্থ ইহা বুঝিও না যে, 'সংসার ত্যাগ' অর্থে দেহ ত্যাগ করা বা বাড়ী-ঘর ছাড়িয়া বনে যাওয়া। কারণ দেহত্যাগ করিয়া আর যাইবে কোথায়? অন্যত্র কোথাও কোন স্বর্গ আছে কি যে, এই মর্ত্ত জগত ত্যাগ করিয়া তথায় যাইয়া অমরত্ব লাভ করতঃ চির শান্তি পাইবে? এই মর্ত্ত্য জগতে থাকিয়াই তোমাদিগকে অমরত্ব লাভ করতে হইবে। শ্রুতি ইহাই স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন,—

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥
যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনম্॥ (কঠোপনিষদ্)

অর্থাৎ—"যে সকল কামনা মর্ত্ত্য জীবের হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া আছে, সেই সমুদায় যখন বিনষ্ট হয়, তখনই মর্ত্ত্য-বাসী অমরত্ব প্রাপ্ত হয় এবং এখানেই (এই মর্ত্ত্যলোকেই) ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। যখন ইহলোকে হৃদয়ের গ্রন্থিসমূহ ছিন্ন হয়, তখনই মর্ত্ত্য-বাসী অমর হইয়া যায়; এই মাত্র উপদেশ।" অতএব সুখ-শান্তি যাহা কিছু, আমরা এখানেই লাভ করিব। সুতরাং 'সংসার ত্যাগ' অর্থে 'বাসনা ত্যাগ'। একমাত্র এই বাসনাই সংসার সৃষ্টি করিয়া দুঃখ আনয়ন করে। শাস্ত্র, পার্থিব সুখের আসক্তিকে ত্যাগ করিতে বলিতেছেন। আমিও তোমাকে তোমার বাড়ী-ঘর ধনৈশ্বর্য্যাদি সর্ব্বপ্রকার বিষয় ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে বলিতেছি না, মাত্র ঐ সকল বিষয়ের আসক্তিকে ত্যাগ করিতে বলিতেছি। তোমার স্ত্রী-পুত্রাদি ত্যাগ করিতে বলিতেছি না, কিন্তু স্ত্রী-পুত্রের প্রতি আসক্তি ও মমত্ব-বুদ্ধি ত্যাগ করিতে বলিতেছি। বৎস! বাহিরে কার্য্যবান ও অন্তরে সমাহিত, এরূপ হওয়াই আত্মাভ্যাসের ফল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং তাহাই প্রকৃত 'জ্ঞান' পদবাচ্য। তাদৃশ জ্ঞানই সত্য, আপাত জ্ঞান সত্য নহে। জনকাদি রাজা, নানা মুনিঋষি জীবন্মুক্তি লাভ করতঃ অন্তরে ব্রহ্ম পদে এবং বাহিরে লোকাচার অনুষ্ঠানে অবস্থান করিতেন। তাঁহারা জীবন-মরণের পুরস্কার বা তিরস্কার করিতেন না। তাঁহাদের কেহ কেহ শত্রু-বিজয় পূর্ব্বক ছত্র-চামরাদি-লাঞ্ছিত রাজত্বও করিতেন। ইঁহারা সকলেই সাধনসম্পন্ন হইয়া বিবিধ ভোগকলাপে বিভূষিত ছিলেন ; অথচ সে সমুদায়ে নির্লিপ্ত থাকিতেন। তাঁহারা সময়বিশেষে ঘোরতর সংগ্রাম করিতেও পরাঙ্মুখ হইতেন না ; বিপদ উপস্থিত হইলেও চঞ্চলচিত্ত হইতেন না এবং ক্রোধাদির বশীভূত হইতেন না। বৎস! জলেতে নৌকা চলে,—চলুক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু নৌকায় জল প্রবেশ করিলেই মুস্কিল। নৌকায় জল উঠিলেও তাহা সেচিয়া ফেলিতে হয়। তদ্রূপ, মন বিষয়ের মধ্যে বিচরণ করে, করুক, কিন্তু মনের মধ্যে বিষয়-বাসনা প্রবেশ করিলেই মুস্কিল। মনে বিষয়-বাসনা প্রবেশ করিলেও তাহাকে যুক্তি ও বিচার দ্বারা মন হইতে বাহির করিয়া ফেলিতে হয়। অতএব তুমি কার্য্য কর, পরন্তু জাগ্রত থাকিয়া সুষুপ্তের ন্যায় কার্য্যবান্ হও ; অর্থাৎ অন্তরে সর্ব্ব পরিত্যাগী হইয়া বাহিরে লোক-দৃষ্টিতে কার্য্য করিতে থাক। হে বৎস! তুমি অন্তরে নৈরাশ্য ও বাহিরে আশাযুক্তের ন্যায় হইয়া এবং বাহিরে সন্তপ্তের ন্যায় ও অন্তরে শীতল হইয়া, লোকমধ্যে বিচরণ কর। তুমি বাহিরে অর্থাৎ লোক-দৃষ্টিতে কৃত্রিম আড়ম্বর সম্পন্ন ও অন্তরে আড়ম্বর বর্জ্জিত এবং বাহিরে কর্ত্তা ও অন্তরে অকর্ত্তা হইয়া বিচরণ কর। তুমি কৃত্রিম উল্লাস ও হর্ষ এবং কৃত্রিম উদ্বেগ ও নিন্দা, কৃত্রিম কার্য্যাড়ম্বর প্রদর্শন করতঃ লোক-ব্যবহারে অবস্থিত হইয়া অন্তরস্থ চিত্তকে চিদাত্মায় লীন করিয়া রাও। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মহাপুরুষ গাহিতে লাগিলেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(জয়েশ মঙ্গলময়—সুর। কেদারা।)

জগতে সে মানব শ্রেষ্ঠ, অন্তরে যাঁ'র কিছুই নাই।
বাহিরেতে মনানন্দে, ধন-জনে খেল্‌ছে সদাই॥
এ সব স্বপ্ন-রাজ্য জেনে, সে আছে তাঁ'র আপন মনে।
বাহির হ'তে দেখে তাঁ'রে, চিনে উঠা বড় দায়॥
'আমি, আমার, তুমি, তোমার,' এ সব মনে নাই তাঁহার।
(সে) আত্মানন্দে বিভোর হ'য়ে, আনন্দে ভাসে সদাই॥

ভক্ত—হে ব্রহ্মন্‌! সাধুদিগের জন্য গৈরিক বসন পরিধান ও দণ্ড, কমণ্ডলু ধারণাদি যে সকল ব্যবস্থা আছে, তদ্দ্বারা মনের বাসনা সকল বিনষ্ট হইয়া আত্মজ্ঞানের সহায়তা হয় না কি?

মহাঃ—হে সুমতে! গৈরিক বসন বা দণ্ড, কমণ্ডলু প্রভৃতি কাহারও এমন শক্তি নাই যে, মনের ভোগ-বাসনা নষ্ট করিয়া দিয়া মনকে আত্মজ্ঞান লাভের সহায়তা করিতে পারে। বিচারবলে মনই মনের বাসনাকে নাশ করিতে সমর্থ,—অন্য কেহই নয়। যেমন ইস্পাত-লৌহের দ্বারাই সাধারণ লৌহ কর্ত্তিত হয়, সেইরূপ পরমেশ্বরকে প্রাপ্তির তীব্র বাসনার দ্বারাই ভোগ-বাসনা নাশ হয়। একমাত্র আত্মতত্ত্ব জানিবার বাসনাই সর্ব্ব বাসনা নাশক। কাজেই বিষয়-বাসনা ত্যাগ না করিয়া, কেবল গৈরিক বসন পরিধান করিয়া পাহাড়-পর্ব্বতে গেলে, অথবা মাথায় লম্বা জটা রাখিয়া, অধিক পরিমাণে গাঁজা সেবন করিয়া, হাতে লম্বা চিমটা ধারণ করতঃ লোকদিগকে নানা প্রকার ব্যাধির ঔষধ দিলে; কিম্বা মাটিকে মিশ্রির ন্যায় খাওয়াইয়া ম্যাজিক দেখাইতে পারিলেই সে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে বা সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। এই সকল বাহাড়ম্বর দ্বারা কেহ কখনও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে, বা এই ভাবে বাহিরে সংসার-ত্যাগী হইয়া কেহ সুখী হইতে পারে নাই ও পারিবে না। বৎস, ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কমণ্ডলু অথবা গৈরিক বসন ও মস্তকের লম্বা জটা ইহারা কেহই সাধু হয় না; এমন কি, হাড়-মাংসে গঠিত স্থূল দেহটাও পর্য্যন্ত সাধু হয় না; সাধু হইবে মন। কাজেই মনের বিষয়-বাসনা ত্যাগ করাইয়া মনকে সাধু করিতে হইবে। গৈরিক বসনাদি বাহ্যিক বেশ-ভূষা দ্বারা অনেকেই স্থূল দেহটাকে যোগী-পুরুষ সাজাইয়া লয় বটে, কিন্তু তাহাদের মনটা পূর্ণমাত্রায় ভোগীই থাকিয়া যায়। হে মহামতে! যাহার বাক্যে বিবেক, পরন্তু চিত্তে অবিবেক, তাহার ভোগ বা ভোগ্য পরিত্যাগ কেবল দুঃখেরই কারণ হয়। 'বায়ু আছে, বহিতেছে' এইরূপ কথায় বায়ু থাকা সিদ্ধ হয় না। বায়ুর স্পর্শ হওয়া আবশ্যক। যদি স্পর্শ হয়, তবেই বায়ু থাকা সিদ্ধ হইবে, নচেৎ নহে। এইরূপ যদি ইচ্ছার বেগ হ্রাস হইতে দেখা যায়, তবেই বিবেক বা বৈরাগ্য হওয়া স্থির হইবে। যেমন, চিত্রিত অমৃত অমৃত নহে; চিত্রিত বহ্নি বহ্নি নহে; চিত্র-লিখিত নারী, নারীর কার্য্য করে না; সেইরূপ, বাচিক বিবেকও জ্ঞান-ফল প্রসব করে না। ভক্তবীর তুলসীদাসজী বলিতেন,—

তন কো যোগী সব কোই করে, মন যোগী করে না কোয়।
সহজে সব সিধ পাইয়ে, যো মন যোগী হোয়॥

অর্থাৎ—"দেহকে সকলেই যোগী সাজাইয়া থাকে, কিন্তু কাহাকেও মনকে যোগী করিতে দেখা যায় না। অতএব যিনি নিজের মনকে যোগী করিতে পারিয়াছেন, তিনিই অতি সহজে সর্ব্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারিয়াছেন, সন্দেহ নাই।" ভণ্ড সাধুদিগকে দেখিয়া আত্মজ্ঞ কবীরজী বলিতেন,—

জ্ঞান ভক্তিমে কুচ্ নেহি দেখা, ন দেখা কুচ্ পোথিমে।
কহে কবীর, শুন সাধু ভাই যো কুচ্ দেখা রোটিমে॥

অর্থাৎ—"কবীরজী বলিতেন, হে সাধু ভাই! জ্ঞান, ভক্তি কাহাকে কহে, তাহা ত তুমি কিছুই বুঝিতে পার নাই; এমন কি, শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া কিছু বুঝিতে চেষ্টাও কর নাই। তোমার অজ্ঞানতা বশতঃ তুমি শিশ্নোদরপরায়ণ হইয়া রুটি গ্রহণ করাকেই (অর্থাৎ উদর পূরণ করাকেই) জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করিয়াছ।" ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিতেন,—

জটিলী মুণ্ডী লুঞ্চিতকেশঃ, কাষায়াম্বরবহুকৃতবেশঃ।
পশ্যন্নপি ন হি পশ্যতি মূঢ়, উদরনিমিত্তং বহুকৃতবেশঃ॥

অর্থাৎ—"হে মূঢ়মতে! তুমি কখন মস্তকে জটাভার বহন করিতেছ, কখনও বা মস্তক মুণ্ডন করিতেছ, আবার কখনও বা কেশবিন্যাস করিয়া থাক, কখনও কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া বিবিধ বেশে সাজিতেছ। সুতরাং তোমার এই সকল বেশ-ভূষাদি যে কেবল তোমার উদর পোষণের নিমিত্তই হইতেছে, তাহা তুমি দেখিয়াও দেখিতেছ না, বুঝিয়াও বুঝিতেছ না।" তাই বলি বাবা! কপালে জলের তিলক কাটিলে তাহা কতক্ষণ থাকিবে? ফাঁকি দিয়া বা চালাকি করিয়া ধার্ম্মিক হওয়া যায় না। আভরণে সুন্দর সাজিয়া লোককে ভুলাইতে পারা যায়, কিন্তু তাহা অল্পকালই স্থায়ী হয়। অথচ দেখিবে অধিকাংশ স্থলেই, বাহ্যিক আড়ম্বর যুক্ত অজ্ঞ, সাধু-বেশধারী ভণ্ড লোকই কোন প্রকারের যাদুবিদ্যা দেখাইয়া, মূর্খ অজ্ঞানীর সমাজে খুব সম্মানিত হইয়া থাকে। যেখানে ফোঁটা, তিলক, মালা-ঝোলা ইত্যাদির বাহ্যিক আড়ম্বর খুব বেশী থাকে, সেখানেই অজ্ঞ গৃহীলোকের ভীড় পড়িয়া যায়। ভিতরানুসন্ধানকারী লোক সংসারে অতি বিরল। কারণ, নিজের ভিতরে কিছু বিচারশক্তি ও সাধুত্ব না থাকিলে, সাধু মহাপুরুষ চিনিয়া লইতে পারা যায় না। অতএব হে সুমতে! যদি তুমি সহস্র বৎস যৎপরোনাস্তি কঠোর তপোনুষ্ঠান কর, যদি তুমি বিস্তৃত শিলাখণ্ডে আপনার দেহকে চূর্ণ-বিচূর্ণ কর, যদি তুমি প্রজ্বলিত হুতাশনে বা ভীষণ বাড়ব অগ্নিতে প্রবিষ্ট হও, যদি তুমি কণ্টকসমাকীর্ণ গর্ত্তমধ্যেও নিপতিত হও, যদি তুমি অস্ত্রের দ্বারাও নিজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহকে খণ্ড খণ্ড কর, বা যদি তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর কর্ত্তৃক মন্ত্র গ্রহণ করিয়া উপদিষ্টও হও এবং যদি তোমার দুঃখে তাঁহারা করুণাক্রান্তও হন; আর যদি তোমার সঙ্কল্প ও বাসনা ক্ষয় না হয়, তবে তোমার ঐ সকল কিছুতেই পরিত্রাণ নাই, ইহা নিশ্চিত জানিবে। তুমি পাতালে যাও, আর স্বর্গেই যাও, বা এই স্থানেই অবস্থান কর, একমাত্র সঙ্কল্প-ক্ষয় ব্যতিরেকে কোন প্রকারেও কুত্রাপি তোমার শ্রেয়ো লাভ হইবে না। সঙ্কল্প-বিনাশ ব্যতীত দুঃখোপশমের অন্য উপায় নাই। অতএব, তুমি পুরুষকার অবলম্বন পূর্ব্বক, বিকারশূন্য পরম পাবন সঙ্কল্প-উপশমের জন্য যত্নবান্ হও। এক-মাত্র সঙ্কল্প রূপ সূত্রে নিখিল ভাব-পরম্পরা আবদ্ধ রহিয়াছে। সেই সঙ্কল্প-তন্তু ও বাসনা-সূত্র ছিন্ন হইলে দেখিবে, বিষয়-ভাব সকল কোথায় পলায়ন করিয়াছে। তখন তোমার এই সকল 'আমি, আমার, তুমি, তোমার' ভাব গুলি কোথায় গেল, কি হইল, তাহাও জানিতে পারিবে না। যেমন রজ্জুতে সর্প-ভ্রম হইলে, পরে যখন সত্য রজ্জু-জ্ঞান হয়, তখন সেই সর্প কোথায় গেল, কি হইল, তাহা যেমন জানা যায় না, ইহাও ঠিক তদ্রূপ। হে সত্যকাম! এই জগত-সংসার অসৎ হইয়াও সৎ এবং সৎ হইলেও পরমার্থতঃ (জ্ঞান-দৃষ্টিতে) অসৎ। কারণ, যখন ইহা সঙ্কল্প ব্যতীত অন্য কিছু নহে, তখন ইহার সত্যতা কোথায়? মনের সঙ্কল্প দ্বারা যাহা যখন কল্পিত হয়, তখন তাহা সৎ বলিয়াই প্রতীত হইয়া থাকে। অতএব, তুমি মন দ্বারা মনকে এবং সঙ্কল্প দ্বারা সঙ্কল্পকে ছেদন কর। অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প মন দ্বারা সবিকল্প মনকে এবং 'সঙ্কল্প করিব না' এরূপ সঙ্কল্পের দ্বারা সঙ্কল্পকে উপশমিত কর। মন, জীব, চিত্ত, বুদ্ধি, বাসনা, এ সমস্তই সঙ্কল্পের রূপভেদ মাত্র।

ভক্ত—প্রভু! দীন দরিদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া মহারাজা পর্য্যন্ত, সকলেই আমার ন্যায় ধন-জনাদি নানা প্রকার বস্তুর অত্যন্ত অভাব জন্য অশান্তিতে কাল কাটাইতেছে। সকলেই আরও অত্যধিক পরিমাণে ঐ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল বিষয়-সম্পদ লাভ করিয়া সুখী হওয়ার জন্য গভীর চিন্তাযুক্ত হইয়া আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া থাকে। আবার কেহ বহু চেষ্টার ফলে সে সকল ধন-জনাদি প্রাপ্ত হইয়াও সুখী হইতে পারে না, বরং সেই সকল বিষয় রক্ষণাবেক্ষণের চিন্তায় তাহাদের অশান্তির মাত্রা আরও বৃদ্ধিই পাইয়া থাকে। ইহার কারণ কি ?

মহাঃ—এই জগতে যে যা' চায়, সে তা'র বেশী আর পায় না ; কিন্তু যে কিছুই চায় না, সে সমুদায় প্রাপ্তব্য বস্তুই পাইয়া থাকে এবং সর্ব্বশেষ সত্য ও পরমানন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম বস্তুও তাহার লাভ হইয়া থাকে। বৎস ! এই সংসার এক প্রকার মরুভূমি। জীব ইহাতে সুখের আশায় পরিভ্রমণ করিতেছে। ইহাতে সুখ নাই, অথচ সুখের আশা করিতেছে। জীবের যে সুখতৃষ্ণাজনিত তাপ, তাহাই তাহাদের দোষের অবস্থা। যেরূপ দোষ-জ্বরগ্রস্থ রোগী জল-পিপাসায় ও তাপে কাতর ও অভিভূত হয় এবং শীতল হইবার জন্য যেখানে-সেখানে জল অন্বেষণ করে ; সেইরূপ, অজ্ঞানতা দোষে 'আমি ও আমার' অভিমানরূপ দোষজ্বর উপস্থিত হওয়ায় জীবসকল সুখতৃষ্ণায় ও তজ্জনিত তাপে অভিভূত হইয়া সুখতৃষ্ণা ও তাপ নিবারণার্থ সংসার-মরুভূমে সুখের অন্বেষণ করিতেছে ; অথচ তাহা পাইতেছে না। সুতরাং তাহাদের তাপ-শান্তিও হইতেছে না ; বরং যতই দিন যাইতেছে ততই আরও শোকে-তাপে জর্জ্জরিত হইতেছে। হে সুবুদ্ধে ! মরুভূমির তত্ত্ব অনভিজ্ঞ কোন তৃষ্ণার্ত পথিক মরুভূমির নিকট দিয়া যাইতেছিল। তখন সে সেই মরুভূমিকে বিস্তৃত নদী মনে করিয়া, 'এই উত্তম স্রোত-জল পান করিয়া আমি শান্তি লাভ করিব' এই আশায় দ্রুত বেগে সেই দিকে ধাবিত হইল। সেই অজ্ঞ পথিক ক্রমে যতই মরুভূমির মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল, ততই তাহার পিপাসার শান্তি না হইয়া, বরং ক্রমে তৃষ্ণা আরও বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল। পরে বহু দূরে যাইয়া সেই মরুভূমিতেই, মূর্খ পথিক জলের অভাবে দারুণ পিপাসায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছটফট্‌ করিতে করিতে 'জল জল' বলিয়া প্রাণ হারাইল। ঠিক তদ্রূপ, তোমরা এই সংসার-মরুভূমির তত্ত্ব অনভিজ্ঞ মানবগণও অতৃপ্ত ভোগ-পিপাসার তাড়নায়, এই সংসার-মরু স্থিত অস্তিত্বহীন বস্তুগুলি ভোগ করিয়া অবিচ্ছিন্ন শান্তি-সুখের আশায় দ্রুত বেগে সংসার-মরুভূমে ছুটাছুটি করিতেছ। আর তাহাতে তোমাদের ভোগ-পিপাসার শান্তি না হইয়া, বরং সেই পিপাসা দিনে দিনে আরও বর্দ্ধিতই হইতেছে। অবশেষে তোমরা অন্তিমকালে রাশি-কৃত অতৃপ্ত ভোগ-পিপাসায় ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে এবং স্ত্রী-পুত্র, ধন-জনাদির জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে 'এ জীবনে কোন শান্তি পাইলাম না' এই বলিয়া দেহ ত্যাগ করিতেছ। বৎস! এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে স্ত্রী-পুত্র, ধন-সম্পদাদি যত প্রকারের ভোগ্য বস্তু তোমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে, উহাদের কাহারই এমন শক্তি নাই যে, তোমার দুঃখ দূর করিয়া তোমাকে সুখী করিতে পারে। যেমন মরুভূমির মরীচিকায় জলের ভাণ হয় সত্য, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তথায় জল বলিয়া কোন বস্তুই নাই। কাজেই নাই বস্তু কি প্রকারে অন্যের শান্তি বিধান করিবে? ইহা যেমন অসম্ভব, তোমার স্বপ্ন-লব্ধ রাজত্বে যেরূপ তোমার দরিদ্রতা দূর করিতে পারে না; অশ্বডিম্ব যেমন ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে অসমর্থ; ঠিক সেরূপ জাগতিক ভোগ্য বস্তু সকলও তোমার দুঃখ দূর করিয়া তোমাকে শান্তি দিতে কিছুতেই সমর্থ হইতে পারে না। স্বপ্ন-লব্ধ রাজত্বা-দির অস্তিত্ব মাত্র ততক্ষণ, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার স্বপ্ন ছিল। কেবল স্বপ্নকাল পর্য্যন্তই ঐ সকল বস্তু সত্য সত্যই আছে বলিয়া মনে ভ্রান্ত ধারণা করিয়াছ। এই জাগতিক যাবতীয় বস্তুও ঠিক তদ্রূপ। অর্থাৎ যত দিন তোমার মায়া-স্বপ্নাবস্থা (অজ্ঞানতা) দূর না হইবে, তত দিন পর্য্যন্তই উহা 'সত্য' বলিয়া তোমার নিকট প্রতীয়মান হইবে, তাই সত্য-জ্ঞানেই ব্যবহার করিতেছ। কিন্তু তাহাতে ভোগ-পিপাসা হ্রাস না হইয়া বরং দিনে দিনে বৃদ্ধিই প্রাপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে, ইহা ধ্রুব সত্য। কারণ, যে বস্তুর নিজের কোন অস্তিত্বই নাই, সে কি প্রকারে অন্যের অভাব দূর করিবে? ছায়া চিত্র (সিনেমা) অথবা ম্যাজিক দেখিবার সময় যেমন লোকেরা মোহে এত অভিভূত হইয়া পড়ে যে, 'ইহা কি দেখিতেছি? ইহা সত্য, কি মিথ্যা?' এই বিচার করিবার শক্তিও তখন তাহাদের থাকে না; জগতের জীব সকলও সেইরূপ মায়িক জগত দেখিয়া এত মোহাভিভূত হইয়া পড়িয়াছে যে, 'এই যে মায়াকল্পিত জগত দেখিতেছি, ইহা সত্য, কি মিথ্যা?' এই বিচার করিবার শক্তিও তাহাদের লোপ পাইয়াছে। তাই লোকেরা এই মায়িক বস্তু দ্বারা সুখ-শান্তি পাইবার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু তাহাতে শান্তি না হইয়া বরং বিষয়-সম্পদ যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, অশান্তির মাত্রাও ততই দিনে দিনে পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে।

আত্মনাশিনী, উন্মাদকারী চিন্তা পরিত্যাগ করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন, মতিমান্ ব্যক্তিরা কখনও এই চিন্তা-পিশাচীকে মনে স্থান দেন না; মূর্খ লোকেরাই চিন্তার উপাসনা করিয়া থাকে। মোহ-মুগ্ধ অজ্ঞান ব্যক্তিরাই প্রতিনিয়ত নিজের ভাগ্যকে নিন্দা করে। তাহারা ধন-সম্পত্তি, পুত্র-কলত্র লাভের নিমিত্ত সর্ব্বদাই ব্যাকুল। কিরূপে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইবে, কত দিনে বিধাতা প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে অনুরূপ পুত্র প্রদান করিবেন, কিরূপে প্রিয়তম ভার্য্যা লাভ করিয়া মনের সুখে কালাতিপাত করিবে, এই সকল চিন্তাই তাহাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা বলবতী। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাহারা জীবনে কখনও নির্ম্মল সুখ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। তাহাদের জীবন কেবল দুঃখ ভোগেই অতিবাহিত হইয়া থাকে। হীন-বুদ্ধি লূতার ন্যায়, তাহারা সংসার-জালে আবদ্ধ হইয়া আজীবন অসীম যাতনারাশি ভোগ করে; মৃত্যুকালেও তাহাদের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হয় না। এ জগতের অনিত্যতা সম্বন্ধে তাহারা একেবারে অন্ধ। সেই মোহাচ্ছন্ন, হতচেতন ব্যক্তিরা ভ্রমেও চিন্তা করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না যে, এই মুহূর্ত্তে যাহাকে 'আমার' বলিয়া জ্ঞান করিতেছে, আত্মীয় জ্ঞানে যাহার অনুগত হইয়া আছে, মায়া-পাশে বদ্ধ হইয়া যাহার প্রতি প্রগাঢ় স্নেহ ও অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছে, পর মুহূর্ত্তেই তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। মৃত্যু-মুখে পতিত হইলে, সংসারের সমস্ত সম্বন্ধ যে একেবারেই নিঃশেষিত হইবে, তাহারা স্বপ্নেও তাহা চিন্তা করে না। কিন্তু সুপ্ত-প্রবুদ্ধের ন্যায় যাঁহাদের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, তাঁহারাই কেবল ইহ-সংসারের অনিত্যতা এবং সম্বন্ধ-বন্ধনের অলীকতা অনুভব করিতে পারেন। অতএব বৎস! এই জগত-সংসার এক প্রকার সুদীর্ঘ স্বপ্ন. জীব ইহাতে সংভ্রান্ত। এই অজ্ঞানময় গাঢ় নিদ্রা তুমি পরিত্যাগ কর। প্রবুদ্ধ হইয়া দেখ, আত্মা নির্ব্বিকল্প চেতন। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মহাপুরুষ গাহিতে লাগিলেন—

(হইনু বিদায়—সুর। বেহাগ।)

মেল আঁখি মেল, কত রবে অচেতন ?
মোহময়ী নিদ্রায় তুমি, কাটালে জীবন ॥
এই যে দেখিছ বিশ্ব, এ সকলই ভ্রম দৃশ্য।
যেমন মরুভূমে জল-ভ্রান্তি, (সেরূপ) ধন-জনগণ ॥
সঙ্গ ছে'ড়ে একা চল, তবে পাবে আত্ম বল।
বিচারশক্তি না জন্মিলে, (তা'র) বিফল জীবন ॥
তাই বলি মন বিচার ক'রে, দেখ্ না এক বার কত দূরে,
আসিয়াছ পথ ছে'ড়ে, ভুলে' নিকেতন ॥

ভক্ত—প্রভু! মানুষের এই সুখ, দুঃখ বা আনন্দ, নিরানন্দ কোথা হইতে উৎপন্ন হয় ?

মহাঃ—হে সত্যকাম! আমার কথাগুলি শুনিবার সময়, তোমার মনটাকে কেবল বহির্মুখী করিয়া রাখিলে, তুমি কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারিবে না। তোমার মনের অন্তর্নিহিত চিন্তার সঙ্গে ঐক্য করিয়া, পরে আমার কথার উপর প্রশ্ন করিও; নতুবা এ সকল বিষয় উত্তম রূপে বুঝিতে পারিবে না। মানুষের যে বিষয়-যোগে ক্ষণিক শান্তি ও বিয়োগে অশান্তি ঘটিয়া থাকে, সেই শান্তি-অশান্তি বা সুখ-দুঃখাদি বিষয়ে নিহিত নয়। ঐ সকল সুখ-দুঃখাদি প্রত্যেকের নিজের অজ্ঞ মনই কল্পনাবলে সৃষ্টি করিয়া লইয়া, পরে নিজেই তাহা ভোগ করিয়া থাকে। যেমন স্বপ্নকালে মন নিজেই কল্পনাবলে ব্যাঘ্র সৃষ্টি করিয়া, পরে নিজেই তদ্দর্শনে ভীত হইয়া চীৎকার করতঃ অশান্তি ভোগ করে। একই বিষয়, যাহা অদ্য সুখকর বা শুভজনক বলিয়া বোধ হইতেছে, কল্য তাহাই আবার অসুখকর বা অশুভ বলিয়া বোধ হইতে পারে। মনে কর, গত কল্য যে সন্দেশ খাইয়া তুমি অত্যন্ত আনন্দ বোধ করিয়াছিলে, অদ্য তোমার পুত্রের মৃত্যু সংবাদ পাওয়ায়, সেই সন্দেশই তোমার নিকট বিস্বাদ বোধ হইতেছে। অদ্য ঠিক সেই সন্দেশই তুমি খাইয়া শান্তি পাওয়া দূরে থাকুক, উহা খাইবার জন্য তোমার স্পৃহাও জন্মিতেছে না। কারণ, তোমার মন নিজের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করিয়া লওয়ার দরুণ ঐ জিনিষে তাহার অরুচি জন্মিয়াছে। এখন ঐ সন্দেশের এমন শক্তি নাই যে, তোমার মনের এই অশান্তিকে দূর করিয়া দিয়া, সন্দেশ খাইতে স্পৃহা জন্মাইয়া তোমাকে শান্তি দেয়। সুতরাং বস্তুগুলি যখন তোমার মনের পছন্দ মত বা রুচিজনক হয়, তখনই তাহা সুখ বা শান্তিদায়ক বলিয়া মন গ্রহণ করে; আর যখন অপছন্দ হয় বা অরুচি জন্মে, তখনই তাহা দুঃখ বা অশান্তি দায়ক বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে। সুতরাং মানুষের আনন্দ-নিরানন্দ, শান্তি-অশান্তি সমস্তই নিজের মানসিক অবস্থার উপরেই নির্ভর করে। যখন মনে আনন্দ থাকে, তখন বিষয় ভোগ করিয়া মনে হয় যেন, বিষয়গুলিই আনন্দদায়ক; আর, যখন মনে অশান্তি থাকে, তখন সেই সকল বিষয় ভোগ করিয়াও মনে হয় যেন, বিষয়গুলিই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অশান্তিদায়ক। অতএব শান্তি-অশান্তি বা আনন্দ-নিরানন্দ এ সমস্তই মনঃকল্পিত। উহা মন হইতেই উৎপন্ন হয় এবং যতক্ষণ স্থিত থাকে ততক্ষণ মনেই থাকে, পরে উহা মনেই বিলীন হইয়া যায়। নদীর ঢেউ যেরূপ নদী হইতে উঠিয়া নদীতেই স্থিত থাকে এবং পুনরায় নদীতেই বিলীন হইয়া যায়,—ইহাও ঠিক তদ্রূপ। আরও দেখ, ভোজন কর,—আনন্দ; অর্থোপার্জ্জন কর,—আনন্দ; স্ত্রী-পুত্রকে নানা প্রকার গহনা ও পোষাক দ্বারা সাজাও, তাহাও আনন্দ। কিন্তু এই আনন্দ কোথা হইতে আসিল? তোমার মনের ভিতর হইতেই এই আনন্দ উত্থিত হইয়াছে, বাহিরের বিষয় হইতে আসে নাই। এই ভাবে আনন্দ-নিরানন্দ মনের ভিতরেই থাকে, বাহ্যিক বিষয় যোগে তাহা বাহিরে প্রকাশ পায় মাত্র। বৎস! কেবল সুখের সংসার বা কেবল দুঃখের সংসার থাকিতে পারে না; কারণ সুখহীন দুঃখ, আর দুঃখহীন সুখ কোথাও থাকে না। যেহেতু সুখ ও দুঃখ নামে দুইটী বস্তু নাই, প্রকৃত পক্ষে উহা একেরই বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। তাই এই জগত মঙ্গল ও অমঙ্গল বা সুখ ও দুঃখের মিশ্রণ। সুতরাং সংসারের দুঃখ, অশান্তি, অশুভ নিবারণ করিতে হইলে, সুখ, শান্তি, শুভ নিবারণই তাহার একমাত্র উপায়; এতদ্ভিন্ন ইহার আর কোনও উপায়ান্তর নাই; ইহাই স্বতঃসিদ্ধ। অতএব তোমাদের সুখ-দুঃখের মূল কারণই তোমাদের মন। এই মনকে শান্ত করিতে পারিলেই শান্তি পাইবে। আত্মতত্ত্ব জ্ঞান ব্যতীত কিছুতেই মন শান্ত হয় না।

ভক্ত—প্রভু! এখন বুঝিতে পারিলাম যে, বিষয়-ভোগ-বাসনা ত্যাগ করিতে না পারিলে কিছুতেই সংসার ত্যাগ হয় না। কিন্তু এই ধন-জনাদি ভোগ্য বস্তু পরিবেষ্টিত সংসারে থাকিয়া, কি প্রকারে এই বিষয়-বাসনা ত্যাগ করতঃ মন-প্রকৃতির হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারিব, সেই পথই আমাকে দেখাইয়া দিন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাঃ—হে সত্যকাম! তুমি যতই তোমার মন-প্রকৃতির হাত হইতে পলায়নের চেষ্টা করিবে, সেই প্রকৃতিও ততই তোমার অনুসরণ করিবে। তখন তুমি যদি সেই প্রকৃতির প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না কর, তবে সে তোমার দাসী হইয়া তোমার সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে। যাহার মনে বিচারশক্তি নাই, সে কখনও বিষয়-ভোগ-বাসনা ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। সদ্‌ বিচার দ্বারা জ্ঞান জন্মিলেই মন-প্রকৃতির হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, তদ্ভিন্ন অজ্ঞানীর মন কখনও শান্ত ভাব ধারণ করিতে পারে না। একমাত্র আত্মজ্ঞ মহাপুরুষের সঙ্গগুণেই মনে বিচারশক্তি জন্মিয়া থাকে। অতএব তুমি সৎসঙ্গে থাকিয়া মনে বিচারশক্তি জন্মাইতে প্রাণপণে চেষ্টা কর। হে সুমতে! এই চিত্ত বা মনোনাশের আর একটী উপায় তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার পরে যাহা হইবে, তাহার অনুসন্ধান (অর্থাৎ অতীত ও সুদূর ভবিষ্যৎ চিন্তা) করিও না। কেবল ক্ষণকালের নিমিত্ত বাহ্য-বুদ্ধিতে বর্ত্তমান বিষয়েরই (উপস্থিত কাজেরই) চিন্তা করিবে। এইরূপ করিতে করিতে তোমার চিত্ত ক্রমেই অচিত্ত হইবে, অর্থাৎ কল্পনাবিহীন হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং তখন জাগ্রত কালেও তুমি সুষুপ্তের ন্যায় শান্তিতে অবস্থান করিতে পারিবে, অর্থাৎ বিষয়-চিন্তা নিরস্ত থাকিবে। কাজেই তখন সংসার তোমার নিকট সুখময় বলিয়া বোধ হইবে। বরাহোপনিষদ্‌ও বলিয়াছেন,—

অজ্ঞস্য দুঃখৌঘময়ং জ্ঞস্যানন্দময়ং জগৎ।

অর্থাৎ—"এই সংসার অজ্ঞের নিকট দুঃখবহুল এবং জ্ঞানীর নিকট সুখপ্রদ।"

ভক্ত—প্রভু! আমার জন্মাবধি এই সুদীর্ঘ কালের সঞ্চিত বিষয়-ভোগ-পিপাসা, কেবল সৎসঙ্গে ও সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণেই এত সহজে ত্যাগ হইবে কি প্রকারে? ইহার তাৎপর্য্য আমি বুঝিতে পারিলাম না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাঃ—এই বিষয়ে একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবে। তোমার ঐ ভোগ-বাসনা ত্যাগ করিবে কে?—তোমার মন। সেই মন কখনও দুঃখ বা অশান্তি চাহে না, সর্ব্বদাই সে কেবল সুখ-শান্তির অন্বেষণ করিয়া বেড়ায় এবং ইহাই মনের স্বভাব। চিন্তা করিয়া দেখ, 'আমি যেন দরিদ্র হই, আমার যেন পা দু'খানা খোঁড়া হয়, চোখ দু'টী অন্ধ হয়, আমার যেন চেহারা কুৎসিৎ হয়' ইত্যাদি ভাবে কাহারও মন প্রার্থনা করে কি? বরং সকলেই উহার বিপরীত প্রার্থনা করিয়া বলে, 'আমার যেন দশেন্দ্রিয় সবল থাকে এবং সুপুষ্ট সুশ্রী চেহারা হয়, আমার যেন ধনৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ থাকে এবং আমার যেন সুন্দরী স্ত্রী হয়' ইত্যাদি। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছ যে, মানুষের মন যে বিষয়ে সুখ অপেক্ষা দুঃখের ভাগ বেশী দেখে, সেই বিষয় সর্ব্বদা ত্যাগ করিয়া, সুখদ বিষয়ের জন্যই লোলুপ হয়। এই জগতে মন যত রকম কার্য্য করে, তাহা সমস্তই সুখের আশায় করিয়া থাকে বটে, কিন্তু বিচার করিলে দেখা যায় যে, জাগতিক বিষয় ভোগে দুঃখই অসীম, সুখ পরমাণু-পরিমাণ মাত্র। সর্ব্বক্ষণই সুখ দুঃখকে বিনাশ করে এবং দুঃখ সুখকে বিনাশ করে। এ জন্যই সুখকামী ব্যক্তি চির দুঃখী; সে কখন কোথায়ও শান্তি পায় না। এ বিষয়ে পূর্ব্বেও তোমাকে বলিয়াছি। অতএব ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর উপদেশ শ্রবণ করিতে করিতে তোমার মনে বিচারশক্তি জন্মিলে, বিষয়-বিচার দ্বারা তখন তোমার মন বিষয়ের মধ্যে দুঃখের ভাগই বেশী দেখিবে; কাজেই তখন মন স্বইচ্ছায়ই ঐ বিষয়-বাসনা ত্যাগ করিবে। এতদ্ভিন্ন জোর পূর্ব্বক ধমকাইয়া বা প্রহার করিয়া অথবা লক্ষ লক্ষ বার মালা জপ করাইয়াও গুরু শিষ্যকে ভোগ-বাসনা ত্যাগ করাইতে কখনও সমর্থ হন না।

ভক্ত—হে ভগবন্! বিচার কাহাকে বলে, তাহা আমাকে বলুন।

মহাঃ—বৎস! কোনও দ্রব্যের সত্যত্ব, মিথ্যাত্ব, দোষ-গুণ বা ভাল-

CC0. In Public Domain. Sri Şri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্দাদির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া চলার নামই 'বিচার'। পক্ষান্তরে, ঐ সকল কোন কিছুর প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, কেবল বস্তুর আশুকারিতা দেখিয়াই তাহাকে সত্য বা উত্তম জ্ঞানে গ্রহণ করা, পূর্ণ অজ্ঞতার বা অবিচারের কার্য্য। একটী দৃষ্টান্ত দেখ। পাঁচ জন পথিক পিপাসিত হইয়া কোন গৃহস্থের বাড়ীতে উপস্থিত হইল এবং বলিল "মহাশয়! আমরা অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত, শীঘ্র পানায় জল দিয়া আমাদের শান্তি বিধান করুন"। তখন তাহাদের পিপাসা নিবারণের জন্য গৃহস্থ ঠাণ্ডা জল আনিয়া দিলেন। উহাদের মধ্যে চারি জন পথিক সেই ঠাণ্ডা জল পান করিয়াই সাময়িক শান্তি লাভ করিল এবং বাকি অপর পথিক বলিল, "ভাই! আমায় গরম জল দাও"। ইহা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল, কিন্তু গৃহস্থ তাহাকে গরম জলই আনিয়া দিলেন। তখন সেই পিপাসিত পথিক সামান্য গরম জল পান করিয়াই তৃপ্ত হইয়া শান্তিতে বসিয়া রহিল; পুনরায় আর তাহার পিপাসার উদ্রেক হইল না। কিন্তু যে চারি জন পথিক ঠাণ্ডা জল পান করিয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকেরই পুনরায় বারে বারে পিপাসা হওয়ায়, তাহারা পুনঃ পুনঃ সেই ঠাণ্ডা জল পান করিতে লাগিল, কিন্তু তথাপি তাহাদের পিপাসার শান্তি হইল না, বরং পেটের মধ্যে অত্যধিক পরিমাণে জল যাওয়াতে তাহাদের আরও বেশী অশান্তির সৃষ্টি হইল। পিপাসার সময় ঠাণ্ডা জল পান করিতে আপাত মধুর লাগে বটে, কিন্তু উহাতে পিপাসার শান্তি না হইয়া, উহা আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে; আর পিপাসার সময় গরম জল পান করিতে সুস্বাদু না লাগিলেও, সামান্য পরিমাণে গরম জল পান করিলে সহজেই পিপাসার শান্তি হয়। এই তত্ত্ব বিস্তারিত রূপে জানিতে পারিয়াই সুবুদ্ধিমান্ বিচারশীল পথিক সামান্য পরিমাণ গরম জল পানে শান্তি লাভ করিয়াছিল। পক্ষান্তরে অন্য বিচারহীন, অজ্ঞ পথিক-চতুষ্টয় এইরূপ গরম জলের তত্ত্ব অবগত না থাকায়, তাহারা ঠাণ্ডা জলে আপাত মধুর স্বাদ পাইয়া তাহা পুনঃ পুনঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পান করিয়াও তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া শান্তি লাভ করিতে পারে নাই। এই জগতও ঠিক ঐ রূপ। ধনী, গরিব, বিদ্বান্, মূর্খ বা সুন্দর, কুৎসিত ইত্যাদি জগত-সংসারে যত প্রকারের মানুষ আছে, তাহারা সকলেই চাহে আপাত মধুর বিষয়-সম্পদ দ্বারা দুঃখের একান্ত নাশ করিয়া দিয়া অবিচ্ছিন্ন সুখ ভোগ করিতে। উক্ত সংসারীদের মধ্যে যদি কোন বুদ্ধিমান্ জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন যে, "বিবেক-বৈরাগ্য ব্যতীত সুখ-শান্তি প্রাপ্তির অন্য কোন পথ নাই" তখন আপামর সাধারণ জনগণ এই বিবেক-বৈরাগ্যের নাম শুনিয়াই ভীত ও চমকিত হইয়া উঠে,—যেরূপ পিপাসার সময় গরম জল পান করার কথা শুনিয়া অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা চমকিত হইয়াছিল। তাই জগতের সর্ব্বত্রই ধীমান্ তত্ত্বজ্ঞগণ ধন-জনাদি বিষয়রূপ ঠাণ্ডা জল দ্বারা ভোগ-পিপাসার তৃপ্তি করিতে চেষ্টা না করিয়া, বিবেক-বৈরাগ্যরূপ গরম জল পান করিয়াই ভোগ-পিপাসার তৃপ্তি করিয়া গিয়াছেন ও করিতেছেন। পক্ষান্তরে, অবিবেকিগণ আমরণ-কাল পর্য্যন্ত বিষয় উপভোগ করিয়াও, পিপাসায় ঠাণ্ডা জল পানের ন্যায়, কোনই শান্তি পাইতেছে না। মনে কর, তুমি লটারি খেলাতে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাইলে, তখন তোমার মনে আনন্দ হইল। এই টাকা তোমার হাতে আসিবার পূর্ব্বে যখন অন্যের নিকট ছিল, তখন উহা তোমাকে আনন্দ দিত না, কিংবা এই টাকা ব্যয় হইয়া বা চুরি হইয়া অন্যের নিকট গেলেও উহা তোমাকে আনন্দ দিবে না। তুমি বিবাহ করিয়া সুন্দরী স্ত্রী পাইলে; তখন সেই স্ত্রী তোমাকে আহার-বিহারাদিতে আনন্দ দিতে লাগিল। বিবাহের পূর্ব্বে এই স্ত্রী-লোকটী তোমাকে কোন আনন্দই দান করিত না এবং যদি এখন এই স্ত্রী অন্যে হরণ করিয়া নেয়, বা দেহত্যাগ করিয়া দেহান্তরে গমন করে, তবে তখনও সে তোমার আনন্দদায়িনী হইবে না। ঠিক এই ভাবে ধন-সম্পদাদি যে কোন বস্তুর কথাই বল না কেন, বস্তু যে সময়ে পাওয়া যায়, মাত্র সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সময়েই তাহা লোকের আনন্দদায়ক হয়, তাহার পূর্ব্বে ও পরে তাহা তুষ্টিজনক হয় না; এই সত্য তত্ত্ব সকলেই বিদিত আছে। অতএব ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছ যে, বৈষয়িক সুখ মাত্রেই ক্ষণিক। যাহারা বিষয়-সুখের ক্ষণিকত্বে দৃঢ় নিশ্চয় করিয়াছে, কি জন্য তাহারা ক্ষণিক সুখে আসক্ত হইবে? যাহারা অজ্ঞ, তাহারাই বিষয়-সুখে মগ্ন হয়,—বিজ্ঞগণ নহে। পীঠমালা তন্ত্রও বলিতেছেন,—

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তো বিরসা ন তেষু রমতে বুধঃ॥

অর্থাৎ—"বিষয় হইতে যে সুখ সমুদ্ভূত হয়, তৎসমস্তই দুঃখের হেতু। কারণ, তাহাদের আদি ও অন্ত আছে এবং তাহারা পরিণাম-বিরস; এই জন্যই বিবেকী ব্যক্তি তাহাতে আসক্ত হন না।" বৎস! এই ভাবে বিচার ব্যতীত অন্য গতি নাই। জ্ঞানিগণ অশুভ নিবারণের জন্য বিচার ব্যতীত অন্য কোন উপায় অবলম্বন করেন না। তাঁহারা বিচারবলেই সমস্ত অশুভ বিদূরীত করিয়া শুভ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হন। কারণ একমাত্র বিচারেই মোহ পলায়ন করে। বিচার দ্বারা পরিজ্ঞাত-আত্মতত্ত্ব ব্যক্তিকে কি ব্রহ্মা, কি বিষ্ণু কি মহেশ্বর সকলেই অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। 'আমি কে? এ সকলই বা কি?' যাবৎ না এই দুই বিষয়ের বিচার উদিত হয়, তাবৎ এই অন্ধকারোপম সংসারাড়ম্বর বিদ্যমান থাকে। যেমন সূর্য্য-কিরণে বরফ দ্রব প্রাপ্ত হয়, তাহার ন্যায় বিচার দ্বারা সংসার-কল্পনা বিলীন হইয়া যায়।

হে সুমতে! এই সংসার অনিত্য ছায়াবাজী মাত্র। ফল কথা, সংসারে প্রকৃত সুখ কোথায়? একে ত জঠরের চিন্তা, তদুপরি ইন্দ্রিয় সমূহের দারুণ উপদ্রব, কামের দুঃসহ তাড়না, ভোগ-তৃষ্ণার ভীষণ আকৃতি লোভের অসহ্য বিক্রম প্রভৃতি অনিবার্য্য উপদ্রবে সাধারণের সুখ ত কিছুই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিলক্ষিত হয় না। যে অনিত্য সুখ নয়ন-সম্মুখে দৃষ্ট হয়, তাহা স্বপ্নবৎ অলীক ও অসার। সকলকেই সুখের জন্য লালায়িত এবং সুখ লাভের জন্য অহরহ যত্নবান দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কাহারও ভাগ্যে ত সুখ প্রসন্ন নহে! দৈবাৎ প্রসন্ন হইলেও ক্ষণকালের জন্যই তাহাকে উন্মত্ত করিয়া থাকে মাত্র। সংসারে রোগ, শোক, দুঃখ, পরিতাপ, নিধন, ক্রন্দন, ভয়, শঙ্কা, সন্দেহ, মোহ প্রভৃতি পরম্পরাই নিয়ত দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এইরূপ বিষময় সংসারের অবস্থা দেখিয়াই তুলসীদাসজী বলিতেন,—

অর্ব্ব খর্ব্ব লো লচ্ছমি, উদয় অস্ত লো রাজ।
তুলসী যো নিজ মরণ হ্যায় আওয়ে কেহি কাজ॥

অর্থাৎ—"অর্ব্বুদ সংখ্যক ও খর্ব্ব সংখ্যক পর্য্যন্ত অর্থ এবং উদয়াস্ত যাবৎ রাজ্য ভোগকারী নৃপতিরই বা সুখ কোথায়? সুখ ত কাহারও দৃষ্ট হয় না। এই জন্য তুলসীদাস বলিতেছেন, যখন আপনার মৃত্যুই নিশ্চিত, তখন এই রাজ্য বা অর্থে কোন ফলই দেখিতে পাই না।" হে সুবুদ্ধে! চির তরে দুঃখের একেবারে বিনাশ করিয়া দিয়া, অবিচ্ছিন্ন পরম শান্তি পাইবার জন্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই সর্ব্বদার তরে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু কি ভাবে যে দুঃখের নাশ হইয়া কোথা হইতে সেই সুখের আবির্ভাব হইবে, তাহা কেহই জানে না এবং জানিতে ইচ্ছাও করে না। বিবেক-বৈরাগ্য যাঁহার আছে, জগতে তিনিই সর্ব্ব বিষয়ে বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি এবং চির সুখী। সংসারে কি প্রকারে সুখ-শান্তি লাভ হইতে পারে, একমাত্র তিনিই তাহার সন্ধান পাইয়াছেন। বৎস! স্মরণ করিয়া দেখ, শিশুগণ নাটক বা যাদুবিদ্যা দেখিতে গেলে তাহার রসাস্বাদন করিয়া আনন্দ ভোগ করিতে পারে না, কারণ ঐ সকল দৃশ্যের তত্ত্ব তাহারা কিছুই জানে না। বরং শিশুগণ ঐ সকল ঘটনাস্থলে গেলে নানা প্রকার কলহ ও রোদন করিয়া অন্যান্য বোদ্ধা দর্শকগণের আনন্দে বিঘ্ন জন্মায়। ঠিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তদ্রূপ জগতের তত্ত্বজ্ঞানহীন অজ্ঞান শিশুগণও এই জগতরূপ নাট্যশালার নাটক অথবা মায়ার যাদুবিদ্যা দেখিয়া তাহার রসাস্বাদন করিয়া আনন্দ ভোগ করিতে পারে না, কারণ জগতের সত্য তত্ত্ব তাহারা কিছুই বিদিত নয়। বরং ঐ সকল অজ্ঞানিগণ 'ধনং দেহি, জনং দেহি' রবে চীৎকার করিয়া এবং অর্থ-নাশ ও স্বজন-বিয়োগের শোকে রোদন করিয়া জগতের তত্ত্বাভিজ্ঞ জ্ঞানীদের অশান্তির সৃষ্টি করে। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মহাপুরুষ গান ধরিলেন,—

(বিষধর নহ তুমি—সুর। আলাহিয়া।)

সুখ তরে লালাইত, সব জীব ঘরে ঘরে।
কিন্তু সবে মনে মনে, দুঃখজনক কর্ম্ম করে॥
ধন-জনে মমতা র'য় যা'র, চিরকাল অশান্তি হয় তা'র।
আপন হৃদে সুখ-শান্তি হয়, মমত্বহীন হ'লে পরে॥
বিষয়ে যে ক্ষণিক সুখ হয়, মন হ'তে তাহার উদয়।
সুখ-দুঃখ মনেতে স্থিত, সাধারণ তা' বুঝতে নারে॥
জীবন-সন্ধ্যা হয়ে এল, আর কোথা সুখ খুঁজবে বল?
সর্ব্ব বস্তুর আধার মন তুই, বিচার ক'রে চল রে ঘরে॥

ভক্ত—প্রভু! আপনি ত্যাগী মহাপুরুষ। আমরা গৃহিগণ এই সকল বিষয়ের আকর্ষণ ছাড়িতে, অর্থাৎ—মমত্ব-বন্ধন মুক্ত হইতে পারিতেছি না কেন? দয়া করিয়া তাহাই আমাদিগকে বুঝাইয়া বলুন।

মহাঃ—বৎস! তোমাদের সাধারণের এখনও সেই বন্ধনের যথার্থ বোধই হয় নাই। যাহার বন্ধন বোধ হইয়াছে, তাহার কখনও বন্ধন থাকিতে পারে না। এই বন্ধনটা কি? একটা ভ্রম-জ্ঞান মাত্র। যেমন, রজ্জুতে সর্প-ভ্রম, স্থাণুতে পুরুষ-ভ্রম, স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুতে সত্যত্ব-বোধ। আমি রজ্জুতে সর্প দেখিতেছি, বা স্থাণুতে পুরুষ দেখিতেছি, অথবা আমি স্বপ্ন দেখিতেছি, এইরূপ জ্ঞান হইলে কি তাহার আর সেই ভ্রম বা বন্ধন থাকিতে পারে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কখনও থাকিতে পারে না। এই মায়া-বন্ধনও ঠিক তদ্রূপই জানিবে। পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে, একমাত্র বিচারবলে বিশেষ-দর্শন দ্বারাই এই মায়া বা মমত্ব-বন্ধন বিদূরিত হয়। কিন্তু এই জাগতিক বস্তুর সত্য-মিথ্যার বোধ এবং মনের দোষ-গুণ বিচারের শক্তি তোমাদের নাই। বিষয়রূপ যে বিষ, তাহা দোষাংশে কৃষ্ণসর্প অপেক্ষাও অতি তীব্র। কারণ, সর্পে দংশন না করা পর্য্যন্ত বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হয় না, কিন্তু বিষয়-বিষ কেবল দর্শন মাত্রই দর্শকের নাশ সাধনে সমর্থ হয়। এই সকল সূক্ষ্ম বিষয়ের বিচার তোমাদের মনে উদিত হয় না বলিয়াই, তোমরা বিষয়ের আকর্ষণ ছাড়িতে পারিতেছ না। তাই মায়া-মরীচিকায় পড়িয়া ঐ সকল মিথ্যা বস্তু ভোগের দ্বারা সুখ-শান্তি পাওয়ার আশায় লালায়িত হইয়াই তোমরা সেই মিথ্যা বিষয়ের দিকে সর্ব্বক্ষণ ধাবিত হও। কাজেই, যদি তোমাদের মনে সদসৎ বিচারের শক্তি জন্মাইয়া, বস্তুর সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করিতে পার, তবে ঐ সকল মিথ্যা বিষয়ের এমন কোন শক্তিই নাই যে, তোমাদিগকে মোহিত করিতে পারে। বৎস! এই সংসার-গতি অতি বিচিত্র এবং ইহার অন্ত অর্থাৎ শেষ নাই। ইহার প্রবল দোষ এই যে, জীব যাবৎ এই সংসারে অবস্থান করে, তাবৎ 'এই দেহই আমি' এইরূপ অভিমান ত্যাগ হয় না। দেহাভিমান ত্যাগ না হইলেও আত্মবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান হয় না। আত্মবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান না হইলেও নিজের স্বরূপ অনুভূত হয় না, তাই জীব মুক্ত হইয়া শান্তিও পায় না।

বৎস! তুমি যে আমাকে 'ত্যাগী' বলিলে, ত্যাগী কাহাকে বলে, জান কি? জগতে সমস্ত লোকেই ধানের অসার বস্তু তুষ ত্যাগ করিয়া, চাউল গ্রহণ করে; কলার উপরের খোসা ত্যাগ করিয়া, ভিতরের কলা গ্রহণ করে; নারিকেলের ছোবড়া ও খোলা ত্যাগ করিয়া, ভিতরের শাঁস গ্রহণ করে। সর্ব্বত্রই এইরূপ বস্তুর অসার ভাগ ত্যাগ করিয়া, সার ভাগ গ্রহণ করা হইয়া থাকে এবং ইহাই জগতের স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু এই জন্য কেহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাহাকেও 'ত্যাগী' বা 'বিরাগী' বলে কি? পক্ষান্তরে, যে বস্তুর সারাংশ ত্যাগ করে, তাহাকেই লোকে 'ত্যাগী' আখ্যা দিয়া থাকে। যেমন, তোমাদের নিকট টাকা-পয়সাই সংসারের সার বস্তু বলিয়া মনে হয়; কাজেই, যদি কেহ দরিদ্রকে অর্থ দান করে, তবে তোমরা তাহাকে 'ত্যাগী' বলিয়া থাক। জগতের মহাপুরুষগণ 'ত্যাগী' নহেন। তাঁহারা স্বাভাবিক মানবের ন্যায়, এই জগতটাকে বিচার করিয়া দেখিয়াছেন যে, ইহাতে একমাত্র ধর্ম্ম বা আত্মাই সার বস্তু; তদ্ভিন্ন নাম ও রূপ অসার। কাজেই মহাপুরুষগণ এই জগত-সংসারের নাম-রূপের মোহে না পড়িয়া, নারিকেলের ছোবড়া ও খোলা ত্যাগ করিয়া অন্তরস্থ নারিকেল গ্রহণ করার ন্যায়, অসার নাম-রূপকে ত্যাগ করিয়া, অন্তরস্থ ধর্ম্ম বা আত্মাকেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। আর, তোমরা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে জগতের কোন বিচার না করিয়া, নারিকেলের রসহীন ছোবড়া কামড়াইবার ন্যায়, ভোগ্য-বস্তু পাওয়া মাত্রই নির্ব্বিচারে রূপের ছোবড়া ভোগ করিতে থাক, তাই তোমরা এত দুঃখ-কষ্ট পাও। হে সত্যকাম! স্বপ্নদৃষ্ট নারীসঙ্গম যদ্রূপ, এই জগত-সংসারের প্রতীতিও তদ্রূপ। এই সংসার ভোগ প্রদান করে বটে, পরন্তু উহা অনিষ্ট সাধনের মূল। যেমন চিত্র-লিখিত পুষ্পোদ্যান দেখিতে সুন্দর, কিন্তু তাহা নীরস; মধুশূন্য ও গন্ধহীন; তেমনি এই জগত-সংসারও দেখিতে সুন্দর, পরন্তু রসাদি-পরিশূন্য। যেমন চিত্র-লিখিত বহ্নি দেখিতে বহ্নির ন্যায়, কিন্তু দাহিকাশক্তি শূন্য, নিস্তেজ; সেইরূপ এই বিশ্বও দেখিতে প্রকাশমান, কিন্তু সারহীন। এই জগত অসৎ (অস্তিত্বহীন) হইয়াও দীপ্তিশালী, অরস হইলেও রসাত্মক বলিয়া অজ্ঞের নিকট বোধ হইতেছে। সুতরাং হে সুব্রত! যেমন রাত্র্যন্ধ রোগীরা রাত্রিতে আলোকেও অন্ধকারের আবর্ত্ত অবলোকন করে, তাহাদের ন্যায় অজ্ঞান মানবেরাই আত্মায় এই জগত-সংসার অবলোকন করিয়া অসংখ্য শোকে-তাপে জর্জ্জরিত হয়। সংসার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তত্ত্বাভিজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞ গুরু আসিয়া যখন এই সংসার রূপ নারিকেল ফলের রূপের ছোবড়া ও নামের খোলা বাদ দিয়া, অন্তরস্থ আত্মারূপ সার বাহির করিয়া সংসার ভোগ করার কৌশল তোমাদিগকে শিখাইয়া দিবেন, তখন তোমরাও আনন্দে এই সংসার-ফল ভোগ করিতে পারিবে,—নতুবা কেবল দুঃখ হইতে দুঃখান্তরই প্রাপ্ত হইবে।

ভক্ত—প্রভু! আপনি যে বলিতেছেন, আমরা সংসারের রূপের ছোবড়া ও নামের খোলা ধরিয়া টানিতেছি; ইহার ভাবার্থ আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কৃপা পূর্ব্বক দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া বলুন।

মহাঃ—মনে কর, তোমার স্ত্রী দেখিতে অত্যন্ত সুন্দরী, এখন যৌবনাবস্থায় তাহার রক্ত-মাংস-পূর্ণ কপোলযুক্ত মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। তাহার উন্নত স্তনদ্বয় ও নিতম্বদ্বয় দেখিয়াই তোমার মন তাহার সেই দেহের রূপের মোহে মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছে। হঠাৎ সেই সুন্দরী স্ত্রীর 'মাংসক্ষয়' ব্যাধির সৃষ্টি হইল। তখন এক মাস মধ্যেই তাহার শরীরের রক্ত-মাংস শুকাইয়া গিয়া, সে অত্যন্ত কৃষ হইয়া পড়িল। এখন তাহার শরীর কঙ্কালসার হইয়াছে; হাড়ের উপরে মাত্র চামড়ার একটী আবরণ বিদ্যমান। কাজেই এখন আর তাহার দেহের সেই মাংসপেশী, উন্নত নিতম্ব ও স্তন ইত্যাদি পূর্ব্বের রূপ-লাবণ্য কিছুই নাই। এখন রক্ত-মাংসের অভাবে তাহার সেই স্তনদ্বয় শুষ্ক হইয়া বৃক্ষ-পত্রের ন্যায় ঝুলিয়া পড়িয়াছে; সর্ব্বাঙ্গের চর্ম্মগুলি শিথিল হইয়া কুঞ্চিত হইয়া গিয়াছে; অর্থাৎ এখন তাহাকে যেন ঠিক ৮০ বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধার ন্যায় দেখা যাইতেছে। সুতরাং এখন আর তোমার মন পূর্ব্বের ন্যায় তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে না। তাহার এই দুরারোগ্য ব্যাধি আর কিছুতেই আরোগ্য হইয়া পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইবে না জানিয়া, তুমি পুনরায় আর একটী যুবতী স্ত্রীকে বিবাহ করিলে। এখন এই বিষয়টী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিচার করিয়া দেখ। যদি তুমি সেই পূর্ব্ব স্ত্রীকে সত্য সত্যই ভালবাসিতে, তবে সেই স্ত্রী ত এখনও বিদ্যমান আছে, তবে তাহাকে এখন ভালবাস না কেন? যদি সত্য সত্যই সেই স্ত্রীকে দেখিয়া তোমার মন আকৃষ্ট হইত, তবে এখন তাহাকে দেখিয়া ঘৃণা বোধ হয় কেন? তাহার দেহে ত এখনও সেই স্তন, নিতম্ব ইত্যাদি সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই বিদ্যমান রহিয়াছে। তবে কোন্ জিনিষের অভাব জন্য তুমি তাহাকে ঘৃণা করিতেছ? বিচারে দেখা যাইতেছে যে, তাহার শরীরে পূর্ব্বে যে রক্ত ও মাংসপেশী ছিল, এখন মাত্র তাহারই অভাব হইয়া পড়িয়াছে,—সেই স্ত্রীলোকটীর অভাব হয় নাই। স্ত্রীলোকটীর শরীরে রক্ত-মাংসের অভাব, তাই তোমার ভালবাসারও অভাব; পুনরায় রক্ত-মাংসের ভাব হইলেই তোমার ভালবাসারও ভাব হইত। অতএব তুমি প্রকৃত পক্ষে সেই স্ত্রীলোকটীকে ভালবাস না, ভালবাস কেবল তাহার দেহের রক্ত-মাংস ও মল-মূত্র-পূর্ণ দুর্গন্ধযুক্ত নশ্বর জিনিষগুলিকে। ইহা দ্বারাই স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, তোমরা জাগতিক বস্তু বা ব্যক্তিকে অর্থাৎ তাহাদের অন্তরস্থ চৈতন্যকে ভালবাস না, ভালবাস কেবল তাহাদের বহিরাবরণ নাম-রূপের খোসাটাকে। বৎস! পূর্ব্বে যে সাহেবের নারিকেল খাওয়ার ঘটনাটি তোমাকে বলিয়াছিলাম, তাহা স্মরণ করিয়া দেখ। সাহেব যেরূপ নারিকেলের বহিরাবরণ ছোবড়াটাকে কামড়াইয়া কোনই স্বাদ পায় নাই, কেবল বৃথা পরিশ্রম করিয়া দুঃখই পাইয়াছিল, তোমরাও ঠিক সেই রূপ, জাগতিক বস্তুর নাম-রূপের খোসাটাকেই ভালবাসিয়া ভোগ করিতেছ, তাই শান্তি না পাইয়া অশান্তিই পাইতেছ। কেবল ব্রহ্মজ্ঞ গুরুই বা কি করিবেন? যে পর্য্যন্ত তোমার মন তোমার গুরু হইয়া তোমাকে এইরূপ বিচার সহ উপদেশ না করিবে, সে পর্য্যন্ত হাজার হাজার ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব আসিয়া তোমাকে উপদেশ করিলেও, কিছুতেই কিছু হইবে না। শাস্ত্রও বলেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হরো যদ্যুপদেষ্টা তে হরিঃ কমলজোঽপি বা।
তথাপি তব ন স্বাস্থ্যং সর্ব্ববিস্মরণাদৃতে॥ (অষ্টাবক্রসংহিতা)

অর্থাৎ—"মানব যতক্ষণ সমস্ত বিস্মৃত হইতে না পারে, তত কাল ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর উপদেষ্টা হইলেও সে সুখী হইতে পারে না।" অর্থাৎ 'এই আমি, ইহা আমার' এইরূপ ভেদভাব ত্যাগ এবং বিষয়-বাসনা একেবারে বিস্মৃত না হইলে যেই কেন তোমার উপদেশক হউক না, তুমি কোন রূপেই প্রকৃত সুখী হইতে পারিবে না। এ বিষয়ে পীঠমালা তন্ত্রও বলিয়াছেন,—

ন লোকস্তারয়েল্লোকঃ পুচ্ছাদ্ বৈতরণী যথা।
ইতি বিদ্বান্ সদা দেবি, তস্মিন্ তত্ত্বে স্থিরো ভবেৎ॥

অর্থাৎ—"যেমন গরুর লাঙ্গুল ধারণ করিয়া বৈতরণী পার হওয়া যায় না, তদ্রূপ মানুষ কখনও মানুষের উদ্ধার করিতে পারে না। ইহা নিশ্চয় জানিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সর্ব্বদা আত্মতত্ত্বালোচনায় মনোনিবেশ করিবেন।" বৎস! বিচার করিলে দেখিতে পাইবে যে, সুখ হইতেই দুঃখের উৎপত্তি, আবার দুঃখ হইতেই সুখের সৃষ্টি হইতেছে। বিষয়-ভোগের দ্বারা পুনঃ পুনঃ সুখের প্রার্থনাই জীবের একমাত্র দুঃখের কারণ। অর্থাৎ যে ব্যক্তি যত অধিক সুখকামী, সে তত অধিক দুঃখভাগী; কিছুতেই ইহার অন্যথা হয় না। কারণ, যে সুখের কামনা করে, সে অগ্রেই নিজ মনের মধ্যে সুখের অভাব দুঃখকে স্থান দিয়া, পরে "কোথায় সুখ, কোথায় সুখ?" বলিয়া হাহাকার করিতে থাকে। এইরূপ ব্যক্তির মন ঠিক কলুর বলদের ন্যায়। কলুর বলদ যেরূপ চোখ ঢাকা অবস্থায় একই স্থানে পুনঃ পুনঃ ঘুরিয়া মনে ভাবিতেছে যে, 'আমি বহু দূরের পথ হাঁটিতেছি', সেইরূপ অজ্ঞানাবৃত মনও দেহ-গৃহের মধ্যে থাকিয়াই কল্পনাবলে সুখের আশা-পথে বম্বে, ইংলণ্ড, আমেরিকা এবং স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল প্রভৃতি ত্রিভুবন ঘুরিয়া বেড়ায়। তাই তাহাতে তাহার দুঃখের মাত্রা হ্রাস না হইয়া, বরং দিনে দিনে আরও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। বৎস! সংসার কি? না, মোহবশে স্বাত্মবিস্মৃতি, তৃষ্ণারূপ শৃঙ্খলে বদ্ধ, কাম, ক্রোধ, ভয় প্রভৃতিতে অভিভূত, উৎপত্তি-বিনাশের অনুগামী হওয়া, বিকারী ও বিচ্ছিন্ন হওয়া, দুঃখ-দাবানলে দগ্ধ হওয়া, শোকে ক্লিষ্ট হওয়া, 'আমি অমুক, এখন এইরূপ হইয়াছি' ভাবিয়া বিকল হওয়া, দেহের উপরেই আস্থা স্থাপন এবং তদনুযায়ী দীনতাদি অনুভব করা, জীর্ণ-শীর্ণ বন্য হস্তীর ন্যায় মোহ-পঙ্কে নিমগ্ন হওয়া, বায়ুর আঘাতে লতার ন্যায় ভাবাভাব চিন্তায় চঞ্চল হওয়া, সর্ব্বদা শোকে-তাপে জলহীন মৎস্যের ন্যায় ছট্‌ফট্ করিতে থাকা; এই সকল হওয়াই সংসার-পদের বাচ্য। অতএব বুঝিবে যে, বৈরাগ্য অপেক্ষা বন্ধু এবং বাসনা অর্থাৎ সংসার অপেক্ষা শত্রু নাই। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মহাপুরুষ গাহিতে লাগিলেন,—

(বাউল-সুর।)

দুনিয়ার খেলাতে মেত না।
বিচার ক'রলে তা'তে তুমি, শান্তির লেশ মাত্র পা'বে না॥
এমনি মজা এ খেলাতে, শাস্তি হয় প্রতি দফাতে;
কেউ ফকির, কেউ রাজার বেশে, সাজা পায় সব জনা।
ধন-জনকে সত্য মে'নে, ধরেছে বন্ধু-জ্ঞানে;
মিথ্যাকে সত্য ভাবনায়, শোকে-তাপে পায় লাঞ্ছনা॥
তবুও 'দেহি দেহি' রবে, ধন-জন মাগে অজ্ঞ জীবে;
এত দাগা পেয়েও তা'দের, বিচার জন্মিল না!
জীবন-সন্ধ্যা হ'য়ে এল, মন রে! ঘরে চল;
(এই) কামিনী-কাঞ্চনের খেলায়, আত্মানন্দ মিলিবে না॥

—:০:—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্মালোচনার কাল।

ভক্ত—প্রভু! তা'হলে কি আপনি বলিতেছেন, আমাদের এই বাড়ী-ঘর ও ধনৈশ্বর্য্যাদি এবং স্ত্রী, পুত্র, মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী প্রভৃতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়গণ ইহারা কেহই কিছু নয়?

মহাঃ—হাঁ বাবা, যত দিন তোমার নিজের বিষয়ে অজ্ঞানতা থাকিবে, তত দিন পর্য্যন্ত উহারা সকলেই তোমার পরমাত্মীয় বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু যখন তোমার নিজের জ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞান জন্মিবে, তখন তুমি স্পষ্টই দেখিবে যে, তুমি (তোমার দেহ) এই জগতে একজন নট মাত্র; আর, ঐ সকল আত্মীয়গণ, কেহ মাতা, কেহ পিতা, কেহ স্ত্রী, কেহ পুত্র, আবার কেহ ভগ্নী, কেহ ভ্রাতা ইত্যাদি নানা প্রকার নাম ও রূপের রং-ঢংএ সং সাজিয়া তোমার নিকট প্রকাশ পাইতেছে। তখনই তোমার যত ভোগ-তৃষা বা সংসার, চির কালের জন্য চলিয়া যাইবে; আর, তখনই দেখিবে যে, তুমি জগতে কত লক্ষ লক্ষ বার জন্মগ্রহণ করিয়া, পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, স্বামী-স্ত্রী, বন্ধু ও ধনৈশ্বর্য্যাদি লইয়া সুখে-দুঃখে কাল কাটাইয়াছ; ঐ সকল কতবার আসিয়া কতবার চলিয়া গিয়াছে। তখন তুমি এই সকল জানিয়া হাস্য করিবে, এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করতঃ মৃত্যুঞ্জয় হইবে।

ভক্ত—প্রভু! গুরুজনদিগের মুখে শুনিতে পাই যে, ভগবান আমাকে এই সংসারে পাঠাইয়াছেন আমার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনের জন্য; কাজেই পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, ভাই-বন্ধুদিগকে প্রতিপালন করাই আমার প্রধান কর্ত্তব্য। সুতরাং প্রথম জীবনে অর্থোপার্জ্জন দ্বারা এই কর্ত্তব্য শেষ করিয়া, পরে শেষ জীবনে ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা এবং ভগবানের উপাসনা করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে। সকলেই এই ভাবে জীবনের পথ চলিয়া থাকে, সুতরাং আমাকেও সেই ভাবেই চলিতে হইবে, নতুবা আমার জীবনের কর্ত্তব্যই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

মহাঃ—বৎস! এই মন-ভূতের পাল্লায় পড়িয়া কি তোমার সমস্ত বিচার-শক্তিই একেবারে লোপ পাইল? এই জগত-সংসারে কাহারও কখনও সমস্ত কর্ত্তব্য-কর্ম্ম শেষ হইয়াছে কি? যে দিকেই চাহিবে, দেখিবে চতুর্দ্দিকেই তোমার কর্ত্তব্যের অন্ত নাই, তাই তোমার কখনও কর্ম্মেরও শেষ হইতেছে না। "এই কাজ আমার করা কর্ত্তব্য; এই কাজটা করাই সঙ্গত; এই কাজটা না করিলে লোক-সমাজে নিন্দনীয় হইতে হইবে; এই কর্ত্তব্য কর্ম্মটা ত না করিলেই নয়; এটা বিশেষ দরকারী কাজ; এই কাজটা না করিলে ভাল দেখায় না; ঐটা করা আমার পক্ষে নিতান্ত সঙ্গত; এইটা উচিৎ কর্ম্ম করাই চাই"; ইত্যাদি ভাবে কত যে সহস্র সহস্র কর্ত্তব্য ও সঙ্গত কর্ম্ম রহিয়াছে, একটা শেষ না হইতেই আরও শত শত কর্ত্তব্য আসিয়া তোমার নিকট হাজির হইতেছে ও হইবে, তাহা এক বারও ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? কেবল তুমি কেন, তোমার পিতা, পিতামহ প্রভৃতি তোমার বংশের শত শত পূর্ব্ব পুরুষগণও এই ভাবেই বহু কর্ত্তব্য-কর্ম্ম করিয়া, দেহত্যাগ কালেও অসংখ্য কর্ত্তব্য বাকি রাখিয়াই চলিয়া গিয়াছেন। আবহমানকাল হইতেই মানবগণ কেহ এই মন-শয়তানের রাজ্যের কর্ত্তব্য শেষ করিয়া যাইতে পারে নাই ও পারিবে না। তুমি বলিতেছ, 'প্রথম জীবনে অর্থোপার্জ্জন করিয়া শেষ জীবনে বৃদ্ধাবস্থায়ই ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করিবার উপযুক্ত সময়।' কোনও শাস্ত্রে এইরূপ বিধিবদ্ধ নিয়ম আছে কি? বরং শাস্ত্র ইহাই বলিয়াছেন,—

ন মৃত্যুঃ স্থিরতাং যাতি মৃত এবেতি নিশ্চিতম্।
সদা সদ্ব্যবসীয়েত নাবসাদেৎ কদাচন॥ (পীঠমালা তন্ত্র)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ—"মৃত্যু কোন্ সময় হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। অতএব 'আমি মরিয়া আছি', এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সর্ব্বদা সত্যস্বরূপ ধর্ম্মালোচনা করিবে। যে ব্যক্তি ঐরূপ করে, তাহাকে কখনও কোনরূপ বিপদে পড়িতে হয় না।"

ন ধর্ম্মকালঃ পুরুষস্য নিশ্চিতো ন চাপি মৃত্যুঃ পুরুষং প্রতীক্ষতে।
সদা হি ধর্ম্মস্য ক্রিয়ৈব শোভনা যথা নরো মৃত্যুমুখেঽভিবর্ত্ততে॥
(মহাভারত শান্তিপর্ব্ব।)

অর্থাৎ—"মানুষের ধর্ম্ম-সাধনের কোন নির্দ্দিষ্ট কাল নাই, কারণ মৃত্যু মানুষের সময়াসময় প্রতীক্ষা করে না। সুতরাং মনুষ্য যখন সদাই মৃত্যু-মুখে অবস্থিতি করিতেছে, তখন ধর্ম্মানুষ্ঠান কি বালক কাল, কি যৌবন কাল, কি প্রৌঢ় কাল, জীবনের সকল সময়েই শোভা পায়।"

হে বৎস! তোমার দেহ ধ্বংস হওয়া পর্য্যন্ত, তোমার অর্থোপার্জ্জন শেষ হইবে কি? সাধারণের মধ্যে কাহারও হয় নাই, তাই তোমারও হইবে না। আর, অগ্রে পরমার্থ অর্জ্জন করিলে পরে অর্থ অর্জ্জন করা যায় না কি? অর্থের চেয়ে পরমার্থ মুখ্য কি গৌণ? শ্রেষ্ঠ কি নিকৃষ্ট? তাহা বিচার কর। আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, সর্ব্বাগ্রে পরমার্থ অর্জ্জন করিলে তাহার অর্থ অর্জ্জনে কোনই ক্লেশ হয় না, বরং অতি সহজ সাধ্যই হয়। এমন কি, যিনি পরমার্থ অর্জ্জন করিয়াছেন, অর্থ দাস হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার পদসেবায় নিযুক্ত থাকে; সমস্ত জীবনেও তাঁহার কোন কিছুরই অভাব হইতে পারে না। ইহা গল্প কথা নয়, অতি সত্য কথা। শাস্ত্রও বলেন,—

অর্থকামৌ তথা মোক্ষো ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
তস্মাদ্ ধর্ম্মো মহেশানি এক এব বিশিষ্যতে॥ (পীঠমালাতন্ত্র)

অর্থাৎ—"অর্থ, কাম ও মুক্তি সমুদায়ই ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। এই হেতু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একমাত্র ধর্ম্মই সকলের শ্রেষ্ঠ।" তথাপি অজ্ঞানিগণ অগ্রে পরমার্থ অর্জ্জন না করিয়া বিপরীত বুদ্ধিতে জীবনের পথ চলিতে থাকে। সমস্ত জীবনেও সেই মূর্খদের অর্থোপার্জ্জন শেষ হয় না, কাজেই পরমার্থের দর্শন আর ঘটিবে কি প্রকারে? তখন তাহাদের জীবন কেবল 'হা অর্থ, হা অর্থ' করিতে করিতে বিফলেই যায়। কতিপয় যাত্রী এক সময় পুরীতে যাইয়া সমুদ্রের তীরে বসিয়া বলিতে লাগিল, 'সমুদ্রের ঢেউ কমিলেই আমরা স্নান করিব'। সেই অজ্ঞগণ জানে না যে, সমুদ্রে সর্ব্বক্ষণই ঢেউ থাকে, কখনও উহা ঢেউ-শূন্য হয় না। সুতরাং সমুদ্রের ঢেউও কমিল না, তাই তাহাদের আর সমুদ্র-স্নানও হইল না। ঠিক সেইরূপ এই সংসার-সমুদ্রে অর্থাভাব ও কর্ত্তব্যকর্ম্মের ঢেউ একটার পর আর একটা অবিরাম আসিতেছে, কখনও কিছুতেই তাহার বিরাম হইতেছে না; কাজেই সমস্ত জীবনে অজ্ঞানীদের কর্ত্তব্য কর্ম ও অর্থোপার্জ্জন শেষ হইতেছে না, তাই তাহাদের আর আত্মতত্ত্ব আলোচনা করিয়া পরমার্থ লাভের অবসরও মিলিতেছে না। হে মহামতে! এই মনোরাজ্যে কেবল অজ্ঞানতারই প্রভুত্ব। লোকে ব্যবহার-পরায়ণ হইয়া স্ত্রী-পুত্রগণের সহিত সংসারে অবস্থান করে, তাহাতে তাহারা নানা প্রকার দুরবস্থাই প্রাপ্ত হয়। একমাত্র অজ্ঞানই সমুদায় বিপদের কারণ, সেজন্য অজ্ঞানীরাই বিবিধ আপদ্দশা প্রাপ্ত হয়। ইহারা ভস্ত্রার ন্যায় বৃথাই শ্বাস পরিত্যাগ করিয়া জীবন ধারণ করে। ইহারা আবার তর্জ্জন-গর্জ্জনও করে, পরন্তু তাহাও বৃথা। চিদাত্মাবিষয়ক বোধ বর্জ্জিত এই সকল অজ্ঞ জীব অরণ্য-বৃক্ষের ন্যায় ফলশূন্য। অত্যন্ত উত্তপ্ত প্রস্তরে ও শাখাহীন বৃক্ষের তলে, এই দুই স্থানে বিশ্রাম যেরূপ, ইহাদের সাংসারিক বিশ্রামও সেইরূপ। ইহারা যাহা কিছু করে, সেই সমস্তই বিনষ্ট হয় এবং ইহারা যে দান করে, সেই দানও কর্দ্দমে নিক্ষিপ্ত করার অনুরূপ হয়। ইহাদের সহিত যে কথোপকথন, তাহাও কুকুরাহ্বানের তুল্য; কারণ ইহাদের সহিত তত্ত্বকথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হওয়ার সম্ভাবনাই নাই। অতএব 'বৃদ্ধ বয়সে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইবে' ইহা ঘোর বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের নিজ নিজ স্বার্থ সাধনার জন্য রোচক-বাক্য মাত্র। বৃদ্ধাবস্থায় যে অকর্ম্মণ্য দেহের দ্বারা কোন কার্য্যই হয় না, তাহা ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছে। তোমার বৃদ্ধ পিতা বা জেঠা মহাশয়ের বয়স হয় ত এখন ৭০ কি ৭৫ বৎসর হইয়াছে। এখন তুমি তাহাদিগকে যদি জিজ্ঞাসা কর যে, 'আপনাদের ধর্ম্মতত্ত্বালোচনা ও ধ্যান-ধারণাদি সাধন-ভজনের কাজ রীতিমত করিতে পারিতেছেন কি ?' তদুত্তরে তাহারা নিশ্চয়ই বলিবে যে, 'বাবা ! জীবনের মূল্যবান সময় যৌবন কাল চলিয়া গিয়াছে, এখন ১০ মিনিট কাল মনোযোগের সহিত আসনে বসিয়া মালাটাও জপ করিতে পারি না ; কারণ, দেহের দুর্ব্বলতা, কোমরের যন্ত্রণা, মাথার বেদনা ইত্যাদি নানা প্রকার গ্লানিতে শরীর এত অকর্ম্মণ্য হইয়াছে যে, কোন কার্য্যই করিতে পারি না ; এখন ভগবান নিলেই রক্ষা পাইতাম' ইত্যাদি। অথচ যদি তুমি তোমার এই যৌবনাবস্থায় ২৫।৩০ বৎসর বয়সেই আত্মতত্ত্ব আলোচনায় মনোনিবেশ করিতে চাও, তবে তখন তোমার ঐ পিতা বা জেঠা মহাশয়, তাহাদের নিজ নিজ স্বার্থ-সাধনের জন্য তোমাকে বলিবেন, 'এখন এই যৌবন বয়সে ধর্ম্মতত্ত্বালোচনা করা তোমার কিছুতেই সঙ্গত নয়, এখন বিবাহাদি করা এবং অর্থোপার্জ্জন করিয়া আমাদিগকে প্রতিপালন করাই তোমার প্রধান কর্ত্তব্য ; পরে শেষ জীবনে ধর্ম্মালোচনা করিবে'। ঘোর বিষয়াসক্ত অজ্ঞানী অভিভাবকদের উপদেশগুলি কিরূপ অযৌক্তিক ও কপটতাপূর্ণ, তাহা এখানেই এক বার বিচার করিয়া দেখ। উহারা প্রথম জীবনে ধন-জনের মোহে পড়িয়া যৌবন-গর্ব্বেই মাতিয়া রহিয়াছিল, সেই জন্য ধর্ম্ম-তত্ত্বালোচনার অবসর পায় নাই। পরে এখন শেষ জীবনে এই বৃদ্ধ বয়সেও দেহের অকর্ম্মণ্যতা প্রযুক্ত তাহারা কোন কাজ করিতেই অক্ষম। ইহা জানিয়া বুঝিয়াও তুমি যে তাহাদের প্রাণাধিক আত্মীয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমাকেও সেইরূপ দুর্লভ যৌবন কাল ধন-জনের গর্ব্বে মত্ত থাকিয়াই অতিবাহিত করিতে উপদেশ করিতেছে। অর্থাৎ এই সকল অজ্ঞানীদের মনের ভাব এই যে, আমাদের জীবনের প্রথম ও শেষ উভয় কালেই ধর্ম্মালোচনা না করিয়া যেরূপ শোকে-দুঃখে অতিবাহিত করিয়াছি ও করিতেছি, তুমিও সেই ভাবেই শোকে-তাপে জীবনের পথ চল। আমরা যেরূপ জীবনের কোন সময়ই তত্ত্বামৃত পান না করিয়া, কেবল বিষয়-বিষের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিয়াছি ও করিতেছি ; তুমিও ঠিক সেইরূপই যৌবন বয়সে তত্ত্বামৃত পান না করিয়া, বিষয়-বিষ পান কর এবং আমাদেরই ন্যায় ছট্‌ফট্ করিতে থাক। অহো ! প্রাণাধিক আত্মীয়ের প্রতি বয়োবৃদ্ধ অভিভাবক ও গুরুজনদিগের কি সুন্দর যুক্তিযুক্ত হিতোপদেশ,—আর, কি সুন্দর অমায়িক প্রগাঢ় ভালবাসা ! বৎস ! একটী গল্প মনে পড়িল।

কোন এক ভদ্রলোক, মাসিক ১০৲ টাকা বেতনে একটী চাকর রাখিয়া তাহাকে বলিলেন "এই ফুল-বাগানের আগাছাগুলি পরিষ্কার করিয়া দিয়া এস"। তদুত্তরে চাকর বলিল, "বাবু! আমি মধ্যাহ্নের আহার না করা পর্য্যন্ত কোন কাজই করিতে পারি না, কারণ এই সময় আমার শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল থাকে।" তখন বাবু নীরব রহিলেন। মধ্যাহ্ন-আহার শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ পরে, পুনরায় কর্ত্তা চাকরকে বলিলেন, "এখন ত তোমার আহার করা হইয়াছে, এইবার বাগানে যাইয়া আগাছা পরিষ্কার কর।" তখন চাকর বলিল, "বাবু আহারাদির পরেই আমার শরীরটা ভারী বোধ হয়, তাই এই সময় আমি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ি, কোন কাজই করিতে পারি না।" উত্তরে বাবু বলিলেন, "তুমি না খাইলে শরীর দুর্ব্বল বোধ হয় বলিয়া কাজ করিতে পার না, আবার খাইলেও তখন ভরা পেটে শরীর ভারী বোধ হয় বলিয়া কাজ করিতে পার না, তবে তুমি কখন কাজ করিবে ?" চাকর বলিল "বাবু! আমার কথাবার্ত্তা ও চলাফেরা ইত্যাদি অন্য কোন বিষয়েই কোন দোষ পাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেন না, আপনাদের সমস্ত কথাবার্ত্তাই আমার শ্রবণগোচরও হইবে; কিন্তু আমার মাত্র সাধারণ একটু দোষ এই যে, আমি সমস্ত দিনের মধ্যে প্রথমার্দ্ধ শরীরের দুর্ব্বলতা বশতঃ না খাইয়া কাজ করিতে পারি না; আর অপরার্দ্ধ আহারান্তে শরীর ভারী বোধ হয় বলিয়া কাজ করিতে পারি না; এই সামান্য ত্রুটিটুকু আপনি মাপ করিয়া লইবেন।” শুনিয়া বাবু বলিলেন, “ওরে পাজি, তুই প্রাতে বা বৈকালে কোন সময়েই কোন কাজ করিতে পারিবি না, তবে কি তোর শরীরের রূপ দেখিবার জন্যই তোকে চাকর রাখা হইবে? তুই এখনই চলিয়া যা” এই বলিয়া চাকরকে বিদায় দিলেন। বৎস! তোমাদের দশাও ঠিক ঐরূপ। তোমরা জীবনের প্রথমার্দ্ধ অর্থাৎ যৌবন কাল পর্য্যন্ত ধন-জনের লোভে মত্ত থাক বলিয়াই সেই উত্তম যৌবন সময়ও তত্ত্বালোচনা করিতে পার না; পরে জীবনের শেষ অপরার্দ্ধও দেহের অকর্ম্মণ্যতা প্রযুক্ত তত্ত্বালোচনা করিতে পার না; তবে আর কখন তত্ত্বালোচনা করিয়া সেই তত্ত্বামৃত পানে এই ভব-জ্বালার শান্তি করিবে? তোমাদের এইরূপ অল্প বুদ্ধি দেখিয়াই সাধক গাহিয়াছেন,—

দুর্লভ যৌবন কাল, করো না বৃথা ক্ষেপণ,
বল তবে আর কবে, করিবে ধর্ম্ম অর্জ্জন?
বাল্যে বাল্যক্রীড়া ছলে, গেছে রে দিন বিফলে,
তেমনি যৌবন কালে, করিবে কি বিসর্জ্জন?
হ’লে দেহ জরাজীর্ণ, বার্দ্ধক্যে ফুরালে দিন,
ওরে মন অর্ব্বাচীন, বিফলে যাবে জীবন॥

তাই বলি বৎস! আত্মজ্ঞান-বিহীন ব্যক্তি গর্দ্দভ-তুল্য। গর্দ্দভেরা বৃথা ভার বহন করে, মূঢ় লোকেরাও বৃথাই দেহ-ভার বহন করে। যেমন ভার বহন করিলে লোক শ্রান্ত-ক্লান্ত হয় এবং পদে পদে দুঃখ অনুভব করে; তেমনি মূঢ় লোকেরাও পদে পদে দুঃখ প্রাপ্ত হয়! জ্ঞানহীন, অশান্ত-চিত্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুষের কামনা আপদের আস্পদ, শরীর রোগের আশ্রয় এবং পরমায়ু ক্লেশের আকর হইয়া থাকে। সুতরাং বয়সে বৃদ্ধ, জ্ঞানে শিশু, অর্ব্বাচীন, বিষয়াসক্ত, স্বার্থপর লোকদিগের কথায় কর্ণপাত না করিয়া, ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর আদেশ অনুসারে এই সুদুর্লভ যৌবন বয়সেই তুমি আত্মতত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া সেই তত্ত্বামৃত পানে অমরত্ব লাভ কর। মনে রাখিও, সময় কম, কাজ অনেক, বিঘ্ন অনন্ত। অতএব সময় সঙ্কীর্ণ মনে করিয়া, অতি ক্ষিপ্রতার সহিত কর্ম্ম করিবে। যত বন্ধু-বান্ধব আছে, তাহাদের কাহারও নিকট হইতে ধর্ম্ম-পথের সাহায্যের আশা করিবে না, নিজের তীব্র চেষ্টার উপরই সপূর্ণ নির্ভর করিতে হইবে। 'অমুক আমাকে কুপথে লইয়া গেল, নরকে ডুবাইল,' এই বলিয়া অন্যের গ্লানি করা বৃথা। বৎস! তোমাকে যে আমি মাতা-পিতা বা স্ত্রী-পুত্রাদি পোষণ করিতে নিষেধ করিতেছি, তাহা নহে। পরিবারবর্গ পোষণে ব্যাপৃত এবং বিপদে নিপতিত থাকিলেও, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যত্নপূর্ব্বক গুরু-বাক্য শ্রবণ-মননাদি সহকারে 'আমি কে? সংসার কাহার?' ইত্যাদি চিন্তা, অর্থাৎ বিচার করিবেন; ইহাই বিধান। সেই জন্যই বলিতেছি, তোমারও বিচার-পরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য। বৎস! বিচার করিয়া দেখ, ধর্ম্মশালায় যত দিন থাকা হয়, তত দিন সেখানের গৃহাদি পরিষ্কার করিয়াই অবস্থান করা হয় এবং সেখানের অন্যান্য যাত্রীদিগকে মা, দাদা, দিদি প্রভৃতি শব্দেই সম্বোধন করা হয়। কিন্তু তথাপি 'এই গৃহ আমার নয় এবং এ সকল মা, দাদা প্রভৃতি কেহই আমার কিছু নয়; দু'দিন পরেই এই স্থান ত্যাগ করিতে হইবে,' এই রূপ বোধ দৃঢ়ভাবে তোমাদের মনে থাকে; এই কারণেই ধর্ম্মশালার অতি সুন্দর গৃহ এবং মা, দাদা প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে তোমাদের মনে কোন কষ্টই বোধ হয় না। অবিকল তদ্রূপ, 'আমি এই সংসার-ধর্ম্ম-শালায় আছি' এইরূপ বোধ মনে দৃঢ় করিয়া ধর্ম্মশালাস্থিত গৃহ এবং মা, দাদার ন্যায় নিজ বাসগৃহ এবং পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগ্নী ও স্ত্রী-পুত্রাদির তত্ত্বাবধান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবে। সর্ব্বদা মনে ঐরূপ ভাব পোষণ করিয়া চলিলে, মানবকে আর শোকে-তাপে জর্জ্জরিত হইতে হয় না। বৎস! দীর্ঘসূত্রী (এখন থাক্, পরে হবে, বলিয়া যাহারা সময় কাটায়, তাহারা দীর্ঘসূত্রী) হওয়া কোন ক্রমেই ভাল নয়। কারণ দীর্ঘসূত্রীদের আত্মক্ষয় ব্যতীত অন্য কিছু সুসিদ্ধ হয় না। সুতরাং যদি তুমি সুচতুর ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি হও, তবে এই সকল বাহ্যিক বৈষয়িক অসংখ্য কর্ত্তব্যের মধ্যেও তোমার নিজের যে মহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম 'আত্মতত্ত্বালোচনা', তাহাই সর্ব্বাগ্রে শেষ করিয়া লও। শাস্ত্র বলেন,—

নিজাত্মপরলাভশ্চ তচ্চাতুর্য্যমুদাহৃতম্। (পীঠমালাতন্ত্র)

অর্থাৎ,—"যে চতুরতায় আত্ম, পর ও ঈশ্বর, এককালে এই তিনের সাধন হয়, তাহাই প্রকৃত চতুরতা।" বেদান্ত, ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রও এই কথাই বলিতেছেন। বৎস! একমাত্র এই আত্মজ্ঞান লাভের জন্যই জীব মনুষ্যকুলে জন্ম লইয়া থাকে।

হে বৎস! আপনার বুদ্ধিই আপনার বন্ধু। অতএব আপন বুদ্ধির দ্বারাই আপনাকে সংসার-কর্দ্দম হইতে উদ্ধৃত করিবে, কদাচ অহঙ্কারাদি দেহাভিমানের বশীভুত হইয়া নিজেকে সংসার-পঙ্কে নিক্ষেপ করিবে না। ধন, মিত্র, শাস্ত্র,বান্ধব কেহই আত্মোদ্ধারের সাহায্য করে না। কেবল সদাসহচর মন যদি সুহৃৎ হয়, অর্থাৎ বিচার-পরিশোধিত হয়, তবেই তদ্দ্বারা আত্মোদ্ধার করা যাইতে পারে। তুমি আপনিই বৈরাগ্যের অভ্যাস ও শাস্ত্রোক্ত পুরুষকার এই উভয়ের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানরূপ মহানৌকায় আরোহণ করিয়া ভব-সাগর সমুত্তীর্ণ হইবে। অন্যথা তুমি আপনাকে পূর্ব্বোক্তরূপে সাবধানে না চালাইলে তুমিই তোমার শত্রু হইবে। এই বিষয়ে শাস্ত্রও বলিয়াছেন,—

আত্মা মিত্রং চরেদ্ধর্মং যদি শত্রুর্ন বাচরেৎ।
ইতি বিদ্বান্ মহেশানি লোকঃ সুখমবাপ্নুয়াৎ॥ (পীঠমালাতন্ত্র)

অর্থাৎ—"সংসারে বাস্তবিক শত্রু বা মিত্র কেহই নাই। লোকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনিই আপনার শত্রু ও আপনিই আপনার মিত্র হইয়া থাকে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, সে আপনিই আপনার মিত্র এবং যে ব্যক্তি তাহা না করে, সে আপনিই আপনার শত্রু। ইহা যে ব্যক্তি জানে সেই সুখ ভোগ করে।" শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলিতেছেন,—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥

অর্থাৎ—"জীবাত্মা আপনিই আপনাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিবে, আত্মাকে কখনও অবসন্ন করিবে না। কেন না, আত্মাই আত্মার সুহৃৎ, আর আত্মাই আত্মার শত্রু।" এই বলিয়া মহাপুরুষ গাহিতে লাগিলেন,—

(নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে—সুর। মিশ্র)

(আমি) নিজে নিজের শত্রু হয়ে বসিয়ে আছি,
এ বার বুঝতে পেরেছি।
বহু জন্ম মনের ধাঁধায়, কাটিয়ে দিয়েছি॥
ধূর্ত্ত মনের শঠতায়, কি আশ্চর্য্য জগত দেখায়।
এ সব স্বপ্ন-দৃশ্য বটে, (মনের) কল্পনায় গড়েছি॥
স্বপ্নের দৃশ্য দেখায় যেমন, এই ধন-জন তেমন।
(তবু) মিছে তা'দের শোকে-তাপে, যেন মরে আছি॥
মনকে ধরলে শক্ত ক'রে, এই মায়ার বাঁধ যায় রে ছিড়ে।
দেখি তখন আত্মারূপে, আমি আমাতেই আছি॥

পুনরায় তিনি বলিতে লাগিলেন, হে সুবুদ্ধে! বিষয়-ভোগ-বাসনায় আসক্ত মূঢ়গণ এতই মোহাচ্ছন্ন থাকে যে, কি দেহ ত্যাগ কালে, কি দেহে স্থিতি কালে, কি সুখ-দুঃখ ভোগ কালে, কি ধন—জনাদি বিষয় ভোগ কালে, ইহারা কিছুতেই আত্মাকে দেখিতে পায় না। এই জগত-অরণ্যে এইরূপ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অজ্ঞান-হস্তী বিচরণ করে, কিন্তু সেই অজ্ঞান-হস্তীকে পরাভূত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করার জন্য তুমি সিংহ-বৃত্তি অবলম্বন করিবে। যাহাদের মন অসংযমী ও বিচারশক্তি-হীন, তাহারা কখনও আত্মাকে দেখিতে পায় না। কারণ, দশ জনের মন রাখিবার যাহার প্রয়োজন, পরমেশ্বরে মন রাখিবার অবসর তাহার কোথায়, আর যোগ্যতাই বা কি? একমাত্র ধ্যানাভ্যাসে যত্নশীল ব্যক্তিগণ, বুদ্ধিতে প্রতিফলিত এই আত্মাকে জ্ঞান-চক্ষু দ্বারাই দৃষ্টিগোচর করেন।

হে মহামতে! তুমি, আমি, আমরা সকলেই আরও কত শত শত বার জন্মগ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু আমি তাহা জানি, আর তুমি তাহা জান না। যে কীটাণু অতি সূক্ষ্ম শুক্র-কীট রূপে তোমার শরীরে ছিল, সেই শুক্রকীটই তোমার স্ত্রীর জরায়ুতে প্রবেশ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে এবং ক্রমে আজ তোমার পুত্ররূপে ২৫ বৎসর বয়স্ক দেহ-ধারী মানব আকারে প্রকাশ পাইতেছে। বিচার করিয়া দেখ, অবিকল এই ভাবেই তুমি যে সর্ব্বদা 'এই দেহই আমি' এই অভিমানে গর্ব্বিত হইয়া চলিতেছ, তোমার এই বিরাট দেহও কোন এক সময়ে অতি সূক্ষ্ম শুক্র-কীট রূপেই তোমার পিতার দেহে ছিল; পরে মাতৃ-জঠরে প্রবেশ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে এবং ক্রমে আজ সেই সূক্ষ্ম শুক্র-কীটই তুমি দেহাভিমানে সংসারে বিচরণ করিতেছ। ঐ শুক্র-কীট অবস্থায়ও জীবের দেহাভিমান পূর্ণ মাত্রায়ই বিদ্যমান থাকে। এই ভাবে তোমরা সাধারণ মানবগণ অনাদিকাল হইতে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি অসংখ্য দেহে দেহাভিমানে স্ফীত হইয়া চলিয়া আসিতেছ। আর, যখন যেখানে জন্ম লইতেছ তখন সেইখানেই মাতা-পিতা, ভাই-ভগ্নী, স্ত্রী-পুত্রাদি রূপে অন্যান্য জীবের সঙ্গে নূতন নূতন সম্পর্ক করতঃ মমত্ব (আমার) বুদ্ধিতে আবদ্ধ হইয়া শোকে-তাপে জর্জ্জরিত হইতেছ। কিন্তু 'আমি কে? কোথা হইতে আসিলাম? কেন আসিলাম? আবার দেহ ত্যাগ করিয়াই বা কোথায় যাইব? কেন এই প্রিয় দেহকে ত্যাগ করিব?' এই ভাবের কোন প্রশ্নই তোমাদের মনে উদয় হইতেছে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরও সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখ, বর্ত্তমান জন্মের ন্যায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে তোমার মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্রাদি এবং ধন-সম্পত্তি ছিল, এখন তোমার সে সকল কোথায়? সেই সকল জন্মের স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি যে তোমার প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল এবং তোমার বাড়ী-ঘর, ধন-সম্পত্তির উপর যে তোমার তীব্র মমত্ব-বুদ্ধি ছিল, সে সকল মনের ভাব তোমার এখন কোন্ বিস্মৃতি-মহাসাগরের অতল তলে ডুবিয়া গিয়াছে? তাহা এখন কিছু মনে পড়ে কি? বা, সেই পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত ধন-সম্পদ ও স্ত্রী-পুত্রাদি কোন কিছু সঙ্গে লইয়া আসিয়া, এই জন্ম ধারণ করিতে পারিয়াছ কি? কপর্দ্দকও আনিতে পার নাই। ঠিক ঐ ভাবেই বর্ত্তমান জন্মের দারা-সুতগণ ও যশ-মান এবং ধন-সম্পত্তি প্রভৃতির সঙ্গে মমত্বাদি ভাবের বন্ধন ছিন্ন করিয়া, হৃদয়ে রাশিকৃত অতৃপ্ত ভোগ-বাসনা সহ, তুমি দেহ ত্যাগ করিবে। পুনরায় এই সমস্তই বিস্মৃত হইয়া যাইবে। যে উলঙ্গ দেহটা লইয়া এই ধরাতে আসিয়াছিলে; এত দিন যাহাকে দুধ, ঘি, মাংস, ছানা ইত্যাদি খাওয়াইয়া সুগন্ধি সাবানে ধৌত করতঃ নানাবিধ উত্তম ভূষণে সজ্জিত করিয়াছিলে; সর্ব্বদা 'আমি' 'আমি' রবে অহমিকার বলে যে দেহের দ্বারা এত দিন জগতের সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতেছিলে; সেই প্রাণাধিক দেহকেও এখানেই রাখিয়া রিক্তহস্তে একাই এই ভব-ধাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। আর, তোমার ঐ সকল আত্মীয়গণও দু'দিন পরেই তোমার জন্য যে শোক-তাপ, তৎসমস্ত বিস্মৃত হইবে। ইহা ত অহরহ প্রত্যক্ষই দেখিয়া আসিতেছ; তবে আর চোখ থাকিতে অন্ধ হইয়া বসিয়া আছ কেন? এই সকল বাড়ী, ঘর, ভাই, বন্ধু, ধন-জনাদির সঙ্গে কেবল দৈহিক ব্যবহারিক সম্বন্ধ মাত্র—পারমার্থিক কিছুই নয়; ইহা নিশ্চয় রূপে জানিয়া রাখ।

বৎস! টাকার সঙ্গে মানুষের যেরূপ সম্বন্ধ, এক জীবের সঙ্গে অন্য জীবেরও ঠিক তদ্রূপই সম্বন্ধ। টাকা যখন যাহার ঘরে আসে, তখনই সে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'আমার টাকা, আমার টাকা' বলিয়া টাকার উপর দৃঢ় ভাবে মমত্ব-বুদ্ধি স্থাপন করিয়া আনন্দ করে। পরে, যখন সেই টাকা ব্যয় হইয়া যায়, বা চোরে লইয়া যায়, তখন তাহারা আবার সেই টাকার শোকে-তাপে আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। অথচ টাকা কিন্তু এক স্থানে বদ্ধাবস্থায় কখনও থাকে না; সে স্বাধীন ভাবে আজ এ ঘরে, কাল সে ঘরে, এই ভাবে অসংখ্য লোকের ঘরে ঘুরিয়া বেড়ায়। আর, টাকা যখন যাহার ঘরে যায় তখনই তাহাকে আনন্দিত করে, আবার কিছু দিন পরেই তাহাকে নিরানন্দ করিয়া অন্যের ঘরে চলিয়া গিয়া সেই অন্যকে আনন্দিত করে। তোমার স্ত্রী-পুত্রাদি জীব সকলও ঐ টাকার ন্যায় অন্যত্র হইতে আসিয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। এখন তোমার বিচারহীন মন দৃঢ় ভাবনার দ্বারা তাহাদের উপর মমত্ব-বুদ্ধি ('আমার' বুদ্ধি) স্থাপন করিয়া 'আমার স্ত্রী, আমার পুত্র-কন্যা' ইত্যাদি সম্বোধনে আনন্দ করিতেছে। কিছু দিন পরে ঐ টাকার ন্যায় এই স্ত্রী-পুত্রাদি যখন স্থূল দেহ ছাড়িয়া তোমার নিকট হইতে অন্যত্র যাইবে, তখনই তোমার মন 'মরিল, মরিল' বলিয়া তাহাদের শোকে ছট্‌ফট্ করিবে। অথচ ঐ জীব সকল কিন্তু কেহই মরে না বা তাহাদের কোন পরিবর্ত্তনও হয় না; উহারা টাকার মতই কেবল এ শরীর সে শরীর করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যে জীব পূর্ব্বে তোমার নিকট থাকিয়া স্বামী, পিতা, পুত্র ইত্যাদি সম্বোধনে তোমার আনন্দ বৰ্দ্ধন করিতেছিল, এখন সেই জীবই আবার দেহ পরিবর্ত্তনে অন্যত্র জন্ম লইয়া নূতন পিতা-মাতার সঙ্গে সম্পর্ক করতঃ তাহাদের আনন্দ বৰ্দ্ধন করিতেছে। টাকা যেমন এক ব্যক্তির হাত হইতে হস্তান্তরে গেলে, 'সেই টাকা নাই বা ধ্বংস হইয়াছে' বলা চলে না; জীব সকলও সেইরূপ এক ব্যক্তির সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া অন্যত্র জন্ম নিলে 'সেই জীব নাই, মরিয়া গিয়াছে' এরূপ বলা চলে না; কেবল স্থূল দেহ পরিবর্ত্তন হয় মাত্র। অবিকল এই ভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি বহু বার জন্ম লইয়া বহু জীবকে আনন্দিত করিয়াছ, আবার স্থূল দেহ ছাড়িয়া অন্যত্র যাওয়ার সময়ও শোক-তাপ দিয়াছ। পক্ষান্তরে, অন্য বহু জীবও এই ভাবেই বহু বার তোমার ঘরে আসিয়া নানা প্রকার সম্পর্ক করিয়া তোমাকে আনন্দিত করিয়াছে, আবার তাহারা দেহ ছাড়িয়া অন্যত্র যাওয়ার সময়ও তোমাকে শোক-সাগরে ভাসাইয়াছে। এই প্রণালীতে অনাদিকাল হইতে অজ্ঞান জীবসকল যাতায়াত করিতেছে; আর, নিজ মনের বিচারশক্তির অভাবে 'আমার, আমার' বলিয়া এক বার আনন্দে ভাসিতেছে, আবার শোক-সাগরে ডুবিতেছে; কিন্তু কিছুতেই অবিচ্ছিন্ন শান্তি পাইতেছে না। ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিতেন,—

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ, সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতস্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥ (মোহমুদ্গর)

অর্থাৎ—"কে তোমার স্ত্রী? তোমার পুত্রই বা কে? এই সংসারের ব্যাপার অতি বিচিত্র। তুমি কাহার এবং কোথা হইতেই বা আসিলে? হে ভ্রাতঃ, এই নিগূঢ় তত্ত্ব চিন্তা কর।" এই বলিয়া মহাপুরুষ নিজের ভাবে গাহিতে লাগিলেন,—

(একমেব অদ্বিতীয়ম্—সুর। মিশ্র ভৈরবী।)

বহু জন্ম বাঁধলে বাড়ী, কোথাও স্থিতি হ'ল না।
এ জগত যে ধর্ম্ম-শালা, বিচার ক'রে তাই দেখ না॥
তিন দিনেরই তরে রে মন, স্ত্রী, পুত্র, মা সম্বোধন।
তবু তোমার ধন-জনেতে, 'আমার' বুলি দূর হ'ল না॥
দুনিয়াতে সবই আমার, যাবার সময় কেউ নয় কাহার।
তবু তোমার 'আমার, আমার,' এ কুবুদ্ধি ছাড়িলে না॥
(এখন) 'আমার' ছে'ড়ে 'আমি' খোঁজ, তবে জগত হবে জানা।
'নিজে কে' তা' না জানিলে, শান্তি কোথাও পাবে না॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুনরায় তিনি বলিতে লাগিলেন,—বৎস! এই যে সংসার-মরুভূমি, ইহা আপদের একমাত্র আস্পদ এবং ইহাই অজ্ঞদিগকে নিত্য মুগ্ধ করিতেছে। সুতরাং যত্ন পূর্ব্বক অজ্ঞতা ও মূর্খতা বিনাশের চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সংসার একপ্রকার বিষম বিষ। ইহার আবেগে যে 'বিসূচিকা' রোগ জন্মে এবং অশেষ যন্ত্রণা ভোগ হয়, তাহা নিতান্ত দুঃসহ। কিন্তু আত্মতত্ত্ব-যোগ সেই বিষ নাশের পবিত্র মন্ত্রস্বরূপ জানিবে। আমি সেই জন্যই বলিতেছি, তুমি সংসার-ক্লেশ বিনাশার্থ গুরু-বাক্য এবং শাস্ত্র-প্রমাণ অবলম্বনে আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া সুখে বিচরণ কর।

বাবা! এই সংসারটা একটা কারাগার ভিন্ন আর কিছুই নয়। জেল-খানার কয়েদীদের স্বভাব দেখিয়াছ কি? যাহারা বহু দিনের পুরাতন দাগী, তাহারা জেলখানায় থাকিতেই ভালবাসে এবং জেলখানার কাজই তাহাদের রুচিকর হয়। তাহাদের মুক্তির দিন আসিলে, অন্যান্য কয়েদীর সঙ্গে আর দেখা হইবে না মনে করিয়া, তাহারা বিলাপ করতঃ ব্যথিত হৃদয়ে, চোখের জল ফেলিতে থাকে। আর, যাহারা ভদ্র ও বিচারশীল কয়েদী, তাহারা জেলে যাওয়া মাত্রই, কত দিনে খালাস হইবে, সর্ব্বদা কেবল তাহাই চিন্তা করে। জেলের উন্নতি-অবনতি বা তথাকার কোন কার্য্যের দিকে তাহাদের কোন মনই থাকে না। যত দিন তাহারা জেলে থাকে, তত দিন অতি কষ্টে কালাতিপাত করিয়া, খালাসের দিনে আনন্দের সহিত কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করে। ঠিক সেইরূপ, এই সংসার-কারাগারের দাগী কয়েদী, ঘোর বিষয়াসক্ত মানবগণই দীর্ঘকাল জীবিতাবস্থায় এই সংসার-কারাগারেই থাকিতে ইচ্ছা করে এবং সংসারের উন্নতির জন্য তীব্র অধ্যবসায় ও অদম্য উদ্যম করিতে থাকে। কিন্তু তাহাদের পরিণামে জেলের কয়েদীর মতই দশা ঘটে। জেলের কয়েদী যেমন দীর্ঘ কাল জেল ভোগ করিয়া, এই দীর্ঘ কালের কঠোর পরিশ্রমলব্ধ যাবতীয় উপার্জ্জনই জেলে রাখিয়া যায়; কিছু-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাত্রও সঙ্গে লইয়া যাইতে পারে না ; এই সংসার-কারাগারের কয়েদীরাও (বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণও) দেহ-ত্যাগ-কালে, স্ত্রী-পুত্রাদি আত্মীয়ের সঙ্গে আর দেখা হইবে না, এই মনে করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করে। মহাকষ্টে অর্জ্জিত যাহা কিছু ধন-সম্পত্তি থাকে, তৎসমস্তও এই সংসার-কারাগারেই রাখিয়া চলিয়া যায়, এক কপর্দ্দকও সঙ্গে নিতে পারে না। ইহারই নাম 'বন কটিয়া বনে রাখা'। তাই ভক্তবীর তুলসীদাসজী শিষ্যদিগকে উপদেশ করিতেন,—

হাম জানে থে খায়েঙ্গে বহুত জমী বহু মাল।
যেঁওকা তেঁওহি রহ গয়া পকড় লে গয়া কাল॥

অর্থাৎ—"আমি মনে ভাবিয়াছিলাম, সুদীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া ভুরি-ভোজন করিব এবং বহু জমি ও সম্পত্তি ভোগ করিব ; কিন্তু হায়, যেমনকার জিনিষ তেমনই পড়িয়া রহিল, কাল আমাকে ধরিয়া লইয়া চলিল।" অতএব হে ভক্তগণ !

খায় পকায় লুটায় দে কর্ লে অপ্না কাম।
চল্তি বিরিয়া রে নরা সঙ্গ ন চলে ছিদাম॥

অর্থাৎ—"খাইয়া, খাওয়াইয়া ও দান করিয়া, আপনার কাজ করিয়া লও। হে মানবগণ! স্থির জানিও, মরণ-সময়ে তোমার সঙ্গে এক কপর্দ্দকও গমন করিবে না।" এ জন্যই বলিতেছি বৎস! মোহময় সংসারে এই সকল মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্রাদি সহ আমোদ-প্রমোদে রত থাকিয়া আর কত কাল ভবের খেলা খেলিবে ? তোমার বা তোমার স্ত্রী-পুত্রাদির দেহ ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই যে এই ভব-রঙ্গ সাঙ্গ হ'বে, তাহা কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছ কি ? এই সকল ধনে-জনে পরিবেষ্টিত সংসার কোন এক দিন তোমাকে বিদায় দিয়া, তোমার মমতা ত্যাগ করিবেই করিবে। কাজেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি বিচার পূর্ব্বক তাহা দৃঢ়রূপে হৃদয়ে ধারণা করিয়া, তুমি এই দেহে বিদ্যমান থাকিতেই এই সংসারকে ত্যাগ (সাংসারিক বস্তুতে মমত্ব-বুদ্ধি এবং সেই বিষয়ক চিন্তা ত্যাগ) কর না কেন? অতি সহজ ও পূর্ণ শান্তিদায়ক এই কাজে কোন যুক্তিতেই তোমার কোন আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। এই বলিয়া মহাপুরুষ নিজের ভাবে বিভোর হইয়া গাহিতে লাগিলেন ;—

(দিবা অবসান হ'ল,—সুর। পুরবী।)

তোমার জীবন-সন্ধ্যা এ'ল, এ বার আপন ঘরে চল।
সারা জীবন খেলা খেলে, তা'তে তোমার কি ফল হ'ল?
হাড়-মাংসে তৈয়ারী পুতুল, ধন-জনে হইলি আকুল।
(নিজে) পুতুল হ'য়ে পুতুল খেলে বৃথাই তোর জনম গেল॥
খেলা ছে'ড়ে এক্ষণে, বিচার ক'রে দেখ আপন মনে।
কোথা হইতে কি ভাবেতে, এ সব খেলা এ'ল গেল?
আপনার খোঁজ না করিলি, খেলার ধাঁধায় পড়ে র'লি।
আত্মতত্ত্ব না জানাতে, (তোমার) 'নরপশু' নাম হইল॥

ভক্ত—বাবা! আজ আপনার নিকট প্রাণের কোন কথাই গোপন করিব না। সত্য সত্যই আমি স্ত্রী-পুত্রাদি আত্মীয়-স্বজনের মমতা কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিতেছি না, তাই আপনার কথিত ঐ সকল ভাবনাও মনে আসে না। কারণ দেখুন, মা আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। হিন্দুর শাস্ত্রমতে স্ত্রী অর্দ্ধাঙ্গিনী; সেই স্ত্রীও আমাকে এত ভক্তি-শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে এবং আহার-বিহারাদি সর্ব্ববিষয়েই সে আমাকে এত শান্তি দান করে যে, তাহা বর্ণনাতীত। পুত্র-কন্যাদি সন্তানগুলিও আমার নিকটে আসিলেই প্রাণে অত্যন্ত আনন্দ পাই। উহাদের শিশু-কণ্ঠে, আধ আধ স্বরে সুমধুর 'বাবা' 'বাবা' বুলি শুনিয়া প্রাণ বিগলিত হইয়া যায়। সুতরাং আমি দেখিতেছি যে, উহারা সকলেই আমাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে। আর,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারাও আমি সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারেই সুখ ভোগ করিয়া থাকি। তথাপি আপনি এইরূপ প্রেম ও ভালবাসাপূর্ণ, সুখময় সংসারকে কি প্রকারে বলিতেছেন যে, 'উহারা কিছুই নয়' ?

মহাঃ—বৎস! পূর্ব্বোক্ত জেলখানার পুরাতন দাগী কয়েদীদের ন্যায় তুমি যে এই সংসারকে প্রেম ও ভালবাসাপূর্ণ, সুখময় বলিয়া বুঝিতেছ, তাহা তোমার সম্পূর্ণ ভ্রম। শুধু কপটতার উপরেই যে এই সংসারের মূল ভিত্তি স্থাপিত, তাহা দেখিবে কি? আচ্ছা বল দেখি, তুমি কি সত্য সত্যই তোমার স্ত্রীকে ভালবাস?

ভক্ত—হাঁ প্রভু, আপনার নিকট মিথ্যা কথা বলিব না; আমি সত্যই আমার স্ত্রীকে ভালবাসি।

মহাঃ—তোমার এই স্ত্রী যদি ভ্রষ্টা হয়, পরপুরুষের সঙ্গ করে এবং রীতিমত তোমার সেবা-শুশ্রূষা না করিয়া বাড়ীর অন্যান্য সকলের সঙ্গেই সর্ব্বদা কলহ করে, এই ভাবে সর্ব্ব বিষয়েই যদি সে তোমার কেবল অশান্তিই বৃদ্ধি করে, তবে তুমি সেই স্ত্রীকে ভালবাসিবে কি?

ভক্ত—স্ত্রী যদি আমাকে ভাল না বাসিয়া এইরূপ সর্ব্বদাই আমার অশান্তির সৃষ্টি করে, তবে তাহাকে আমি কেন, এরূপ স্ত্রীকে জগতে কেহই ভালবাসে না।

মহাঃ—বৎস! এখন তোমার কথার দ্বারাই তুমি বিচার করিয়া দেখ যে, সংসারে যে তোমাকে ভাল না বাসে বা শান্তি না দেয়, তুমিও তাহাকে ভালবাস না। তোমার স্ত্রী যদি পরপুরুষের সঙ্গ করিয়া এবং সকলের সঙ্গে কলহ করিয়াই শান্তি পায়, আর যদি সত্যই তুমি তাহাকে ভালবাস, তবে তাহার সুখ-শান্তি ভোগ করিবার জন্য তাহার ইচ্ছামত ঐসকল কার্য্য করিতে দেওয়া তোমার উচিত; কিন্তু তুমি তাহা কখনও দেও না। অতএব দেখা যাইতেছে, যে, তোমার সুখ-শান্তির জন্যই তুমি স্ত্রীকে ভালবাসিয়া থাক; কিন্তু স্ত্রীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুখ-শান্তির জন্য তুমি কথনও স্ত্রীকে ভালবাস না। তুমি যে তোমার স্ত্রীকে সুন্দর সুন্দর গহনা এবং রং-বেরংএর শাড়ী আনিয়া পরাও, তাহাও তোমার স্ত্রীর শান্তির জন্য নয়। স্ত্রীকে ঐরূপ ভাবে সুন্দর পোষাক-পরিচ্ছদের দ্বারা সুসজ্জিত করিলে, ঐ স্ত্রী তোমার চোখে অত্যন্ত সুন্দরী বলিয়া বোধ হইবে ; আর তখন তোমার মনও সেই রূপে মোহিত হইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইবে। পক্ষান্তরে, তুমিও যদি পরস্ত্রীতে আসক্ত হও, নিজের স্ত্রীকে ভাল বসন-ভূষণ এবং আহার-বিহারাদি সর্ব্ব বিষয়ে সুখ-শান্তি না দেও, তবে সেই স্ত্রীও তোমার দ্বারা সুখী হইতে পারিতেছে না বলিয়া তোমাকে কথনও ভালবাসিবে না। ঠিক এই রূপই, যে পুত্র তোমার কথার অবাধ্য হইয়া তোমাকে কষ্ট দেয়, তুমি সেই পুত্রকে ভালবাস না ; যে মতা-পিতা সন্তানকে বিষ-দৃষ্টিতে দেখে, সেই সন্তান পিতা-মাতাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে না ; সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র এইরূপ ঘটিয়া থাকে। এখন তুমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছ যে, সংসারে প্রত্যেকেই নিজ নিজ সুখের জন্য লালায়িত হইয়া অন্যকে ভালবাসে : প্রকৃত পক্ষে সে ভালবাসা অন্যের সুখের জন্য নয়. প্রত্যেকেরই নিজের সুখ-শান্তির জন্য। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার ব্রহ্মবাদিনী স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন,—

ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি
আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।
ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি
আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি
ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি
আত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি।
ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি
আত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি
আত্মনস্তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি।
ন বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি
আত্মনস্তু কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি।
ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি
আত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি।
ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি
আত্মনস্তু কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি।
ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি
আত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি।
ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি
আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।
(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্)

অর্থাৎ—"অরে মৈত্রেয়ি! ইহা খুব প্রসিদ্ধ সত্য কথা যে, জায়া পতির প্রয়োজনে পতিকে ভালবাসে না, কিন্তু সে কেবল নিজের প্রয়োজনেই পতিকে ভালবাসে। এইরূপ, পতি যে জায়াকে ভালবাসেন, তাহাও জায়ার সুখের জন্য নহে, কেবল নিজের মনের প্রীতি সাধনের জন্য। পুত্র সকলের সুখের নিমিত্ত পুত্রগণ পিতার নিকট স্নেহের পাত্র হয় না, পিতার প্রীতি সম্পাদন করিলেই পুত্রগণ পিতার প্রিয়পাত্র হয়। লোকে যে ধন-রত্নাদি ভালবাসে, তাহা সেই ধন-রত্নাদির প্রয়োজনে নহে, লোকের নিজের স্বার্থে। ব্রাহ্মণের মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য ব্রাহ্মণকে কেহ ভক্তি করে না, নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যই অপর বর্ণ ব্রাহ্মণকে ভক্তি করে। ক্ষত্রিয়ের স্বার্থের জন্য কেহ ক্ষত্রিয়কে সমাদর করে না, নিজের কার্য্য সিদ্ধি করাই তাহার উদ্দেশ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বর্গাদি-লোক যে মানুষের প্রীতির কারণ হয়, তাহা স্বর্গাদি লোকের প্রয়োজনে নহে, নিজের তৃপ্তিসাধনত্ব-নিবন্ধনই স্বর্গাদি লোক মানুষের প্রিয় হয়। লোকে যে দেব-পূজাদি করে তাহা দেবতাগণের প্রীত্যর্থ নহে, উপাসকের নিজ অভীষ্ট-সিদ্ধিই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। অন্যান্য প্রাণিসকলকে যে লোকে লালন-পালন করে তাহা তাহাদের সুখের জন্য নয়, উহাও নিজেরই স্বার্থ-সাধনের উদ্দেশ্যে। আর অধিক কি বলিব, যাবতীয় বস্তু বা ব্যক্তিই কাহার জন্যও কেহ প্রিয় হয় না, নিজ নিজ জীবাত্মার (মনের) প্রীতির জন্যই ঐ সকল প্রীতির পাত্র হয়।" সুতরাং বৎস! যত দিন পর্য্যন্ত তুমি তোমার পরিবারবর্গকে অর্থোপার্জ্জনাদি দ্বারা শান্তি দিতে পারিবে, মাত্র তত দিনই তাহারা তোমাকে ভালবাসিবে। জগদ্গুরু আচার্য্য শঙ্করও বলিয়াছেন,—

> যাবদ্বিত্তোপার্জ্জনশক্তস্তাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ।
> তদনু চ জরয়া জর্জ্জরদেহে, বার্ত্তাং কোঽপি ন পৃচ্ছতি গেহে॥
>
> (মোহমুদ্গর)

অর্থাৎ—"যে পর্য্যন্ত তুমি অর্থোপার্জ্জনে সক্ষম থাকিবে, তত দিন পর্য্যন্তই তোমার পরিবারস্থ লোক সকল তোমাতে অনুরক্ত হইয়া থাকিবে। পরে বৃদ্ধাবস্থায় তোমার শরীর জরাজীর্ণ হইয়া অকর্ম্মণ্য হইলে, যখন উপার্জ্জনে অক্ষম হইবে, তখন তোমার সংবাদ পর্য্যন্তও কেহ জিজ্ঞাসা করিবে না।" সুতরাং জানিবে যে, এই জগতে প্রত্যেকেই নিজ মনের স্বার্থ সাধনের জন্য সত্য কথা গোপন রাখিয়া লুকোচুরি করিয়া, স্ত্রী বলিতেছে 'আমি স্বামীকে ভালবাসি', স্বামী বলিতেছে 'আমি স্ত্রীকে ভালবাসি', মাতা বলিতেছেন 'আমি পুত্রকে স্নেহ করি', আর পুত্র বলিতেছে 'আমি মাতাকে ভক্তি করি', ভাই বলিতেছে 'আমি দাদাকে ভালবাসি', আর দাদাও বলিতেছে 'আমি ভাইকে ভালবাসি'। প্রকৃত পক্ষে উহারা সকলেই যদি ঐ কপটতা ত্যাগ করিয়া প্রাণ খুলিয়া সত্য কথা বলে যে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আমি আমার নিজের শান্তির জন্যই অন্যকে ভালবাসি" তবে এই জগতে 'সংসার' বলিয়া আর কিছুই থাকে না। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মহাপুরুষ আপন ভাবে বিভোর হইয়া গাহিতে লাগিলেন,—

(কৃষ্ণজী কৃষ্ণজী—সুর, মিশ্র।)

উলঙ্গ বেশেতে, এসে রিক্ত হস্তে,
জুটায়েছ জগতে কত 'আপনার'।
তুমি কা'র কে তোমার, ভেবে দেখ্‌লে না,
তুমি বুঝে বুঝ না, মন বুঝে বুঝ না॥
সবে আপন স্বার্থ, সাধিবার তরে,
স্ত্রী-পুত্রাদি রূপে সম্পর্ক করে।
পরস্পরে ভালবাসা, দেখায় বাহিরে,
কেউ তোর সাথী হ'বে না, তোর সাথী হ'বে না॥
খেটে সারা জীবন, অবসর না পেলে কখন,
আরও সবে করে বঞ্চনা।
তবু অজ্ঞ নরে ইহা, বুঝে উঠে না,
এ সব মায়ার ছলনা, এ সব মায়ার ছলনা॥
জীবন-সন্ধ্যা এল, আপন ঘরে চল,
বাহিরেতে খুঁজে, শান্তি পাবে না।
এত দেখেও মন তোমার বিচার এল না,
মিছা এ দুনিয়া, মিছা এ দুনিয়া॥

পুনরায় মহাপুরুষ বলিতে লাগিলেন; বৎস! এই সংসার-জম্বুদ্বীপের জঙ্গলে মুগ্ধ অনেক নর-পশু বিচরণ করে, কিন্তু তুমি তাহাদের ন্যায় (পশুর মত) বিচরণ করিও না। শূকর তাহার বাচ্চাগুলি সহ ক্ষুদ্র ডোবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্দ্দমে নিমগ্ন থাকিতেই ভালবাসে, কিন্তু তুমি তাহার ন্যায় সংসার-কর্দ্দমে নিমগ্ন হইও না। উঠ, জাগ, নিজ মনের মধ্যে বিচার সৃষ্টি কর।

তুমি এই জগতে জন্মগ্রহণ করিবার সময় যেরূপ কাহারও নিকট জিজ্ঞাসা না করিয়া, বা আদেশ-উপদেশ না লইয়া, অথবা অন্য কাহারও ভাল-মন্দ, হিতাহিত, উপকার-অপকারের প্রতি কোনই লক্ষ্য না করিয়া, স্বইচ্ছায়ই জন্মগ্রহণ করিয়াছ; মৃত্যুর সময়ও ঠিক তদ্রূপই ভাই-বন্ধু, স্ত্রী-পুত্র, বাড়ী-ঘর, ধন-সম্পত্তির প্রতি কোনই লক্ষ্য না রাখিয়া বা কাহারও মুখের দিকে না তাকাইয়া, কাহার অনুরোধ-উপরোধের দিকে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া, স্বাধীন ভাবে চলিয়া যাইবে। কেবল তুমি কেন, জগতের মনুষ্য হইতে আরম্ভ করিয়া কীট-পতঙ্গাদি সকল জীবেরই ঠিক ঐরূপ স্বইচ্ছায় বা স্বাধীন ভাবে জন্ম-মৃত্যু সংঘটিত হইয়া থাকে। তখন কিছুতেই একে অন্যের জন্য এক পল সময়ও অপেক্ষা করে না। আর, মানুষের অর্জ্জিত ধন-সম্পত্তি সম্বন্ধেও সর্ব্বদাই দেখিতেছ যে, ধনী ব্যক্তিদের কত কায়ক্লেশে অর্জ্জিত ধন বা ভূসম্পত্তি যে কোনও প্রকারে স্থানান্তরে বা হস্তান্তরে চলিয়া গিয়া ঐ ধনীদিগকে ভিখারী করিয়া দিয়া, আবার কত গরীবকে নূতন নূতন ধনী করিয়া দিতেছে। সুতরাং যদি ঐ সকল ধন-সম্পত্তি প্রকৃত পক্ষে ধনীদিগকেই ভালবাসিত, তবে ধনীদের দুঃখ-কষ্টের বিষয় চিন্তা করিয়া উহারা ঐ ধনীদের ঘরেই থাকিয়া যাইত। অতএব ধন-সম্পত্তিও কাহারও দুঃখ-কষ্টের প্রতি কোনই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া স্বাধীন ভাবে যখন যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যায়। এই দৃষ্টান্তগুলি দ্বারা এখন বুঝিতে পারিতেছ যে, জগতের ধন ও জন ইহারা কেহই কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। ইহারা একে অন্যের সুখ-শান্তির দিকে বা ভাল-মন্দ, হিতাহিতের দিকে কোনই লক্ষ্য না করিয়া, প্রত্যেকেই নিজ নিজ সুখ-শান্তি খুঁজিয়া নিজ নিজ উপযুক্ত সময় মতই এই ধরাধামে যাতায়াত করিয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতএব এই সকল প্রত্যক্ষ দেখিয়াও তুমি কোন্ বুদ্ধিতে, কি যুক্তিবলে এই সকল ধন-জনের উপর মমত্ব-বুদ্ধি স্থাপন করিয়া বৃথাই শোক-তাপ ভোগ করিতেছ ? পতঙ্গ যেরূপ অন্ধকার রাত্রিতে আগুনের রূপের মোহে পড়িয়া, সেই আগুনকে ধরিতে গিয়া নিজের জীবন হারায়; তোমরাও ঠিক সেইরূপ অজ্ঞানান্ধকারে বিষয়ের নাম ও রূপের মোহে পড়িয়া, সংসারের মিথ্যা জাক-জমকের আগুনে পুড়িয়া মরিতেছ। পরে অন্তিম কালে সকলেই বলে. 'সুখ কই! সুখ কই! এই সবই যে মরুভূমি,—জল কোথায়! কি মূর্খ আমি! এত দিন ধরিয়া মরুভূমিতে কূপ খনন করিলাম! জল ত মিলিল না! কেবল খনন করাই সার হইল! জল কই! জল কই! সব পরিশ্রমই বৃথা! এক্ষণে শরীরের বল হারাইয়াছি, মনের বল হারাইয়াছি, মৃত্যুকাল উপস্থিত! এখন আমার কে আছে? কত লোককেই ত 'আমার' বলিলাম, কিন্তু কই! কেহই ত আমার হইল না?' এ বিষয়ে একটি গল্প বলি শুন,—

শিমূল পুষ্পের তত্ত্ব অনভিজ্ঞ কোন অজ্ঞ ব্যক্তি, এক দিন একটী শিমূল বৃক্ষে সুন্দর শিমূল পুষ্প দেখিয়া ভাবিল, 'ঐ ফুলগুলি দেখিতেই যখন এত সুন্দর, ইহার গন্ধ না জানি কতই মনোহর হইবে'। এই ভাবিতে ভাবিতে সে সেই শিমূল বৃক্ষের কণ্টক অতিক্রম করিয়া, অতি কষ্টে বৃক্ষে আরোহণ করতঃ একটী ফুল তুলিয়া দেখিল ইহার কোনই গন্ধ নাই, মাত্র রূপেরই আড়ম্বর। সুতরাং তাহার এই বৃক্ষারোহণের পরিশ্রম বৃথাই গেল। তথাপি সেই বিচারহীন অজ্ঞ ভাবিতে লাগিল, 'বোধ হয় এই ফুলে ফল হইলে তাহা অতি সুমিষ্ট, সুস্বাদুই হইবে, অতএব বৃক্ষের নীচে অপেক্ষা করা যাউক; ফল হইলেই তাহা ভক্ষণ করিয়া পরিশ্রম সার্থক করিব'। এই আশায় মন বাঁধিয়া ঐ অজ্ঞ সেই বৃক্ষমূলে অপেক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে কয়েক দিন পরে দেখিতে পাইল, সেই শিমূল ফুলে বড় বড় ফল ধরিয়াছে এবং ফলগুলি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিনে দিনে পুষ্ট হইতেছে। ইহা দেখিয়া সেই অজ্ঞের মনের ঐ সুমিষ্ট ফল খাওয়ার আশাও দিনে দিনে পুষ্ট হইয়া আসিতেছিল। সে ভাবিতেছিল যে, 'ঐ ফলগুলি সুপক্ক হইলেই খাওয়ার ব্যবস্থা করিব'। এই আশায় সে হর্ষোৎফুল্ল হইয়াই কয়েক দিন সেই শিমূল বৃক্ষমূলে অবস্থান করিয়াছিল। পরে সেই মূর্খ দেখিতে পাইল, সেই শিমূল ফল ফাটিয়া গিয়া তাহার আকাঙ্ক্ষিত ভোগ্য পদার্থ (অর্থাৎ সেই ফলের ভিতরের তূলা) বাতাসের সঙ্গে সঙ্গেই উড়িয়া যাইতেছে; তাই তাহার মনের সেই ফল ভোগের আশাও সেই বায়ুর সঙ্গেই উড়িয়া গেল। বৎস! তোমরাও এই সংসার-শিমূল বৃক্ষের ফুল-ফলের রূপ-রসের মোহে পড়িয়াই ঐ অজ্ঞের ন্যায় অনিমেষ-নেত্রে স্ত্রী, পুত্র, ধন-জনাদির দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছ। আর, ভাবিতেছ, ভবিষ্যতে তাহাদের দ্বারা সুখ-শান্তি ভোগ করিবে। অবশেষে অন্তকালে দেখিতে পাইবে যে, সেই শিমূল তুলা উড়িয়া যাওয়ার ন্যায়, কাল-স্রোত-প্রবাহে এ সকল ধন-জনাদি কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যাইবে; আর তুমিও 'হা হতোহস্মি' বলিয়াই অতৃপ্ত বাসনারাশি সহ এই দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। অতএব, তুমি বিচারশীল বৈরাগ্যবান হইয়া এই সংসার-শাল্মলি-বৃক্ষের পুষ্পের মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া না ভুলিয়া, নির্ম্মম ও নিষ্কাম হইয়া পরম শান্তিতে অবস্থান করিতে থাক।

ভক্ত—হে ভগবন্! আপনার অসীম করুণা গুণে এবং আপনার অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের বলে, এক্ষণে আমার মোহ-জাল অপসৃত হইয়াছে। এই দুস্তর সংসার-মরুভূমি বিষয়ে আমার সংশয় সর্ব্বতোভাবে তিরোহিত হইয়াছে। আপনার কৃপায় এক্ষণে আমি নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে শান্তি লাভ করিলাম। হে দয়াময়! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, তাই পুনরায় জিজ্ঞাসা করি, সর্ব্বদাই আমরা বিষয়ের দ্বারা শোক-দুঃখ পাইয়া উৎপীড়িত হই। তথাপি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়াও পুনরায় মন সেই বিষয়-ভোগেই লিপ্ত থাকিতে চায় কেন?

মহাঃ—বৎস! তীব্র বিচার ও বৈরাগ্যের অভাব বলিয়াই মনের এই দুরবস্থা হয়। কুকুরের যেরূপ বিষ্ঠা খাওয়াই জন্মগত স্বভাব, মনেরও সেইরূপ বিষয়ে লিপ্ত থাকাই মজ্জাগত স্বভাব। শত বার মারিলেও যেমন কুকুর বিষ্ঠা খাওয়া ত্যাগ করে না, গুরু-বাক্য ও বেদ-বাক্যের শত শত অকাট্য যুক্তি প্রমাণ দিয়া এবং প্রত্যক্ষ দেখাইয়া, মনকে বিষয়ের অপকারিতা প্রদর্শন করাইলেও মন কিছুতেই বিষয়-বাসনা ত্যাগ করিতে চাহে না। বিষয়ের দ্বারা এত ঘাত-প্রতিঘাত খাইয়া, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা পাইয়াও মনের কিছুতেই অপমান বোধ হইতেছে না। যেমন, কোন এক স্থানে জনৈক ব্যক্তি অপর বিপক্ষকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল, "আমি বহু স্থানে জুতার পিটুনী খাইয়াছি, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেহই আমাকে অপমানিত করিতে পারে নাই; সুতরাং এখন গালাগালি দিয়া তুমি আর আমার কি অপমান করিবে?" তোমাদের এই মনও ঠিক তদ্রূপই। এই বলিয়া মহাপুরুষ আপন ভাবে বিভোর হইয়া গাহিতে লাগিলেন,—

(পাগলা মনটা রে তুই বাঁধ—সুর। ভৈরবী।)

তবু মন তোর লজ্জা হ'ল না।
বহু জন্ম ঘুরে ঘুরে, পেলি লাঞ্ছনা॥
বারে বারে দুঃখ পেয়ে, কত জন্ম এলি ধেয়ে।
(তবু) এ বারেও তোমার ঘটে, বিচার এল না॥
এত দাগা পেয়েও তোর, 'আমার, আমার' হ'ল না দূর।
(এখন) 'আমি আমার, তুমি তোমার,' ঐ বুলি ছাড় না॥
বিবেকহীনের শান্তি কোথায়? এ দৃষ্টান্ত যথা তথায়।
দুনিয়াতে তোর ন্যায় অন্ধ, কেউকে দেখি না॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ বার মানব জন্ম পেলি, তাহাও বৃথা খোয়ালি।
ভোগ-পিপাসায় আর কত কাল, সইবি যাতনা ॥
জ্ঞানগুরুকে সম্বল ক'রে, এ বার চল নিজ অন্তঃপুরে।
(নৈলে) ত্রিভুবনে পরম শান্তি, কোথাও পাবে না ॥

ভক্ত—প্রভু! সংসারে আসিয়া আমাদের ন্যায় অজ্ঞ জীবের অহরহ কি চিন্তা করা কর্ত্তব্য ?

মহাঃ—বৎস! সর্ব্বদা ইহাই মনে মনে বিচার করা উচিত যে,—'এই যে জগত-সংসার দেখিতেছি ইহা কি ? এ সকল কোথা হইতে আসিল ? আমিই বা কে ? এই যে সুখ, ইহাই বা কি ? এই চরাচর সমুদায় জগতের বস্তু স্বপ্নতুল্য মিথ্যা ও নশ্বর এবং বিপদের আলয়, পাপের মূল ও অভিভবের কারণ। সংসারে এরূপ দৃষ্টি আছে কি, যাহাতে দোষ-সম্পর্ক নাই ? এরূপ বিষয় আছে কি, যাহাতে দুঃখ-দাহ উপস্থিত হয় না ? এমন উৎপন্ন বস্তু আছে কি, যাহার বিনাশ নাই ? এমন ক্রিয়াই বা আছে কি, যাহা মায়া-সম্পৃক্ত নহে ? কোন্ স্থান হইতে আমি আসিলাম, পরিণামে কোথায়ই বা গমন করিতে হইবে ? আমি কি চিরদিনই এই ভাবে সংসারে থাকিব ? আমার এই সহায়-সম্পদ, ধন-জন, বিষয়-বিভব কোথা হইতে আসিল ? কিরূপে হইল ? চিরদিনই কি এইরূপ থাকিবে, অথবা আবার কোথাও অন্তর্হিত হইবে ? আমার পূর্ব্বে আরও কত লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি সংসারে আগমন করিয়াছে, তাহারা কি এখনও আছে, না, অন্য কোন স্থানে চলিয়া গিয়াছে ? অহো ! আবহমান কাল এই ভাবে গমনাগমন হইতেছে, যে গমন করিতেছে, সে আর ফিরিয়া আসিতেছে না। কোথায় যাইতেছে ? আমিও কি তথায়ই যাইব ? সকলের প্রতি যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে, আমার প্রতিও কি সেই নিয়ম বিধিবদ্ধ ? সকলকেই যদি মরিতে হয়, তবে আমিই বা না মরিব কেন? প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, প্রতি দিন কত শত শত লোক মৃত্যু-গ্রাসে পড়িতেছে, পড়িয়াছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও পড়িবে। তবে আমিই বা না মরিব কেন? অবশ্যই মরিব!” এই সকল বিচার করা এবং প্রতি দিন প্রতি মুহূর্ত্তে নিজ দেহের নশ্বরত্ব পর্য্যবেক্ষণ করা কর্ত্তব্য। হে মহামতে! পূর্ব্বোক্তরূপ বিচার যাহার অন্তরে না উঠে, সে মুক্ত হওয়া দূরে থাকুক, জীব-ভ্রান্তিরূপ দীর্ঘ জ্বর ভোগ করিয়া ক্রমেই জীর্ণ হইতে জীর্ণতম হইয়া থাকে। যে ভোগলিপ্সু নহে, তাহারই মনে ঐরূপ বিচার উদয় হয় ও তাহা সফল হয়। এই সকল পর্য্যালোচনা করিলেই মরুভূমিগত পথিকের ন্যায় এই সংসারের প্রতি নিতান্ত বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইয়া থাকে। তখন তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের নিকট হইতে ইহার সঠিক উত্তর জানিয়া লওয়া বিশেষ প্রয়োজন। কারণ, এই জগত-সংসারকে আপাততঃ যে ভাবে দেখা যায়, তাহা ইহার প্রকৃত ভাব নহে। ‘তবে এরূপ দেখা যায় কেন?’ ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, রজ্জুকে সর্পের ন্যায়, বৃক্ষকে ভূতের (মানুষের) ন্যায় দেখা যায় কেন? অজ্ঞানতাই ইহার কারণ এবং জ্ঞান-দৃষ্টিতে সত্য রজ্জু ও বৃক্ষই দৃষ্ট হয়। ঠিক তদ্রূপ সত্য-জ্ঞানের অভাব বশতঃই জগত-রূপ দেখা যায়; জ্ঞান-দৃষ্টির দ্বারা দর্শন করিলে সর্ব্বত্র ব্রহ্মস্বরূপ বা আত্মস্বরূপই দৃষ্ট হয়, সংসার রূপ দৃষ্ট হয় না। হে মহাবাহো! এই জগত-সংসারে ধর্ম্ম ব্যতিরেকে কেহই প্রকৃত বন্ধু বা সহায় নাই। আত্মতত্ত্বরূপ ধর্ম্মই একমাত্র প্রিয় সুহৃদ এবং এই ধর্ম্মই একমাত্র হিতৈষী বন্ধু। এই জ্ঞান-ধর্ম্ম পথের পথিক হইয়া সাধুবৃন্দের সংসর্গ লাভ করিয়া, সৎ কথায় আলোচনায় দেহ পাত করাই মানবের সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মহাপুরুষ গান ধরিলেন,—

(সংসার মায়া ছাড়িয়ে—সুর। মিশ্র।)

সকল চিন্তা ছাড়িয়ে, কর নিজ অনুসন্ধান।
কোথা হ’তে আসিয়াছ, যাইবে কোথায়, আছ কোন স্থানে॥
সুখের আশা ভূরি ভূরি, এ সকল যে দুঃখের কাঁড়ি।
ধন-জনেতে সুখ পেলে না, (তবে) আশা ছাড় না কেনে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ ভবে যাহা দেখ সার, বিচার ক'রলে সকল অসার।
ভ্রমে বল্‌ছ 'আমার, আমার' (তোমার) সাথী নাই এখানে॥
মানব-দেহে এসেছিলে, (বৃথা) পর-চর্চ্চায় দিন কাটালে।
আপন তত্ত্ব না জানিলে, শান্তি নাই ত্রিভুবনে॥

ভক্ত—প্রভু! আমি সকলের নিকট সদ্ব্যবহার পাইয়া, সকলের প্রিয় পাত্র হইয়া কি প্রকারে সুখে কালাতিপাত করিতে পারিব, তাহারই সদুপদেশ আমাকে প্রদান করুন।

মহাঃ—বৎস! এই জগত-সংসারটা ঠিক এক খানা 'আয়না' বলিয়া জানিও। আয়নার নিকট দাঁড়াইয়া তুমি যেরূপ অঙ্গভঙ্গি করিবে, আয়নাস্থ প্রতিবিম্বও অবিকল সেই রূপই অঙ্গভঙ্গি তোমাকে দেখাইবে। তুমি সেই প্রতিবিম্বকে চোখ রাঙ্গাইলে সেই প্রতিবিম্বও তোমাকে সেইরূপই চোখ রাঙ্গাইবে। এই জগতও সেইরূপ প্রকৃতির দর্পণ স্বরূপ। তোমার মন-প্রকৃতি যখন যে প্রকার রূপ ধারণ করিবে, জগদ্দর্পণে সেই রূপই দেখিতে পাইবে। তুমি কটু বলিলে, প্রত্যুত্তরে কটু শুনিবে। এই ভাবে ক্রোধের বিনিময়ে ক্রোধ, হিংসার বিনিময়ে হিংসা ও প্রেম-ভালবাসার বিনিময়ে প্রেম-ভালবাসাই পাইবে। তড়িত অথবা অন্য কোন শক্তি যেরূপ সেই শক্তির আধার-যন্ত্র (Dynamo) হইতে বহির্গত হইয়া, ঘুরিয়া আবার সেই যন্ত্রেই প্রত্যাবৃত্ত হয়; মায়া-প্রকৃতির সমুদায় শক্তি সম্বন্ধেই ঠিক এই নিয়ম। সমুদায় শক্তিই ঘুরিয়া-ফিরিয়া, যে স্থান হইতে গিয়াছিল ঠিক সেই স্থানেই প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই হেতু কাহাকেও ঘৃণা করা উচিত নয়; কারণ, ঐ শক্তি,—ঐ ঘৃণা,—যাহা তোমার মন হইতে বহির্গত হইয়াছিল, তাহা কোন এক সময়ে তোমার নিকট নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিবে (অর্থাৎ কোন এক সময়ে অন্যে তোমাকেও ঘৃণা করিবে)। এই কথাটি একেবারে অতি সত্য যে, মানুষের অন্তঃকরণ হইতে যে ঘৃণা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা হিংসার বীজ নির্গত হয়, তাহা ঘুরিয়া-ফিরিয়া পুনরায় তাহার উপর আসিয়াই পূর্ণ বিক্রমে আপন প্রভাব বিস্তার করে. কেহই ইহার গতি রোধ করিতে পারে না। প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপই জানিবে। এই কথাটী স্মরণ থাকিলেই মন অসৎ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকে। বৎস! যাহা দান করা যায়, তাহাই পাওয়া যায়। যদি অন্যের ভালবাসা চাও, তবে অগ্রে নিজে অন্যকে ভালবাস। সংসারে তুমি যদি সদ্ব্যবহার পাইয়া সুখে থাকিতে চাও, তবে অগ্রে তোমাকে সদাচারী হইতে হইবে। কেহ তোমাকে মারিলে, কি তিরস্কার করিলে বা কোন প্রকারের দুর্ব্যবহার করিলে তুমি দুঃখ পাও, কাজেই তুমি কাহাকেও মারিও না, তিরস্কার করিও না বা কোন দুর্ব্যবহারও করিও না। ভীষ্ম যখন শরশয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন পঞ্চ পাণ্ডব ও কুন্তী তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "ধর্ম্ম কি?" উত্তরে ভীষ্মদেব বলিয়াছিলেন,—

আত্মনঃ প্রতিকূলানি পরেষাং ন সমাচরেৎ। (মহাভারত)

অর্থাৎ—"নিজের প্রতিকূল ব্যবহার অন্যের সঙ্গে করিবে না,—ইহাই ধর্ম্ম।" তাৎপর্য্য এই, নিজের মন যেরূপ ব্যবহার অন্যের নিকট হইতে পাইতে পছন্দ করে না; যাহা তোমার মনের অনুকূল নয়, সেরূপ ব্যবহার অন্যের সঙ্গে করিবে না। ইংরেজদের ধর্ম্মগ্রন্থেও আছে, Do to others as you would be done by. 'তুমি অন্যের নিকট যেরূপ ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা কর, অন্যের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার কর।' অতএব অন্যের নিকট হইতে তোমার যে সদ্ব্যবহার বা ভালবাসা পাওয়া, তাহাও তোমার মনের ক্রিয়ার উপরেই নির্ভর করে। বিচারশক্তি বলে মনে জ্ঞান না জন্মিলে, জগতের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিতেও মন অপারগ হইয়া থাকে।

এমন সময় সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন। তাই মহাপুরুষও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৌনাবলম্বন করিলেন। তখন সেই ভক্ত ও অন্যান্য শ্রোতাগণ যথাশক্তি স্বর্ণমুদ্রা, বস্ত্র ও ফল-মূলাদির দ্বারা সেই ব্রহ্মজ্ঞের অর্চনা করিয়া, প্রণাম করতঃ নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন।

—:০:—

উপসংহার।

পরদিন ভক্ত ও অন্যান্য শ্রোতাগণ আসিয়া সেই মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। ভক্ত বলিলেন, প্রভু! অনেক দিন হইতেই পরমাত্ম-তত্ত্ব বিষয়ে আপনার নিকট বহু রকমের উপদেশ পাইয়া পরমানন্দ ভোগ করিতেছি। অদ্য আরও কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর আপনার নিকট শ্রবণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের ইচ্ছা করিতেছি। ভগবন্! আমি জানি, সাধুগণ অবনত শিষ্যকে উপদেশ-বাক্য বলিতে ক্লেশ বোধ করেন না।

মহাঃ—বাবা! তোমার প্রশ্ন কি?

ভক্ত—হে দয়াময়! মানব-জীবনের উদ্দেশ্য কি?

মহাঃ—নিজেকে নিজে জানা বা আত্মতত্ত্ব লাভ করা।

ভক্ত—প্রভু! আমি ত দেখিতেছি, শান্তি লাভ করাই সকলের লক্ষ্য।

মহাঃ—বৎস! নিজেকে নিজে জানা অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ ব্যতীত, দ্বিতীয় এমন কোন পন্থাই নাই, যদ্দ্বারা শান্তি লাভ হইতে পারে। কাজেই এই বিশ্ব-সংসারে যদি কিছু জানিতে হয়, তবে অগ্রে নিজেকে (আত্মাকে) জান; যদি কিছু দেখিতে হয়, অগ্রে নিজেকে (আত্মাকে) দেখ; যদি কিছু শুনিতে হয়, অগ্রে নিজের কথা (আত্মকথা) শুন; যদি কোন রূপ চিন্তা করিতে হয়, অগ্রে নিজেরই রূপ (আত্মরূপ) চিন্তা কর; যদি কিছু বুঝিতে হয়, তবে অগ্রে নিজেকে (আত্মাকে) বুঝ; যদি কোন কথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিতে হয়, তবে সর্ব্বক্ষণ নিজের কথা (আত্মকথা) বল ; আর যদি কোন রসাস্বাদন করিতে হয়, তবে সর্ব্বাগ্রে নিজেরই (আত্মারই) রসাস্বাদন কর। একমাত্র ইহা দ্বারাই মানব মায়া-বন্ধন মুক্ত হইয়া চির শান্তি লাভ করিয়া থাকে। এই বিষয়ে বেদান্তও বলিয়াছেন,—

অদ্বিতীয়ং ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানন্তি যথা তথা।
ভ্রান্তা এবাখিলাস্তেষাং ক্ব মুক্তিঃ কেহ বা সুখম্॥ (বরাহোপনিষদ্)

অর্থাৎ—"যাহারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব (নিজের তত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব) জানে না, তাহারা ভ্রান্ত ; এ জীবনে তাহাদের মুক্তি কোথায় ? সুখই বা কোথায় ? অদ্বৈত ব্রহ্মের স্বরূপ না বুঝিলে ভ্রান্তিই থাকিয়া যায়, ভ্রান্ত পুরুষের মুক্তি কখনই সম্ভবপর নহে, মুক্তি না হইলে অনবচ্ছিন্ন সুখ হইতে পারে না।" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মহাপুরুষ নিজের ভাবে বিভোর হইয়া গাহিতে লাগিলেন,—

লোকে সদা শান্তি খুঁজিয়ে বেড়ায়,
শান্তি কোথায় তাহা, দেখিতে না পায়।
ধন-জন ভোগেতেও, অশান্তি পায়,
কালী, কৃষ্ণ, গড, খোদা, শান্তি নাহি দেয়॥
সর্ব্ব চিন্তা ছাড়িয়ে, আপনার খোঁজে,
মন যবে প্রবেশ করে, অন্তর রাজ্যে।
অবিচ্ছিন্ন শান্তি-সুখ, মিলে সেথায়,
সাধারণে এই তত্ত্ব, বুঝিতে না পায়॥
আপনার দর্শন, মিলিবে যবে,
তখনেই মনেতে, পূর্ণানন্দ পা'বে।
মনের ধাঁধায়, পড়ে মনেরই ধাঁধায়,
সবের ভাগ্যে সে আনন্দ, ঘ'টে উঠা দায়॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত—মহাত্মন্! আপনি বলিয়াছেন যে, 'সদ্গুরুর কৃপা ভিন্ন কিছুতেই নিজেকে নিজে জানা যায় না।' আমি আমার নিজেকে নিজেই জানিব, তাহাতে আবার অন্য এক জন গুরুর দরকার কি?

মহাঃ—বৎস! তুমি যে তোমাকে জানিবে, সেই জানিবার শক্তি তোমার ভিতরেই আছে। কারণ, প্রত্যেক মানবের মধ্যেই সমস্ত জ্ঞান রহিয়াছে, জ্ঞান কখনও বাহির হইতে আসে না। বর্ত্তমান কালের দার্শনিকগণও বলিয়া থাকেন, 'মানুষের জ্ঞান তাহার আপনার ভিতর হইতেই উৎপন্ন হয়'। কিন্তু অপর এক জ্ঞানের দ্বারা তাহাকে উত্তেজিত করিতে হইবে, নতুবা তোমার অজ্ঞানাবৃত জ্ঞান কিছুতেই চেতনতা প্রাপ্ত বা প্রকাশিত হইবে না। কারণ, জ্ঞানের শক্তিতেই জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে। আমাদের ভিতরে যে জ্ঞান আছে, তাহা উন্মেষের জন্য অপর জ্ঞানীর দরকার। সুতরাং এই জ্ঞানী গুরুর সর্ব্বদাই প্রয়োজন। জগতে কেহই কখনও জ্ঞানী গুরু ব্যতীত কিছুই শিক্ষা করিতে পারে নাই ও পারিবে না; কারণ, গুরুর সাহায্য ব্যতীরেকে কোন জ্ঞানই প্রকাশ পাইতে পারে না। তুমি যে পরিমাণে সাধনা করিবে, সেই পরিমাণেই গুরুদেবের শক্তি লাভ করিতে পারিবে, নতুবা নয়। তুমি তোমাকে জান না ও চেন না, তাই দেখিতেও পাও না। শ্রীগুরু আসিয়া যখন তোমাকে দেখাইয়া দিবেন, তখনই তুমি তোমাকে জানিবে ও দেখিতে পাইবে। একটী গল্প শুন:—

সুরেন্দ্র অত্যন্ত তামাক-খোর ছিল; সে রাত্রিতেও ৩।৪ বার তামাক খাইত। এই জন্য তাহার ঘরে সমস্ত রাত্রিই আলো জ্বলিত এবং দিয়াসলাই, টিকে, তামাক, হুঁকো, কল্কে প্রভৃতি সরঞ্জাম তাহার নিকটেই থাকিত। এক দিন রাত্রি দুইটার সময় তাহার তামাকের পিপাসা হইল। তখন সে টিকে ধরাইবার জন্য দিয়াসলাই হাতে লইয়া দেখিল, উহাতে একটিও কাঠি নাই। কাজেই সে পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীর দেবেন্দ্রের নিকট হইতে দিয়াসলাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনিতে গেল। তখন মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছিল, তাই আলো ও টিকে হস্তে লইয়া ভিজিতে ভিজিতে দেবেন্দ্রের বাড়ী যাইয়া চীৎকার করিয়া তাহাকে ডাকিতে লাগিল। দেবেন্দ্র তখন গভীর নিদ্রায় অভিভূত। হঠাৎ এত গভীর রাত্রিতে চীৎকার শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল; ভাবিল হয়ত কাহারও কোন বিপদ ঘটিয়াছে। তখন দরজা খুলিয়া দেখিল, সুরেন্দ্র আলো ও টিকে হাতে করিয়া তাহার দরজায় দণ্ডায়মান। দেবেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাই, এত রাত্রে কেন ডাকিতেছ?" উত্তরে সুরেন্দ্র বলিল, "আমার ঘরে আগুন নাই, তোমার দিয়াসলাই দিয়া আমার এই টিকেটাতে আগুন ধরাইয়া দাও, আমি তামাক খাইব।" এই কথা শুনিবা মাত্র দেবেন্দ্র অত্যন্ত বিরক্তির সহিত বলিল, "তুমি নিরেট আহাম্মক বলিয়াই নিজের সঙ্গে অগুন রাখিয়া টিকে ধরাইবার জন্য আগুন খুঁজিতে আমার নিকট আসিয়াছ, আর চীৎকার করিয়া আমার ঘুম ভাঙ্গাইয়া অশান্তি উৎপাদন করিতেছ; দাও, টিকেতে আগুন ধরাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া সে সুরেন্দ্রের নিকট হইতে টিকে ও আলোটী লইয়া, তাহার নিকটে বসিয়াই সেই আলোর আগুন দ্বারা টিকে ধরাইয়া দিল। ইহা দেখিয়া সুরেন্দ্র আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং ভাবিতে লাগিল, 'আমার কি অসম্ভব ভ্রম হইয়াছিল; আমার সঙ্গেই আগুন, তথাপি নিজের অজ্ঞানতা বশতঃ সেই আগুন পাইবার জন্য অস্থির হইয়া এই গভীর রাত্রিতে বৃষ্টিতে ভিজিয়া নিজেও অনেক কষ্ট ভোগ করিয়াছি এবং দেবেন্দ্রের ঘুম ভাঙ্গাইয়া তাহাকেও কষ্ট দিয়াছি'। বৎস! তুমিও ঠিক ঐ সুরেন্দ্রের ন্যায়। সুরেন্দ্র যেরূপ নিজের সঙ্গে আগুন থাকিতেও অজ্ঞানতা বশতঃ তাহা জানিতে না পারিয়া বহু কষ্টে আগুনের জন্য দেবেন্দ্রের নিকট গিয়াছিল; তুমিও সেইরূপ নিজের অজ্ঞানতা বশতঃই নিজের ব্রহ্মভাব জানিতে না পারিয়া, অর্থাৎ ব্রহ্মাগ্নি যে তোমারই ভিতরে প্রজ্বলিত রহিয়াছে, তাহা জানিতে না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারাতেই, তুমি 'কোথায় ভগবান? কোথায় ভগবান?' বলিয়া, নানা প্রকার মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে অনুসন্ধান করিতেছ। আবার কখনও বা বহু অর্থ-ব্যয় ও বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া, এ তীর্থে সে তীর্থে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানা স্থানে পরমাত্মা পরমেশ্বরকে খুঁজিয়া অস্থির হইতেছ। দেবেন্দ্র যেরূপ সুরেন্দ্রের নিজের আলোর আগুন দ্বারাই তাহার টিকে ধরাইয়া দিয়াছিল, অন্য কোথাও হইতে নূতন কোন কিছুই আনে নাই; তোমার গুরুদেব আসিয়াও ঠিক সেইরূপ তোমার মন-বুদ্ধি দ্বারাই তোমার নিজের স্বরূপ, অর্থাৎ আত্মস্বরূপ দর্শন করাইয়া দিবেন। গুরুদেব তোমার দেহের বাহির হইতে নূতন কোন কিছুই আনিবেন না। তখন গুরুদেবের অলৌকিক শক্তি দেখিয়া তুমিও সুরেন্দ্রের ন্যায় আশ্চর্য্যান্বিত হইবে এবং তোমার নিজের অজ্ঞানতা তখন তুমি নিজেই বুঝিতে পারিবে। বৎস! কেহ নিজ কাপড়ের আঁচলে মুক্তা বাঁধিয়া তাহা ভুলিয়া গিয়া, যদি 'মুক্তা কোথায়, মুক্তা কোথায়' বলিয়া জলে, কর্দ্দমে অন্বেষণ করিতে থাকে, তবে তাহার সেই সমস্ত শ্রম পণ্ড হইয়া, কেবল সর্ব্বাঙ্গে কাদা মাখাই সার হইয়া থাকে। সেইরূপ তোমার দেহ ও মনের আবরণে অহংজ্ঞানগম্য সূক্ষ্ম আত্মাকে আবৃত করিয়া রাখিয়া, তোমার বহির্মুখী মনরূপী জীব তাহা বিস্মৃত হইয়া গিয়া, অনেক দেব-দেবীর মূর্ত্ত্যাদিতে 'কোথায় আত্মা, কোথায় আত্মা,' বলিয়া বাহিরে সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিতেছে। আর, ঐ জড় মূর্ত্ত্যাদি পূজিয়া কেবল মনে কাদা মাখাই সার হইতেছে, অর্থাৎ মনের দুর্ব্বলতা আরও বৃদ্ধিই পাইতেছে।

ভক্ত—প্রভু! নিজেকে জানিবার সহজ পন্থা কি?

মহাঃ—বৎস! নিজেই নিজের ভক্ত না হইলে, নিজেকে কিছুতেই জানা যায় না। মানব মাত্রেরই মন-প্রকৃতি বহির্মুখী। যে পর্য্যন্ত মন 'জাগতিক বিষয়ের দ্বারাই সুখ-দুঃখের সৃষ্টি হয়' বলিয়া কেবল বিষয়েরই দোষ দর্শন করে, সে পর্য্যন্ত মন বহির্মুখী বলিয়া জানিবে। পরে, যখন মন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'নিজেই নিজের সুখ-দুঃখের মূল কারণ' বলিয়া জানিতে পারিয়া, নিজেই নিজের দোষ দর্শন করিতে থাকে, তখনই মন অন্তর্মুখী বলিয়া জানিবে। বহির্মুখিত্বে মন নিয়ত দুঃখই প্রদান করে। এই বহির্মুখ মন-প্রকৃতিকে অন্তর্মুখী করাই সাধনা। একমাত্র এই সাধনা দ্বারাই নিজেকে নিজে জানা যায়, তদ্ভিন্ন দ্বিতীয় কোন পন্থাই নাই। এই প্রকৃতি অন্তর্মুখী হইলে পরম শান্তি লাভ হয়। এই শান্তিই প্রকৃত সুখ বা ব্রহ্মানন্দ। বৎস তোমার বিষয়াসক্ত বহির্মুখী মন চাহে, বহির্মুখী থাকিয়াই অন্তর্জগতের বিষয় অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব জানিতে; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ, যত দিন পর্য্যন্ত মন অন্তর্মুখী না হইবে, তত দিন পর্য্যন্ত কিছুতেই অন্তর্জগতের কোন সংবাদ পাইবে না, বা কেহ সেই অন্তর্জগতের কোন সংবাদ বলিলেও তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে না। যাহার মন যতটুকু অন্তর্মুখী হইয়াছে, তিনি মাত্র ততটুকুই নিজের ভিতরের সংবাদ জানিতে পারিতেছেন। মনে বিচার না আসা পর্য্যন্ত, মন কখনও অন্তর্মুখী হয় না; অন্তর্মুখী না হইলেও মন শান্ত হয় না; মন শান্ত না হইলেও লোকে শান্তি পায় না। মন অন্তর্মুখী হইয়া শান্ত নিরঞ্জনকে দর্শন করিয়াই শান্ত হয় এবং তখনই মন চির শান্তি লাভ করে।

বৎস! 'ব্রহ্মানন্দ' ভিন্ন অন্য যে কোনও আনন্দ, তাহাই—'বিষয়ানন্দ'। তাই খণ্ড জীব-চৈতন্য, অখণ্ড পরম শান্ত পরম স্থানে প্রবেশ করিয়া স্থিতি লাভ না করা পর্য্যন্ত, কিছুতেই শান্তি পাইবে না। সুতরাং এই জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-জ্ঞানই মুক্তির সাধন। ইহাই সর্ব্ব বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থাপক সর্ব্ব বেদশাস্ত্রের অনুশাসন বা আদেশ। অতএব ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ ও তাঁহার সঙ্গ করাই ইহার একমাত্র সুহজ উপায়। এই সকল বিষয় সর্ব্বদা অভ্যাস দ্বারা নিজে অনুভব করিতে হইবে, নতুবা কেবল আমার মুখে ব্যাখ্যা ও মতামত শুনিলে চলিবে না; কারণ, এ সকল কেবল বক্তৃতার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয় নয়। সাধনা দ্বারা যে পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষানুভূতি করিতে না পারিবে, সে পর্য্যন্ত এ সকল কিছুই বুঝিতে পারিবে না।

ভক্ত—প্রভু! আপনি যে ব্রহ্মজ্ঞানের বা 'আমি'র জ্ঞানের কথা বলিতেছেন, এই ব্রহ্মজ্ঞান ত জগতে সকলেরই আছে। কারণ, 'আমি আছি' এই জ্ঞান জীবমাত্রেই আছে, সুতরাং সকলেই ত ব্রহ্মজ্ঞানী। তবে এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার জন্য আবার অত কষ্ট করিতে হইবে কেন?

মহাঃ—বৎস! জ্ঞান তিন প্রকার, সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস জ্ঞান। সাধারণ মানবের যে দেহের উপরে 'আমি আছি' এই জ্ঞান, ইহা অজ্ঞান হইতেও অজ্ঞান বা 'তামস জ্ঞান'। এই জ্ঞান কখনও জ্ঞান নয়,—ইহা 'ভ্রম জ্ঞান'। পরমাত্মা যে সর্ব্বগত তাহা ত তোমার অনুভবে আসিতেছে না? তুমি ইহা অনুমান করিয়া লইয়াছ মাত্র। এই অনুমানও একটা প্রমাণ বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষোপলব্ধির মত নয়। সুতরাং 'আমি আত্মা' এইরূপ উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে 'অপরোক্ষ জ্ঞান' বলা যায় না। 'আমি আত্মা' এইরূপ উপলব্ধিকেই প্রকৃত 'জ্ঞান' কহে; আর 'আমি মন বা জীব' এইরূপ অনুভবকেই 'অজ্ঞান' বলে; আর 'আমি দেহ' এইরূপ উপলব্ধিকে 'অজ্ঞান হইতেও অজ্ঞান' বলা যায়।

কোন শৃগালের গর্ত্তে একটী সিংহ-শাবক প্রতিপালিত হইয়া, শৃগালের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে সে তাহার নিজের নির্ভীকতা ও তেজ-বিক্রমাদি সিংহত্ব ভুলিয়া গিয়া, ভয়-ভাবনাদির দ্বারা শৃগালত্ব বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। পরে অপর কোন সিংহ তাহা দেখিতে পাইয়া সেই সিংহ-শাবককে কোন জলাশয়ের নিকট লইয়া গেল এবং জল-মধ্যে উভয়ের প্রতিবিম্ব দেখাইয়া তখন তাহাকে বলিল, "আমি যে সিংহ, তুমিও সেই সিংহ, ঐ দেখ আমাদের উভয়ের চেহারার কোনই প্রভেদ নাই; অতএব এখন তোমার মনের মিথ্যা শৃগালত্ব বৃত্তি ত্যাগ কর"। তখন সেই সিংহ-শাবক চমকিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া উঠিল এবং নিজ মনের ভয়-ভ্রান্তি ইত্যাদি শৃগাল-বৃত্তি ত্যাগ করিয়া 'আমি সিংহ' নিশ্চয়রূপে বুঝিতে পারিয়া, সিংহ-বিক্রমে আনন্দে বনে বিচরণ করিতে লাগিল। সেইরূপ তোমরাও মন-শৃগালের গর্ত্তে লালিত-পালিত হইয়া মন-শৃগালের সঙ্গ করিতে করিতে নিজের ব্রহ্মস্বরূপত্ব ভুলিয়া গিয়া 'আমি মন বা জীব, অথবা আমি দেহ' এইরূপ বোধ করিতেছ। যখন ব্রহ্মজ্ঞ গুরু আসিয়া 'অহং ব্রহ্মাস্মি' আমিই ব্রহ্ম,' 'তত্ত্বমসি' তুমিই ব্রহ্ম, এইরূপ পুনঃ পুনঃ ধ্বনি তোমাদের নিকট করিতে থাকিবেন, তখনই তোমাদের অজ্ঞানান্ধ মন চমকিত হইয়া উঠিবে। পরে ক্রমে নিজের মন ভ্রান্তি বা জগত-ভ্রান্তি দূর হইবে এবং তখনই তোমরা নিজ ব্রহ্মস্বরূপ বুঝিতে পারিয়া নির্ভীক চিত্তে ব্রহ্মানন্দে বিচরণ করিতে থাকিবে।"

ভক্ত—প্রভু! ঐ তিন প্রকার জ্ঞানের লক্ষণ কিরূপ?

মহাঃ—তোমরা প্রত্যহই যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করিয়া থাক, সেই গীতামুখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥
পৃথক্‌ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্‌বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥
যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্॥ (১৮ অঃ ২০-২২ শ্লোঃ)

অর্থাৎ—"অসংখ্য নাম ও রূপের দ্বারা জাগতিক বস্তু সকল পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দৃষ্টিগোচর হইলেও, যে জ্ঞান দ্বারা সেই নাম-রূপ তিরোহিত করিয়া অবিভক্তরূপে এক অব্যয়, নিত্য ব্রহ্মবস্তুকেই দর্শন করা যায়, তাহাই 'সাত্ত্বিক জ্ঞান'। একমাত্র এই জ্ঞানেই অদ্বৈত দর্শন ঘটিয়া থাকে। যেমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বর্ণ নির্ম্মিত হার, তার, বলয়, কুণ্ডল ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বস্তুগুলির নাম ও রূপ পৃথক্ পৃথক্ থাকিলেও একই কাঞ্চন দৃষ্ট হয়, সেইরূপ। আর, যে জ্ঞানে কিছুতেই জাগতিক বস্তু সমূহে একত্ব বোধ করিতে দেয় না, সর্ব্বদাই পৃথক্ বোধ করায়, মনে হয় 'জীব সকল কেহ সুখী, কেহ দুঃখী; সুতরাং পৃথক্ পৃথক্ দেহে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা থাকিয়া সেই আত্মাই সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছেন; যদি সত্যই আত্মা এক হইতেন, তবে সকল জীব একই প্রকার সুখ-দুঃখ অনুভব করিত'। এইরূপ ভেদ বোধ এবং চঞ্চলতাই রজোগুণের ধর্ম্ম। সত্ত্বগুণে ভেদ-ভাব তিরোহিত করিয়া দিয়া, একত্ব জ্ঞান জন্মায়; আর, রজোগুণে তাহার বিপরীত ভাবে, একত্ব-জ্ঞান তিরোহিত করিয়া দিয়া, ভেদ-জ্ঞান জন্মায়। সুতরাং এই জ্ঞানে দ্বৈত দর্শনেরই প্রবলতা থাকে। ইহাকেই 'রাজস জ্ঞান' কহে। তৎপর 'তামস জ্ঞান'; এই জ্ঞানই সর্ব্ব নিকৃষ্ট, তাই ইহাকে অজ্ঞান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে জ্ঞানে একটী কার্য্যকেই পূর্ণ ভাবিয়া নিশ্চয় করতঃ তাহাতেই আসক্তি জন্মায়, তাহাই 'তামস জ্ঞান'। যে জ্ঞানে মানবকে বলে, 'এই একটী নাম ভিন্ন গতি নাই, এই একটী ব্যক্তি বা মূর্ত্তিই সর্ব্বস্ব, এই মূর্ত্তিই পরিত্রাণকারী ও মুক্তিদাতা'; অথচ সেই ব্যক্তিটি বা মূর্ত্তিটি এক দেশে বা এক স্থানে সীমাবদ্ধ; যে জ্ঞানে বলে, 'ইনিই সর্ব্বান্তর্যামী' এবং যে জ্ঞানে কখনও অনুভব হয় না যে, একমাত্র 'সর্ব্বান্তর্যামী' আমারই নাম; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, অথবা কালী, কৃষ্ণ, রাম, শিব ইত্যাদি দেব-দেবীগণের যত নাম বা মূর্ত্তি আছে, সে সমস্তই আমার নাম বা মূর্ত্তি; এমন কি, জাগতিক যত কিছু বস্তু আছে, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্রাদি সৌর জগত এবং পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি সমস্তই আমি; যে জ্ঞানে এইরূপ ধারণা না হয় এবং যে জ্ঞানে মনকে দুর্ব্বল হইতেও দুর্ব্বলতর করিয়া ফেলে, তাহাই 'তামস জ্ঞান'। এই জ্ঞান যুক্তিশূন্য, প্রমাণশূন্য, নিতান্ত অসার ও একেবারে তত্ত্বহীন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৎস ! এখন একটু বিচার করিয়া দেখ, তোমাদের সর্ব্বসাধারণের যে জ্ঞান, তাহা অতি নিকৃষ্ট 'তামস জ্ঞান'। তোমরা রাজস জ্ঞানেও এখন পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পার নাই ; অথচ কেবল বাহিরে মূর্ত্তি পূজা করিয়াই ভাবিতেছ যে, 'আমরা সাত্ত্বিক জ্ঞানী'।

ভক্ত—ভগবন্ ! আপনি যে আত্মজ্ঞানের কথা বলিয়াছেন ; আগে অজ্ঞানতা সম্পূর্ণরূপে নাশ প্রাপ্ত হইলে পরে জ্ঞান জন্মিবে ? কি আত্মজ্ঞান পূর্ণমাত্রায় জন্মিলে পরে অজ্ঞানতা নাশ পাইবে ?

মহাঃ—বাবা ! খালি কলসীতে জল ভরিতে দেখিয়াছ ত ? এখানে সেই বিষয়টী স্মরণ করিয়া দেখ, তবেই বুঝিতে পারিবে। খালি কলসী প্রথমে বায়ু-পূর্ণই থাকে ; পরে জল ভরিবার সময় কলসীর ভিতরের সম্পূর্ণ বায়ু একই সময়ে বাহির হইয়া গিয়া কলসীকে খালি করিয়া দিলে, তখন জল কলসীতে প্রবেশ করে কি ? না, সমস্ত জল একই সময়ে কলসীর মধ্যে যাইয়া সম্পূর্ণ কলসী ভরিয়া গেলে, তখন বায়ু বাহির হইয়া যায় ! বস্তুতঃ যখন একটু একটু করিয়া কলসীতে জল প্রবেশ করিতে থাকে তখন সেই সঙ্গে সঙ্গেই বায়ুও একটু একটু করিয়া কলসীর ভিতর হইতে বাহির হইতে থাকে। অর্থাৎ কলসীর মধ্যে যে পরিমাণ জল প্রবেশ করিবে, ঠিক সেই পরিমাণেই বায়ুও কলসীর ভিতর হইতে বিতাড়িত হইবে। ঠিক তদ্রূপ জানিও, তোমার মন-কলসীতে অজ্ঞান-বায়ু সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ আছে। এখন জ্ঞান-বারি একটু একটু করিয়া যে পরিমাণে মন-কলসীতে প্রবেশ করিবে, তৎসঙ্গে সঙ্গে ঠিক সেই পরিমাণেই অজ্ঞান-বায়ুও মন-কলসী হইতে বিদূরীত হইবে। হঠাৎ একই সময়ে যেরূপ সমস্ত জল কলসীতে প্রবেশ করিতে পারে না, বা বায়ুও বিদূরীত হইতে পারে না ; সেইরূপ হঠাৎ একই সময়ে মনের মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মজ্ঞান জন্মিতে বা সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা বিদূরীত হইতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত—প্রভু! 'জ্ঞান' বলিতে আত্মজ্ঞান যেরূপ 'জ্ঞান' পদবাচ্য, বৈষয়িক জ্ঞান অর্থাৎ জড় বিজ্ঞানও ত 'জ্ঞান' পদবাচ্য। সুতরাং আত্মজ্ঞ ব্যক্তির মনে বৈষয়িক জ্ঞানের প্রাবল্য থাকে না কেন? অর্থাৎ আত্মজ্ঞানে বৈষয়িক জ্ঞানকে নষ্ট করিয়া দেয় কেন?

মহাঃ—বৎস! যতক্ষণ না সূর্য্যোদয় হয়, ততক্ষণই আকাশে তারকামালা ঝক্‌মক্ করিতে থাকে। সেইরূপ, যতক্ষণ না মানবের অন্তরে 'আত্মজ্ঞান' প্রকাশিত হয়, ততক্ষণই তাহার হৃদয়ে বিষয়-জ্ঞানের ঝক্‌মকি থাকে, অর্থাৎ বিষয়-জ্ঞান কার্য্যকারী হয়। আবার, সূর্য্যোদয় হইলেই যে আকাশের তারকাসকল ধ্বংস হইয়া যায়, এমত নয়, তখনও তারকামালা আকাশে থাকে। কিন্তু সেই তারকার ক্ষীণ জ্যোতি সূর্য্যের প্রখর জ্যোতির মধ্যে ডুবিয়া থাকে। সেইরূপ, আত্মজ্ঞ ব্যক্তির মনে বৈষয়িক জ্ঞান থাকিলেও সেই জ্ঞান তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর অত্মজ্ঞানের মধ্যেই ডুবিয়া থাকে।

ভক্ত—প্রভু! আপনি যে বিচার-বৈরাগ্যের কথা বলিয়াছেন, বিষয়-বৈরাগ্যের দ্বারা ত সাংসারিক বৈষয়িক সুখ সকল ধ্বংস হইয়া যায়; সুতরাং আমাদের সাংসারিক সুখ নষ্ট করিয়া দেওয়ার জন্য, বিচার ও বৈরাগ্যকে ইচ্ছা করিয়া টানিয়া আনিতে যাইব কেন?

মহাঃ—বৎস! বৈরাগ্যকে অন্য কোথাও হইতে টানিয়া আনিতে হয় না; বৈরাগ্য মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তাই উহা মনেই নিহিত আছে এবং মানুষ মাত্রেই সেই বৈরাগ্যকে আদর করিয়া থাকে। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখ, প্রত্যহই মনে বিষয়-বৈরাগ্য উদয় না হইলে, কাহারও সুষুপ্তি হইতে পারে না। অগ্নি-স্পর্শে সমস্ত দেশ ধ্বংস হইয়া যাইতেছে, ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াও যেমন লোকে অগ্নির ব্যবহার কিছুতেই পরিত্যাগ করে না; এমন কি, প্রত্যেকের ঘরেই বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া, উহা সুরক্ষিত হইয়া থাকে; ঠিক তদ্রূপ, বিচার-বৈরাগ্যের দ্বারা সাংসারিক সুখের বিশেষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হানি হইলেও, মহামানবগণ (আত্মজ্ঞগণ) প্রাণপণে সেই বিচার-বৈরাগ্যকেই সযত্নে হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকেন। কারণ, বৈষয়িক সুখ কখনই সুখ নয়,—উহা দুঃখেরই নামান্তর মাত্র। বিচার-বৈরাগ্যের দ্বারা যে পরম শান্তি লাভ হয়, তাহাই প্রকৃত 'সুখ' শব্দবাচ্য।

ভক্ত—হে ব্রহ্মন্! আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, 'সর্ব্বপ্রকার কামনা ও কর্ম্ম পরিত্যাগ না হইলে, কিছুতেই মনের উন্নতি হইয়া আত্মদর্শন হয় না'। কিন্তু মুমুক্ষু ব্যক্তির মনে ত সর্ব্বদাই কামনা থাকে যে, 'আমি সাধুসঙ্গ করিব, সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিব ও বেদান্ততত্ত্ব শ্রবণ করিব এবং আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হইব'। আর, এই সকল সৎসঙ্গ করার জন্য তাঁহাকে সাধুসেবা, গুরুসেবাদি দৈহিক অনেক কর্ম্মও করিতে হয়। সুতরাং এই সকল কর্ম্ম ও কামনাদি মুমুক্ষুর মনে বিদ্যমান থাকিলে, কি প্রকারে তাঁহার মনের উন্নতি লাভ হইয়া আত্মদর্শন হইবে?

মহাঃ—বৎস! কর্ম্ম ও কামনা দুই প্রকার, এক সৎ অর্থাৎ অন্তর্মুখী আর অসৎ অর্থাৎ বহির্মুখী। আত্মতত্ত্ব লাভের সহায়ক যে সকল কর্ম্ম ও কামনা তাহাই সৎ বা অন্তর্মুখী, তদ্ভিন্ন সমস্তই অসৎ বা বহির্মুখী। মনের এই অন্তর্মুখী কর্ম্ম ও কামনা দ্বারা মানবের মনের বহির্মুখী কর্ম্ম ও কামনা সকল দিনে দিনে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। আর মনের বহির্মুখী কামনাদি দ্বারা কর্ম্মাদি ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া জীবের অধোগতিই হয়। সুতরাং এই উভয়ে 'কর্ম্ম' শব্দবাচ্য হইলেও, বহির্মুখিত্বে আর অন্তর্মুখিত্বে আলো ও অন্ধকারের ন্যায়, সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ফল দান করে। কোন এক স্থানে দুই ব্যক্তির কলেরা হইয়াছিল। এক জন বিজ্ঞ চিকিৎসক আসিয়া সেই ব্যাধি নিবারণের জন্য এক রোগীকে 'স্প্রিট ক্যাম্ফর' খাওয়াইয়া দিলেন এবং সেই ঔষধের শক্তিতে রোগী ক্রমে রোগ মুক্ত হইয়া শান্তি লাভ করিল। আর, এক মূর্খ চিকিৎসক আসিয়া অপর রোগীকে 'জয়পাল' নামক ঔষধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খাওয়াইয়া দিল। তাহার ফলে রোগীর ব্যারাম্ বৃদ্ধি পাইয়া মৃত্যু হইল। এই উভয় রোগীকেই ঔষধ দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু ঔষধের গুণাগুণ চিকিৎসকদের জানা থাকা ও না থাকার দরুণ, এক জন আরোগ্য হইল ও অপর জনের মৃত্যু ঘটীল। ঠিক সেইরূপ আত্মজ্ঞ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করতঃ বেদান্ত-তত্ত্ব আলোচনার বলে, মানবের মন ক্রমে অন্তর্মুখী হইয়া ভব-ব্যাধি (মায়া-বন্ধন) মুক্ত হয়। আর অজ্ঞানীর আদেশে বহু লোক এক সঙ্গে একত্রিত হইয়া সংকীর্ত্তনাদি হুলুস্থুল করিয়া যে সকল বাহ্যিক ধর্ম্মানুষ্ঠান তোমরা করিয়া থাক, তদ্দ্বারা মন সংযত ও অন্তর্মুখী না হইয়া, তাহাতে মনের চঞ্চলতা বৃদ্ধি পাইয়া, মন অধঃপতিতই হয়। বৎস! অপরোক্ষ জ্ঞানী ভিন্ন, একেবারে সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ বা সর্ব্বকামনা ত্যাগ কেহই করিতে পারে না; অথচ কর্ম্ম ও বাসনা ত্যাগ ভিন্ন আত্মদর্শনও হয় না। সুতরাং যাহারা একেবারে ঐ সকল কর্ম্ম ও বাসনা ত্যাগ করিতে না পারে, তাহারা অন্তর্মুখী শুভ কর্ম্ম ও শুভ বাসনা রাখুক, তাহাই তাহাদের পক্ষে মঙ্গলদায়ক। কারণ, তাহা দ্বারাই ক্রমে তাহাদের ঐ সকল কর্ম্মাদি ত্যাগ হইয়া আসিবে।

ভক্ত—হে দয়াময়! তবে মনের কোন অবস্থায় আত্মদর্শন হইবে? অর্থাৎ কিরূপ বিচার জন্মিলে, ব্রহ্মোপলব্ধি হইবে বা ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিবে? তাহা ত আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

মহাঃ—বৎস! এখন তোমার কোন্ জ্ঞান আছে? এখন তুমি কি দর্শন করিতেছ? কোন্ বস্তুই বা উপলব্ধি করিতেছ? অগ্রে তাহা আমাকে বল।

ভক্ত—ভগবন্! এখন ত কেবল নিজ দেহ ও বাড়ী-ঘর ইত্যাদি জগতের জ্ঞান আছে, তাই কেবল এই দৃশ্য-জগতই দেখিতেছি এবং প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতেছি।

মহাঃ—বৎস! যেমন, জাগতিক কোন বস্তুর জ্ঞান থাকা পর্য্যন্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার কিছুতেই সুষুপ্তি হয় না, সমস্ত বস্তু-জ্ঞান লোপ পাইলেই সুষুপ্তি হইয়া থাকে ; যেমন রজ্জু-সর্প ভ্রম স্থলে সর্পের অস্তি-জ্ঞান থাকিতে কখনও রজ্জু-অস্তি জ্ঞান হয় না ; সেইরূপ, জগতের অস্তি-জ্ঞান বিদ্যমান থাকিতে ব্রহ্ম-জ্ঞানের উদয় হয় না। জগত-জ্ঞান লুপ্ত হইয়া ব্রহ্ম-জ্ঞান উদিত হইলেই মোক্ষ হয়। অতএব যখন তোমার মন এই দৃশ্য-জগতের অস্তি-জ্ঞান সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিয়া এই জগদ্দর্শন আর না করিবে, অর্থাৎ জগতের অস্তিত্ব মনে উপলব্ধি না হইবে, ঠিক সেই সময়ই তোমার মনে ব্রহ্ম-জ্ঞান উদিত হইয়া আত্মদর্শন বা ব্রহ্মোপলব্ধি হইবে। হে সুমতে! প্রচলিত একটী কথা আছে, 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'। অর্থাৎ 'ভোজনের শেষে মধুর স্বাদযুক্ত উত্তম দ্রব্য ভোজন করিয়াই ভোজন সমাপন করিবে।' তাই কেহ ভোজনে বসিলে, তিক্ত, ঝাল, প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্বাদযুক্ত দ্রব্য ভোজন করা শেষ হইলে তখন তাহার নিকট সুমিষ্ট উপাদেয় পায়সাদি আসিয়া উপস্থিত হয়, সর্ব্ব প্রকারের ভোজন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই সে সর্ব্বোত্তম মিষ্ট সামগ্রী প্রাপ্ত হয় না (পরিচারক দেয় না); ইহাও ঠিক তদ্রূপ। জগত-ভোজনকারী (ভোগকারী) জীব সকলের মধ্যে, যখন যাহার জাগতিক সর্ব্ববস্তু বিচার দ্বারা নিঃশেষ রূপে ভোজন (ভোগ) করা শেষ হইবে, ঠিক তখনই তাহার নিকট 'আত্মামৃত' আসিয়া উপস্থিত হইবে। কিন্তু ভোজনে (বিষয়-ভোগে) মনের পরিতৃপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত (মনে বৈরাগ্য না আসা পর্য্যন্ত) কিছুতেই কেহ সেই আত্মামৃত পাইবে না। এই আত্মামৃত পাইয়া তাহা পান করিয়াই তখন লোক অমরত্ব প্রাপ্ত হয়।

বৎস! যখন তোমার মন এই বহির্দৃষ্টি ত্যাগ করিয়া অন্তর্মুখী হইবে, অর্থাৎ মন তাহার অন্তরস্থ মনোরাজ্যের প্রতি দৃষ্টি করিবে, তখনই, তুমি মনের এই সমস্ত অবস্থা অবলোকন করিবে। আর, তখনই তুমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিতে থাকিবে,—"অহো! মন কি অনিবার্য্য ও চঞ্চল! পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিলেও মন বিষয় পরিত্যাগ করিয়া আসে না। যদি দৈবাৎ কখন আসে, তবে তৎক্ষণাৎ আবার বিষয়ে গমন করে। মন তরঙ্গস্থ তৃণের ন্যায় নিতান্ত অস্থির-স্বভাব। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ উহার নিকট সর্ব্বদাই রূপাদি অর্পণ করিতেছে, আর মনও তাহাতে বা তদ্দর্শনে উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতেছে। মন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৃত্তি পরিত্যাগ করিতেছে সত্য, কিন্তু আবার তদনুরূপ নূতন বৃত্তি লাভের জন্য ধাবমান হইতেছে। কি আশ্চর্য্য! আমি মনকে যাহা হইতে নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা করি, সে অধিক উন্মত্ত হইয়া সেই বিষয়েই ধাবমান হয়। ঘট ছাড়িয়া পটে যায়, পট ছাড়িয়া মঠে যায়; সেই দণ্ডেই আবার মঠ ছাড়িয়া অন্যত্র নানা স্থানে গমন করে। মন বানরের ন্যায় অতি চঞ্চল। এই চক্ষুরাদি, যাহাদিগকে আমরা পঞ্চেন্দ্রিয় বলিয়া থাকি, এই পঞ্চেন্দ্রিয়ই মনের প্রবেশ-নির্গমনের দ্বার। অরে ইন্দ্রিয়গণ! আমার কি সমাধি দ্বারা আত্মদর্শনের অবসর নাই? আমি কি ক্ষণকালের নিমিত্তও জ্ঞান অর্জ্জনের অবসর পাইব না? দেখিতেছি, তোরাও তরঙ্গ-তুল্য চঞ্চল। অরে চপল! অনর্থজনক চাঞ্চল্য পরিত্যাগ কর, অতিত দুঃখ-জাল সকল স্মরণ কর। অরে অধমগণ! তোরা জড় ও জড় মনের অংশ। জড়ের আবার গর্ব্ব কি? আমি জানিয়াছি, জড় সকল স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তুর ন্যায় মিথ্যা। তোরা অসার, তোদের রূপ বা স্বরূপ মিথ্যা; সে জন্য তোরা আত্মজ্ঞান-পরিশূন্য; তোদের বিপথ গমন, অন্ধের বিপথ গমনের সমান। অরে অবোধ ইন্দ্রিয়গণ! তোদের ব্যাকুলতা ও চাঞ্চল্য ব্যর্থ। পথিক যেমন সর্প-ভয়ে দূরে অবস্থান করে; চিন্ময় পরমাত্মাও সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণ হইতে দূরে অবস্থিত আছেন। অরে চিত্ত! তোর বিচরণ কুক্কুরের বিচরণের ন্যায় ব্যর্থ। কুক্কুর যেমন অশুচি ভক্ষণ করিয়া উদর পূরণার্থ এখানে-সেখানে ভ্রমণ করে, পরন্তু তাহাও তাহাদের সম্পূর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপে সম্পন্ন হয় না; তোর বিচরণও ঠিক তদ্রূপ। তুই যে ভাবিস্ 'আমি চেতনাবান্' বা 'চিন্ময়,' তাহা তোর ভ্রান্তি। তুই জড়, তোর সহিত চিদাত্মার সম্বন্ধ পর্য্যন্ত নাই। তুই যে 'আমি জীবিত' এতদ্রূপ অহঙ্কার বহন করিস্, তাহাও তোর দুর্ম্মতি ব্যতীত অন্য কিছু নয়। চিৎ স্বরূপ পরমাত্মাই একমাত্র বস্তু, তাহা আদি-অন্ত বর্জ্জিত, তদ্ব্যতীত অন্য কিছু নাই। অরে অবোধ! তুই এই দেহে বৃথা 'চিত্ত' নাম ধারণ করিতেছিস্। তোর যে কর্ত্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব, তাহা প্রথমতঃ অমৃততুল্য বোধ হয়, কিন্তু তাহা পরিণামে বিষ। অরে মূর্খ মন! তুই আর ইন্দ্রিয়গণের আশ্রয় লইয়া উপহাস্য হোস্ না। তুই কর্ত্তাও নয়, ভোক্তাও নয়, কিছুই নয়! কেন না, তুই জড়, অন্যের বোধ্য। তুই ভোগের কে? ভোগসমূহই বা তোর কে? তুই যখন জড়, তখন ভোগের সহিত তোর কোনরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। যাহা জড় তাহা নাই, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। তুই যে মিথ্যা কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বহন করিস্ আজ আমি তাহা প্রমাণ করিব। তুই যে নিজে জড়, সে বিষয়ে আর কোনই সংশয় নাই। জড়ের আবার কর্ত্তৃত্ব কি? প্রস্তর-খণ্ডের আবার নৃত্য কি? তুই বৃথা ভাবিস্—'আমি জীবিত, আমি কর্ত্তা, আমি হননকারী' ইত্যাদি। যাহার সামর্থ্যে কৃত হয়, তাহাকে লোকে 'কর্ত্তা' বলে। যেমন, খড়্গ পুরুষের সামর্থ্যে হত করে, তাই পুরুষ 'হন্তা' হয়; কাস্তে পুরুষের শক্তিতে ধান্য ছেদন করে, সে জন্য পুরুষকে লোকে 'ছেদক' বলে;—ঐ সকল অস্ত্রকে কেহ 'হন্তা' বা 'ছেদক' বলে না। সেইরূপ ঈশ্বরাংশ চিদাভাসের সামর্থ্যেই সমস্ত কার্য্য কৃত হইতেছে, তাহাতে তোর এত অভিমান কেন? তুই প্রকৃত পক্ষে জড়, সুতরাং তোর যে কিছু বোধ, সে সমস্তই চেতনার অধীন। পরম পিতা পরমেশ্বর আত্মা, তোকে অবিশ্রান্ত বোধ প্রদান করিতেছেন, তাই তুই বুঝিতেছিস্—'আমি, বোদ্ধা'।" হে বৎস! মানব মনোরাজ্যে প্রবেশ করিয়া যখন প্রথমে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনের বা চিত্তের ঐ সকল দোষ প্রত্যক্ষ দেখিতে থাকে, তখনই সে অতি দ্রুত মনোরাজ্য জয় করতঃ আত্মদর্শনে বা পরমপদ লাভে সমর্থ হয়। এই মনোরাজ্যে প্রবেশ করিয়া ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকিলে, যখন মনের মধ্যে জ্ঞান, অজ্ঞান কিছুই থাকিবে না, সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান শূন্য হইবে, সেই জ্ঞানাতীত অবস্থায়ই আত্মানুভূতি হইয়া থাকে।

ভক্ত—ভগবন্ আপনিই বলিয়াছেন যে, "সুষুপ্তি কালেও জ্ঞান থাকে; সুতরাং জ্ঞান সর্ব্বদাই বিদ্যমান"। অতএব মনের জ্ঞান থাকিবে না, সে আবার কি প্রকার অবস্থা হইতে পারে?

মহাঃ—বৎস! আমরা যাহাকে 'জ্ঞান' বলি, তাহা সেই জ্ঞানাতীত অবস্থারই অতি নিম্নতর অবস্থা মাত্র। তুমি বিশেষ রূপে স্মরণ রাখিও যে, কোন বিষয়ের সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন প্রান্তদ্বয় প্রায় একই রকম দৃষ্ট হয়। একটী দৃষ্টান্ত দেখ, আলোকের কম্পন যখন অতি মৃদু হয়, তখন উহা অন্ধকার স্বরূপ ধারণ করে। অর্থাৎ আমরা যাহাকে 'অন্ধকার' বলি, তাহা আলোকেরই নিম্নতর অবস্থা। আবার, আলোকের উচ্চ-কম্পনও অন্ধকারের ন্যায়ই দেখায়। এ জন্য ঐ দুই প্রকার অন্ধকারকে কি এক বলা যাইতে পারে? তাহা কখনই নয়। উহার একটী প্রকৃত অন্ধকার, অপরটী অতি তীব্র আলোক; তথাপি ঐ দুইটী দেখিতে ঠিক একই প্রকার। যেমন এক কলসী জলে এক তোলা চিনি মিশ্রিত থাকিলে সেই চিনির কোন মিষ্ট স্বাদ অনুভব হয় না; আবার, মিষ্টির উচ্চতম অবস্থা, অর্থাৎ ঘনীভূত সারাংশ 'স্যাকারিনে' মিষ্ট স্বাদ অনুভূত হয় না, অত্যন্ত তিক্ত স্বাদ বোধ হয়; অথচ মিষ্টির মধ্যমাবস্থা চিনির স্বাদ মিষ্টই অনুভব হইয়া থাকে। অবিকল সেই রূপ, 'অজ্ঞান' জ্ঞানের সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নাবস্থা, জ্ঞান মধ্যমাবস্থা, আর ঐ জ্ঞানের অতীত আরও একটী উচ্চ অবস্থা আছে। সাধারণতঃ আমরা যাহাকে 'জ্ঞান' বলি, উহা একটী মিশ্রিত ও উৎপন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদার্থ মাত্র; তাই উহা মনের সংস্কার বিশেষ,—প্রকৃত সত্য নয়। উক্তরূপ একাগ্রতা অভ্যাস করিতে করিতে, মনের পূর্ব্ব অস্থিরতা ও আলস্যের পুরাতন সংস্কারগুলি এবং সৎ প্রবৃত্তির সংস্কারগুলিও নাশ প্রাপ্ত হইয়া যায়। এই প্রকারে সর্ব্বদা এইরূপ সংযমের শক্তিতেই পূর্ব্বতন অসৎ প্রবৃত্তিগুলি এবং তৎসহ সৎপ্রবৃত্তিগুলিও ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ তখন এই সৎ ও অসৎ প্রবৃত্তিদ্বয় পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিবে। একমাত্র তখনই আত্মা সৎ বা অসৎ কোন প্রকার শক্তি দ্বারা অভিভূত না হইয়া, নিজ মহিমায় অবস্থিত থাকিবেন। সুতরাং কেবল তখনই আত্মজ্ঞ ব্যক্তি আত্মার সর্ব্বব্যাপিত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

ভক্ত—প্রভু! আপনি বলিয়াছেন 'মন অচেতন', সুতরাং অচেতন মন কি করিয়া আত্মাকে দর্শন করিবে?

মহাঃ—হে সত্যকাম! সূর্য্য-কিরণ পৃথিবীতে পড়িলে যেমন সেই কিরণের সাহায্যেই লোকের সূর্য্য-দর্শনের শক্তি জন্মে, অন্য কোন আলোর সাহায্যে সূর্য্য দর্শন করিতে হয় না; মনে প্রতিবিম্বিত আত্মচৈতন্যের আলোকেই মনেরও (বুদ্ধিরও) সেইরূপ আত্মদর্শনের শক্তি জন্মে। অর্থাৎ আত্মা নিজ অনুভূতি-স্বভাবে পরিদৃষ্ট হন,—মনের দ্বারা নহে। যেমন অন্ধকার দ্বারা আলোক দর্শনের সম্ভাবনা নাই; সেইরূপ, জড়-স্বভাব মনের দ্বারাও আত্মদর্শনের সম্ভাবনা নাই। অন্ধকার আলোকের নিকটস্থ হইতে না হইতেই সে নিজে বিনাশ প্রাপ্ত হয়; তদ্রূপ, অজ্ঞান-প্রভব মনও আত্মদর্শন করিতে গিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া যায়; কাজেই মন আত্মার দ্রষ্টা নয়। মন বিনষ্ট হইয়া গেলে তখন স্বপ্রকাশ আত্মা নিজেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন।

ভক্ত—প্রভু! শুচি ও অশুচি কাহাকে বলে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাঃ—মনের কামনা বা সঙ্কল্প-বিকল্পই 'অশুচি' এবং মন কামনাহীন বা সঙ্কল্প-বিকল্প রহিত হইলেই তাহাকে 'শুচি' বলে।

ভক্ত—প্রভু! 'মিথ্যাবাদী' কাহাকে বলে?

মহাঃ—বৎস! রজ্জুতে সর্প-ভ্রম হইলে যেমন বাস্তবিকই তথায় 'রজ্জু অস্তি সর্প নাস্তি' এই কথাই সত্য; এখানেও ঠিক তদ্রূপ; সাধারণের ব্রহ্মে জগত-ভ্রম হইতেছে; সুতরাং 'ব্রহ্ম অস্তি জগত নাস্তি' এই কথাই সত্য। ইহা পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি। অতএব এই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের বা আত্মার তত্ত্ব আলোচনা না করিয়া, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা কেবল মিথ্যা জগতের তত্ত্ব বা বিষয়-তত্ত্বই সত্য-জ্ঞানে আলোচনা করে, সে-ই প্রকৃত 'মিথ্যাবাদী'।

ভক্ত—প্রভু! 'বধির' কাহাকে কহে?

মহাঃ—বৎস! আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব কর্ণে গেলেও যে ব্যক্তি তাহা হৃদয়ঙ্গম না করিয়া প্রত্যাখ্যান করতঃ জাগতিক বিষয়-তত্ত্বেই মনোনিবেশ করে, সে-ই প্রকৃত 'বধির'।

ভক্ত—দয়াময়! 'অন্ধ' কাহাকে বলে?

মহাঃ—'ব্রহ্ম সত্য, জগত মিথ্যা' ইহাই স্বতঃসিদ্ধ কথা। তথাপি যে ব্যক্তি জ্ঞান-চক্ষুর অভাবে সেই ব্রহ্মকে বা আত্মাকে দর্শন করিতে পারিতেছে না, কেবল মায়িক চর্ম্ম-চক্ষুতে এই জগতকেই 'সত্য' বোধে দেখিতেছে এবং সত্য-বোধে ব্যবহার করিতেছে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত 'অন্ধ'। তাহাকেই 'মোহান্ধ' বা 'অজ্ঞানান্ধ' বলা হয়।

ভক্ত—হে করুণাময়! সংসারে অভাবের তাড়নায়ই আমি আর আত্ম-চিন্তার অবসর পাই না; সুতরাং সংসারের এই অভাব কি করিয়া বিদূরীত হইবে?

মহাঃ—বৎস! মনের মধ্যে 'অভাব' বোধের অভাব হইলে, জগতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার আর কোন কিছুরই অভাব থাকিবে না। একমাত্র বিচারবলেই সেই অভাব-বোধের অভাব হইয়া থাকে।

ভক্ত—প্রভু! ত্যাগী পুরুষ কি প্রকারে নির্ণয় করিব? অনেক ব্যক্তি বাড়ী-ঘর, স্ত্রী-পুত্রাদি ত্যাগ করিয়া, হরিদ্বার, হৃষিকেশ প্রভৃতি স্থানে যাইয়া, সময় সময় কথা প্রসঙ্গে বলেন, "দেখ, আমি এত এত বিষয় সম্পদ ত্যাগ করিয়া ভগবানের উপাসনার জন্য কত কষ্ট করিয়া এখানে জীবন কাটাইতেছি।" তাঁহারাই কি প্রকৃত ত্যাগীপুরুষ?

মহাঃ—বৎস! 'আমি ত্যাগী' এই কথা মুখে বলা ত দূরের কথা, 'আমি ত্যাগী' এই অভিমান যাহার মনে আছে, সেও ত্যাগী নয়। লোকের অজ্ঞাতসারেই ত্যাগ হইয়া থাকে, তাই সে জানে না যে, কখন কি ভাবে মন হইতে বিষয় ত্যাগ হইল। সুতরাং ঢোল পিটাইয়া লোককে জানাইতে হয় না যে, 'আমি বিষয় ত্যাগ করিয়াছি'। সুষুপ্তির সময় তোমার মন কোন সময় যে কি ভাবে বিষয় ত্যাগ করিয়া সুষুপ্তিতে নিমগ্ন হয়, তাহা তুমি বুঝিতে পার কি? ঠিক এইরূপ যখন যাহার বিষয় ত্যাগ হয়, অজ্ঞাতসারেই হয়। আরও দেখ, তুমি যে এখন পুতুল খেলা ত্যাগ করিয়াছ, তাহা তোমার দেশস্থ সকল লোককে মুখে বলিয়া, বা ঢেঁড়া পিটাইয়া তোমাকে জানাইয়া দিতে হইয়াছে কি? তোমার বয়স ও তদনুযায়ী কার্য্যকলাপ দেখিয়াই সমস্ত লোকে বুঝিতে পারিতেছে যে, এখন আর তুমি পুতুল খেলা কর না,—তাহা ত্যাগ করিয়াছ। ঠিক সেইরূপ, যিনি ত্যাগী, তাঁহার নির্ব্বিকার ভাবের চালচলন, কথাবার্ত্তা, ভাবভঙ্গিতে এবং মুখের চেহারাতেই প্রকাশ পাইবে যে,—তিনি ত্যাগী।

ভক্ত—ভগবন্! ত্যাগী, ব্রহ্মজ্ঞ, জীবন্মুক্ত ব্যক্তির লক্ষণ কি?

মহাঃ—বৎস! নিজের দৃষ্টি-শক্তি না থাকিলে যেমন সূর্য্য দর্শন, করা যায় না; সেইরূপ নিজের কিছু বিচার-শক্তি বা জ্ঞান না থাকিলে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানী মহাপুরুষকেও চিনিতে পারা যায় না। কেবল বাহ্যিক লক্ষণ দ্বারাই মহাপুরুষ নির্ব্বাচন করা অসম্ভব। তথাপি অধিকাংশ মহাপুরুষের শরীরে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, তোমাদের হিতার্থে তৎসম্বন্ধে আমি সংক্ষেপে কিছু বর্ণন করিব,—মন দিয়া শ্রবণ কর।

এই মহাপুরুষ নির্ব্বাচন করিতে যাইয়া আজকালের দিনে অনেকেই অত্যন্ত ভ্রমে পতিত হন। অনেকেই মনে করেন, 'যে ব্যক্তি বিবাহ করিয়াছে, বা যাহার স্ত্রী-পুত্রাদি এখনও জীবিত আছে, অথবা যে মৎস্য-মাংসাদি আমিষ ভোজন করে, সে কিছুতেই তত্ত্বজ্ঞ বা ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসী হইতে পারে না; সমস্ত জীবনে যে ব্যক্তি বিবাহ করে নাই, কেবল ফল-মূল ভক্ষণ করিয়াই জীবন ধারণ করে, সেইরূপ সন্ন্যাসীই সর্ব্বোচ্চ স্তরের মহাপুরুষ'। প্রকৃত পক্ষে ইহা তাহাদের বুঝিবার সম্পূর্ণ ভ্রম। শাস্ত্রও বলেন, "এই জন্মেই সংসারে বিষয় ভোগ করিয়া যিনি ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী, তাই তাঁহাকে কোটী কোটী নমস্কার করি"। এই বিষয়ে একটু বিচার করিলেই অতি সহজে তোমরা ইহার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। সংসারে মায়া-মোহে, মমতার শৃঙ্খলে বাঁধিবার তীব্র আকর্ষণের বস্তু স্ত্রী-পুত্র, ধন-জনাদি কিছুই যাহার সম্মুখে নাই, সেই ব্যক্তি ত সাধারণতঃই বন্ধনহীন অবস্থায় আছে। কাজেই তাহার পক্ষে সংসার ত্যাগ বা গ্রহণ উভয়ই তুল্য। কারণ, যেখানে কোন বস্তুই নাই, সেখানে 'ত্যাগ' বা 'গ্রহণ' কিছুই সম্ভবপর হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি স্ত্রী-পুত্র, ধন-জনাদি ভোগ্য বিষয় সকল দ্বারা পরিবেষ্টিত; ঐ বিষয় সকল যাহাকে মায়া-মোহে, মমতার শৃঙ্খলে সুদৃঢ় ভাবে বাঁধিয়াছে; বিবেক ও বিচার রূপ সুতীক্ষ্ণ অসি দ্বারা তাহাকে সিংহ-বিক্রমে সেই সকল মায়া-মমতার শৃঙ্খল ছেদন করিয়া বীরের ন্যায় সংসার ত্যাগ করিতে হইয়াছে। যিনি এই ভাবে মমত্বের শৃঙ্খল ছেদন করিয়াছেন, একমাত্র তিনিই জানেন যে, সেই শৃঙ্খল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছেদন করিতে কতদূর মানসিক শক্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে। প্রসব-বেদনা যে কিরূপ অসহ্য, একমাত্র গর্ভধারিণী ব্যতীত অন্য কোন বন্ধ্যা নারী তাহা অনুভব করিতে কিছুতেই সমর্থ হয় না। ঠিক সেইরূপ, ধন-জনাদি পরিবেষ্টিত সম্পদশালী ব্যক্তি ব্যতীত, বিষয়-সম্পত্তিহীন, দীন-ভিখারী ব্যক্তি কখনও ভোগ্য বিষয়ের মায়া-মোহের আকর্ষণশক্তি যে কত প্রবল, তাহা অনুভব করিতে পারে না। বিচার করিলে দেখা যায়, জগতে যত মহাপুরুষ হইয়াছেন, সকলেই মধ্যবিত্ত শ্রেণী হইতে; তাঁহারা কেহই দীন-ভিখারী ছিলেন না। আর, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই বিবাহাদি করিয়া ধনে-জনে পরিবেষ্টিত ছিলেন। টাকার ভিতর হইতে দুধ বাহির করিতে পারে, মাটিকে মিশ্রি করিতে পারে, ইত্যাদি নানা প্রকার ম্যাজিক (ভোজবাজি) প্রদর্শনকারী এবং শারীরিক ব্যাধি আরোগ্য করিতে ও ভূত-ভবিষ্যত বলিতে সমর্থ সাধু-বেশধারী, এইরূপ ব্যক্তিকে দেখিয়াও অধিকাংশ স্থলেই অনেক উচ্চ-শিক্ষিত এবং ধনী ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত বুদ্ধির ভ্রমে তাহাকে অদ্বিতীয় মহাপুরুষ জ্ঞানে সম্মান করিয়া, তাহার নিকট হইতে দীক্ষামন্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত মহাপুরুষগণ সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ঐরূপ ম্যাজিক দেখাইয়া নিজের প্রভুত্ব ও অর্থ অর্জ্জন করিবার জন্য কখনও কিছুতেই চেষ্টা করেন না; কারণ তাঁহাদের ঐরূপ মিথ্যা ভাণ করিতে মোটেই রুচি জন্মে না। এই বিষয়টী ব্যক্তিমাত্রেরই বিশেষরূপে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। মহাপুরুষ উপদেশ কালে, হিন্দু, মুসলমান বা খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি কোন সম্প্রদায়কেই দ্বেষ না করিয়া, সর্ব্বসম্প্রদায় সমন্বয় করিয়াই তিনি আত্মতত্ত্বোপদেশ দিয়া থাকেন। সর্ব্বাপেক্ষা এই লক্ষণটীই মহাপুরুষের প্রধান পরিচায়ক। মহাপুরুষের চেহারা সুন্দর হইবে। অর্থাৎ, তাঁহার মুখের চেহারার মধ্যে এমন একটী শান্ত ও নির্ম্মল ভাব থাকিবে, যেন তাঁহাকে দেখিলেই অন্যান্য লোক অপেক্ষা তাঁহার মধ্যে কিছু বিশেষত্ব আছে বলিয়া বোধ হয় এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই তাঁহাকে ভক্তি করিতে ইচ্ছা করে। তাঁহার চোখ ক্ষুদ্রাকৃতি এবং কপালে ভ্রূকুঞ্চিত বিষণ্নভাব কখনও থাকিবে না। তাঁহার বড় বড় চোখ, লম্বা ভ্রূ এবং প্রশান্ত ও সহাস্য বদন থাকিবে। তাঁহার শরীরে শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণবাদি কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের চিহ্ন, বাহ্যিক ফোঁটা, তিলক, মালা-ঝোলা ইত্যাদি নাই। অথবা তিনি লম্বা চিমটা ধারণ, গাঁজা-মদ সেবন ইত্যাদি বাহ্যিক আড়ম্বর কিছুই করেন না। এমন কি, তিনি কোন প্রকারের বিভূতিও প্রদর্শন করেন না এবং তাঁহার বাহ্যিক পূজা, সন্ধ্যা-বন্দনা, জপ-তপ, ধ্যান-ধারণাদি কিছুই সাধারণের দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি অল্পভাষী ও মিষ্টভাষী এবং হাঁটিবার সময় তাঁহার কোনও প্রকার অঙ্গভঙ্গি থাকে না; তাঁহার চলন ধীর, স্থির ও গম্ভীর। অন্যে তাঁহার স্তুতি বা নিন্দা করিলেও সর্ব্ব বিষয়েই তিনি সন্তুষ্ট এবং সহাস্য প্রশান্ত বদন থাকেন। আমিষ বা নিরামিষ আহারের প্রতি কোন দ্বেষ না করিয়া, কোন বর্ণাশ্রম এবং সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া তিনি নিজের রুচিমত মিতাহার করেন। তিনি নিষ্ঠুরতা ও দয়া রহিত, চঞ্চলতাহীন। যিনি এই সংসারে সাধু কর্ত্তৃক পূজিত এবং দুর্জ্জন কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়াও একই ভাবে অবস্থান করেন, সুখী বা দুঃখী কিছুই হন না, অর্থাৎ যাঁহার মুখপ্রভা সুখে ও দুঃখে সমান থাকে, তিনিই জীবন্মুক্ত। বৎস! আত্মজ্ঞ ব্যক্তি শয়ন, ভোজন, গমন, উপবেশনে, সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা বিচারপরায়ণ হইয়া এবং স্বস্থ ও নিরুদ্বেগ থাকিয়া ঐ সকল কর্ম্ম করিতে থাকেন। তাঁহার মনে অভিমান ও মদ-মাৎসর্য্যাদি থাকে না। সেই মুক্ত পুরুষের চিন্তা ও বুদ্ধি অতি নির্ম্মল হয়। তাঁহার আনন্দ নিত্য প্রতিষ্ঠিত, তাই সর্ব্বদা তিনি প্রফুল্ল বদনে অবস্থান করেন। তাঁহার লৌকিক, বৈদিক ব্যবহারও সরল ভাবে সম্পন্ন হয়; সে জন্য তিনি ইহলোকে ও এই শরীরে পরম সুখে বিহার করিতে থাকেন। লোকে দেখে বটে তিনি কর্ম্ম করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার অন্তর (মন) কর্ত্তৃত্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্জ্জিত। তিনি অন্তরে সর্ব্ব পরিত্যাগী এবং ইচ্ছাহীন হইয়াও বাহিরে কর্ম্মে বিমুখ নহেন। তিনি ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ, শঠের প্রতি নিগ্রহ, বালকের প্রতি বাৎসল্য, যুবার প্রতি যৌবনের কথা, দুঃখিতের প্রতি দুঃখ, এ সমস্তই করেন বটে, পরন্তু অনুরঞ্জিত হইয়া করেন না। তিনি বাহিরে প্রয়োজনবান ব্যক্তির ন্যায়, কিন্তু অন্তরে (মনে) তিনি প্রয়োজন শূন্য। বেদান্তও বলিয়াছেন,—

যঃ সমস্তার্থজালেষু ব্যবহার্যপি শীতলঃ।
পরার্থেম্বেব পূর্ণাত্মা স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥
চৈত্যবর্জিত-চিন্মাত্রে পদে পরমপাবনে।
অক্ষুব্ধচিত্তো বিশ্রান্তঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥ (বরাহোপনিষদ্)

অর্থাৎ—“যিনি সমস্ত বিষয় ব্যবহার করিয়াও শান্ত ভাবে অবস্থান করেন, যিনি পর-প্রয়োজন সাধনে পূর্ণশক্তি সম্পন্ন, তিনি ‘জীবন্মুক্ত’। চিত্ত-ধর্ম্ম যাঁহাতে নাই, যিনি পরম পবিত্র, সকলের লভ্য, চৈতন্য স্বরূপ, যাঁহার চিত্ত প্রশান্ত এবং আত্মাতে বিশ্রাম লাভ করিয়াছে, তিনিই জীবন্মুক্ত।” শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলিতেছেন,—

প্রজাহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥
দুঃখেম্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ॥
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

অর্থাৎ—“হে পার্থ! যোগী ব্যক্তি যখন নিজ মনোগত কামনা সকল পরিত্যাগ করতঃ আত্মাতেই পরিতৃপ্ত থাকেন, তখনই তিনি ‘স্থিতপ্রজ্ঞ’

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ 'জীবন্মুক্ত' নামে কথিত হন। যিনি দুঃখে উদ্বিগ্ন হন না, সুখের জন্যও স্পৃহা রাখেন না এবং আসক্তি, ক্রোধ ও ভয় বিহীন, তিনিই 'মুনি' ও 'স্থিতপ্রজ্ঞ' (জীবন্মুক্ত)। যিনি সর্ব্বত্র স্নেহ-শূন্য, অর্থাৎ যাঁহার নিজ দেহ ও স্ত্রী-পুত্রাদিতে স্নেহ-মমতা নাই, যিনি শুভাশুভ ফল লাভে হৃষ্ট বা ক্লিষ্ট না হন, তিনিই 'স্থিতপ্রজ্ঞ' (জীবন্মুক্ত) বলিয়া কথিত হন।" ব্রহ্মজ্ঞের লক্ষণ বিষয়ে স্মৃতিকারেরাও বলিয়াছেন,—

"যন্ন সন্তং ন চাসন্তং নাশ্রুতং ন বহুশ্রুতম্।
ন সুবৃত্তং ন দুর্বৃত্তং বেদ কশ্চিৎ স ব্রাহ্মণঃ॥
গূঢ়ধর্ম্মাশ্রিতো বিদ্বান্ অজ্ঞাতচরিতং চরেৎ।
অন্ধবৎ জড়বচ্চাপি মূকবচ্চ মহীঞ্চরেৎ॥"
'অব্যক্তলিঙ্গোঽব্যক্তচরঃ'॥

অর্থাৎ—"যিনি আপনার কুলীনত্ব, অকুলীনত্ব, পাণ্ডিত্য, অপাণ্ডিত্য, সদাচারিত্ব, অসদাচারিত্ব জ্ঞাত নহেন, সেই ব্যক্তিই 'ব্রাহ্মণ' অর্থাৎ 'ব্রহ্মজ্ঞ'। ব্রহ্মজ্ঞানী আপনার কৌলীন্যাদির অভিমান করেন না, সে সকল তাঁহার থাকেও না, অনুষ্ঠেয়ও নহে। জ্ঞানীরা রহস্য অবলম্বন পূর্ব্বক অজ্ঞাত চর্য্যায় বিচরণ করেন। তাঁহাদের গতি-বিধি বা স্বভাব অন্যের দুর্জ্ঞেয়। তাঁহারা এই পৃথিবীতে অন্ধের ন্যায়, জড়ের ন্যায় ও মূকের (বোবার) ন্যায় বিচরণ করেন। তাঁহারা চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের বশ্য নহেন, রসনা ইন্দ্রিয়াদির বশ্য নহেন, কর্ম্মেন্দ্রিয়েরও বশ্য নহেন। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি অব্যক্ত-লিঙ্গ, অর্থাৎ ধর্ম্ম-চিহ্নধারী হন না। তাঁহাদের আচার নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য।" বৎস! যিনি দর্শন এবং অদর্শনকে ত্যাগ করিয়া কেবল আত্মস্বরূপে অবস্থান করেন, তিনিই 'ব্রহ্মবিৎ' এবং স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপই। মুক্ত পুরুষকে জাগতিক শোক-দুঃখাদি কিছুতেই অভিভূত করিতে সমর্থ হয় না। কারণ, যিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বপ্রকার সুখ-ভোগের কামনা ত্যাগ করিয়াছেন, দুঃখ তাঁহাকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করে। যিনি স্বর্গ-সুখ ভোগের বাসনা ত্যাগ করিয়াছেন, নরক-যন্ত্রণা তাঁহার কি করিবে ? যিনি সুখ্যাতি ও সম্মান পাওয়ার আশায় পরমুখাপেক্ষী নহেন, লোকনিন্দার ভয়ে তিনি কি কখনও ভীত হন? যিনি বিষয় ত্যাগ ও গ্রহণের মর্ম্ম সম্যকরূপে বুঝিয়া, আসক্তি ও বিরক্তিহীন হইয়া পূর্ণ বৈরাগ্যবান হইয়াছেন, কামিনী-কাঞ্চনাদি জাগতিক ভোগ্য বিষয় সকল তাঁহার পদলেহন করিয়া সর্ব্বদাই তাঁহার সেবার কার্য্যে নিরত থাকে। যিনি অখণ্ড, অব্যক্ত, অচিন্তনীয় পরমপুরুষ পরমাত্মার বা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের সত্তা সর্ব্বক্ষণের জন্য উপলব্ধি করিতেছেন, মায়া-কল্পিত এই মিথ্যা সৃষ্টিতে এমন কি বস্তু আছে যে, তাঁহার মনকে বিচলিত করিতে পারে? কাঁচা মাটি যে কোনও ছাঁচে ফেলিলেই সেই আকার ধারণ করে; কিন্তু সেই মাটি পোড়া হইয়া পাকা ইট প্রস্তুত হইলে, তাহাকে অন্য কোন ছাঁচে ফেলিলেও সে নিজের আকারেই বিদ্যমান থাকে, কিছুতেই অন্য কোন ছাঁচের আকার ধারণ করে না। ত্যাগী, বিরাগী, মহাপুরুষের জ্ঞানাগ্নি দ্বারা পুটিত মনও ঠিক সেইরূপ লক্ষ লক্ষ জাগতিক ভোগ্য-বস্তুর মধ্যে থাকিলেও, ইষ্টকের ন্যায় ঐ পোড়া মন আর কিছুতেই কোন বস্তুর আকার ধারণ করে না; অর্থাৎ বিষয়-ভোগে ইচ্ছা করে না। যেমন দর্পণ-প্রতিবিম্বিত নগর প্রতীয়মান হইলেও, তাহা অসত্য; সেইরূপ এই প্রতীয়মান বিশ্বকে যিনি অসত্য বলিয়া জানেন, সেই মহাপুরুষই 'জীবন্মুক্ত'। যিনি কর্ত্তৃত্ব বোধ শূন্য এবং যিনি জাগ্রত কালেও সুষুপ্তের ন্যায় নির্ব্বিকার, তিনিই 'জীবন্মুক্ত'। যাঁহার দেহে 'অহং' বোধ নাই এবং বুদ্ধি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বা পাপ-পুণ্যাদিতে লিপ্ত না হয়, তাঁহাকেই 'জীবন্মুক্ত' বলিয়া জানিবে। এইরূপ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় থাকেন। অর্থাৎ পদ্মপত্রের জল যেরূপ সেই পাতার মধ্যে থাকিয়াও পাতার সঙ্গে লিপ্ত হয় না, তিনিও জগতে থাকিয়া কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়ের সঙ্গেই লিপ্ত হন না। তাঁহার নিকট কেহ কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, প্রকৃত উত্তর প্রদান করেন ; আর কেহ কিছু জিজ্ঞাসা না করিলে বৃক্ষের ন্যায় অবস্থিত থাকেন। অর্থাৎ আত্মজ্ঞ ব্যক্তি কথনও অযাচিত ভাবে কাহাকেও কিছু বলেন না। তিনি মনোরাজ্যে আসিয়া অন্যকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিতে পারেন সত্য, কিন্তু কাহারও সঙ্গে কোন সম্পর্ক করেন না। যেমন নর্ত্তকী নৃত্য-গীতাদি করিয়া অন্তরালে চলিয়া যায়, কিন্তু সে সভাস্থ দর্শকবৃন্দের কাহারও সঙ্গে কোন সম্পর্কই করে না, স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিও ঠিক তদ্রূপ। বৎস! মহাপুরুষের যে সকল লক্ষণ তোমাকে বলিলাম, এই সমস্ত লক্ষণ একাধারে মিলিবে না ; তথাপি ইহার মধ্যে অধিকাংশ লক্ষণ সে ব্যক্তিতে পাইবে, তাঁহাকেই তুমি 'মহাপুরুষ' বলিয়া জানিবে। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মহাপুরুষ নিজের ভাবে গাহিতে লাগিলেন,—

(ধরা যদি দুঃখে ভরা—সুর। আসোয়ারী।)

সংসারকে সে ভয় করে না, মানব হয় যে জন।
(তিনি) আপন তত্ত্ব স্মরণ ক'রে, চলেন অনুক্ষণ॥
ধন-সম্পদ, স্ত্রী-পুত্র, সুখ-দুঃখ শত্রু-মিত্র।
এ সব মনের কল্পনা জেনে, আপন বশে রাখেন মন॥
মন যাঁহার বশেতে আছে, জগতে তাঁ'র কি ভয় আছে?
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তাঁ'র, অনুগত সর্ব্বক্ষণ॥
আত্মায় যার অনুভব আছে, পূর্ণানন্দ সে পেয়েছে।
সকল বন্ধন মুক্ত হ'য়ে, তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হন॥

ভক্ত—প্রভু! ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের বাহ্যিক কোন কর্ম্ম না থাকিলে, তিনি ব্রহ্মোপাসনার কার্য্য কি প্রকারে করিবেন? উপাসনাদির কার্য্য দেখিয়াই ত আমরা তাঁহাকে উপাসক, ধার্ম্মিক বলিয়া থাকি।

মহাঃ—বৎস! যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন সাধকের উপাসনা করার জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে কিছু ইচ্ছা থাকে, ততক্ষণ বুঝিতে হইবে যে, তাহার সম্যক্ আত্মজ্ঞান লাভ হয় নাই বা অদ্বৈত জ্ঞান সিদ্ধ হয় নাই। যদি সাধকের মন দেব-দেবী মূর্ত্ত্যাদির পূজা-অর্চ্চনার দিকে, বা যোগস্থ হইয়া জ্যোতিঃ-দর্শনাদির দিকে কোনরূপ আকর্ষণ করে, তবে বুঝিতে হইবে যে, তাহার আত্মজ্ঞান সিদ্ধ হয় নাই। ঐ জ্ঞান সিদ্ধ হইলে আর ঐ সকলে কিছুতেই রুচি আসিবে না, কারণ তখন তিনি উপাসনাদির পরপারে গিয়াছেন। এই বিষয় পীঠমালাতন্ত্রও বলিয়াছেন,—

ব্রহ্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং যস্য চিত্তে বিরাজিতম্।
কিন্তস্য জপযজ্ঞাদ্যৈস্তপোভির্নিয়মব্রতৈঃ॥
জ্ঞানেনৈব ভবেজ্‌জ্ঞেয়ং বিদিত্বা তৎক্ষণেন তু।
জ্ঞানমাত্রেণ মুচ্যেত কিং পুনর্যোগধারণম্॥

অর্থাৎ—"ব্রহ্মজ্ঞানরূপ পরম জ্ঞান যাঁহার চিত্তে বিরাজ করে, তাঁহার জপ, যজ্ঞ, তপস্যা, নিয়ম ও ব্রতাদির অনুষ্ঠানে প্রয়োজন নাই। তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলেই জ্ঞেয় স্বরূপ পরমাত্মাকে জানিতে পারা যায় এবং পরমাত্মাকে জানিতে পারিলে সেই জ্ঞান মাত্র সহায়ে তখন মুক্তি লাভ হইয়া থাকে, কাজেই তখন আর যোগ-ধারণাদি কোন প্রকার সাধনানুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না।" শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলিতেছেন,—

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥

অর্থাৎ—"যাঁহার আত্মাতেই রতি, আত্মাতেই তৃপ্তি এবং আত্মাতেই সন্তোষ, তাঁহার বাহ্যিক ধর্ম্ম-কর্ম্মানুষ্ঠান অনাবশ্যক।" বেদান্তও বলিয়াছেন,—

জ্ঞানামৃতেন তৃপ্তস্য কৃতকৃত্যস্য যোগিনঃ।
ন চাস্তি কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমস্তি চেন্ন স তত্ত্ববিৎ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোকত্রয়েঽপি কর্ত্তব্যং কিঞ্চিন্নাস্ত্যাত্মবেদিনাম্।

(জাবালদর্শনোপনিষদ্)

অর্থাৎ—"জ্ঞানামৃত দ্বারা তৃপ্ত, কৃতকৃত্য যোগীর কিছুমাত্রও কর্ত্তব্য নাই। যদি থাকে, তবে তিনি তত্ত্বজ্ঞ নহেন। যেহেতু আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির ত্রিলোকেও কিছুমাত্র কর্ত্তব্য নাই।" তাই ভক্তবীর তুলসীদাসজী বলিতেন,—

কহিয় তাত সো পরম বিরাগী, তৃণময় সিদ্ধি তিন গুণ ত্যাগী।

অর্থাৎ—"যিনি পরম যোগী ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, তিনি অষ্টসিদ্ধি ও সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণকে তৃণবৎ বিসর্জ্জন করেন এবং নিষ্কাম হইয়া সমস্ত ব্রহ্মময় নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন।" বৎস! মুক্তির ইচ্ছা নাই এবং মুক্তিও নাই, এই বুদ্ধিই সত্যার্থ জ্ঞানের হেতু, অর্থাৎ ইহাই আত্মার যথার্থ জ্ঞান। যখনই জীব এইরূপ জ্ঞান লাভ করে, তখনই সে বিমুক্ত হইয়া থাকে। তাই বেদান্তও বলিয়াছেন,—

ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥ (মাণ্ডুক্যোপনিষদ্)

অর্থাৎ—"দ্বৈতমিথ্যাত্ব নিশ্চয় হইলে পর, সেই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির মনে নিরোধ নাই, উৎপত্তি নাই, বদ্ধ-ভাব নাই, সাধক নাই, মুমুক্ষু নাই এবং মুক্তও নাই; এইরূপ ভাবই থাকে এবং এই ভাবই পারমার্থিক সত্য ভাব।" বৎস! এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি তখন শাস্ত্রকেও পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করেন। কারণ অত্যন্ত গাঢ় মেঘ তুল্য, অহঙ্কার সমন্বিত বাসনাই জীবের পুনর্জন্মকরী। সুতরাং পুনর্জন্মের কারণ স্বরূপ সেই মলিন বাসনাকে পরিত্যাগ করিয়া যিনি ভর্জিত বীজের ন্যায় (জিবনীশক্তি হীন ভাজা বীজের মত) স্থিত হইয়া থাকেন, পুনঃ পুনঃ বিবিধ শাস্ত্রালোচনায় তাঁহার প্রয়োজন নাই; তাই তাঁহার নিকট শাস্ত্র পরিত্যাজ্য। শাস্ত্রও বলিতেছেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রন্থমভ্যস্য মেধাবী জ্ঞানবিজ্ঞানতৎপরঃ।
পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেদ্ গ্রন্থমশেষতঃ॥
(ব্রহ্মবিন্দূপনিষদ্)

অর্থাৎ—"যেমন ধান্যার্থী ব্যক্তি তৃণের সহিত ধান্য সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে ধান্য গ্রহণপূর্ব্বক তৃণরাশিকে পরিত্যাগ করে; সেইরূপ পণ্ডিতগণ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া তাহা হইতে ব্রহ্মসাক্ষাৎ-কারক জ্ঞানের পূর্ণ অধিকার লাভ করিয়া পূর্ব্ব-পঠিত গ্রন্থসমূহকে পরিত্যাগ করেন।" কিন্তু হে সাধো! তুমি ইহাও দৃঢ়রূপে স্মরণ রাখিও যে, বিচার-শাস্ত্র কাষ্ঠ-লোষ্ট্রাদি তুল্য, অজ্ঞানী ও তত্ত্বজ্ঞানী উভয়ের জন্য নহে। কেবল অল্পজ্ঞদিগের জন্যই বিচার-শাস্ত্রের উদয়। অজ্ঞ অবোধদিগের উদ্ধারার্থ, অর্থাৎ তাহাদিগকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদানার্থ আত্মজ্ঞ মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক যে সকল শাস্ত্র পরিকল্পিত হইয়াছে, সেই সকল শাস্ত্র অদ্যাপি এই জগতে প্রচার প্রাপ্ত রহিয়াছে।

ভগবান শঙ্করাচার্য্যও শিষ্যদিগকে উপদেশ করিতেন, "অনিচ্ছৈব পরমং পদম্" "অনিচ্ছাই পরমপদ, অর্থাৎ ব্রহ্মপদ স্বরূপ।" ইহার ভাবার্থ এই যে, জীবের পক্ষে কিছুই না চাওয়ার যে অবস্থা, উহাই 'ব্রহ্মাবস্থা'। যখন কোন মানবের মনের ভিতর হইতে 'কিছুই চাই না, কিছুই চাই না' এইরূপ ধ্বনি ক্রমাগত উঠিতে থাকিবে, তখনই দেখিবে যে, তাঁহার অবিলম্বেই ব্রহ্মাবস্থা প্রাপ্তি হইয়াছে, কিন্তু কেবল মুখের ধ্বনিতে নয়। বৎস! তন্ন তন্ন রূপে সকল পদার্থের নিরাস করিয়া তত্ত্ব নির্ণয় করিতে করিতে, যখন এইরূপ বুদ্ধি স্থির হইবে যে, 'ইহার পর আর কিছুই নাই', যাহাতে এইরূপ বুদ্ধি স্থির হইবে, তিনিই 'পরমাত্মা'। ঐই ভাবে অব্যক্তাদি বিশেষান্ত বিকার সকল নির্ণীত হইলে, চেতন ও অচেতনের বাহিরে অন্যরূপে যে জ্ঞান হয়, তাহাকে তত্ত্বজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান বলা যায়।

ভক্ত—প্রভু! আপনি যে আত্মজ্ঞানের কথা বলিতেছেন, ঐই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞান একের রাজ্য, সেখানে আর কিছুই নাই। সুতরাং সেই বাক্যাতীত স্থানের স্তব-স্তোত্রাদি আমরা কি প্রকারে পাঠ করিব? আর, পুষ্প-চন্দনাদি ব্যতীত সেই আত্মার পূজাই বা কি প্রকারে করিব?

মহাঃ—বৎস! কল্পনা ব্যতীত পরমেশ্বরের নির্দ্দিষ্ট আকার অসম্ভব; সুতরাং আমি পূজক, ইহা পূজা ও তিনি পূজ্য, এ সকল কেবল কল্পনা,—অবাস্তব ব্যতীত বাস্তব নহে। বাক্যাতীত ও কল্পনাতীত এই আত্মদেব বা 'আমি' জ্ঞান দ্বারাই পূজিত হন, পুষ্পাদি উপহার দ্বারা পূজিত হন না। এই দেবের পূজায়, ধূপ, দীপ পুষ্প, অলঙ্কার, অন্ন, চন্দন, কুঙ্কুম, কর্পূর এবং ছত্র, চামরাদি কিছুই প্রদান করিতে হয় না। একমাত্র ধ্যানই তাঁহার শ্রেষ্ঠ পূজোপহার। ধ্যানই অর্ঘ্য, ধ্যানই পাদ্য এবং ধ্যানই পুষ্প; অধিক কি বলিব, সমস্তই ধ্যানাত্মক, ইহা বিদিত হও। সেই ব্রহ্মাবস্থার স্তব করা অসম্ভব। তথাপি কেহ স্তব করিতে চাহিলে মাত্র এই বলা যায় যে,—

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিম্।
দ্বন্দ্বাতীতং গগণসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্॥
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধীসাক্ষীভূতম্।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥

ভক্ত—প্রভু! আপনি যে স্থিতপ্রজ্ঞ, আত্মজ্ঞের কথা বলিলেন, এইরূপ লক্ষণ বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে লোকে 'সন্ন্যাসী' বলে কেন?

মহাঃ—সং+ন্যাস=সন্ন্যাস, অর্থাৎ বাহিরের ও ভিতরের মানাপমান এবং আসক্তি, বিরক্তি ও বাসনাদি সর্ব্বপ্রকার বিষয়ই যাঁহার সম্যক্‌রূপে ন্যাস (ত্যাগ) হইয়াছে, তাঁহাকেই 'সন্ন্যাসী' বলা হয়। ঐ রূপ সম্যক্ প্রকারে ত্যাগ না হইয়া, কেবল গৈরিক বসন পরিধান করিলে কিংবা জটিলী বা মুণ্ডী হইলেই তাহাকে সন্ন্যাসী বলা যাইতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত—ভগবন্! 'ব্রাহ্মণগণ গলায় যজ্ঞোপবীত ধারণ না করিলে সন্ধ্যা-পূজা বা ধ্যান-ধারণাদির কোনই ক্ষমতা থাকে না' ইহাই আমরা শাস্ত্রাদিতে শ্রবণ করিয়াছি। সুতরাং সন্ন্যাসী মহাপুরুষগণ ব্রাহ্মণ হইয়াও গলার যজ্ঞোপবীত, শিখা ও ত্রিসন্ধ্যা ত্যাগ করিয়া কি প্রকারে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া পরিগণিত হইবেন?

মহাঃ—হে সুব্রত! যাঁহারা একমাত্র আত্মজ্ঞান রূপ শিখা-সূত্রই হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাদের এই বাহ্যিক নয় গুণ সূত্র ধারণ করার কোনই প্রয়োজন হয় না এবং তাঁহারাই 'ব্রাহ্মণ' পদবাচ্য। যিনি ব্রহ্মজ্ঞ, তাঁহার আর বাহ্য সন্ধ্যা-পূজার প্রয়োজন নাই। কারণ, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত ব্রহ্মাদি দেবতা সর্ব্বদা তাঁহার হৃদয়ে বাস করেন। তাঁহার হৃদয়ে অর্থাৎ আত্মচৈতন্যে বিশ্ব চরাচরের যাবতীয় তত্ত্ব নিহিত দেখিতে পান বলিয়াই তিনি বাহ্য পূজায় বিরত হন। বেদান্তও বলিয়াছেন,—

সশিখং বপনং কৃত্বা বহিঃসূত্রং ত্যজেদ্ বুধঃ।
যদক্ষরং পরং ব্রহ্ম তৎসূত্রমিতি ধারয়েৎ॥
সূচনাৎ সূত্রমিত্যাহুঃ সূত্রং নাম পরং পদম্।
তৎ সূত্রং বিদিতং যেন স বিপ্রো বেদপারগঃ॥
তেন সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।
তৎ সূত্রং ধারয়েদ্ যোগী যোগবিৎ তত্ত্বদর্শিবান্॥
বহিঃসূত্রং ত্যজেদ্বিদ্বান্ যোগমুত্তমমাস্থিতঃ।
ব্রহ্মভাবময়ং সূত্রং ধারয়েদ্ যঃ স চেতনঃ।
ধারণাত্তস্য সূত্রস্য নোচ্ছিষ্টো নাশুচির্ভবেৎ।
সূত্রমন্তর্গতং যেষাং জ্ঞানযজ্ঞোপবীতিনাম্॥
তে বৈ সূত্রবিদো লোকে তে চ যজ্ঞোপবীতিনঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানশিখী জ্ঞাননিষ্ঠো জ্ঞানযজ্ঞোপবীতিনঃ॥

জ্ঞানমেব পরং তেষাং পবিত্রং জ্ঞানমুত্তমম্।

অগ্নেরিব শিখা নান্যা যস্য জ্ঞানময়ী শিখা।

স শিখীত্যুচ্যতে বিদ্বান্নেতরে কেশধারিণঃ॥ (ব্রহ্মোপনিষদ্)

অর্থাৎ—"বিপ্র সন্ন্যাস গ্রহণকালে সশিখ মস্তক মুণ্ডন করিয়া বাহ্য সূত্র (যজ্ঞোপবীত) পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অবিনাশী পরব্রহ্মরূপ সূত্রকে অন্তরে ধারণ করিবেন। সেই পরম প্রেমাস্পদ সূত্র বেদান্ত-বাক্য দ্বারা সূচিত হইয়াছে বলিয়া তাহার নাম 'সূত্র', সেই সূত্রই পরম পদ। যিনি সেই পরম ব্রহ্মরূপ সূত্রকে অবগত হইয়াছেন, তিনিই 'বেদবিৎ'। যেমন সূত্রে মণিসমূহ গ্রথিত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই ব্রহ্ম-সূত্রে নিখিল চরাচর গ্রথিত রহিয়াছে। যিনি এই সূত্রকে জানিয়াছেন, তিনি সূত্র-গ্রথিত মণি সমূহের ন্যায় চরাচর এবং তৎকারণ সমস্তই অবগত হইয়াছেন। তাহাতেই তাঁহাকে 'তত্ত্বদর্শী' বলিতে পারা যায়। যে বিদ্বান্ উত্তম যোগ আশ্রয় করিয়া এই কল্পিত বাহ্য যজ্ঞোপবীত পরিহার করিয়াছেন এবং ব্রহ্মময় সূত্রকে অন্তরে ধারণ করিয়াছেন, তিনিই চৈতন্যবান্ হইয়াছেন। তিনি কখনও উচ্ছিষ্ট, দোষদুষ্ট এবং অশুচি হন না। যাঁহাদের হৃদয়ে জ্ঞানময় সূত্র অন্তর্নিহিত, তাঁহারাই ইহলোকে 'সূত্রজ্ঞ' ও যথার্থ 'যজ্ঞোপবীত ধারী' নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন। যাঁহারা জ্ঞানরূপ শিখা ধারণ করিয়াছেন, যাঁহাদের জ্ঞানে নিষ্ঠা আছে এবং যাঁহারা যথার্থ জ্ঞানরূপ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারাই পরম পবিত্র জ্ঞান লাভে অধিকারী হন। যেমন অগ্নির শিখা আছে বলিয়া তাহাকে 'শিখী' বলে; সেইরূপ যিনি জ্ঞানময়ী শিখা ধারণ করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ 'শিখী' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন যাহারা কেবল মস্তকে কতকগুলি কেশ-গুচ্ছ ধারণ করিয়া থাকে, তাহারা শিখীপদবাচ্য হইতে পারে না।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত—মহাত্মন্! তবে বাহ্য যজ্ঞসূত্র কাহারা ধারণ করিবে? আর, কাহারাই বা ধারণ করিবে না?

মহাঃ—তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রহ্মোপনিষদ্ বলিতেছেন,—

কর্ম্মণ্যধিকৃতা য়ে তু বৈদিকে ব্রাহ্মণাদয়ঃ।
তৈঃ সংধার্য্যমিদং সূত্রং ক্রিয়াঙ্গং তদ্ধি বৈ স্মৃতম্॥

অর্থাৎ—"যে সকল ব্রাহ্মণাদি বেদ-প্রতিপাদ্য যাগাদি বা সন্ধ্যা-বন্দনাদি কর্ম্মে অধিকারী, অর্থাৎ কর্ম্মানুরক্ত, তাহারাই এই বাহ্যিক যজ্ঞসূত্র ধারণ করিবে; যেহেতু এই যজ্ঞসূত্র কর্ম্মাঙ্গরূপ; ইহা ভিন্ন কর্ম্মে অধিকারই হইতে পারে না। এই জন্যই যাহারা বীতস্পৃহ হইয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের আর বাহ্য যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতে হয় না।"

ভক্ত—প্রভু! তবে সর্ব্ব-কর্ম্ম-ত্যাগীর যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগে কি তাঁহার কোনই প্রত্যবায় হয় না?

মহাঃ—হে বৎস! বেদান্ত কি বলিতেছেন, শ্রবণ কর।

শিখা জ্ঞানময়ী যস্য উপবীতং চ তন্ময়ম্।
ব্রাহ্মণ্যং সকলং তস্য ইতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ॥ (ব্রহ্মোপনিষদ্)

অর্থাৎ—"যে বেদজ্ঞ ব্যক্তি জ্ঞানময়ী শিখা ও জ্ঞানময় যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট সমগ্র ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বর্ত্তমান, অর্থাৎ তিনিই প্রকৃত 'ব্রাহ্মণ'; বেদজ্ঞ সুধীগণ ইহা বলিয়া থাকেন।"

ইদং যজ্ঞোপবীতং তু পবিত্রং যৎ পরায়ণম্।
স বিদ্বান্ যজ্ঞোপবীতী স্যাৎ স যজ্ঞঃ স চ যজ্ঞবিৎ॥ (ব্রহ্মোপঃ)

অর্থাৎ—"এই শ্রেষ্ঠতর জ্ঞানরূপ যজ্ঞোপবীত যাঁহার অবলম্বন হইয়াছে, সেই বিদ্বান্ ব্যক্তিকেই প্রকৃত 'যজ্ঞোপবীতধারী' বলা যাইতে পারে। তিনিই 'বিষ্ণু' বা আত্মস্বরূপ; অতএব তিনিই 'আত্মজ্ঞ'।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জাবালোপনিষদ্ বলিতেছেন,—একদা অত্রি মুনি যোগী যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে যাজ্ঞবল্ক্য! অপনাকে জিজ্ঞাসা করি, যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ-কারী কি করিয়া 'ব্রাহ্মণ' পদবাচ্য হয়? তখন সেই যোগীন্দ্র যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "যিনি আমাদের বুদ্ধিসাক্ষিস্বরূপ স্বয়ং প্রকাশমান আত্মা, তিনিই পরমহংসগণের সূত্রাদিময় যজ্ঞোপবীত স্বরূপ। অর্থাৎ আত্মধ্যানেই সমগ্র ধর্ম্মফল নিহিত রহিয়াছে; সুতরাং আত্মধ্যানকারীর ধর্ম্মসাধন যজ্ঞোপবীতের প্রয়োজন নাই।" অত্রি বলিলেন, "হে ভগবন্! উপবীতবিহীন কিরূপে ব্রাহ্মণ হইবেন?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "হাঁ, উক্তরূপে পরমহংসগণ বাহ্যিক যজ্ঞোপবীত বিনাও ব্রাহ্মণই থাকিবেন। সন্ন্যাসীগণ মধ্যে নিম্নলিখিত পরিব্রাজকগণই প্রসিদ্ধ, যথা—প্রজাপতিপুত্র সম্বর্ত্তক, অরুণিপুত্র ঔদ্দালক, শ্বেতকেতু, মহাদেবের অংশভূত অত্রিপুত্র দুর্ব্বাসা, ব্রহ্মার পুত্র ঋভু, পুলস্ত্যতনয় নিদাঘ, রাজা ঋষভ নন্দন জড়ভরত, মুনি দত্তাত্রির পুত্র দত্তাত্রেয়, বিখ্যাত পরিব্রাজক রৈবতক প্রভৃতি। ইঁহাদের যজ্ঞোপবীতাদি-রূপ কোন চিহ্ন ছিল না, কার্য্যকলাপ বা তপস্যাদিও অন্যে দেখিতে পাইত না। কারণ, তাঁহারা তখন আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়া অলৌকিক জ্ঞান সম্পন্ন হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের অবিদ্যা এবং মায়াদি দ্বারা উৎপন্ন মত্ততা ছিল না। তথাপি তাঁহারা উন্মত্তের ন্যায় আচরণ করিতেন; অর্থাৎ সর্ব্বদা লোকসমাগমে তপস্যার বিঘ্ন হয় বলিয়া, মধ্যে মধ্যে উন্মত্তের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। ইঁহারা প্রত্যেকে পরমহংস ছিলেন।" বৎস! 'আমিই সেই প্রসিদ্ধ, কর্ত্তৃত্বাদি অভিমানশূন্য ও সত্য জ্ঞান লক্ষণাক্রান্ত জগতকারণস্বরূপ ব্রহ্ম' এই জ্ঞানই সূত্র। এই সূত্রই জগতরূপ বস্ত্র উৎপাদক। অতএব যিনি ব্রহ্মজ্ঞ যোগী, তাঁহার পক্ষে এই নবগুণিত বাহ্য-যজ্ঞোপবীত ধারণ করা বৃথা বাহ্য-শোভামাত্র। তিনি উহা ত্যাগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া, 'আমি নিত্য ও অনিত্য হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্' এইরূপ জ্ঞানেই তিনি আত্মস্থ থাকেন।

ভক্ত—প্রভু! সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ এক খানা বংশদণ্ড হাতে করিয়া পরিভ্রমণ করেন কেন?

মহাঃ—বৎস! উহা সন্ন্যাসীদের প্রথম স্তর, ইহাদিগকে 'দণ্ডী-সন্ন্যাসী' বলে। তত্ত্বালোচনা করিতে করিতে যখন তাঁহারা এই বংশ-দণ্ডের মর্ম্ম অবগত হইয়া, একমাত্র জ্ঞান-দণ্ডই হৃদয়ে ধারণ করিবেন, তখনই ঐ বংশ-দণ্ড ত্যাগ করিয়া তাঁহারা 'পরমহংস' হইবেন। বেদান্ত বলিয়াছেন,—

সর্ব্বান্ কামান্ পরিত্যজ্য অদ্বৈতে পরমে স্থিতিঃ।
জ্ঞানদণ্ডো ধৃতো যেন একদণ্ডী স উচ্যতে॥
কাষ্ঠদণ্ডো ধৃতো যেন সর্ব্বাশীর্জ্ঞানবর্জিতঃ।
স যাতি নরকান্ ঘোরান্ মহারৌরবসংজ্ঞকান্॥
ইদমন্তরং জ্ঞাত্বা স পরমহংসঃ। (পরমহংসোপনিষদ্)

অর্থাৎ—"যিনি ঐহিক (ইহলোকের) ও পারত্রিক (পরলোকের) বিষয়-ভোগাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া নিখিল দ্বৈতশূন্য আনন্দস্বরূপ আত্মাতে নিত্য অবস্থান করেন এবং 'আমিই ব্রহ্ম, আমাতে ও পরমাত্মাতে কিছুই ভেদ নাই' এইরূপ জ্ঞান-দণ্ড যিনি হৃদয়ে ধারণ করেন, তাঁহাকেই পণ্ডিতগণ 'এক-দণ্ডী' অথবা 'জ্ঞান-দণ্ডী' বলিয়া থাকেন। যিনি পরমহংসাশ্রম আশ্রয় করিয়াও ব্রহ্মজ্ঞান বিরহিত হইয়া কেবল কাষ্ঠ-দণ্ড হস্তে ধারণ করেন এবং পরমহংসাশ্রম বিরোধী অশন-বসনাদি পরিগ্রহ করিয়া যথেচ্ছাচারিতার পোষণ করেন; তিনি 'মহারৌরব' নামক অনন্ত দুঃখকর ভীষণ নরকে নিপতিত হন। এইরূপ জ্ঞান-দণ্ড ও কাষ্ঠ-দণ্ড ধারণের ভেদ অবগত হইয়া যিনি জ্ঞান-দণ্ড গ্রহণ করেন, তিনিই প্রকৃত 'পরমহংস'।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত—প্রভু! সন্ধ্যা কাহাকে বলে?

মহাঃ—হে সত্যকাম! আত্মধ্যানেরই নামান্তর 'সন্ধ্যা'। অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভিন্নভাবে মিলনের নামই 'সন্ধ্যা'। পরমহংসোপনিষদ বলিতেছেন,—

তদেব শিখা চ তদেবোপবীতং চ পরমাত্মাত্মনোরেকত্ব-
জ্ঞানেন তয়োর্ভেদ এব বিভগ্নঃ সা সন্ধ্যা।

অর্থাৎ—"তিনিই (পরমাত্মাই) আমার শিখা, তিনিই আমার যজ্ঞসূত্র,—অর্থাৎ 'পরমাত্মা হইতে আমি সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন' এইরূপ জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ-জ্ঞানের দ্বারা পরমহংস যোগীর অবিদ্যাকল্পিত জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ-জ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ অভেদ-জ্ঞানই জীবাত্মা ও পরমাত্মার সন্ধি। অর্থাৎ একত্ব-বোধ হইতে নিষ্পন্ন হয় বলিয়া পরমহংসগণের ঐ সন্ধি বা অভেদ-জ্ঞানের নাম 'সন্ধ্যা'।" তাৎপর্য্য এই, দিবা ও রাত্রির সন্ধিতে অনুষ্ঠীয়মান ক্রিয়ার নাম যেরূপ 'সন্ধ্যা', সেইরূপ পরমহংসগণের জীব-ব্রহ্মের সন্ধি বা একত্ববোধের নামও 'সন্ধ্যা'।

ভক্ত—প্রভু! মনের সঙ্গে এত যুদ্ধ করিয়া, মনকে এত কষ্টে সংযত রাখিয়া, আত্মার উপাসনা করিব কেন? ইহার এত প্রয়োজনীয়তা কি?

মহাঃ—বৎস! মানবের মন কোন একটা বস্তুর অবলম্বন ভিন্ন কিছুতেই ক্ষণার্দ্ধকালও তিষ্ঠিতে পারে না। এই মন বহু জন্ম-জন্মান্তর বিষয় ভোগ করিতে করিতে যখন তাহার ভোগ্য বিষয়ের উপর বৈরাগ্য জন্মে, তখনই মনের আত্মতত্ত্ব আলোচনার প্রয়োজন হইয়া থাকে। কারণ, বিষয়-তত্ত্ব ত্যাগ করিলে, আত্মতত্ত্ব ভিন্ন দ্বিতীয় আর এমন কোন তত্ত্ব নাই যে, মন তাহা লইয়াই আলোচনায় তন্ময় থাকিবে। এই আত্ম-তত্ত্বালোচনাই আত্মার উপাসনা। পূর্ব্বে মন বিষয়ের উপাসনা করিত;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরে সেই মনে বিষয়-বৈরাগ্য জন্মিয়া মন স্বইচ্ছায়ই আত্মার উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং ইহাতে বল প্রয়োগ করার বা মনকে কষ্ট দেওয়ার কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না। বৎস! 'উপাসনা' বলিতেই তোমরা বোঝ যে, উপাস্য মূর্ত্তির রূপ চিন্তা ও তাহার খোসামোদ করা। সুতরাং যদি এই 'আত্মোপাসনা' বা 'ব্রহ্মোপাসনা' বলিতে ব্রহ্মের রূপ ধ্যান বা তাঁহার খোসামোদ করাই বোঝ, তবে সেই উপাসনায় কোনই লাভ নাই, উহা কিছুতেই করিবে না, উহা অযথা কর্ম্ম মাত্র, বৃথা পরিশ্রম। 'ব্রহ্মোপাসনা' অর্থে 'ব্রহ্মজ্ঞান' ইহা জানিয়াই ব্রহ্মোপাসনা করিলে তাহা সার্থক হইবে। কোন বস্তু বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে যেমন সেই বস্তুর কোন খোসামোদ করিতে হয় না, ব্রহ্মোপাসনা বা আত্মোপাসনা বিষয়েও ঠিক সেইরূপই জানিবে। ইহাতে আত্মার বা ব্রহ্মের কোনও খোসামোদ করিতে হয় না।

ভক্ত—প্রভু! আপনি বলিয়াছেন, "যাহার উৎপত্তি আছে, তাহার বিনাশও আছে"। সুতরাং জীবের এই বহু কষ্টে অর্জ্জিত যে 'ব্রহ্মত্ব' তাহাও কোন এক সময়ে ধ্বংস হইবে না কি?

মহাঃ—বৎস! তোমার যে রজ্জুতে সর্প-ভ্রম হইয়াছিল, এখানে সেই কথাটি স্মরণ করিয়া দেখ। তোমার সর্প-জ্ঞানের পূর্ব্বে যে রজ্জু ছিল, সর্প-জ্ঞান কালেও সেই রজ্জুই ছিল, রজ্জু কখনও সর্পে পরিণত হয় নাই। তৎপর তোমার যখন সর্প-ভ্রম দূর হইয়া রজ্জু-জ্ঞান জন্মিল, তখনও ঠিক সেই রজ্জুই আছে। অর্থাৎ তোমার রজ্জু-জ্ঞানের অভাব, বা ভাবের জন্য রজ্জুর রজ্জুত্ব কখনও লোপ পায় নাই, সত্য রজ্জু পূর্ব্বাপর ঠিক এক ভাবেই স্থিত ছিল। এখানেও অবিকল তদ্রূপ। মানবের এই ব্রহ্মত্ব কোন নূতন প্রাপ্য-বস্তু নয় যে, ইহা ধ্বংস হইবে। অর্থাৎ জীব পূর্ব্বেও ব্রহ্ম ছিলেন, এখনও আছেন এবং পরেও সেই ব্রহ্মই থাকিবেন। কেবল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বোক্তরূপ রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের ন্যায়, সত্য-ব্রহ্মে জীব-ভ্রম হইয়াছিল মাত্র। শ্রুতিও বলিয়াছেন,—

স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।

ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি।

অর্থাৎ—"যে এই পরব্রহ্মকে জানে, সে পরব্রহ্ম হইয়া যায়। উপাসক জীব পূর্ব্বেও ব্রহ্ম ছিলেন, এখনও ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্ম হইলেন। অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মত্ব অজ্ঞাত ছিল, জ্ঞান হওয়ায় সে অজ্ঞতা নিবারিত হইল এবং জীব-ব্রহ্ম এক হইলেন।" হে বৎস! ব্রহ্মত্ব লাভে জীব মুক্ত হয়। কিন্তু এই মুক্তিতে যে নূতন কিছু পাওয়া যায়, তাহা নহে; মুক্তি আপনারই স্বরূপসাক্ষাৎকার। যেমন, কোন ব্যক্তির গামছা তাহার নিজ স্কন্ধেই রহিয়াছে, তথাপি বিস্মৃতি বশতঃ অপ্রাপ্তের ন্যায় সে সেই গামছা নানা স্থানে খুঁজিয়া শ্রান্ত হইতেছে। পরে তাহার সেই গামছার কথা স্মরণ হওয়াতে তাহা 'পাওয়া' বলিয়া গণ্য হইল। মুক্তিকে বা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তিকেও তুমি ঠিক সেইরূপই জানিবে। মুক্তি বিবেক দ্বারা অনায়াস-লভ্য হইলেও, অবিবেক তাহাকে দুর্লভ করিয়া রাখিয়াছে।

বৎস! দৃশ্য বাহিরে থাকে থাকুক, তাহাতে ক্ষতি নাই; পরন্তু তাহা অন্তরে দৃশ্যরূপে দর্শন হওয়াই নাশের কারণ, অর্থাৎ মোক্ষের প্রতিবন্ধক। তোমার সম্মুখে এই যে দৃশ্যরূপে জগত এবং অন্তরে অহং প্রভৃতি লক্ষ্য হইতেছে, তৎসমুদায় ব্যবহার দশায় 'জগত' কিন্তু পরমার্থ দশায় 'ব্রহ্ম'। ব্রহ্ম ব্যতীত বাস্তব পক্ষে 'জগত' শব্দের বাচ্য অন্য কোন বস্তু নাই। যে কিছু দৃশ্য দেখা যায়, সমস্তই অজর, অমর, অব্যয় ব্রহ্ম, অন্য কিছু নয়। কেবল ব্রহ্মে ব্রহ্মেরই অবস্থান! রজ্জুতে সর্প-ভ্রম স্থলে যেরূপ রজ্জুতে কেবল রজ্জুরই অবস্থান, সেইরূপ ব্রহ্মে জগত্-ভ্রম স্থলেও ব্রহ্মে ব্রহ্মেরই অবস্থান। বৎস! এই জগত ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, অবিবেক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা তাহাতেই স্থিতি করে এবং বিবেক দ্বারা আবার তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মরূপ সমুদ্রে যে এ পর্য্যন্ত কত জগতরূপ লহরী উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। যেমন জগতের স্থিতির কারণ অজ্ঞান, তেমনি জগতের শান্তির কারণ (নিবৃত্তির কারণ) আত্মতত্ত্বজ্ঞান।

ভক্ত—হে মহাত্মন্! আপনি বলিয়াছেন, "যাবতীয় কর্ম্মফলই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া যায়।" সুতরাং যোগী মহাপুরুষগণ যে বহু কষ্টে মনকে সমাধিস্থ করেন, এই কষ্টসাধ্য কর্ম্মফল যে 'সমাধি' ইহা কি প্রকারে স্থায়ী হইবে ?

মহাঃ—বৎস! এই সমাধি অবস্থা কোন কর্ম্মের দ্বারা মানুষে উৎপন্ন করে না। স্বপ্নাবস্থা হইতে সুষুপ্তিতে যাওয়ার পূর্ব্বে, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির যে অতি সূক্ষ্ম সন্ধিস্থল, তাহাই 'তুরীয়' বা 'সমাধি' অবস্থা। সুতরাং প্রত্যহই জীবের সমাধি হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা সেই অজ্ঞ জীব অনুভব করিতে পারে না। জীবের জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির ন্যায় এই সমাধি বা তুরীয় অবস্থাও স্বাভাবিক অবস্থাই, ইহা কোন নূতন কৃত বা প্রাপ্য অবস্থা নয়, সুতরাং ইহার ধ্বংসের কোনই কারণ নাই। শ্রুতিও বলেন,—

নদ্বৈতং ভাসতে নাপি নিদ্রা।
তত্রাস্তি যৎ সুখং স ব্রহ্মানন্দঃ॥

অর্থাৎ—"যখন মনে কোন প্রকারের দ্বৈত বস্তু প্রকাশ পায় না (অর্থাৎ স্বপ্নের শেষ সীমা), অথচ নিদ্রাও (সুষুপ্তিও) নয়, এই দুই অবস্থার সন্ধিক্ষণে যে আনন্দ বোধ হয়, তাহাই 'ব্রহ্মানন্দ' বা 'নির্ব্বিকল্প সমাধি'।"

বৎস! মনের শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা এবং বিচার, বৈরাগ্য, সমাধি প্রভৃতি যে সকল বিষয়ে পূর্ব্বে তোমাকে সাধন করিতে বলিয়াছি, সেই সকল তোমার মনেরই অবস্থা। সুতরাং প্রত্যেকের মনের মধ্যেই ঐ সকল নিহিত আছে, ঐ সকল আর নূতন করিয়া কাহাকেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্যত্র হইতে অর্জ্জন করিয়া আনিতে হয় না। এমন কি, কোন কোন সময়ে উহা তোমাদের মনে উদ্রিক্তও হইয়া থাকে; কিন্তু তোমরা তাহা অনুভব কর না বলিয়াই এত শোক-তাপ ভোগ করিয়া থাক। যেমন কোন ব্যক্তির পূর্ব্বপুরুষের অর্জ্জিত প্রচুর ধন-রত্ন নিজ গৃহ মধ্যে ভূগর্ভে নিহিত থাকা সত্ত্বেও, সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকাতেই সে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিয়া খাইতেছিল। পরে সেই ভূগর্ভস্থিত রত্নাদি বিষয়ে জ্ঞাত কোন প্রাচীন ব্যক্তি যখন তাহাকে তাঁহার নিজ গৃহ মধ্যে মৃত্তিকা খনন দ্বারা সেই ধন বাহির করিবার কৌশল দেখাইয়া দিলেন, তখন সে সেই ধন প্রাপ্ত হওয়ায় তাহার অর্থাভাব বিদূরীত হইল এবং সে সুখে বাস করিতে লাগিল। সেইরূপ তোমাদেরও মন-ভূমির গর্ভে আত্মজ্ঞান-ধন নিহিত আছে, কিন্তু সেই বিষয়ে তোমাদের অজ্ঞানতা বশতঃই তোমরা দুঃখে-কষ্টে ক্লিষ্ট হইয়া সর্ব্বদাই অভাবের তাড়নায় এ দেবতা, সে দেবতার নিকট 'ধনং দেহি, জনং দেহি' রবে ক্রন্দন করিয়া ভিক্ষা মাগিতেছ। সেই জ্ঞান-রত্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর আদেশানুসারে যখন তোমরা তোমাদের মন-ভূমি হইতে বিবেক-কুদ্দালের আঘাতে সেই আত্মতত্ত্ব রত্ন বাহির করিতে পারিবে, তখনই তোমরা সর্ব্ব বিষয়ে ধনৈশ্বর্য্যশালী হইয়া পরমানন্দে কাল যাপন করিতে পারিবে।

ভক্ত—প্রভু! যদি প্রত্যেক জীবের মধ্যেই আত্মা থাকেন, তবে জীব সকলের জন্ম-মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেই আত্মারও জন্ম-মৃত্যু হইতেছে না কি? সুতরাং আত্মা বহু সংখ্যক হইয়া এবং জন্ম-মৃত্যু গ্রহণ করিয়া কি প্রকারে তিনি এক ও অসীম, অজ, অমর, অক্ষয়, অব্যয় হইবেন?

মহাঃ—বৎস! একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। ৫০ খানা আয়না পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দেওয়ালে সন্নিবিষ্ট আছে, আর, তুমি সেই আয়নার নিকট দাঁড়াইয়া আছ। তখন ঐ ৫০ খানা দর্পণেই তোমার ৫০টী প্রতিবিম্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পড়িয়াছে। এই প্রতিবিম্ব পড়াতেই কি তুমি এখন ৫০ জনে পরিণত হইয়াছ? তাহা কখনই নয়। এই প্রতিবিম্ব পড়ার পূর্ব্বেও তুমি একজন ছিলে, প্রতিবিম্ব পড়ার পরেও তুমি এখন সেই একজনই আছ। ঐ ৫০ খানা দর্পণে যে অবিকল তোমার ন্যায় ৫০ জন মানুষের মূর্ত্তি দৃষ্ট হইতেছে, উহা দৃষ্টিভ্রম মাত্র। ঐ দর্পণের প্রতিবিম্ব বিষয়ে তোমার সম্যক্ জ্ঞান আছে বলিয়াই, সত্য সত্যই তুমি যে ৫০ গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ৫০ জন মানুষে পরিণত হও নাই, ইহা তুমি বেশ প্রত্যক্ষোপলব্ধি করিতেছ। কিন্তু কোন অজ্ঞান শিশু সেই দর্পণগুলি দেখিবামাত্রই তাহার বিশ্বাস জন্মিবে যে, সত্যই ৫০ জন মানুষ ঐ ৫০ খানা দর্পণের মধ্যে অছে। আত্মা সম্বন্ধেও ঠিক তদ্রূপ, তোমরা অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তিগণই এই জগত-দর্পণ দেখিয়া আত্মার বহু আকারে বিশ্বাস করিতেছ, কিন্তু আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ সেই আত্মাকে এক অদ্বিতীয় রূপেই প্রত্যক্ষোপলব্ধি করিতেছেন। আরও দেখ, ঐ আয়নাগুলি যদি ক্রমে এক এক খানা করিয়া কেহ ভাঙ্গিয়া ফেলে, তাহাতে সেই দর্পণস্থিত প্রতিবিম্ব ধ্বংস হইবে বটে, কিন্তু তাহাতে তোমার ধ্বংস বা কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হইবে কি? দর্পণ ভঙ্গে বা আরও নূতন দশ খানা দর্পণ আসিলে, যেমন তোমার কোনই হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না, ঠিক সেইরূপ, জগতের জীবসকলের জন্ম-মৃত্যুতেও আত্মার কোনই হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। তুমি যেমন দর্পণে লিপ্ত নও, দর্পণ হইতে পৃথক্ নির্লিপ্ত আছ; আত্মাও ঠিক সেইরূপ সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ব্যাপারে লিপ্ত নহেন, নির্লিপ্তই আছেন। যেমন, লাল জবাফুলের নিকট কোন কাচ আসিলে সেই কাচ সেই লাল পুষ্পের রক্তবর্ণ ধারণ করে। তখন ঐ কাচকে শত খণ্ডে বিভক্ত করিলেও সেই জবা পুষ্পের কোনও হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না, এই জীবসকলের জন্ম-মৃত্যুতেও সেইরূপ আত্মার কোনই হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না।

ভক্ত—প্রভু! আমিই যদি ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর হই, আর প্রত্যহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি আমার তুরীয় অবস্থাও হয়, তবে আর কাহার সাধন করিব? এবং কি জন্যই বা করিব? বিনা প্রয়োজনে কেহই কোন কাজ করে না।

মহাঃ—বৎস! এইবার তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। চিন্তা করিয়া দেখ, তোমরা কথা বলিবার সময় যেখানে 'যদি' 'কিন্তু' 'অথবা' প্রভৃতি শব্দ যোগে কথা বলিয়া থাক, তাহা নিশ্চয়াত্মক নয়, তাহার মধ্যে কিছু সন্দেহ থাকে বলিয়াই ঐরূপ সন্দেহাত্মক শব্দসকল প্রয়োগ কর। মনে কর, কেহ তোমাকে বলিল, 'ভাই! বাজার হইতে আমার জন্য এক আনার পান আনিও' তখন তুমি উত্তর করিলে, 'যদি বাজারে যাই তবে আনিব'। সুতরাং এখানে বাজারে যাওয়া বিষয়ে তোমার সন্দেহ আছে, তুমি যেতেও পার, না যেতেও পার। তোমার ব্রহ্মত্ব বিষয়েও ঠিক সেইরূপ, তোমার এখনও সন্দেহ আছে। দৃঢ়তার সহিত, নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে তোমার মন এখনও বলিতে পারিতেছে না, 'আমি ব্রহ্ম'; তাই তুমি বলিতেছ, 'যদি আমি ব্রহ্ম হই'। তোমার এই কথায়ই স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে, তুমি এখনও ব্রহ্ম হও নাই। সুতরাং, যদি তুমি ব্রহ্ম হও তবে তখন সাধনের প্রয়োজনীয়তাও থাকিবে না। তোমার নাম যে 'দেবেন্দ্র' এই 'দেবেন্দ্র' শব্দ তুমি শিশুকাল হইতে শ্রবণ করিতে করিতে, তাহা মননের বলে ক্রমে এখন সেই 'দেবেন্দ্র' শব্দ এইরূপ প্রগাঢ় নিদিধ্যাসনে পরিণত হইয়াছে যে, তোমার নাম যে 'দেবেন্দ্র' তৎসম্বন্ধে তোমার মনে কোন সন্দেহই নাই। কাজেই 'যদি আমি দেবেন্দ্র হই' এইরূপ সন্দেহাত্মক কোন কথা কখনও তোমার মুখে প্রকাশও পায় না। এমন কি, তুমি যে 'দেবেন্দ্র' ইহা তোমার মনের মধ্যে এরূপ দৃঢ় নিশ্চয় হইয়াছে যে, তোমার নিদ্রিতাবস্থায়ও যদি কেহ 'দেবেন্দ্র' বলিয়া ডাকে, তবে তখনই তুমি জাগ্রত হইয়া উত্তর কর। তুমি নিদিধ্যাসনের বলে 'আমিই দেবেন্দ্র' ইহা যেরূপ নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতেছ, বিচারশীল জ্ঞানী ব্যক্তিও ঠিক সেইরূপ 'আমি ব্রহ্ম' 'আমি বিষ্ণু' ইত্যাদি শব্দ শুনিতে শুনিতে মনন ও নিদিধ্যাসনের বলে, ব্রহ্ম বা বিষ্ণু শব্দ যে তাঁহারই বিশেষণ মাত্র, তাহা তিনি নিঃসন্দিগ্ধ ভাবেই প্রত্যক্ষোপলব্ধি করিতেছেন। এই নিদিধ্যাসনই আত্মস্বরূপে স্থিতি। তোমার ব্রহ্মত্ব বিষয়ে অবিকল এইরূপ নিঃসন্দিগ্ধভাবে যেদিন 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে পারিবে, সেই দিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে আর তোমার কোন সাধন-ভজনেরই প্রয়োজন হইবে না। সুতরাং তোমার সন্দেহাত্মক এই 'যদি' শব্দ তিরোহিত করিয়া, নিঃসন্দিগ্ধ হওয়ার জন্যই তোমার সাধন-ভজনের প্রয়োজন। অনুমান করা, আর অনুভব করা, এক কথা নয়। তুমি শাস্ত্র-প্রমাণ ও আমার যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা মাত্র অনুমান করিয়া লইয়াছ যে, তুমি ব্রহ্ম, কিন্তু এখনও ইহা তোমার অনুভবে বা উপলব্ধিতে আসে নাই। এই অনুমানকেই 'পরোক্ষজ্ঞান' এবং অনুভবকে 'অপরোক্ষজ্ঞান' বলে। পরোক্ষজ্ঞান দ্বারা কখনও নিঃসন্দিগ্ধ-ভাবে তোমার অজ্ঞানতা বিদূরিত হইতে পারে না; তাই তোমার মনের শোক-তাপ দূর হইয়া তুমি শান্তিও লাভ করিতে পারিতেছ না। এই জন্যই অপরোক্ষজ্ঞান বলে নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভের প্রয়োজন হইয়া থাকে। অপরোক্ষজ্ঞান বলেই মানব 'আমি ব্রহ্ম' ইহা নিঃসন্দিগ্ধ রূপে জানিতে পারিয়া ভব-সাগর উত্তীর্ণ হয়। এই বিষয়ে ভগবদ্গীতা বলিয়াছেন,—

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্‌কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুখো নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

অর্থাৎ—"সংশয় ও বিপর্য্যয় শূন্য অর্থাৎ আত্মা বিষয়ে সংশয়-ভাবনা ও বিপরীত-ভাবনা রহিত বুদ্ধিযুক্ত হইয়া এবং ধীরে ধীরে শরীরাদিকে নিয়মিত করিয়া, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ বিষয় ত্যাগ, রাগ-দ্বেষ পরিত্যাগ, জনশূন্য পবিত্র গিরিগুহাদিতে বাস, লঘু আহার ভোজন, শরীর, মন ও বাক্যের সংযম, প্রত্যহ আত্মস্বরূপের ধ্যান এবং যোগানুষ্ঠান অর্থাৎ আত্মাতে মনের স্থিতি এবং বৈরাগ্য আশ্রয় পূর্ব্বক অহঙ্কার, বল, দর্প, ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ করতঃ মমতা রহিত হইয়া এবং শান্ত হইয়া, মানব ব্রহ্মভাবনায় অর্থাৎ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারে সমর্থ হন।" বেদান্তও বলিয়াছেন,—

এবং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবব্রহ্মাহমস্মীতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংশয়সম্ভাবনাবিপরীতভাবনারাহিত্যেন যস্তু জানাতি, স জীবন্মুক্তো ভবতি।

অর্থাৎ—"সংশয় এবং বিপরীত ভাবনা রহিত হইয়া যিনি 'আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব পরব্রহ্ম' এইরূপ প্রত্যক্ষোপলব্ধি দ্বারা ব্রহ্মের সহিত অভেদ-জ্ঞান সম্পন্ন হন, তিনিই জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন।"

ভক্ত—হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, জীবন্মুক্ত ব্যক্তি অপরোক্ষজ্ঞান বলে, নির্ব্বিকল্প সমাধিতে, ব্রহ্মানন্দে কি প্রকার আনন্দ উপলব্ধি করেন?

মহাঃ—বৎস! সেই আনন্দ আনন্দ নয়, উহা আনন্দ ও নিরানন্দের সীমার বাহিরে; তাই তাহা 'অবাঙ্মনসগোচরম্'. অর্থাৎ বাক্য-মনের অগোচর। রসগোল্লার স্বাদ মাত্র তিনিই বুঝিতে পারিয়াছেন, যিনি রসগোল্লা খাইয়াছেন। এখন তিনি এই রসগোল্লার স্বাদ অন্যকে কি প্রকারে বুঝাইবেন? হয় ত মাত্র বলিবেন, 'উহা অতি উত্তম মিষ্ট স্বাদ'। এই ব্রহ্মানন্দও ঠিক তদ্রূপ। একটী গল্প শুন—

এক জন বিবাহিতা রাজকন্যা তাহার অবিবাহিতা সখীদের সঙ্গে প্রত্যহই গল্প করিত যে, "স্বামী অত্যন্ত উত্তম পদার্থ, স্বামী-সঙ্গ-সুখই জগতে শ্রেষ্ঠ সুখ, ইহার মত শান্তি ও আনন্দ সংসারে আর কিছুতেই নাই" ইত্যাদি। রাজকন্যার এই সুখের কথা শুনিয়া সেই সুখের স্বাদ উপলব্ধি করিবার জন্য ঐ অবিবাহিতা সখীরা অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া রাজকন্যাকে জিজ্ঞাসা করিত, "দিদি! স্বামী-সঙ্গ-সুখ কি রকম? একটু খুলে বল না, তোমার সেই সুখের স্বাদ আমরাও কিয়দংশ গ্রহণ করি। ইহা কি রসগোল্লা, সন্দেশাদি মিষ্ট-দ্রব্য খাইলে যেরূপ সুখ বোধ হয় সেইরূপ; না, বায়স্কোপ, থিয়েটার দেখিলে যে আনন্দ বোধ হয় সেইরূপ?" উত্তরে রাজকন্যা বলিত "তোমরা ইহা বুঝিবে না, তোমরা যে সকল আনন্দের কথা বলিতেছ, উহা অপেক্ষাও ইহা সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ আনন্দ"। এই ভাবে সখীরা বহু প্রকার আনন্দের কথা উত্থাপন করিয়া সেই রাজকন্যাকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই রাজকন্যা সেই অবিবাহিতা সখীদিগকে স্বামী-সঙ্গ-সুখের স্বাদ বুঝাইতে পারিল না। কারণ, স্বামী-সঙ্গ না করিয়া, কেবল মুখের কথা দ্বারা কি প্রকারে সেই সুখের স্বাদ পাইবে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুদিন পরেই একটী সখীর বিবাহ হইল। তখন সেই সখী স্বামী-সঙ্গ-সুখের রসাস্বাদ করিতে পারিয়া, রাজকন্যার সঙ্গে পরস্পর পরস্পরের স্বামী-সঙ্গ-সুখের আলোচনা করিয়া অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। এই ভাবে ক্রমে সখীদের যখন যাহার বিবাহ হইয়াছিল তখনই সে সেই স্বামী-সঙ্গ-সুখের স্বাদ বুঝিতে পারিয়াছিল। স্বামী-সঙ্গ-সুখের কথা বার বার শুনিয়াও স্বামী-সঙ্গ না করা পর্য্যন্ত যেমন সখীরা কেহই সেই স্বামী-সঙ্গ-সুখের স্বাদ উপলব্ধি করিতে পারে নাই; এই নির্ব্বিকল্প সমাধিও ঠিক সেইরূপ. অপরোক্ষানুভূতি বা নির্ব্বিকল্প সমাধি যাহার কখনও হয় নাই, লক্ষ লক্ষ বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ করিয়া বা কেবল মুখে মুখে অন্যের উপদেশ শ্রবণ করিয়া কিছুতেই সে সেই সমাধির স্বাদ উপলব্ধি করিতে পারে না। রাজকন্যা যেরূপ বহু রকমে বলিয়াও স্বামী-সঙ্গ-সুখ সখীদিগকে বুঝাইতে অক্ষম হইয়াছিল; সমাধিনিষ্ঠ ব্যক্তিও অন্তরে পুরুষ-প্রকৃতি যোগে সমাধির যে আনন্দ, তাহা মুখে বলিয়া অন্যকে বুঝাইতে অক্ষম হইয়া থাকেন। সুতরাং সখীদের বিবাহের ন্যায় মুমুক্ষুগণ মধ্যে যখন যাহার অপরোক্ষানুভূতি হইবে, তখনই তিনি সেই আত্মানন্দের উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বাবা! যেমন, স্ত্রীলোকের বয়স যত অধিকই হউক না কেন, স্বামী-সঙ্গে রমণ না করা পর্য্যন্ত সে যেমন কিছুতেই আনন্দ উপলব্ধি করে না এবং তাহার সন্তান প্রসবেরও শক্তি জন্মে না; অবিকল সেইরূপ. তোমার মন-প্রকৃতি বহু বার দেহ ধারণ করিয়া যত অধিক বিষয় ভোগ করুক না কেন, পরমাত্মারূপ পুরুষের সঙ্গে রমণ না করা পর্য্যন্ত কিছুতেই পরমানন্দ উপলব্ধি করিতে পারিবে না এবং তাহার সমদর্শন নির্ব্বিকারতা, মৃত্যুভয় নাশ ইত্যাদি শক্তিও জন্মিবে না। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মহাপুরুষ আপন ভাবে বিভোর হইয়া গাহিতে লাগিলেন,—

(এই বিশ্ব মাঝে—সুর)

মনের বাহিরে যখনে যাই আমি,
জাগে সুধু এক চেতনা।
এ বিশ্ব তখন নীরব হ'য়ে যায়,
তুমি-আমি-সেথা কিছুই রহে না॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখনে এ বিশ্ব আমাতে হয় লয়,
দেখিতে পাই তুমি আমি ভিন্ন নয়।
দ্বৈতাদ্বৈত জ্ঞান রহে না তখন,
মনাতীত স্থান (তা'র) না হয় বর্ণনা॥
সুখ—দুঃখাতীত বাক্যের অতীত,
তবু সাধারণে করিছে কল্পনা।
সেই সত্য, শান্ত, জ্ঞানাতীত স্থানে,
অজ্ঞের কল্পনা কভুও পৌছে না॥

ভক্ত—দয়াময়! কি প্রকারে আমি নির্ব্বিকল্প সমাধি দ্বারা ব্রহ্মানন্দ উপলব্ধি করিতে পারিব, কৃপা করিয়া এখন তাহাই আমাকে উপদেশ করুন।

মহাঃ—হে মহামতে! বিবেক ও বিচার বলে যাহার ধন-জন, জাতি, বর্ণাশ্রম, খাদ্যাখাদ্য, পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক ও মনঃ-কল্পিত পৃথক্ ঈশ্বর প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকারের সংস্কার মন হইতে বিদূরিত হইয়া গিয়াছে; অর্থাৎ যিনি এই মায়িক প্রপঞ্চের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে মন হইতে ত্যাগ করিয়াছেন, এইরূপ তীব্র বৈরাগ্যবান ব্যক্তি, নির্জন ও নীরব স্থানে সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর উপদেশ অনুসারে ধ্যানস্থ হইলে, তাঁহার মন অতি সহজেই আত্মস্থ হয়। এইরূপ উত্তমাধিকারীকে লয় ও বিক্ষেপ শক্তিতেও কোন প্রকারের বাধা জন্মাইতে সমর্থ হয় না। তাই তখন তিনি সেই একের রাজ্যে পৌছিয়া নির্ব্বাণ সমাধি বা ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হইয়া থাকেন।

ভক্ত—প্রভু! আমার ন্যায় নিম্নাধিকারীদের কি করা কর্ত্তব্য?

মহাঃ—তোমার ন্যায় অল্পাধিকারী ব্যক্তি, কোন নীরব ও নির্জন প্রদেশে একাকী সুখাসনে উপবেশন করিয়া, শ্রীগুরুর আদেশ অনুসারে প্রণব (ওঁ) উচ্চারণ করিতে থাকিবে এবং সর্ব্ব চিন্তা ত্যাগ করিয়া মনের দ্রষ্টা হইয়া থাকিবে। অর্থাৎ তুমি নিজে মন হইতে পৃথক্ ভাবে থাকিয়া, কেবল দেখিতে থাকিবে যে, তোমার দুষ্ট, চঞ্চল মন কোন দিকে কোন বিষয়ে ধাবিত হইতেছে। মন যে যে বিষয়ে ধাবিত হইবে, তখন সেই সেই বিষয় হইতে বলপূর্ব্বক মনকে ফিরাইয়া আনিয়া উহাকে নিজের উপরেই স্থিত রাখিবে। এই রূপে প্রথম অভ্যাস-কালে কাহারও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাহারও মনের অলসতা ও অরুচি আসিয়া বাধা জন্মায়। অর্থাৎ প্রথমাবস্থায় সাধক কিছু দিন ধ্যান-ধারণা করিয়া কোন কিছুই স্বাদ না পাইলে, সাধকের মন ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়ে। তখন সে মনে করে, 'ইহা দ্বারা বিশেষ কিছুই লাভ দেখিতেছি না, বিশেষতঃ ইহা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসাধ্য'। এই অবস্থায় শিষ্যের দীর্ঘকাল গুরুর নিকট থাকিয়া গুরুসেবা করতঃ গুরুদেবের উপদেশ শ্রবণ করাই প্রধান কর্ত্তব্য। কারণ তখন বুঝিতে হইবে যে, সেই শিষ্য এই ধ্যান-ধারণার অনধিকারী, তাই গুরুর নিকট তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করিতে করিতে পুনরায় তাহার মনে অধিকারিত্ব জন্মিবে। আর, যদি তোমার ঐরূপ অলসতা ও অরুচি না জন্মে, তবে পুনঃ পুনঃই তোমার মন বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হইবে। ইহাকেই মনের 'বিক্ষেপ অবস্থা' বলা হয়। এই অবস্থায় পুনঃ পুনঃই মনকে সজোরে আকর্ষণ করিয়া ফিরাইয়া আনিয়া নিজের উপর চিন্তাশূন্য অবস্থায় স্থিত রাখিবে। তোমার মনকে এরূপ চিন্তাশূন্য করিবে যে, নিজ দেহের চিন্তা অর্থাৎ 'আমি ধ্যানে বসিয়াছি' এইরূপ চিন্তাও পর্য্যন্ত মন হইতে বিদূরিত করিয়া দিবে। অর্থাৎ তখন মনকে এরূপ চিন্তাশূন্য করা চাই, যেন তখন মনের মধ্যে একমাত্র মন নিজেই থাকে, মন বাদে দ্বিতীয় কোন কিছুই থাকিতে না পারে। এইরূপ ভাবে বিষয়-চিন্তা হইতে মনকে পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিলেও যদি দেখ যে, মন নির্দ্দিষ্ট কোন একটি বিষয়ে এমন আকৃষ্ট হইয়াছে যে, কিছুতেই সেই বিষয়টি ত্যাগ করিতেছে না; তখন মন যে বৃত্তি বলে সেই বিষয়কে আকর্ষণ করিতেছে, কেবল সেই বৃত্তিটিকেই মনের সম্মুখে রাখিয়া তন্ন তন্ন করিয়া সেই বৃত্তির দোষ-গুণ বিচার করিতে থাকিবে। তখন বিচার দ্বারা সেই মনোবৃত্তির দোষ দর্শন হইলে, তোমার মন আপনা হইতেই সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে। এই ভাবে মন একেবারে বিষয়শূন্য নিরালম্ব অর্থাৎ খালি হইলে, তখন তোমার অজ্ঞাতসারেই মন নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িবে। অনেকে আসনে উপবিষ্ট অবস্থায়ই কিছুক্ষণ তন্দ্রা বা নিদ্রাভিভূত থাকিয়া, পরে চেতন হইয়া মনে ভাবে যে, 'আমি বোধ হয় ধ্যানস্থই ছিলাম'। এই নিদ্রাকেই মনের 'লয় অবস্থা' বলা হয়। এই নিদ্রা হইতেও মনকে সজোরে আকর্ষণ করিয়া ফিরাইয়া রাখিতে হইবে। যাহারা গুরু[illegible] করে অর্থাৎ বেশী পরিমাণে [illegible]নং ঠাণ্ডা গুণবিশিষ্ট দ্রব্য খায়, আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহারা বয়সে বৃদ্ধ, তাহাদের মনই এইরূপ ভাবে বেশী নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে। সুদীর্ঘ কাল পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অভ্যাসের বলে বিষয়-চিন্তা ও নিদ্রা হইতে মনকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত রাখিলেই তখন তোমার মন স্বাধীন হইল। কিন্তু মন কোন একটী চিন্তা বা ধ্যান না করিয়া কিছুতেই তিলার্দ্ধও থাকিতে পারে না। পূর্ব্বে আত্মতত্ত্ব বিষয়ে শ্রবণ-মননাদি থাকায়, এখন তোমার এই স্বাধীন মন সেই আত্মধ্যান করিতেই বাধ্য হইবে। এই ভাবে মন আত্মধ্যান করিতে থাকিলেই বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গুলিও আর বহির্ব্বিষয়ে লিপ্ত হইবে না,—তাহারা মনের আদেশেই তখন শান্তভাব ধারণ করিবে। এই ভাবে বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় মনকে নির্ব্বিষয় করিয়া যে নির্ব্বিষয়ী ধ্যান হয়, তাহাকেই 'ব্রহ্মধ্যান' বা 'ধ্যানযোগ' বলে। অর্থাৎ—আত্মতত্ত্ব শ্রবণ দ্বারা মনন হইতে থাকে, সেই মননের অবস্থা ক্রমে যখন নিদিধ্যাসনে যাইয়া পরিণত হয়, তখনই প্রকৃত ধ্যান সিদ্ধ হয়। ইহাই 'নির্ব্বিকল্প সমাধি' সেই একের রাজ্য বা 'ব্রহ্মানন্দ' এবং ইহাই বাক্য-মনের অগোচর 'কৈবল্য ধাম'।

ভক্ত—প্রভু! যাহারা ঐরূপ কঠোর ভাবে আত্মধ্যান করিতে না পারিবে, তাহাদের উপায় কি?

মহাঃ—বৎস! যাহারা সর্ব্ব নিম্নাধিকারী তাহাদের ব্রহ্মজ্ঞ গুরুই একমাত্র আশ্রয়। এই ব্রহ্মজ্ঞ গুরুই তাহাদের সগুণ সাকার ব্রহ্ম। তাহারা কায়মনোবাক্যে একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর সেবায় তৎপর থাকিয়া, আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিতে থাকিবে। ইহাই তাহাদের একমাত্র সাধন-ভজন, অন্য কোন কর্ত্তব্যই তাহাদের নাই। গীতা-মুখে শ্রীকৃষ্ণ বলেন,—

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥

অর্থাৎ—"কেহ কেহ বা এইরূপে ধ্যানাদি দ্বারা আত্মাকে দর্শন করিতে অক্ষম হওয়ায়, আচার্য্যের (গুরুর) নিকট তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করিয়া সেই গুরুর উপাসনা করে। তাহারাও সেই আচার্য্যের উপদেশ শ্রবণ-পরায়ণ হইয়া মৃত্যু অর্থাৎ সংসার অতিক্রম করে।"

ভক্ত—প্রভু! এই আত্মদর্শন বা ব্রহ্মজ্ঞান একের রাজ্য কি প্রকারে হইবে? কারণ আপনি বলিয়াছেন "দেহ, মন ও আত্মা এই তিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বস্তু আছে”। তৎপর সর্ব্বত্রই বলিয়াছেন, আত্মদর্শন বা ব্রহ্মজ্ঞান। সুতরাং ‘আত্মদর্শন’ বলিলেই ত মন তথায় দ্রষ্টা ও আত্মা দৃশ্যরূপে, অথবা ‘ব্রহ্মজ্ঞান’ বলিলেও মন তথায় জ্ঞাতা এবং ব্রহ্ম জ্ঞেয়রূপে থাকিবেনই থাকিবেন।

মহাঃ—বৎস! যে দ্রষ্টা দৃশ্য দর্শন করে, সেই দ্রষ্টা আত্মদর্শন করিতে সমর্থ হয় না। হে মহামতে! দ্রষ্টা ও দৃশ্য এই উভয়ের মধ্যে দৃশ্য-পদার্থ সকলেই দর্শন করে, কিন্তু কেহই দ্রষ্টাকে দর্শন করে না। যেমন তোমার চক্ষু বাহিরের সর্ব্ব পদার্থের রূপ দর্শন করে এবং সে সকল রূপ মুখে বর্ণনও করে, কিন্তু সে (তোমার চক্ষু) তাহার নিজেকে কখনও দর্শন করে না, তাই নিজের রূপ বর্ণনও করিতে পারে না। ঠিক তদ্রূপ, দৃশ্য বস্তু দর্শন করিয়া সকলেই সেই বস্তুর নানা প্রকার নাম ও রূপাদি বর্ণন করিতে থাকে; কিন্তু যদি কাহাকেও জিজ্ঞাসা করা যায় যে, ‘আপনি দৃশ্য পদার্থ দেখিতেছেন বটে, কিন্তু দ্রষ্টা কে? তাঁহাকে দেখিয়াছেন কি? সেই দ্রষ্টা কোথায়, কি ভাবে আছেন এবং তাঁহার নাম-রূপাদিই বা কি রূপ? এখন তাহাই বর্ণন করুন।’ তখনই সে চমকিয়া উঠিবে এবং বলিবে, ‘আমি দ্রষ্টাকে জানি না, চিনি না’। অথচ তন্মুহূর্ত্তেই যদি সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, ‘এই যে আপনি দৃশ্যের নাম-রূপাদি নানা প্রকার ব্যাখ্যা করিতেছেন, ইহা দর্শন করিয়াছে কে?’ তদুত্তরে তখনই সে স্পষ্টাক্ষরে বলিবে, ‘দর্শন করিয়াছি আমি’। এখানেই সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখ যে, “আমি আমাকে জানি না, চিনি না বা বুঝি না” এইরূপ বাক্য বলিলে লোক-সমাজ তাহাকে বাতুল বলিয়া গণ্য করে। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের জীব সকলেও ঠিক ঐরূপই মস্তিষ্ক-বিকৃতের ন্যায় বাক্যালাপ করিয়া থাকে। হে সুমতে! ঐ দ্রষ্টাকে দর্শন করার নাম অর্থাৎ নিজেকে নিজে চেনা বা জানার নামই ‘ব্রহ্মজ্ঞান’ বা ‘আত্ম-দর্শন’। আত্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ কেবল অজ্ঞানীদিগকে বুঝাইবার জন্যই, ‘ইহার নাম অবিদ্যা, ইহার নাম জীব,’ এইরূপ এইরূপ কাল্পনিক ভেদ-বোধক শব্দরাশি অবলম্বন করিয়া বুঝাইয়া থাকেন। যাবৎকাল তাঁহাদের মন অবোধ থাকে, তাবৎকাল এইরূপ শাস্ত্র-কল্পিত ব্যবহার অবলম্বন ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে অবোধ মনকে বুঝান যায় না। যুক্তির দ্বারা [illegible] অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা নিবৃত্ত হয়; তৎপরে মন বোধ প্রাপ্ত [illegible] পরমাত্মায় যোজিত হয়। নতুবা [illegible] ব্যক্তিকে প্রথমেই ‘সর্ব্বং ব্রহ্ম’

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলাও যেরূপ, বৃক্ষের নিকট নিজের দুঃখ বিজ্ঞাপিত করাও ঠিক তদ্রূপ। যুক্তির দ্বারা মূঢ়দিগকে বুঝান যায়, আবার তত্ত্বকথার দ্বারা প্রাজ্ঞদিগকে বুঝান যায়। যুক্তি-প্রমাণ না বলিলে মূঢ়েরা বুঝে না। যখন সেই অজ্ঞানিগণ যুক্তির দ্বারা বোধিত হয়, তখন তাহারা প্রাজ্ঞ হয়, তাই তখন তাহারা তত্ত্বকথা বলিলে বুঝিতে পারে। তাই, যে পর্য্যন্ত তুমি অবুদ্ধ ছিলে সে পর্য্যন্ত আমি তোমাকে যুক্তির দ্বারা বুঝাইয়াছি, এখন তুমি কিছু প্রবুদ্ধ হইয়াছ, সেই জন্য তোমাকে তত্ত্ব কথা বলিতেছি। পরমাত্মার সহিত জগতের যে ভেদ দৃষ্ট হইতেছে, ইহা ব্যবহারিক মাত্র, বাস্তবিক নহে। কাজেই দ্বৈত মিথ্যা হইলেও তাহা ব্যবহার দশায়, অর্থাৎ তত্ত্ববোধের পূর্ব্বে প্রয়োজন বোধে উপদেশের নিমিত্ত গৃহীত হয়। যেমন মিথ্যা রজ্জু-সর্প দর্শনে সত্য ভয়-কম্পাদি ফল উদ্ভূত হয়, তেমনি মিথ্যা দ্বৈতের অনুবাদ করিয়া উপদেষ্টাগণ সত্যব্রহ্ম বুঝাইয়া থাকেন। ব্যবহার-সিদ্ধ দ্বৈত অবলম্বন না করিলে, অদ্বৈত বুঝান যায় না। প্রপঞ্চ মিথ্যা এবং একাদ্বয় ব্রহ্মই সত্য, অর্থাৎ 'আমি' মাত্র সত্য; এই বিষয়ে বেদান্ত-তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যাকারী গ্রন্থ, গুরু ও ব্রহ্মজ্ঞগণের অনুভবই প্রমাণ। ব্রহ্মই ব্রহ্ম দর্শন করেন। যে ব্রহ্ম নহে, সে ব্রহ্ম দেখিতে পায় না। অর্থাৎ আপনার ব্রহ্মত্ব জ্ঞানই 'ব্রহ্ম দর্শন'। ব্রহ্মভিন্নত্ব-জ্ঞান অর্থাৎ 'আমি অন্য, ব্রহ্ম অন্য' এইরূপ জ্ঞান 'ব্রহ্ম দর্শন' নহে। কারণ এই যে, তিনি দৃশ্য, তাঁহাকে দেখা যাইবে, এ ভাবে দেখিতে গেলে 'ব্রহ্ম-দর্শন' দূরে পলায়ন করে। কারণ সেই ভাবের দর্শকেরা ব্রহ্মের বিশুদ্ধ চিন্ময়তা অবধারণ করিতে পারে না। অতএব 'নিজের বা আত্মার স্বরূপ জানা' বা 'আত্মদর্শন লাভ করা' বা 'ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা' বা 'ব্রহ্মদর্শন করা', এই সকল শব্দে তুমি এখানে দ্বৈত অর্থাৎ দুইটী বস্তু বলিয়া মনে করিও না। কারণ, ব্রহ্ম বা আত্মাকে জানা, আর ব্রহ্ম বা আত্মা হওয়া, একই কথা বুঝিতে হইবে। সাধারণকে বুঝাইবার জন্যই মাত্র 'জানা', 'দর্শন করা' ইত্যাদি দ্বৈত-বোধক শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বৎস! আত্মজ্ঞান লাভ হইলে তখন সেই ব্যক্তি সর্ব্ব পদার্থের আত্মা হন। অর্থাৎ তখন তিনি, শূন্যবাদীর শূন্য, ব্রহ্মবাদীর ব্রহ্ম, বিজ্ঞানবাদীর বিজ্ঞান, সাঙ্খ্যের পুরুষ, যোগীর ঈশ্বর, শৈবদিগের শিব, বৈষ্ণবের বিষ্ণু, কালবাদীর কাল, আত্মবাদীর আত্মা, মাধ্যমিকদিগের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নৈরাত্ম্য, মুসলমানের খোদা, খ্রীষ্টানের গড্ ইত্যাদিরূপে পরিণত হইয়া যান। অর্থাৎ যাহা সমুদায় শাস্ত্রের শেষ সিদ্ধান্ত, যাহা জীবের হৃদয়বাসী আত্মা, যাহাকে সর্ব্বময় ও সর্ব্বব্যাপী বলা হয়, তিনি তখন তাহাই হইয়া যান। তাই শ্রুতিও বলিয়াছেন,—

ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।

অর্থাৎ—"ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মই হইয়া যান।"

এই কথা শুনিয়া ভক্ত কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন। পরে তিনি বলিতে লাগিলেন, "হে মহাত্মন্! আপনার অসীম করুণাগুণে আমার মোহ-জাল অপসৃত হইয়াছে; আমার সংশয় সর্ব্বতোভাবে তিরোহিত হইয়াছে; দুস্তর সমুদ্রের ন্যায় মায়া-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হওয়ায় আমি এক্ষণে চির শান্তি লাভ করিলাম। আমি বহু দিবস অপ্রবুদ্ধ অবস্থায় ভ্রান্তি-জালে বিজড়িত ছিলাম, এক্ষণে আমি অক্ষুব্ধ হইয়া অক্ষয় স্থান প্রাপ্ত হইলাম। এক্ষণে আমার পরম ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে।"

এমন সময় দিনমণি অস্তাচলে গমন করিলেন। তখন মহাপুরুষ মৌনাবলম্বন করিয়া আত্মস্থ হইলেন। ইহা দেখিয়া সেই ভক্ত ও অন্যান্য শ্রোতাগণ যথাশক্তি স্বর্ণমুদ্রা, বস্ত্র এবং ফল-মূলাদির দ্বারা সেই আত্মজ্ঞ মহাপুরুষের অর্চ্চনা করিয়া প্রণাম করতঃ নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন।

সম্পূর্ণ।

সরলা প্রেস, কাশীধাম হইতে—শ্রীরঘুনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগোপালচন্দ্র বেদান্তশাস্ত্রী প্রণীত:—

বর্ণপরিচয় (৬ষ্ঠ সংস্করণ)	।৹
সাহিত্য পাঠ—প্রথম ভাগ	॥৹
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	৸৹
ঐ তৃতীয় ভাগ	১৲
পরিচয় (বঙ্গাক্ষরে হিন্দী)	১৲
হিন্দী শিক্ষা (৫ম সংস্করণ)	২॥৹
বাংলা শিক্ষা (হিন্দীতে)	২॥৹
পহেলী পুস্তক (ঐ)	॥৹
দূসরী পুস্তক (ঐ)	১৲
ইংরেজী শিক্ষা (ঐ)	২৲
glo-Hindi Dictionary.	৮৲
Do Pocket-edition	৪৲
·ii-English Dictionary	৮৲

·াংলা অভিধান, বাংলা হিন্দী শব্দকোষ, গার্হস্থ্যজীবন এবং বেদান্ত (যন্ত্রস্থ)

প্রাপ্তিস্থান—কার্য্যাধ্যক্ষ, স্বয়ম্ভাতি পুস্তকালয়,
·০৫ নং সদানন্দ বাজার, বেনারস।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আহার ও ধর্ম্ম।

পরমহংস শ্রীমৎ কালিকানন্দ স্বামী প্রণীত।

এই পুস্তকে স্বামীজী বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, দর্শন প্রভৃতি হইতে বহ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, আর্য্যঋষিগণ মৎস্য-মাংসাদি পুষ্টিকর আমিষ ভো করিয়াই জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনে ও সভ্যতায় পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার সমর্থ হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারগণও মাংসাশী ছিলেন শা রিক শক্তিতে ও বুদ্ধিবলে বড় বড় যুদ্ধ জয় করিতে পরিয়াছিলেন শাক-পাতা-লাউ-বেগুন খাইয়া তাঁহারা পৃথিবী জয় করিতে পারেন নাই। নিষদের ঋষিরা সর্ব্ব-বেদাধ্যায়ী, সভাবিজয়ী, সবলকায়, পরম প ত পু জন্ম দম্পতিকে মাংসান্ন খাইয়া সহবাসের ব্যবস্থা দিয়াছেন। তখনকার প্রচুর আমিষ ভোজনেও ধর্ম্মহানি হইত না, এখনও হইবে না। এই একটা নূতন আলোক দেখিতে পাইবেন। বাংলায় এরূপ পুস্তক আর প্র হয় নাই। প্রত্যেকেরই পাঠ করিয়া লাভবান হওয়া উচিত। মূল্য এক টাকা

প্রাপ্তিস্থান—কার্য্যাধ্যক্ষ, স্বয়ম্ভাতি পুস্তকালয়,
১০৫ নং সদানন্দ বাজার, বেনারস।

মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলেজস্কোয়ার, কলিকাত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi.

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No............
Shri Shri ... Ashram
BANARAS.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi